भारति। त्राज्ञादली



(अम्मूर्व)

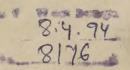
मच्या प्रमा

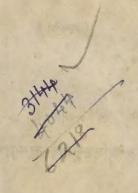
ভক্তর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়





প্যারীচাঁদ রচনাবলী (একখণ্ডে সম্পূর্ণ) প্রথম প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল।





॥ আঠারো টাকা॥

প্রকাশক: প্রীন্থনীলকুমার মণ্ডল ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রেণ্ড কলিকাতা-৯।
মুদ্রক: প্রীগোপাল ঘোষ প্রীক্ষণ প্রেম ৬ শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৬।
প্রাচ্ছদ ও অলংকরণ: প্রীগণেশ বস্তা ব্লক নির্মাতা: ব্লকম্যান প্রসেস ও
মডার্গ প্রসেম। প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ: ইম্প্রোন্ধন ৬৪ সীতারাম
ঘোষ খ্রীট কলিকাতা-১। গ্রন্থন: দীননাথ বাইপ্তি: ওয়ার্কম।

সূচীপত্ৰ

ভূমিকা

আলালের ঘরের তুলাল



नागाज्यत्र नदयत्र द्वारम		
মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়	(5643)	209
রামারঞ্জিকা	(>6%)	243
কৃষিপাঠ	(5885)	२७६
গীতাঙ্গুর	(2002)	530
यर्किकिर	(55-98)	022
बर्जि	(5695)	809
ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত	(5646)	800
थछत्क्रीय बीत्नाकिप्तरात भूतिवश	(5645)	890
আধ্যান্মিকা	(;660)	१८८
বামাতোষিণী	(2445)	000
পরিশিষ্ট	*****	503

বাংলাদেশ, বাংলা নাহিত্য ও বাঙালী-মানসিকতার দিক থেকে উনিশ শতক, বিশেষতঃ এর দিতীয়ার্ধ একটি ঐশ্বর্ধবান কালপ্রবাহরূপে বিবেচিত হতে পারে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীকা, জীবসাদর্শ, সমাজপ্রণালী ও চিত্তপ্রকর্ম স্থপন্থ মধ্যযুগীয় বাঙালীর নিল্রানিমীল নয়নে প্রথর স্থালোকের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বুলিয়ে মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ এবং পায়ের তলায় সীমাবদ্ধ পৃথিবীর নতুন পরিচয় উদ্ঘাটিত করল।

মধাযুগে বাঙালী-মানস বিশেষভাবে ছিল গোষ্টিগচেতন, গ্রামীণ ও ধর্মীয় ভাবা-বেগে আত্মলীন। শ্রীচৈততাদেবের প্রভাবে নতুনভাবে মারুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত इन वर्त, किञ्च दम-भाञ्च देवकुर्छत मिरकई शांक वाष्ट्रिताहिन, ट्लोमतुन्नावनरक ভাববুন্দাবনের তুরীয়লোকে তুলে ধরেছিল। মধ্যযুগ অতিকান্ত হল ইতিহাদ-দেবতার অনিবার্য অনুলিসক্ষেতে। আধুনিক যুগ বাঙালী-মানসে নতুন ছায়াপাত করল। বাংলা গভই হল নব্যুগের উজ্জীবনমন্ত। দেশে ও কালে বাঙালী-চেতনার সম্প্রদারণে বাংলা গত অসাধারণ ক্রিয়াশীল হল। সাময়িকপতে, প্রবন্ধনিবন্ধে, রংতামাদা-ভাঁড়ামিতে, ধর্মান্দোলনে এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে বাংলা গভ চেতনার জড়বের মধ্যে প্রাণ্সঞ্চার করল। দর্বোপরি কথা-সরিৎদাগরে আথ্যানের তরঙ্গ তুলে বাংলা গছ উনবিংশ শতান্ধীর দিতীয়া-র্বেই যৌবনের দার্চ্য অর্জন করল। বাংলা গছই বাঙালীর যথার্থ বঙ্গদর্শন, আত্ম-দর্শনও বটে। সেই প্রসঙ্গে স্থনামধ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) নাম সর্বাত্রে মনে পড়বে; মনে পড়বে তাঁর রচিত কৌতুকরসসিঞ্চিত গল্প-কাহিনী, নীতি-মার্গীয় আখ্যান, আধ্যাত্মিক-রূপক উপতাস, আরও নানাধরনের ছোটবড়ো প্রবন্ধনিবন্ধের কথা। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মবেশে আবিভূত হয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয়, ভিরোজিওর শিগ্র, কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক প্যারী-চাঁদ বাংলা গভদাহিত্যে সরম রচনার গুণে স্বায়ী আদন লাভ করেছেন। সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও, আরও নানা দিক দিয়ে তিনি বাংলার সমান্ত ও সংস্কৃতিতে বিশৈষভাবে স্মরণীয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।।

কলকাতার বিচিত্র জীবনরক্রের অংশীদার প্যারীটাদ মিত্র ২ এই নগরীর যাবতীয় জীবনচর্যার অন্তরঙ্গতা লাভ করে বেশ ভালোভাবেই স্থনাগরিকতার কর্তব্য পালন করেছিলেন। বস্তুতঃ উনিশ শতকের কলকাতার জীবনে যে বৈপরীত্য ঘনিয়েছিল, প্যারীটাদ নিজেও তার এলোমেলো হাওয়ায় আন্দোলিত হয়েছিলেন। কোন-এক সমালোচক উনিশ শতকের কলকাতা সম্বন্ধে বলেছেন:

"अकिंतिक ठाकूरित-रगोत्रव, जात अकिंतिक Mill, Bentham, Spencer, একদিকে দান্তরায়ের পাঁচালী, আর একদিকে Shakespeare, Milton, Byron; একদিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, অপরদিকে বাহ্ম-মন্দিরে উপাসনা—দে যেন এক অপূর্ব প্রহসন।" (মোহিতলাল) এই পরস্পরবিরোধী বৈষ্ম্য, যার মধ্যে অদঙ্গতিজনিত হাস্তর্স নিহিত রয়েছে, তার গভীরতর দিকটি প্যারীচাঁদের জীবনে ছায়াপাত করেছিল। হিন্ কলেজের ক্বতীছাত্র, ডিরোজিওর শিয়, স্ত্রীশিক্ষার একনিষ্ঠ প্রচারক প্যারীচাঁদ ব্যক্তিগত দিক থেকে কথনও মূতি-উপাসক, কথনও একেশ্ববাদী, কথনও বৈদান্তিক, কথনও জনসেবার্থে সাহিত্যসাধক, কথনও নিছক শিল্পী, কথনও কৃষিতত্ববিং হয়ে মানবজমিনে আসমান রচনার চেষ্টা, কখনও হিসাবীবৃদ্ধির প্রেরণায় ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষীর বরাসন প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়, কখনও-বা নিবিক্স চিলাকাশে যোগস্থ বিহার—এই হল প্যারীচাঁদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যা। সাহিত্যেও তাঁর হিমুখী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে। একদিকে যেমন তিনি রঙ্গপরিহাসে উত-বোল ঘটনা ও চরিত্র স্বষ্টি করে পাঠককে কৌতুকরদে বেসামাল করে তুলেছেন, আবার অম্বদিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবননীতি, উচ্চতর চারিত্রধর্ম, সজ্জীবন প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপার নিয়েও খুব গম্ভীর ধরনের আলোচনায় মগ্ন হয়েছেন। একদিকে গুরুমহাশয়, আর একদিকে বয়য়ৢ—তার পকে এই তুই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক হয় নি।

> সাহিত্যক্ষেত্র তিনি 'টেকচাদ ঠাকুর' ছল্লনামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তার অধিকাংশ প্রস্থেই এই ছন্ননাম ব্যবহৃত হয়েছে। তার এই অভ্যুত ছল্লনামের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "টেকো চাদ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহল ও গোলাকার) ঠাকুর (অর্থাৎ দেবতা)" অর্থাৎ শালগ্রাম।—ছল্পনামটি গ্রহণের কালে এই কথা বোধ করি লেথকের্মনে ছিল" (ডঃ স্কুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গত্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৩)। 'টেকচাদ' নামের এই অভিনব ভাষাতাত্মিক তাৎপর্য প্যারীটাদের মন্তিদে উদিত হয়ছিল কিনা সম্পেহ।

ভূমিকা (1)

তাঁদের আদিনিবাদ হগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত পানিদেওলা গ্রাম।
অন্তাদেশ শতান্দীর শেষভাগে, যথন কলকাতায় বণিক-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত
হয়েছিল, তথন (১৭৯৪ খ্রীঃ আঃ) প্যারীটাদের বিচক্ষণ পিতামহ গদাধর মিত্র
পানিদেওলার শৈবালদামজীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ ত্যাগ করলেন এবং কলকাতার
নিমতলা অঞ্চলে বাড়ী তৈরি করে স্থায়িভাবে বদবাদ করতে লাগলেন। পরিণয়প্রত্বে তিনি হাটথোলার বিখ্যাত ধনী পরিবার দত্তদের আনুক্ল্য লাভ করেন।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ ইংরেজী বিতা ও সাহেবী আচার-ব্যবহার নিপ্ণভাবে
আয়ত্ত করেছিলেন এবং কোম্পানীর কাগজের লেনদেন করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয়
করেছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র। তয়ধ্যে শেষ তুই পুত্র গ্যারীটাদ ও কিশোরীটাদ
মিত্রের কথা বাঙালী ভূলে ষায় নি।

১৮১৪ থ্রীঃ অব্দের ২২শে জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১২২১) কলকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। সেকালের প্রথামতো শৈশবে তিনি কিছু সংস্কৃত ও ফার্মী শিথেছিলেন, পরে সংস্কৃত বিভায় পরিপকতা অর্জন করেন। তেরো বংসর বয়সে (১৮২৭ থ্রীঃ অঃ) তিনি হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চান্ত্য বিভার্জনে সচেই হলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ বিপ্লবীশিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং উক্ত কলেজের তরুণ ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন। কলেজের কৃতী ছাত্রের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিলেন। উত্তরকালে নিজের বাড়ীতে তিনি ইংরেজী শেথাবার জন্ম অবৈতনিক বালক বিভালয় স্থাপন করেছিলেন। ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ার এই স্কুলে উপস্থিত হয়ে ছাত্র ও উলোজাদের উৎসাহিত করতেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অবে প্যারীটাদ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী নামে বিখ্যাত গ্রন্থারের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন এবং নানা ধরনের বিদেশী গ্রন্থপাঠের স্থযোগ লাভ করেন। তথনই কলকাতার বিহুৎসমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছল। জে. পি. গ্র্যাণ্ট তাঁকে অতিশয় স্বেহ করতেন। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা, পাঠস্পৃহা এবং তীক্ষবুদ্ধি স্মরণ করে গ্র্যাণ্ট তাঁকেই উক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে স্থপারিশ করেন। তথনই তরুণ প্যারীটাদ "an admirable English Scholar" (গ্র্যাণ্টের উক্তি) রূপে ইংরেজমহলে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেকালের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানে ও পরিমিত আচারে প্যারীটাদ সর্বজনমান্ত হয়েছিলেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির আর্থিক সচ্ছলতা ও নানাপ্রকার উন্নয়নে যুবক প্যারীটাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৪৮ খ্রীঃ অবদ তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের প্রধান প্রন্থাগারিক ও সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ঐ গ্রন্থাগারের অন্ততম পরিচালক ওয়াকার ঐ পদে তাঁকে নিয়োগ সম্পর্কে আর এক শ্বেতান্ধ বন্ধুকে লিখেছিলেন, "As far as I have had an opportunity of forming an opinion he is very intelligent and will do our work better than a European." সে-যুগের শ্বেতান্ধ ব্যক্তি এই কৃষ্ণান্ধকে কর্মকুশনতায় শ্বেতান্ধের উপরে হান দিতে চেয়েছিলেন, এতেই প্যারীটাদের দক্ষতা বোঝা যাচ্ছে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অবদ প্যারীটাদ এই গ্রন্থাগারের বৈতনিক দম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিচালকের অন্ততম হয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত এর দল্প অন্ধান্ধিভাবে জড়িত ছিলেন।

रशोतनकाटल हे भारतीहाँ मिक्का श्राह्मत, आधुनिक ज्ञानविज्ञादनत भृष्टिशायकण, স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রদারণ প্রভৃতি ব্যাপারে কলকাতার শিক্ষিত মহলে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্ম তাঁকে অনেক দাময়িক পত্রের দঙ্গে সংযোগ রাথতে হয়েছিল। 'ইয়ং বেলল'দের বাণীবাহক ছ' থানি পত্তিকা— 'জ্ঞানারেষণ' (১৮৩১-১৮৪·) এবং দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' (১৮৪২-১৮৪৩) তাঁর অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রেভাঃ কুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিভাকলজেমে'র পঞ্চম খণ্ডেও (১৮৪৭) তাঁর তিনটি নিবন্ধ মৃত্রিত হয়েছিল। স্বতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকিভাবে অবতরণের পূর্বেই তিনি বাংলা গভে নিবন্ধাদি রচনা করে বাংলা রচনার আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাত্ত্যে 'মাদিক পত্রিকা'র (১৮৫৪-১৮৫৮) উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৫৪ গ্রীঃ অব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় স্ত্রীসমাজের মানদিক, নৈতিক ও পরিবারিক উৎকর্ষের জন্ত প্যারীচাঁদ এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাথানি ১৮৫৮ থ্রীঃ অঃ পর্যন্ত চলেছিল। তাঁর 'আলালের ঘরের তুলাল' এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যার পর থেকে (১৮৫৫, ১২ ফেব্রুয়ারি) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (২০শ অধ্যায় পর্যন্ত)। পত্রিকাথানি স্বল্পশিকত বাঙালী মেয়েদের জন্ম প্রকাশিত হত বলে সরস আখ্যানের ৮ং বজায় রেখে অতি সহজ ভাষায়, কথনও কথনও একেবারে ঘরোয়া ভাষায় গল্প ও রূপকের ছলে সমাজ ও পরি-বারে দ্বীলোকের ভূমিকা সম্পর্কে নানা নিবন্ধ ও কাহিনী প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রতিসংখ্যার প্রারম্ভে এই মন্তব্য ছাপা থাকত:

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্ম ছাপা হইতেছে, যে

ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রতাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্তিকা লিখিত হয় নাই।

এতে তাঁর আরও রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সাংবাদিক হিসেবেও যে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তা এই প্রসঙ্গে শ্বরণীয়।

শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষাব্যাপারেই নয়, ব্যবসাবাণিজ্যেও প্যারীটাদের বিশেষ দক্ষ তা ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, সারম্বত সাধকেরা ব্যবসাবাণিজ্যাদির মতো স্থল ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। কিন্তু গ্যারীচাঁদ সংস্কৃতি ও বাণিজ্য—ত্ব' ব্যাপারেই সমভাবে আরুষ্ট ছিলেন। তাঁর পিতা পূর্বেই কোম্পানীর ক াগজের লেনদেন করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, পুত্র এদিক থেকে পিতার কুতিত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তবে তিনি কোম্পানীর কাগজের নিরাপদ ত্র্গ পরিত্যাগ করে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানির কারবারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'কালাচাদ শেঠ এণ্ড কোম্পানী'-র অন্ততম অংশী-দার হয়ে তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন, পরে স্বাধীনভাবে কারবারে প্রবুত্ত रु अयार 'भारती हाँ मिल थए मन' (১৮৫৬) नाम जामनानि-तशानित वर्ण রকমের সংস্থা গঠন করেন। সে-মুগের কলকাভার বিত্তবান ব্যক্তিদের চিলেমি ও কুঁড়েমি তাঁকে স্পর্শ করে নি। অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি কারবারটিকে স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবদিদ্ধ সততা ও একান্তিকতা। ফলে যুরোপীয় বণিক মহলেও ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর স্থনাম ছড়িয়ে পড়েছিল, অনেক মুরোপীয় বণিকসংস্থায় তাঁকে পরিচালকরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অস্ত-রঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। শাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-দিয়েশন, বীটন দোসাইটী, বেঙ্গল সোপ্তাল দায়েন্স অ্যাদোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিষদে তিনি সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। এককথায় কলকাতার নাগরিক সমাজে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা ছিল, মুরোপীয় সমাজেও তাঁর অবাধ ণতিবিধি ও শ্রদার্হ স্থান ছিল—অনেকটা বিভাসাগরের মতো।

প্যারীচাঁদ কলকাতা নগরীর ষাবতীয় সংকর্ম ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারের পুরোভাগে স্বেচ্ছায় স্থান গ্রহণ করতেন। আবার অন্তদিকে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষি-কার্য ও কৃষিতত্ত্ব প্রচারে তাঁর দান শ্রন্ধার দলে শ্বরণীয়। ডঃ উইলিয়ম কেরীর উদ্ভিদ প্রীতি সর্বজনবিদিত। তিনিই প্রথমে উচ্ছাগী হয়ে Agricultural and Horticultural Society of India-র গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৭ ঝীঃ অব্দে

প্যারীটাদ এই সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়ে কৃষিবিছা। সদ্বন্ধে কৌত্হলী হয়ে ওঠেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিবিছার চর্চা করেন। এ-বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা তাঁর অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ আছে। ১৮৮১ দালে তাঁর Agriculture in Bengal নামে যে পুস্তিক। প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাবে, উন্নত ধরনের কৃষিবিছা ও কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে তিনি কতটা অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান সকলনে আমর। তাঁর 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১) নামে যে পুস্তিকা মূদ্রিত করেছি, পাঠক তার থেকে প্যারীটাদের কৃষিবিছা সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাবেন। এ-ছাড়াও The Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত কৃষিবিষয়ক বহু প্রবন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

ভূমিচারী ক্লষিবিছা ও অলৌকিক অধ্যাত্মবিছার মধ্যে কোন দিক দিয়েই সংযোগ থাকা সম্ভব নয়। কিল্প আমরা প্রারস্তেই বলেছি, বিপরীতে-বিষ্মে গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের বাংলাদেশ, বিশেষতঃ নাগরিক বাংলা। প্যারীটাদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষবিবিছার যেমন প্রথম পথ নির্মাণ করেন, তেমনি এদেশে পরাবিছা, বিশেষতঃ ভগবংতবাহুসন্ধানী থিয়সফি আন্দোলনের তিনি ছিলেনপ্রধান নেতা। বাল্যকালে তিনি মোটাম্টি ছিন্দুর পৌরাণিক আদর্শে লালিত হয়েছিলেন। ই ছিন্দু কলেজে তিনি 'ইয়ং বেন্দল'-দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলেও 'কালাপাহাড়' তরুণ সম্প্রদায় এবং বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ডিরোজিওর (ইনি সম্ভবতঃ সংশারবাদী ছিলেন—যা থানিকটা নাতিকতার ধার খেষে গেছে) ধর্মবিরোধিতা তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি, ঈশ্বসম্পর্কে তাঁর মনে কথনও কোন সংশয় ভাগে নি। ও এ-সম্বন্ধে তিনি স্পর্টই বলেছেন ঃ

২. এ-বিষয়ে তার নিজের উদ্ভিই প্রমাণ—"I was born in 1814, and was broughtup as an idolator." (On the Soul)

ত. কোন কোন বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন । রাহ্ম সমাজের প্রতি সহাযুভূতি থাকলেও 'নববিধান' দলের আচার-আচরণকৈ সমালোচনা করেছেন। বিধবা বিবাহের চেয়ে তিনি নারীর বৈধবা ও রক্ষচংগ্র অধিক গুণগান করেছেন, সহমরণকেও নারীর আত্মতাগের মহন্তম দুষ্টান্ত বলে নেনে নিছেছেন। তথাকথিত উল্লত রাহ্মদের প্রতি কটাক করে বলেছেন, "রাক্ষেরা আন্তিকতার মুদ্ধি করিয়ছেন বটে, কিন্তু আদল ধর্মভাব কোথায় ? অনেক হলে নামমাত্র" ('আধ্যান্ত্রিকা', এই সকলন, পূ: ২২৪)। তার প্রস্থে একাধিকবার রামমোহন ও রাক্ষমতের উল্লেখ আছে। কিন্তু তার মন্তব্য থেকে মনে হয়, রাক্ষমতকে তিনি ধর্মাচরণের চূড়ান্ত বলে মানতেন না। 'অভেনী'-তে তিনি ক্ষেষ্টই বলেছেন, ''মহাত্রা রামমোহন রারের মৃত্যুর পর বাহারা তাহার অনুগামী হইয়াছেন, তাহারা অসীম আয়াম ও ঈথর পরায়ণক বারা দেশ উল্লেল করিয়াছেন, কিন্তু তাহাছিগের উপাসনা-উপদেশ ও সংগীতের বারা আয়নশিত্র বিশেষকপে প্রকাশ পায় না" (এই সক্লন, পু: ৪২০)। আদি রাক্ষসমাজের প্রতি তার অধিকতর সহাত্রভূতি ছিল, কিন্তু 'কেশবী' কলকে কোথাও কোথাও কথাও বার্ম করেছেন। উল্লেভ রাক্ষকের বক্তৃতা বর্ণনা করতে গিয়ে পাারীটাদ কৌতুক্রদের আমদানিও: করেছেন। (জ্ঞব্যঃ এই সক্ষলন, পু: ৪৩৯-৪৪০)

पृथिको (३३)

My desire to understind G d and Holle clinicowan extrest from the reading of standard works in these subsects and the standard transactions are to accomplete the Nansker and Bengalic produced a living connection that there is but no G d of estant perfection. I became a their or a Brahma. On the Society

ব্যক্ত গোলা সাহ্য, দানির মাল্য পড়ালন না প্রকাশ, লগত বা আগিলুপ্রকা আন্তরেশের টোকে গাড়ালত কর্তে পারে নি আনিকট পাতিবাহিক আগবানতা, ১ নিকটা আন্থাতিক উল্লেখ্যছলতা, আনিকট সভীব প্রভাৱ কান্যর লগতেটীর মাজ্যের গৈছে আগ্রেবে প্রগান্ত আগ্রেক আগ্রেবির পাতিবানি নাগান্তর লগতিক ডিনি ভিন্দু লাজ্যের মধ্যন করে আগ্রেচ গরে ভির্বিরাসী হয়ে পাজন আগি মহালি প্রশান্ত কো উপনিবল প্রগান্তর প্রবানের প্রান্ত বিভান অভার প্রকাশীল ছিলেন ১৮৮১ টো অন্তের ১৯ মার্ড নির্মাণ আল্ডেলেনের নোভা কাগল কলকানির অভিন্নত্বের জন্ত আন্তর সভায়ে ব্রুভার্যসালে ভিনি প্রকাশের ব্যক্তি ব্যক্তিন

What the Mahar his and Ri his had taught in the Palas. Upamishads, Yoga, Tantras and Pieranas, is that Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity is the spiritual life—the life of a Norman which is attainable by extinguishing the natural life of Yoga, culminating in the development of the spiritual life.

১৮৪০ প্রি: আফে প্রার্থনের স্থাবিছোগ হয়। ইয়ের হান্দরে ছবিন ছিল আফর্নিল্লিয়, প্রার্থীইটাসের বি এর হাছে কেন্দ্র আমি হানিছির চরিত্র আছে, দর্ভার প্রেরণা হিছে থাকবেন। স্থার মৃত্যুর পর প্রার্থটাস প্রেরণা ব্যায় একদা কার্যা ও কান্দ্র হিছে আমা দেবা করেছেন, পৃথনন্দ্রী হাত্র স্থারে শান্ধি একদা কার্যা ও কান্দ্রি হিছে আমা দেবা করেছেন, পৃথনন্দ্রী হাত্র স্থানারে শান্ধি কর্মা করেছেন, ভিনি কাল্দ্র্যাগরের অভ্যান ভলিছে গ্রেন্দ্র স্থানীটাস ব্রোধ হয় ভাকে ছাত্রারপ্রেও প্রভাক করেছে চেছেছিলেন। জনে ভিনি কাল্য্যায়োজার বা প্রেভভাত্রের প্রতি আর্ম্ন হয়ে প্রান্ধন। কেনে ব্যাপারেই

s. A-MARK FOR ALPHON, "In 1860, I lest my wife, which convoled me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms." (On the Scale)

তিনি মধ্যপথে ক্ষান্ত হতে পারতেন না। প্রেততত্ত্ব তাঁকে পুরোপুরি পেয়ে বদল। বিদেশ থেকে এ-বিষয়ে তিনি অনেক বই আনাতে শুক করলেন। পাশ্চান্ত্য প্রেতত্ত্বিদগণ তাঁর পরিচয় পেয়ে বিদেশের প্রেতত্ত্বদংখায় তাঁকে দাদরে আহ্বান করেন। ১৮৮০ গ্রীঃ অনে কলকাতায় 'United Association of Spiritualists' নামে প্রেততত্ত্ববিষয়ক ধে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তার সহকারী দভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৭৭ দাল থেকেই তিনি ইংরাজীতে প্রেতত্ত্ববিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। দেগুলি ইংলগু ও আমেরিকার প্রেতত্ত্বের প্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের কিছু কার হ'থানি ইংরেজী গ্রন্থে (The Spiritual Stray Leaves—1879, Stray Thoughts on Spiritualism—1880) দক্ষলিত হয়েছে।

ক্রমে প্রেততত্ত্বের রহস্তরোমাঞ্চ তাঁকে ঈশ্বরতত্ত্বের স্থিরবিশ্বাদে পৌছে দিল। ভিনি প্রেততত্ত্বের স্থলে ঈধরকেন্দ্রিক থিয়দফি-কে গ্রহণ করলেন। ১৮৭৫ গ্রীঃ অবে নিউ ইয়র্ক শহরে যে 'থিয়ুসফিকাল দোসাইটী' গঠিত হয়, ১৮৭৭ গ্রীঃ অব্দ থেকে তার দঙ্গে প্যারীটাদ জড়িত হয়ে পড়েন। এই সভার দভাপতি ছিলেন কর্নেল ওলকট (H. S. Olcott) এবং অন্ততম প্রধান নেত্রী ছিলেন মাদাম রাভ্টৃস্কি (H. P. Blavtsky)। পা*চাত্ত্য প্রেততত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় প্যারীচাঁদের প্রবন্ধ পড়ে তাঁর। তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। ১৮৭৯ গ্রীঃ অবেদ ওলকট-ব্লাভ্টিস্কি বোদাই শহরে পৌছে ভারতে প্রথম থিয়দফিকাল দোদাইটী স্থাপন করেন, ঐ বংসরে সমিতির মুখপত্র Theosophist পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যায় প্যারীচাঁদ 'The Inner God' নামে যে প্রবন্ধ লেথেন ভাতে বলেছিলেন, "The end of Spiritualism is Theosophy." এর থেকে অনুমিত হচ্ছে, প্রেততত্ত্বই তাঁকে ঈশ্বরতত্ত্বে নিয়ে গিয়েছিল। ১৮৮২ রিঃ অব্দে কলকাতায় ওলকট ও ব্লাভ্ট্সির সংবর্ধনার জন্ম যে সভা হয় তাতে তং-কালীন কলকাতার বহু গণ্যমান্ত বাঙালী ও খেতান্ন উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদ দেই সভায় থিয়সফি সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে বক্তৃতা দেন, তাতেই দেখা যাবে, ভিনি যুলতঃ সনাতন ভারতীয় মানসিকতায় দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন। পুরাকালে ভারতীয় মুনিক্ষিরা যে অধ্যাত্মবিছার দারা আল্দর্শন করতেন, চর্চার অভাবে যা পরবতিকালে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় মুছে গেছে, সেই পরাবিভার নির্বাপিত দীপশিথাকে সাগরপারের ছই বিদেশী আবায় জালিয়ে দিলেন বলে প্যারীচাঁদ 'Sister Blavtsky' ও 'Brother Olcott'-কে দাশ্রনেত্রে জ্বয়ের অকৃত্রিম

প্রীতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ৫ কল গাতায় থিয়দকিকাল সোদাইটীর বে শাথা স্থাপিত হয় (১৭ এপ্রিল, ১৮৮২), প্যারটার আমরণ তার সভাপতি ছিলেন। হিছেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছুকাল এর সহকারী সভাপতি ২য়েছিলেন। পরবতিকালে ভারতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনে থিয়দকিকাল দোনাইটার শুঞ্ছপুর্ণ ভূমিকা ছিল, তাই এথানে এ-বিষয়ে ছ'চার কথা বলতে হল। প্যার'টান তার রূপক ও আব্যাত্মিক উপন্তাদে একাধিকবার থিয়দদি-সংক্রান্ত রহণুবিভার অবভারণা করেছেন। বস্ততঃ তাঁর প্রথম আখ্যান 'আলালের ঘরের তুলালে'র পর লেখা প্রায় সমন্ত আখ্যানেই তত্ত্বিভার কমবেশী উল্লেখ দেখা যায়। বাংলা দাহিত্য, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে প্যারী-চাঁদ কলকাতার সমাজে বিশেষ প্রদালাত করেছিলেন। কলকাতা মিউনিদিপাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্টেট, তারপরে অবৈতনিক বিচারক, কলকাতা বিশ্ব-বিভালয়ের 'ফেলো', হাইকোর্টের গ্র্যাণ্ড জ্বরি, আইন সভার সদস্ত প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্যারীটাদ অক্লান্তভাবে দেশের-দশের সেবা করে গেছেন। ৬ ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ২০ নভেম্বর রোগাক্রাম্ভ হয়ে তাঁর কর্মব**হুল** জীবনের অবদান হয়। তাঁর সম্বন্ধে রেভাঃ কৃষ্ণযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন:

He was a link of union between European and Native Society which will be regretted now as a "missing link" by both those communities. No one was more fitted for the highest position open to native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and indifferent to self-interest he adhered to the interests of his country and laboured indefatigably for those interests.

a. ভাবাবেগ বশতং পা।রীটাদ মাদাম ব্লাভ্ট্স্থির চরণোপান্তে নত হতেও চেয়েছিলেন, "That most exalted lady Madame Blavtsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears." অবশ্য সেদিন তথনও মাদাম কলকাতায় উপস্থিত হতে পারেন নি, এই সভাত্রভানের পাঁচদিন পরে কলকাতায় হাজির হন।

৬. শিবনাথ শায়ীর রামতত্ম লাহিড়ী ও তৎকালীন বহুসমাজ', এছেল্রনাথ বন্দ্যোপাব্যায়ের
'প্যায়ীটাল মিত্র' এবং প্যায়ীটালের গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তাঁর জীবনী-সংক্রান্ত তথা সংগৃহীত
হয়েছে।
,

প্যারীচাঁদের গ্রন্থপরিচয়॥

কথায় বলে, 'ফলেন পরিচীয়তে'। প্যারীচাঁদের যাবতীয় বাংলা রচনা এই সঙ্গলনে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে নিজেরাই দেই সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় নিয়ে হাতে-হাতে ফল পাবেন। তাই এখানে শুধু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থাকারে দেওয়া গেল।

প্যারীটাদ 'টেকটাদ ঠাতুর' ছল্মনামে অধিকাংশ গ্রন্থ প্রচার করেছিলেন, অল্ল কয়েকখানিতে ভুধু নিজ নাম ব্যবহার করেছিলেন। তবে পরবৃতিকালে লেখা গ্রন্থের ভূমিকায় ('বামাতোষিণী') নিজেই নিজের ছন্ম নাম প্রকাশ করেছেন। অনেক গুলি বিচিত্রধরনের পুস্তক-পুন্তিকালিথলেও তিনি পাঠক-মহলে 'আলালের ঘরের হলালে'র লেথকরপেই পরিচিত। ১৮৫৫ সালে 'মাসিক পত্রিকা'য় 'আলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি গ্রছ-রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন। স্তরাং 'আলাল' তাঁর প্রথম ধারাবাহিক রচনা হলেও ভার বেশ কিছু পূর্ব থেকেই তিনি বাংলা গগু রচনায় মোটামটি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন। 'মাদিক পত্রিকা' প্রকাশনার সময়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও স্ত্রীসমাজের উন্নতির জন্ম বিশেষভাবে উল্মোগী হয়েছিলেন। বস্ততঃ 'মাসিক পত্তিকা' প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল স্ত্রীসমাজের উল্লভি-সাধন। প্যারীচাঁদ বাংলায় যে সমন্ত পৃস্তক-পুত্তিকা লিখেছেন তার অধিকাংশ স্থানেই স্ত্রীসমাজের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি নিছক সাহিত্য-রসের প্রতি আরুষ্ট ছিলেন না; স্বীলোকের চরিত্র, শিক্ষা, সন্তান-পালন, পারিবারিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি ইত্যাদির প্রচারই ছিল তাঁর সাহিত্য-স্প্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। ^৭ এ-বিষয়ে তাঁর দঙ্গে বিভাদাগরের কিঞ্চিৎ দাদৃশ্য আছে। বিভাদাগরের লেখনীমুখে রসের বর্ষণ হলেও তিনি মুখ্যত শিক্ষাপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই সাহিত্যকে বেছে নিমেছিলেন, পাারীচাঁদও একই প্রের প্রিক। এই উদ্দেশ্যেই 'মাদিক পত্রিকায়' ধারাবাহিকভাবে তিনি পারিবারিক আথ্যান

৭. 'আলাল' উপস্থান আকারে প্রচারিত হলে তার ভূমিকার লেখক প্রচারধ্মিতার কথা স্থীকার করে নিয়ে বলেন, "It (i. e. আলাল) chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture and partly of the state of things in the Moffussil."

ভূমিকা (১৫)

বর্ণনা তক করেন, যার নাম 'ঝালালের ঘরের ছলাল'।৮ উপজালটির অধিকাংশই 'মাদিক পত্রিকা'য় মৃদ্রিত হয় (১৮৫৫-১৮৫৭), তারপব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ গ্রীঃ অবে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি অলাধারও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সকলেই এটিকে প্রথম বাংলা উপলাস বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তিকালে 'ঝালালে'র তৃটি ইংরেজী অঞ্বাদ হয়েছিল। এর নাট্যরপ দিয়েছিলেন হার পুত্র হারালাল মিত্র। ১৮৭৫ গ্রীঃ অবে বেকল থিয়েটারে এর অভিনয়ও হয়েছিল। মূল রচনার সঙ্গে নাট্যরপের তুলনার জন্ত উক্ত নাটক থেকে একটু নম্না উদ্ধৃত হল ঃ

দিতীয় অহ। দিতীয় গর্ভাক।

(বেচারামবাব্র বৈঠকখানা।)
(বেচারামবাব্ আসীন।)
(বেণীবাব্ ও মতিলালের প্রবেশ।)

বেচা। (বেণীবানুকে দেখিয়া খোনা রবে) বেণী ভায়া যে ! কও খণর কি ?
বেণী। অপর এমন কিছু খপর নাই, মতি এখানে থেকে স্কুলে পোড়বে, কেবল
শনিবারে শনিবারে এক একবার বাড়ী যাবে।
বেচা। তার আটক কি ? আমার তো ছেলেপুলে কিছু নাই, কেবল ছটি ভাগনে
আছে, মতি সচ্ছনে থাকুক, আর মতি ভো আমার পর নয় ?
মতি। (খোনা স্কর শুনিয়া খিল্ খিল্ কোরে হাসিতে হাসিতে বেণীবাবুর প্রতি)
মশায়!—

৮. 'মাসিক পত্রিকা'র ১ম বর্ষের ৭ম সংখা, (১২ ফ্রেরারী ১৮৫৫) থেকে 'আলালে'র এক এক অব্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। ৩য় বর্ষের ১২শ সংখা। (জুন, ১৮৫৭) পর্যন্ত (২০ অব্যায়) এই উপস্থাস চলেছিল। কিন্তু ৪র্থ বর্ষে আর আলাল ছাপ। হয় নি। লেথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুময় উপস্থাস সম্পূর্ণ করেন।

৯. লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Journal of the National Indian Association পরিকার (১২৮২-৮৩) এটি 'The Spoilt Child' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদটি পারীটাবেরই। মিরিয়ম এদ. নাইট এই বাপোরে তাঁকে দাহায্য করেছিলেন। ১৮৯০ দালে জি-ডি. অস্প্রেল এর আর্থ্রএকটি অনুবাদ প্রকাশ ক্বেন—'The Spoilt Child: Tale of Hindu Domestic Life''

বেণী। (চোধ টিপিয়া) মতি! কেমন এগানে তোমার থাকা তো মত ?
বেচা। আরে ভায়া! ছেলেটা দেখচি বড় ব্যালড়া, বোধ করি ভারি আরুরে।
বেণী। মণায়! বয়েস কম, পড়া শোনা কোলে সব স্থলরে যাবে, লেখা পড়া না
শিখলে সহজেই একটু অসভ্য হয়। এখন আমাকে বিশায় দিন, মভিকে স্থাল
ভিতি করে দিশে।
বেচা। অম্নি যাবে হয়া, একটা পান টান কিছু খেলে ভাল হয় না?

বেচা। অম্নি ধাবে হ্যা, একটা পান টান কিছু থেলে ভাল হয় না ? বেণী। মশার ! এ তো আমার ঘর, এখানে চেয়ে থেতে হয়, আপনাকে বোলতে হবে কেন ? এখন আদি।

त्वहा। उदय आत कि त्वान्त्वा डाहे १३०

চেবচ থ্রী: অকে প্যারীটাদ প্রকৃতপকে উপক্রাসিকরপে অবতীর্ণ হলেন। তারপর তার অনেক ওলি প্রস্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর (১৮৮০ গ্রী: আঃ) হ' বছর আগে তাঁর দর্বশেষ বাংলা গ্রন্থ ('বামাতোষিণী'—১৮৮১) মৃত্রিত হয়। মোট তেইশ বংশরের মধ্যে তাঁর এগারখানি বাংলা গ্রন্থ এবং আটখানি ইংরেজী নিম্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।১১ এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর বহু প্রবন্ধ মৃত্রিত হয়েছিল বার অধিকাংশই গ্রহাকারে প্রচারিত হয় নি। কিছ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের ত্লাল'-ই তাঁকে কালক্ষী গৌরব দিয়েছে। বাংলা উপক্রাদের জনকরণে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে ও পাঠকসমাজে আজও স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

১০ পাদকণ এব মঙ্গে মূল 'অলোল'-রে এক সম্বলন, পু: ১৯) তুলন করলে দেধবেন মূলের চেছে নাভাবপ অনেক নীবেন হয়েছে। অবং এ-নন্দাকে প্রেজনাথ বন্দোপারায়ে বলেছেন, ''ইছার (অর্থাং নাউক) ভাষা উংক্র ছল্ভি ভাষা: মূল পুস্তকের গলাংকার এবং কংগোপকধন আশের নাখার। যেভাবে নাউকে রক্ষ কর ছইয়াছে, তাহাতে মহাবত হ মনে হয়, ইছাতে পারীটাদেব হাত ছিল" (সাহিতা পরিবং পাকাশিত 'আলাকের ঘবের জলাল'-এর ভূমিকা, পু । ০, ০র সং)। নাউলিপান্থরে পারীটাদেব হাত থাক আর নাই থাক, নাডকার উপস্থানের তুলনাম নিশ্লাগ। তরপার মূল কাহিনী অভ্যন্ত কুল কুল দুল বিভাগ হত্যার কলে বহু হলে ঘটনার গতি বাহিত হয়েছে এবং মূল রাজের সরসাত নাডকে মতি অর্থাই রক্ষিত হয়েছে।

১১. ইংপ্রেড ইংপ্রেড ক্রিকা: Notes on the Evidence on Indian Affairs (1853); A Biographical Sketch of David Hare (1877); The Spiritual Stray Leaves (1879), Stray Thoughts on Spiritualism (1880); Life of Dewan Ramcomal sen (1880); Life of Colesworthy Grant (1881) On the Soul: Its Nature and Development (1881); Agriculture in Bengal (1881).

प्रिका (३१)

wed generale dan Budibeng medere bar bis fort gebie to क्षीयन न बहुकर २६ वह बनान बारना मार्थायन नाह बाहानीय मधाण, पर्ध, भी म, पांडाक लड़ांव रच्यांक १६ रुप्तच बक्या पराम्य । यह लखांच राज पांच, कार्क है तरका बादरा यह बर्ग वह बहुत बहुत वह कहा है। यह बाहु की कर्मका बाहु वर्त्त विकाशीका जिल्ला करण कार्यालय कुछ हाई गाउँ है। हिन् बर्टक, riga ajna, atracai gera terribit, ateatis ge terribit ba ल्पिकेण कावार, जनवार प्रशास पुरा गाजन प्रमान प्राप्त कावन काव है। वाकार वाकार चार्ता अलाच रता वह है। तिकोकानात कर चुंदा बनाव एका होति नहन प्रशेष. প্রান্ত প্র কেল্ডিন, প্রীনের জল ব্লেল্যেলে জান্ডার মূল বান্ডাল क्षिकार्त द्वाममणकार्त दाल एस्प्रादान १५३१ करायम । दह बुलन लायायक लाहा । देही पहानद स्थापन जिला हर हा कुरुदशन्त पानक काहा र पातालन काला हर । दहें पारागत्न (कपे ताहे बताकोर्न शह कालकर मृति प्रशिष्ट हुनएकन, स्वडे रा हेर्रके विकास-प्रमु क्रमांक क्षेत्र साथ वर्षाय वर्षाय कर्षाय करा है उहें। कराकुत । 'मधानाद वर्णाल' । २९ (फहडालि, व खून, ३७२५ । 'रापूर केलावाराज' मर्थारम १हे प्राचर राष्ट्रं स्थापन प्राचित्र स्थापन हर । तार हर लारहे चान्नी धनहे दिलादिल चानाद खरानीहरू रह्मालाहाइ 'नवराव-दिलान' (अध्यक्ष) रहना क्रायन । এटन युन दिवत-निकानीकार चलाद्व पनि-

১০. লিবনাথ লাজী ব্লেছেন, "কুমাবধানীর ছবিনাথ মন্ত্রগাবের পানীত "বিক্রমের" ও টেকটাল ঠাকুহের 'আলালের ঘবের ছুলাল' রাজানার প্রথম উপজ্ঞান" ('বামন্ত্র লাজিটা ও তংকালীন বল্প সমাজ')। ১৮৫৯ সালে বিধালার অস্থাচারঘটিত জপক্ষা অবন্যান বিগত নাবু ভাষার ছবিনাথ মন্ত্রমার ('কাজাল ছবিনাথ') এই আলান বচনা করেন। এটাক অপক্ষাই করেতে হবে, যদিও বার্থ আলানের হতে বছিত। প্রতর্থা এটি 'আলানা'-এর সজে কুলনীর ইতে পালে না।

১৬. বজভাৰাপুৰাৰত সমাজেৰ আপুত্ৰো প্ৰকলিত 'ববিলৰ কুলোৰ প্ৰবণ 'বিজ্ঞানী' 'কাল্যানী' বিজ্ঞানী 'বিজ্ঞানী' 'বজ্ঞানি বিলাধানী' বজ্ঞানী বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী বজ্ঞানী ব

সম্ভানের উন্মার্গগামিতা। ভবানীচরণ সমাজ ও যুবকদের চরিত্র সংশোধনের স্পৃহায় গতেপতে এই আখ্যান রচনা করেছিলেন। রঙ্গকৌতুক থাকলেও এ-পুত্তিকা তথনও পুরোদন্তর আখ্যানের রূপ পায় নি। ১৪ দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাদীর দিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত সামাজিক ক্রটিবিচাতি, মত্যপান, লাম্পট্য, অপকর্ম, নীতিভ্রষ্টতা, হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধাচার প্রভৃতিকে বাঙ্গ করে কিছু কিছু স্থাটায়ারধর্মী আখ্যান কথনও সাপ্তাহিকে-মাসিকে, কথনও-বা পুথগভাবে পুত্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাবুর আখ্যান', ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ষের ব্যঙ্গ নক্শা ('নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'দূতী-বিলাস') প্যারীটানের 'আলাল', টেকটান ঠাকুর জুনিয়রের (অর্থাৎ প্যারী-টানের মধ্যমপুত্র চুনিলাল মিত্র) 'কলিকাতার হুকোচুরি' প্রভৃতি সরস আখ্যানে কলকাতার সামাজিক অনাচার ও চারিত্রিক অধোগতি রঙ্গকৌতুকের আখ্যানের সাহায্যে বণিত হয়েছে। এই সমস্ত নক্শার উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার এবং চরিত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি সদগুণ আবার ফিরিয়ে আনা। কিন্তু 'আলালে'র সামা-ব্দিক পরিবেশের একটু নৃতনত্ব আছে। অন্ত নকশাগুলি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা ও নাগরিক জীবনকে পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের 'আলালে'র পটভূমিকা আরও পুরাতন,—অষ্টাদশ শতাকীর সমাপ্তি থেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আলালে' দেশী শিক্ষার কৃষল প্রদর্শিত হয়েছে। এই কাহিনীতে বরং যে কয়টি স্ৎচরিত্র আছে (রামলাল ও বরদাবাবু) তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মগু-পান, লাম্পট্য ও অসামাজিক বেলেল্লাপনাকে আক্রমণ করলেও প্যারীচাঁদ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার দোষকীর্তন করেন নি। কারণ আধুনিক পাশ্চাত্তা শিক্ষার অগ্রদৃত হিন্দু কলেজেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

'আলালের ঘরের তুলালে' সর্বপ্রথম উপস্থাসলক্ষণ ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। অবশু কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে জনৈকা বিদেশিনী হানা ক্যাথারীন ম্যালেন্সের লেখা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র (১৮৫২) কথা তুলবেন। প্যারীটাদের 'আলাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশের ছ'বছর আগেই উপস্থাসের অমূরপ

১৪. এট্টব্য: বিবিধার্থ সংগ্রহ, চৈত্র, ১৭৮০ শক। সেখানে 'আলালে'র উৎস হিসেবে ভবানী-চরণের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস' ও 'দৃতীবিলাসে'র উল্লেখ করা হল্লেছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক প্রাণক্ত্রফ বিদ্যাসাগর 'ধর্মবিলাস' নামে সংস্কৃতে যে চম্পুকাব্য রচনা করেন, তাতেও আথ্যানের ছলে ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভার বিবাদ সরস কোতুকের হারা বণিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত বলে এর বিশেষ কোন প্রচার হয় নি।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' মুদ্রিত হরেছিল। স্কুরাং কারও কারও মতে প্যারীটাদ প্রথম বাংলা ঔপগ্রাসিকের গৌরব পেতে পারেন না। হুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী রেভা: ফ্রানোরা লাকোরা (Rev. Alphouse Francois Lacroix) খ্রীন্টান ধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে লণ্ডন মিশনারী সোলাইটির কর্মী হিলেবে ১৮২১ গ্রী: অন্দের ১১ মার্চ চুচ্ছার উপস্থিত হন। তার কলা হানা ক্যাথারীন লাক্রোয়া ১৮২৬ খ্রী: অবে কলকাভায় জন্মগ্রহণ করেন। বালিকা লাক্রোয়া মাত্র বাবো বছর বয়সে ভবানীপুর মিশনের স্কুলে ঞ্জীন্টান বালকবালিকাদের বাংলা শেখাতেন। বাল্যকালেই তিনি বাংলাভাষা মাতৃভাষাবং আন্নত্ত করেছিলেন। মিশনের অপর এক কর্মী জে. মালেন্সের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি হানা ক্যাথারীন ম্যালেন্স্ নামে পরিচিত হন। তিনি জেনানা মিশন স্থাপন করেছিলেন, একাধিকার য়ুরোপেও গিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান টাক্ত্ আতে বৃক সোগাইটি'র পক্ষ থেকে ১৮৫২ খ্রী: অবে প্রীমতী ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়। দেশীয় খ্রীস্টান ত্রীস্মাজের জন্মই কাহিনীটি রচিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণেই তিন হাজার কপি ছাপা হয়। ^{১৫} স্বচ্ছ বর্ণনার গুণে বইখানি বাঙালী খ্রীন্টানসমাজে, বিশেষতঃ দরিদ্র অর্ধশিক্ষিত খ্রীন্টান পরিবারে ও মিশন স্কুলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিল। জনপ্রিয়তার জন্ম পুন্তকথানি ইংরেজী, কানাড়ী, মারাঠী, তেল্পু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তৎতৎ প্রদেশীয় খ্রীদ্যান মিশন কর্তৃক অন্দিত হয়েছিল। শ্রীমতী ম্যলেন্স্ একাধিক বই লিখেছিলেন, কিন্তু দেশীয় খ্রীস্টানসমাজে 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' অধিকত্তর প্রচার লাভ করেছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে (১৮৬১) হানা মালেনদের অকালমৃত্যু হয়।

শ্রীমতী ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কোন মৌলিক আখ্যান নর, একখানি ইংরেজী গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে এটি রচিত হয়। The Oriental Baptist (আগস্ট, ১৮৫২, পৃঃ ২৩৯) থেকে সেই তথ্যটি পাওয়া গেছে।' মূল ইংরেজী গ্রন্থটির নাম The Week, লেথকের নাম জানা যায় না। তারই ছাঁচে শ্রীমতী ম্যালেন্স্ বাংলা কাহিনী ফেনেছিলেন। নিজের গ্রন্থের অনেক স্থানে লেখিকা মূল ইংরেজী গ্রন্থের সংলাপগুলি পুরোপুরি বাংলায় অমুবাদ করে

১৫. শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্যোপাধায়ের সম্পাদনায় ও ডঃ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (১৩৬৫)। দীর্ঘ এক শতাকী পরে গ্রন্থটিকে দিবালোকে এনে সম্পাদক বাংলা গদ্যের মহত্তপকার করেছেন।

১৬. ডক্টর শ্রীমতী সবিতা দাশ এই তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

দিয়েছেন, বর্ণনাম্বও অনেক মিল আছে। ইংরেজী কাহিনীর প্রধান চরিত্র রবার্ট ও ম্যারি। তাদের ছেলেমেয়েদের নাম—ফ্যানি, উইলি, হানা। শ্রীমতী ম্যলেন্সের কাহিনীতে উক্ত চরিত্রের আদর্শে ফুলমণি, তার স্বামী প্রেমটান ও তিনটি সন্তান—শাধু, সত্যবতী ও প্রিম্নাথের চরিত্র অঙ্কিত হরেছে। ইংরেজী The Week-এর অলস প্রকৃতির স্থানী, তার মাতাল স্বামী ও বদ সন্তানদের অত্নকরণে ম্যলেন্স্ এঁকেছেন করুণা, তার মগুপ বেছেড স্বামী এবং বংশী নবীন প্রভৃতি হুষ্ট ছেলেদের। মূল গ্রন্থের ভক্তিমতী বৃদ্ধা নেলীর সঙ্গে বাংলা আখ্যানের প্যারীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বাংলা গ্রন্থপরিচয়ে The Oriental Baptist-এর সমালোচকও স্বীকার করেছেন—Incidents and conversation which give life to the narration, are also freely borrowd from 'The week'…স্কুরাং 'ফুলমণি ও করুণা'র বিবরণকে মৌলিক গ্রন্থের গৌরব দেওয়া যায় না। অবশ্য গ্রন্থটি ইংরেজীর প্রায়-অন্থবাদ হলেও প্যারীচাঁদের 'আলাল' রচনারভের (১৮৫৪) পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তা স্বীকার করতে হবে। কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনাম ঐ্রান্টান ধর্মধাজকস্থলভ ধর্মীয় একপাশ্বিকতা ছাড়া লেখিকা বিশেষ কোন হত্ত আকৰ্ষণ স্বৃষ্টি করতে পারেন নি, অনুমান হচ্ছে মূল কাহিনীতেই তা ছিল না। তাঁর একমাত্র গুণ, বিদেশিনী হয়েও তিনি পরিচ্ছন্ন বাংলা গভা লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাহিনী ও চরিএগুলি রবিবাসরীয় নীতিবিভালয়ের উপযোগী; এীন্টান ধর্মতত্ত্ব ও আদর্শের গুরুতারে চরিত্রগুলি এতই স্থাক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা ঠিক জীবস্ত নরনারীরূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারে নি। উপরস্ক এ আখ্যান বাঙালী হিন্দু-সমাজে কোন দিনই পরিচিত ছিল না। লং সাহেবের A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855), মার্ডকের খ্রীস্টান বাংলা লেথকদের ভালিকা (Murdoch—Catalogue of the Christian Vernacular Literature of Bengal), Friend of India (28th Nov., 1869), The Twenty third Report of the Calcutta Christian Tract and Book Society, এবং শ্রীমতী মালেন্সের ভগিনীর লেখা Brief Memorials of Mrs. Mullens-এ এই উপস্থাসের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে প্রিয়রগ্রন স্নে Western Influence in Bengali Literature-এ এই উপস্থানের কথা বলেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সমান্দার ও রাথালরাজ রাম্ন সম্পাদিত 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'য় (১৩২২) 'ফুলমণি ও কফণার বিবরণ'কে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্বতরাং গ্রন্থটি যে বাংলা সাহিত্যে একেবারে অজ্ঞাত-

কুলনীল তা নর। কিন্তু সেবৃধে কেবলমাত্র প্রীণ্টান সমাজের জন্ম প্রচারিত বাংশা গ্রন্থ সম্বন্ধে বৃহত্তর হিল্পমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, উপরন্ধ ধর্মপ্রচারিংঘণার জন্ম কাহিনীটি উপন্থাসের কোঠার উঠতে পারে নি। অপর দিকে প্যারীটান জ্রীসমাজের শিক্ষা এবং বালকদের চরিত্রগঠনের প্রতি গুরুত্ব দিলেও তাঁর নীতিম্নুক কাহিনীতেই স্বপ্রথম উপন্থাসের আভাশ ফুটে ওঠে। শুন্ধ নীতি-আদর্শের চাপে পড়ে প্যারীটাদ আখ্যানের ক্ষতি করেন নি, অক্ততঃ প্রথম দিকে তো নরই। প্যারীটাদ প্রথমী মালেন্সের মতোই সমাজসংস্কারের প্রেরণার যাবভীর গ্রন্থ লিখলেও তাঁর স্কভাবসিদ্ধ সরসভা ও কৌতুকর্ম নীতি-উপদেশের নথদন্ত ভেঙে দিয়ে কাহিনীকে মনোহারী করে তুলেছে। প্যারীটাদ নীতি প্রচার করেণও মূলতঃ শিল্পী; ম্যালেন্স্ কাহিনীর রম স্বৃষ্টি করতে চাইলেও মূলতঃ উপদেষ্টা ও প্রচারক।

'আলালের ঘরের তুলাল'-এর কাহিনী স্রস, বাস্তব—যদিও নীতিঘেষা। কুশিক্ষা, বদসঙ্গ ও অভিভাবকের প্রশ্রম ও অমনোযোগিতার ফলে ধনীর তুলাল মতিলালের বথে যাওয়া, মনের মতো কুসঙ্গীদের দলে পড়ে অপকর্ম করা, পরে বহু তৃংখের পর পুনরায় সজ্জীবনে ফিরে আসা এইটুকু মূল কাহিনী। কিন্তু মূল কাহিনী ও প্রধান চরিত্রের চেয়ে শাথাকাহিনী ও উপচরিত্রগুলি বেশী খুলেছে। বাঞ্ছারাম, বক্তেশ্বর, বটলর সাহেব, মতিলালের মর্কটবৃত্তিধারী সঙ্গীদাথী—দর্বোপরি এলেমদার ঠকচাচার চরিত্র টাইপ হয়েও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্রে অতি উজ্জ্বল। হুই, বজ্জাত, ধড়িবাঙ্গ, গেঁজেল, মাতাল ইত্যাদি বক্রচরিত্রগুলির প্রতি থিয়সফিন্ট প্যারীটাদের প্রসন্ধ প্রশ্নয় ও ক্ষেহপ্রবণ মমতা ছিল। বরং 'আলাল' ও অন্ম গ্রন্থের আদর্শবান সং চরিত্রগুলি কিছু विश्वाণ হয়ে পড়েছে। মতিলালের কনিষ্ঠ রামলাল ও তার শিক্ষক বরদাবাবু আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, কিন্ত ঐ সমস্ত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" श्लिधन-निर्माधन-मिल्नारलन वर्थार्ट हिन्छ आमारिक र्म्नुक्ली करन रहार्ल ना তাদের হুন্ধর্ম আমাদের মনে বিরক্তির চেম্নে কৌতুর করে করে বেশী। দানী তঃখহদশায় পড়ে যখন মতিলালের মতি ঘুরে চাইই তথন তার চরিত্র থেকে পূর্বেকার বাঁদরামিসহ তাজা ভাবও অনেকটা হ্রাস্থিস্ট্র (গল। এর জন্ম লেখক দায়ী নন। যা স্বস্থ, স্বাভাবিক, নিয়মাত্রগ তার প্রতি প্রামানের ততটা প্রাক্রন থাকে না। বরং যা বক্র, দলছাড়া, অন্তুত, উন্তট এবং যা सब्दीयन এতে কিছু ভ্রষ্ট, আদর্শের দিক থেকে না মানলেও, মন তাকেই যেন বেশী ভালবাসে। নীতিবাগীশ 'ও অধ্যাত্মপন্থী প্যারীচাঁদ তাঁর 'আলাল' ও অক্তান্ত গ্রন্থে সেই

21710 He.

মনেরই পরিচয় দিয়েছেন। 'ঘৎকিঞ্চিং', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'—তিনথানি গ্রন্থই নীতি-আদর্শের ভারে অতি মন্থর। কাহিনীগুলিতে তিনি যোগদর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, অধ্যাত্মবিত্তা, 'second sight', 'clairvoyance' প্রভৃতি শাস্ত্রকথা ও অলোকিক রহস্তমন্ন বর্ণনান্ধ এত উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন যে, উক্ত আধ্যাত্মিক ও রূপক-উপন্তাস কোনও ক্রমেই উপন্তাসের সীমান্ন পৌছাতে পারে নি। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, গুরুতর তত্ত্বকথার অবতারণা করলেও ফাঁক পেলেই তিনি রঙ্গকোতুকের আমদানি করেছেন। প্রবীণ প্যারীচাঁদ ধর্ম, অধ্যাত্মবিত্তা, থিয়দফি, স্বীশিক্ষা, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে অতিশন্ন আসক্ত থাকলেও তাঁর অন্তরে সর্বদা একজন পরিহাসরসিক ও চঞ্চলস্বভাব টেকচাঁদ ঠাকুর লুকিম্বে থাকত, সমন্ন পেলেই সে গান্তীবের মুখোশ থসিয়ে দন্তর্কচি কৌম্দীর ছটাম্ম তত্ত্বকথার স্তর্ক পরিমণ্ডলে উচ্চকিত হালকা হাসি আমদানি করত।

'আলালে'র কাহিনী নিতান্ত ঘরোয়া ধরনের। এর আখ্যান, পরিবেশ, চরিত্র, সংলাপ—সবই অভিজ্ঞতাপ্রস্থত প্রত্যক্ষ ব্যাপার। অবশ্য মনের বিভিন্ন প্রবৃত্তির ঘন্তমনিত উপস্থাসের চরিত্রের যে বিকাশ, তা বঙ্কিমচন্ত্রের পূর্বে কোন বাংলা আখ্যানেই ছিল না, প্যারীচাঁদের লেখায়ও থাকার কথা নয়। 'আলালে'র চরিত্রের উপর যে সমস্ত আঘাত এসেচে, তা নিতান্ত বাইরের আঘাত, এবং সেদিক থেকে 'আলাল' fiction হয় নি, হয়েচে tale—তবে তার মধ্যে উপস্থাসের সম্ভাবনা আছে। উপস্থাসিক উপস্থাসে মানব চরিত্রকে যে উদার পটভূমিকা থেকে দর্শন করতে চেটা করেন, প্রচারধর্মী ও নীতিবাগীশ প্যারীচাঁদ ঠিক সেই উচ্চ চূড়া থেকে মামুষের নিয়তি লক্ষ্য করতে পারেন নি, অথচ ডিকেন্দ্ ভালোই পড়েছিলেন।

তাঁর রচনার ভাষা মূলতঃ সাধুভাষার কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যদিও 'আলালে'র মধ্যে সাধু ও চলিত ভাষার জগাখিচুড়ি পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যাবে। ' কলকাতার ভাষা, শহরতলার ভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা, ইতরসাধারণের ভাষা—সবই তাঁর আয়ত ছিল এবং সেই ভাষার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিভালকার, উইলিয়ম কেরী ('কথোপকথন') ও দীনবন্ধুর মতো তিনি সহজেই কৌতুকরস সৃষ্টি

১৭. বিদেশীরা এই বই পড়ে বাংলা ভাষা শিখবে এবং হিন্দুর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে উৎসাহিত হবে এই উন্দেশ্যেই তিনি লিপতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ভূমিকার বলেছেন, "The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful."

করতে পারতেন। তার সঙ্গে বারসা-বাণিদ্যা, আইন-আদালত, ক্রিজমা, মামলা-মোক্ষমা সংক্রান্ত নিথৃত চিত্রে তংকালীন দেশ-কাল-পাত্রের ঘণার্থ রূপ কৃতিরে তুলেছেন। অবশু 'আলালে'র পরবতী গ্রন্থজলিতে প্রকাশুভাবে তিনি নীতি-শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারে বান্ত হরে পড়লে এই সরস কোতৃকের ভাষা কিছু নিশুভ হরে পড়ে। তবে একটু লাভও হয়েছিল, তার ভাষার গুরুচগালী দোর, যা 'আলালে' অতি প্রকট, তা পরবতী যুগের রচনা থেকে অনেকটা গ্রাস্বিদ্ধিল।

'আলালের ঘরের তুলাল' যথার্থ উপস্থাপের কোঠার উঠতে না পারলেও সংস্ কৌতৃক, বাক্রীভির চাপলা-চাফলা, টাইপ চরিত্র স্থান্ট ও বান্তবধর্মী ঘরোরা কাহিনী হিসেবে উপস্থাপের পূর্বাভাস বলেই গৃহীত হবে। নীতি-উপদেশ ও তত্ত্বকথার প্রতি কম আকর্ষণ থাকলে প্যারীটাদ বিষমচক্রের পূর্বে স্বচ্ছন্দে উপস্থাসের প্রাঙ্গণে আসর জাঁকিরে বসতে পারতেন।

'আলালে'র জনপ্রিয়তায় লেখক নিজ শক্তি সম্বন্ধে আশ্বন্ত হলেন, '' এবং শর্করামন্তিত তিক্তবটিকা বিতরণে অর্থাৎ গল্পের মোড়কে মুড়ে নীতিত্ব-অধ্যাত্মবিভাইটিত ভারী ভারী কাহিনী গ্রন্থনে প্রস্তুত হলেন। 'আলালে'র পরে প্রকাশিত 'মন থাওয়া বড় দার জাত থাকার কি উপার' (১৮৫৯) পৃত্তিকা উপদেশমূলক নিতান্ত স্কেচ-ধরনের তুর্বল আগ্যান। এর প্রথম আখ্যানে ('মদ খাওয়া বড় দার') মল্লপানের দোষ এবং বিতীয় আখ্যানে ('জাত থাকার কি উপার') রক্ষণশীল সমাজে জাত মারার ঘোট দেখানো হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধ্, এবং রচনাভঙ্গিমার তার স্বভাবসিদ্ধ কোতুকরল যথেইই আছে; কিন্তু নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'আলালে' যেমন একটি প্রাপর সঙ্গতিবিশিষ্ট কাহিনী ও কতকগুলি পূর্ণান্দ চরিত্র আছে, তাঁর বিতীয় গ্রন্থে লে ধরনের সঙ্গতি ও পূর্ণতা নেই।' তাঁর পরের কোন আখ্যানেই নেই। 'মদ খাওয়া বড় দার' ইত্যাদিতে ঘটি আখ্যানে ভ্রানীবার্ ও জয়হরিবার্র মন্তপানজনিত শোচনীয়

১৮. এর ভূমিকা স্তব্য : "Encouraged by the favourable reception of the novel entitled 'আলালের ঘরের তুলাল' I now beg to present the Reading community with another little work."

১৯. এ-বিষয়ে লেথক অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "I crave the ludulgence of the Reader for the imperfection which this publication contains." •

পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। অবশ্র সমাজ সংস্কারের আশার কলম ধরলেও মাতাল-দের রংদার চরিত্র ও কৌতুকজনক আচরণ বর্ণনায় তিনি পাঠককে আবার অন্তর্গভার মধ্যে টেনে এনেছেন। নীতি প্রচারের বাড়াবাড়ির মধ্যেও লেথক গোঁজেল আগড়ভোমের বিবাহবাতিক এবং তার হাশ্রকর পরিণাম বর্ণনায় প্রচুর কৌতুকের আমদানি করেছেন—মদিও মূল আথানের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। ঘিতীয় অংশ, অর্থাৎ 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা'য় কৌতুকর্স তীত্র ব্যক্ষেপরিণত হয়েছে। বাইরে প্রবীণ সমাজনেত্বর্গ ও ধর্মসংরক্ষকেরা জাত রাখা ও মারার ব্যাপারে সদাসতর্ক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা অতি নচ্ছার, কপট ও চরিত্রহীন। এদের ম্বণা চরিত্রগুলি লেথক ভালোই ফুটিয়েছেন, কিন্তু আখ্যানে ও পরিবেশে পূর্বের মতো সজীবতা নেই। প্রচার-উদ্দেশ্য শিল্পের পথ রোধ করে দীড়িয়েছে।

এর পর প্যারীচাঁদ শুধু দ্বীসমাজের কলাাণের জন্ম লিখেছিলেন 'রামারঞিকা' (১৮৬০)। দ্বী পদ্মাবতীকে স্কুহিণী, স্থাশিক্ষিতা ও স্থমাতা করবার জন্ম স্থামী হরিহর পৃথিবীবিধ্যাত নারী চরিত্রের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। অবশু তাঁর পতিব্রতা দ্বী মাঝে মাঝে সরস টিপ্লনী কেটে উপদেশাত্মক তারী আবহাওয়ার গুমোট অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছেন। এই পুস্তিকায় বড়ো বড়ো আদর্শমূলক অনেক নারী-জীবনকাহিনী আছে, কিন্তু সেগুলিতে লেখক জীবন সঞ্চার করতে পারেন নি।

অতঃপর তিনথানি আখ্যান প্রকাশিত হয়—'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)—তিনথানিই ঈশ্বমহিমাবিষয়ক ও তত্ত্বহল আখ্যান। 'ধংকিঞ্চিৎ'-এ আখ্যানের ভাগ অতি অল্ল। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দেশভ্রমণে বেরিয়ে কত যে বিচিত্র ধরনের লোকের সংস্পর্শে এলেন তার ঠিক্ঠিকানা নেই। তাঁদের ঈশ্বাবিষ্ট চরিত্রের সাল্লিধ্যে এসে বহু লোকের চিত্তে আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন হল—এইটুকু মাত্র এর বক্তব্য।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে খ্রীর মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন চিত্তে প্যারীচাঁদ প্রেম্ভব্ব, আত্মাভব্ব, অধ্যাত্মবিত্যা, যোগদর্শন ইত্যাদিতে বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দর্শন, বিশেষভঃ সেখরবাদী ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রন্ধাবান হয়েছিলেন। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ সমাজ সংস্থারের চেয়ে আত্মাঘটিত ব্যাপারই অধিকত্তর প্রাধান্ত লাভ করেছে। গ্রন্থটি আকারে রীতিমতো বড়ো, এবং যত বড়ো, তত নীরস। তবে মাঝে মাঝে উন্নত ব্রাহ্মসমাজের (অর্থাৎ কেশবপদ্দী দল) সম্পর্কে ত্ব' চারটি প্রচ্ছন্ন অম্লাক্ত মন্তব্য আছে, যার ফলে এক-

ভূমিকা (২৩)

ঘেরে ডপদেশাত্মক আধ্যাত্মিকতা অনেকটা হ্রাস পার। এই গ্রন্থ পেকে প্রথম পরিচর পাওয়া গোল যে, প্যারীটান মূলত: হিন্দুর বড়নলনে, বেস-ডপ[্]ন্থান্ধ বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তথনও পিরস্থির রুপে মৃত্যুত পারেন নি, তথন প্রেত্তত্বের অমুশীলন চলেছে।

১৮৭১ খ্রী: অন্দে প্রকাশিত 'অভেদী' পুরোপুরি আধাাছিক রূপক-উপছাব। এর পরে প্রকাশিত 'আধাত্মিকা'র ভূমিকায় তিনি নিজেই মেবণা যীনাব করেছেন: "In 1871, I wrote the 'Avedi', a spiritual novel in Bengali, in which the hero and heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained Spiritual light." नाइक অद्यर्गित्स । नाश्चिका পভिভाবिনীর অধ্যাত্মজীবন, গৃহদাহের ফলে नात्रक-নায়িকার ছাড়াছাড়ি এবং নানা চিত্তসহটের পর তালের আধাাস্থিক ফিলন, সেই প্রসঙ্গে নানা খ্রেণীর লোকজন, সমাজ, ধর্মানোলন প্রভৃতি বাস্তব বাংপারের বর্ণনা এই আধ্যাত্মিক উপন্যাসকে কতকটা সহনীয় করেছে। বলা বাছলা নায়ক-নায়িকা অধ্যেষ্ণচক্র ও পতিভাবিনী মুমুকু নরনারীর রূপক মাত্র। বহু ছাখ-কটের পর অবেষণচন্দ্র গোদাবরী তীরে যোগীদের কাছে উপনীত হলেন এবং তাদের কাছে যোগ শিক্ষা করলেন। সেধানেই খ্রা পতিভাবিনীর সঙ্গে পুন-মিলিত হলেন। কিন্তু এ মিলন পার্থিব মিলন নয়, আত্মায়-আত্মায় মিলন। পতিভাবিনী যদিও সাধনার ব্যাপারে অতি উচ্চন্তরে আরুচ, তবু বহুকাল পরে স্বামীকে কাছে পেয়ে তাঁর মনে নারীস্থলভ আকাজ্ঞার উদয় হল—"পতি-ভাবিনী স্বভর্তার গুণ পুন:পুন: চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যাত্মিকভাবের यहाँ । इटेरन भार्थित ভारतत छेनत्र इटेन, उथन यामीत ऋस्म इस निम्ना वास्पाता গদগদ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন।" কিন্তু যোগী ও আধ্যাত্মিক পদার যাত্রী অন্বেষণচন্দ্র স্ত্রীর চিত্তে পাথিবভাবের উদয় দেখে "তাহাকে নিকাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এভাব প্রশংসনীয় নহে—এ সামান্ত ভাব—আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেমশৃত হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার ঘারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে" (এই সঙ্গল, পৃ: ৪৪৮)। 'নিজাম স্নেহ' এবং 'প্রেমশূন্ত' দাম্পত্য প্রেম খুব উচ্চ স্তরের সন্দেহ নেই, কিন্তু মানসিক আবেগকে কোতল করে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়াতে এ উপক্যাস উপক্যাস-ছিসেবে বার্থ হয়েছে। সর্বোপরি

এ উপত্যাদের নামকরণও ঠিক হয় নি। গ্রন্থের শেষ অধ্যাদের অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী আত্মজ্ঞান পাকা করার জন্ম অভেদী নামে এক দিদ্ধ পুরুষের কাছে উপনীত হলেন, এবং দেই সর্বত্যাগী সাধকের কাছে অভেদ-অধ্যাত্মজান সংগ্রহ করে ধন্ত হলেন। শুধু এইটুকুর জন্ত 'অভেদী' নামকরণ যুক্তিযুক্ত হয় নি। আগেই বলা হয়েছে 'অভেদী' আখ্যাত্মিক রূপক উপত্যাস। রূপকের ছলে দম্প-তীর নিষ্কাম প্রেম ও সাত্ত্বিক অধ্যাত্মসাধনার কথা বিবৃত করাই থিয়সফিন্ট পাারীচাঁদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই এ গ্রন্থে যোগদর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তি, নির্বাণ, ব্রহ্মশাধনা প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই অনেক স্থান জুড়ে আছে। মাঝেমাঝে ব্রান্ধ সমাজ, সাকার-নিরাকার উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে শেখনের বিচক্ষণ মতামতও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উপস্থাদে জড়জগতের সঙ্গে চিন্ময়জগতের যে ছন্দ্রগংঘাতের চিত্র এবং পরিশেষে লোভমোহ প্রভৃতি মানসিক কালিমামুক্ত আত্মার বিজয়দোষণা থাকে, এ-উপক্তাবে সে রীতি অমুস্ত হয় নি। এথানে সব আঘাতটাই এনেছে বাইরের দিক থেকে—অনেকটা গোল্ডিস্মিথের Vicar of Wakefield-র মতো। অরেষণ্চন্দ্র ও পতিভাবিনী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে যেভাবে অক্লেশে পার্থিব কামকে উড়িয়ে দিয়ে উভয়ে যোগস্থ হলেন, তাতে তাত্ত্বিক পাঠক খুশি হলেও সাধারণ পাঠক বিশেষ প্রীতিলাভ করতে পারবেন না। লেখক যদি তু' জনের হৃদয়ে অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে পাথিব কামনার হন্দ্র দেখাতে পারতেন, তা হলে এটি আধ্যাত্মিক উপন্থাস হিসেবে কিছুটা সার্থক হতে পারত। স্বামিসমাগমে উৎস্থক পতিভাবিনীকে কামাদির দারা ক্ষণকালের জন্ম আবিষ্ট হতে দেখে তত্ত্ব-कानी जरवश्णा त्यहे वलतम्म, "जाजादक देव्ह कत," जमनि পिक्रिकाविनी भाषित আকাজ্ফা ছেড়ে একলন্ফে আধ্যাত্মিক, নিক্ষাম, নিস্পেম ও 'নির্মম' রাজ্যে অভি-প্রয়াণ করলেন, এ বর্ণনা পাঠককে খুশি করতে পারে না।

অবশ্য উপক্রাসটি গন্তীর তত্ত্বকথাপ্রধান হলেও মাঝেমাঝে লঘুরস পরিবেশনে লেথকের স্বভাবসিদ্ধ হাল্কাভাব আবার ফিরে এসেছে। ভেঁকোবাবু, বাবুসাহেব ও লালবুঝ্কড়ের চরিক্রাঙ্কনে (যদিও চরিক্রগুলি অর্থ-অঙ্কিত) তিনি কৌতুক-রস্পিক্ত চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। অন্বেষণচন্দ্র, পতিভাবিনী ও অভেদীর উচ্চ-শুরের নিন্ধাম ব্যাপারের চেয়ে এই স্বাভাবিক চরিক্রগুলিকে পাঠকের অনেকবেশী আপনার জন বলে মনে হবে।

১৮৮০ থ্রী: অব্দে প্রকাশিত 'আধ্যাত্মিকা'ই প্যারীটাদের সর্বশেষ কাহিনী-ধর্মী রচনা। আত্মচিস্তামূলক ব্রীশিক্ষা, যোগের খারা আত্মার উৎকর্ষসাধন, প্রমাত্মার সমীপে জীবাত্মার অবস্থান, নানারূপ 'সিদ্ধায়িতা'র বর্ণনা; আধ্যাত্মিক নারীর সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি উচ্চস্তরের কথা বর্ণনা করবার জন্মই প্যারীচাঁদ বৃদ্ধ-বন্ধসে 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাস ফেনেছিলেন। বিদেশীরা যাতে এই উপন্যাস পড়ে এদেশীর কথ্যভাষা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমাক্ পরিচয় পান, এ গ্রন্থ রচনার পিছনে লেখকের সে উদ্দেশ্যও ছিল। ২°

বারাণদী-প্রবাসী সম্পন্ন গৃহস্থ হরদেব ভর্কালকারের একমাত্র কল্যা আধ্যাত্মিকার জীবনকথাই এ কাহিনীর মূল উপাদান। স্থলকণা কন্তার উজ্জল ভবিশ্বং স্বরণ করে তার নাম রাথা হল 'আধ্যাত্মিকা'। নাম্বিকার এই নামকরণ বার্থ হয় নি। বালাকাল থেকেই তার মধ্যে নানা অলৌকিক ব্যাপারের সমাবেশ ঘটতে লাগল। জীবে দয়া, ধর্মীয় অষ্ট্রানে একাস্ভভাবে আত্মনিয়োগ এবং অসাধারণ মেধার দারা অল্লবয়সেই যাবতীয় বিজা অর্জন করে আধ্যাত্মিকা সকলের বিস্থয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সংক্ষে তার আধাাত্মিক গুণের আরও অনেক পরিচর পাওয়া গেল। মাতা-পিতার মৃত্যু, জ্ঞাতিদের ধারা সম্পত্তি গ্রাস, আরও নানা-ধরনের আপদ-বিপদ আধ্যাত্মিকাকে এডটুকু বিচলিত করতে পারল না; সে নিজাম নিজস্প্রচিত্তে সমস্ত তুর্ঘটনাকে গ্রহণ করল এবং উপনিষদের যুগের বন্ধবাদিনীদের মতো ঘরসংসার বিবাহ না করে ঈশরচিন্তায় কালাভিপাত করতে লাগল। যৌগিক শক্তির বলে দীনতু:খীদের নিরাময় করে, দেশের দশের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে কাল পূর্ণ হলে আধ্যাত্মিকা সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করল। এই আধুনিক ব্রহ্মবাদিনীর মায়িক সংসার ত্যাগে লোকে হায়-হায় করতে লাগল। এইটুকু এর গল্পাংশ। বলা বাহলা, এ আখ্যানও একপেশে, মানবিকতাবিজিত ও দৈবীভাবনায় পূর্ণ। আখ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিক জীবন বৰ্ণনা করতে গিয়ে লেখক তার বাস্তব জীবন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। বিবাহ করে ঘরদংসার দেখা, স্বামীপুত্রের সেবা করা যেমন ত্রীর জীবন, তেমনি আবার সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করে ঔপনিষ্দিক মৈত্রেয়ীর মতো নিছক আত্মিক জীবন যাপন ও ত্রীলোকের অতি উচ্চন্তরের আদর্শ বর্ণনার বোধহর এই ছিল উদ্দেশ্য। লেখক প্রাচীন আরণ্যক আদর্শে আধ্যাত্মিকার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আদর্শের দিক থেকে তিনি নিশ্চয় সফল হয়েছেন, কিন্তু

The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles and which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language." ()

শিলের দিক থেকে এ-উপতাস কোনকমেই হৃত রচনা হয়ে ওঠে নি। অবগ্র মাঝেমাঝে প্যারীদাঁদ সাধারণ লোকের চরিত্র এঁকে এবং ঈষং লঘুভাবের অবতারণা করে, 'আধ্যাত্মিকতা'র গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে থানিকটা সহজ করতে চেষ্টা করেছেন এ-দিক থেকে পরিহাসরসিক ও সবজান্তা 'গতির্মম'-এর ক্ষণিক উপস্থিতি ভালোই লাগে।

এরপর প্রকাশিত হয় 'বামাতোষিণী' (১৮৮১), তাঁর দর্বশেষ বাংলা গ্রন্থ। এটিও স্বীসমাজের জন্ম রচিত এবং এতেও নীতিমূলক গল্পের রীতি অহুস্ত হয়েছে। ক্ষমনগরের অতিবিচক্ষণ গৃহস্বামী গোপালচন্দ্র দেব এবং তার সাধ্বী পত্নী শাস্তি-দান্ত্রিনী ও সন্তানদের হুখের সংসার বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। কথাপ্রসঙ্গে বিদেশের ত্রীসমাজ (গোপালচন্দ্র ব্যারিস্টার হ্বার জন্ম বিলেতেও গিয়েছিলেন) এ-দেশের নারীসমাজের কুসংস্কার প্রভৃতি নানাবিষয়ের বর্ণনা এবং আদর্শ গৃহী গোপালচন্দ্র দেব এবং তাঁর বৃদ্ধিমতী পতিব্রতা পত্নীর কথা লেখক অত্যস্ত সহাদয়-তার সঙ্গে একেছেন। এর ভাষাভঙ্গিমা ও রচনাপ্রণালী পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে, কিন্তু এতে আখ্যানরসের চেয়ে নীতি-উপদেশের বড়ো বাড়াবাড়ি। দেখা যাচ্ছে, বার্ধক্যে পৌছে লেথকের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসেও ভাটা পড়েছে। এ-আখ্যানে একমাত্র 'পিসিপেত্নি' ছাড়া আর কোথাও কৌতুকরসের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। অবগ্য এই স্থুলাঞ্চিনী অর্ধোন্মাদিনীর চরিত্রে কৌতুকের চেয়ে করুণরস্ই বেশী ফুটেছে। 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোধিণী' একই উদ্দেশ্যে লেখা—আদর্শ পরিবার, বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের চিত্রাঙ্কনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্বতরাং কথাসাহিত্যের আদর্শে 'বামাতোষিণী' বিচার্য নয়। নেযুগে প্যারীটাদের 'আলালের ঘরের তুলাল'-ই অথও জনপ্রিয়তা রক্ষা করে-ছিল; অন্ত উপত্যাস বা আখ্যানে গল্পরসের চেয়ে নীতি ও তত্ত্বথার বাল্ল্যের জন্ত তার জনপ্রিয়তাও ছিল সীমাবক। কারণ ১৮৮০ থ্রীঃ অন্দের মধ্যে বঙ্কিম-চল্ডের 'হুর্নেশনন্দিনী', 'মুণালিনী', 'বিষর্ক্ষ', 'ইন্দির।', 'যুগলান্ধুরীয়', 'চল্ডদেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঞ্চবিজেতা', 'মাধবীকল্প', 'মহা-রাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর প্রথম খণ্ড এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণভাণ' (১২৭৯ বঙ্গালে 'জ্ঞানা-স্কুর' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ১৮৭৪ ঞ্জীঃ অব্দে গ্রন্থাকারে প্রচারিত) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমস্ত স্থপাঠ্য উপস্থাস থেকে ঐকালের বাঙালী পাঠক প্রকৃত উপন্তাদের রুশাস্বাদন করতে পেরেছিল। এই শুমস্ত মানবজীবনকেন্দ্রিক বাস্তব জীবনরহস্তের স্বথহঃখহালিকানান্ত-পূর্ণ উপত্যাদের পাশে প্যারীচাদের

ভূমিকা (২৯)

আধ্যান্মিক ও রূপক-উপস্থানের পঠিক সংখ্যা ক্রমেই হ্রান পেরে ঘাবে তাতে আর সন্দেহ কি।

উল্লিখিত আখ্যান ছাড়াও প্যাবীটাদ কয়েকখানি নিবম্বগ্ৰহ লিখেছিলেন যার রচনারীতি ও বিষয়বস্তু প্রশংসার যোগ্য। 'রুষিপাঠ' (২৮৬১), 'ডেভিড হেশ্বারের জীবন চরিত' (১৮৭৮) এবং 'এতদেশীয় গ্রীলোকদের প্রবাবস্থা' (১৮৭৯) —এই তিনথানি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে তিনি প্রাবন্ধিকরপেও বাংলা সাহিতে ষীকৃতি লাভ করেছেন। কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্বিভায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ও কৌত্হলী ছিলেন। তাঁর উপ্যাসে নানাধ্যনের গাছপালা ও ফুলফলের যে স্থার্থ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতেই বোঝা যাবে উদ্ভিদ-জগতের প্রতি তার যথার্থ মমতার দৃষ্টি ছিল। 'কৃষিপাঠ' থেকে বাংলার কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে তার বিচক্ষণ মতামত আজও বিবেচনার যোগ্য। ডেভিড হেয়ারকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। তাঁর কৈশোরকালে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অবৈত্নিক বালকবিদ্যালয়ে হেয়ার সাহেব প্রায়ই আসতেন; তকণের দল এজন্ত তাঁকে খুবই মান্ত করত। তাঁর প্রতি দে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর কতটা শ্রন্ধা ছিল, প্যারীটাদের বচিত হেয়ার সাহেবের এই জীবনী থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি ১৮৭৭ থ্রী: অন্দে ইংরেজীতে হেয়ার সাহেবের জীবনী লিখেছিলেন (A Biographical Sketch of David Hare), এই বাংলা পুন্তিকাটি তারই সংক্ষিপ্ত সংস্থাবৰ ।

'এতদেশীয় ত্রীলোকদিণের পূর্বাবস্থা'র প্যারীচাঁদ প্রাচীন ভারতের ত্রীসমাজের শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রকাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই ত্রীসমাজের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। স্থতরাং তাঁকে মিল সাহেবের মতো একজন সন্থান্ধ 'feminist' বলেই গণ্য করতে হবে। অবশ্য তাঁর feminism-এর অর্থ 'suffragette' নয়। তাঁর মতে ভোটাধিকার অর্জনই নারীত্বের একমাত্র সাধনা নয়। পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িঅপালন এবং ঈশ্বরচন্তান্ম মনঃসন্ধিবশ নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য তিনি এ-ও দেথিয়েছেন, 'সভোবর্থ' ও ব্রহ্মবাদিনী—প্রাচীন ভারতে ত্ব' ধরনের নারীই ছিলেন। সভোবর্থরা বিবাহ করে ঘরে 'সংসার করতেন, কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীরা বিবাহ না করে ব্রহ্মচিন্তান্ম শতাকার নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে suffragette-এর পতাকা বহন করে চলতে ছিলা করতেন না। প্যারীচাঁদ 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাভোষিণী'তে

শ্রীসমাজের পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু 'অভেদী'-তে স্বামী-স্ত্রীর সংসারিক জীবনের স্থলে আধ্যাত্মিক জীবনের গৌরব করা হয়েছে। 'আধ্যাত্মিকা'-তো পুরোদস্তর আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সে যাই হোক, এই সমস্ত প্রবন্ধগ্রহে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সহজ সরস হয়েছে, গুরুচগুলী লোষ প্রায়ই পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত কোন কোন আখ্যানে কিছু চিলেচালা ভাব ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধ-পুন্তিকাগুলিতে তাঁর চিন্তাপ্রণালী অতিশন্ধ নিয়মান্ত্র্য ও পরিচ্ছন্ন, চিন্তার প্রকাশণ্ড হয়েছে সংযত গতে। এখানে ছটি দুষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

১. "এদেশে খ্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেভে, মন্ত্রতে ও পুরাণে জ্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মন্ত্র বলেন স্ত্রীলোক ধথার্থ পবিত্র। দ্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্থামী দ্রীর প্রতি অন্তরক্ত ও দ্রী স্থামীর প্রতি অন্তরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমান। শ্রীলোকেরা সর্বদা শুদ্ধ। ষেথানে দ্রীলোকের সম্মান, সেথানে দেবতারা তুই। যেথানে শ্রীলোক অসম্মানিত, সেথানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।"—'এতদেশীয় দ্বীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'

(এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪৮৮)

২. "হেয়ার সাহেব সামান্ত লেখাপড়া শিথিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্ত ছিল—মত মাংদে কচি ছিল না—তিনি বলিতেন, এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ভাবের জল ও মন্তুর মংস্ত ভাল বাসিতেন। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুন্তক পুরিয়া কলেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টার দেখিয়া যে বালক অমুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অমুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্র দিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য তাহা দিতেন।"—'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত'

(এই गक्रणन, शु: 8७8)

এই চুটি দৃষ্টান্ত থেকে মনে হচ্ছে, এ যেন বিভাগাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। তাঁর নিবন্ধগ্রন্থতিন এই ধরনের পরিচ্ছন্ন সংযত সাধুভাষান্ন রচিত। ইংরেজীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ ও পত্রিকান্ন প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহে এই চিন্তাপ্রণালীর সম্যুক্ পরিচন্ন পাওনা যাবে। অবশ্য এই সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রেততত্ত্ব

ও অধ্যাত্মবিতা অবলম্বনে রচিত। জীবনের আদর্শ ও দর্শন সম্বাদ্ধ তিনি মূলতঃ ভারতীয় পদায় ঈশরবাদী—যদিও মাদাম রাভাগির ও কর্মেল ওলকটের থিয়দ-ফির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন যাই চোক না কেন, তাঁর ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে সর্বদা একটি য্জিবাদী ও মিতভাষী বাজির সংযম্মিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু পরিভাপের বিষয়, বাঙালী পাঠক তাঁকে ভ্রম্ বন্ধ-কৌতৃকের লেগক বলেই জানে, তাঁর চিন্তান্ধন্ধ মনস্বিভার সংবাদ বড়ো কেউ বাথে না।

সর্বশেষে প্যারীচাঁদের একথানি সঙ্গীত পুন্তক 'গীতাঙ্কর'-এর (১৮৬১) উল্লেখ করি। এই ক্ষুম্র পুন্তিকায় রাগরাগিণীদহ মোট পার্থিশিটি গান মুদ্রিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবনা, ব্রহ্মতন্ত প্রভৃতি ব্যাপারই গানগুলির অবলম্বন। বোধ করি রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র (১৮২৮) আদর্শেই পারীচাঁদ এই আধ্যাত্মিক গানগুলি রচনা করেছিলেন এবং ভাবের দিক থেকেও রামমোহনের গানের সঙ্গে পারীচাঁদের গানের কিছু সাদৃশ্য আছে। ভবযরণা থেকে মৃক্তি, মনের উৎকর্ষ সাধন, কামক্রোধাদি রিপুকে ত্যাগ করে সান্তিক ভাব গ্রহণ, পরিশেষে ঈর্মর-সাযুদ্রা লাভ—গানগুলির এই হল তাৎপর্য। বলা বাহুল্য যা মূলতঃ সাধ্যসাধনতত্মের গান, সাধারণ কবিতার আদর্শে তার বিচার চলে না। কাবণ এ সমস্ত গান ভাবে-ভাষায় রচনার পারিপাট্যে অনেক সময়েই যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠে না, কারণ এর রচনাকার মুখ্যতঃ সাধক ও তাত্মিক, গৌণতঃ শিল্পী। ফলে উচ্চ তত্ত্বের কবলে পড়ে গানের কবিত্ম অনেক সময়েই মারা পড়ে। প্যারীটাদের 'গীতাক্ম্ব' তার বাইরে নয়। তবে ত্ব' একটি গানে কবির আন্তরিকতা আমাদের মনকেও স্পর্শ করে। যেমন—

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশেশর হে!

যেথার ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।

তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রাক্তত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী।

স্থানতীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থে সদা স্থা,
ধন্মান চাহি না হে, শান্তি অভিলাষী।

(এই সঙ্কলন, পৃ: ৩০৭)

এখানে আমরা প্যারীচাঁদের গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, কৌতূহলী পাঠক যাতে মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত হন, এই জন্মই তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে ছ-চার কথা বলা গেল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদ মিত্র আখ্যানের উপযোগী বাংলা গগু স্থান্ট ও উপস্থাদের দ্বারোদ্ঘাটন করে এবং বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের জীবস্ত চিত্র এঁকে বাংলা গগুসাহিত্যে যে অভিনবত্বের স্ট্রনা করেন, পরের যুগে উপযুক্ততর প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাবে সে শাখার আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, প্যারীচাঁদের পূর্বে বাংলাভাষায় যথার্থ মৌলিক উপস্থানের প্রথম স্রষ্টা প্যারীচাঁদে। হানা ক্যাথারীন ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'আলালে'র কিছু আগে প্রকাশিত হলেও এটি কেবলমাত্র দেশীয় খ্রীচান সমাজের জন্ম লেখা বলে এর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই জন্ম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি এতদিনে অপাংক্রেয় হয়ে ছিল। তা ছাড়া শিল্পবিচারে ম্যলেন্সের চেয়ে প্যারীচাঁদ জনেক বেদী দক্ষ ও সার্থক লেখক। এ কথা ঠিকই, প্যাবীচাদের কিছু পূর্ব থেকে ধনী ও ভ্রন্থ সমাজকে ব্যঙ্গ করে সাময়িক পত্রে ('সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশিত "সৌকীন বাবুর বিবরণ' স্মরণীয়) যে-সমস্ত রঙ্গরসের কল্পিত-কাহিনী প্রকাশিত হত, তাতেই সর্বপ্রথম আখ্যানরসের ছিটেফোটা প্রকাশ পায়। কিন্তু বৃদ্ধিমচন্দ্রের এ-অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত:

"তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, দাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্ম ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে ভেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত স্থলর, পরের সামগ্রী তত স্থলর বোধ হয় না।" ('লুগুরত্মোদ্ধার'- এর ভূমিকা)

ঘরের কথাকে ঘরোয়াভাবে পরিবেশন করে, ' চেনামান্ত্ষের মূথে বিস্মর্বস ফুটিয়ে তুলে, চরিত্রান্তরূপ সংলাপ জুগিয়ে ' tale বা দাধারণ আখ্যানের মধ্যে চরিত্রস্থাইর চেষ্টা করে, সর্বোপরি কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে তিনি

২১. জন বীমুদ তার Modern Aryan Languages of India-তে হণাৰ্থ বলেছেন, "He puts in to the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language posseses."

২২. 'কপালকুগুলা'র ইংরেজী অমুবাদের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এইচ. এ. ডি. ফিলিপ্স্ বলেছিলেন, "The Allaler Chorer Dulal" of the first-mentioned author may be called a truly indigenous novel."

যে কিয়ৎপরিমাণে কথানাহিতোর দায়িত্ব পালন করেছেন ভাতে সন্দেহ নেই। উপসংহারে তাঁর ভাষা সহদে চু'চার কথা বলা হাক। 'আলালের ঘরের তুলালে' মিশ্র রাতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্যারীটাদ সাধুভাষা, কলকাতাই চল্ভি বুলি e বিভিন্ন অঞ্লের উপভাষার সাহায্য নিয়ে কৌতুকরদের মারকতে চরিত্রের অধোগতি ও তার থেকে উদারলাভের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'আলালে' শাধভাষা ও চলতি ভাষার যথেই জগাগিচ্ডি পাক্ষেছে, পরে তাঁর ভাষা ধেকে এদোষ অনেকটা লোপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কথা-সাহিত্যিকের এ দোষ পুরোমাত্রায় ছিল। সাধুভাষা ও চলিতভাষার অসতর্ক সংমিশ্রণকে কেউ দোবাবহ বলে মনে করতেন না। যারা আগাগোড়। দাধু ভাষার (মায় সংলাপ পর্যন্ত) উপস্থাদ লিথতেন তাঁদের ভাষায় কিন্তু এলোষ বড়ো একটা চোথে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা সাধুভাষায় আখ্যান বর্ণনা এবং সংলাপে চলতিভাষার সাহাষ্য নেবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের লেখাতেই, বিশেষতঃ পংলাপে এই ত্রুটি বড়ো বেশী প্রকট হয়ে উঠত। অবশ্র দেযুগের পাঠকেরাও এ-দোষ সহস্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না। প্যারীটাদের প্রথম চুটি আখানে ভাষাসংমিশ্রণ মাত্রা ছাডিয়ে গেছে। বিভাসাগরের ভারী ভারী সংস্কৃতগন্ধী ভাষা রীতির বিরুদ্ধেই নাকি প্যারীচাঁদ এই মিশ্র হালকা কৌতুকরস্বিঞ্চিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। শোনা যায় এই ভাষারীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে মাইকেল মধুস্দনের তর্ক হয়েছিল। 'মাসিক পত্রিকায়' প্রকাশিত 'আলালা' ভাষা সম্পর্কে মধুস্থান প্যারীটাদের কাছে অন্থোগ করেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বিদিয়াছেন ?—লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়ম্বজন দকাশে विচরণ করিতে পারে ; किन्छ বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। পোষাকী পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষা-कीत' পाঠ তुलिया मिया परत वाश्रित मङा-ममास्त्र नर्वे अपिरेशीरत ठालाईरङ চাহেন। ইহাও কি কথনও সম্ভব?" তার উত্তরে উত্তেজিত হয়ে প্যারীচাঁদ বলেছিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে ? তবে, জানিয়া রাথ, আমার প্রবৃতিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।" তার উত্তরে মধুস্থদন যথার্থ বলেছিলেন, "It is the language of fisherman, unless you import largely from Sanskrit." २७

গ্রন্থাকারে 'আলাল' প্রকাশের পূর্বেই বিভাদাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বান্ধালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯)

২৩. নগেল্রনাথ সোম—মধুস্থৃতি, বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১০৬১, পৃঃ ৮২-৮৩

প. র. ভূ. ৩

'বোধোদয়' (১৮৫১), 'দংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতি দ্বিয়ক প্রস্তাব' (প্রথম ও দ্বিভীয় ১৮৫৫), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'চরিভাবলি' (১৮৫৬)—এতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'সীতার বনবাদে'র ভাষা একটু গুরুভার। কিন্তু অন্ত রচনায় সংস্কৃতগন্ধী জড়তার চিহ্ন অতি অল্পই আছে; এ গল্প অতি পরিচ্ছয়—পরবর্তীকালেরও আদর্শস্থল। স্বভরাং কেন যে প্যারীচাঁদকে বিভাসাগরীভাষার প্রতিশক্ষরণে থাড়া করা হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। বরং 'আলালে' যে ধরনের জগাথিচুড়ি ভাষা ও কৌতুকের বাড়াবাড়ি আছে, যাকে থানিকটা সাগরীভাষার বিপরীত বলা যায়, উত্তরকালে সেই রীতি প্যারীচাদ নিজেই ত্যাগ করে প্রকারন্তরে সাগরী গল্পই অবলম্বন করেছিলেন—সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। 'আলালী' ভাষা শুধু 'আলালের ঘরের ত্ললালে'ই রয়ে গেছে, প্যারীচাঁদের অন্যান্ত রচনা এদিক থেকে আলালী প্রভাব মৃক্ত।

পারিটাদ তাঁর প্রথম গ্রন্থের বারাই স্মরণীয় হয়েছেন, দেকাল এবং একালেও পার্ঠক-পার্ঠিক। তাঁকে এই জগুই অন্তরঙ্গ জন বলে মনে করেন। একমাত্র রামগতি ক্রায়রত্ব ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৭২) ছাড়া আর কেউ প্রকাশ্যে তাঁর ভাষারীতি ও রচনার নিন্দা করেন নি। তাঁকে বিভাসাগরের ভাষার বিপরীতে দাঁড় করাবার চেটা হয়েছিল বলেই সম্ভবতঃ বিভাসাগরের ভক্ত শিশু রামগতি ক্রায়রত্ব 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' প্যারীটাদের গ্রন্থের বিষয়বস্ত ও ভাষার বিলক্ষণ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বিরপ্রপতার আরও কারণ ছিল। প্যারীটাদ একাধিক লেখায় সেকালের অধঃণতিত রাজ্মণমাজকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এই ব্যঙ্গ বিজ্ঞপনিন্দাকে ব্যঙ্গবাপণ্ডিত রামগতি নিজের গায়ে মেথে নিয়ে প্যারীটাদকেও নিন্দাবাণে জর্জরিত করেছিলেন। ক্রষ্ট রামগতির মন্তব্য একালে কৌতুকের সঙ্গেই স্মরণীয় ঃ

"কিন্তু পাঠকগণ! দেখুন, হিন্দু জাতির গৌরবস্থল সেই রান্ধণপণ্ডিত মহাশয় দিগের প্রতি টেক্টাদ বাবু কিন্তুপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন! তিনি বাবুরামের প্রাদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিথিয়াছেন—"দিন রাজি রান্ধণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন, যেন গো-মড়কে মৃচির পার্বণ!" কেবল রান্ধণপণ্ডিতের উপরেই কেন? রান্ধণজাতির প্রতিই টেকটাদ বাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ রান্ধণপণ্ডিত গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিথিয়াছেন, "বামুনে বৃদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে স্বকথা

তলিয়ে ব্ঝিতে পারে না—ভারণান্তের ফেকড়ি পড়িয়া কেবল ভারণাহীয়
বৃদ্ধি হয়।" ইত্যাদি—এক্ষণে টেকটাদ বাবুর প্রতি আমাদের ভিজ্ঞান্ত এই
যে, ভারশান্ত বোঝা কি মোটা বৃদ্ধির কর্ম ? এ পর্যন্ত ঐ 'মোটাবৃদ্ধি' ত্রান্ধণ
ভিন্ন কয়জন সক্ষবৃদ্ধি ইতরজাতীয় লোকে ২৪ ভারণান্ত বৃঞ্জিত পারিয়াতেন ? ২৫

প্যারীচাঁদের 'আলালী' ভাষাও প্তিত রামগতির মনে ধরেনি। তার মতে, হাল্কা ব্যাপারে 'আলালী' ভাষার ঘংকিঞ্চিং প্রয়োজনীয়তা থাকলেও "শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্যে" বিভাসাগরী ভাষা অধিকতর উপযোগী। কচি পান্টাবার জন্ত 'আলালী' ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে যে কিছু মূল্য আছে, সে বিষয়ে রামগতি বলেন:

"যেমন ফলারে বদিয়া অনবরতঃ মিঠাই মণ্ডা থাইলে জিহ্বা একরপ বিকৃত रुहेश यात्र--- मर्था मर्था जानात कृति ७ कृमुज़ात थाहै। मृत्य ना निरन रम বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিভাদাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের ষে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশুক।" (বা. ভা. সা. বি. প্র., পঃ ৩১৩) রামগতি প্যারীটাদের ভাষা সম্বন্ধে অপ্রসর চিত্তে যাই বলুন না কেন, তাঁর মন্তব্য যে নিতান্ত যুক্তিবিরোধী তা নয়। 'আলালী' ভাষা পরবর্তীকালে পুরো-পুরি কথনই গুহীত হয় নি, চিন্তামূলক রচনাতে তো নয়-ই। 'হুতোম প্যাচার নকৃশা'র (১৮৬২) ভাষাও বেমন প্রয়োজন মেটাবার পর বিদায় নিয়েছে, আলালী ভাষাও তাই। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "বঙ্কিমবারু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকলে এক নৃতন বাঙ্গালা গল্প লিধিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিতাদাগরী বা অক্ষরী ভাষা ও অপ্রদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা"। ২৬ विक्रमहल दिशादन चरेना विवृक्त करताहन स्मर्थादन व छाषात माहाया निरह्महरून সেটি বিভাসাগরের উদ্ভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লঘু স্থানে বা সংলাপের অংশে তাঁর ভাষা গোষাকী ভাব ভ্যাগ করে থানিকটা আটগোরে চং আয়ত্ত করেছে। তবে তাকে পুরোপুরি 'আলালী' রীতির অমুদরণ বলা ষায় না। আলালী ঢং বলতে ভধু সংলাপে চলতি বুলির ব্যবহারই বোঝায় না, এ ভাষায় মাঝে মাঝে রঙ্গকৌতুক ও ফাঞ্চলামি ফুটে ওঠে। বক্ষিমচন্দ্রের হালকা ভাষায়

২৪. 'ইতরজাতীয়' গালিটি কি কায়স্থ প্যারীচাঁদের প্রতি নিক্ষিপ্ত ?

২৫. বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১৩১৭, ৩য় সংস্করণ 🕫 চূড়া, পৃঃ ৩১১।

২৬. রামতনু লাহ্বিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ, নিউ এজ দংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ২৫০।

রঙ্গকৌতুক থাকলেও তাতে ছ্যাবলামি নেই। ছতোমের ভাষায় অশিষ্ট ছ্যাবলা-মির বাড়াবাড়ি ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিন্দামন্দ করেছেন। সে ঘাই হোক বঙ্কিমযুগে আলালী ভাষার হালকা ধরনের কৌতুকের দিকটি কারো কারো রচনায় কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য একথা দত্য, প্যারীচাঁদই দর্বপ্রথম পরিচিত বাস্তব জীবনকে পরিচিত প্রত্যহের ভাষাতেই উপস্থাপিত করেছেন। এই জন্ম বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাদে তাঁর বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

একালে ক্লাসিক গ্রন্থের বড় অমর্বাদা, প্রকাশক জ্লোটে তো পাঠক জোটে না। তবু যে প্যারীচাঁদের যাবতীয় বাংলা রচনা প্রকাশ করা হল, এর কারণ বিগত বিশ্বতকে আবার নতুন করে স্মরণ করা, তাঁকে নতুন চিন্তার আলোকে উপস্থাপিত করা। প্যারীচাঁদের জীবিতকালে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হয়েছিল। কিন্তু অলকালের মধ্যে 'আলাল' ছাড়া অন্য পুত্তকগুলি অপ্রচলিত হয়ে পড়লে বিষমচন্দ্রের উপদেশে তাঁর পুত্রেরা 'লুপ্তরত্মোদ্ধার' (১২৯৯ বঙ্গান্দ) নামে ক্যানিং লাইব্রেরি থেকে পিতার অন্তপ্র রচনা প্রকাশ करतन । विक्रमण्डः এর ভূমিকা লিখেছিলেন । ভার পরেও প্যারীচাঁদের রচনাবলী একাধিকবার মৃদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতান্দী হয়ে গেল প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের হুলাল' ভিন্ন (তাও text book-এর কল্যাণে) অন্য কোন গ্রন্থ বাজারে ছিল না। কিছুকাল পূর্বে চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিভাদাগরের ঘাবতীয় রচনায় ভূমিকা দংযোজনার দময়ে আমার মনে হয়েছিল, বিভাদাগরের রচনা-বলীর পাশেই প্যারীচাঁদের গ্রন্থমযূহের জান হওয়া উচিত। বিভাসাগর রচনা-বলীর ত্ঃসাহদী প্রকাশক মণ্ডল বুক হাউদের সন্বাধিকারী শ্রীযুক্ত স্নীল মণ্ডলকে আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি ব্যবসায়াত্মিক। সাবধানী বুদ্ধির চেয়ে সৎসাহিত্য প্রচার বৃদ্ধির দারা অধিকতর উদ্দ হলেন, আমিও সাগ্রহে এই ব্যাপারে দর্বাধিক দাহাষ্যদানে দলত হলাম। এই গ্রন্থ দম্পাদনে যে পরি-শ্রম করা গেছে, প্রকাশক তার দারা কিঞ্চিৎ লাভবান হলেই শ্রম সার্থক জান করব। প্যারীটানের এতাবৎকালের মধ্যে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থ এই দক্ষল**ে** প্রকাশ করা হল। পরিশিষ্টে যে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ভার কোনটি প্যারীচাঁণ-রচনাবলীর অক্ত কোন সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এযুগের সাময়িক পত্তে তাঁর তিনটি অপ্রকাশিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণে এই সংস্করণে দেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হল না। বিতীয় সংস্করণে নিবন্ধ তিনটি পুর্ণঃ প্রকাশ করা যাবে।

প্যারীটানের জীবিতকালের সংস্করণ থেকে পাঠ মেলাতে নিযুক্ত রবীজনার চক্রবর্তী আমানের বিশেষভাবে মাহায্য করেছেন। তাঁকে ধরুবাদ জানাই। গ্রন্থের মধ্যে পুরাতন বানান ও প্রকাশ পদ্ধতি মধাসম্ভব অবিকৃত রাথা হলেছে। ভুল বানানও সংশোধন করার চেটা করা হয় নি।

প্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ মন্ত্র্মদার প্যারীটানের চিত্র সংগ্রহে আমানের আনুক্তা করে-ছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জাপন করি। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সনীল মণ্ডল ঘেডাবে আথিক ঝুঁকি আপন স্বন্ধে তুলে নিয়ে প্যারীটাদ রচনাবলীর শোভন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তাতে সংস্কৃতিবান বাঙালী সমাজেব পক্ষ থেকে তাকে সাধুবাদ জানাই।

Callenge de sistement

বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, ১৩৭৮/১৯৭১





भगनी है। प मिज

জन्मः २२८म जूनारे ১৮১৪।

মৃত্য়ঃ ২৩শে নভেম্বর ১৮৮৩।

आलात्नत चात्रत मूलाल

PREFACE.

আলালের ঘরের তুলাল By TEK CHAND THACKOOR.

The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, customs, &c. and partly of the state of things in the Moffussil. The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful. The writer thinks it well to add that a large portion of this Tale appeared originally in a monthly publication, which met with the approval of the number of friends, at whose request he has been induced to conclude and publish it in the present form.

Price per copy,

12 Annas, cash.

ভূমিকা।

অভাত পুন্তক অপেক্ষা উপন্তানাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্মভাবতঃ অফ্রাগ জনিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুন্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে দে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রের অধিক আবশ্রক, এতদিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুন্তক থানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এ প্রকার পুন্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোত্তমে অবশ্ব সদোষ হইবার সন্তাবনা, পাঠকবর্গ অন্থাহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট দেখিলেই গল্পদলের আভাস ও অত্যাত্ত প্রকরণ জানা যাইবে। পুন্তকের মুল্য ৬০ নগদ।

व्यालालवं घाववं पूलाल

বাব্রাম বাব্র পরিচর—মতিলালের বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা।

বৈছবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্মকান্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না-বাবুরাম দেই প্রথামুদারেই চলিতেন। একে কর্মে পটু—ভাতে ভোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি ধারা দাহেব স্থবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্ত অন্ন দিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিভা ও চরিত্রের তাদৃক্ গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল তুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার হুদুগু অট্টালিকা বাগ বাগিচা তালুক ও অন্তান্ত ঐশ্বর্য সম্পত্তি হওয়াতে অমুগত ও অমাত্য বন্ধবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকথানা লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়, বাবুরাম বাবুর বাটীতে যথন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড়, কি ছোট, সকলেই চারি দিকে বিসমা তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বৃদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকের। একেবারেই জল উচু নীচু বলিত। এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু পেন্দন লইলেন ও আপন বাটীতে বদিয়া জমিদারি ও সওদাগরি কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের দর্ব প্রকারে হথ প্রায় হয় না ও দর্ব বিষয়ে বৃদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাব্রাম বাব্ কেবল ধন উপার্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয় বিভব বাড়িবে—কি প্রকারে দশ জন লোকে জানিবে—কি প্রকারে গ্রামন্থ লোকদকল করজোড়ে থাকিবে—কি প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দর্বোত্তম হইবে—এই দকল বিষয় দর্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও ছই কল্পা ছিল। বাব্রাম বাব্ বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজল্প জাতিরকার্থ কল্পাঘ্য জানিবা মাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া ভাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু

জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোধিক না পাইলে বৈছবাটীর শশুরবাটীতে উকিও মারিত না। পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত—কখন বলিত বাবা চাঁদ ধরিব— কথন বলিত বাবা তোপ খাব। যথন চীৎকার করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত নিকটস্থ সকল লোক বলিত ঐ বান্কে ছেলেটার জালায় ঘুমান ভার! বালকটি পিতা মাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। প্রথম২ গুরুমহাশয়ের নিকটে গেলে মতিলাল আঁ আঁ করিয়া কালিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত—গুরুমহাশয় কর্তার নিকট গিয়া বলিতেন মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম নয়। কর্তা প্রত্যুত্তর দিতেন—ও আমার সবে ধন নীলমণি—ভুলাইয়া টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও। পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে ঠেদান দিয়া চুল্ছেন ও বল্ছেন "ল্যাথ রে ল্যাথ।" মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিশু কি করিতেছে তা কিছুই জানেন না। তাঁহার চক্কু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাভির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত। সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গণ্ডার এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি দিদ্ধান্ত করিত,—মধ্যে২ গুরুমহাশয় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাকে কাটি দিয়া ও কোঁচার উপর জলস্ত অন্বার ফেলিয়া তীরের গ্রায় প্রস্থান করিত। আর আহারের সময় চুনের জল ঘোল বলিয়া অত্য লোকের হাত দিয়া পান করাইত। গুরুমহাশয় দেখিলেন বালকটি অতিশয় ত্রিপণ্ড, মা সরস্বতীকে একেবারে জলপান করিয়া বসিল অতএব মনে করিলেন যদি এত বেত্রাঘাতে স্থয়ত না হইল, কেবল গুরুমারা বিভাই শিক্ষা করিল তবে এমত শিয়ের হাত হইতে ত্রায় মৃক্ত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু কর্তা ছাড়েন না অতএব কৌশল করিতে হইল। বোধ হয় গুরুমহাশরগিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল, ইহাতে বেতন ঘুই টাকা ও থোরাক পোশাক—উপরি লাভের মধ্যে তালপাত কলাপাত ও কাগজ ধরিবার কালে একংটা সিধে ও একং জোড়া কাপড় মাত্র, কিন্তু বাজার সরকারি কর্মে নিত্য কাঁচা কড়ি। এই বিবেচনা করিয়া কর্তার নিকট গিয়া কহিলেন—মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেষ হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারি কাগজও লেখান গিয়াছে। বাবুরাম বাবু এই সংবাদ পাইয়া

আহলাদে মগ্ন হইলেন, নিকটস্থ পারিষদেরা বলিল—না হবে কেন! সিংহের সস্তান কি কথনও শুগাল হইতে পারে ?

পরে বাবুরাম বাবু বিবেচনা করিলেন ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিং ফার্দি শিক্ষা করান আবশ্রক। এই স্থির করিয়া বাটীর পূজারি বান্ধণকে জিজ্ঞাদা করিলেন—কেমন হে তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়াগুনা আছে ? পূছারি ব্রাহ্মণ গণ্ড মূর্থ-মনে করিল যে চাউল কলা পাই তাতে তো কিছুই আঁটে না—এত দিনের পর বৃঝি কিছু প্রাপ্তির পদ্বা হইল, এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল—আজে হা, আমি কুইন-মোড়ার ঈশ্বরচক্র বেদাস্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাচ বংসর অধায়ন করি, কপাল মনদ, পড়াওনার দক্ষন কিছুই লাভভাব হয় না, কেবল আদা জল থাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি। বাবুরাম বাবু বলিলেন—তুমি অভাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা করাও। পৃষ্ণারি ত্রাহ্মণ আশা বাযুতে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ঘুই এক পাত শিক্ষা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মতিলাল মনে করিলেন গুরুমহাশয়ের হাত হইতে তে। মুক্ত হইয়াছি এখন এ বেটা চাউলকলাথেকো বামুনকে কেমন করিয়া ভাড়াই ? আমি বাপ মার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমাকে কিছুই বলিবেন না— নেথাপড়া শেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ায় কাজ কি ? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল। আর ধদি লেখাপড়া শিখিব তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের পূশা কি হইবে? আমোদ করিবার এই সময়,—এখন কি লেখাপড়ার ষন্ত্রণা ভাল লাগে ?

মতিলাল এই স্থির করিয়া পূজারি ব্রাহ্মণকে বলিল—অরে বাম্ন তৃই যদি হ, য, ব, র, ল, শিথাইতে আমার নিকট আর আস্বিঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায়শুদ্ধ ঘূচাইয়া দিব কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বলে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। পূজারি ব্রাহ্মণ হ, য, ব, র, ল, প্রসাদাং ক্ষণেক কাল হ, য, ব, র, ল, হইয়া থাকিলেন পরে আপনা আপনি বিচার করিলেন—ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ"—প্রাণ নিয়া টানাটানি—এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। পূজারি ব্রাহ্মণ যৎকালে এই সকল পর্যালোচনা করিতেছিলেন মতিলাল তাঁহার মুথাবলোকন করিয়া বলিল—বড় যে বসে বসে ভাবছিস্ ? টাকা চাই ? এই নে—কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্গে আমি সব শিথেছি। পূজারি ব্রাহ্মণ কর্ডার নিকট গিয়া বলিল—মহাশয় মতিলাল সামাত্য বালক নহে—'ভাহার

অসাধারণ মেধা, যাহা একবার শুনে তাহাই মনে করিয়া রাখে। বাবুরাম বাবুর নিকট একজন আচার্য ছিল—বলিল মতিলালের পরিচয় দিবার আবশুক নাই। উটি ক্ষণজন্মা ছেলে—বেঁচে থাকিলে দিক্পাল হইবে।

অনস্তর প্রকে ফার্সি পড়াইবার জন্ম বাব্রাম বাব্ একজন মৃন্সি অবেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অন্নন্ধানের পর আলাদি দরজির নানা হবিবলহোদেন তেল কাঠ ও ১॥॰ টাকা মাহিনাতে নিযুক্ত হইল। মৃন্সি সাহেবের দস্ত নাই, পাকা দাড়ি, শণের ন্থায় গোঁফ, শিখাইবার সময় চক্ষু রাক্ষা করেন ও বলেন "আরে বে পড়" ও কাক গাফ আয়েন গায়েন উচচারণে তাঁহার বদন সর্বদা বিকট হয়। একে বিল্লা শিক্ষাতে কিছু অন্থরাগ নাই তাতে ঐরূপ শিক্ষক অতএব মতিলালের ফার্সি পড়াতে ঐরূপ ফল হইল। এক দিবস মৃন্সি সাহেব হেঁট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন ও হাত নেড়ে স্বর করিয়া মস্নবির বয়েৎ পড়িতেছেন ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্ দিয়া একখান জলস্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ দাউ২ করিয়া দাড়ি জলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল—কেমন রে বেটা শোরখেকো নেড়ে, আর আমাকে পড়াবি ? মৃন্সি সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে২ ও তোবা২ বলিতে২ প্রস্থান করিলেন এবং জালার চোটে চীৎকার করিয়া কহিলেন—এস্ মাফিক বেতমিজ আওর বদ্জাৎ লেড় কা কবি দেখা নেই—এস্ কাম্সে মৃন্ধমে চাদ কর্ণা আছিছ হায়। এস্ জেগে আনা বি হারাম হায়—তোবা—তোবা।!!

মতিলালের ইংরাজী শিথিবার উদ্যোগ ও বাব্রাম বাব্র বালীতে গমন।

মৃন্সি সাহেবের তুর্গতির কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু বলিলেন—মতিলাল তো আমার তেমন ছেলে নয়—দে বেটা জেতে নেড়ে—কত ভাল হবে ? পরে ভাবিলেন যে ফার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল। যেমন কিপ্তের কখন কখন জানোদয় হয় তেমনি অবিজ্ঞ লোকেরও কখন কখন বিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। বাবুরাম বাবু ঐ বিষয় স্থির করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি বারাণদী বাবুর গ্রায় ইংরাজী জানি—"সরকার কম স্পিক নাট" আমার নিকটস্থ লোকেরাও তক্রপ বিদ্বান, অতএব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। আপন কুট্স ও আত্মীয়দিগের নাম স্মরণ করাতে মনে হইল বালীর বেণীবাবু বড় যোগ্য লোক। বিষয়কর্ম করিলে তৎপরতা জন্মে। এজন্ম অবিলম্বে একজন চাকর ও পাইক সঙ্গে লইয়া বৈহ্যবাটীর ঘাটে আসিলেন।

ভাষাত শ্রাবণ মাসে মাজিরা বৈতির জাল ফেলিয়া ইলিস মাছ ধরে ও ছুই প্রহরের সময় মালারা প্রায় আহার করিতে ষায় এজন্ত বৈশুবাটীর ঘাটে খেয়া কিয়া চল্তি নৌকা ছিল না। বাব্রাম বাব্ চৌগোঁপ্পা—নাকে ভিলক—কন্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে ছুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরথানি কাঁধে—এক গাল পান—ইতন্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে! শীঘ্র বালী যাইতে হইবে তুই চার পয়সায় একথানা চল্তি পান্সি ভাড়া কর তো। বড় মান্থ্যের খানসামারা মধ্যে২ বেজাদ্ব হয়, হরি বলিল—নোশায়ের যেমন কাও! ভাত খেতে বন্তেছিয়—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এন্ডেচি—ভেটেল পান্সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টান্তে ও ঝিঁকে মার্তে মাজিদের কাল ঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে তুই চার পয়সায় হতে পারে—চল্তি পান্সি চার পয়সার ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—এ কি খুতকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা?

বাবুরাম বাবু ছটো চক্ষু কট্যট করিয়া বলিলেন—ভোবেটার বড় মুখ বেড়েছে— ফের যদি এমন কথা কবি তো ঠাস্ করে চড় মার্বো। বান্দালি ছোট জাতিরা একটু ঠোকর থাইলেই ঠক্২ করিয়া কাঁপে, হরি তিরস্কার থাইয়া জড়সড় হইয়া বলিল-এজ্ঞেনা বলি এখন কি নৌকা পাওয়া যায় ? এই বল্ভেং একখানা বোট গুণ টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল, মাঝির সহিত অনেক কন্তাকন্তি ধন্তাধন্তি করিয়া ॥০ ভাড়া চুক্তি হইল—বাবুরাম বাবু চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্ৎ দূর আসিয়া হই দিগ্ দেখিতে২ বলিতেছেন—ধরে হরে ! বোটখানা পাওয়া গিয়াছে ভাল—মাজি ! ও বাড়ীটা কার রে ? ওটা কি চিনির কল ? অহে চকমকি ঝেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজো তো ? পরে ভড়২ করিয়া হঁকা টানিতেছেন—গুল্ডকগুলা এক এক বার ভেনেং উঠ্তেছে—বারু শ্বয়ং উচু হইয়া দেথ্তেছেন ও গুন্থ করিয়া স্থীস্থাদ গাইতেছেন—"দেখে এলাম খ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম কেবল নাম আছে।'' ভাঁটা হওয়াতে বোট সাঁ সাঁ করিয়া চলিতে লাগিল—মাজিরাও অবকাশ পাইল—কেহ বা গলুয়ে বিদল, কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারি দিগে দেখিতে লাগিল ও চাটগোঁয়ে স্থরে গান আরম্ভ করিল "খুলে পড়বে কানের সোণা ভনে বাঁশীর স্থর"—

পূর্য অন্ত না হইতে২ বোট দেওনাগাজীর ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাব্রাম বাব্র শরীরটি কেবল মাংসপিও—চারি জন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণীবাবু কুট্মকে দেখিয়া "আদতে আজ্ঞা হউক বদতে আজ্ঞা হউক" প্রভৃতি নানাবিধ শিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তংক্ষণাং তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁ কারি, ঘুই এক টান টানিয়া বলিলেন—ওহে হুঁকটা পীদে—পীদে বল্ছে—খুড়াং বল্ছে না কেন? বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান্ হয়। রাম অমনি হুঁকায় হুঁচ্কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিটেকড়া তামাক সেজে—বড় দেকে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল; বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুথে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়রং টান্ছেন—ধুঁয়া বৃষ্টি কর্ছেন—ও বিজরং বক্ছেন। বেণীবাবু। মহাশয় একবার উঠে একটা পান থেলে ভাল হয় না? বাবুরাম বাবু। সদ্ধ্যা হল—আর জল থাওয়া থাকুক্—এ আমার ঘর—আমাকে বল্তে হবে কেন?

দেখ মতিলালের বৃদ্ধিন্তদ্ধি ভাল হইয়াছে—ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়, সম্প্রতি ইংরাজী পড়াইতে বাঞ্ছা করি—স্বল্ল অল্ল মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পার ? বেণীবাব্। মাষ্ট্র অনেক আছে, কিস্ক ২০।২৫ টাকা মাদে দিলে একজন মাজারি গোচের লোক পাওয়া যায়।

বাব্রাম বাব্। কতো—২৫ টাকা !!! অহে ভাই, বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ—প্রতিদিন এক শত পাত পড়ে—আবার কিছু কাল পরেই ছেলেটির বিবাহ দিতে হইবে। যদি এত টাকা দিব তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম ?

এই বলিয়া—বেণীবাবুর গায়ে হাত দিয়া হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বেণীবাবু। তবে কলিকাতার কোন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিউন। একজন আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে ছেলেটি থাকিবে, মাসে ৩।৪ টাকার মধ্যে পড়াশুনা হইতে পারিবে।

বাবুরাম বাবু। এত ? তুমি বলে কয়ে কমজম করিয়া দিতে পার না ? স্কুলে পড়া কি ঘরে পড়ার চেয়ে ভাল ?

বেণীবাব্। যভপি ঘরে একজন বিচক্ষণ শিক্ষক রাথিয়া ছেলেকে পড়ান যায় তবে বড় ভাল হয়, কিন্তু তেমন শিক্ষক অল্প টাকার পাওয়া যায় না, স্কুলে পড়ার গুণও আছে—দোষও আছে। ছেলেদিগের সঙ্গে একত্র পড়ান্তনা করিলে পরস্পারের উৎসাহ জন্মে কিন্তু সঙ্গদোষ হইলে কোন২ ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে, আর ২৫।৩ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টগোল হয়, প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না, স্কৃতরাং সকলের সমানদ্ধপ শিক্ষাও হয় না। বাবুরাম বাবু। তা যাহা হউক—মতিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব দেখে ভনে

যাহাতে স্থলত হয় তাথাই করিয়া দিও। যে সকল সাহেবের কর্মকাঞ্চ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাদের কেই নাই—থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভঙ্তি করিতে পারিতাম। আর আমার ছেলে মোটামাটি শিথিলেই বন্ আছে, বড় পড়াওনা করিলে স্বধর্মে থাকিবে না। ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয় ডাহাই করিয়া দিও—ভাই সকল ভার ভোমার উপর।

বেণীবার্। ছেলেকে মামুষ করিতে গেলে ঘরে বাহিরে তদারক চাই। বাণকে স্বচক্ষে স্ব দেখতে হয়—ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া থাটতে হয়। অনেক কর্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কর্ম পরের মূপে ঝাল থাওয়া হয় না।

বাবুরাম বাবু। সে সব বটে—মতি কি তোমার ছেলে নয় ? আমি একণে গলালান করিব—পুরাণ শুনিব—বিষয় আশন্ত দেখিব। আমার অবকাশ কই ভাই ? আর আমার ইংরাজী শেখা সেকেলে রকম। মতি তোমার—তোমার—তোমার—তোমার !!! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, তুমি ষা জান তাই করিবে কিন্ত ভাই ! দেখো যেন বড় বয়য় হয় না—আমি কাচ্ছাবাচ্ছাভিয়ালা মাহ্য —তুমি সকল তো বুরতে পার ?

অনন্তর অনেক শিষ্টালাপের পর বাব্রাম বাবু বৈগুবাটীর বাটীতে প্রভ্যাগমন ক্রিলেন।

ও মতিলালের বালীতে আগমন ও তগার নীলাথেল। পরে ইংরাজী শিক্ষার্থে বছবালারে অবস্থিতি

রবিবারে কুঠাওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি থাব—বলিগা অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। ভাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা ভাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাটি দেন—কেহ বা পেতার লইয়া পিড়িং করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুন্নেন—কেহ বা বেড়াতে য়ান—কেহ বা বহি পড়েন। কিছু পড়ান্ডনা অথবা সং কথার আলোচনা অভি অয় হইয়াথাকে। হয়ভো মিথাা গালগল্ল কিছা দলাদলির ঘোট, কি শভু তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপ্ণ হয়। বালীর বেণীবাব্র অন্ত প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেথাপড়ার শেষ হইল। কিছু এ বড় ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সাধনা করিলেও বিভার ক্ল পাওয়া যায় না, বিভার চর্চা যত হয় তভই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাব্ এ বিষয় ভাল বুঝিতেন এবং ডদম্পারে চলিভেন। তিনি প্রাভঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্য সকল দেথিয়া ডদম্পারে চলিভেন। তিনি প্রাভঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্য সকল দেথিয়া

পুত্তক লইয়া বিভাগুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দ বৎসরের একটি বালক—গলায় মাছলি—কাণে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, দল্পথে আসিয়া টিপ করিয়া একটি গড় করিল। বেণীবাবু একমনে পুত্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শলে চম্কিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন "এমো বাবা মতিলাল এসো—বাটীর সব ভাল তো?" মতিলাল বসিয়া সকল কুশল সমাচার বলিল। বেণীবাবু কহিলেন—অভ্য রাত্রে এখানে থাক কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্থলে ভতি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুল রেশ বোধ হয়—এজভ্য আন্তেং উঠিয়া বাটীর চতুদিগে দারুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কথন টে ক্লেলের টে কিতে পা দিভেছে—কথন বা ছাতের উপর গিয়া ভূপ২ করিতেছে—কথন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্রান দিতেছে। এইরপে তুপদাপ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—কাহারো বাগানের ফুল ছেঁড়ে—কাহারো গাছের ফল পাড়ে—কাহারো মট্কার উপর উঠিয়া লাফায় —কাহারো জলের কলসী ভালিয়া দেয়।

বালীর সকল লোকেই ত্যক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এ ছোঁড়া কে বে ? যেমন ঘরপোড়া ছারা লক্ষা ছারথার হইয়াছিল আমাদিগের গ্রামটা সেইরপ তচ্নচ্ হবে নাকি ? কেহ২ ঐ বালকের পিতার নাম শুনিয়া বলিল— আহা বাবুরাম বাবুর এ পুত্র—না হবে কেন ? "পুত্রে ঘশসি তোয়ে চ নরাণাং পুগ্রক্ষণম্"।

শক্ষ্যা হইল—শৃগালদিগের হোয়া২ ও ঝিঁহ পোকার ঝিঁহ শব্দে প্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালীতে অনেক ভদ্র লোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন এজগু শদ্ধ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যুনতা ছিল না। বেণীবার্ অধ্যয়নানস্তর গামোড়া দিয়া উঠিয়া তামাক থাইতেছেন—ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাই গো! বৈখবাটীর জমিদারের ছেলে আমাদের উপরে ইট মারিয়াছে—কেহ বলিল—আমার ঝাঁকা ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঘারের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। বেণীবার্ পরছ:থে কাতর—সকলকে তুম্বেত্বে ও কিছু বিদায় বিদায় করিয়া দিলেন, পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বিভা নগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপিয়া দিয়াছে—এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়।

থানের প্রাণক্ষণ থুড়া ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচ্কে রাজকৃষ্ণ আদিয়া জিলামা করিলেন—বেণীবাব্ এ ছেলেটি কে ?— আমরা আহার করিয়া নিদ্রা ঘাইতেছিলাম—গোলের দাপটে উঠে পড়িলাম—কাঁচা ঘুম ভালাতে শরীরটা মাটিং করিতেছে। বেণীবাব্ কহিলেন—মার ও কথা কেনে বল ? একটা ভারি কর্মভোগে পড়িয়াছি—আমার একটি জমিদার ষণ্ডা কুটুর আছে—ভাহার হ্রন্থ দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলা টাকা আছে। ছেলেটিকে স্থলে ভতি করাইবার জন্ম আমার নিকট পাঠাইয়াছে—কিন্তু এর মধ্যেই হাড় কালি হইল—এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাটাতে ঘুঘু চরিবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জন কয়েক চেংড়া পশ্চাতে মভিলাল—"ভজ নর শঞ্জ্বভেরে" বলিয়া চীংকার করিতে২ আসিল। বেণীবাব্ বলিলেন—ঐ আস্ছে রে বাব্—চুপ কর—আবার ছুই এক ঘা বসিয়ে দেবে নাকি? পাপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণীবাব্কে দেথিয়া দাঁত বাহির করিয়া ঈষজাশ্রুক্ত করত কিঞ্চিং সঙ্গুচিত হইল। বেণীবাব্ জিজ্ঞাস। করিলেন—বাবু কোথায় গিয়াছিলে? মতিলাল বলিল—মহাশন্ধদের গ্রামটা কত বড় ভাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর ভিতর যাইয়া মতিলাল রাম চাকরকে তামাক আনিতে বলিল। অমৃরি অথবা ভেলপায় পানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক থাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাইয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাই। এইরপ মৃহ্মৃত্ তামাক দেওয়াতে রাম অল্ল কোন কর্ম করিতে পারিল না। বেণীবাবু রোয়াকে বিসয়া শুরু হইয়া রহিলেন ও এক২ বার পিছন ফিরিয়া ফিট২ করিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। বেণীবাবু অন্তঃপুরে মতিলালকে নইয়া উত্তম অন ব্যঙ্কন ও নানা প্রকার চর্ব্য চোয় লেহ্য পেয় ঘারা পরিতোষ করাইয়া তাস্থলগ্রহণানন্তর আগনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান
তামাক থাইয়া বিছেনার ভিতর চুকিল। কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া
ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক২ বার পায়চারি করিতে লাগিল ও এক২ বার নীলুঠাকুরের স্থীসংবাদ অথবা রাম বস্তুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে
বাটীর সকলের নিলা ছুটে পালাইল।

চণ্ডীমগুপে রাম ও কাশীজোড়া নিবাসী পেলারাম মালী শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিরক্ত জন্মে। গানের চীৎকারে চাকরের ও মালীর নিলা ভালিয়া গেল। পেনারাম। অহে বাপা রাম! এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না—উঠে বগানে বীজ গুড়া কি পেড়াইব ?

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে রাত ঝাঁ২ কচ্চে—এখন কেন উঠ্বি? বার্ ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোঁড়া কাণ ঝালা-পালা কল্লে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণীবারু মতিলালকে লইয়া বৌবাজারের বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটাতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—
বুনিয়াদি বড় মাহ্ন্থ—সন্তানাদি কিছুই নাই—সাদাসিদে লোক কিন্তু জন্মাবধি
গঁণাখাঁদা—অল্ল২ পিট্পিটে ও চিড়্ চিড়ে। বেণীবার্কে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে কও কি মনে করে ১"

বেণীবাবু। মতিলাল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া ন্ধুলে পড়িবে—শনিবার২ ছুটি পাইলে বৈশ্ববাটী যাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাভায় আপনার মত আত্মীয় তার নাই এজন্ত এই অন্ধুরোধ করিতে আদিয়াছি।

বেচারাম। তার আটক কি—এও ঘর সেও ঘর। আমার ছেলেপুলে নাই— কেবল হুই ভাগিনেয় আছে—মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকিস্বরের কথা শুনিরা মতিলাল থিলং করিয়। হাসিতে লাগিল। অমনি বেণীবাবু উত্তঁং করত চোথ টিপ্তে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও স্থা নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া! ছেলেটা কিছু বেদ্ডা দেখিতে পাই যে? বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে। বেণীবাবু অতি অস্পন্ধানী—পূর্বকথা সকলি জানেন, আগনিও ভূগেছেন—কিন্তু নিজ্ঞাণে সকল ঢেকে চুকে লইলেন—গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল মারা যায়—ভাহার কলিকাভায় থাকাও হয় না ও স্ক্লে পড়াও হয় না। বেণীবাবুর নিভান্ত বাসনা সে কিছু লেথাপড়া শিথিয়া কোন প্রকারে মান্ত্রহ হয়।

অনস্তর অন্যান্ত প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাব্র নিকট হইতে বিদায় হইয়া বেণীবাবু মতিলালকে দঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের পুলে আসিলেন। হিন্দু কালেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের প্লুল কিঞ্চিৎ মেড়ে পড়িয়াছিল এজন্ত সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—ভুকতে রেঁ। ভরা—গালে সর্বদা পান—বেত হাতে—একং বার ক্লান্থে বেড়াইতেন ও একং বার চৌকিতে বিদয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণীবাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভতি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগ্যন করিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ,
 মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিসে আনয়ন।

প্রথম যথন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইদেন, দে সময়ে সেট বসাথ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ডা ইশারা ছারা হইত। মানব স্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারাদ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে স্কপ্রিম কোর্ট্র স্থাপিত হইলে আইন আদালতের ধাব কায় ইংরাজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরেজী কথা শিথিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিশু রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরথান্ত লিথিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৫ টাকা করিয়া মাদে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত কৃঞ্মোহন বস্তু প্রভৃতি অনেকেই ক্ষুলমাষ্ট্রগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামদ্ভিদ পড়িত, ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে ছাইন ঝাডিতে পারিত, দকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন। ফ্রেনকো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্রাস্ত লোকের ছেলেরা পড়িত। যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্থলে পড়ক আপন্থ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশুই শিথিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন২ অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি এখানে—কালি ওখানে ঘুরেং বেড়ায়—মনে করে, গোল-মালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলাম। মতিলাল শ্রবোরণ সাহেবের স্কুলে তুই এক দিন পড়িয়া, কালুস সাহেবের স্কুলে ভাতি श्हेल।

লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই, যে সং স্বভাব ও সং চরিত্র হইবে—
স্থিবেচনা জন্মিবে ও যেং বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা
হইবে। এই অভিপ্রায় অন্থনারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহার। সর্বপ্রকারে
ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালরপ ব্ঝিতেও পারে—করিতেও পারে।
কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাণ মারও যত্র চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই।
বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সং করিতে হইলে,
আগে বাপের সং হওয়া উচিত। বাণ মদে ভূবে থাকিয়া ছেলেকে মদ থেতে

মানা করিলে, দে তাহা শুন্বে কেন ? বাপ অসং কর্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিভাল তপদ্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। যাহার বাপ ধর্মপথে চলে তাহার প্ত্রের উপদেশ বড় আবশুক করে না—বাশের দেখাদেথি পুত্রের সং স্বভাব আপনা আপনি জয়ে ও মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাঝা আবশুক। জননীর মিষ্টি বাক্যে, সেহে এবং মৃথচুমনে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয়রপে জানে যে এমন২ কর্ম করিলে আমাকে মা কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সং সংস্কার বন্ধমৃল হয়। শিক্ষকের কর্তব্য, যে শিশুকে কতকগুলো বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাঝী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মৃথস্থ করিলে স্মরণশক্তির রন্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যতাপি বৃদ্ধির জার ও কাজের বিত্যা না হইল, তবে সে লেথাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্ম। শিশু বড় হউক বা ছোট হইক, তাহাকে এমন করিয়া ব্ঝাইয়া দিতে হইবেক, যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরপ ব্ঝান শিক্ষার স্কধারা ও কৌশলের ছারা হইতে পারে—কেবল তাঁইস করিলে হয় না।

বৈশ্ববাদীর বাদীতে থাকিয়া মতিলাল কিছুমাত্র স্থনীতি শেথে নাই। এক্ষণে বছবাজারে থাকাতে হিতে বিপরীত হইল। বেচারাম বাব্র ছই জন ভাগিনের ছিল, তাহাদের নাম হলধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবিধি পিতা কেমন দেখে নাই। মাতার ও মাতৃলের ভয়ে এক এক বার পাঠশালায় গিয়া বিদত, কিন্তু দে নামমাত্র, কেবল পথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—ছটোছটি করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন শুনিত না—মাকে বলিত, তুমি এমন করে। ত আমরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই এক জন। ছই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জারগায় বদ্দে—এক জারগায় থায়—এক জারগায় শোয়। পরম্পার এ ওর কাঁধে হাত দেয় ও ঘরে ছারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাব্র ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে দেখিয়া এক এক বার বলিতেন —আহা এরা যেন এক মার পেটের তিনটি ভাই।

কি শিশু কি যুবা কি বুদ্ধ ক্রমাগত চূপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কর্ম লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিম্নম করিতে হইবেক যে তাহারা থেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত থেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। থেলাগুলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য এই, যে শরীর

তালা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াল্ডনা করিলে মন তুর্বল হইয়া পড়ে—যাহা শেথা যায় তাহা মনে ভেষে ভেষে থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু থেলারও হিদাব আছে, যে২ থেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই থেলাই উপকারক। তাদ পাশা প্রান্থতিতে কিছুমাত্র ফল নাই—তাহাতে কেবল আলস্থ স্থভাব বাড়ে—সেই আলস্তোতে নানা উৎপাত ঘটে। যেমন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত থেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয় কেন না থেলায় কেবল শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছুমাত্র শাদন হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া অবশ্বই নিযুক্ত থাকিবে, এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে বই স্থপথে যাইতে পারে ? অনেক বালক এইরপেই অধংপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ঘাঁড়ের ন্থায় বেড়ায়—যা মনে যায় তাই করে—কাহারো কথা শুনে না—কাহাকেও মানে না। হয় তাদ—নয় পাশা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা—নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া দর্বদ। আমাদেই আছে—থাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই—বাটীর ভিতর ঘাইবার জন্ম চাকর ডাকিতে আদিলে, অমনি বলে—যা বেটা যা, আমরা যাব না। দাসী আদিয়া বলে, অগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান না—তাহাকেও বলে—দূর হ হারামজাদি। দাসী মধ্যে মধ্যে বলে, আ মরি, কি মিষ্ট কথাই শিথেছ! ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষীছাড়া—উনপাজুরে—বরাধুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি হটুগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার—কেবল হোহ শক্ষ—হাসির গর্রা ও তামাক চরস গাঁজার ছর্রা, ধেঁায়াতে অক্ষকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক্ দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য যে মানা করে। বেচারাম বাবু একহ বার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন আর বলেন—দ্বরং।

স্থান । সঙ্গদোষের আয় আর ভয়ানক নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষে সব যায়, যে স্থাল ঐরপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থাল সঙ্গদোষে কড মন্দ হয়, ভাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে দকল সদ্দী পাইল, তাহাতে তাহার স্থতাব হওয়া দ্বে থাকুক, মতিলাল যে দকল সদ্দী পাইল, তাহাতে তাহার স্থতাব হওয়া দ্বে থাকুক, কুষভাব ও কুমতি দিন২ বাড়িতে লাগিল। দপ্তাহে চুই এক দিন স্থলে যায় ও অতিকটে সাক্ষিণোপালের ভায় বিদিয়া থাকে। হয় তো ছেলেদের সঙ্গে ফাট্কি নাট্কি করে—নয় তো সেলেট্ লইয়া সবি আঁকে—পড়ান্তনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। দর্বনা মন উড়ু২, কতক্ষণে সম্বয়্সিদের সঙ্গে ধুমধাম ও আফ্লাদ প. র. ২

আমোদ করিব! এমনথ শিক্ষকও আছেন, যে মতিলালের মত ছেলের মন কৌশলের দারা পড়াগুনায় ভেজাইতে পারেন। তাঁহারা শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার ধারা জানেন—যাহার প্রতি যে ধারা থাটে, দেই ধারা অন্থদারে শিক্ষা দেন। এক্ষণে সরকারি ক্ষলে যেরূপ ভড়ুদ্দে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে, কালুদ দাহেবের ক্ষলেও সেইরূপ শিক্ষা হইত। প্রত্যেক ক্লানের প্রত্যেক বালকের প্রতি দমান তদারক হইত না—ভারিথ বহি পড়িবার অথ্যে সহজ্ঞথ কালকেপ ব্রিতে পারে কি না, তাহার অন্থদন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই ক্লের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মৃথস্থ বলে গেলেই হইল,—বুমুক বা না বুমুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত ক্ষ্পে যে ছেলে পড়ে তাহার বিল্ঞা শিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।

মতিলাল ষেমন বাপের বেটা—ষেমন সহবত পাইয়াছিল—ষেমন স্থানে বাস করিত—ষেমন স্কুলে পড়িতে লাগিল তেমনি তাহার বিভাও ভারি হইল। এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহ বা গোঁপে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেডায়। বটতলার বক্রেশ্ব বাবু কালুদ সাহেবের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড় মান্তবের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা ভদারক করিয়া থাকি-মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন। সে তো ছেলে নয় প্রশ পাথর ! স্কুলে উপর উপর ক্লাদের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কি না, দন্দেহ। এ কথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্ম চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মুখন পুড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিক্সনেরি দেথ্। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব ব্জায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম শব্দ কাটিয়া কার্য লিখিতেন—ছেলের। জিজাদা করিলে বলিতেন তোমরা বড় বেআদ্ব, আমি ঘাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও ? মধ্যে মধ্যে বড়-মাস্কুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন ও জিজ্ঞাদা করিতেন—তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত – অমুক ভালুকের মুনকা কত ? মতিলাল অল্ল দিনের মধ্যে বক্রেশ্বর বাবুর অতি প্রিয়পাত্র হইল। আজ ফুলটি, কাল ফলটি, আজ ব্ইথানি, কাল হাতরমালথানি আনিত, বক্রেশ্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের

মত ছেলেদিগকে হাতছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেওন ক্ষেত হইবে ! ফুলের ভদারকের কথা লইয়া খুঁটিনাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষী দিবে ?

শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কলে থাকিতে গেলে ছটকটানি ধরে—একবার এদিগে দেখে—একবার ওদিগে দেখে—একবার বদে একবার ডেক্স বাজায়—এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাত্সুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি থবিদ করিয়া তুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া ঘাইতেছে—মুখান মুখ, কাহারও প্রতি দুক্পাত নাই, ইতিমধ্যে পুলিদের এক-জন সারজন ও কয়েকজন পেয়াদা দৌডিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। দারজন কহিল—তোমারা নাম পর পুলিদমে গেরেফ তারি হয়া—তোমকো জরুর জানে হোগা। মতিলাল হাত বাগড়া বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। দারজন বলবানু—জোরে হিড়২ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতিলাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীরে ছড় গিয়া ধূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক এক বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মধ্যে মধ্যে তুই এক কিল ও ঘুদা মারিতে লাগিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া বাপকে স্বরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, একং বার তাহার মনে উদয় হইল যে কেন এমন কর্ম করিয়া-ছিলাম-কুলোকের সঙ্গী হইয়া আমার সর্বনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল-এ ওকে জিজ্ঞাসা করে-ব্যাপারটা কি ? তুই একজন বুড়ী বলা-বলি করিতে লাগিল, আহা কার বাছাকে এমন করিয়া মারে গা—ছেলেটির মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে।

পূর্য অন্ত না হইতেই মতিলাল পুলিদে আনীত ইইল, তথায় দেখিল বে হলধর, গদাধর ও পাড়ার রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা সকলে অধোমুথে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিয়র সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট—তাঁহাকে তজ্বিজ্করিডে হইবে, কিছ তিনি বাটী গিয়াছেন এজন্ত সকল আদামীকে বেনিগারদে থাকিতে ইইল।

বার্বান বাব্রেক দাবাদ সভনাবে প্রেনাবার্থকে পেরত বার্বানের
সভাবনন, স্কচাচার পরিচর, বার্বানের স্থীর সহিত কথোপাকগন,
কলিকাতার আগমন, প্রচাতকালীন কলিকাতার বর্ণনা বার্বা
রামের বার্বানের বাটাতে গমন, তথার আছীয়নিগের
স্থিত সাকার ও বতিব্যালসংকাত কথোপক্ষন।

তোমের নাগাল পালাম না গে। সই – ওগে। মর্মেতে মরে রই"— টক্— টক্— পটাস্-পটাস্, মিয়াভান গাড়োয়ান একং বার গান করিতেছে:-টিটকারি দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাং২ মারিতেছে। একটুং মেঘ হইয়াছে—একটুং বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু হুটা হন্ং করিয়া চলিয়া একখানা ছক্ডা গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্ডায় প্রেমনারায়ণ মন্ত্রমণার ধাইতেছিলেন--গাড়িখানা বাতাপে দোলে-ঘোড়া হুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়ুস্থ ডংয়ুস্থ করিয়া চলিতেছে—পটাপ্ট পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনকমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ তুইটা ভাত মূখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ীর হেঁকোঁচ হোঁকোঁচে প্রাণ ওদাগত। গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন। এ বিষয়ে প্রেমনারায়ণের দোধ দেওয়া মিছে—অভিযান ছাড়া লোক পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই আপনাকে আপনি বড় জানে। একটুকু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ তেলে বেগুনে জলে উঠে—কেহং মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে।প্রেম-নারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন— চাক্রি করা ঝক্মারি—চাকরে কুকুরে সমান —হকুম করিলেই দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্ঞালায় চিরকালটা জলে মরেছি—সামাকে থেতে দেয় নাই - ভতে দেয় নাই-আমার নামে গান বাঁধিত-সর্বদা ক্ষুদে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাট্ট। করিত-আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্ম রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যেই আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হোই করিত। এ সব সহিয়া কোন ভালো মানুষ টিকিতে পারে ? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাত্বরি---আমার বড গুরুবল যে অত্যাপিও সরকারগিরি কর্মটি বছায় আছে। ছোঁড়াদের ষেমন কর্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মক্ষক—আর যেন খালাস হয় না—কিন্তু এ কথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই থালাদের তদিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম, চারা কি ? মানুষকে পেটের জালায় দব করিতে হয়।

2.0

বৈছবাটীর বাবের্মবার বাবু হওয়া বাস্বাচেন। হরে পা টাপাডেছে। এক लाम हुई अकच्य न्द्रीशार राभग लागित नक करिएणाध्य-माच माडे र्याप वार्ष-कान विकास कार नाम नाम किया हुन कारोप मण द्रश्यान उपन কৰা হয় ইড়াছে কথা লগ্ন। ্ৰিক কচ কচি কবিলেছেন। এক পালে কাছক মন শত্ৰক বেলিখেতে। ভাতাৰ মধ্যে বক্তন বেল্ডয়াড মাধ্যে হ'ত দিয়া भरित्राष्ट्र- मृत्यात स्थाप देलिए- देशेशात किल्या के प्राच । अस नात्न ুই একজন গায়ক বছ মিলাইলেছে —ভানপুরা মেন্ড করিয়া ভাকিতেছে। বক পাবে মুভবিবা বদিয়া থাড়া লিখিড়েছে -- সন্মান কর্মনার প্রজা ও মহাল্পম মহলে পাড়াইরা আছে, — মনেকের দেনা পাতনা ভিল্পি ভিস্মিল হউতেতে— বৈঠকথানা লোকে গ্রহ কবিতেছে। মহাপনের। কেহুহ বলিভেছে—মহাশয় ক'হার তিন বংশর—কাহার চার বংশর হটল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াভি, কিন্তু টাকা না পাওয়াভে বড় ক্লেপ হইতেছে--আমরা অনেক হাটা-ইাটি করিলাম—আমাদের কাজকর্ম দ্ব পেল। খুড়র'২ মহাজনেরা বথা ভেল-ওয়ালা, কাঠওয়ালা, দকেশওয়ালা ভালারাও কেলে কোকিয়ে কহিভেছে— মহাশয় আমর। মারা গেলায-আমাদের পুটিমাছের প্রাণ-এমন করিলে আমরা কেমন কবিয়া বাঁচিতে পারি গু টাকার ভাগালা করিতেই আমাছের পায়ের বাধন ভিডিয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট স্ব বন্ধ চইল, মাপ তেলেও ভকিয়ে মরিল। দেওয়ানজা এক। বার উত্তর করিতেছে—তোরা লাজ যা—টাকা পাবি বই কি—এভ বকিস কেন? ভাগার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে অমনি বাবুরাম বাবু লোক মুগ গুরাইরা তাহাকে গালি গালাভ দিরা বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড়মান্ত্র্য বাবুরা দেশন্ত্র লোকের ভিনিদ ধারে লন-টাকা দিতে হইলে গায়ে জর আইদে-বাল্লের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না। গরীব হু: বী মহাজন বাঁচিলে। কি মরিলো তাহাতে কিছু এসে বায় না, কিছ এরপ বড়মানুষি করিলে বাপ পিভামহের নাম বঙায় থাকে। অন্ত কতকগুলো ফতো বড়মান্ত্রৰ আছে—ভাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খাাড। বাহিরে কোঁচার পত্তন বরে ছুঁচার কীর্তন, আমু দেখে বায় করিতে হইলেই ষমে ধরে— তাহাতে বাগানও হয় না-বাবুগিরিও চলে না। কেবল চটক দেখাইয়া মহা-জনের চক্ষে ধূলা দেয়—ধারে টাকা কি জিনিস পাইলে হুমাওরি লয়—বড় পেড়াপিড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গা ঢাকা হয়।

8.4.99

বাবুরাম বাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া—বড় হাত ভারি—বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়। মহাজনদিগের সহিত কচ্কচি ঝক্ঝিক করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতার দকল দমাচার কাণে২ বলিলেন। বাবুরাম বাবু শুনিয়া স্থন হইয়া থাকিলেন—বোধ হইল যেন বজ্ঞ ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। ক্ষণেক কাল পরে স্থান্থর হইয়া ভাবিয়া মোকাজান যিয়াকে ডাকাইলেন। মোকাজান আদালতের কর্মে বড় পটু। অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী দাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হলম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া বাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জর্ম হইয়াছে-রমজান ইদ দোবেরাত আমার করা দার্থক—বোধ হয় পিরের কাছে কদে ফয়তা দিলে আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উজু করিতেছিলেন, বাবুরাম বাবুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াভাড়ি করিয়া थानिया निर्कात मकल मःवाह अनिरातन। किछूकाल छाविया विलालन छत्र कि वावू ? এমন কত শত মকলমা মুঁই উড়াইয়া দিয়েছি—এ বা কোন্ ছার ? মোর কাছে পাকা২ লোক আছে---তেনাদের সাথে করে লিয়ে যাব--তেনাদের জবানবন্দিতে মকন্দমা জিত্ব—কিছু ডর কর না—কেল খুব ফজরে এসবো, এজ্চল্লাম। বারুরাম বারু সাহম পাইলেন বটে তথাপি ভাবনায় অস্থির হুইতে লাগিলেন। আপনার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন, স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা—স্ত্রী ষদি বলিতেন এ জল নয়—তুগ, তবে চোথে দেখিলেও বলিতেন তাই তো এ জল নয় – এ তুধ – না হলে গৃহিণী কেন বলবেন ? অন্যান্ত লোকে আপনং পত্নীকে ভালবাদে বটে কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে স্ত্রীর কথা কোন্থ বিষয়ে ও কত দূর পর্যন্ত শুনা উচিত। স্থপুরুষ আপন পত্নীকে অন্তঃ-করণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে গেলে পুরুষকে শাড়ী পরিয়া বাটীর ভিতর থাকা উচিত। বাবুরাম বাবুর স্থী উঠ বলিলে উঠিতেন-বস্ বলিলে বসিতেন। কয়েক মাদ হইল গৃহিণীর একটি নবকুমার হইয়াছে— কোলে লইয়া আদর করিতেছেন—ছই দিকে ছই কলা বদিয়া রহিয়াছে, ঘর-করার ও অতাত কথা হইতেছে, এমত সময়ে কর্তা বাটীর মধ্যে গিয়া বিষগ্নভাবে বিদিলেন এবং বলিলেন—গিন্নি ! আমার কপাল বড় মন্দ—মনে করিয়াছিলাম

মতি মাত্রনৃত্য হইলে তাহাকে সকল বিষয়ের ভার দিয়া আমরা কাশীতে গিয়া বাদ করিব, কিন্তু দে আশায় বৃঝি বিধি নিরাশ করিলেন।

গৃহিণী। ওগো—কি—কি —শীঘ্র বল, কথা ভনে যে আমার বৃক্ধভক্ত কর্তে লাগ্ল—অমার মতি তো ভাল আছে ?

কর্তা। হাঁ—ভাল আছে—শুনিলাম পুলিদের লোক আজ তাহাকে ধরে হি চুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াচে।

গৃহিণী। কি বল্লে ?—মতিকে হিঁচ্ডিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে ? ওগো কেন কয়েদ করেছে ? আহা বাছার গায়ে কতই ছড় গিয়াছে, বৃঝি আমার বাছা থেতেও পায় নাই—স্ততেও পায় নাই ! ওগো কি হবে ? আমার মতিকে এখুনি আনিয়া দাও।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন—তুই কন্তা চক্ষের জল ম্চাইতেং নানা প্রকার সাহ্বনা করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর রোদন দেখিয়া কোলের শিশুটিও কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমেং কথাবার্তার ছলে কর্তা অন্থসন্ধান করিয়া জানিলেন মতিলাল মধ্যেং বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট হইতে নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা লইয়া যাইত। গৃহিণী এ কথা প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কর্তা রাগ করিতে পারেন—অথচ ছেলেটিও আহ্রে—গোদা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। ছেলে-পুলের সংক্রান্ত দকল কথা স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর নিকট বলা ভাল। রোগ লুকাইয়া রাগিলে কথনই ভাল হয় না। কর্তা গৃহিণীর সহিত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ করিয়া পরদিন কলিকাতায় যে স্থানে যাইবেন তথায় আপনার কয়েকজন আত্মীয়কে উপস্থিত হইবার জন্ত রাত্রেতেই চিঠি পাঠাইয়া দিলেন।

স্তথের রাত্রি দেখিতেই যায়। যথন মন চিন্তার দাগরে ডুবে থাকে তথন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কোঁশল —নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর দ্বির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতেই ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতেই ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আদিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ ইইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বল্দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাসই করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুই করিয়া আদিতেছে—বাক্ষণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্থান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারিই ইইয়া প্রস্থার মনের কথাবার্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে পাপ ঠাকুরঝির জালায়

প্রাণটা গেল—কেই বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি – কেই বলে
দিদি আমার আর বাঁচ্তে দাধ নাই—বৌছু ড়ি আমাকে হু পা দিয়া থেত লায়—
বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেই বলে আহা
এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেই
বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়দ দশ বৎদর ইইল—কবে মরি কবে বাঁচি
এই বেলা ভার বিএটি দিয়ে নি।

এক পদলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে২ কাণা মেঘ আছে—রান্ডা ঘাট
সেঁত২ করিতেছে। বাব্রাম বাব্ এক ছিলিম তামাক থাইয়া একথানা ভাড়া
গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—
অনেক চড়া বোধ হইল। রান্ডায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাব্রাম বাব্র
রকম দকম দেথিয়া কেহ২ বলিল—ওগো বাব্ ঝাঁকা ম্টের উপর বদে ঘাবে?
তাহা হইলে ছ পয়দায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া
যেমন বাব্রাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন।
ছোঁড়াগুলা হো২ করিয়া দ্রে থেকে হাততালি দিতে লাগিল। বাব্রাম বাব্
অধাম্থে শীঘ্র একথানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া
উঠিলেন এবং থন্২ ঝন্২ শলে বাহির দিমলের বাঞ্ছারাম বাব্র বাটীতে আদিয়া
উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছারাম বাব্ বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মৃতম্বদি
—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাছ। মাদে মাহিনা ৫০০ টাকা
কিন্তু প্রাপ্তির দীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায়
বালীর বেণীবাব্, বছবাজারের বেচারাম বাব্, বটতলার বক্রেশ্বর বাব্ আদিয়া
অপেক্ষা করিয়া বিদয়াছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল হধ দিয়া কালসাপ পুযিয়াছিলে। ভোমাকে পুনং বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাছ কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল —পরকালও গেল। মতি দেদার মদ থায়—জোয়া থেলে—অথাত আহার করে। জোয়া থেলিতে২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর২ ছোঁড়ারা ভাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গঙুম জল দিবে এখন দে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব ? দুঁর২।

বাব্রাম। কে কাহাকে মন্দ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন—এক্ষণে তান্তিরের কথা বলুন।

বেচারাম। ভোমার যা ইচ্ছা তাই কর---আমি জালাতন হইয়াছি---রাত্রে ঠাকুর-

ঘরের ভিতর ধাইয়। বোতলং মদ থায়—চরদ গাজার ধোয়াতে কড়িকাট কাল করিয়াছে—রপা সোণার জিনিস চুরি করিয়। বিক্রি করিয়াছে—আবার বলে এক দিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চূপ করিয়া পানের সঙ্গে থাইয়া ফেলিব। আমি আবার তাহাদের খালাদের জন্ম টাকা দিব ? দূরিং।

বক্রেশ্বর। মতিলাল এত মন্দ নহে—আমি স্বচক্ষে স্কুলে দেখিয়াছি তাহার স্বভাব বড় ভাল—দে তো ছেলে নয়, পরেশ পাথর, তবে এমনটা কেন হইল বলিতে পারি না।

ঠকচাচা। মূই বলি এ সব ফেল্ত বাতের দরকার কি ? তালে থেড়ের বাতেতে কি মোদের পাটে ভর্বে ? মকদমাটার বনিয়াদটা পেকড়ে শেদিয়া ফেলা যাওক।

বাঞ্ছারাম। (মনে২ বড় আফ্লাদ—মনে করিছেন বুঝি চিড়া দই পেকে উঠিল) কারবারি লোক না হইলে কারবারের কথা বুঝে না। ঠকচাচা যাহা বলিভেছেন ভাহাই কাজের কথা। তুই এক জন পাকা সাক্ষীকে ভাল তালিম করিয়া রাখিতে হইবে আমাদিগের বটলর সাহেবকে উকিল ধরিতে হইবে—ভাতে যদি মকদমা জিত না হয় ভবে বড় আদালতে লইয়া যাব—বড় আদালতে কিছু না হয়—কৌলেল পর্যন্ত যাব,—কৌন্সেলে কিছু না হয় ভো বিলাভ পর্যন্ত করিতে হইবে। এ কি ছেলের হাতে পিটে? কিছু আমাদিগের বটলর সাহেব না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাহেব বড় ধমিষ্ঠ—তিনি জনেক মকদমা আকাশে কাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন আর সাক্ষীদিগকে যেন পাথী পড়াইয়া তইয়ার করেন।

বক্তেশর। আপদে পড়িলেই বিভা বৃদ্ধির আবশাক হয়। মকদ্মার তহির অবশাই করিতে হইবেক। বেতনিরে গাড়িয়া হারা ও হাততালি থাওয়া কি তাল ? বাঞ্চারাম। বটলর লাহেবের মত বৃদ্ধিমান্ উকিল আর দেখিতে পাই না। তাঁহার বৃদ্ধির বলিহারি যাই। এ সকল মকদ্মা তিনি তিন কথাতে উড়াইয়া

দিবেন। এক্ষণে শীঘ্র উঠুন—তাঁহার বাটীতে চলুন।

বেণী। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। প্রাণ বিয়োগ হইলেও অধর্ম করিব না। খাতিরে সব কর্ম পারি কিন্তু পরকালটি খোয়াইতে পারি না। বাত্তবিক দোষ খাকিলে দোষ স্বীকার করা ভাল—সভ্যের মার নাই—বিপদে মিথ্যা পথ আশ্রম করিলে বিপদে বাড়িয়া উঠে।

ঠকচাচা। হা—হা—হা—হা—মকদ্মা করা কেতাবি লোকের কাম নয়— তেনারা একটা ধাব্কাতেই পেলিয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম কর্লে মোদের মেটির ভিতর জল্দি যেতে হবে—কেয়া খুব ! বাঞ্ছারাম। আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল। বেণীবাব্ স্থির প্রজ্ঞ—নীতি-শাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তাঁহার সঙ্গে তথন এক দিন বালীতে গিয়া তর্ক করা যাইবেক। এক্ষণে আপনারা গাত্রোখান করুন।

বেচারাম। বেণীভায়া! তোমার যে মত আমার সেই মত—আমার তিন কাল গিয়াছে—এক কাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম করিব না—আর কাহার জন্তে বা অধর্ম করিব ? ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা২ করিয়াছে— তাদের জন্তে আমি আবার থরচ করিব—তাদের জন্তে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইব ? তাহারা জেলে যায় তো এক প্রকার আমি বাঁচি। তাদের জন্তে আমার খেদ কি ?—
তাদের ম্থ দেখিলে গা জলে উঠে—দ্বরহ !!!

৬ মতিলালের মাতার চিস্তা, ভগিনীদয়ের কণোপকথন, বেণী ও বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদাপ্রসাদ বাবুর পরিচয়।

বৈত্যবাদীর বাদীতে স্বস্তায়নের ধুম লেগে গেল। সূর্য উদয় না হইতে২ শীধর ভটাচার্য, রামগোপাল চ্ডামণি প্রভৃতি জপ করিতে বদিলেন। কেহ তুলদী দেন—কেহ বিল্পত্র বাছেন—কেহ বববম্থ করিয়া গালবাত্ত করেন—কেহ বলেন যদি মঙ্গল না হয় তবে আমি বাম্ন নহি—কেহ কহেন যদি মঙ্গল তবে আমি পৈতা ওলাব। বাদীর সকলেই শশব্যস্ত —কাহারো মনে কিছুমাত্র স্থখ নাই।

পৃহিণী জানালার নিকটে বসিয়া কাতরে আপন ইপ্রদেবতাকে ডাকিতেছেন। কোলের ছেলেটি চুথী লইয়া চুষিতেছে—মধ্যেং হাত পা নাড়িয়া পেলা করিতেছে। শিশুটির প্রতি একং বার দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনেং বলিতেছেন—জাতৃ! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলে না হবার এক জালা—হবার শতেক জালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো, ভো মার প্রাণ অমনি উড়ে গেল। ছেলে কিসে ভাল হবে এজক্য না শরীর একেবারে চেলে দেয়—তথন থাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘ্রে যায়—দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত তৃঃপের ছেলে বড় হয়্যে যদি স্কুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়িশির কাছে মৃথ দেথাতে ইচ্ছা হয় না—বড় মৃথটি ছোট হয়্যে যায়, আর

ভাল।

মনে হয় যে পৃথিবী দোকাঁক হও আমি ভোমার ভিতর গেঁচই। মতিকে যে করে মাতৃষ করেছি তা গুরুদেবই জানেন-এখন বাছা উভতে শিখে আমাকে ভাল সাজাই দিতেছেন। মতির কুকর্মের কথা শুনে আমি ভালাং হয়েছি— তৃংথেতে ও ঘূণাতে মরে রয়েছি। কর্তাকে সকল কথা বলি না, সকল কথা ভনিলে তিনি পাগল হইতে পারেন। দূর হউক, আর ভাবিতে পারি না! আমি (मरामान्य, ८ ज्रवहे वा कि कतिव ?—या क्लाल जारक उहि इरव। দাসী আসিয়া থোকাকে লইয়া গেল। গৃহিণী আহ্নিক করিতে বদিলেন। মনের ধর্মই এই, যথন এক বিষয়ে মগ্ন থাকে তথন দে বিষয়টি হঠাৎ ভূলিয়া আর একটি বিষয়ে প্রায় যায় না। এই কারণে গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াও আহ্নিক করিতে পারিলেন না। এক২ বার যত্ন করেন জপে মন দি, কিন্তু মন সে দিকে यात्र ना। मिलत कथा मान छेनत्र श्रेटिक नाजिन-एम एयन श्रवन त्यांच, कांत्र সাধ্য নিবারণ করে। কথন২ বোধ হইতে লাগিল তাহার কয়েদ হুকুম হইয়াছে —তাহাকে বাঁধিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে—তাহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন,—তুঃথেতে ঘাড় হেঁট করিয়া রোদন করিতেছেন। কথন বা জ্ঞান হইতেছে পুত্র নিকটে আসিয়া বলিতেছে মা আমাকে ক্ষমা কর — আমি যা করিয়াছি তা করিয়াছি আর আমি কথন তোমার মনে বেদনা দিব না, আবার এক২ বার বোধ হইভেছে যে মতির ঘোর বিপদ্ উপস্থিত—তাহাকে জন্মের মত **দে**শান্তর যাইতে হইবেক। গৃহিণীর চটক ভাঙ্গিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ দিনের বেলা—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? না—এ তো স্বপ্ন নয়? তবে কি থেয়াল দেখিলাম ? কে জানে আমার মনটা আজ কেন এমন হচ্চে। এই বলিয়া চক্ষের জল ফেল্তে২ ভূমিতে আন্ডেং শয়ন করিলেন। তুই কন্তা মোক্ষদা ও প্রমদা ছাতের উপরে বসিয়া মাথা শুকাইতেছিলেন। মোক্ষদা। ওরে প্রমদা। চুলগুলা ভাল করে এলিয়ে দে না, ভোর চুলগুলা যে বড় উদ্বধৃন্ধ হয়েছে !—না হবেই বা কেন ? দাত জন্মে তো একটু তেল পড়ে না —মান্তবের তেলে জলেই শরীর, বার মাস কক্ষ্ নেয়ে২ কি একটা রোগনারা করবি ? তুই এত ভাবিস্ কেন ?—তেবে২ যে দড়ি বেটে গেলি। প্রমদা। দিদি ! আমি কি সাধ করে ভাবি ? মন বুরে না কি করি ? ছেলেবেলা বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—এ কথা বড় হয়্যে শুনেছি। পতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। অমন স্বামী না থাকা মোক্ষা। হারি ! অমন কথা বলিস্নে—স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়ে-মাহুষের এয়ত্থাকা ভাল।

প্রমদা। তবে শুনবে ? আর বংদর যথন আমি পালা জর ভুগতেছিল্ল—দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাড়াইবার শক্তি ছিল না, শে সময় স্বামী আদিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেথি নাই, মেয়েন্যার্থরে স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম ছই দণ্ড কাছে বদে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বললে প্রত্যয় বাবে না—তিনি আমার কাছে দাড়াইয়াই অমনি বল্লেন—যোল বংদর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—ভূমি আমার এক স্বী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আদিতেছি—শীঘ্র যাব —তোমার বাপকে বল্লাম তিনি তো ফাঁকি দিলেন—ভোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বল্লাম মাকে জিজ্ঞাদা করি—মা যা বলবেন তাই কর্বো। এই কথা শুনিবা মাত্রে আমার হাতের বালাগাছটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিল্ল, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়েয় পড়েছিল্ল, তার পর মা আদিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাদ করাতে আমার চেতনা হয়।

মোক্ষদা। প্রমদা ! তোর তুঃপের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আইদে, দেথ তোর তবু এয়ত ্আছে, আমার তাও নাই।

প্রমদা। দিদি! স্বামীর এই রকম। ভাগ্যে কিছু দিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেথাপড়া ও হুত্বরি কর্ম শিথিয়াছি। সমস্ত দিন কর্ম কাজ ও মধ্যে২ লেথাপড়া ও হুত্বরি কর্ম করিয়া মনের হুংখ ঢেকে বেড়াই। এক্লা বদে যদি একটু ভাবি তো মনটা অমনি জলে উঠে।

মোক্ষণ। কি কর্বে? আর জন্মে কত পাপ করা গিয়াছিল তাই আমাদের এত ভোগ হতেছে। খাটা খাটুনি কর্লে শরীরটা ভাল থাকে মনও ভাল থাকে। চুপ করিয়া বসে থাকলে হুর্ভাবনা বল, হুর্মতি বল, সকলি আসিয়া ধরে। আমাকে এ কথা মামা বলে দেন—আমি এই করে বিধবা হওয়ার যন্ত্রণাকে অনেক খাট করেছি, আর সর্বদা ভাবি যে দকলই পরমেশ্বের হাত, তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম। বোন্! ভাবতে গেলে ভাবনার সমূদ্রে পড়তে হয়। তার কৃল কিনারা নাই। ভেবে কি কর্বি? দশটা ধর্মকর্ম কর্—বাপ মার সেবা কর্—ভাই হুটির প্রতি যক্ন কর্, আবার তাদের ছেলেপুলে হলে লালন পালন করিস্—তারাই আমাদের ছেলেপুলে।

প্রমদা। দিদি ! যা বল্ভেছ তা সত্য বটে কিন্তু বড় ভাইটি তো একেবারে

অধংপাতে গিয়াছে। কেবল কুকথা কুকর্ম ও কুলোক লইয়া আছে। তার বেমন
স্বভাব তেমনি বাপ মার প্রতি ভক্তি—তেমনি আমাদের প্রতিও স্নেহ। বোনের
স্নেহ ভায়ের প্রতি যতটা হয় ভায়ের স্নেহ তার শত অংশের এক অংশও হয় না।
বোন্ ভাই২ করে সারা হন কিন্তু ভাই সর্বদা মনে করেন বোন বিদায় হলেই
বাঁচি। আমরা বড় বোন—মতি যদি কখন২ কাছে এসে ছু একটা ভাল কথা
বলে তাতেও মনটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু তার যেমন ব্যবহার তা তো জান ?
সোক্ষরা। সকল ভাই এরপ কবে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার

মোক্ষণ। দকল ভাই এরপ করে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার
মত দেখে, ছোট বোনকে মেয়ের মত দেখে। সত্যি বল্চি এমন ভাই আছে যে
ভাইকেও যেমন দেখে বোনকেও তেমন দেখে। ছু দণ্ড বোনের সঙ্গে কথাবার্তা না
কহিলে তৃপ্তি বোধ করে না ও বোনের আপদ্ পড়িলে প্রাণপণে সাহায্য করে।
প্রমদা। তা বটে কিন্তু আমাদিগের যেমন পোড়া কপাল তেমনি ভাই পেয়েছি।
হায়! পৃথিবীতে কোন প্রকার স্থুখ হল না!

দাদী আদিয়া বলিল মা ঠাকুরুণ কাঁদ্ছেন—এই কথা শুনিবামাত্রে ছই বোনে তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়ে গেলেন।

চাদনীর রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে—মন্দ্র বায়ু বহিতেছে—
বনফুলের দৌগন্ধ্য মি প্রিত হইয়া একং বার যেন আমোদ করিতেছে— চেউ গুলা
নেচেই উঠিতেছে। নিকটবর্তী ঝোপের পাথীসকল নানা রবে ডাকিতেছে।
বালীর বেণীবাবু দেওনাগাজির ঘাটে বিসিয়া এদিক ওদিক দেখিতেই কেদারা
রাগিণীতে "নিথেহো" থেয়াল গাইতেছেন। গানেতে মগ্ন হইয়াছেন, মধ্যেই তালও
দিতেছেন। ইতিমধ্যে পেছন দিক্ থেকে "বেণী ভাষাই ও শিথেহো" বলিয়া
একটা শক্ষ হইতে লাগিল। বেণীবাবু ফিরিয়া দেখেন যে বৌবাজারের বেচারাম
বাবু আদিয়া উপস্থিত অমনি আন্তে ব্যক্তে উঠিয়া দল্মানপূর্বক তাঁহাকে নিকটে
আনিয়া বসাইলেন।

বেচারাম। বেণী ভারা। তৃমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ। তোমাদের গ্রামে নিমন্ত্রণে আদিয়াছিলাম—তোমার উপর আমি বড় তুই হইয়াছি —এজক্ত ইচ্ছা হইল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বেণী। বেচারাম দাদা ! আমরা নিজে তৃঃখী প্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিন পাত করি। যে সব স্থানে জ্ঞানের অথবা ধর্মকথার চর্চা হয় সেই সব স্থানে যাই। বড়মান্ত্র্য কুটুম্ব ও আলাপী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের নিকট চক্ষুলজ্জা অথবা দায়ে পড়ে কিম্বা নিজ প্রয়োজনেই কথন২ যাই, সাদ করে বড় যাই না, আর গেলেও মৃনের প্রীতি হয় না কারণ বড়মান্ত্র্য বড়মান্ত্র্যকেই থাতির করে, আমরা গেলে হদ্দ বল্বে—"আজ বড় গর্মি—কেমন কাজকর্ম ভাল হচ্চে— আর এক ছিলিম তামাক দে।" যদি একবার হেদে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বত্তে গেলাম। এক্ষণে টাকার য়ত মান তত মান বিচারও নাই ধর্মেরও নাই। আর বড়মান্থবের খোদামোদ করাও বড় দায়। কথাই আছে "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ" কিন্তু লোকে বুরো না— টাকার এমন কুহক যে লোকে লাখিও খাচ্ছে এবং নিকটে গিয়া যে আজ্ঞাও কর্ছে। দে যাহাই হউক, বড়মান্থবের সঙ্গে থাক্লে পরকাল রাখা ভার, আজকের যে ব্যাপারটি হইয়াছিল তাতে পরকালটি নিয়ে বিলক্ষণ টানা-টানি।

বেচারাম। বাব্রামের রকম সকম দেথিয়া বোধ হয় যে তাহার গতিক ভাল নয়। আহা ! কি মন্ত্রী পাইয়াছেন ! এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্কি হয়। বাঞ্চারাম উকিলের বাটীর লোক ! তেমনি বর্ণচোরা আঁব—ভিজে বেরালের মত আন্তেং সলিয়া কলিয়া লওয়ান্। তাঁহার জাত্তে যিনি পড়েন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়, আর বজ্রেশ্বর মাষ্ট্রগিরি করেন—নীতি শিখান অথচ জল উচ নীচ বলনের শিরোমণি। দুঁরং ! যাহা হউক, তোমার এ ধর্মজ্ঞান কি ইংরাজী পড়িয়া হইয়াছে ?

বেণী। আমার এমন কি ধর্মজ্ঞান আছে ? এরপ আমাকে বলা কেবল অন্ত্র্গ্রহ প্রকাশ করা। যৎকিঞ্চিৎ ঘাহা হিতাহিত বোধ হইয়াছে তাহা বদরগঞ্জের বরদাবাবুর প্রসাদাং। সেই মহাশয়ের সহিত অনেক দিন সহবাদ করিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন।

বেচারাম। বরদাবাবু কে ? তাঁহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বল দেখি। এমত কথা সকল শুন্তে বড় ইচ্ছা হয়।

বেণী। বরদাবাবুর বাটা বঙ্গদেশে—পরগণে এটেকাগমারি। পিতার বিয়োগ হইলে কলিকাতায় আইসেন—অন্নবস্তের ক্লেশ আত্যন্তিক ছিল—আজ খান এমত যোত্ত ছিল না। বাল্যাবস্থাবধি পরমার্থ প্রদক্ষে সর্বদা রত থাকিতেন, এজল ক্লেশ পাইলেও ক্লেশ বোধ হইত না। একখানি সামাল্য খোলার ঘরে বাদ কারতেন—খুড়ার নিকট মাদ্র যে ঘুটি টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা ছিল। ছই একজন সংলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল—তন্তিন কাহারও নিকট যাইতেন না, কাহারও উপর কিছু ভার দিতেন না। দাদদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিল না—আপনার বাজার আপনি করিতেন—আপনার রান্না আপনি র গৈধিতেন, র গিধিবার সময়ে পড়ান্থনা অভ্যাদ করিতেন, আর কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে এক-

চিত্রে পর্যেশরকে ধ্যান করিতেন। কুলে ছেঁড়া ও মলিন ব্যেই যাইতেন, বড়-মান্ত্যের ছেলের। পরিহাদ ও ব্যঙ্গ করিত। তিনি ভনিয়াও ভনিতেন না ও সকলকে ভাই দানা ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যের ঘারা কান্ত করিতেন। ইংরাজী পড়িলে অনেকের মনে মাংসর্য হয়—তাহারা পৃথিবীকে শরাখান দেখে। বরদাবাবুর মনে মাংসর্য কোন প্রকারে মাংসর্য করিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব স্বতি শাস্ত ও নম্র ছিল, বিভা শিখিয়া স্কুল ত্যাগ করিলেন। স্কুল ত্যাগ করিবামাত্রে স্কুলে একটি ৩০ টাকার কর্ম হইল। ভাহাতে আপনি ও মা ও স্ত্রী ও খুড়ার পুত্রকে বাদায় আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহারা কিরূপে ভাল থাকিবেন তাহাতেই অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। বাদার নিকট অনেক গরীব ছঃপী লোক ছিল তাহাদিগের সর্বদা তত্ত্ব করিতেন-আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো পীড়া হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। এ সকল লোকের ছেলেরা অর্থাভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না এজন্ত প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। খুড়ার কাল হইলে খুড়তুতো ভায়ের ঘোরতর ব্যামোহ হয়, তাহার নিকট দিন রাত বিষয়া দেবা শুশ্রু করাতে তিনি আরাম হন। বরদাবাব্র খুড়ীর প্রতি অদাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাকে মায়ের মত দেখিতেন। অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শাশান-বৈরাগ্য দেখা যায়। বন্ধু অথবা পরিবারের মধ্যে কাহারো বিয়োগ হইলে অথবা কেহ কোন বিপদে পড়িলে জগং অসার ও পর্মেশ্রই সারাৎসার এই বোধ হয়। বরদাবাবুর মনে ও ভাব নিরন্তর আছে, তাঁহার সহিত আলাপ অথবা তাঁহার কর্ম ঘারা তাহা জানা যায় কিন্তু তিনি এ কথা লইয়া অন্তের কাছে কখনই ভড়ং করেন না। তিনি চটুকে মাতুষ নহেন— জাঁক ও চটকের জন্ম কোন কর্ম করেন না। সংকর্ম যাহা করেন তাহা অতি গোপনে করিয়া থাকেন। অনেক লোকের উপকার করেন বটে কিন্তু যাহার উপকার করেন কেবল দেই ব্যক্তিই জানে, অন্ত লোকে টের পাইলে অতিশয় কুষ্ঠিত হয়েন। তিনি নানা প্রকার বিভা জানেন কিন্তু তাঁহার অভিমান কিছুমাত্র নাই। লোকে একটু শিথিয়া পুঁটি মাছের মত ফর্২ করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি—আমি ধেমন লিখি এমন লিখিতে কেহ পারে না—আমার বিভা ষেমন, এমন বিভা কাহারো নাই—আমি যাহা বলিব সেই কথাই কথা। বরদাবারু অন্ত প্রকার ব্যক্তি, তাঁহার বিভা বৃদ্ধি প্রগাঢ় অথাচ দামান্ত লোকের কথাও অগ্রাহ্য করেন না এবং মতাস্তরের কোন কথা শুনিলে কিছু মাত্র বিরক্তও হয়েন না বরং আফ্লাদপূর্বক শুনিয়া আপন মতের দোষগুণ পুনর্বার বিবেচনা করেন। ঐ মহাশ্যের নানা গুণ, দকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার—মোট এই বলা

যাইতে পারে যে তাঁহার মত নম্ন ও ধর্মভীত লোক কেহ কথন দেখে নাই—প্রাণ বিয়োগ হইলেও কখন অধর্মে তাঁহার মতি হয় না। এমত লোকের সহবাদে যত সং উপদেশ পাওয়া যায় বহি পড়িলে তত হয় না। বেচারাম। এমত লোকের কথা শুনে কাণ জুড়ায়। রাত অনেক হইল, পারাপারের পথ, বাটী যাই। কাল যেন পুলিদে একবার দেখা হয়।

৭ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জনটিন আব পিন নিয়োগ, পুলিন বর্ণন, মতিলালের পুলিদে বিচার ও থালান, বাবুরামবাবুর পুত্র লইয়া বৈহ্যবাটী গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলম্যা হওনের আশক্ষা।

সংসারের গতি অভ্ত-মানববৃদ্ধির অগম্য ! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা স্কঠিন। কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত শ্বরণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য বোধ হইবে ও সেই কলিকাতা যে এই কলিকাতা হইবে ইহা কাহারো স্থপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কুঠি প্রথমে হুগলিতে ছিল, তাঁহাদিগের গোমন্তা জাব চারনক সাহেব সেথানকার কৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তথন কোম্পানির এত জারি জুরি চল্তো না স্থতরাং গোমন্তাকে হুড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল। জাব চারনকের বারাকপুরে এক বাটী ও বাজার ছিল এই কারণে বারাকপুরের নাম অতাবধি চানক বলিয়া খ্যাত আছে। জাব চারনক এক জন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরম্পরের স্থ্জনক হইয়াছিল কিনা তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নৃতন কুঠি করিবার জক্ত উলুবেড়িয়ায় গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে দেখানে কুঠি হয় কিন্তু অনেক্ কর্ম হ পর্যন্ত চ্ইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। জাব চারনক বটুকথানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বদিয়া মধ্যে২ আরাম করিতেন ও তমাকৃ খাইতেন, দেই স্থানে অনেক ব্যাপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে দেই স্থানেই কুঠি করিতে স্থির করিলেন। স্থতাত্মটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল; পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে২ শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল। ইংরাজি ১৬৮৯ সালে কলিকাত। শহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বংসর

পরে জাব চারনকের মৃত্যু হইল, তংকালে গড়ের মাঠ ও চৌরুলি জহল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পরমিট্ আছে পূর্বে তথায় গড় ছিল ও বে স্থানকে একণে ক্লাইব প্রিট্ বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম হইত।

কলিকাতায় পূর্বে অতিশয় মারীভয় ছিল এজন্ত যে২ ইংরাজেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইত তাহারা প্রতি বংদর নবেম্বর মাদে ১৫ তারিখে একত্র হইয়া আপন২ মন্ত্রবার্তা বলাবলি করিত।

ইংরাজিদিগের এক প্রধান গুণ এই যে, যে স্থানে বাদ করে তাহা অতি পরিকার রাথে। কলিকাতা ক্রমেথ সাক্ষতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমেথ কমিয়া গেল কিষ্ক বাঙ্গালিরা ইহা ব্ঝিয়াও ব্রেন না। অভাবধি লক্ষীপতির বাটার নিকটে এমন থানা আছে যে তুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার!

কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারি এই তিন কর্ম নির্বাহের ভার এক জন সাহেবের উপর ছিল। তাহার অধীনে এক জন বাঙ্গালি কর্মচারী থাকিতেন, ঐ সাহেবকে জমিদার বলিয়া ডাকিত। পরে অন্তান্ত প্রকার আদালত ও ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্ম স্থপরিম কোর্ট স্থাপিত হইল; আর পুলিদের কর্ম স্বতন্ত্র হইয়া স্থচাকরপে চলিতে লাগিল।ইংরাজি ১৭৯৮ সালে স্থার জন রিচার্ডদন প্রভৃতি জদটিদ আব পিদ মোকরর হইলেন। তদনস্তর ১৮০০ সালে ব্লাকিয়র সাহেব প্রভৃতি ঐ কর্মে নিযুক্ত হন।

বাঁহারা জসটিস আব পিদ হয়েন তাঁহারদিগের হুকুম এদেশের সর্বস্থানে জারি হয়। বাঁহারা কেবল মেজিষ্ট্রেট, জসটিস আব পিস নহেন, তাঁহাদিগের আপন২ সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার আদালতের মদৎ আবশুক হুইত এজন্তে সম্প্রতি মফঃসলের অনেক মেজিষ্ট্রেট জসটিস আব পিস হুইয়াহেন।

রাকিয়র সাহেবের মত্যু প্রায় চারি বংসর হইয়াছে। লোকে বলে ইংরাজের ওরসে ও রাহ্মণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এথানে হয় পরে বিলাতে যাইয়া ভালরপ শিক্ষা করেন। পুলিসের মেজিষ্ট্রেটী কর্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল—সকলেই থরহরি কাঁপিত। কিছুকাল পরে সন্ধান স্থলুক করা ও ধরা পাক্ডার কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন। বিচারে স্থপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই এদেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও খাঁওঘুঁৎ সকল ভাল ব্বিতেন—ফৌজদারি আইন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ও বছকাল স্থপ্রিমকোর্টের ইন্টার্পিটর্ থাকাতে মকদ্মা ক্রিপে করিতে হয় তিছিবয়ে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জিয়য়াছিল।

সময় জলের মত ্যায়—দেখিতে২ সোমবার হইল--গিজার ঘড়িতে চং চং প. র. ৩

করিয়া দশটা বাজিল। সার্জন, সিপাই, দারোগা, নায়েব, ফাঁড়িদার, চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতগুলা বাড়ীওয়ালি ও বেখা বিদিয়া পানের ছিবে ফেল্ছে—কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি থেয়ে রক্তের কাপড় স্বদ্ধ দাঁড়িয়া আছে—কোথাও বা কতকগুলা চোর আধামুথে এক পার্শ্বে বিদয়া ভাব ছে—কোথাও বা ছই একজন টয়ে বাঁধা ইংরাজিওয়ালা দরখান্ত লিথছে—কোথাও বা ফেরাদিরা নীচে উপরে টংঅসহ করিয়া ফিরিতেছে—কোথাও বা সাক্ষিসকল পরস্পর ফুস্২ করিতেছে—কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের গ্রায়্ম বিদয়া আছে—কোথাও বা উকিলেরা নাক্ষিদিগের দালাল ঘাপ্টি মেরে জাল ফেলিভেছে—কোথাও বা উকিলেরা নাক্ষিদিগের কানে মন্ত্র দিতেছে—কোথাও বা আমলারা চালানি মকদমা টুক্ছে—কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মন্ত্র করিয়া বেড়াছ্ছে—কোথাও বা সরদার২ কেরানিরা বলাবলি কর্চে—এ সাহেবটা গাধা—ও সাহেব পট্—এ নরম—ও সাহেব কড়া—কাল্কের ও মকদ্মাটার হুকুম ভাল হয় নাই। পুলিস গস্থ করিভেছে—সাক্ষাৎ যমালয়—কার কপালে কি হয়্ব—সকলেই সশস্ক।

বাবুরাম বাবু আপন উকিল মন্ত্রী ও আত্মীয়গণ দহিত তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি—গায়ে পিরাহান—পায়ে নাগোরা জুতা-হাতে ফটিকের মালা-বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া একং বার দাজি নেড়ে তদবি পড়িতেছেন কিন্তু দে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুলিসে আসিয়া চারি দিগে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এক বার এ দিগে যান-এক বার ও দিগে যান-একবার সাক্ষি-দিগের কাণে২ ফুদ্হ করেন—একং বার বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান-একং বার বটলর সাহেবের সঙ্গে তর্ক করেন-একং বার বাঞ্চারাম বাবুকে বুঝান। পুলিদের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল। অনেকের বাপ পিতামহ চোর ছেঁচড় হইলেও তাহাদিগের সম্ভানসম্ভতিরা তুর্বল স্বভাব হেতু বোধ করে যে তাঁহারা অসাধারণ ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এপ্রন্থ অন্তের নিকট আপন পরিচ্যা দিতে হইলে একেবারেই বলিয়া বলে আমি অমুকের পুত্র—অমুকের নাতি। ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে, ভাহাকে অমনি বলিতেছেন-মৃই আবদর রহমন গুলমহামদের লেড়থা ও আমপক্ত গোলামহোদেনের পোতা। একজন ঠোঁটকাটা সরকার উত্তর করিল —আরে তুমি কাজকর্ম কি কর তাই বল—ভোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে পাড়ার হই এক বেটা শোরখেকো জান্তে পারে—কলিকাতা শহরে কে জান্বে? তারা কি সইসগিরি কর্ম করিত। এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা হই চকু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি বল্ব এ পুলিস, হৃসরা জেগা হলে তোর উপরে লেফিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। এই বলিয়া বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া দাড়াইলেন ও সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন বে আমার কত হরমত—কত ইজ্জত।

ইতিমধ্যে পুলিদের দি ড়ির নিকট একটা গোল উট্টিল, একথানা গাড়ি গড়ং করিয়া আদিয়া উপস্থিত হইল—গাড়ির দার খুলিবামাত্র একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সাহেব নামিলেন—সারজনের। অমনি টুপি খুলিয়া কুর্নিস করিতে লাগিল ও দকলেই বলিয়া উঠিল-ব্লাকিয়র দাহেব আদছেন। দাহেব বেঞের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন পরে মতিলালের মকদ্দমা ভাক হইল। একদিকে কালে থা ও ফতে থা ফৈরাদি দাঁড়াইল আর একদিকে বৈভাষাটীর বাবুরাম বাবু, বালীর বেণীবাবু, বউতলার বক্তেশর বাবু, বৌবাজারের বেচারাম বাবু, বাহির দিমলার বাঞ্চারাম বাবু ও বৈঠকথানার বটলর সাহেব দাঁড়াইলেন। বাবুরাম বাবুর গায়ে জোড়া, মাথায় বিড়কিদার পাগড়ি, নাকে তিলক, তার উপরে এক হোমের ফোঁটা—ছই হাত জ্বোড় করিয়া কাঁদো ২ ভাবে সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন—মনে করিতেছেন যে চক্ষের জল আদামীরা দাহেবের দশ্বথে আনীত হইল। মতিলাল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার অনাহারে শুক্ষ বদন দেখিয়া বাবুরাম বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আদামীরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত, তাহাদিগকে ধরাতে বড় মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পালায়—মারপিটের দাগ গায়ের কাপ্ড খুলিয়া দেখাইল। বটলর সাহেব ফেরাদির ও ফেরাদির সাক্ষির উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন। এমত কাঁচান আশ্চর্য নহে, কারণ একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে ? "কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়।" পরে বটলার সাহেব আপন সাক্ষিসকলকে তুলিলেন। তাহারা বলিল মারপিটের দিনে মতিলাল বৈত্যবাটীর বাটিতে ছিল কিন্তু ব্লাকিয়র পাহেবের খুচনিতে একং বার ঘাবড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়--পা পিছলে যাইতে পারে—মকদমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না-সত্যের সহিত ফারথতাথতি করিয়া আদালতে ঢুক্তে হয়-কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে এই কারণে তিনি সম্মুথে

আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন অমৃক দিবস অমৃক তারিখে অমৃক সময়ে তিনি মতিলালকে বৈশ্ববাটীর বাটীতে ফার্সি পড়াইতেছিলেন। মেজিষ্ট্রেট অনেক সওয়াল कतित्वन किन्न ठेकठाठा दश्नवात दानवात शांक नय-गामनाय वर्ष ठेक, আপনার আদল কথা কোন রকমেই কমপোক্ত হইল না। অমনি বটলর সাহেব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষণেক কাল ভাবিয়া হুকুম দিলেন মতিলাল থালাস ও অন্তান্ত আদামীর একং মাদ মিয়াদ এবং ত্রিশং টাকা জরিমানা। হুকুম হইবামাত্রে হরিবোলের শব্দ উঠিল ও বাবুরাম বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—ধর্মাবতার ! বিচার স্কল্প হইল, আপনি শীঘ গবর্ণর হউন। পুলিসের উঠানে সকলে আদিলে হলধর ও গদাধর প্রেমনারায়ণ মজুমদারকে দেখিয়। তাহার থেপানের গান তাহার কাণে২ গাইতে লাগিল—"প্রেমনারায়ণ মজুম্দার কলা থাও, কর্ম কাজ নাই কিছু বাড়ী চলে যাও। হেন করি অনুমান তুমি হও হন্মান, সমূত্রের তীরে গিয়। স্বচ্ছন্দে লাফাও।" প্রেমনারায়ণ বলিল— বটে রে বিট্লেরা—বেহায়ার বালাই দূর—তোরা জেলে যাচ্ছিদ্ তবুও চুষ্টুমি করিতে কান্ত নহিদ্—এই বল্তে২ তাহাদিগকে জেলে লইয়া গেল। বেণীবার ধর্মভীত লোক-ধর্মের পরাজয় অধর্মের জয় দেথিয়া ন্তর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন-ঠকচাচা দাড়ি নেড়ে হাদিতে২ দম্ভ করিয়া বলিলেন-কেমন গো এখন কেতাবি বাবু কি বলেন এনার মসলতে কাম কর্লে মোদের দফা রফা হইত। বাঞ্চারাম তেড়ে আদিয়া ভান হাত নেড়ে বলিলেন—এ কি ছেলের হাতের পিটে ? বক্তেশ্বর বললেন—দে তো ছেলে নয় পরেশ পাথর। বেচারাম বাবু বলিলেন—দূঁর২ ! এমন অধর্যও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না — দুঁর২ ! এই বলিয়া বেণীবাবুর হাত ধরিয়া ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন।

বাবুরাম বাবু কালীঘাটে পূজা দিয়া নৌকায় উঠিলেন। বান্ধালিরা জাতের গুমর সর্বদা করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে! বাবুরাম বাবু ঠকচাচাকে দাক্ষাৎ ভীমদেব বোধ করিলেন ও তাহার গলায় হাত দিয়া মকদ্দমা জিতের কথাবার্তায় ময় হইলেন—কোথায় বা পান পানীর আয়েব—কোথায় বা আহ্নিক—কোথায় বা সন্ধ্যা? সবই ঘূরে গেল। এক এক বার বলা হচ্ছে বটলর সাহেব ও বাঞ্ছারাম বাবুর তুল্য লোক নাই—এক২ বার বলা হচ্ছে বেচারাম ও বেণীর মত বোকা আর দেখা যায় না। মতিলাল এদিক্ ওদিক্ দেখ্ছে—এক২ বার গল্য়ে দাঁড়াচ্ছে—এক২ বার দাঁড় ধরে টাল্ছে—এক২ বার ছত্রির উপর বসছে—এক২ বার হাইল ধরে ঝিঁকে মার্ছে। বাবুরাম বাবু মধ্যে২ বল্ভেছেন—মতিলাল বাবা ও কি? বির হয়্যে বসো।

কাশীজোড়ার শঙ্গুরে মালী তামাক সাজ্ছে—বাবুর আহলাদ দেখে তাহার ও মনে স্ফৃতি হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করছে—বাও মোশাই ! এবাড় কি পূজাড় সময় বাকুলে বাওলাচ হবে ? এটা কি তুড়ার কড় ? সাড়ারা কত কড় করেছে ? প্রায় একভাবে কিছুই যায় না—বেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অবশ্যই প্রকাশ পায় তেমনি বড় গ্রীম্ম ও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় ঝড় হইয়া থাকে। সূর্য অন্ত যাইতেছে— সন্ধ্যার আগমন—দেখিতে২ পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—তুই এক লহমার মধ্যেই চারি দিগে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মাহুষ দেখা যায় না— সামাল্থ ডাক পড়ে গেল। মধ্যেথ বিহাৎ চম্কিতে আরম্ভ হইল ও মৃহম্ভিং বজের ঝগ্পন কড়মড় হড়মড় শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝর২ তড়তড়িতে কার সাধ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউগুলা একং বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাস্থ করিয়া পড়ে। অল্ল ক্ষণের মধ্যে হুই তিনখান। নৌকা মারা গেল। ইহা দেখিয়া অন্ত নৌকার মাজিরা কিনারায় ভিড্তে চেষ্টা করিল কিন্তু বাতাদের জোরে অন্ত দিগে গিয়া পড়িল। ঠকচাচার বহুনি বন্ধ-দেথিয়া শুনিয়া জ্ঞানশৃত্য—তথন একংবার মালা লইয়া তৃস্বি পড়েন—তথন আপনার মহম্মদ আলি ও দত্যপিরের নাম লইতে লাগিলেন। বাবুরাম বাবু অতিশয় বাাকুল হইলেন, তুলর্মের সাজা এইখানেই আরম্ভ হয়। তুলম করিলে কাহার মন স্থান্থির থাকে ? অত্যের কাছে চাতুরীর দারা হন্ধর্ম ঢাকা হইতে পারে বটে কিন্তু কোন কর্মই মনের অগোচর থাকে না। পাপী টের পান যেন তাঁহার মনে কেহ ছুঁচ বিঁধ্ছে—সর্বদাই আতঙ্ক—সর্বদাই ভয়—সর্বদাই অন্থ-মধ্যে২ যে হাসিটুকু হাদেন দে কেবল দেঁতোর হাসি। বাবুরাম বাব্ আদে কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন—ঠকচাচা কি হইবে ! দেখিতে পাই অপঘাত মৃত্যু হইল—বুঝি আমাদিগের পাপের এই দণ্ড। হায়থ ছেলেকে থালাস করিয়া আনিলাম, ইহাকে গৃহিণীর নিকট নিম্নে যাইতে পারিলাম না—যদি মরি তো গৃহিণীও শোকে মরিয়া যাইবেন—এখন আমার বেণী ভায়ার কথা স্মরণ হয়— বোধ হয় ধর্মপথে থাকিলে ভাল ছিল। ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী—মুথে বড় দড়—বলিলেন ডর কেন কর বাবু? লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁদে করে সেভরে লিয়ে যাব—আফদ তো মরদের হয়। ঝড় ক্রমে২ বাড়িয়া উঠিল—নৌকা টল্মল করিয়া ড্ব্ড্ব্ হইল, সকলেই আঁকু পাঁকু ও ত্রাহিং করিতে লাগিল—ঠকচাচা মনেং কছেন "চাচা আপনা বাঁচা"!

৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈজবাটীর বাটীতে কর্তার জ্ঞ ভাবনা, বাঞ্চারাম বাবুর তথায় গমন ও বিযাদ, বাবুরাম বাবুর সংবাদ ও আগমন।

বটলর সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। বর্তমান মাসে কত কর্ম হইল উপ্টেপান্টে দেখিতেছেন, নিকটে একটা কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব একং বার সিস্
দিতেছেন—একং বার নাকে নশু গুঁজে হাতের আঙ্গল চট্কাতেছেন—একং
বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—একং বার ছই পা ফাঁক করিয়া
দাঁড়াইতেছেন—একং বার ভাবিতেছেন আদালতের কয়েক আফিসে থরচার
দক্ষন অনেক টাকা দিতে হইবেক—টাকার জোট্পাট্ কিছুই হয় নাই অথচ
টারম্ থোল্বার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম বন্ধ হয়—ইতিমধ্যে হৌয়র্ড
উকিলের সরকার আসিয়া তাঁহার হাতে ছইখানা কাগজ দিল। কাগজ পাইবামাত্রে সাহেবের ম্থ আফ্লাদে চক্চক করিতে লাগিল, অমনি বলিতেছেন—
বেন্শারাম! জল্দি হিঁয়া আও। বাঞ্ছারাম বাবু চৌকির উপর চাদরখানা
ফেলিয়া কাণে একটা কলম গুঁজিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন।

বটলর। বেনশারাম। হাম বড়া খোশ হুয়া। বার্রামকা উপর দো নালিশ হুয়া
—এক ইজেক্তমেন্ট আর এক এক্টি, হামকো নটিদ ও স্থপিনা হৌয়র্ড্ সাহেব
আবি ভেঙ্গ দিয়া।

বাঞ্ছারাম শুনিবামাত্রে বগল বাজিয়ে উঠিলেন ও বলিলেন—সাহেব দেখ আমি কেমন মৃৎস্কৃদি—বাব্রামকে এখানে আনাতে একা ছুদে কত ক্ষীর ছেনা ননী হইবেক। ঐ তুখানা কাগজ আমাকে শীঘ্র দাও আমি স্বয়ং বৈগুবাটীতে যাই—অন্য লোকের কর্ম নয়। এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক। একবার গাছের উপর উঠাতে পার্লেই টাকার বৃষ্টি করিব, আর এখন আমাদের তপ্ত খোলা—বড় খাই—একটা ছোবল মেরে আলাল হিসাবে কিছু আনিতে হইবে।

বৈগুবাটীর বাটীতে বোধন বিসন্নাছে—নহবং ধাঁধাঁগুড় গুড় ধাঁধাঁগুড় করিয়া বাজিতেছে। মৃশুর্দাবাদি রোশনটোকি পেঁওই করিয়া ভোরের রাগ আলাপ করিতেছে। দালানে মতিলালের জন্ম স্বস্তায়ন আরম্ভ হইয়াছে। একদিগে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—একদিগে শিবপূজার নিমিত্তে গঙ্গামৃত্তিকা ছানা হইতেছে। মধ্যস্থলে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া তুলদী দেওয়া হইতেছে। ব্রান্ধণেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ও পরস্পর বলাবলি করিতেছে আমাদিগের দৈব ব্রান্ধণ্য

তো নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের থালাদ হওয়। দূরে থাকুক একণে কণ্ডাও তাহার সক্ষে গেলেন। কলা বদি নৌকায় উঠিয়া থাকেন, দে নৌকা বড়ে অবস্থ মারা পড়িয়াছে তাহার কিছুমাত্র দন্দেহ নাই—য়া হউক, দংসারটা একেবারে গেল—এখন ছ্যাং চেংড়ার কীর্তন হইবে—ছোট বাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ রাজণদিগের মধ্যে একজন আন্তেং বলতে লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাবছো কেন? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাকের করাত—য়েতে কাটি আদতে কাটি—য়দি কর্তার পঞ্চর হইয়া থাকে তবে তো একটা জাকাল আছ হইবে—কর্তার বয়েদ হইয়াছে—মাগী টাকা লয়ে আতৃং পুতৃং করিলে দশজনে মুথে কালি চ্ণ দিবে। আর একজন বল্লেন—আহে ভাই! সে বেগুনক্ষেত ঘুচে মূলাক্ষেত হবে, আমার এমন চাই যে, বয়্বধারার মত ফোটাং পড়ে—নিত্য পাই, নিত্য থাই—এক বর্গে কি চিরকালের তৃষ্ণা যাবে?

বাবুরাম বাবুর স্ত্রী অতি সাধবী। স্বামীর গমনাবধি অন্নজন ত্যাগ করিয়া অছির হইয়াছিলেন। বাটীর জানালা থেকে গলা দর্শন হইত—সারা রাত্রি জানালায় বিদিয়া আছেন। একং বার ষ্থন প্রচণ্ড বায়ু বেগে বহে, তিনি অমনি আতব্দে ত্তপাইয়া যান। একং বার তুফানের উপর দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু দেখিবামাত্র হুংকম্প উপস্থিত হয়। এক২ বার বজ্রাঘাতের শব্দ শুনেন, ভাহাতে অস্থির হুইয়া কাতরে প্রমেশ্রকে ডাকেন। এই প্রকারে কিছুকাল গেল-গন্ধার উপর নৌকার গমনাগমন প্রায় বন্ধ। মধ্যে২ যথন এক টা শব্দ ভনেন অমনি উঠিয়া দেখেন। একং বার দূর হইতে একটাং মিড্মিড়ে আলো দেখতে পান, তাহাতে বোধ করেন ঐ আলোটা কোন মৌকার আলো হইবে—কিয়ৎকণ পরেই একথানা নৌকা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে মনে করেন এ নৌকা বুঝি ঘাটে আসিয়া লাগিবে—যথন নৌকা ভেড় ২ করিয়া ভেড়ে না—বরাবর চলে যায়, তখন নৈরাভ্যের বেদনা শেল-স্বরূপ হইয়া হৃদয়ে লাগে। রাত্রি প্রায় শেষ হইল — রাড় বৃষ্টি ক্রমেং থামিয়া গেল। স্তির অস্থির অবস্থার পর স্থির অবস্থা অধিক শোভাকর হয়। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল—চল্লের আভা গন্ধার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল ও পৃথিবী এমত নিঃশন হইল যে, গাছের পাতাটি নড়িলেও স্পাইরূপ শুনা যায়। এইরূপ দর্শনে অনেকেরই মনে নানা ভাবের উদয় হয়। গৃহিণী এক বার চারি দিকে দেখিতেছেন ও অধৈর্য হইয়া আপনা আপনি বলিতেছেন—জগদীখর! আমি জানত কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের প্র আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঙ্গালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে তুংথে তুংথ বাধ হইবে না কিন্তু এই ভিক্ষা দাও যেন পতি পুত্রের মূথ দেখতেই মরিতে পারি। এইরূপ ভাবনায় গৃহিনীর মন অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বড় বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে ছিলেন—আপনি রোদন করিলে পাছে কন্তারা কাতর হয়, এ কারণ ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। শেষ রাত্রে বাটীতে প্রভাতি নহবই বাজিতে লাগিল। এ বাছে সাধারণের মন আরুষ্ট হয় সত্য কিন্তু তাপিত মনে ঐরপ বাছ তুংথের মোহানা খুলিয়া দেয়, এ কারণ বাছ শ্রেবণে গৃহিনীর মনের ভাপ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক জন জেলিয়া বৈছবাটীর বাটীতে মাছ বেচতে আদিল; তাহার নিকট অন্তমন্ধান করাতে সে বলিল ঝড়ের সময় বাঁশবেড়ের চড়ার নিকট একখানা নৌকা ডুবুডুবু হইয়াছিল বোধ হয় সে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাতে এক জন মোটা বাবু এক জন মোসলমান একটি ছেলেবাবু ও আরই অনেক লোক ছিল। এই সংবাদ একেবারে যেন বজ্লাছাত তুল্য হইল। বাটীর বাভোত্যে বন্ধ হইল ও পরিবারেরা চীইকার করিয়া কাদিয়া উঠিল।

অনস্তর সন্ধ্যা হয় এমন সময় বাঞ্রাম বাবু তড়্বড়্করিয়া বৈগুবাটীর বাটীর বৈঠকথানায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—কর্তা কোথায় ? চাকরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—হায়২ বড় লোকটাই গেল ! অনেক ক্ষণ খেদ বিষাদ করিয়া চাকরকে বল্লেন এক ছিলিম ভামাক আন্ তো। এক জন তামাক আনিয়া দিলে থাইতে২ ভাবিতেছেন—বাব্রাম বাবু তো গেলেন এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে২ আমিও যে যাই। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আশা আসা মাত্র হইল— বাটীতে পূজা—প্রতিমা ঠন্ঠনাচ্ছে—কোথ্থেকে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দমসম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্মে আদিত— কতক দাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তারপরে এর মৃগু ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম। কে জানে যে আকাশ ভেঞ্চে একেবারে মাথার উপর পড়্বে ? বাঞ্চারাম বাবু চাকরদিগকে দেখাইয়া লোক দেখানো একটু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু দে কালা কেবল টাকার দক্ষন। তাঁকে দেখিয়া স্বস্তায়নি বান্ধণেরা নিকটে আদিয়া বদিলেন। গলায়দড়ে জাত প্রায় বড় ধৃতি— অন্ত পাওয়া ভার। কেহং বাবুরাম বাবুর গুণ বর্ণন কর্তে লাগিলেন—কেহং বলিলেন আমর। পিতৃহীন হইলাম—কেহ্ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়। কহিলেন এথন বিলাপের সময় নয় ঘাতে তাঁর পরকাল ভাল হয় এমত চেটা

করা কর্তব্য—তিনি তো কম লোক ছিলেন না ? বাঞ্চারাম বাবু তামাক থাচেন ও হাঁ বল্ছেন—ও কথায় বড় আদর করেন না—তিনি ভাল জানেন বেল পাক্লে কাকের কি ? আপনি এমনি বৃক্ভান্ধা হইয়া পড়িয়াছেন যে উঠে যেতে পা এগােয় না—যা শুনেন তাতেই লাটে হেঁ ছাঁ করেন—আপনি কি করিবেন—কার মাথা থাবেন—কিছুই মতলব বাহির করিতে পারিতেছেন না। এক২ বার ভাবতেছেন তদ্বির না করিলে ছাই একথানা ভাল বিষয় যাইতে পারে এ কথা পরিবারদিগকে জানালে এথনি টাকা বেরায়—আবার এক২ বার মনে কর্তেছেন এমত টাট্কা শােকের সময় বল্লে কথা ভেদে যাবে। এইরূপ লাভ পাচ ভাবছেন, ইতিমধ্যে দরজায় একটা গোল উঠিল—এক জন ঠিকা চাকর আদিয়া একথানা চিঠি দিল—শিরনামা বাবুরাম বাবুর হাতের লেথা কিছু দে ব্যক্তি লরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না, বাটার ভিতর চিঠি লইয়া যাওয়াতে গৃহিণী আতে ব্যক্তে থুলিয়া পড়িলেন। সে চিঠি এই—

"কাল রাত্রে দোর বিপদে পড়িয়াছিলাম—নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাজিরা কিছুই ঠাহর করিতে পারে নাই, এমনি ঝড়ের জোর যে নৌকা একেবারে উন্টে যায়। নৌকা ভুবিবার সময় একং বার বড় ত্রাস হয় ও একং বার তোমাকে অরণ করি—তুমি যেন আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—বিপদ্ কালে ভয় করিও না—কায়মনোচিত্তে পরমেশ্বরকে ডাক—তিনি দয়াময়, তোমাকে বিপদ্ থেকে অবশুই উদ্ধার করিবেন। অমিও দেই মত করিয়াছিলাম। যথন নৌকা থেকে জলে পড়িলাম তথন দেখিলাম একটা চড়ার উপর পড়িয়াছি—দেখানে হাঁটু জল। নৌকা তুফানের তোড়ে ছিয় ভিয় হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চড়ার উপর থাকিয়া প্রাত্তংকালে বাশবেড়ীয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মতিলাল অনেক কণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল। তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে, বোধ করি রাত্তক বাটীতে পৌছিব।"

চিঠি পড়িবামাত্রে ষেন অনলে জল পড়িল—গৃহিণী কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন এ হুঃথিনীর কি এমন কপাল হবে ? এই বলিতে২ বাবুরাম বাবু আপন পুত্র ও ঠকচাচা সহিত বাটাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি দিগে মহা গোল পড়িয়া গেল। পরিবারের মন দস্তাপের মেঘে আছের ছিল এক্ষণে আহলাদের সূর্য উদয় হইল। গৃহিণী হুই কন্সার হাত ধরিয়া স্বামী ও পুত্রের মৃথ দেখিয়া অশ্বাত করিতে লাগিলেন, মনে করিয়াছিলেন মতিলালকে অন্থ্যোগ করিবেন—এক্ষণে সে সব ভূলিয়া গেলেন। তুইটি কন্সা ভাতার হাত ধরিয়া ও পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট পুত্রটি পিতাকে দেখিয়া যেন অমূল্য ধন পাইল

— সনেক ক্ষণ গলা জড়াইয়া থাকিল—কোল থেকে নামিতে চায় না। অগ্যান্ত জীলোকেরা দাঁড়াগোপান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু মায়াতে মৃশ্ব হওয়াতে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মতিলাল মনে২ কহিতে লাগিল। নৌকাডুবি হওয়াতে বাঁচলুম—তা না হলে মায়ের কাছে মৃথ থেতে২ প্রাণ যাইত।

বাহির বাটাতে স্বস্তায়নি বান্ধণের। কর্তাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করণানন্তর বলিলেন "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই—মহাশয় একে পুণাবান্ তাতে যে দৈব করা গিয়াছে আপনার কি বিপদ হইতে পারে ? ষতপি তা হইত তবে আমরা অব্রাদ্ধণ। এ কথায় ঠকচাচা চিড় চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেল্তো, মৃই তো তস্বি পড়েছি ? অমনি বান্ধণেরা নরম হইয়া সামঞ্জন্ত করিয়া বল্তে লাগিলেন—ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন তেমনি তুমি কর্তাবাব্র সারথি—তোমার বৃদ্ধিবলেতেই তো সব হইয়াছে—তুমি অবতার-বিশেষ, যেখানে তুমি আছ—যেখানে আমরা আছি—সেখানে দায় দফা ছুটে পালায়। বাঞ্ছারাম বাবু মণিহার। ফণী হইয়া ছিলেন—বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্ত পান্দে চক্ষে একটুই মায়াকায়া কাঁদিতে লাগিলেন তথন তাঁহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে—এবং দৃঢ় বিশ্বাদ হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে তিনি বান্ধণদিগের কথা শুনিয়া তেড়ে আসিয়া ভান হাত নেড়ে বল্তে লাগিলেন একি ছেলের হাতে পিটে ? ষদি কর্তার আগদ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘাদ কাটি ?

শিশু শিক্ষা—ও স্থশিক্ষা না হওফাতে মতিলালের ক্রমেং মন্দ হওন
 ও অনেক সঙ্গী পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কন্তার
 প্রতি অত্যাচার করণ।

ছেলে একবার বিগ্ড়ে উঠলে আর স্বয়ত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সন্তাব জন্ম এমত উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সন্তাব জন্মেই পেকে উঠতে পারে তথন কুকর্মে মন না গিয়া সংকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসহপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সন্তাবনা। অতএব যে পর্যন্ত ছেলেবৃদ্ধি থাকিবে সে পর্যন্ত নানা-প্রকার সং অভ্যাস করান আবশ্রক। বালকদিগের এইরূপ শিক্ষা পঁচিশ বংসর পর্যন্ত হইলে তাহাদিগের মন্দ পথে যাইবার সন্তাবনা থাকে না। তথন

তাহাদিগের মন এমত পবিত্র হন্ন যে কুকর্মের উল্লেখ মাত্রেই রাগ ও ঘুণা উপস্থিত হয়।

এতদেশীয় শিশুদিগের এরপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন প্রথমতঃ ভাল শিক্ষক নাই — বিতীয়ত: ভাল বহি নাই—এমতং বহি চাই বাহা পড়িতে মনে সন্তাব ও স্থবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমেং দৃঢ়ভর হয়। কিঙ্ক সাধারণের সংস্কার এই যে কেবল কতকগুলিন শব্দের অর্থ শিকা হইলেই আসল শিকা হইল। হতীয়ত: কিং উপায় বারা মনের মধ্যে সম্ভাব জন্মে তাহা অতি অল্প লোকের রোধ আছে। চতুর্থতঃ শিশুদিগের যে প্রকার সহবাদ হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদিগের সম্ভাব জন্মান ভার। হয় তো কাহারো বাপ জুয়াচোর বা মদথোর, নয় তো কাহারো খুড়া বা জেঠা ইন্দ্রিয়দোষে আসক্ত—হয় তো কাহারো মাতা লেথাপড়া কিছুই না জানাতে আপন সন্তানাদির শিক্ষাতে কিছুমাত্র যত্ত করেন না, ও পরিবারের অন্যান্ত লোক এবং চাকর দাসীর দারা নানাপ্রকার কুশিক্ষা হয়, নয় তো পাড়াতে বা পাঠশালা তে যে সকল বালকের সহিত সহবাস হয় তাহাদের কুদংদর্গ ও কুকর্ম শিক্ষা হইয়া একবারে দর্বনাশোংপত্তি হয়। যে স্থলে উপরোক্ত একটি কারণ থাকে সে হলে শিশুদিগের সত্পদেশের গুরুতর ব্যাঘাত—সকল কারণ একত্ত হইলে ভয়কর হইয়া উঠে—দে ষেমন খড়ে আগুন লাগা—যে দিক্ জলে উঠে সেই দিকেই যেন কেহ ঘুত ঢালিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধেই অগ্নি ছড়িয়া পড়িয়া যাহা পায় তাহাই ভশ্ম করিয়া ফেলে।

অনেকেরই বোধ হইয়াছিল পুলিদের ব্যাপার নিশার হওয়াতে মতিলাল স্বয়ৃত হইয়া আদিবে। কিন্তু যে ছেলের মনে কিছুমাত্র দংসংস্কার জন্মে নাই ও মান বা অপমানের ভর নাই তাহার কোন সাজাতেই মনের মধ্যে ঘুণা হয় না। কুমতি ও স্বমতি মন থেকে উৎপন্ন হয় স্ক্তরাং মনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ —শারীরিক আঘাত অথবা ক্লেশ হইলেও মনের গতি কিন্তুপে বদল হইতে পারে ? মথন সারজন মতিলালকে রান্তায় হিচুঁ ডিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তথন তাহার একটু ক্লেশ ও অপমান বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু লে ক্ষণিক—বেনিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমান বোধ হয় নাই। সে সমস্ত রাত্রি ও পরদিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে এমত জালাতন করিয়াছিল যে তাহারা কাণে হাত দিয়া রাম২ ডাক ছাড়িয়া বলাবলি করিয়াছিল কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। পরদিবস মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাড়াইবার সময় বাপকে দেখাইবার জন্ত শিশু পরামাণিকের ন্তায় একটুকু অধোবদন হইয়া ছিল কিন্তু

মনে২ কিছুতেই দৃক্পাত হয় নাই—জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছতেই ভয় নাই।

যে সকল বালকদের ভয় নাই—ডর নাই—লজ্জা নাই—কেবল কুকর্মেতেই রত—তাহাদিগের রোগ সামাল্য রোগ নহে—সে রোগ মনের রোগ। তাহার উপর প্রকৃত ঔষধ পড়িলেই ক্রমে২ উপশম হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিষয়ে বাবুরাম বাবুর কিছুমাত্র বোধ শোধ ছিল না। তাঁহার দৃঢ় সংস্থার ছিল মতিলাল বড় ভাল ছেলে, তাহার নিন্দা শুনিলে প্রথম২ রাগ করিয়া উঠিতেন—কিন্তু অলাল্য লোকে বলিতে ছাড়িত না, তিনিও শুনিয়ে শুনিতেন না। পরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জনিল কিন্তু পাছে অলের কাছে খাট হইতে হয় এজল্য মনে২ শুমরে২ থাকিতেন কাহার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতেন না, কেবল বাটীর দরওয়ানকে চুপুচুপি বলিয়া দিলেন মতিলাল যেন দরজার বাহির না হইতে পারে। তথন রোগ প্রবল হইয়াছিল স্থতরাং উপযুক্ত ঔষধ হয় নাই, কেবল আট্কে রাথাতে অথবা নজরবন্দি করায় কি হইতে পারে?—মন বিগ্ড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না বরং তাহাতে ধৃতিমি আরও বেড়ে উঠে।

মতিলাল প্রথম২ প্রাচীর উপ্কিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। হলধর, গণাধর, রামগোবিল, দোলগোবিল ও মানগোবিল থালাস হইয়া বৈছবাটীতে আদিয়া আড্ডা গাড়িল ও পাড়ার কেবলরাম, বাঞ্চারাম, ভজকুঞ, হরেকুফ এবং অন্তান্ত ঞ্জীদাম, স্থবল ক্রমেং জুটে গেল। এই সকল বালকের সহিত সহবাদ হওয়াতে মতিলাল একেবারে ভয়ভাঙ্গ। হইল—বাপকে পুসিদা করা ক্রমে২ ঘুচিয়া গেল। বে২ বালক বাল্যাবস্থা অবধি নির্দোষ খেলা অথবা সংখ্যামোদ করিতে না শিথে তাহার। ইতর আমোদেই রত হয়। ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতামাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভাল রাথিবার জন্ম নানা প্রকার নির্দোষ থেলা শিক্ষা করে, কেহ বা তদবির আঁকে—কাহারো বা ফুলের উপর সক হয়—কেহ বা সংগীত শিথে—কেহ বা শিকার করিতে অথবা মর্দানা কন্ত করিতে রত হয়—যাহার বেমন ইচ্ছা, দে সেই মত এইরপ নির্দোষ জীড়া করে। এতদ্দেশীয় বালকেরা যেমন দেখে তেমনি করে—তাহাদিগের দর্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মৃক্তা প্রবাল পরিব —মোদাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব এবং খুব ধুমধামে বাব্-গিরি করিব। জাকজমক ও ধুমধামে থাকা ঘ্বাকালেরই ধর্ম, কিন্তু তাহাতে পূর্বে সাবধান না হইলে এইরূপ ইচ্ছা ক্রমে২ বেড়ে উঠে ও নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয়—দেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধংপাতে যায়।

মতিলাল ক্রমেং মেরোয়া হইয়া উঠিল, এমনি ধূর্ত হইল যে পিতার চকে ধূলা দিয়া নানা অভদ্র ও অসৎকর্ম করিতে লাগিল। সর্বদাই সঙ্গীদিগের সহিত বলাবলি করিত বুড়া বেটা একবার চোক বুজ্গলেই মনের সাদে বাব্যানা করি। মতিলাল বাপ মার নিকট হইতে টাকা চাহিলেই টাকা দিতে হইত—বিলম্ব ट्हेटल्हे छारामिशत्क वटल विभिज-जामि शलाम मिष् मित जथना विष थारेमा মরিব। বাপ মা ভয় পাইয়া মনে করিতেন কপালে যাহা আছে তাই হবে এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি—ও আমাদিণের শিবরাত্রির শলিতা—বেঁচে থাকুক, তবু এক গণ্ডুষ জল পাব। মতিলাল ধুমধামে সর্বদাই ব্যস্ত-বাটীতে তিলার্ধ থাকে না। কথন বনভোজনে মত্ত-কথন যাত্রার দলে আকডা দিতে আসক্ত-কথন পাঁচালির দল করিতেছে-কথন সকের দলের কবিওয়ালাদিগের দক্ষে দেওরা২ করিয়া টেচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—কখন খেম্টার নাচ দেখিতে বদিয়া গিয়াছে— কখন অনর্থক মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গামে উন্মত্ত আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরস, গাঁজা. গুলি, মদ অনুবন্ধত চলিয়াছে—গুডুক পালাই২ ডাক ছাড়িতেছে। বাবুরা সকলেই সর্বদা ফিটফাট—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিদি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—ব্টোদার এক্লাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভূরভূরে রেদমের হাতরুমাল ও একং ছড়ি—পায়ে রপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জ্তা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু থান্তার কচরি, খাসা গোলা, বর্ফি, নিখুতি, মনোহরা ও গোলাবি খিলি সলেং চলিয়াছে।

প্রথম২ কুমতির দমন না হইলে ক্রমে২ বেড়ে উঠে। পরে একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে—ভাল মন্দ কিছুই বোধ থাকে না, আর যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে২ মাত্রা অবশুই অধিক হইয়া উঠে তেমনি কুকর্মে রত হইলে অহাহ্য গুরুতর কুকর্ম করিবার ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। মতিলাল ও তাহার সঙ্গী বাবুরা যে সকল আমোদে রত হইল ক্রমে ভাহা অতি সামান্ত আমোদ বোধ হইতে লাগিল—তাহাতে আর বিশেষ সন্তোম হয় না, অতএব ভারি২ আমোদের উপায় দেখিতে লাগিল। সদ্ধার পর বাবুরা দলল বাধিয়া বাহির হন—হয় তো কাহারো বাড়ীতে পড়িয়া লুঠতরাজ করেন—নয় তো কাহারো কানাচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয় তো কোন বেশ্বার বাটীতে গিয়া সোর সরাবত করিয়া ভাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান কিয়া কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন—নয় তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম

নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যন্ত, আঙ্গুল মট্কাইয়া সর্বদা বলে তোরা অরায় নিপাত হ।

এইরপে কিছু কাল যায় – ছই চারি দিবস হইল বাবুরাম বাবু কোন কর্মের অন্তরোধে কলিকাতায় গিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বৈ তবাটীর নিকট দিয়া একখানা জানানা দোয়ারি যাইতেছিল। নববাবুরা ঐ সোয়ারি দেখিবা মাত্রে দৌড়ে গিয়ে চার দিক্ ঘেরিয়া দেলিল ও বেহারাদিগের উপর মারপিট আরম্ভ করিল, তাহাতে বেহারারা পাল্কি ফেলিয়া প্রাণভয়ে অন্তরে গেল। বাবুরা পাল্কি খুলিয়া দেখিল একটি প্রমা স্বন্দরী ক্তা তাহার ভিতরে আছেন —মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্তার হাত ধরিয়া পাল্কি থেকে টানিয়া বাহি<mark>র</mark> করিয়া আনিল। ক্রাটি ভয়ে ঠক্২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন-চারি দিক্ শৃষ্টাকার দেখেন ও রোদন করিতেই মনেই প্রমেশ্বরকে ডাকেন-প্রভূ ! এই অবলা অনাথাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল যেন ধর্ম নষ্ট না হয়। সকলে টানাটানি করাতে কলাটি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন—তব্ও তাহার। হিঁচুড়ে জোরে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। কন্তার ক্রন্দন মতিলালের মাতার কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি আস্তে ব্যস্তে বাটীর বাহিরে আদিলেন অমনি বাবুরা চারি দিকে পলায়ন করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া কন্তা তাঁহার পায়ে পড়িয়া काज्दत्र विलालन-मा त्या ! आमात धर्म तक्या कत-छूमि वड़ माध्वी ! माध्वी खी ना हरेल मांक्षी खीत विभन व्या व्विष्ठ भारत ना। शृहिनी कछारक উঠাইয়া আপন অঞ্ল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুছিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—মা! কেঁলো না—ভয় নাই—ভোমাকে আমি বুকের উপর রাখিব, তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাঁহার ধর্ম প্রমেশ্বর রক্ষা করেন। এই বলিয়া তিনি কন্তাকে অভয় দিয়া সান্ত্রনা করণানন্তর আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিতৃ আলয়ে রাথিয়া আদিলেন।

> ১০ বৈছবাটীর বাজার বর্ণন, বেচারাম বাব্র আগমন, বাব্রাম বাব্র সভায় মতিলালের বিবাহের যোঁট ও বিবাহ করণার্থে মণিরামপুরে যাত্রা এবং তথায় গোলযোগ।

শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ডেডাং ডেডাং করিয়া হইতেছে। বেচারাম বার্ ঐ দেবীর আলয় দেখিয়া পদত্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দোধারি দোকান— কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপুরের আলু স্তৃপাকার রহিয়াছে—কোনখানে

মৃড়ি মৃড়কি ও চাল ডাল বিজয় হইতেছে—কোনধানে কলু ভাষা ঘানিগাছের কাছে বদিয়া ভাষা রামায়ণ পড়িতেছেন—গরু ঘুরিয়া ঘার অমনি টিট্কারি দেন, আবার আল ফিরিয়া আইলে চীংকার করিয়া উঠেন "ও রাম আমরা বানর রাম আমরা বানর"—কোনখানে জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকটে প্রদীপ রাথিয়া "মাছ নেবে গো২" বলিতেছে—কোনগানে কাপ্ডে यहां क्रम विद्रां है भर्व नहेशा विमयात्मत्र खाक क्रिटिट्ह। এहे मक्रम तिशिख्य বেচারাম বাবু ঘাইতেছেন। একাকী বেড়াতে গেলে সর্বদা যে সব কথা ভোলা-পাড়া হয় দেই সকল কথাই মনে উপস্থিত হয়। তংকালে বেচারাম বাবু সদা সংকীর্তন লইয়া আমোদ করিতেন। বদতি ছাড়াইয়। নির্জন স্থান দিয়া ধাইতে২ মনোহরদাহী একটা তুক্ক তাঁহার স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার-পথে প্রায় লোক জনের গমনাগমন নাই-কেবল হুই একখানা গরুর গাড়ি কেঁকোর কোঁকোর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে২ এক২ট। কুরুর ঘেউ২ করিতেছে ! বেচারাম বাবু তুক্তর স্থার দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোনা আওয়াক আশ পাশের তুই এক জন পাড়ার্গেয়ে মেয়েনাত্ব শুনিবা মাত্র—আঁও মাঁও করিয়া উঠিল—পল্লীগ্রামের ল্রীলোকদিগের আজন্মকালাবধি এই সংস্কার আছে যে থোনা ক্থা কেবল ভূতেতেই, কহিয়া থাকে। ঐ গোলধোগ গুনিয়া বেচারাম বাবু কিঞ্চিং অপ্রস্তুত হইয়া ক্রতগতি একেবারে বৈগুবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত • इटेलन ।

বাৰ্রাম বাবু ভারি মজলিদ করিয়া বদিয়া আছেন। বালীর বেণীবাবু, বউতলার বজেশ্বর বাবু, বাহির দিমলার বাঞ্ছারাম বাবু ও অন্তান্ত অনেকে উপস্থিত। গদির নিকট ঠকচাচা একথান চোকির উপর বিদয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহং আয়শান্ত্রের ফেঁক্ড়ি ধরিয়াছেন—কেহং তিথিতত্ব কেহ বা মলমাসতত্বের কথালইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহং দশম স্কন্ধের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—কেহং বহুত্রীহি ও দশ্ব লইয়া মহা দশ্ব করিতেছেন। কামাখ্যানিবাদী এক জন ঢেঁকিয়াল ফুকন কর্তার নিকট বিদিয়া হঁকা টানিতেং বলিতেছেন—আপনি বড় বাগ্যমান পুরুষ—আপনার হুইটি লড়বড়ে ও হুইটি পেঁচা মুড়ি—এ বচ্চর একটু লেরাং ভেরাং আছে কিন্তু একটি ধাগ কর্লে সব রাশ্বা ডুকনের মাচাং যাইতে পার্বে ও তাহার বশীবৃত অবে—ইতিমধ্যে বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। তিনি আসিবা মাত্র সকলেই উঠে দাঁড়াইয়া "আন্তে আজ্ঞা হুউকং" বলিতে লাগিল। পুলিসের ব্যাপার অবধি বেচারাম বাবু চটিয়া রহিয়া ছিলেন কিন্তু শিষ্টাচারে ও মিষ্ট কথায়

কে না ভোলে ? ঘন২ "যে আজ্ঞা মহাশয়ে" তাঁহার মন একটু নরম হইল এবং
তিনি দহাস্থ বদনে বেণীবাব্র কাছে ধেঁদে বদিলেন। বাব্রাম বাবু বলিলেন—
মহাশয়ের বদাটা ভাল হইল না—গদির উপর আদিয়া বস্থন। মিল মাফিক
লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়। বাব্রাম বাবু অনেক অন্তরোধ করিলেন বটে
কিন্তু বেচারাম বাবু বেণীবাব্র কাছ ছাড়া হইলেন না। কিয়ৎকণ অন্তান্ত কথাবার্তার পর বেচারাম বাবু জিজ্ঞাদা করিলেন মতিলালের বিবাহের সম্বন্ধ কোথায়
হইল ?

বাবুরাম। সম্বন্ধ অনেক আদিয়াছিল। গুপ্তিপাড়ার হরিদাদ বাবু, নাকাদীপাড়ার শ্রামাচরণ বাবু, কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু, ও অন্যান্ত অনেক স্থানের অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল। সে সব ত্যাগ করিয়া এক্ষণে মণিরাম-পুরের মাধব বাবুর কন্মার সহিত বিবাহ ধার্য করা গিয়াছে। মাধব বাবু যোত্রাপন্ন লোক আর আমাদিগের দশ টাকা পাওয়া থোয়া হইতে পারিবে।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এ বিষয়ে ভোমার কি মত?—কথাগুলা খুলে বল দেখি।

বেণী। বেচারাম দাদা ! খুলে খেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নাই আর কর্ম যথন ধার্য হইয়াছে তথন আন্দোলনে কি ফল ? '

বেচারাম। আরে তোমাকে বল্তেই হবে—মামি দব বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।

বেণী। তবে শুহ্নন—মণিরামপুরের মাধব বাবু দান্ধাবাজ লোক—ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরু কেটে জুতাদানি ধার্মিকতা আছে—বিবাহেতে জিনিসপত্র টাকাকজি দিতে পারেন কিন্তু বিবাহ দিতে গেলে কেবল কি টাকাকজির উপর দৃষ্টি করা কর্তব্য ? অগ্রে ভদ্রঘর খোঁজা উচিত, তার পর ভাল মেয়ে খোঁজা কর্তব্য, তার পর পাওনা থোওনা হয় বড় ভাল—না হয়—নাই। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু অতি স্থমান্থ্য —তিনি পরিশ্রম দারা যাহা উপায় করেন তাহাতেই সানন্দচিত্রে কাল যাপন করেন—পরের বিষয়ের উপর কথন চেয়েও দেখেন না—তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয় বটে কিন্তু তিনি আপন সন্তানাদির সত্পদেশে সর্বদা যত্নবান্ ও পরিবারেরা কি প্রকারে ভাল থাকিবে ও কিপ্রকারে তাহা-দিণের স্থমতি হইবে সর্বদা কেবল এই চিন্তা করিয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কুটুন্বিতা হইলে তো সর্বাংশে স্থ্যজনক হইত।

বেচারাম। বাব্রাম বাবৃ! তুমি কাহার বৃদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বল্ব ?—এ আমাদিগের জেতের দোব। বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপর ঘড়া দেবে তো ? মৃক্তর মালা দেবে তো ? আরে আবাগের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—মেয়ে ভাল কি মন্দ তার অন্নেয়ণ কর্ ?—সে সব ছোট কথা— কেবল দশ টাকা লাভ হইলেই সব হইল—দুঁর—দুঁর !

বাঞ্ছারাম। কুলও চাই—রূপও চাই—ধনও চাই। টাকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে সংসার কিরূপে চল্বে ?

বক্রেশর। তা বই কি—ধনের থাতির অবশ্য রাখ্তে হয়। নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি ? সে আলাপে কি পেট ভরে ?

ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমজ়ি থেয়ে পজ়িয়া বল্লেন—মোর উপর এতনা টিট্কারি দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মৃই তো এ সাদি কর্তে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটা না আন্লে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মৃই রাভদিন ঠেওরে২ দেপেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাব আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে জল থায়—দান্দা হান্ধামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিল্বে—আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দন্তের বিচ—আপদ্ পড়্লে হুজারো স্বরতে মদত্ মিলবে। কাচড়াপাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদ্মি—ধেসাট ঘোদাট করে প্যাট টালে—তেনার সাথে থেদি কামে কি ফায়দা?

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল মন্ত্রী পাইয়াছ!—এমন মন্ত্রীর কথা শুন্লে তোমার সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে—আর কিবা ছেলেই পেয়েছ।—তাহার আবার বিয়ে ? বেণী ভায়া তোমার মত কি ?

বেণী। আমার মত এই—বে পিতা প্রথমে ছেলেকে ভালরপে শিক্ষা দিবেন ও ছেলে যাহাতে দর্ব প্রকারে দং হয় এমত চেষ্টা সমাক্রপে পাইবেন—ছেলের যথন বিবাহ করিবার বয়েদ হইবে, তখন তিনি বিশেষরপে সাহায্য করিবেন। অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া বাব্রাম বাব্ ধড়মড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাটার ভিতর গেলেন। গৃহিণী পাড়ার স্ত্রীলোকদের সহিত বিবাহ সংক্রাস্ত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কর্তা নিকটে গিয়া বাহির বাটার সকল কথা শুনাইয়া থতমত থাইয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—তবে কি মতিলালের বিবাহ কিছু দিন স্থগিত থাকিবে ? গৃহিণী উত্তর করিলেন—তুমি কেমন কথা বল—শক্রর মুখে ছাই দিয়ে ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস যোল বৎসর হইল—আর কি বিবাহ না দেগুয়া ভাল দেখায় ? এ কথা লইয়া এখন গোলমাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে—কি কর্ছো একজুন ভাল মাহুষের কি জাত যাবে ?—বর লগ্নে শীদ্র যাও। প্র. র. ৪

গৃহিণীর উপদেশে কর্তার মনের চাঞ্চল্য দ্র হইল—বাটার বাহিরে আদিয়া রোদনাই জালিতে তুরুম দিলেন; অমনি ঢোল, রোদন চৌকি, ইংরেজী বাজনা বাজিয়া উঠিল ও বরকে তক্তনামার উপর উঠাইয়া বাবুরাম বাবু ঠক-চাচার হাত ধরিয়া আপন বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব দক্তন সঙ্গে লইয়া হেল্তে তুল্তে চলিলেন। ছাতের উপর থেকে গৃহিণী ছেলের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। অক্যান্ত স্থীলোকেরা বলিয়া উঠিল—ও মতির মা! আহা বাছার কি রূপই বেরিয়েছে। বরের দব ইয়ার বক্সি চলিয়াছে, পেছনে রংমোদাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে, কাহারো ঘরের নিকট পটকা ছুঁ ড়িতেছে, কাহারো কাছে তুবড়িতে আগুন দিতেছে। গরীব ছুংখী লোকসকল দেক্দেক হইল কিন্তু কাহারো কিছু বলিতে সাহস হইল না।

কিয়ংক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখ তে রান্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পদ্মিল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির শ্ৰী আছে বটে কিন্তু নাকটি একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বলতে লাগিল রংটি কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুলতো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্তি দশটা না বাজ্তে২ মাধব বাবু দরওয়ান ও লগান দক্ষে করিয়া বর্ষাত্রী-দিণের আগ্বাড়ান লইতে আইলেন-রান্ডায় বৈবাহিকের দঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্থ ঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন মহাশয় আগে চলুন, উনি বলেন মহাশয় আগে চলুন। বালীর বেণীবাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন— আপনারা তুই জনের মধ্যে ঘিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন, আর রান্ডায় দাড়াইয়া হিম থাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংদা হওয়াতে দকলে ক্ঞাকর্তার বাটীর নিকট আসিয়া ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিনে বদিল। ভাট, রেও ও বারওয়ারীওয়ালা চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল— গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রকা করিতেছেন—অনেক দম সম দেন কিন্তু ফলের দফায় নামমাত্র— রেওদিগের মধ্যে একটা সগু তেড়ে এসে বলিল এ নেড়ে বেটা কে রে ? বেরো বেটা এখান থেকে-ছিন্দুর কর্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে চোথ রাদ্বাইয়া গালি দিতে লাগিলেন। হুলধর, গদাধর ও অক্যাক্ত নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিতেছে—ঝড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরাস ছেঁড়ে, কেহ দেজ নেবায়—কেহ ঝাড়ে২ টক্কর লাগাইয়া দেয়—কেহ এর ওর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়, ক্ঞাক্তার তরফের ছুই জ্বন লোক এই স্কল

গোলবোগ দেখিয়া তুই একটি শক্ত কথা বলাতে হাভাহাতি হইবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে২ ভাবে,—বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই হয় তো স্থতা হাতে দার হইয়া বাটী ফিরিয়া ধাইতে হবে।

>> মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদামুবাদ

আগড়পাড়ার অধ্যাপকেরা বৈকালে গাছের তলায় বিছান। করিয়া বিদয়া আছেন। কেহং নশু লইতেছেন—কেহ বা তমাক্ থাইতেছেন—কেহ বা থক্থ করিয়া কাদিতেছেন—কেহ বা ত্ই একটি থোদ গল্প ও হাদি মদ্করার কথা কহিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাদা করিলেন—বিভারত্ব কেমন আছেন ? ব্রাহ্মণ পেটের জ্ঞালায় মণিরামপুরে নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঞ্মিয়া বিদিয়াছে!—আহা কাল যে করে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার ত্থে হইল।

বিভাভূষণ। বিভারত্ব ভাল আছেন, চূণ হলুদ ও দেঁকতাপ দেওয়াতে বেদন। অনেক কমিয়া গিয়াছে। মণিরামপুরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কবিকল্পণ দাদা ধেকবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে রং আছে—বলি শুরুন।

ভিমিকিং, তাথিয়ে থিয়ে বোলে নহবত বাজে।
মাধব ভবন। দেবেন্দ্রদদন। জিনি ভ্বন বিরাজে।
অন্ত্ত সভা। আলোকের আভা। ঝাড়ের প্রভা মাজেং।
চারি দিকে নানা ফুল। ছড়াছড়ি ছুই কুল। বাছের কুলং ঝাঁজে।
থোপেং গাঁদা মালা। রাঙ্গা কাপড় রূপার বালা। এতক্ষণে বিয়ের শালা মাজে।
সামেয়ানা ফর্ ফর্। তালি তাতে বহুতর। জল পড়ে ঝর্ ঝর্ হাজে।
লেঠিয়াল মজপুত। দরওয়ান রাজপুত। নিনাদ অভ্ত গাজে।
লুচি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খ্ব ভরা। আল্লনার ডোরা ডোরা সাজে।
ভাট বন্দি কতং। স্লোক পড়ে শতং। ছন্দ নানামত ভাঁজে।
আগড়পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ভঁইপর। ঝুপ করে এলো বর সমাজে।

হলধর গদাধর উত্থ খুস্ক করে।
ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করে তারা মরে।
ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাব্দে কথা।
হলধর গদাধর থাইতেছে মাণা।

পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িবার শব্দ। গুণাগুণ গুণাগুণ কিলে করে জন। र्ठनार्ठन् र्ठनार्ठन् बाए्ड बाएड लार्ज । সট্দট্ দট্দট করে সবে ভাগে। মতিলাল দেখে কাল বদে২ দোলে। স্থতাদার কি আমার আছয়ে কপালে। বক্রেশ্বর বোকেশ্বর খোদামদে পাকা। চলে যান কিল খান খান গলা ধাকা। বাঞ্চারাম অবিরাম ফিকিরেতে টন্ক। চড় খেয়ে আচাড় খেয়ে হইলেন বস্ক। বেচারাম সব বাম দেখে যান টেরে। দূর দূর দূর দূর বলে অনিবারে। বেণী বাবু খান খাবু নাই গতি গলা। হৃপ্ হাপ্ গুপ্ গাপ্ বেড়ে উঠে দাকা। বার্রাম ধরে থাম থাম্ করে। ঠক২ ঠক২ কেঁপে মরে ডরে। ঠকচাচা মোরে বাচা বলে তাড়াতাভি। মুসলমান বেইমান আছে মৃড়ি ঝুড়ি। যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া। শবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া। রেও ভাট করে সাট ধরে ভাকে পড়ে। চড় চড় চড় চড় দাভি তার ছেঁডে। সেকের পো ওহো ভহো বলে তোবা তোবা। জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা। থুব করি হাত ধরি মোকে দাও ছেড়ে। ভালা বুরা নেহি জান্তা জেতে মুই নেড়ে। এ মোকামে কোই কামে আন। ঝকমারি। देशवान পেরেসান বেইজ্জতে মরি। ना विश्वा ना अभिया दश्कृत्मत मार्छ। এনেছি বদিয়া আছি দেরফ্ দোদভিতে।

এ সাদিতে না থাকিতে বার বার নানা।
চাচি মোর ফুপা মোর দবে করে মানা।
না ভানিয়া না রাখিয়া তেনাদের কথা।
জান বায় দাড়ি বায় বায় মোর মাথা।

মহা ঘোর ঝাপে লাঠিয়াল সাজিছে।
কড় মড় হড় মড় করে তারা আদিছে।
সপাসপ লপালপ বৈত পিঠে পড়িছে।
কেলুম্ রে মলুম্ রে বলে সবে ডাকিছে।
বর্ষাত্রী ক্যাযাত্রী কে কোথা ভাগিছে।
মার মার ধর ধর এই শব্ধ বাড়িছে।
বর লয়্যে মাধব বাব্ অস্তঃপুরে ঘাইছে।
সভা ভেবে ছারথার একেবার হইছে।
সবে বলে ঠক মুখে খুলে কাপড় বেড়।
দাড়ি হেঁড় দাড়ি হেঁড় দাড়ি হেঁড় দাড়ি হেঁড়।

বাবুরাম নির্নাম হইস্বে চলিল।
রেসালা দোশালা সব কোথায় রহিল।
কাপড় চোপড় হিঁড়ে পড়ে খুলে।
বাতাসে অবশে ওড়ে হুলে হুলে।
চাদর ফাদর নাহি কিছু গায়ে।
হোঁচট মোচট খান ফুরু গায়ে।
চলিছে বলিছে বড় অধােম্থে।
পড়েছি ডুবেছি আমি ঘাের ছঃথে।
ফুধাতে তৃফাতে মাের ছাতি ফাটে।
মিঠাই না পাই নাহি মৃড়কি জােটে।
রজনি অমনি হইতেছে মাের।
বাতাস নিশাস মধ্যে হল জাের।
বহে ঝড় হড় মড়ু চারি দিগে।
পবন শমন যেন এলাে বেগে।

कि করি একাকী না লোক না জন। निकृष्टे विकृष्टे इटेरव भवन । চলিতে বলিতে মন নাহি লাগে। বিধাতা শক্ততা করিলে কি চবে। না বানি গৃহিণী মোর মৃত্যু জনে। ছঃখেতে খেদেতে মরিবেন প্রাণে। विवाह निर्वाह इन कि ना इन। ঠ্যাছাতে নাঠিতে কিন্তু প্ৰাণ গেল। সম্বন্ধ নিৰ্বন্ধ কেন করিলাম। মানেতে প্রাণেতে আমি মজিলাম। আসিতে আসিতে দোকান দেখিল। **प्या**श তাগাদা বাইরা ঢুকিল। পার্বেতে দর্মাতে শ্বয়ে আছে পড়ে। অস্থির ছন্থির বুড় ঠক নেড়ে। কেমনে এথানে বাব্রাম বলে। একালা আমাকে ফেলিয়া আইলে। এ কর্ম কি কর্ম সথার উচিত। বিপদে আপদে প্রকাশে পিরিত। ঠক কয় মহাশয় চূপ কর। দোকানি না জানি তেনাদের চর। পেলিয়ে যাইলে সব বাত হবে। বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে। প্রভাতে দোঁহাতে করিল গমন। বচিয়ে ভোটকে শ্ৰীকবিকন্ত্ৰণ।

তর্কবাগীশ বাব্রাম বাব্র বড় গোঁড়া, কবিতা শুনিবা মাত্রে জ্বলিয়া উঠে বলিলেন—আ মরি! কিবা কবিতা—সাক্ষাং সরস্বতী মৃতিমান্—কিম্বা কালিদাস মরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কবিকৃষণের ভারি বিভা—এমন ছেলে বাঁচা ভার।প্যারও চমংকার! মেজের মাটি—পাথর বাটী—শীতল পাটি—নারকেন্স কাটি! ব্রান্ধণ পণ্ডিত হইয়া বড়মাহুষের সর্বদা প্রশংসা করিবে— মানি করা তো ভদু কর্ম নয়—এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া দে স্থান হইতে

উঠিয়া চলিয়া যান। সকলে হা—হা—হাভান গো—ধাম্ন গো বলিয়া তাঁগাকে লোৱ করিয়া বসাইলেন।

অক্ত আর এক জন অধ্যাপক ও কথা চাপ। দিয়া অক্তাক্ত কথা ফেলিয়া শলিয়ে কলিয়ে বাবুরাম বাবু ও মাধব বাবুর ভারিক করিছে আরম্ভ করিলেন। বাম্নে বৃদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে দব কথা ভলিয়া বৃদ্ধিতে পারে না—
ভায়েশালের ফেক্ডি পড়িয়া কেবল ক্তায়শালীয় বৃদ্ধি হয়—সাংসারিক বৃদ্ধিব
চালনা হয় না। ভর্কবাগাপ অমনি গলিয়া গিয়া উপস্থিত কথায় আমেন করিছে
লাগিলেন।

১২ বেচাবাম বাবুর নিকট বেনীবাবুর গ্যন, মতিলাবের লাঙা রামনাবের টার্ম চরিত্র হাওনের কারণ, বর্মাপ্রাদ বাবুর প্রসক্ষ—মন শোধনের উপার।

বৌবাঞ্চারের বেচারাম বাবু বৈঠকখানায় বদিয়া আছেন। নিকটে ছুই এক জন লোক কীউন অন্ধ গাইভেছে। বাবু গোর্হ, দান, মান, মাণুর, খণ্ডিভা, উংকঞ্জিভা, কলহান্তরিতা ক্রমেং ফরমাইদ করিভেছেন। কীউনিয়ারা মনোহরদায়ী রেনিটি ও নানা প্রকার স্থরে কীউন করিভেছে, দে দকল ভনিয়া কেহং দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিভেছে। বেচারাম বাবু চিত্রপুত্তলিকার ন্তায় ন্তর্ক হুইয়া বিদয়া রহিয়াছেন এমত দময়ে বালীর বেণীবাবু গিয়া উপস্থিত হুইলেন।

বেচারাম বাবু অমনি কীর্তন বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে কও বেণী চায়া ! বেঁচে আছ কি ? বাবুরাম নেকড়ার আগুন—ছেড়েও ছাড়ে না অধচ আমরা তাঁহার যে কর্মে যাই সেই কর্মে লগুভও হইয়া আসিতে হয়। মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভাল আকেল পাইয়াছি—কথাই আছে ধে হয় ঘরের শক্র সেই যায় বর্ষাত্রী।

বেণী। বাব্রাম বাব্র কথা আর বল্বেন না—দেক্সেক্ হওয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হয় বালীর ঘর বার ছাড়িয়া প্রস্থান করি। ''অপরস্থা কিং ভবিয়ভি''—আর বা কপালে কি আছে!

বেচারাম। ভাল, বাবুরামের তো এই গতিক—আপনি বেমন—মন্ত্রী বেমন—
সঙ্গীরা বেমন—পুত্র বেমন—সকল কর্ম কারথানাও তেমন। তাঁহার ছোট
ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? সে বে গোবর কুড়ে পদ্মড়ল!

বেণী। আপনি এ কথা জিজ্ঞাদা করিতে পারেন।—এ কথাটি অসম্ভব বটে কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। পূর্বে আমি বরদাপ্রশাদ বিশাদ বাবুর পরিচয়

দিয়াছি তাহা আপনার শারণ থাকিতে পারে। কিয়ৎকালাবধি ঐ মহাশয় বৈছবাটীতে অবস্থিতি করিয়া আছেন। আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বাব্রাম বাব্র কনিষ্ঠ প্র রামলাল ষত্যপি মতিলালের মত হয় তবে বাব্রামের বংশ ঘরায় নির্বংশ হইবে কিস্তু ঐ ছেলেটি ভাল হইতে পারে, তাহার উত্তম স্বযোগ হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রামলালকে সঙ্গে করিয়া উক্ত বিশ্বাস বাব্র নিকট গিয়াছিলাম। ছেলেটির সেই পর্যন্ত বিশ্বাস বাব্র প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে তাঁহার নিকটেই সর্বদা পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড় থাকে না, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।

বেচারাম। পূর্বে এ বিখাদ বার্রই গুণ বর্ণনা করিয়াছিলে বটে,—যাহা হউক, একাধারে এত গুণ কখন শুনি নাই, এক্ষণে তাঁহার ভাল পদ হইয়াছে— মনে গ্রিনা জন্মিয়া এত নম্তা কি প্রকারে হইল ?

বেণী। যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও কথন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে থাকে তাহার নত্রতা প্রায় হওয়া ভার—দে ব্যক্তি অত্যের মনের গতি বৃঝিতে পারে না অর্থাৎ কি বা পরের প্রিয়, কি বা পরের প্রপ্রিয়, তাহা তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় না, কেবল আপন ক্থে সর্বদা মত্ত থাকে—আপনাকে বড় দেখে ও তাহার আত্মীয়বর্গ প্রায় তাহার সম্পদেরই থাতির করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় মনের গণি বড় ভয়ানক হইয়া উঠে—এমত স্থলে নত্রতা ও দয়া কথনই স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার বড়মান্থবের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না। একে বাপের বিষয়, তাতে ভারি২ পদ স্থতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না থাইলে—বিপদে না পড়িলে মন স্থির হয় না। মহুয়ের নত্রতা অগ্রেই আবশ্রক। নত্রতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন কথনই হয় না—নত্র না হইলে লোকে ধর্মে বাড়িতেও পারে না।

বেচারাম। বরদা বাবু এত ভাল কি প্রকারে হইলেন ?

বেণী। বরদা বাবু বাল্যাবস্থা অবধি ক্লেশে পড়িয়াছিলেন। ক্লেশে পড়িয়া পরমেশ্বরকে অনবরত ধ্যান করিতেন—এইমত অনবরত ধ্যান করাতে তাঁহার মনে দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে২ কর্ম পরমেশ্বরের প্রিয় তাহাই করা কর্তব্য। থে২ কর্ম তাঁহার অপ্রিয় ভাহা প্রাণ গেলেও করা কর্তব্য নহে। ঐ সংস্কার অফ্সারে তিনি চলিয়া থাকেন।

বেচারাম। প্রমেশ্বের প্রিয় অপ্রিয় কর্ম তিনি কি প্রকারে স্থির করিয়াছেন। বেণী। ঐ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার তুই উপায় আছে। প্রথম্তঃ মনঃ সংয্ম

করিতে হয়। মনের সংখ্য নিমিত্ত শ্বির হইলা ধ্যান ও মনের স্ট্রার বৃদ্ধি করা আবশুক। স্থিরতর চিত্তে ধ্যানের দারা মনকে উন্টে পাণ্টে দেখুতে২ হিভাহিত বিবেচনা শক্তির চালনা হইতে থাকে, ঐ শক্তি ষেমন প্রবল হইয়া উঠে ভেমনি লোকে ঈশরের অপ্রিয় কর্মে বিরক্ত হইয়া প্রিয় কর্মেতে রত হইয়া থাকে। দিতীয়তঃ সাধুলোকে যাহা লিথিয়াছেন ভাহা পাঠ ও আন্দোলন করিলে এ শক্তি ক্রমশঃ অভ্যাদ হয়। বরদা বাবু আপনাকে ভাল করিবার জন্ম কোন অংশে কফুর করেন নাই। অভাবিধি তিনি সাধারণ লোকের তায় কেবল হো হো করিয়া বেড়ান না। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়ত প্রমেশবের উপাদনা করিয়া থাকেন—তৎকালীন তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা তাঁহার নয়নের ভল ঘারাই প্রকাশ পায়। তাহার পরে তিনি আপনি কি মন্দ ও কি ভাল কর্ম করিয়াছেন তাহা স্বস্থির হইয়া উন্টে পান্টে দেখেন—তিনি আপন গুণ কখনই গ্রহণ করেন না-কোন অংশে কিঞ্মিত্র দোষ দেখিলেই অভিশয় সন্তাপিত হন কিন্তু অন্তের গুণ প্রবণে আমোদ করেন, দোষ জানিতে পারিলে ভাতৃভাবে কেবল কিছু তুঃথ প্রকাশ করেন। এইরূপ অভ্যাদের দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্মল ও শাস্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনকে এরপ সংযত করে সে যে ধর্মতে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি ?

বেচারাম। বেণী ভায়া! বরদা বাবুর কথা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল, এমত লোকের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, দিবসে তিনি কি করিয়া থাকেন? বেণীবাবৃ। তিনি দিবসে বিষয় কর্ম করিয়া থাকেন বটে কিন্তু অক্টান্ত লোকের মত নহেন। অনেকেই বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল পদ ও অর্থের বিষয় ভাবেন, কিন্তু তিনি ভাহা বড় ভাবেন না। তাঁহার ভাল জানা আছে যে পদ ও অর্থ জলবিম্বের ল্লায়—দেখিতে ভাল—শুনিতে ভাল—কিন্তু মরিলে সঙ্গে যায় না বরং সাবধানপূর্বক না চলিলে এ উভয় ঘায়া কুমতি জন্মিয়া থাকে, তাঁহার বিষয় কর্ম করিবার প্রধান ভাৎপর্য এই যে তদ্মারা আপন কর্মের চালনা ও পরীক্ষা করিবেন। বিষয়় কর্ম করিতে গেলে লোভ, রাগ, হিংসা, অবিচার ইভ্যাদি প্রবল হইয়া উঠে ও ঐ সকল রিপুর দাপটে অনেকেই মায়া যায়। ভাহাতে যে সামিলিয়া যায় সেই প্রকৃত ধার্মিক। ধর্ম মুথে বলা সহজ কিন্তু কর্মের ঘায়া না দেখাইলে মুথে বলা শুধু ভঙামি। বরদা বাবু সর্বদা বলিয়া থাকেন সংসার পাঠশালার স্বরূপ, বিষয় কর্মের ঘারা মনের সদভ্যাস হইলে ধর্ম অটুট হয়। বেচারাম। তবে কি বরদা বাবু অর্থকে অগ্রাহ্ন করেন?

েবেণী। না না—অুর্থকে হেয় বোধ করেন না—কিন্তু তাঁহার বিবেচনাতে ধর্ম

আত্রে—অর্থ তাহার পর, অর্থাং ধর্মকে বজায় রাখিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হইবেক।

বেচারাম। বরদা বাবু রাত্রে বাটীতে কি করেন?

বেণী। দন্ধার পর পরিবারের দহিত দদালাপ ও পড়াগুনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চরিত্র দেখিয়া পরিবারের। দকলে তাঁহার মত হইতে চেটা করে, পরিবারের প্রতি তাঁহার এমত স্নেহ দে স্থী মনে করেন এমন স্বামী ধেন জন্মেং পাই, দস্তানেরা তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে ছট্কট্ করে। বরদা বাব্র প্রভাল যেমন ভাল, ক্যাগুলিও তেমনি ভাল। অনেকের বাটাতে ভায়ে বোনে দর্বদা কচকচি, কলহ করিয়া থাকে। বরদা বাব্র সন্তানেরা কেহ কাহাকেও উচ্চ কথা কহে না, কি লেখার সময়, কি পড়ার সময়, কি থাবার সময়, সকল সময়েই তাহারা পরস্পর স্নেহপূর্বক কথাবার্ত। কহিয়া থাকে—বাপ মা ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না।

বেচারাম। আমি শুনিয়াছি বরদা বাব্ দর্বদা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।
বেণী। একথা সভ্য বটে—তিনি অত্যের ক্লেশ, বিপদ অথবা পীড়া শুনিলে
বাটীতে দ্বির হইয়া থাকিতে পারেন না। নিকটস্থ অনেক লোকের নানা
প্রকারে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু এ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না ও
অক্টের উপকার করিলে আপনাকে উপকৃত বোধ করেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এমন প্রকার লোক চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কখন কাণেও শুনি নাই—এমত লোকের নিকটে বুড়া থাকিলেও ভাল হয়—ছেলে তো ভাল হবেই। আহা! বাব্রামের ছোট ছেলেটি ভাল হইলেই বড় সুখজনক হইবে।

> ১০ বরদ'প্রসাদ বাব্র উপদেশ দেওন—হাঁহার বিজ্ঞতা ও ধর্মানটা এবং ফুশিক্ষার প্রণালী। তাঁহার নিকট রামলালের উপদেশ, তজ্জ্ম তাঁহার পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার সহিত পরামর্শ। রামলালের ঋণ বিষয়ে মনাশ্তর ও তাঁহার বড় ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ

বরদাপ্রসাদ বাব্র বিভাশিক্ষা বিষয়ে বিজাতীয় বিচক্ষণতা ছিল। তিনি মানব স্বভাব ভাল জানিতেন। মনের কিং শক্তি কিং ভাব এবং কিং প্রকারে ঐ সকল শক্তি ও ভাবের চালনা হইলে মহন্ত বৃদ্ধিমান্ ও ধার্মিক হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষকের কর্মটি বড় সূহজ নহে। অনেকে

মংকিজিং মুল্ডোলা রকম শিলিয়া অনু কর্ম কাজ না ফুটাল শিক্ষক চইয়া বদেন—এমত সকল লোকের হারা ভাল শিক্ষা হটতে পাবে না। প্রকৃত শিক্ষ হইতে গেলে মনের গতি ও ভাব সকলকে ভালতপে আনিতে হল এবং কি প্রকারে নিকা দিলে কর্মে আদিতে পারে ভাষা যদির হট্যা দেখিতে হয় প ভনিতে হয় ও শিথিতে হয়। এ সকল না কবিয়া ভাষানভা রকমে শিকা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয়—এক শত বার কোলাল পাভিলেও এক মুটা মাটি कांটা হয় না, বরদাপ্রদান বাবু বহুদলী ভিলেন-মনেক কাল্যব্ধি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ থাকাতে শিকা দেশনের প্রণালী ভাল ভানিতেন, ভিান বে প্রকারে শিকা করাইতেন ভাগতে সার শিকা হইত। একণে দরকারী বিচালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয় ভাহাতে শিক্ষার আদল অভিপ্রার সিম্ব হয় না কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাবাদির সুন্দর্ভণ চালনা হয় না। চাত্রেরা কেবল মুগত্ব করিতে শিধে ভাহাতে কেবল অরণশক্তি ভাগরিত হয়--বিবেচনা-শক্তি প্রায় নিম্রিত থাকে, মনের ভাগাণির চালনার তে। কথাই নাই। শিকার প্রধান ভাংপর এই যে ছাত্রদিগের বরক্রেম অভুসারে মনের শক্তি ও ভাব সকল সমানরণে চালিত হটবেক। এক শক্তির অধিক চালনা ও অন্ত শক্তির অর চালনা করা কর্তব্য হয় না। বেমন শরীরের সকল অভকে মভন্ত করিলে শরীরটি নিরেট হয় ডেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানত্রপে চালনা কবিলে আসল বৃদ্ধি হয়। মনের সন্তাবাদির ও চালনা সমানতংশ কর। আংক । একটি সভাবের চালনা করিলেই সকল মন্তাবের চালনা হয় না। মুভোব প্রতি লক্ষা জন্মিলেও দুয়ার লেশ না থাকিতে পারে—দুয়ার ভাগ অধিক থাকিয়া দেনা পাওনা বিষয়ে কাওজান না থাকা অসম্ভব নহে—দেনা পাওনা বিষয়ে খারা থাকিয়াও পিতা মাতা এবং স্থী পুত্রের উপর অহত্ব ও নিম্নেহ হইবার স্কাবনা— পিতা মাতা ও স্থী পুত্রের প্রতি শ্লেহ থাকিতে পারে অধ্য সরলতা কিছুমাত্র না থাকা অসম্ভব নহে। ফলেও বরদাপ্রসাদ বাবু ভাল জানিতেন যে মনের ভাবাদির চালনার মূল প্রমেখরের প্রতি ভক্তি—ঐ ভক্তির হেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি মনের সকল ভাবের চালনা হইতে থাকিবে, ভাহা না হইলে ঐ কর্মটি ভলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে।

রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদাবাবুর শিশু হইয়াছিল। রামলালের মনের দকল শক্তি ও ভাবের চালনা স্করক্রে হইতে লাগিল। মনের ভাবের চালনা সং লোকের সহবাসে যেমন হয়, তেমন শিকাদারা হয় না। যেমন কলমের দারা জাম গাছের ডাল আঁব গাছের ডাল হয়, তেমনি সহবাসের দারা এক রকম মন অন্ত আর এক রকম হইয়া পড়ে। সং মনের এমন মাহাত্ম্য যে তাহার ছায়া অধ্য মনের উপর পড়িলে, অধ্য রূপ ক্রমেং সেই ছায়ার স্বরূপ হইয়া বসে।

বরদাবাবুর সহবাদে রামলালের মনের চাঁচা প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠিল। রামলাল প্রাতংকালে উঠিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্স ফর্দা জায়গায় ভ্রমণ ও বায় দেবন করেন—তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইল যে, শরীরে জাের না হইলে মনের জাের হয় না। তাহার পরে বাটাতে আদিয়া উপাদনা ও আত্মবিচার করেন এবং যে সকল বহি পড়িলে ও যেহ লােকের সহিত আলাপ করিলে বুদ্ধি ও মনের সম্ভাব বৃদ্ধি হয়, কেবল সেই সকল বহি পড়েন ও দেই সকল লােকের সহিত আলাপ করেন। সং লােকের নাম শুনিলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন—তাঁহার জাতি অথবা অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অমুসন্ধান করেন না। রামলালের বােধশােধ এমত পরিদ্ধার হইল যে, যাহার সঙ্গে আলাপ করেন তাহার সহিত কেবল কেজাে কথাই কহেন—ফাল্তাে কথা কিছুই কহেন না, অন্ত লােক ফাল্তাে কথা কহিলে আপন বৃদ্ধির জােরে কুরুণীর ন্তায় সারহ কথা বাহির করিয়া লয়েন। তিনি মনের মধ্যে সর্বদাই ভাবেন পরমেশ্রের প্রতি ভক্তি, নীভিজ্ঞান ও সদ্বৃদ্ধি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা৷ কর্তব্য। এই মতে চলাতে তাঁহাের স্থভাব চরিত্র ও কর্ম সকল উত্তরহ প্রশংসনীয় হইতে লাগিল।

সততা কথনই ঢাকা থাকে না—পাড়ার সকল লোকে বলাবলি করে—রামলাল দৈত্যকুলের প্রহলাদ। ভাহাদিগের বিপদ্ আপদে রামলাল আগে বুক দিয়া পড়ে। কি পরিশ্রম দ্বারা, কি অর্থ দ্বারা, কি বুদ্ধির দ্বারা, যাহার যাতে উপকার হয় তাহাই করে। কি প্রাচীন, কি যুবা, কি শিশু, সকলেই রামলালের অনুগত ও আত্মীয় হইল—রামলালের নিন্দা গুনিলে তাহাদিগের কর্ণে শেল সম লাগিত —প্রশংসা গুনিলে মহা আনন্দ হইত। পাড়ার প্রাচীন স্বীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আমাদিগের এমনি একটি ছেলে হলে বাহাকে কাছ্ছাড়া হতে দিতুম না—আহা! ওর মা কত পুণ্য করেছিল যে এমন ছেলে পেয়েছে। যুবতী স্বীলোকেরা রামলালের রূপ গুণ দেখিয়া গুনিয়া মনেহ কহিত, এমনি পুরুষ যেন স্বামী হয়।

রামলালের সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র ক্রমে২ ঘরে বাহিরে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার পরিবার মধ্যে কাহারও প্রতি কোন অংশে কর্তব্য ক্রমের ক্রটি হইত না।

রামলালের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া একং বার মনে করিতেন, ছোট পুত্রটি হিন্মানি বিষয়ে আলগাং রকম—তিলকদেবা করে না—কোশা কোশী লইমা পূজা করে না-হরিনামের মালাও জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাদনা করে ও কোন অধর্যে রত নহে—আমরা বুড়িং মিগ্যা কথা কহি— ছেলেটি সত্য বই অন্য কথা জানে না—বাপ মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে, অধিকস্ক আমাদিগের অন্থরোধে কোন অন্তায় কর্ম করিতে কথনই স্বীকার করে না-আমার বিষয় আশয়ে অনেক জোড় আছে-সত্য মিথ্যা তুই চাই। অপর বাটীতে দোল হুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে—এ সকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে ? মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে — বোধ হয় দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়েদ কালে ভারিত্ব হইলে দব দেরে যাবে। রামলালের মাতা ও ভগিনীরা তাঁহার গুণে দিন২ আর্দ্র হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকারের পর আলোক দর্শনে যেমন আহলাদ জন্মে, তেমনি তাঁহাদিগের মনে আনন্দ হইল, মতিলালের অসম্বাবহারে তাঁহারা মিয়মাণ ছিলেন, মনে কিছুমাত্র স্থ ছিল না—লোকগঞ্জনায় অধোমুথ হইয়া থাকিতেন, এক্লণে রাম-लाल्वत मन् छर्प भरन खर्प ७ भूथ উब्बन रहेन। मामनामीता भूर्व मिन्नालत নিকট কেবল গালাগালি ও মার থাইয়া পালাই২ ডাক ছাড়িত-একণে রাম-লালের মিষ্ট বাক্যে ও অমুগ্রহে ভিজিয়া আপনং কর্মে অধিক মনোযোগী হইল। মতিলাল, হলধর ও গদাধর রামলালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিত, ছোঁড়া পাগল হলো—বোধ হয় মাথার দোষ জন্মিয়াছে। কর্তাকে বলিয়া ওকে পাগ্লা গারদে পাঠান যাউক—এক রত্তি ছোঁড়া, দিবারাত্তি ধর্মং বলে—ছেলে মুথে বুড়ো কথা ভাল লাগে না। মানগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও দোলগোবিন্দ মধ্যে২ বলে—মতিবারু ! তুমি কপালে পুরুষ—রামলালের গতিক ভাল নয়—ভটা ধর্ম২ করিয়া শীঘ্র নিকেশ হবে, তার পর তুমিই সমস্ত বিষয়টা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া নিছক মজা মার। আর ওটা যদিও বাঁচে তবু কেবল জড়ভরতের মত হবে। আ মরি! যেমন গুরু তেমনি চেলা—পৃথিবীতে আর শিক্ষক পাইলেন না। একটা বাঙ্গালের কাছে গুরুমন্ত্র পাইয়া সকলের নিকটে ধর্ম২ বলিয়া বেড়ান। বড় বাড়াবাড়ি করলে ওকে আর ওর গুরুকে একেবারে বিদর্জন দিব। আ মর! টগ্রে ছোঁড়া বলে বেড়ায়, দাদা কুসন্ ছাড়লে বড় স্থথের বিষয় হবে—আবার বলে দাদা বরদাবাবুর নিকট গমনাগমন করিলে ভাল হয়। বরদাবাবু--বুদ্ধির টেঁকি। গুণবানের জেঠা। খবরদার, মতিবাবু, তুমি যেনু দমে পড়ে দেটার কাছে যেও না। আমরা আবার শিথ্ব

কি গাংশৰ কৰা কয় , গা , লা আন্ধাৰের কাচে একে শিক্ষে মাউদ। আন্ধার অক্ষেপ্র চাই — মলা চাই — মারেল চাই।

विकास महेनाई द्रायमार्ग्य करायराच कावन कर्ममुगाव काराना हर्दिन वीर् समय नार्वात्मवी वर्ष्याप्रिय विस्तर्थय छन्तव पुत्री व्यक्त प्रधावन प्राप्तिवस्त । व भागस व्यासक यायला (मालयार्ल (मरार्ड - हार्रल यह रहार भूषण देश साहे रिज् চাৰেত উপৰ চাৰ 'জ্য' ভূপ ্তলাৰ কল্ব হল্পাই , রাম্পাল যে অকাৰ হল্মা উটল ভাগেত এই মাত পাতে গমন বাধ গটল না-- প্ৰেচ পতিবেট সে পেচিয় * মান্ত্র হার্যান বাল্ডে মান্ত্র কার্য। আভারর ১৯১৪। ভারি বাগ্যাত উলাস্ত र्रापन करा भौतन मानाद शर शृंध देवराख्य प्राप इत्र जन, माद क्रकार বা না পাষ্ট। বিনি মনোমধ্যে খনেক বিবেচনা করিয়া একদিন বার্বাম বাৰুকে ব'লালন—বাৰু মাণেব , ভোষাৰ ছোও লেড কাৰ ভৌল নেখা কাৰ মোর বভ শাম হজে। মার মানুম হল ওবা লেওলানা হলেও — তেবা মোর উপৰ বভ পালা, দশ মানামর নজ বিশে বলে মুট ভোমাকে বারাব কব্লাম---এ বাজ ভানে মোর থেলে বছ ডোট লেপেছে। বাবু সাহেব । এ বচত বুবা বাভ — এক এলনাদিক মোরে বলাল—কেল ভোমাকেও পক্ত বল্ভে প্রে। (महरू का जान कार-नदम कार-तिकासिक न रक्काक क्रना, जनाक (मन्त्र) মোনাদের। আর যে রবক প্রক পটে ভাতে বে জমিনারি থাকে এতনা মোর अक्टल मानुम हव ना ।

মে বা কর ঘটে বড় বুলি নাই দে পরের কথায় অভিবে হইয়া পড়ে। বেমন কীচা মা জর হাতে ভুগানে নৌতা পড়িলে উল্মল্ করিছে থাকে—কুল কিনারা প্রেক পার না—দেই মন্ত ঐ ব্যক্তি চারি কিকে অন্ধ্রার রেখে—ভাল মন্ত্র কিছিই ভির করিতে পারে না। একে বার্রাম বাব্র মাজা বুলি নহে ভাতে ইকচাচার কথা বন্ধলান, এই অন্ত ভেবাচেকা লেগে ভিনি ভত্তগলার মন্ত ফেল্থ করিছ। চাহিয়া রহিলেন ও কণেক কাল পরে ভিজ্ঞান। করিলেন—উপায় কি ? ইকচাচা বলিলেন—মোলার লেড্কা বুরা নহে বরদা বাব্ই স্ব বন্ধের জড়— ওনাকে ভনাভ করিলে লেড্কা ভাল হবে—বাবু সাহেব ! হেন্দুর লেড্কা হয়ে হেন্র মাফিক পাল পাবে করা মোনাসেব, আর ছনিয়াগারি করতে গোলে ভাল

বুরা ছই চাই—ছনিয়া সাচচা নম্ম— মৃই একা সাচচা হয়ে কি করবো ?
যাহার বেরপ সংস্থার সেইমভ কথা শুনিলে ঐ কথা বড় মনের মত হয়।
বিশ্বানি ও বিষয় রক্ষা সংক্রান্ত কথাতেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা ঠকচাচা
ভাল জানিতেন ও ঐ কথাতেই কর্ম কেয়াল হইল। বাবুরাম বারু উক্ত পরামর্শ

हीर नह शाकाख रहे रहें। हहा हर व का निक्र सार पुंचर साम रहा तक करा है है का निक्र साम रहा कर तक सहिता है कि साम कर कर करा है है कर साम है कर करा है है कर सिंग है करा सिंग है करा सिंग है करा है कर सिंग है करा है क

दार्तिमा हिर्दिश्च कार्याम काल (०१) मा आंतिक विद्यालय मृत्य मिन्ना या ११ का विद्यालय कार्याम कार्याच व्याप्त व्याप्त

আমোদ হুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে, আবার অভ্ কোন প্রকার রং না হইলে ছট্ফটানি উপস্থিত হয়। এইরপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে এক২ জনকে এক২টা নৃতন২ আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্ত একদিন হলধর দোলগোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিথাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বাটাতে ঔষধ প্রস্তুতের ধুম লেগে গিয়েছে—কোনখানে রসাসিকু মাড়া যাইতেছে—কোনখানে মধ্যম নারায়ণ তৈলের জাল হইতেছে—কোনখানে সোণা ভস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুডুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আস্থন— জমিদার বাবুর বাটীতে একটি বালকের ঘোরতর জরবিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগীর এখন তথন হইয়াছে তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাত্যশ-অনুমান হয় মাতক্র ওষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীর নিকট আদিয়া উপস্থিত হইলেন। যতগুলিন নব বাবু নিকটে ছিল তাহারা বলিয়া উঠিল—আত্তে আজ্ঞা হউক্ কবিরাল মহাশয় আমাদিগকে বাঁচাউন--দোলগোবিন্দ দশ পোনের দিন পর্যস্ত জ্বরবিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে-লাহ পিপাদা অভিশয়-রাত্রে নিদ্রা নাই - কেবল ছট্টট্ করিতেছে,—মহাশয় এক ছিলিম তামাক খাইয়া ভাল করিয়া হাত দেখুন। ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়াশুনা বড় নাই-মাপন ব্যবসায়ে ধামাধর। গোচ--দাদা যা বলেন তাইতেই মত-স্থতরাং স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দস্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে কিন্তু স্লেহ-প্রযুক্ত কথনই ফেলিবেন না। রোগীর হাত দেখিয়া নিখাদ ত্যাগ করিয়া তক হইয়া বদিলেন। হলধর জিজ্ঞাদা করিলেন—কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন ? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও একং বার ফেল্২ করিয়া চায়—একং বার জিহ্বা বাহির করে—একং বারদন্ত কড্মড়্করে—একং বার খাদের টান দেথায়—একং বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে২ বসেন, রোগী গড়িয়া২ গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোঁড়ারা জিজ্ঞাদা করিল—রায় মহাশয়! এ কি? ভিনি বলিলেন-এ পীড়াটি ভয়ানক -বোধ হয় জ্ববিকার

তৈল মাধিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে ছ বুড়ির ফলে অমিত্তি হারাইতে হয়, এজন্ত তাড়াতাড়ি বোতল লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন। দকলে বলিন-মহাশয় যান কোথায় ? কবিরাজ কহিলেন-উল্লপ ক্রমেং বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়, এক্ষণে রোগীকে এ স্থানে রাথা আর কর্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা ভনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিটান দিলেন--- বৈভাবাটীর অবভারেরা দকলেই পশ্চাং২ দৌড়ে যাইতে লাগিল---কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোষা হইয়া থম্কিয়া দাঁড়াইলেন—নব বাবুরা কবিরাজকে গলাধাক। দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে২ গঙ্গাতীরে আনিল। দোলগোবিল নিকটে আসিয়া কহিল-কবিরাজ মামা! আমাকে গন্ধায় পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা— এসো বাবা! এক্ষণে তোমাকে অন্তর্জনি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ানি লোকের দণ্ডে২ মত ফেরে, আবার কিছু কাল পরে বলিল—আর আমাকে গছায় পাঠাইবে ? যাও বাবা ! ঘরের ছেলে ঘরে যাও, কিন্তু তেলের বোতলট। দিয়ে ষাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রগ্রগে করিয়া তেল মাখিয়া ঝুপ ঝাপ্ করিয়া গদ্ধায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া ভনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলেই বাঁচি, এই ভাবিয়া পা বাড়াইতেছেন— ইতিমধ্যে হলধর সাঁতার দিতে২ চীৎকার করিয়া বলিল—ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পান হুই রসাদিন্ধু দিতে হবে—পালিও না। বাবা। यদি পালাও তো মামিকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ভিপেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ২ করিতে২ বাসায় প্রস্থান করিলেন। ফাল্কন মাসে গাছপালা গজিয়ে উঠে ও ফুলের সৌগন্ধা চারি দিকে ছড়িয়া পড়ে। বরদা বাবুর বাদাবাটী গন্ধার ধারে—সমুথে একথানি আটচালা ও চতুষ্পার্শে বাগান। বরদা বাবু প্রতিদিন বৈকালে ঐ আটচালায় বিসয়া বায়ু দেবন করিতেন এবং নানা বিষয় ভাবিতেন ও আত্মীয় লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। রামলাল সর্বদা নিকটে থাকিত, তাহার সহিত বরদা বাব্র মনের কথা হইত। রামলাল এই প্রকারে অনেক উপদেশ পায়—স্থােগ পাইলেই কি২ উপায়ে পরমার্থ জ্ঞান ও চিত্তশােধন হইতে পারে তি বিষয়ে গুরুকে খুঁচিয়া২ জিজ্ঞান। করিত। একদিন রামলাল বলিল—মহাশয় !

ও উল্লণ হইয়াছে। পূর্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম, একণে শিবের অসাধ্য। এই বলিতে২ রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডুব আমার দেশ অমণ করিতে বড় ইচ্ছা যায়—বাটীতে থাকিয়া দাদার কুকথা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা শুনিয়া২ ত্যক্ত হইয়াছি কিন্তু মা বাপের ও ভগিনীর ক্ষেহ প্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে—কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না।

বরদা। দেশ ভ্রমণে অনেক উপকার। দেশ ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদশিত জন্মে না, নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে২ মন দরাজ হয়। ভিন্ন২ স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ ব্যবহার ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মনদ অবস্থা হইয়াছে তাহা খুঁটিয়া অফুসস্কান করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; আর নানা জাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস হওয়াতে মনের দ্বেভাব দূরে যাইয়া সন্তাব বাড়িতে থাকে। মরে বসিয়া পড়াওনা করিলে কেতাবি বৃদ্ধি হয়—পড়াশুনাও চাই— সংলোকের সহবাসও চাই— বিষয়কর্মও চাই—নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপও চাই। এই কয়েকটি কর্মের দারা বৃদ্ধি পরিষ্কার এবং সম্ভাব বৃদ্ধিশীল হয় কিন্তু ভ্রমণ করিতে গিয়া কিং বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা অগ্রে জানা আবশ্রক, তাহা না জানিয়া ভ্রমণ করা বলদের হায় ঘুরিয়া বেড়ান মাত্র। আমি এমন কথা বলি না যে এরপ ভ্রমণ করাতে কিছুমাত্র উপকার নাই—আমার দে অভিপ্রায় নহে, ভ্রমণ করিলে কিছু না কিছু উপকার অবশুই আছে কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমণকালে কিং অহুসন্ধান করিতে হয় তাহা না জানে ও সেই সকল অহুসন্ধান করিতে না পারে তাহার ভ্রমণের পরিশ্রম দ্বাংখে দফল হয় না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এ দেশ হইতে ও দেশে গিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল দেশ সংক্রান্ত আসল কথা জিজ্ঞানা করিলে কয় জন উত্তমরূপ উত্তর করিতে পারে ? এ দোষটি বড় তাহাদিগের নহে-এটি তাহাদিগের শিক্ষার দোষ। দেখাগুনা, অবেষণ ও বিবেচনা করিতে না শিথিলে একবারে আকাশ থেকে ভাল বৃদ্ধি পাওয়া যায় না। শিশুদিগকে এমত তরিবত দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়---সকল তদবির দেখিতে২ একটার দহিত আর একটার তুলনা করিবে অর্থাথ এর হাত আছে ওর পা নাই, এর মুখ এমন, ওর লেজ নাই, এইরপ তুলনা করিলে দর্শনশক্তি ও বিবেচনাশক্তি হয়েরই চালনা হইতে থাকিবে। কিছু কাল পরে এইরূপ তুলনা করা আপনা আপনি সহজ বোধ হইবে তথন নানা বস্থ কি কারণে পরস্পার ভিন্ন হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে, তাহার পরে কোন্২ বস্ত কোন্২ শ্রেণীতে আসিতে পারে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই প্রকার উপদেশ দিতে২ অন্ত্রদন্ধান করণের অভ্যাদ ও

বিবেচনাশক্তির চালনা হয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষা এদেশে প্রায় হয় না এছল আমাদিগের বৃদ্ধি গোলমেলে ও ভাসাং হইরা পড়ে—কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে
কোন্ কথাটা বা সার—ও কোন্ কথাটা বা অসার, ভাহা শীল্ল বোধগম্য হয় না
ও কিরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রস্তাবের বিবেচনা হইয়া ভাল মীমাংসা হইতে পারে
ভাহাও অনেকের বৃদ্ধিতে আসে না অতএব অনেকের ল্রমণ যে মিথ্যা ল্রমণ
হয় এ কথা অলীক নহে কিন্তু তোমার যে প্রকার শিক্ষা হইয়াছে ভাহাতে বোধ
হয় ল্রমণ করিলে তোমার অনেক উপকার দশিবে।

রামলাল। যদি বিদেশে যাই তবে যে২ স্থানে বদত্তি আছে সেই২ স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিতে হইবে কিন্তু আমি কোন্ জাতীয় ও কি প্রকার লোকের সহিত অধিক সহবাস করিব?

বরদা। এ কথাটি বড় সহজ নহে—ঠা ওরিয়া উত্তর দিতে হবে। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ লোক আছে—ভাল লোক পাইলেই ভাহার সহিত সহবাস করিবে। ভাল লোকের লক্ষণ তুমি বেশ জান, প্নরায় বলা জনাবশুক। ইংরাজদিগের নিকটে থাকিলে লোকে সাহসী হয়—ভাহারা সাহসকে পূজা করে—যে ইংরাজ অসাহদিক কর্ম করে সে ভদ্রসমাজে যাইতে পারে না কিন্তু সাহসী হইলে যে সর্ব-প্রকারে ধার্মিক হয় এমত নহে—সাহস সকলের বড় আবশুক বটে কিন্তু যে সাহস ধর্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় সেই সাহসই সাহস—ভোমাকে পূর্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিভেছি সর্বদা পরমার্থ চর্চা করিবে নতুবা যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে—যাহা শিথিবে ভাহাতেই অহঙ্কার রুদ্ধি হইবে। আর মন্ত্র্য যাহা দেখে ভাহাই করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের সহবাসে অনেক ফাল্ভো সাহেবানি শিথিয়া অভিমানে ভরে যায় ও যে কিছু কর্ম করে ভাহা অহঙ্কার হইতেই করিয়া থাকে—এ কথাটিও শ্বন্থ থাকিলে ক্ষতি নাই।

এইরপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বাগানের পশ্চিম দিক্ থেকে জনকয়েক পিয়াদা হন্থ করিয়া আসিয়া বরদা বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল—বরদা বাবু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজাসা করিলেন—তোমরা কে ? তাহারা উত্তর করিল—আমরা পুলিদের লোক—আপনার নামে গোম খুনির নালিস হইয়াছে—আপনাকে হুগলির ম্যাজিষ্টেট সাহেবের আদালতে যাইয়া জবাব দিতে হুইবে আর আমরা এখানে গোম তল্লাস করিব। এই কথা শুনিবামাত্রে রামলাল দাড়াইয়া উঠিল ও পরওয়ানা পড়িয়া মিথাা নালিস জন্ত রাগে কাঁপিতে লাগিল। বরদা বাবু তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—ব্যস্ত হুইও না, বিষয়টা তলিয়ে দেখা হুউক—পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত ঘটিয়া থাকে।

আপদ উপস্থিত হইলে কোনমতে অস্থির হওয়া কর্তব্য নহে—বিপদ্কালে চঞ্চল হওয়া নির্দির কর্ম, আর আমার উপর যে দোষ হইয়াছে তাহা মনে বেশ জানি যে আমি করি নাই—তবে আমার ভয় কি ? কিন্তু আদালতের হুকুম অবশ্য মানিতে হইবে এজন্য দেখানে শীঘ্র হাজির হইব। এক্ষণে পোয়াদারা আমার বাটা তল্লাস কর্ফক ও দেখুক যে আমি কাহাকেও লুকাইয়ে রাখি নাই। এই আদেশ পাইয়া পেয়াদারা চারি দিকে তল্লাস করিল কিন্তু গুমি পাইল না। অনন্তর, বরদা বাবু নৌকা আনাইয়া হুগলি যাইবার উদেঘাগ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বালীর বেণীবাবু দৈবাং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও রামলালকে সঙ্গে করিয়া বরদা বাবু হুগলিতে গমন করিলেন। বেণীবারু ও রামলাল কিঞ্চিং চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিলেন কিন্তু বরদা বাবু সহাস্থবদনে নানা প্রকার কথাবর্তায় তাহাদিগকে স্থির করিতে লাগিলেন।

১৫ ছগলির মাজিষ্ট্রেটের কাছারি বর্ণন, বরদা বাব্, রামলাল ও বেণী বাব্র সহিত ঠকচাচার মাক্ষাৎ, সাহেবের আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদা বাব্র খালান।

হুগলির ম্যাজিপ্টেটের কাছারি বড় সরগরম—আসামি, ফৈরাদি, সাক্ষী, কয়েদি, উকিল ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে, সাহেব কথন্ আদিবে--সাহেব কথন্ আদিবে বলিয়া অনেকে টোং করিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু দাহেবের দেখা নাই। বরদা বাবু, বেণীবাবু ও রামলালকে লইয়া একটি গাছের নীচে কম্বল পাতিয়া বদিয়া আছেন। তাঁহার নিকট তুই এক জন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে, কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না। তাঁহাকে ভম্ন দেখাইবার জক্ত তাহারা বলিতেছে—সাহেবের হুকুম বড় কড়া— কর্ম কাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর—আমরা যা মনে করি তাহাই পারি—জবানবন্দি করান আমাদিগের কর্ম—কলমের মারপেচে দকলই উল্টে দিতে পারি, কিন্তু কধির চাই—তদ্বির করিতে হয় তো এই সময় করা কর্তব্য, একটা হুকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া রামলালের এক২ বার ভয় হইতেচে কিন্তু বরদা বাবু অকুতোভয়ে বলিতেছেন—আপনাদিগের যাহা কর্তব্য তাহাই করিবেন, আমি কখনই বৃদ দিব না, আমি নির্দোষ—আমার কিছুই ভয় নাই। আমলারা বিরক্ত হইয়া আপন স্থানে চলিয়া গেল। হুই এক জন উকিল বরদা বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—দেখিতেছি মহাশয় অতি ভদ্রলোক—অবশ্র কোন দায়ে পড়িয়াছেন, কিন্তু মকদ্দমাটি ষেন বেতছিরে যায় না—যদি সাক্ষীর জোগাড় করিতে চাহেন
এখান হইতে করিয়া দিতে পারি, কিঞ্চিং ব্যন্ন করিলেই সকল স্থযোগ হইতে
পারে। সাহেব এলোং হইয়াছে, যাহা করিতে হয় এই বেলা কলন। বরদা বাব্
উত্তর করিলেন—আপনাদিগের বিশুর অন্ত্রাহ কিন্তু আমাকে বেড়ি পরিতে হয়
তাহাও পরিব—তাহাতে আমার মনে কেশ হইবে না—অপমান হইবে বটে,
সে অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু প্রাণ গেলেও মিথ্যা পথে
যাইব না। ঈস্! মহাশন্ম যে সত্যমুগের মান্ত্রয—বোধ হয় রাজা মুধিটির মরিয়া
জিমিয়াছেন—না ? এইরপ বাঙ্গ করিয়া ঈ্ষং হাত্য করিতেং তাহারা চলিয়া

এই প্রকারে তুইটা বাজিয়া গেল—সাহেবের দেখা নাই, সকলেই তীর্থের কাকের ভায় চাহিয়া আছে। কেহং এক জন আচার্য ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অহে ! গণে বল দেখি সাহেব আজ আদিবেন কি না ? অমনি আচার্য বলিতেছেন—একটা ফুলের নাম কর দেখি ? কেহ বলে জ্বা—আচার্য আঙ্গুলে গণিয়া বলিতেছেন—না আজ সাহেব আসিবেন না—বাটাতে কর্ম আছে। আচার্যের কথায় বিশ্বাদ করিয়া দকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্মত হইন ও বলিয়া উঠিল—রাম বাঁচলুম! বাদায় গিয়া চদ্দপো হওয়া যাউক। ঠকচাচা ভিড়ের ভিতর বসিয়া ছিল, জন চারেক লোক সঙ্গে—বগলে একটা কাগজের পোট্লা—মূথে কাপড়,—চোক তৃটি মিট২ করিতেছে—দাড়িটি ঝুলিরা পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমত সময় তাহার উপর রাম-লালের নজর পড়িল। রামলাল অমনি বরদা ও বেণী বাবুকে বলিল – দেখুনং ঠকচাচা এখানে আসিয়াছে—বোধ হয় ও এই মকন্দমার জড়—না হলে আমাকে দেথিয়া মৃথ ফেরায় কেন ? বরদা বাবু মৃথ তুলিয়া দেথিয়া উত্তর করিলেন—এ কংগটি আমারও মনে লাগে—আমাদিগের দিকে আড়ে২ চায় আবার চোকের উপর চোক পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্তের সহিত কথা কয়—বোধ হয় ঠকচাচাই সরষের ভিতর ভূত। বেণী বাবুর সদা হাস্তবদন—রহস্ত ধারা অনেক অন্তুসন্ধান করেন। চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া ঠকচাচাথ বলিয়া চীৎকার করিয়া ভাকিতে লাগিলেন। পাঁচ সাত ডাক তো ফাওয়ে গেল—ঠকচাচা বগল থেকে কাগজ খুলিয়া দেখিতেছে—বড় ব্যস্ত—শুনেও শুনে না—ঘাড়ও তোলে না। বেণীবাবু তাহার নিকটে আদিয়া হাত ঠেলিয়া জিজ্ঞানা করিলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি এখানে কেন? ঠকচাচা কথাই কন না, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন—এদিকে ষমলজ্জা উপস্থিত—কিন্তু বেণী বাব্কেও টেলে দিতে হইবে, তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া বলিল—বাব্! দড়িয়ার বড় মৌজ হইয়ছে
—এজ তোমরা কি স্থরতে যাবে ? ভাল তা যা হউক তুমি এখানে কেন ? আরে

এ বাতই মোকে বার২ পুচ কর কেন ? মোর বছত কাম, থোড়া ঘড়ি বাদ মূই
তোমার সাথে বাদ বাত কর্ব—আমি জেরা ফিরে এসি, এই বলিয়া ঠকচাচা
ধাঁ করিয়া সরিয়া গিয়া এক জন লোকের সঙ্গে ফাল্ত কথায় ব্যস্ত হইল।
তিন্টা বাজিয়া গেল—সকল লোকে গরে জিরে ভালে করিব সংস্থান

তিনটা বাজিয়া গেল—সকল লোকে ঘুরে ফিরে ত্যক্ত হইল, মফঃসলে কর্মের নিকাস নাই—আদালতে হেঁটে২ লোকের প্রাণ যায়। কাছারি ভাঙ্গং হইয়াছে এমত সময়ে মাজিট্রেটের গাড়ির গড়২ শক হইতে লাগিল, অমনি সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—সাহেব আস্ছেন২। আচার্যের মুখ শুকাইয়া গেল— তুই এক জন লোক তাহাকে বলিল—মহাশয়ের চমৎকার গণনা—আচার্য কহিলেন আজ কিঞ্চিং রুক্ষ দামগ্রী খাইয়াছিলাম এই জন্ম গণনায় ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমলা কয়লারা স্ব২ স্থানে দাঁড়াইল। সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবা মাত্রেই সকলে জমি পর্যন্ত ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিস দিতে২ বেঞ্চের উপর বসিলেন—হকাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর ছই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পজিয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবণ্ডর ওয়াটর মাখান হাতকমাল বাহির করিয়া মৃথ পুচিতেছেন। নাজিরদপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দিনবিদ হন্২ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে কিন্তু যাহার কড়ি তাহার জয়—দেরেস্তাদার জোড়া গায়ে, থিড়কিদার পাগড়ি যাথায়, রাশিং মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়েনের স্থ্রে পড়িতেছে— সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারি চিঠিও লিখিতেছেন, একংটা মিছিল পড়া হলেই জিজ্ঞানা করেন—ওয়েল কেয়া হোয়া ? সেরেন্ডা-দারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও দেরেস্তাদারের যে রায় সংহেবেরও সেই রায়।

বরদাবাবু ও বেণীবাবু রামলালকে লইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যেরূপ বিচার হুইতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হত হইল। জ্বানবন্দিনবিসের নিকট তাঁহার মকলমার যেরূপ জ্বানবন্দি হুইয়াছে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র মঙ্গল হুইবার সম্ভাবনা নাই—সেরেস্তাদার যে আফুকুল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথার দৈব স্থা। এই সকল মনোমধ্যে ভাবিভেছেন ইতিমধ্যে তাঁহার মকলমার ডাক হুইল। ঠকচাচা অস্তরে বিদিয়া ছিল, অমনি বুক ফুলাইয়া সাক্ষী-দিগকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের সন্মুখে দাঁড়াইল। মিছিলের কাগজাত পড়া হুইলে সেরেস্তাদার বলিল—থোদায়াওন্দ গোম খুনি সাফ সাবৃদ্ হুয়া—ঠকচাচা অমনি

গোঁপে চাড়া দিয়া বরদা বাবুর প্রতি কট্মট্ করিয়া দেখিতে লাগিল, মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কর্ম কেয়াল হইল। মিছিল পড়া হইলে অক্তান্ত মকদ্মায় আসামিদের কিছুই জিজাসা হয় না—ভাহাদিগের প্রায় ছাগল विन्तात्व वार्षात्रहे हहेशा थाटक, किन्न हकूम एनवात व्याख देनवार वत्ना वार्त উপর সাহেবের দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি সম্মানপূর্বক মকদ্দমার সমস্ত সরেওয়ার गार्ट्यक देश्ताजीरा वृक्षादेश मिलन ७ विनलन ए या क्लिक शाम अनि সাজান হইয়াছে তাহাকে আমি কথনই দেখি নাই ও ষংকালীন হজুরি পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করে তথন তাহারা ঐ লোককে পায় নাই, সেই সময়ে আমার নিকট বেণীবাবু ও রামলাল ছিলেন, यण्लि ইशां निश्वत नाका অমুগ্রহ করিয়া লয়েন তবে আমি যাহা এজেহার করিতেছি তাহা প্রমাণ হইবে। বরদাবাবুর ভদ্র চেহারায় ও সৎ বিবেচনার কথাবার্তায় সাহেবের অমুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল-ঠকচাচা সেরেস্তাদারের সহিত অনেক ইসারা করিতেছে কিন্তু সেরেন্ডাদার ভঙ্গকট দেখিয়া ভাবিতেছে পাছে টাকা উগরিয়া দিতে হয়, অতএব দাহেবের নিকটে ভয় ত্যাগ করিয়া বলিন—হছুর এ মকদমা আয়ৌর শুন্নেকা জরুর নেহি। সাহেব সেরেস্তাদারের কথায় পেছিয়া পড়িয়া দাঁত দিয়া হাতের নথ কাটিতেছেন ও ভাবিতেছেন-এই অবসরে বরদা বাবু আপন মকদ্দমার আদল কথা আন্তে২ একটিং করিয়া পুনর্বার ব্ঝাইয়া দিলেন, সাহেব তাহা শুনিবা মাত্রেই বেণীবাবুর ও রামলালের সাক্ষ্য লইলেন ও তাহা-দিগের জ্বানবন্দিতে নালিশ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রকাশ হইয়া ভিস্মিস্ হইল। তুকুম না হইতে২ ঠকচাচা টো করিয়া এক দৌড় মারিল। বরদাবাবু মাজিট্রেট সাহেবকে সেলাম করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন। কাছারি বর্থান্ত হইলে ষাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, তিনি সে সব কথায় কাণ না দিয়া ও মকলমা জিতের দক্ষন পুলকিত না হইয়া বেণীবাবু ও রামলালের হাত ধরিয়া আন্তে২ নৌকায় উঠিলেন।

> ১৬ ঠকচাচার বাটীতে ঠকচাচীর নিকট পরিচর দান ও তাহাদিগের কথোপকখন, তন্মধ্যে বাব্রাম বাব্র ডাক ও তাঁহার সহিত বিষয় রক্ষার পরামর্শ ।

ঠকচাচার বাড়ীটি সহরের প্রাস্তভাগে ছিল—তুই পার্শে পানা পুন্ধরিণী, সম্মুখে একটি পিরের আন্তানা। বাটীর ভিতরে ধানের গোলা, উঠানে হাঁস, মুর্গি দিবা-রাক্রি চরিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকাল না হইতে২ নানা প্রকার বদমায়েশ লোক ঐ

স্থানে পিলং করিয়া আসিত। কর্ম লইবার জন্ম ঠকচাচা বছরপী হইতেন—কথন নরম—কথন গ্রম—কখন হাসিতেন—কথন মৃথ ভারি করিতেন—কখন ধ**র্ম** দেখাইতেন—কথন বল জানাইতেন। কর্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বৃসিয়া বিদ্রির গুড়গুড়িতে ভড়র২ করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্থ্রী পুরুষের সকল হুঃথ স্থ্যের কথা হইত। ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড় মান্তা ছিলেন—তাহাদিণের সংস্কার ছিল যে তিনি তন্ত্রমন্ত্র, গুণ করণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুক তাক, জাছ ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিভা ভাল জানেন, এই কারণ নানা রক্ম স্ত্রীলোক আদিয়া সর্বদাই ফুল ফাদ করিত। ষেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী তুজনেই রাজ্যোটক— স্বামী বৃদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিভার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু২ গুমর হয়, তাহার নিকট স্বামীর নির্জলা মান পাওয়া ভার, এই জত্তে ঠকচাচাকে মধ্যে২ তুই একবার মুথঝাম্টা থাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বদিয়া জিজ্ঞাদা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওথানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা ? তুমি হর ঘড়ী বল যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জালা যায়। মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালং রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বদেই রহ। ঠকচাচা কিঞিৎ বিরক্ত হইয়াবলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বল্ব, মোর কেত্না ফিকির—কেত্না ফন্দি—কেত্না পাঁচ— কেত্না শেশু তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দত্তে এল২ হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জল্দি এসবে এই কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে এক জনা বাঁদি আসিয়া বলিল—বাবুরামবাবুর বাটী হইতে একজন লোক ডাকিতে আনিয়াছে। ঠকচাচা অমনি স্ত্রীর পানে চেয়ে বলিল দেখ্চ মোকে বাবু হরঘড়ী ডাকে—মোর বাত না হলে কোন কাম করে না। মুইও ওক্ত বুঝে হাত মার্বো। বাব্রামবাব্ বৈঠকখানায় বদিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্ারাম বাব্, বালীর বেণীবাব্ ও বৌবাজারের বেচারাম বাব্ বদিয়া গল্প করিতেছেন। ঠকচাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বদিলেন।

বাবুরাম। ঠকচাচা ! তুমি এলে ভাল হল—লেটা তো কোন রকমে মিট্চে না— মকদ্দমা করে২ কেবল পালকে জোলকে জড়িয়ে পড়ছি—এক্ষণে বিষয় আশয় রক্ষা করবার উপায় কি ?

ঠকচাচা ৷ মরদের কামই দরবার করা—মকদ্দমা জিত হলে আফদ দফা হবে !

তুমি একটুতে ভর কর কেন ?

বেচারাম। আ মরি ! কি মন্ত্রণাই দিতেছ ? তোমা হতেই বাব্রামের দর্বনাশ হবে তার কিছু মাত্র দন্দেহ নাই—কেমন বেণী ভায়া কি বল ?

বেণী। আমার মত থানেক ত্থানা বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা ও
ব্যয় অধিক না হয় এমন বন্দবস্ত করা আবশুক আর মক্দমা বুঝে পরিদার করা
কর্তব্য কিন্তু আমাদিগের কেবল বাশবোনে রোদন করা—ঠকচাচা যা বল্বেন
ক্রেই কথাই কথা।

ঠকচাচা। মূই বৃক ঠুকে বল্ছি যেত্না মামলা মোর মারফতে হচ্চে সেসব বেল-কুল ফতে হবে—আফদ বেলকুল মূই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই— তাতে ভর কি ?

বেচারাম। ঠকচাচা ! তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। নৌকাড়বির সময়ে তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে। বিবাহের সময় তোমার জক্তেই আমাদিগের এত কর্মভোগ, বরদাবাব্র উপর মিখা। নালিশ করিয়াও বড় বাহাত্ত্বি করিয়াছ, আর বাব্রামের যে২ কর্মে হাত দিয়াছ সেই২ কর্ম বিলক্ষণই প্রভুল হইয়াছে। তোমার থ্রে দণ্ডবং। তোমার সংক্রান্ত সকল কথা শ্রেণ করিলে রাগ উপস্থিত হয়—তোমাকে আর কি বলিব ? দ্র্র!! বেণী ভায়া উঠ এখানে আর বসিতেইছা করে না।

১৭ নাপিত ও নাপ তিনীর কথোপকধন, বাবুরাম বাবুর ছিতীর বিবাহ ক্রণের বিচার ও পরে গমন ৷

বৃষ্টি খুব এক পদলা হইয়া গিয়াছে—পথঘাট পেঁচ২ দেঁত্ত২ করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে২ হড় মড় ২ শব্দ হইতেছে, বেংগুলা আশে পাশে যাঁ ওকোঁই করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পদারিরা ঝাপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্তে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীংকার করিয়া গাইতেই যাইতেছে ও দাদো কাঁদে ভার লইয়া—"হাংগো বিদ্যা দে ঘিষে মণ্রা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈছবাটীর বাজারের পশ্চিমেকয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বৃষ্টির জন্তে আপন দাওয়াতে বিদয়া আছে। একই বার আকাশের দিকে দেখিতেছ ও একই বার গুনই করিতেছে, ভাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘরকলার কর্ম কিছু থা পাই নে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাদন মাজা হয় নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তার পর রাদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়েমাছ্য

এসব কি করে করব আর কোন দিগে যাব ?—আমার কি চাট্টে হাত চাটে
পা ? নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল—এখন ছেলে
কোলে করিবার সময় নয়—কাল বাব্রামবাব্র বিয়ে, আমাকে এক্কুণি যেতে
হবে। নাপ্তিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ও মা আমি কোজাব ? বুড় ঢোকা
আবার বে কর্বে। আহা! এমন গিন্নী—এমন সতী লক্ষ্মী—তার গলায় আবার
একটা সতিন গেঁতে দেবে—মরণ আর কি! ও মা পুরুষজাত সব করতে পারে!
নাপিত আশাবায়তে মুগ্ধ হইয়াছে—ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায়
দিয়া সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিবসটি ঘোর বাদলে গেল। পর দিবস প্রভাতে সূর্য প্রকাশ হইল—্যেমন অন্ধকার ঘরে অগ্নি ঢাকা থাকিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইলে আগুনের তেজ অধিক বোধ হয় তেমনি দিনকরের কিরণ প্রথর হইতে লাগিল—গাছপালা সকলই যেন প্রজীবন পাইল ও মাঠে বাগানে পশু পক্ষীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৈগুবাটীর ঘাটে মেলা নৌকা ছিল। বাব্রামবাব্, ঠকচাচা, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম ও পাকসিক লোকজন হইয়া নৌকায় উঠিয়াছেন এমত সময়ে বেণীবাব্ ও বেচারাম বাব্ আসিয়া উপস্থিত। ঠকচাচা তাহাদিগকে দেখেও দেখেন না—কেবল চীৎকার করিতেছে—লা খোল্ দেও। মাজিরা তকরার করিতেছে—আরে কর্তা অথন বাটা মরি নি গো—মোরা কি লগি ঠেলে, গুণ টেনে যাতি পার্বো? বাব্রামবাব্ উক্ত তুই জন আত্মীয়কে পাইয়া বলিলেন—তোমরা এলে হল ভাল, এস সকলেই যাওয়া যাউক।

বাঞ্ছারাম। বাবুরাম! এ বুড়ো বয়সে বে কর্তে ভেমাকে কে পরামর্শ দিল ? বাবুরাম। বেচারাম দাদা। আমি এমন বুড় কি ? তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—ভা অনেকের অস্ন বয়েসেও হইয়া থাকে। সেটা বড় ধর্তব্য নয়। আমাকে এদিক্ ওদিক্ দব দিগেই দেখিতে হয়। দেখ্ একটা ছেলে বয়ে গিয়াছে আর একটা ছেলে গাগলহয়েছে— একটি মেয়ে গত আর একটি প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে তুই একটি সন্তান হয় তো বংশটি রক্ষে হবে। আর বড় অন্থরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায়—তাহাদিগের আর ঘর নাই।

বক্তেশ্বর। তা বটে তো কর্তা কি সকল না বিবেচনা করে এ কর্মে প্রবর্ত হইয়াছেন। উহার চেয়ে বৃদ্ধি ধরে কে ?

বাঞ্ছারাম। আমরা কুলীন মাত্ময—আমাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয়, আর যে স্থলে অর্থের অন্থরোধ সে স্থলে তো কোন কথাই নাই। বেচারাম। তোমার কুলের মুখেও ছাই—আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই—
জন কতক লোক মিলে একটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে, দূরহ ! কেমন বেণী ভায়া
কি বল ?

বেণা। আমি কি বল্ব ? আমাদিগের কেবল অরপ্যে রোদন করা। ফলে এ
বিষয়টিতে বড় তৃঃথ হইভেছে। এক স্ত্রী সবে অক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর
পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে দে এ কর্ম কথনই করিতে
পারে না। যতাপি ইহার উন্ট কোন শাস্ত্র থাকে দে শাস্ত্র মতে চলা কথনই কর্তব্য
নহে। দে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ষ্তুপি এমন
শাস্ত্র মতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অভিশয় ত্র্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন
পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকে না ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিভ চল বিচল হয়।
এরপ উৎপাত ঘটিলে সংসার স্থারা মতে চলিতে পারে না, এজন্ত শাস্ত্রে বিধি
থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্ । সে যাহা হউক—বাব্রামবাব্র এমন স্ত্রী সবে
পুনরায় বিবাহ করা বড় কুকর্ম—আমি এ কথার বাপেও জানি না—এখন

ঠকচাচা। কেতাবি বাবু সব বাতেতেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার তুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল—ছর বি পেকে গেল—মুই ছোক-রাদের সাত হরুছাড় তকরার কি কর্ব ? কেতাবি বাবু কি জানেন এ সালিতে কেতনা রোপেয়া ঘর চুকবে ?

বাঞ্চারাম। আরে আবেগের বেটা ভূত ! কেবল টাকাই চিনেছিদ্ আর কি অক্ত কোন কথা নাই ? তুই বড় পাপিষ্ঠ—ভোকে আর কি বল্বো—দ্র্র । বেণী ভাষা চল আমরা যাই।

ঠকচাচা। বাতচিজ পিচু হবে—যোরা আর সব্র করতে পারি নে। হাবলি থেতে হয় তো তোমরা জনদি যাও।

বেচারাম বেণীবাব্র হাত ধরিয়া উঠিয়া বলিলেন—এমন বিবাহে আমরা প্রাণ থাকিতেও যাব না কিন্তু যদি ধর্ম থাকে তবে তুই যেন আন্ত ফিরে আদিদ নে। তোর মন্থণায় দর্বনাশ হবে—বাব্রামের কল্পে ভাল ভোগ করছিদ্—আর কি বলব

ভূত্র হা!!

১৮ মতিলালের দলবল শুক বুড়া মজুমদারের সহিত দাক্ষ'ৎ ও তাহার প্রম্থাৎ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও ত্রিষয়ে কবিতা।

পূর্য অন্ত হইতেছে—পশ্চিম দিকে আকাশ নানা রঙ্গে শোভিত! জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা ষেন মৃত্বুং হাদিতেছে,—বায়ু মন্দুং বহিতেছে। এমত সময়ে বাহিরে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? বৈগুবাটীর সরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হো২ মার২ ধর২ শব্দে চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়ি-তেছে—কেহ কাহার ভার ভাঞ্চিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকা ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার খাছা দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে—কেহ বা লম্বা স্বরে গান হাঁকিয়া দিতেছে—কেহ বা কুকুর-ভাক ভাকিতেছে। রাস্তার দোধারি লোক পালাই২ ত্রাহি২ করিতেছে---সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ বাঁচলে অনেক দিন বাঁচ বো। যেমন ঝড় চারি দিগে ভোলপাড় করিয়া হুং শব্দে বেগে বয়, নব বাবৃদ্রিরে দৃষ্ট্রন সেই মত চলিয়াছে। এ গুণ পুরুষেরা কে ? আর কে । এ রা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এ রা মতিলাল, হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোল-গোবিন্দ, মানগোবিন্দ ও অন্তান্ত দিতীয় নলরাজা ও যুধিষ্ঠির। কোন দিকেই দুক্পাত নাই—একেবারে ফুলারবিন্দ—মত্ততায় মাথা ভারি—গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন। সকলে আপন মনেই চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বৃভ মজুমদার, মাথায় শিকা ফর্থ করিয়া উড়িতেছে, এক হাতে লাঠি ও আর এক হাতে গোটাত্বই বেপ্তন লইয়া ঠকর্২ করিয়া সন্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রং জুড়ে দিল। মজুমদার কিছু কাণে খাট—তাহার। জিজাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেম্ন আছেন? মজুম্দার উত্তর করিলেন-পুড়িয়া থেতে হবে-অমনি তাহারা হাহা২, হো২, লিক২, ফিক২ হাসির গর্রায় ছেয়ে ফেলিল। মজ্মদার মোহার। কাটাইয়া চপ্পট দিতে চান কিন্তু তাহার ছাড়ান নাই। নব বাব্রা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার! কর্তার বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বল্লে ছেড়ে দিব না এবং তোমার স্ত্রীর কাছে এক্থুনি গিয়া বলিব তোমার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রমাদ, না বলিলে ছাড়ান নাই-লাচারে লাঠি ও বেগুন রাথিয়া কথা আরম্ভ করিল। ত্থংথের কথা আর কি বল্ব ? কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আকেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা

হয়। এমত সময়ে বলাগড়ের ঘাটে নৌকা লাগ লো। কতক পুলিন স্বীপোত এল আনিতে আদিরাছিল, কভাকে খেবিরা ভাগারা একট ঘোষটা গানিতা দিয়া টাবং হাস্ত করিতের পরম্পর বলাবলি করতে লাগুলো—খা মরি। কি ১মংকার বর ! যার কপালে ইনি পড় বেন দে একেবারে এ কে টাপাফুল করে খোলাতে রাপ্বে। তাহাদিশের মধ্যে এক জন বলিল – বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেরেযামুদ্টা চকে দেপতে পাবে ভো ? সেও ভো খনেক ভাল। খামার খেমন পোড়া কপাল এমন ধেন আর কারো হয় না, ছয় বংসরের সময় ধ্ব হয় কৈছ স্থামা কেমন চক্ষে নেধন্থ না—ভনেছি তার পঞ্চাপ যাটটি বিয়ে, ব্য়েস আৰ वष्टदात छेभत-धृदध्दा दुइ किन्न होका त्मल त्व कराख आला मा। रङ् অধর্ম না হলে আর মেরেমাফুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর এক জন বলিল-ওগো জল ভোলা হয়ে। থাকে তো চলে চল-ঘাটে এদে আর বাক-চাতৃরীতে কাঞ্চ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার দঙ্গে বে হয় তার তথন অন্তর্জনী হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম আছে না কর্ম আছে— ध मर कथा वलला कि दाव ? পেটের कथा পেটে রাখাই ভাল। মেরেওলার কথোপকথন ভনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও যাওন কালীন বেণবারুর কথা শ্বরণ হইতে লাগিল। পরে বলাগড়ে উটিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা কর। গেল কিছু এক জন কাহারও পাওয়া গেল না। লয় এই হয় এজন্ত সকলকে চলিয়া ষাইতে হইল। কাদাতে হেঁকোচ হোঁকোচ করিয়া কলাকভার বাসীভে উপস্থিত হওয়া গেল। দকে পড়িয়া আমাদিগের কর্তার যে বেশ হইয়াছিল ভাহা কি বলব ? একটা এঁড়ে গরুর উপর বদালেই দাক্ষাং মহাদেব হইতেন আর ঠকচাচা ও বক্রেশ্বকে নন্দী ভূপীর ন্তায় দেখাইত। ভনিয়াছিলাম হে দান-সামগ্রী অনেক দিবে, দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক ওদিক চান—গুমুরেং বেড়ান—আমি মৃচকেং হাসি ও একং বার ভাবি এম্বলে সাটে হেঁ হুঁ দেওয়া ভাল। বর স্থীমাচার কর্তে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে মুত্র২ করিয়া চারি দিকে আসিয়া বর দেখিয়া আঁত কে পড়িল, যথন চারি চক্ষে চাওয়াচায়ি হয় তথন কভাকে চস্মা নাকে দিতে হইয়াছিল—মেয়েগুলা থিল্থ করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা ক্ষে দিল— কর্তা খেপে উঠে ঠকচাচাং বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বানীর ভিতর দৌড়ে যাইতে উন্নত হন—মমনি কন্তাকভার লোকেরা ভাহাকে আচ্ছা করে আলগাং রকমে দেখানে ভইয়ে দেয়—বাঞ্চারামবাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তারও উত্তম মধ্যম হয় বক্রেশ্বরও অর্থচন্দ্রের দাপটে গলাফুলা পায়রা হন। এই সকল গোল-

যোগ দেখিয়া আমি বরষাত্রীদিগকে ছাড়িয়া কন্তাষাত্রীদিগের পালে মিশিয়া গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা কিছুই বলিতে পারি না কিন্তু ঠক-চাচাকে ডুলি করিয়া আদিতে হইয়াছিল।—কথাই আছে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এক্ষণে যে কবিতা করিয়াছি তাহা শুন।

> ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়, বাবুরামে দেন কাণে মন্ত্র। বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী, ঠকবাক্য শ্রুতি শ্বুতি তন্ত্র॥ ধনাশয়ে সদোরত, ধর্মাধর্ম নাহি তত্ত্ব, অর্থ কিলে থাকিবে বাড়িবে। नना এই जात्मानन, नरकार्य नाहि मन. মন হৈল করিবেন বিয়ে॥ দবে বলে ছিছি ছিছি, এ বন্ধদে মিছামিছি, নালা কেটে কেন আন জল! জাজন্য যে পরিবার. পৌত্র হইবে আবার. অভাব তোমার কিসে বল। কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে, ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে। করিলেন নৌকা ভাড়া. চলিলেন থাড়া খাড়া. স্বজন ও লোক জন সাতে॥ বেণী বাবু মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে, ঘরে গিয়া ভাত তিনি থান। द्विष्ठांत्राम नम्। हर्षे। ठेटक वटन दर्वेषे। द्विष्ठां, দূর দূর করে তিনি যান॥ রামা সবে পেতে গড়, গওগ্ৰাম বলাগোড়, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে করে ঠাট্টা। বাবরাম ছটফট, দেখে বড় স্থাকট, ভয় পান পাছে লাগে বাঁট্ৰা ॥ দর্পণ সম্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে, রামা দবে কেন দেয় বাধা। চুলগুলি ঘন বাঁধে, হাত দিয়া ঠককাঁধে, হাই মনে চলয়ে তাগাদা ॥

পিছলেতে লওভও, গড়ায় যেন কুমাও,

উৎসাহে আহলাদে মন ভরা।

পরিজন লোক জন, দেখে শমনভবন,

কাদা চেহলায় আদমরা ॥

रयमन तत (भोहिल, राजकार में भना मिल,

ঠক আশা আসা হল সার।

কোথায় বা রূপা সোণা, সোণা মাত্র হল শোনা,

কোথায় বা মুকভার হার॥

ঠক করে তেরি মেরি, ছন্দোজ বাধায় ভারি,

মনে রাগ মনে দবে মারে।

স্ত্রী আচারে বর যায়, বুলু রুলু রামা ধায়,

বর দেখে হাক থতে সারে।

ছি ছি ছি, এই ঢোস্বা কি ঐ মেয়েটির বর লো। পেটা লেও, ফোগ্লারাম, ঠিক আহলাদে বুড় গো। চুলগুলি কিবা কাল, মুথখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে

চদ্যা দিয়া, সাজালো জুজুবুড় গো।

মেয়েটি সোণার লতা, হায় কি হল বিধাতা, কুলীনের

কর্মকাণ্ডে, ধিক ধিক ধিক লো। বৃত্ত বর জরজর, থরথর কাঁপিছে।

চক্ষু কট্ মট্মট্ স্ট্রট্ করিছে।

নাহি কথা উপ্ব মাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে। ঠকচাচা এ কি ঢাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে।

লক্ষ্মপ্ত ভূমিকপ্ত ঠক লক্ষ্য দিতেছে।

দরোয়ান হান্হান্ সান্সান্ ধরিছে।

ভূমে পড়ি গড়াগড়ি গোঁফ দাড়ি ঢাকিছে।

নাথি কীল যেন শিল পিলপিল পড়িছে।

এই পর্ব দেখে সর্ব হয়ে থর্ব ভাগিছে।

নমস্বার এ ব্যাপার বাঁচা ভার হইছে।

মজুমদার দেখে দার আত্মদার করিছে।

মার মার খেরঘার ধর ধর বাড়িছে।

১৯ বেণী বাবুর আলয়ে বেচারাম বাবুর গমন, বাবুরাম বাবুর পীড়া ও গঙ্গাযাত্রা, বরদাবাবুর সহিত কথোপকথনানস্তর ভাহার মৃত্যু ।

প্রাতঃকালে বেড়িয়া আদিয়া বেণীবাবু আপন বাগানের আটচালায় বদিয়া আছেন, এদিক্ ওদিক্ দেখিতেং রামপ্রদাদি পদ ধরিয়াছেন—"এবার বাজি ভোর হল"—পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভায়া২—বাজি ভোরই হল বটে। বেণীবার চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বৌণান্ধারের বেচারামবাবু বড় ত্রন্ত আদিতেছেন, অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন—বেচারাম দাদা। ব্যাপারটা কি ? বেচারাম বাবু বলিলেন—চাদরখানা কাঁদে দেও, শীঘ্র আইস—বাবুরামের বড় ব্যারাম— এক বার দেখা আবশ্যক। বেণীবাবু ও বেচারাম শীঘ্র বৈল্পবাটীতে আসিয়া দেখেন যে বাবুরামের ভারি জর বিকার—দাহ পিপাসা আত্যন্তিক—বিছানায় ছট্ফট্ করিতেছেন—সন্মুখে সদা কাটা ও গোলাপের নেক্ড়া কিন্তু উকি উদ্গার মুহুমূ হ হইতেছে। গ্রামের যাবতীয় লোক চারদিকে ভেঙ্গে পড়িয়াছে, পীড়ার কথা লইয়া नकल शील कतिराह । तकर तरल आभारत भाकमाहरथरका नाष्ट्री—रक्षांक, জোলাপ, বেলেন্ডারা হিতে বিপরীত হইতে পারে, আমাদিগের পক্ষে বৈতের চিকিৎদাই ভাল, তাতে যদি উপশম না হয় তবে তত্তৎকালে ডাক্তর ডাকা— ষাইবে। কেহ্২ বলে হাকিমি মত বড় ভাল, তাহারা রোগীকে থাওয়াইয়া দাইয়া আরাম করে ও তাহাদের ঔষধপত্র দকল মোহনভোগের মত খেতে লাগে। কেহ্২ বলে যা বল যা কহ এদব ব্যারাম ডাক্তরে যেন মন্ত্রের চোটে আরাম করে —ছাক্তরি চিকিৎসা না হলে বিশেষ হওয়া স্থকঠিন। রোগী একং বার জল দাওং বলিতেছে, বজনাথ রায় কবিরাজ নিকটে বসিয়া কহিতেছেন, দারুণ সালিপাত – মৃত্মুভঃ জল দেওয়া ভাল নহে, বিলপত্তের রস ছেঁচিয়া একটু২ দিতে হইবেক, আমরা তো উহাঁর শত্রু নয় যে এ সময়ে যত জল চাবেন তত দিব। রোগীর নিকটে এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, পার্শের ঘর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভরিয়া গিয়াছে তাহাদিণের মত যে শিবস্বস্তায়ন, সূর্য অর্ঘ্য, কালীঘাটে লক্ষ জ্বা দেওয়া ইত্যাদি দৈবক্রিয়া করা দর্বাগ্রে কর্তব্য। বেণীবাবু দাঁড়িয়া দকল শুনিতে-ছেন কিন্তু কে কাহাকে বলে ও কে কাহার কথাই বা শুনে—নানা ম্নির নানা মত, সকলেরই আপনার কথা ধ্রুবজ্ঞান, তিনিগুই এক বার আপন বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন-কিন্তু মঙ্গলাচরণ হইতে না হইতে একেবারে তাঁহার কথা ফেঁসে গেল। কোন রকমে থা না পাইয়া বেচারাম বাবুকে লইয়া বাহির

বাটীতে আইলেন ইতিমধ্যে ঠকচাচা নেংচেং আদিয়া তাঁহাদিগের সমুখে পৌছিল। বাবুরামের পীড়া জন্ম ঠকচাচা বড় উদ্বিগ্ন —সর্বদাই মনে করিতেছে সব দাও বুঝি ফদকে গেল। তাহাকে দেখিয়া বেণীবাবু জিজ্ঞাস। করিলেন— ঠকচাচা পায়ে কি ব্যথা হইয়াছে ? অমনি বেচারাম বলিয়া উঠিলেন—ভায়া! তুমি কি বলাগড়ের ব্যাপার শুন নাই—ঐ বেদনা উহার কুমন্ত্রণার শান্তি, আমি নৌকায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গেলে ? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা পেচ কাটাইবার চেষ্টা করিল। বেণীবাবু তাহার হাত ধরিয়া ব**লিলেন—বেদ যাহা** হউক, এক্ষণে কর্তার ব্যারামের জন্ম কি তদ্বির হইতেছে ? বাটীর ভিতর তো ভারি গোল। ঠকচাচা বলিল—বোথার স্থক হলে এক্রামন্দি হাকিমকে মৃই লাভে করে এনি—তেনাবি বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোথারকে দফা করে বেচ্রি খেলান, লেকেন ঐ রোজেতেই বোখার আবার পেল্টে এদে, সে নাগাদ বিজনাথ কবিরাজ দেণছে, বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে—মুই বি ভাল বুরা क्ष दर्भ छिट के वाति ना। दिनीवाव विलान-रेक हा हा करता ना-व मधानि आंपानित्वत काट्ड शाठीन कर्डवा डिल—डाल, यादा दहेग्राट्ड जादात চারা নাই এক্ষণে এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ ডাক্তর শীঘ্র আনা আবশ্যক। এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে রামলাল ও বরদাপ্রদাদ বাবু আদিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি জাগরণ, দেবা করণের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার জন্ম রামলালের মুখ মান হইয়াছে—পিতাকে কি প্রাকারে ভাল রাখিবেন ও আরাম করিবেন এই তাঁহার অহরহ চিন্তা। বেণীবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—মহাশয়! ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বাটীতে বড় গোল কিন্তু সংপ্রাম্শ কাহার নিকট পাওয়া যায় না। বরদাবাবু প্রাতে ৩ বৈকালে আদিয়া তত্ত্ব লয়েন কিন্তু তিনি যাহা বলেন সে অমুসারে আমাকে সকলে চলিতে দেন না—আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে একণে যাহা কর্তব্য তাহা করুন। বেচারামবাবু বরদাবাব্র প্রতি কিঞিংকাল নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—বরদা বাবু! তোমার এত গুণ না হলে সকলে তোমাকে কেন পূজ্য করিবে ? এই ঠকচাচা বাবুরামকে মন্ত্রণা দিয়া তোমার নামে গোমখুনি নালিশ করায় ও বাবুরাম ঘটিত অকারণে তোমার উপর নানা প্রকার জ্লুম ও বদিয়ত হইয়াছে কিন্তু ঠকচাচা পীড়িত হইলে তুমি তাহাকে আপনি ঔষধ দিয়া ও দেথিয়া শুনিয়া আরাম করিয়াছ, এক্ষণেও বাবুরাম পীড়িত হওয়াতে সংপরামর্শ দিতে ও তত্ত্ব লইতে কত্বর করিতেছ না—কেহ যদি কাহাকে একটা কটুবাক্য কহে ভবে তাহাদিগের মধ্যে একেবারে চটাচটি হয়ে শক্ততা জন্মে, হাজার ঘাট মানামানি হইলেও প. র. ৬

মনভার যায় না কিন্তু তুমি ঘোর অপমানিত ও অপকৃত হইলেও আপন অপমান ও অপকার সহজে ভূলে যাও—অন্তের প্রতি তোমার মনে ভ্রাতভাব ব্যতিরেকে আর অন্ত কোন ভাব উদয় হয় না—বরদাবাবু! অনেকে ধর্মথ বলে বটে কিন্তু ষেমন তোমার ধর্ম এমন ধর্ম আর কাহারো দেখিতে পাই না—মন্ত্র্যা পামর তোমার গুণের বিচার কি করবে কিন্তু যদি দিনরাত সত্য হয় তবে এ গুণের বিচার উপরে হইবে। বেচারামবাবুর কথা গুনিয়া বরদাবাবু কুন্তিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন পরে বিনয়পূর্বক বলিলেন—মহাশয় ! আমাকে এত বলিবেন না—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমার জ্ঞান বা কি আর আমার ধর্মই বা কি। বেণীবাব বলিলেন—মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন, এ সকল কথা পরে হইবেক এক্ষণে কর্তার পীড়ার জন্ত কি বিধি তাহা বলুন। বরদাবাবু কহিলেন-আপনাদিগের মত হইলে আমি কলিকাতায় ধাইয়া বৈকাল নাগাদ ডাক্তর আনিতে পারি, আমার বিবেচনায় ব্রজনাথ রায়ের ভরসায় থাকা আর কর্তব্য নহে। প্রেমনারায়ণ মজ্মদার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন-তিনি বলিলেন ভাক্তরেরা নাড়ীর বিষয় ভাল বুঝে না—ভাহারা মানুষকে ঘরে মারে, আর কবিরাজকে একেবারে বিদায় করা উচিত নহে বরং একটা রোগ ডাক্তর দেখুক —একটা রোগ কবিরাজ দেখুক। বেণীবাবু বলিলেন—সে বিবেচনা পরে হইবে এক্ষণে ব্রদাবাব্ ডাক্তরকে আনিতে যাউন। ব্রদাবাবু স্থান আহার না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন, সকলে বলিল বেলাটা অনেক হইয়াছে মহাশয় এক মুটা থেয়ে যাউন-তিনি উত্তর করিলেন-তা হইলে বিলম্ব হইবে, সকল কর্ম ভণ্ডল হইতে পারে।

বাব্রামবাব্ বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা মতি কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞানা করিতেছেন কিন্তু মতিলালের চূলের টিকি দেখা ভার, তিনি আপন দলবল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনেন না। বেণীবাব্ এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে ভাহার নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু মতিলাল মিছামিছি বলিয়া পাঠাইল যে আমার অতিশয় মাথা ধরিয়াছে কিছু কাল পরে বাটীতে যাইব।

গুই প্রহর গুইটার সময় বাব্রামবাব্র জ্বর বিচ্ছেদকালীন নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিল—কর্তাকে স্থানাস্তর করা কর্তব্য—উনি প্রবীণ, প্রাচীন ও মহামান্ত, অবশু যাহাতে উহার পরকাল ভাল হয়, তাহা করা উচিত। এই কথা শুনিবামাত্রে পরিবার সকলে রোদন করিতে লাগিল ও আত্মীয় এবং প্রতিবাদীরা সকলে ধরাধরি করিয়া বাব্রামবাব্কে বাটীর দালানে

আনিল। এমত সময়ে বরদা বাবু ডাক্তর সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাক্তর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—তোমরা শেষাবস্থায় আমাকে ডাকিয়াছ—রোগীকে গঙ্গাতীরে পাঠাইবার অগ্রে ডাক্তরকে ডাকিলে ডাক্তর কি করিতে পারে ? এই বলিয়া ডাক্তর গমন করিলেন। বৈশ্ববাটীর ধাবতীয় লোক বাব্রামবাবুকে ঘিরিয়া একে২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—মহাশয় আমাকে চিনিতে পারেন— আমি কে বলুন দেখি ? বেণীবাব বলিলেন—রোগীকে আপনারা এত ক্লেশ দিবেন না—এরপ জিজ্ঞাসাতে কি ফল ? স্বস্তায়নী রান্ধণেরা স্বস্তায়ন সাঙ্গ করিয়া आंभीवीं कि कृत लहेका आंभिन्ना ८मध्येन ८व, ठाँशिम्टिशत टेम्व किन्नाम किन्नमाञ कल रहेल ना। वावुतायवावुत चाम वृक्ति प्रिथिया मक्टल छाँशाटक देव छवाछीत ঘাটে লইয়া গেল, তথায় আসিয়া গন্ধাজল পানে ও স্নিগ্ধ বায়ু দেবনে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্ত হইল।লোকের ভিড় ক্রমেং কিঞ্চিৎ ক্রমিয়া গেল-রামলান পিতার নিকটে বসিয়া আছেন—বরদাপ্রসাদ বাবু বাবুরামবাবুর সন্মুথে গিয়া দাঁড়াইলেন ও কিয়ংকাল পরে আন্তেং বলিলেন—মহাশয়! এক্ষণে একবার মনের সহিত পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করুন—তাঁহার রুপা বিনা আমাদিগের গতি নাই। এই কথা শুনিবামাত্রেই বাবুরাম বাবু বরদাপ্রদাদ বাবুর প্রতি তুই তিন লহমা চাহিয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। রামলাল চক্ষের জল মৃছিয়া দিয়া হুই এক কুশী ছগ্ধ দিলেন—কিঞ্চিৎ হুস্থ হইয়া বাবুরামবাবু মৃত্ত্বরে বলিলেন—ভাই বরদাপ্রদাদ ! আমি এক্ষণে জানলুম যে তোমার বাড়া জগতে আমার আর বন্ধ নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায় ভারিৎ কুকর্ম করিয়াছি, সেই সকল আমার একং বার শুরণ হয় আর প্রাণটা যেন আগুনে জলিয়া উঠে-আমি ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব ? আর তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে ? এই বলিয়া বরদাবাবুর হাত ধরিয়া বাবুরামবাবু আপন চক্ষু মুদিত कतिलान। निकटि वक्क वाक्कदात्र। क्रेश्वदात नाम छेळात्र कतिएक लागिन ও वावू-রামবাবুর সজ্ঞানে লোকান্তর হইল।

> ২০ মতিলালের যুক্তি, বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধের ঘোট্। বাঞারাম ও ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদাসুবাদ ও গোলযোগ।

পিতার মৃত্যু হইলে মতিলাল বাটীতে গদিয়ান হইয়া বদিল। সন্ধী সকল এক লহমাও তাহার সন্ধহাড়া নয়। এখন চার পো বুক হইল—মনে করিতে লাগিল, এত দিনের পর ধুমধাম দেদার রকমে চলিবে। বাপের জন্ম মতিলালের কিঞিৎ

শোক উপস্থিত হইল-সঙ্গীরা বলিল বড়বাবু। ভাব কেন ?-বাপ মা লইয়া চিরকাল কে ঘর করিয়া থাকে ? এখন তো তুমি রাজ্যেশ্বর হইলে। মূঢ়ের শোক নাম মাত্র—ষে ব্যক্তি পরম পদার্থ পিতা মাতাকে কথন স্থথ দেয় নাই,—নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তাহার মনে পিতার শোক কিরপে লাগিবে ? যদি লাগে তবে তাহা ছায়ার স্থায় ক্ষণেক স্থায়ী, তাহাতে তাহার পিতাকে কখন ভক্তিপূর্বক স্মরণ করা হয় নাও স্মরণার্থে কোন কর্ম করিতে মনও চায় না। মতিলালের বাপের শোক শীঘ্ৰ ঢাকা পড়িয়। বিষয় আশয় কি আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। সঙ্গীদিগের বৃদ্ধিতে ঘর দার সিন্দুক পেটরায় ডবল্২ তালা দিয়া স্থির হইয়া বদিল। দর্বদা মনের মধ্যে এই ভয়, পাছে মায়ের কি বিমাতার কি ভাইয়ের বা ভগিনীর হাতে কোন রকমে টাকাকড়ি পড়ে তাহা হইলে সে টাকা একেবারে গাপ হইবে। সন্ধীরা দর্বদা বলে—বড়বাবু! টাকা বড় চিজ— টাকাতে বাপকেও বিশাস নাই। ছোটবাবু ধর্মের ছালা বেঁধে সত্যথ বলিয়ে বেড়ান বটে কিন্তু পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না—ও সকল ভণ্ডামি আমরা অনেক দেখিয়াছি—দে যাহা হউক, বরদাবাবুটা অবশ্য কোন ভেল্কি জানে—বোধ হয় ওটা কামাখ্যাতে দিন কতক ছিল, তা না হলে কর্তার মৃত্যুকালে তাঁহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।

ঘুই এক দিবস পরেই মতিলাল আত্মীয় কুট্ছদিগের নিকট লৌকতা রাথিতে ঘাইতে আরম্ভ করিল। যে সকল লোক দলগাঁটা, সাল্কে মধ্যন্থ করিতে সর্বদা উন্থত হয়, জিলাপির কেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে২ বেড়ায়, জমিতে ছোঁয়২ করিয়া ছোঁয় না স্কুতরাং উল্টে পান্টে লইলে তাহার ছুই রকম অর্থ হুইতে পারে। কেহহ বলে কর্তা সরেশ মাহ্ম্য ছিলেন—এমন সকল ছেলে রেথে ঢেকে ঘাওয়া বড় পুণ্য না হুইলে হয় না—তিনি যেমন লোক তেমনি তাঁহার আশ্চর্য মৃত্যুও হুইয়াছে, বাবু! এত দিন তুমি পর্বতের আড়ালে ছিলে এখন ব্বে স্ব্রে চল্তে হবে—সংসারটি ঘাড়ে পড়িল—ক্রিয়া কলাপ আছে—বাপ পিতামহের নাম বজায় রাখিতে হুইবে, এ সওয়ার দায় দফা আছে। আপনার বিষয় ব্রে শ্রাদ্ধ করিবে, দশ জনার কথা ভনিয়া নেচে উঠিবার আবশ্রুক নাই। নিজে রামচন্দ্র বালির পিণ্ড দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আক্ষেপ করা বুথা, কিন্তু নিতান্ত কিছু না করা দেও তো বড় ভাল নয়। বাবু! জান তো কর্তার ঢাক্টাপানা নামটা—তাঁহার নামে আজো বাঘে গঙ্গতে জল থায়। তাহাতে কি শুন্ধ তিলকাঞ্চনি রকমে চল্বে?—গেরেপ্তার হয়েও লোকের মুখ থেকে তর্তে হবে। মতিলাল এ সকল কথার মারপেট কিছুই

বৃঝিতে পারে না। আত্মীয়ের। আত্মীয়তাপৃধক দরদ প্রকাশ করে কিছু খালাত একটা ধুমধাম বেধে যায় ও তাহার। কতুঁত কলিয়ে বেড়াইতে পারে ভালাই ভাহাদিগের মানস—অথচ স্পষ্টরূপে জিজাস। করিলে এ ও কবিয়া সেরে নেয়। কেছ বলে ছয়টি রূপার যোড়শ না করিলে ভাল হয় না—কেছ বলে একটা দানসাগর না করিলে মান থাকা ভার—কেছ বলে একটা দম্পতি বরপ না করিলে সামাল্ল প্রান্ধ হবে—কেছ বলে কতকগুলিন অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও কালালি বিদায় না করিলে মহা অপ্যশ হইবে। এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে লাগিল—কে বা বিধি চায় ?—কে বা ভর্ক করিতে বলে ?—কে বা কিছাত শুনে ?—
সকলেই গায়ে মানে না আপনি মোড়ল—সকলেই স্বং প্রধান—সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন।

তিন দিন পরে বেণীবার্, বেচারামবার্, বাঞ্চারামবার্ ও বক্রেশ্বরার্ আদিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলালের নিকট ঠকচাচা মণিগারা ফণীর স্থায় বিদয়া আছেন—হাতে মালা—টোট ছটি কাপাইয়াং ভদ্বি পডিভেছেন, অন্যান্ত অনেক কথা হইতেছে কিন্তু দে সব কথায় তাঁহার কিছুতেই মন নাই—হই চন্দ্র দেওয়ালের উপর লক্ষ্য করিয়া ভেল্২ করিয়া ঘুরাভেছেন—ভাক্বাগ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। বেণীবার্ প্রভৃতিকে দেখিয়া ধড় মডিয়া উঠিয়া সেনাম করিলে লাগিলেন। ঠকচাচার এত নম্রতা কথনই দেখা যায় নাই। ঢেঁড়া হইয়া পড়িলেই জাক যায়। বেণীবার্ ঠকচাচার হাত ধরিয়া বলিলেন—আরে! কর কি? তুমি প্রাচীন ম্রবির লোকটা—আমাদিগকে দেখে এত কেন? বাঞ্লাম বার্ বলিলেন—অন্ত কথা ঘাউক—এদিকে দিন অতি সংক্ষেপ—উদেবাগ কিছুই হয় নাই—কর্তব্য কি বলুন?

বেচারাম। বার্রামের বিষয় আশয় অনেক জোড়া—কতক বিষয় বিক্রি সিক্রিকরিয়া দেনা পরিশোধ করা কর্তব্য—দেনা করিয়া ধুমধামে শ্রাদ্ধ করা উচিত্ত

বাঞ্ছারাম। সে কি কথা। আগে লোকের মুখ থেকে তর্তে হবে, পশ্চাৎ বিষয় আশয় রক্ষা হইবে। মান সন্তুম কি বানের জলে ভেসে যাবে ?

বেচারাম। এ পরামর্শ কুপরামর্শ—এমন পরামর্শ কখনই দিব না—কেমন বেণী ভাষা। কি বল ?

বেণী। যে স্থলে দেনা অনেক, বিষয় আশয় বিক্রি করিয়া দিলেও পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে প্নরায় দেনা করা এক প্রকার অপহরণ করা, কারণ সে দেনা পরিশোধ কিরূপে হইবে ? বাঞ্ছারাম। ও সকল ইংরাজী মত—বড়মান্থ্যদিগের ঢাল স্থ্যরেই চলে—ভাহারা এক দিচ্ছে এক নিচ্ছে, একটা দং কর্মে বাগ্ড়া দিয়ে ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্র লোকের কর্তব্য নয়। আমার নিজের দান করিবার সঙ্গতি নাই, অন্ত এক ব্যক্তি দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতে উন্থত ভাহাতে আমার থোঁচা দিবার আবশ্যক কি? আর সকলেরই নিকট অন্থগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে, ভাহারাও প্রেটত্র পাইতে ইচ্ছা করে—ভাহাদেরও ভো চলা চাই।

বক্রেশ্বর । আপনি ভাল বল্ছেন—কথাই আছে বাউক প্রাণ থাকুক মান।
বেচারাম। বাবুরামের পরিবার বেড়া আগুনে পড়িয়াছে—দেখিতেছি জ্রার
নিকেশ হইবে। যাহা করিলে আথেরে ভাল হয় তাহাই আমাদিগের বলা কর্তব্য
—দেনা করিয়া নাম কেনার মুথে ছাই—আমি এমন অহুগত বাম্ন রাখি না
যে তাহাদিগের পেট পুরাইবার জন্ম অন্যের গলায় ছুরি দিব। এ সব কি কারথানা। দুঁরহ। চল বেণী ভায়া। আমার যাই—এই বলিয়া তিনি বেণীবাবুর
হাত ধরিয়া উঠিলেন।

বেণীবাব্ ও বেচারাম গমন করিলে বাঞ্চারাম বলিলেন—আপদের শান্তি! এ দুটা কিছুই বুঝে শোঝে না কেবল গোল করে। সমজদার মান্তুষের সঙ্গে কথা কহিলে প্রাণ ঠাগু৷ হয়। ঠকচাচা নিকটে আইস—তোমার বিবেচনায় কি হয়?

ঠকচাচা। মুই বি ভোষার সাতে বাতচিত করতে বহুত থোস—তেনারা থাপ্-কান—তেনাদের নজদিকে এন্তে মোর ডর লাগে। যে সব বাত তুমি জাহের কর্লে সে সব সাঁচচা বাত। আদমির হুরমত ও কুদরৎ গেলে জিন্দিগি ফেল্তো। মামলা মকদমার নেগাবানি তুমি ও মুই করে বেলকুল বথেড়া কেটিয়ে দিব— তাতে ডর কি ?

মতিলালের ধুমধেমে স্বভাব—আয় ব্য়য় বোধাবোধ নাই—বিষয় কর্ম কাহাকে বলে জানে না—বাঞ্চারাম ও ঠকচাচার উপর বড় বিশ্বাদ, কারণ তাহারা আদালত ঘাঁটা লোক আর তাহারা যেরপ মন যুগিয়া ও সলিয়ে কলিয়ে লওয়াইতে লাগিল তাহাতে মতিলাল একেবারে বলিল—এ কর্মে আপনারা অধ্যক্ষ হঁইয়া যাহাতে নির্বাহ হয় তাহা করুন, আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিবেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব। বাঞ্চারাম বাবু বলিলেন—কর্তার উইল বাহির করিয়া আমাকে দাও—উইলে কেবল তুমি অছি আছ —তোমার ভাইটে পাগল এই জন্ম তাহার নাম বাদ দেওয়া গিয়াছিল, দেই উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে, তাহার পরে তোমার সহি সনদে বিষয়

বন্ধক বা বিক্রি হইতে পারিবে। মতিলাল বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিয়া দিল। পরে বাঞ্চারাম আদালতের কর্ম শেষ করিয়া এক জন মহাজন থাড়া করিয়া লেথাপড়া ও টাকা সমেত বৈগুবাটীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মতিলাল টাকার মৃথ দেখিয়া তংক্ষণাৎ কাগজাদ সহি করিয়া দিল। টাকার থলিতে হাত দিয়া বাজের ভিতর রাখিতে যায় এমন সময় বাঞ্চারাম ও ঠকচাচা বলিন—বার্জি! টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলকুল থরচ হইয়া যাইবে, আমাদিগের হাতে তহবিল থাকিলে বোধ হয় টাকা বাঁচিতে পারিবে—আর তোমার স্বভাব বড় ভাল—চক্ষ্লজ্জা অধিক, কেহ চাহিলে মৃথ মৃড়িতে পারিবে না, আমরা লোক ব্রে টেলে দিতে পার্ব। মতিলাল মনে করিল এ কথা বড় ভাল—শ্রাদ্ধের পর আমিই বা থরচের টাকা কিরপে পাই—এখন তো বাবা নাই যে চাহিলেই পাব এ কারণে উক্ত প্রস্তাবে সমত হইল।

বাবুরাম বাবুর প্রান্ধের ধুম লেগে গেল। যোড়শ গড়িবার শব্দ—ভেয়ানের গন্ধ—বোল্তা মাছির ভন্ভনানি—ভিজে কাঠের ধূঁয়া—জিনিস পত্রের আমদানি—লোকের কোলাহলে বাড়ী ছেয়ে ফেলিল। যাবতীয় পূজরি, দোকানি ও বাজার সরকারে বাম্ন এক২ তদর জোড় পরিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া পত্রের জন্ম গমনাগমন করিতে লাগিল, আর তর্কবাগীশ, বিভারত্ব, আয়ালস্কার, বাচম্পতি ও বিভাসাগরের তো শেষ নাই, দিন রাত্রি ব্রান্ধণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন—বেদ গো মড়কে মুচির পার্বণ।

শ্রাদ্ধের দিবস উপস্থিত—সভায় নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছে ও যাবতীয় আত্মকুটুম, স্বজন, স্থহন্ বিদ্যাছেন—সম্মুথে রপার দানসাগর—ঘোড়া, পাল্কি, পিতলের বাসন, বনাত, তৈজসপত্র ও নগদ টাকা—পার্যে কীর্তন হইতেছে—মধ্যে২ বেচারাম বাবু ভাবুক হইয়া ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বাটীর বাহিরে অগ্রদানী, বেও ভাট, নাগা, তিষ্টরাম ও কাঙ্গালিতে পরিপূর্ণ। ঠকচাচা কেনিয়ে২ বেড়াচেচন—সভায় বিসতে তাঁহার ভর্মা হয় না। অধ্যাপকেরা নস্ত লইতেছেন ও শান্ত্রীয় কথা লইয়া পরস্পর আলাপ করিতেছেন—তাঁহাদিগের গুণ এই যে একত্র হইলে ঠাগুরুপে কথোপকথন করা ভার—একটা না একটা উৎপাত অনায়াসে উপস্থিত হয়। এক জন অধ্যাপক ক্যাম্পাস্থের একটা ফেকড়া উপস্থিত করিলেন—"ঘটঝাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাভাব বহিভাবে ধূমা, ধূমাভাবে বহিঙ্গা তিংকলনিবাদী এক জন পণ্ডিত কহিলেন—যৌট ঘটিয়া বচ্ছিন্তি ভাব প্রতিযোগা দৌটি পর্বত বহি নামেধি য়া। কাশীজোড়া নিবাদী পণ্ডিত বলিলেন—ক্ষেন কথা গো থ বাক্যটি প্রিমিধান কর নাই—যে ও ঘটকে পট করে

পর্বতকে বহ্নিমান ধূম-শিভূমনি যে মেকটি মেরে দিচ্ছেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন — গটিয়াবচ্ছিল বাব প্রতিযোগা ছুমাবাবে অগ্নি অগ্নিবাবে ছুমা, অগ্নি না হলে হুমা কেমনে লাগে। এইরূপ ভর্ক বিভর্ক হইভেছে—মূখোম্থি হইভেং হাতাহাতি হইবার উপক্রম-ঠকচাচা ভাবেন পাছে প্রমাদ ঘটে এই বেলা মিটিয়া দেওয়া ভাল—আন্তেং নিকটে আদিয়া বলিছেন—মুই বলি একটা বদনা ও চেরাগের বাত লিয়ে তোমরা কেন কেজিয়ে কর—মুই তোমাদের তুটা২ বদনা দিব। অধ্যাপকের মধ্যে একজন চট্পোটে ব্রাক্ষণ উঠিয়া বলিলেন—তুই বেটা কে রে ? হিন্দুর শ্রাদ্ধে যবন কেন ? এ কি ? পেতনীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ না কি ? এই বলিতে২ গালাগালি, হাতাহাতি হইতে২ ঠেলাঠেলি, বেতাবেতি আরস্ত হইল। বাঞ্চারামবাবু তেড়ে আদিয়া বলিলেন—গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝ্ব—একেবারে বড় আদালতে এক শমন আনব —এ কি ছেলের হাতে পিটে ?—বক্রেশ্বর বলেন তা বইকি আর যিনি প্রান্ধ করিবেন তিনি তো সামাগ্র ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর। বেচারাম বলিলেন—এ তে! জানাই আছে যেথানে ঠক ও বাঞ্ছারাম অধ্যক্ষ সেথানে কর্ম স্থপ্রতুল হইবে না—দ্ রং। গোল কোনক্রমে থামে না—রেও ভাট প্রভৃতি ঝেঁকে আদিতেছে, একং বার বেত খাইভেছে ও চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ভালা আদ্ধ কর্লি রে"। অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেথিয়া কহিতে লাগিল "কার শ্রাদ্ধ কে করে থোলা কেটে বামুন মরে" এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়—ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে ?

> ২১ মতিলালের গদিপ্রাণ্ডি ও বাবুয়ানা, মাতার প্রতি কুব্যবহার---মাতা ও ভগিনীর বাটী হইতে গমন ও প্রাতাকে বাটীতে আসিতে বারণ ও তাহার অস্তু দেশে গমন।

বাব্রামবাব্র শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না, মেমন গর্জন হইয়াছিল তেমন বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুক্না মাথা বিনা তেলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদিগের ভর্ক করাই দার, ইয়ার গোচের বাম্নদিগের চৌচাপটে জিভ। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে এক্রোকা স্বভাব জন্ম—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অমুসারে চলেন—সাটে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রান্ধণেরা সহরবেঁশা—বাব্দিগের মন বোগাইয়া কথাবার্তা কহেন—ঝোপ ব্বে কোপ মারেন, তাঁহারা দকল কর্মেই

বাওয়াজিকে বাওয়াজি তরকারিকে তরকারি। অতএব তাঁহাদিগের যে সর্ব স্থানে উচ্চ বিদায় হয় তাহাতে আশ্চর্যা কি ? অধ্যক্ষেরা ভাল থলিয়া সিঞাইয়া বিদায়ছিলেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কালালি বিদায় বড় হউক বা না হউক তাহা-দিগের নিজের বিদায়ে ভাল অন্থরাগ হইল। যে কর্মটি দকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কর্মটি রব করিয়া হইয়াছিল কিন্তু আগু-পাছুতে সমান বিবেচনা হয় নাই। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

প্রান্দের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্চারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় থোসামোদ করিতে লাগিল। মতিলাল তুর্বল স্বভাব হেতৃ তাহাদিগের মিষ্ট কথায় ভিজিয়া গিয়া মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি জন্ম তাহারা এক দিন বলিল-একণে আপনি কর্তা অতএব স্বর্গীয় কর্তার গদিতে বদা কর্তবা, তাহা না হইলে তাঁহার পদ কি প্রকারে বজায় থাকিবে ?--এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আহলাদিত হইল — চেলে বেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু হস্তনা ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল যেমন রামচল্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহপূর্বক সিংহাদনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেইরূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্চারাম ও ঠকচাচা দেখিল ঐ প্রস্তাবে মতিলালের মুখখানি আহ্লাদে চক্চক্ করিতে লাগিল—তাহারা পর দিবদেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বানপূর্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে টিটিকার হইয়া গেল मिंजनान गिन প্रार्थ इटेरनन। यह कथा हार्रि, वाष्ट्रांत, घार्रि, मार्रि इटेर्ड লাগিল—এক জন ঝাঁজওয়ালা বামৃন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্ব কথা ৷ আর গদি বা কার ? এ কি জগৎদেটের গদি না দেবীদাস বালমুকুন্দের গদি ?

যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের হ্যায় উল্মল্ করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাগুলা, গোলমাল, গাওনা বাজনা, হো হা, হাসি খুসি, আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল, চোহেল, স্রোতের হ্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গীদিগের সংখ্যার ব্রাস নাই—রোজ২ রক্তবীজের হ্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্রের্থ কি ?—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গদ্ধেই পিপড়ার পাল পিল্২ করিয়া আইসে। এক দিন বক্রেশ্বর সাইতের পন্থায়

আদিয়া মতিলালের মনযোগান কথা অনেক বলিল কিন্তু বক্তেশ্বরের ফন্দি
মতিলাল বালাকালাবধি ভাল জানিত—এই জন্যে তাহাকে এই জবাব দেওয়া
হইল—মহাশয়! আমার প্রতি বেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাতে আমার
প্রকালের দকা একেবারে থাইয়া দিয়াছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে থ্ছে
আমি কস্ত্র করি নাই—এখন আর যন্ত্রণা কেন দেন ? বক্তেশ্বর অধ্যোম্থে মেও
মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন স্থেথ মন্ত্র—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা
এক২ বার আদিতেন কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখান্তনা হইত না—তাহারা
মোক্তারনামার দারা সকল আদায় ওয়াশিল করিভেন, মধ্যে২ বাবুকে হাততোলা
রক্ষে কিছু২ দিতেন। আয় ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও
দেখান্তনা নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় থায়—কিছুই থোজ থবর
নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল
বাবুয়ানায় এমত বেহোদ যে এদৰ কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাধ্বী স্ত্রীর পতিশোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। যত্তপি সং সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে ধেন স্বৃত্ত পড়ে। মতিলালের কুব্যবহার জন্ম তাহার মাতা ঘোরতর তাপিত হইতে লাগিলেন —কিন্তু মূথে কিছুই প্রকাশ করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, এক্ষণে যে ক দিন বাঁচি দে কদিন যেন তোমার কুকথা না ভন্তে হয় —লোকগঞ্জনায় আমি কাণ পাতিতে পারি না, তোমার ছোট ভাইটির, বড় বোনটির ও বিমাতার একটু তত্ত্ব নিও—তারা সব দিন আদুপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্মে কিছু বলি না, তোমাকে ভারও দি না। মতিলাল এ কথা শুনিয়া তুই চক্ষু লাল করিয়া বলিল—কি তুমি এক শ বার ফেচ্ ফেচ্ করিয়া বক্তেছে ?—তৃমি জান না আমি এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি ?—আমার আবার কুকথা কি ? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া'এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে২ বলিলেন—বাবা! আমি কখন গুনি নাই যে সম্ভানে মাকে মারে কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবদ আপন ক্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে অনেক চেটা করিয়া-ছিলেন কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্বদা এই ভাবিত বিষয়ের অর্থেক অংশ দিতে গেলে বড়মান্থবি করা হটাবে না কিন্তু বড়মান্থবি না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্ত বাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে ভাহাই করিছে হটবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাধারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মভিলাল রামলালকে বাঁটা চুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিধারিত হট্যা অনেক বিবেচনা করণান্তে মাতা বা ভগিনী অথবা কাহার সহিত না সাক্ষাং করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

২২ বাঞাবাম ও ঠকচণ্ড ম' বলানেক দৌলাগারী কর্ম করিছে প্রমেশ দেন, মতিলাল দিন দেখাগারার জন্ম এং সিদ্ধানের নিকত মানগোবিক্ষকে পাসান, প্র দিবল ংগতি হলেন ও ধনামালার সহিত প্লাতে বকাব্যি করেন।

মতিলাল দেখিলেন বাটী হউতে মা গেলেন, ভাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শাস্তি ৷ এত দিনের পর নিকটক হইল—ফেচ্ফেচানি একেবারে বছ—এক চোক রাঙ্গানিতে কর্ম কেয়াল হইলা উঠিল আর "প্রহারেণধনগুয়ঃ" সেদব হল বঠি কিছু শরার ক্ষির ফুরিয়ে এল—ভার উপায় কি ? বাব্যানার ভোগাড় কিরুপে চলে ? খুচুরা মহাজন বেটাদের টালমাটাল আর করিতে পারা যায় না। উটনো ওয়ালারা ও উটনো বন্ধ করিয়াছে—এদিকে সাম্নে স্নান্যাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে —থেম্টা ওয়ালিদের বায়না দিতে আছে —সন্দেশ মিঠায়ের ফরমাইদ দিতে আছে — চর্দ, গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে — তার আটখানার পাটখানাও হয় নাই। এই সকল চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন এমত সময়ে বাঞ্চারাম ও ঠকচাচা আদিয়া উপস্থিত হইল। ছুই একটা কথার পরে তাহার। জিজ্ঞাদা कतिल-वज्वात ! किছू विभव किन ? कामादक मान मिश्रल त्य जामता मान रहे —তোমার যে বয়েদ ভাতে দর্বদা হাদিখুদি করিবে। গালে হাত কেন ? ছি। ভাল করিয়া বসো। মতিলাল এই মিষ্ট বাক্যে ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল বাক্ত করিল। বাঞ্চারাম বলিলেন—ভার জল্পে এত ভাবনা কেন ? আমরা কি ঘাদ কাট্ছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আদিয়াছি—এক বংদরের মধ্যে দেনা টেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের উপর পা দিয়া পুত্রপৌত্রক্রমে খুব বড় মামুষি করিতে পারিবে। শাস্থে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষী:"— সৌদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখ্তা কত বেটা টেপা-গোঁজা, নড়েভোলা, টয়েবাঁধা, বালভিপোতা, কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল—এ সব দেখে কেবল চোক টাটায় বই তো না! আমরা কেবল একটি কর্ম লয়ে ঘষ্টিঘর্ষণা করিতেছি—এ কি খাট তঃখ! চণ্ডীচরণ খুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া।
মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। সৌদাগরি কি
বাজারে ফলে না আফিনে জন্মে? না মেঠাই মণ্ডার দোকানে কিনিতে মেলে?
এক জন সাহেবের মুৎস্থাজি না হইলে আমার কর্ম কাজ জমকাবে না।

বাঞ্ছারাম। বড়বাব্ ! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, করাকর্মার ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর দাহেবের এক জন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আদিয়াছে তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মৃৎস্কৃতি হইতে হইবে। দে লোকটি দৌদাগরি কর্মে ঘুন।

ঠকচাচা। মুইবি সাতে সাতে থাক্ব, মোকে আদালত, মাল, ফৌছদারি, সোদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এ সব ভাল সমজে। বাবু আপদোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ খেতেচে—লেফিয়ে২ জাহের হল না। মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—তেনার সেফত কি কর্ব ? তেনার স্থরত জেলেথার মাফিক আর মালুম হয় ফেরেন্ডার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছারাম। ও কথা এখন থাকুক। জান সাহেবকে দশ পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র জথম নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে কোতলপুরের তালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধকি লেখাপড়া আমাদিগের সাহেবের আফিসে করিয়া দিব—থরচ বড় হইবে না—আন্দান্ধ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে আর টাকা শ পাঁচেক মহাজনের আমলা কাম্লাকে দিতে হইবে। সে বেটারা পুন্কে শক্র—একটা থোঁচা দিলে কর্ম ভঙ্গুল করিতে পারে। সকল কর্মেরই অন্তম থন্তম আগে মিটাইয়া নই কোন্তী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম— আমার নানা বরাৎ—মাথায় আগুন জল্ছে। বড়বাবু! তুমি তর্ক-দিদ্দান্ত দাদার কাছ থেকে একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্র তুর্গাং বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমার সোনাগাজির দক্ষন বাটীতে উঠিবে। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে তার পর এই বৈজ্ববাটীর ঘাটেতে যথন চাঁদ সদাগরের মতন সাত জাহাদ্ধ ধন লইয়া ফিরিয়া আদিয়া দামামা বাজাইয়া উঠিবে তথন আবাল, বৃদ্ধ, যুবতী, কুলকক্তা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দৈখিয়া ভোমাকে

ধন্তং করিবে। আহা! এমন দিন যেন শীগ্র উদয় হয়! এই বলিয়া বাঞ্চারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মতিলাল আপন দঙ্গীদিগকে উপরোক্ত দকল কথা আহুপৃথিক বলিল। দঙ্গীরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—তাহাদিগের রাতিব টানাটানির জন্ম প্রায় বন্ধ। এক্ষণে সাবেক বরাদ বহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভাড়াতাড়ি, হড়াহড়ি করিয়া মানগোবিন্দ এক চাঁচা দৌড়ে তর্কসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া ইাপ ছাড়িতে লাগিল। তর্কদিদাস্ত বড় প্রাচীন, নশু লইতেছেন—ক্ষেচ্২ করিয়া হাঁচতেছেন—থক্থ করিয়া কাদতেছেন—চারি দিকে শিয়—দশ্মুথে কয়েকথানা তালপাতায় লেখা পুস্তক—চদমা নাকে দিয়া একং বার গ্রন্থ দেখিতেছেন, একং বার ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বিচালির অভাবে গরুর জাবনা দেওয়া হয় নাই—গরু মধ্যে২ হাম্মা২ করিতেছে—ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—বুড় হইলেই বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাতদিন পাদ্ধি পুথি ঘাট্বেন, ঘরকলার পানে একবার ফিরে দেখবেন না । এই কথা শিয়ের। শুনিয়া পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া চাওয়াচায়ি করিতেছে। তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্ম লাঠি ধরিয়া স্থড়ং করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বসিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড় ! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট-দিকট করিয়া গুমরে উঠিলেন—কচ্পোড়া খাও—উঠছি আর অমনি পেচ ভাকছ আর কি সময় পাও নি ? সৌদাগরি করতে যাবে ! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিনকেণ কি রে? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপ ছেড়ে গন্ধান্ত্রান করবে—যা বলু গে যা যে দিন তোরা এখান থেকে যাবি সেই मिनरे खड़।

মানগোবিল মুখছোপ্পা খাইয়া আসিয়া বলিল যে কালই দিন ভাল, অমনি সাজ্বে শব্দ হইতে লাগিল ও উত্থোগ পর্বের ধুম বেধে গেল। কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ্ধপ্ করিয়া পিটে দেথে—কেহ তবলায় চাটি দিয়া পরক করে—কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ভাডাই করে—কেহ বোচকা বুচ্কি বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা মায় ছুরি, কাঠ লইয়া পোঁটলা করে—কেহ ছর্রার গুলি চাটের সহিত সন্তর্পণে রাথে—কেহ পাকামালের ঘাট্তি কম্তি তদারক করে। এই-রূপে সারা দিন ও সারা রাত্রি ছট্ফটানি, ধড়্ফড়ানি, আন্, নিয়ে আয়, দেথ শোন, ওরে হেঁ রে, সজ্জাগজ্জা, হোহাতে কেটে গেল।

প্রামে চিটিকার হইল বাবুরা সৌদাগরি করিতে চলিলেন। পর দিবস প্রভাতে যাবতীয় দোকানি, পদারি, ভিকিরি, কাঙ্গালি ও অন্যান্ত অনেকেই রাস্তায় চাহিয়ে আছে ইতিমধ্যে নববাবুরা মত্ত হস্তীর লায় পৈয়িস্থ করত মস্থ শব্দে ঘাটে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্নিক করিতেছিলেন গোলমাল শুনিয়া পশ্চাতে দৃষ্টপাত করিয়া একেবারে জড়সড় হইলেন। তাঁহাদিগকে ভীত দেথিয়া নববাবুরা থিল্থ করিয়া হাদিতেথ গঙ্গামৃত্তিকা, ঝামা ও থ্যকুড়ি গাত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ভগ্গাহ্নিক হইয়া গোবিন্দথ করিতেথ প্রস্থান করিলেন। নববাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চীৎকার স্বরে এক স্থীসম্বাদ ধরিলেন—নৌকা ভাঁটার জোরে সাঁ দাঁ করিয়া যাইতেছে কিন্তু বাবুরা কেইই স্থির নহেন—এ ছাতের উপর যায় ও হাইল ধরে টানে এ দাঁড় বহে ও চক্মিকি নিয়ে আগুন করে। কিঞ্ছিৎ দ্র যাইতেথ ধনামালার দহিত দেখা হইল—ধনামালা বড় মৃথর—জিজ্ঞানা করিল—গ্রামটাকে তো পুড়িয়ে খাক কর্লে আবার গঙ্গাকে জলাচ্ছ কেন ? নববাবুরা রেগে বলিল—চূপ শৃয়র—তুই জানিস নে যে আমরা সব সৌদাগরি করতে যাচ্ছি ? ধনা উত্তর করিল—যদি তোরা সৌদাগর হস তো সৌদাগরি কর্ম গলায় দড়ি দিয়া মকক।

২০ মতিলাল দল্যল সমেত দোনাগাজিতে আসিয়া এক জন গুরুমহাশ্যকে তাড়ান ; বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সৌদাগরি করিয়া দেনার ভয়ে প্রস্থান করেন।

নোনাগাজির দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল—চারি দিক্ শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—ছানে২ কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ২ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ওসকল ছানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া ঘত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে আসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—ঘদি কোন ছেলে এক বার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত তবে তংক্ষণাৎ তাহার পিঠে চট্ই চাণড় পড়িত। মানবস্থভাব এই ঘে কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকিলে সে কর্তৃত্বটি নানারণে প্রকাশ চাই ভাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জক্ত গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড়

করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিকে দেখিয়া আপন পঞ্চ হরকে নিথাদ করি-তেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি হইত, এ কারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দও হইত তাহার আশুর্য কি ? গুরুমহাশ্যের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ল্যায়—সর্বদাই চটাপট, পটাপট, গেলুম রে, মলুম রে, ও "গুরুমহাশয়২ তোমার পড়ো হাজির" এই শঙ্কই হইত আর কাহার নাকথত—কাহার কাণমলা—কেহ ইটে থাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দও অনবরতই হইত।

সোনাগাজির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিং প্রান্তভাগে হুই এক জন বায়ুল থাকিত—ভাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্লান্ত হইয়া ওয়ে২ মুহম্বরে গান করিত। দোনাগাছির এইরপ অবস্থা ছিল। মতিলালের ভভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার চিঁহিঁ, তবলার চাটি, লুচি পুরির থচাথত," উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা, মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূতি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূতি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার থাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মহুয়ের তুর্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে ভনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অমুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জ্ম থাহা বলিতে বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহং উলার ব্রান্সণের ক্যায় মুখফোড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে —কেহ বা কৃষ্ণন্গরীয়দিগের তায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুন্দিয়ানা খরচ করে— আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি স্ক্ষারপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্বদেশীয় বঙ্গ-ভায়াদিগের মত কেনিয়ে২ চলেন-প্রথম২ আপনাকে নিপ্রয়াদ ও নির্লোভ দেখান—আদল মতলব তৎকালে দ্বৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইদে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে২" করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল

কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বলছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে প্রাতঃকালাবধি রাত্রি ছই প্রহর পর্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গদ্যস্ক করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—সূহুর্ত নাই—নিমেষ্ট নাই—সর্বদাই নানা প্রকার লোক আদিতেছে—বদিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং২ শব্দে বৈঠক-থানার দি জি কম্পান—তামাক মৃত্যুত্ত আদিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের স্থায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই২ ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত, গীত, বাচ্চ, হাদিখুদি, বড়কট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বট্কেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি—চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবাব্ হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুষ একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্বে বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে হুর্গটুনি ইইয়া পড়িলেন। মধ্যেই ছেলেদের ঘোষাইবার একটুই গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা এথানে কেন মেওই করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণ। হইতে আমি বালককালেই মৃক্ত হইয়াছি আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন দু—ওটাকে অরায় বিসর্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্রেনববাবুরা হুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটখেলের হারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্গান করাইলেন স্কৃতরাং পাঠশালা ভান্দিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতেই ও কলা দেথাইতেই টোচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিকে জান সাহেব হৌদ খুলিলেন—নাম হইল জান কোম্পানি। মতিলাল মৃংস্কৃদ্ধি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্মকর্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মৃৎস্কৃদিকে তৌয়াজ করেন ও মৃৎস্কৃদ্ধি জাপন সঙ্গীদিগকে লইয়া হুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবৃতে২ রাজা চকে একং বার কুটা যাইয়া দাহুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না—বটলর সাহেবের অয়দাস হইয়া থাকিতেন এক্ষণে চৌরুদ্ধিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানাপ্রকার আসবাব ও তদবির থরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল২ গাড়ি, ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোনার ওয়াচগার্ড গরিয়া ও হীরার আলুটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেথিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জল্প তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না

কিন্ত হুই একজন বুজিমান লোক তাঁহার নিগৃত তব ছানিয়া মাল্গা২ রক্ষমে থাকিত—কথনই মাধামাথি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্ছন করে—হয় ও ভাহাছের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগছ কিয়া জিনিস্পত্র পরিদ্বাবিক্রয় করে ও ভাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি ধর্চা লয়। অক্যান্ত অনেকে আপন্য টাকায় এথানকার ও অক্ত ছানের বাজার বৃদ্ধিয়া সৌদাগরি করে কিন্তু যাহার। ঐ কর্ম করে তাহাদিগকে অত্যে সৌদাগরি কর্ম শিথিতে হয় তা না হইলে কর্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

कान मार्ट्यत किन्नुमात ताथरमाथ किन ना, किनिम थतिम कित्रा भागिहेत्नहे মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার ছিল ফলতঃ আদল মতলব এই পরের স্কল্পে ভোগ করিয়া রাভারাতি বড়মাছব হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে সৌলাগরি সেম্ব করা—দশটা গুলি মারিতে২ কোনটা না কোনটা গুলিতে অবগ্রহ শিকার পাওয়া ঘাইবে। ধেমন সাহেব ততোধিক তাহার মৃংস্থানি-ভিনি গণ্ডমুর্থ-না তাঁহার লেথাপড়াই বোধশোধ আছে—না বিষয়কর্মই বৃথিতে ভথিতে পারেন স্ত্তরাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম করান কেবল গোবধ করা মাত্র। মহাছন, দালাল ও সরকারেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট জিনিসপত্তের নমুনা লইয়া আসিত ও দর দামের ঘাট্তি বাড়তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয়কর্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেল্থ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না-কি জানি কথা কহিলে পাছে নিজের বিছা প্রকাশ হয়, কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাঞ্চারামবাবু ও ঠকচাচার নিকটে যাও। আফিনে হুই একজন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজীতে দকল হিদাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজী ক্যাশবহি বোঝা ভাল এজন্ত কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া এক বার এদিক ওদিক দেখিয়া বহিখান এক পাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিদের নীচের ঘরে বদিতেন— ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশবহি দেখানে মাসাবধি থাকাতে দরদিতে খারাব হইয়া গেল ও নববাবুরা তাহা হইতে কাগজ চিরিয়া লইয়া সল্তের লায় পাকাইয়া প্রতিদিন কাণ চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—মল্ল দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল কেবল মলাট্টি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশ-বহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে তাহার ঠাটখানা আছে, অস্থি ও চর্ম পরহিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে ! জান সাহেব হা ক্যাশবহি জো ক্যাশবহি বলিয়া বিলাপ করত মনের থেদ মনেই রাখিলেন।

জান দাহেব বেধড়ক ও ত্বচকোরত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্ত দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিদের কি পড়তা হইত ও কাট্ডি কিরূপ হইবে তাহার কিছুমাত্র থোঁজ খবর করিতেন না। এই স্থযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্পে তৃষ্ণা মেটে না—রাত দিন খাই২ শব্দ ও আরু হাতিশালার হাতী খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, ত্ই জনে নির্জনে বিদিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে তাঁহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বদন্ত অন্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীত্রই উদয় হইবে অতএব নে থোরই সময় এই।

ত্বই এক বংশরের মধ্যেই জিনিসপত্রের বিক্রীর বড় মন্দ থবর আইল—সকল জিনিসেতেই লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকসান প্রায় লক্ষ টাকা হইবে—এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষ্ণ স্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসেই প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া থরচ করিয়াছেন, তদ্বাভিরেকে বেক্ষে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবিধ তলগড় ও ঢালস্থমরে চলিতেছিল এক্ষণে বাহিরে সম্রুমের নৌকা একেবারে ধুপুস্ করিয়া ভূবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিদিগের অধীন—অভাবিধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ের ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিকে মহাজন ও অন্যান্ত পাওনাওয়ালারা আদিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বদিল।
মতিলাল চারি দিক্ শৃত দেখিতে লাগিলেন—এক প্রসাও হাতে নাই—উট্নাওয়ালাদিগের নিকট হইতে উট্না লইয়া তাঁহার থাওয়া দাওয়া চলিতেছিল
এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না, মধ্যে২ ঘাড় উচু
করিয়া দেখেন বাঞ্চারামবাব্ ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায়
বাঁয়ে ছুরি, ঐ ছুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন। ভাহাদিগের
নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিঠিপত্র মতিবাব্র নামে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন এলেকা নাই, তাহারা কেবল কারপরদাজ বই
তো নয়।

এইরপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে বৈছ-বাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেথানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষরকর্মের সাত কাও শুনিয়া থুব হয়েছে২ বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ৩ বলিল—আজও রাতিদিন হচ্ছে—বে ব্যক্তি এমত অসং—বে আপনার মাকে ভাইকে ভাগনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপকর্মে কথনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি এরপ না হবে তবে আর ধর্মাধর্ম কি ?

কর্মকমে প্রেমনারায়ণ মজ্মদার প্রদিন বৈভবাটার ঘাটে স্নান করিভেছিল—
তর্কদিন্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিট্লেরা দবস্ব খুয়াইয়া
ওয়ারিলের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আদিয়াছে—কালায়্য় দেখাইতে লক্ষা
হয় না!বাবুরাম ভাল মুম্বলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন!ভর্কদিন্বান্ত
কহিলেন—ছোঁড়াদের না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো?
আহা! মা গঙ্গা একটু রূপা করিলে যে আমরা বেঁচে ঘাইভাম। অভ্যান্ত অনেক
রাজ্যা স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া ভাঁহাদিগের দাঁতে২ লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নান আহ্নিক
বুঝি অভ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পন করিতে হইবে। দোকানি প্র্যারিরা ঘাটের দিকে
দেখিয়া বলিল—কই গো! আমরা শুনিয়াছিলাম যে মভিবাবু সাভ স্থলুক ধন
লইয়া দামামা বাছিয়ে উঠিবেন—এখন স্থলুক দ্রে যাউক একথানা জেলে
ডিগেও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ বলিল ভোমরা ব্যস্ত হইও না—
মতিবাবু কমলে কামিনীর মৃস্কিলের দক্ষন দন্ধিণ মশান প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু
অতি ধর্মশীল—ভগবতীর বরপুত্র—ডিকে স্থলুক ও জাহাজ স্বরায় দেখা দিবে
আর ভোমরা মৃড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শন্ধ শুনিবে!

২৪ শুদ্ধ চিত্তের কথা, ঠকচাচার জাল করণ জ্ঞ গেরেস্তারি—বরদাবাবুর দুংখ, মতিলালের ভয়; বেচারাম ও বাজারাম উভয়ের সাক্ষাৎ ও কথোপকধন।

প্রাতঃকালের মন্দ্র বায়ু বহিতেছে—চম্পক, শেফালিকা ও মল্লিকার সৌগন্ধ ছুটিয়াছে। পদ্দিসকল চকুবৃহৎ করিতেছে—ঘটকের দক্ষন বাটাতে বেণীবাবু বরদাবাবুকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। দক্ষিণ দিকু থেকে কতকগুলা কুকুর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তার ছোঁড়ারা হো২ করিয়া আসিতে লাগিল—গোল একটু নরম হুইলে "দুঁর২" ও "গোপীদের বাড়ী ষেও না করি রে মানা" এই থোনা স্বরের আনন্দলহরী কর্ণগোচর হুইতে লাগিল। বেণীবাবু ও বরদাবাবু উঠিয়া দেখেন যে বহুবাজারের বেচারামবাবু আসিতেছেন—গানে মন্ত, ক্রমাগত তুড়ি দিতেছেন। কুকুর গুলা ঘেউ২ করিতেছে—ছোঁড়ারা হো২ করিতেছে, বহুবাজারনিবাদী বিরক্ত হুইয়া দুঁর২! করিতেছেন। নিকটে আদিলে বেণীবাবু ও বরদাবাবু উঠিয়া

সন্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। প্রস্পর কুশলবার্তা জিজাসা-নস্তর বেচারামবাবু বরদাবাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! বাল্যাবধি অনেক প্রকার লোক দেখিলাম—অনেকেরই অনেক গুণ আছে বটে কিন্তু তাহা-দিগকে দোষে গুণে ভাল বলি—সে যাহা হউক, নম্রতা, সরলতা, ধর্ম বিষয়ে লাহদ ও পর দম্পর্কীয় শুদ্ধচিত্ত তোমার যেমন আছে এমন কাহারও দেথিতে পাই না। আমি নিজে নমভাবে চলি বটে কিন্তু সময়বিশেষে অত্যের অহলার দেখিলে আমার অহন্ধার উদয় হয়—অহন্ধার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়, রাগে অহঙ্কার বেডে উঠে। আমি কাহাকেও রেয়াত করি না-যথন যাহা মনে উদয় হয় তথন তাহাই মুথে বলি কিন্তু আমার নিজের দোষে তত সরলতা থাকে না—আপনি কোন মন্দ কর্ম করিলে সেটি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না, তথন এই মনে হয় এ কথাটি ব্যক্ত করিলে অন্তের নিকট আপনাকে খাট হইতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে আমার সাহস অতি অল্ল—মনে ভাল জানি অমুকং কর্ম করা কর্তব্য কিন্তু আপন সংস্কার অনুসারে সর্বদা চলাতে সাহসের অভাব হয়। অগ্র সম্বন্ধে শুদ্ধচিত্ত রাখা বড় কঠিন—আমি জানি বটে যে মমুগুদেহ ধারণ করিলে মহয়ের ভাল বই মন্দ কথনই চেটা পাওয়া উচিত নহে কিন্ধ এটি কর্মেতে দেখান বড় হুম্বর। যদি কেহ একটু কটু কথা বলে তবে তাহার প্রতি আর মন থাকে না—তাহাকে একেবারে মন্দ মন্ত্রন্ত বোধ হয়—তোমার কেহ অপকার করিলেও ভাহার প্রতি তোমার মন শুদ্ধ থাকে—অর্থাৎ তাহার উপকার ভিন্ন অপকার করণে কখন তোমার মন যায় না এবং যদি অন্তে তোমার নিন্দা করে তাহাতেও তুমি বিরক্ত হও না—এ কি কম গুণ ?

বরদা। যে যাহাকে ভালবাদে দে তাহার সব ভাল দেখে আর যে যাহাকে দেখিতে পারে না দে তাহার চলনও বাঁকা দেখে। আপনি যাহা বলিলেন দে সকল অন্ধ্রহের কথা—দে সকল আপনার ভালবাসার দক্ষন—আমার নিজ গুণের দক্ষন নহে। সকল সময়ে—সকল বিষয়ে—সকল লোকের প্রতি মন শুক্ত রাথা মন্ত্র্যের প্রায় অসাধ্য। আমাদিগের মন রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারে ভরা—এ সকল সংযম কি সহজে হয়? চিত্তকে শুক্ত করিতে গেলে অত্যে নম্রতা আবিশ্রক —কাহার হকপট নম্রতা দেখা যায়—কেহহ ভয়প্রযুক্ত নম্র হয়—কেহহ ক্লেশ অথবা বিপদে পড়িলে নম্র হইয়াথাকে—দে প্রকার নম্রতা ক্ষণিক, নম্রতার স্থায়িত্বের জন্য আমাদিগের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হওয়া উচিত যিনি স্প্রকিতা তিনিই মহং—তিনিইজ্ঞানময়—তিনিই নিক্সক্ক ও নির্মল, আমরা আজ আছি—কাল মাই, আমাদিগের বলই বা কি, আর বৃদ্ধিই বা কি—আমাদিগের ভ্রম,

কুমতি ও কুম্ম দণ্ডেং হইতেছে তবে অংকাবের কারণ কি ? এরপ নমতা মনে ছিলিলে রাগ, বেম, হিংদা ও অহঙ্কারের পর্বতা হইয়া আদে, তথন অন্ত দম্ভে শুরুতি হয়—তথন আপন বিভা, বৃদ্ধি, এর্থ ও পদের অংকার প্রকাশ করত পরকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা যায় না—তথন পরের দম্পদ্ দেখিয়া হিংদা হয় না—তথন পরনিন্দা করিতে ও অন্তকে মন্দ ভাবিতে ইচ্ছা যায় না—তথন অন্তভারা অপকৃত হইলেও তাহার প্রতি রাগ বা ঘেষ উপন্ধিত হয় না—তথন কেবল আপন চিত্ত শোধনে ও পরহিত সাধনে মন রত হয়, কিন্তু এরপ হওয়া ভারি অভ্যাদ ভিন্ন হয় না—একণে অল্প জানযোগ হইলেই বিজাতীয় মাংস্ব্র্য জরে—আমি যা বলি—আমি যা করি কেবল তাহাই স্ব্রোত্তম—অন্তে যা বলে বা করে তাহা অগ্রান্থ।

বেচারাম। ভাই হে ! কথাগুলা শুনে প্রাণ জুড়ায়—আমার সতত ইচ্ছা ভোমার সৃহিত কথোপকথন করি।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার তাড়াতাড়ি করিয়া আদিয়া সম্বাদ দিল কলিকাতার পুলিদের লোকেরা এক জাল তহমতের মামলার দক্ষন ঠকচাচাকে গেরেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। বেচারামবাবু এই কথা শুনিয়া থুব হয়েছে২ বলিয়া হ্যিত হইয়া উঠিলেন। বরদাবাবু শুরু হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বেচারাম। আবার যে ভাব্ছ ?—অমন অদৎ লোক পুলিপলাম গেলে দেশটা জুড়ায়।

বরদা। তুঃথ এই যে লোকটা আজন্মকাল অসং কর্ম বই সংকর্ম করিল না— এক্ষণে যদি জিঞ্জির যায় তাহার পরিবারগুলা অনাহারে মারা যাবে।

বেচারাম। ভাই হে! তোমার এত গুল না হইলে লোকে তোমাকে কেন পৃদ্ধা করে। তোমার প্রতিহিংদা ও অপকার করিতে ঠকচাচা কম্বর করে নাই— অনবরত নিন্দা ও প্রানি করিত—তোমার উপর গুমথুনি নালিশ করিয়াছিল—ও জাল হপ্তম করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল—ভাহাতেও ভোমার মনে তাহার প্রতি কিছুমাত্র রাগ অথবা দ্বেম নাই ও প্রত্যপকার কাহাকে বলে তুমি জান না— তুমি এই প্রত্যপকার করিতে যে দে ব্যক্তি ও তাহার পরিবার পীড়িত হইলে ওয়ধ দিয়া ও আনাগনা করিয়া আরোগ্য করিতে। এক্ষণেও তাহার পরিবারের ভাবনা ভাবিতেছ—ভাই হে! তুমি জেতে কায়ছ বটে কিন্তু ইচ্ছা করে যে এমন কায়ন্তের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দি।

বরদা। মহাশয়! আমাকে এত বলিবেন না—জনগণের মধ্যে আমি অতি হেয়

ও অকিঞ্ন। আমি আপনকার প্রশংসার যোগ্য নহি—মহাশয় এরপ পুনঃ২ বলিলে আমার অহঙ্কার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারে।

এদিকে বৈশ্ববাদীতে পুলিদের দার্জন, পেয়াদা ও দারোগা ঠকচাচাকে পিচ্নিমাড়া করিয়া বাঁধিয়া চল্ বে চল্ বলিয়া হিড্হ করিয়া লইয়া আদিতেছে। রাস্তায় লোকারণ্য—কেহ বলে যেমন কর্ম তেমনি ফল—কেহ বলে বেটা জাহাজে না উঠিলে বিশ্বাদ নাই—কেহ বলে আমার এই ভয় পাছে ঢোঁড়া হয়। ঠকচাচা অধোবদনে চলিয়াছে—দাড়ি বাতাদে ফুর্হ করিয়া উড়িতেছে—হুটি চক্ষু কট্মট্ করিতেছে—বাঁধন খুলিবার জন্ম সার্জনকে একটা আহলি আন্তেহ দিতেছে, সার্জনের বড় পেট, অমনি আছলি ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে—মোকে একবার মতিবাবুর নজ্দিগে লিয়ে চল—তেনার ভামিনি লিয়ে মোকে এজ থালাদ দেও—মুই কেল হাজির হব। দার্জন বল্ছে—তোম বহুত বক্তা—ফের বাত কহেগা তো এক থাগ্রড় দেগা। তথন ঠকচাচা সার্জনের নিকট হাতজোড় করিয়া কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। সার্জন কোন কথায় কাণ না দিয়া ঠকচাচাকে নৌকায় উঠাইয়া বেলা তুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময় পুলিদে আনিয়া হাজির করিল—পুলিদের সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছে স্ক্তরাং ঠকচাচাকে রাত্রিতে বেনিগারদে বিহার করিতে হইল।

ওদিকে ঠকচাচার তুর্গতি শুনিয়া মতিলালের ভেবা চেকা লেগে গেল। তাহার এই আশক্ষা হইল এ বজাঘাত পাছে এ পর্যন্ত পড়ে—য়থম ঠক বাঁধা গেল তথন আমিও বাঁধা পড়িব তাহাতে সন্দেহ নাই—বোধ হয় এ ব্যাপার জান কোম্পানির ঘটিত, সে যাহা হউক, সাবধান হওয়া উচিত, এই স্থির করিয়া মতিলাল বাটীর সদর দরওয়াজা থ্ব কসে বন্ধ করিল। রামগোবিন্দ বলিল—বড়বাব্! ঠকচাচা জাল এত্তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে—ভোমার উপর গেরেপ্তারি থাকিলে বাটী ঘর অনেকক্ষণ ঘেরা হইত, তৃমি মিছে২ কেন ভয় পাও ? মতিলাল বলিল—তোমরা ব্বা না হে! তঃসময়ে পোড়া শল মাছটাও হাত থেকে পালিয়া যায়। আজকের দিনটা যো সো করিয়া কাটাইতে পারিলে কাল প্রাতে যশোহরের তালুকে প্রস্থান করি। বাটীতে আর তির্চান ভার—নানা উৎপাত—নানা ব্যাঘাত—নানা আশক্ষা—নানা উপদ্রব আর এদিকে হাত থাক্তি হইয়াছে। এ কথা শেষ হইবা মাত্রেই ঘারে তিপ্ ২ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল—"ঘার খোল গো—কে আছ গো" এই শল হইতে লাগিল। মতিলাল আন্তে২ বলিল—চূপ কর—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। মানগোবিন্দ উপর থেকে উকি মারিয়া দেখিল এক জন পেয়ালা ঘার ঠেলিতেছে—অমনি টিপে২ আদিয়া বলিল—বড়বার!

এট বেলা প্রভান কর, বোধ হয় ঠকচাচার দক্ষম বাসি গেরেপারি উপভিত-আগুনের ফিন্কি শেষ হয় নাই। ধদি নিজন খান না পাও তবে গিড্কির পানা পুকরিণীতে তৃর্ঘাধনের ক্রায় জলতম্ভ করে থাক। দোলগোবিন বলিল—ভোমর। তেউ দেবে ল। ভূবাও কেন ? আগে বিষয়টা ভলিয়ে বুঝ, রোস আমি জিলাসা করি—কেমন হে পিয়ালাবারু ! তুমি কোনু আলারত থেকে আদিয়াছ ? পেয়ালা বলিল—এক্তে মুই জান সাংহবের চিটি লিয়ে এংসছি—চিটি এই লেও বলিয়া ধা করিয়া উপরে ফেলিয়া দিল। রাম বাঁচলুম ! এডক্সাল ধ্যে প্রাণ এল — সকলে বলিয়া উঠিল। অমনি পেছন দিক থেকে হলধর ও গণাধর "ভবে ত্রাণ কর" ধরিয়া উঠিল, নব বাবুদের শরতের মেঘের ভায়—এই বৃষ্টি—এই রৌহ্ন— এই গমি-এই খুদি। মভিলাল বলিল, একটু ধাম চিষ্টিধানা পড়িতে লেও-বোধ করি কর্মকাঞ্চের আবার স্থযোগ হইবে। মতিলাল চিঠি খুলিলে পরে নব বাবুরা সকলে ভুম্ডি খাইরা পড়িন—অনেকগুলা মাথা ভড় হইল বটে কিছ কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, চিঠি পড়া বিপত্তি হইল। অনেকক্ষণ পরে নিক্টস্থ দে দের বাটীর একজনকে ডাকাইয়৷ ডিটির মর্য এই জানা হইল যে জান সাহেবের প্রায় অনাহারে দিন ঘাইতেছে—ভাগার টাকার বড় দরকার। মান-গোবিন্দ বলিল—বেটা বড় বেহায়া—ভাহার ছাল্য এত টাকা গঠপানে গেল তব্ ছিড়েন নাই, আবার কোন্ মুখে টাকা চায় ? দোলগোবিন বলিল—ইংরাছকে হাতে রাথা ভাল—ওদের পাতাচাপা কপাল—সময়বিশেষে মাটি মুটটা ধরিলে সোনা মুটা হইয়া পড়ে। মতিলাল বলিল—তোমরা বকাবকি কেন কর আমাকে कांटिलंख बक्त नाई-कूटिलंख माध्य नाई।

এথানে বালী হইতে বেচারামবারু পার হইয়া বৈকালে ছক্ড়া গাড়িতে ছড়রহ
শব্দে "সেই যে ভন্মমাথা জটে—যত দেখ ঘটে পটে সকল জটের মুটে" এই গান
গাইতেই উত্তরমুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিকৃ থেকে বাঞ্চারাম বাগ ইাকাইয়া
আদিতেছেন—ছই জনে নেক্টা নেক্টি হওয়াতে ইনি ওঁকে ও উনি এঁকে
ছম্ডি থাইয়া দেখিলেন—বাঞ্চারাম বেচারামের আবহায়া দেখিবা মাত্রেই
ঘোড়াকে সপাদপ্ চারুক কিময়া দিলেন—বেচারাম অমনি তাড়াতাড়ি আপন
গাড়ির ভল্কা ঘার হাত দিয়া কদে ধরিয়া ও মাথা বাহির করিয়া "এহে বাঞ্চারাম! ওহে বাঞ্চারাম!" বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন। এই ডাকাডাকি,
হাকাহাঁকিতে বিগি খাড়া হইল ও ছক্ড়া ছননন্ই করিয়া নিকটে গেল।
বেচারাম বারু বলিলেন—বাঞ্চারাম! তুমি কপালে পুরুষ—তোমার লাভের খুলি
রাবণের চুলির মৃত্ জল্ছে—এক দফা তো দৌদাগরি কর্ম চৌচাপটে কর্লে—

এক্ষণে তোমার ঠকচাচা যায়—বোধ হয় তাহাতেও আবার একটা মৃড়ি পট্তে পারে কেবল উকিলি ফন্দিতে অধঃপাতে গেলে—মরিতে যে হবে—দেটা এক-বারও ভাব লে না ? বাঞ্ছারাম বিরক্ত হইয়া মৃথথানা গোঁজ করিলেন পরে গোঁপ জোড়াটা ফর্২ করিয়া ঘোড়ার পিটের উপর আপনার গায়ের জালা প্রকাশ করিতে২ গড়্২ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ং এমতিলালের যশোহরের জমিদারিতে দলবল সহিত গমন—
জমিদারি কর্ম করণের বিবরণ; মীলকরের সঙ্গেদালা
ও বিচারে মীলকরের খালাদ।

বাবুরামবাবুর সকল বিষয় অপেকা যশেহেরের ভালুকথানি লাভের বিষয় ছিল। দশশালা বন্দোবন্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা ভৌলে মুসমা ছিল পরে ঐ সকল জমি হাসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে প্রায় এক কাঠাও থামার বা পতিত ছিল না, প্রজালোকও কিছু দিন চাষ্বাদ করিয়া হর্বির ফ্রনের দারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল কিন্তু ঠকুচাচার প্রামর্শে অনেকের উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা দিকন্ত হইয়া পডিল—অনেক লাথেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাহা-দিগের সনন্দ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমে২ প্রস্থান করিল ও অনেক গাতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজাভাজা হইয়া বিনি মূল্যে আপন্থ জমির স্বত্ব ত্যাগ করত অন্তথ্য অধিকারে প্লায়ন করিল। এই কারণে তালুকের আয় তুই এক বৎসর বুদ্ধি হওয়াতে ঠকচাচা গোঁপে চাড়া দিয়া হাত ঘুরাইয়া বাবুরামবাবুর নিকট বলিতেন—"মোর কেমন কার-দানি দেখ" কিন্তু "ধর্মস্ত স্ক্রা গতিঃ"—অল্ল দিনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয়ক্রমে হেলে গরু ও বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল তাহাদিগের জমি বিলি করা ভার হইল, সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল আমরা প্রাণপণ পরিশ্রমে চায্বাস করিব হু টাকা হু সিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁদাল হবে তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করবেন—তবে আমাদিগের এ অধিকারে থাকায় কি প্রয়োজন ? তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না। অনেক ভামি গরবিলি থাকিল—ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তরেও কেহ লইতে চাহে না ও নিজ আবাদে ধরচ ধরচা বাদে ধাজনা উঠান ভার হইল। নায়েব সর্বদাই জমিদারকে এত্তেলা দিতেন, জমিদার স্থদামত পাঠ লিখিতেন—"গোজেন্তা হারত থাজানা আদায় না হইলে তোমার রুটি যাইবে—

ভোমার কোন ওজর শুনা যাইবে না।" সময়বিশেষে বিষয় ব্রিয়া ধনক দিলে কর্মে লাগে। যে স্থলে উৎপাত ধনকের অধীন নহে দে স্থলে ধনক কি কর্মে আদিতে পারে? নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গল্পঃ গচ্ছরপে আম্তাং রক্ষে চলিতে লাগিল—ওদিকে মহল ভূই তিন বংসর বাকি পড়াতে লাটবলি হইল স্তরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিবি লিখিয়া দিয়া বাব্রামবার দেনা করিয়া সরকারের মাল-গুজারি দাখিল করিতেন।

এক্ষণে মতিলাল দলবল দহিত মহলে আদিয়া অবস্থিতি করিল। তাহার মানস এই যে তালুক থেকে কলে টাকা আদায় করিয়া দেনা টেনা পরিশোধ করিয়া সাবেক ঠাট বজায় রাখিবেক। বাবু জমিদারি কাগজ কথন দৃষ্ট করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোমোয়ারা, কাহাকে বলে জ্মাওয়াদিল বাকি কিছুই বোধ নাই। নায়েব বলে— হজ্র ! একবার লতাগুলান দেখুন—বাব্ কাগভের নতার উপর দৃষ্টি না করিয়া কাছারিবাটীর তক্ষনতার দিকে ফেল্২ করিয়া দেখেন। নায়েব বলে—মহাশম! এক্ষণে গাঁতি অর্থাং থোদকন্তা প্রজা এত ও পাইকন্তা এত। বাবু বলেন—আমি গোদকন্তা, পাইকন্তা শুন্তে চাই না—আমি সব এককতা করিব। বড়বাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও মনে করিল বদ্জাত নেড়ে বেটা গিয়াছে বুঝি এত দিনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল। এই কারণে আফ্লাদিতচিত্তে ও সহাস্তবদনে রুক্ষ্লো, ভুথ্নোপেটা ও তলাথাক্তি প্রজারা নিকটে আদিয়া সেলামি দিয়া ''রবধান'' ও ''স্থালাম'' করিতে লাগিল। মতিলাল ঝনাঝন্ শব্দে ন্তর হইয়া লিক্২ করিয়া হাসিতেছেন। বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রজারা দাদ্থাই করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলে অমুক আমার জমির আল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলে চিষিয়াছে—কেহ বলে অমৃক আমার থেজুরগাছে ভাঁড় বাধিয়া রস চুরি করি-রাছে—কেহ বলে অমৃক আমার বাগানে গক ছাড়িয়া দিয়া তচ্নচ্ করিয়াছে— কেহ বলে অমুকের হাঁদ আমার ধান থাইয়াছে—কেহ বলে আমি আজ তিন বংদর কবজ পাই না—কেহ বলে আমি খতের টাকা আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও – কেহ বলে আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্রী করিয়া ঘরখানি পারাইব—আমাকে চৌট মাফ করিতে হুকুম হউক—কেহ বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি ভার সেলামি দিতে পারিব না—কেহ বলে আমার জোতের জমির হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমার খাজানা মৃদ্যা দেও, তা না হয় তো প্রতাল করে দেখ। মতিলাল এ সকল কথার বিন্দু বিদর্গ না ব্ঝিয়া চিত্রপুত্তলিকার তায় বিষয়া থাকিলেন। দঙ্গী বাবুরা তুই একটা আন্থা শব্দ লইয়া রঙ্গ করত থিল্২ হাসিয়া কাছারিবাটীছেয়ে দিতে লাগিল ও মধ্যে২ "উড়ে যায় পাথী তার পাথা গুণি" গান করিতে লাগিল। নাম্মেব একেবারে কাষ্ঠ, প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ষেখানে মনিব চৌকস, সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না। নায়েব মতি-লালকে গোমূর্থ দেখিয়া নিজমূতি ক্রমে২ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক মামলা উপস্থিত হইল, বাবু তাহার ভিতর কিছুই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, নায়েব তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন ইষ্ট দিশ্ধ করিতে লাগিল আর প্রজারাও জানিল যে বাবুর সহিত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা—নাম্বেবই সর্বময় কর্ত।! যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বৃনিতে ইচ্ছুক নহে কারণ ধালাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর ফিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর্ব বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অক্তান্ত কারপরদান্তের পেট অল্পে পূরে না। এই জন্ত যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের স্থামৃত পান করিয়াছে দে আর প্রাণাত্তে কুঠার মুখে। হইতে চায় না কিন্ত নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি। সম্বৎসর কলিকাতার কোন না কোন দোদাগরের কুঠা হইতে টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে এক্ষণে যগুপি নীল তৈয়ার না হয় তবে কর্জ বৃদ্ধি হইবে ও পরে কুঠা উঠিয়া গেলেও যাইতে পারিবে। অপর যে সকল ইংরাজ কুঠীর কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্ত লোক কিন্তু কুঠীতে শাজাদার চেলে চলে—কুঠীর কর্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগরে এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইছুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা দর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সর্বসময়ে যত্নবান হয়।

মতিলাল দলিগণকে লইয়া হো হো করিতেছেন—নায়েব নাকে চদমা দিয়া দগুর খুলিয়া লিথিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে, এমত দময়ে কয়েকজন প্রজা দেগিড়ে আদিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মোশাই গো! কুঠেল বেটা মোদের দর্বনাশ কর্লে—বেটা দরে জমিতে আপনি এদে মোদের বুননি জমির উপর লাগল দিতেছে ও হাল গোরু দব ছিনিয়ে নিয়েছে—মোশাই গো! বেটা কি বুননি নই কর্লে। শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে! নায়েব অমনি শতাবধি পাক দিক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আদিয়া দেথে কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায়—মৃথে চুরট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকাহাঁকি কর্তেছে। নায়েব নিকটে যাইয়া মে ও২ করিয়া ছই একটা কথা বলিল, কুঠেল হাঁকায় দেও২, মার২ হুকুম দিল।

অমনি তুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেন্তে এনে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব দরে গিয়া একটা রাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেক কাল মারামারি লাঠালাঠি হুইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েক জন ঘায়েল হুইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং-ডেং করিয়া কুঠিতে চলে গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটাতে আদিয়া ''কি দর্বনাশ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠাতে ঘাইয়া বিলাভি পানি ফটাস্ ক্রিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া থাইয়া শিশ দিতে২ "তাজা বতাজা" গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুথে দৌড়ে২ থেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাহাকে কাব্ করা বড় কঠিন, মাজিষ্ট্রেট ও জল্প তাঁহার ঘরে সর্বদা আসিয়া থানা থান ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিসের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে আর যদিও তদারক হয় তবু খুন মকদমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অক্ত প্রকার গুক্তত্তর দোষ করিলে মক্ষাল আদালতে তাহাদিগের সন্থ বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে স্থপিম কোটে চালান হয় তাহাতে সাক্ষী অথবা কৈরাদিরা বায়, ক্লেশ ও কর্মক্ষতি জন্ত নাচার হইয়া অস্পট হয় স্ক্তরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদমা বিচার হইলেও ফেসে যায়।

নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। তুর্বল হওয়া বড় আপদ্—সবল ব্যক্তির নিকট কেইই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া ঘার বন্ধ করিল। নায়ের সম্পুথে আসিয়া মোট্মাট্ চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারগা বড়ই সোরসরাবত করিতেছিল টাকা পাইবা মাত্রে যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারগা মাজিষ্টেটের নিকট ছ দিক্ বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল—এদিকে লোভ ওদিকে ভয়। নীলকর অমনি নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিষ্টেটের মনে দৃঢ় বিখাস হইতে লাগিল যে নীলকর ইংরাজ, গ্রীষ্টয়ান—মন্দ কর্ম কখনই করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় তৃদ্বর্ম করে। এই অবকাশে সেকের করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় তৃদ্বর্ম করে। এই অবকাশে সেকের করিবে না—কেবল কালা হোকে তিনিক হইতে জেয়াদা ঘুদ লইয়া তাহার বিশিক্তিমি জমানবন্দি চাপিয়া স্বপক্ষায় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল ক্রিমণঃ ছুট চালাইতে২ বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বজ্বান্তি ক্রিলে আমি এ স্থানে আসিয়া বাদালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিবিক্তি—আমি আইয়াদিগের আসিয়া বাদালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিবিক্তি—আমি আইয়াদিগের

লেখাপড়ার ও ঔষধপত্রের জন্ম বিশেষ বায় করিতেছি—আবার আমার উপর্
এই তহমত ? বালালিরা বড় বেইমান ও দান্ধাবাজ! মাজিন্ট্রেট এই সকল কথা
শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনের পর খুব চুর্চুরে মধুপান করিয়া চুরট
খাইতেই আদালতে আইলেন—মকন্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ পত্রকে বাঘ
দেখিয়া সেরেন্ডাদারকে একেবারে বলিলেন—"এ মামেলা ডিস্মিদ্ কর" এই
ফুমে নীলকরের ম্থটা একেবারে ফুলিয়া উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কট্মট্
করিয়া দেখিতেলাগিলেন।নায়ের অধাবদনে চিকুতেই—ভুঁ ডি নাড়িতেই বলিতেই
চলিলেন—বালালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল—মীলকর বেটাদের জুলুমে
মলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহিই করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির
অন্তরোধে তাহাদিগের বশু হইয়া পড়ে আর আইনের মেরুপ গতিক তাহাতে
নীলকরদিগের পালাইবার পথও বিলক্ষণ আছে।লোকেবলে জমিদারের দৌরাজ্যে
প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল। জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে
ততনে বজায় রেথে করে, প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষত। নীলকর সে রকমে
চলে না—প্রজা মক্রক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চায
বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।

২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে বিদ্রাবস্থায় আপন কথা আপনিই ব্যক্ত করণ – পুলিনে বাঞ্চারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাং, মকদ্দমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ, জেলেতে তাহার সহিত অস্তান্ত কয়েদির কথাবার্তা ও তাহার থাবার অগহরণ।

মনের মধ্যে ভয় ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিদ্রার আগমন হয় না। ঠকচাচা বেনিগারদে অভিশয় অস্থির হইলেন, একথানা কম্বলের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। উঠিয়া এক২ বার দেখেন রাত্রি কত আছে। গাড়ির শব্দ অথবা মন্ময়ের স্বর শুনিলে বোধ করেন এইবার বুনি প্রভাত হইল। এক২ বার ধড়্মড়িয়া উঠিয়া দিপাইদিগকে জিজ্ঞানা করেন—"ভাই! রাভ কেত্না ভয়া ?"—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, "আরে কামান দাগ্নেকো দো তিন ঘণ্টা দের হেয় আব লোট রহো, কাহে হর্ঘড়ি দেক করতে হো ?" ঠকচাচা ইহা শুনিয়া কম্বলের উপর গড়াগড়ি দেন। তাহার মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কথন২ ভাবেম—আমি চিরকালটা জ্য়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরিলাম—ইহাতে যে টাকাকড়ি রোজগার হইয়াছিল ভাহা কোথায়?

পাপের কড়ি হাতে থাকে না, লাভের মধ্যে এই দেখি যথন মন্দ কর্ম করিয়াভি তথনি ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রে ঘুমাই নাই—সদাই আভক্তে পাকিভাম—গাচেত পাতা নড়িলে বোধ হইত যেন কেহ ধরিতে আসিতেছে। আমার হামজোলক খোদাবকস আমাকে এ প্রকার ফেরেকায় চলিতে বার্থ খানা করিতেন—তিনি বলিতেন চায্বাস অথবা কোন ব্যবসা বা চাকরি করিয়া গুজরান করা ভাল, সিদে পথে থাকিলে মার নাই – তাহাতে শরীর ও মন চুই ভাল থাকে। এইরুপ চলিয়াই থোদাবকুদ স্বথে আছেন। হায় । আমি ভাহার কথা কেন গুনিলাম না। কথন্য ভাবেন উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব ? উক্লিল কৌনম্বলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না— জাল কোন্থানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে ? এইরূপ নানা প্রকার কথার ভোলপাড করিতেই ভোর হয়ই এমত সময়ে আন্তিবশতঃ ঠকচাতার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন দায় সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে২ ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেম—''বাহলা ! তুলি, কলম ও কল কেহ যেন দেখিতে পায় মা— শিয়ালদার বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে—বেদ আছে—থবর্ণার তুলিও না— তমি জলদি ফরিদপুরে পেলিয়ে যাও—মুই থালাদ হয়্যে তোমার সাত মোলাকাত করবো " প্রভাত হইয়াছে—স্থের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার দাভির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমানার তাহার নিকট দাড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিরা চীংকার করিয়া বলিল—"বদ্ধাত ! আবতলক শোয়া হেয় —উঠ, তোম আপ না বাত আপু জাহের কিয়া।" ঠকচাচা অমনি ধড়ুমড়িয়া উঠিয়া চকে, নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাতে২ তদ্বি পড়িতে লাগিলেন। জ্মাদারের প্রতি একং বার মিটমিট করিয়া দেখেন—একং বার চক্ষু মুদিত করেন। জমাদার ক্রকুটি করিয়া বলিল-"ভোম তো ধরম্কা ছালা লে করকে বয়টা হেয় আর শেয়ালদাকো তলায়দে কল ওল নেকালনেমে তেরি ধরম আওরভী জাহের হোগা" ঠকচাচা এই কথা শুনিবামাত্রে কদলীবুক্ষের কায় ঠকু২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাবা। মেরি বাইকো বছত স্বোর হুয়া এদ দববদে হাম নিদ জানেদে জুটুমুট বক্তা হ'। "ভালা ও বাত পিছু বোঝা জাওঁদি,— আব ভৈয়ার হো", এই বলিয়া জমাদার চলিয়া গেল।

এ দিকে দশটা চং চং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও অন্তান্ত আসামিদিগকে লইয়া হাজির করিল। নয়টা না বাজিতে২ বাঞ্চারামবার্ বটলর সাহেবকে লইয়া পুলিসে ফিরিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিলেন ও মনে২ ভাবিতেছিলেন—ঠকচাচাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলে তাহার দারা অনেক কর্ম পাওয়া যাইবে—লোকটা বলতে কহিতে, লিখতে পড়তে, যেতে আস্তে, কাজে কর্মে, মামলা মকদ্যায়, মতলব মুলতে বড় উপযুক্ত; কিন্তু আমার হচ্ছে এ পেশা—টাকা না পাইলে কিছুই তদ্বির হইতে পারে না। ঘরের থেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি না, আর নাচ্তে বদেছি ঘোমটাই বা কেন ? ঠকচাচাও তো অনেকের মাথা থেয়েছেন তবে ওঁর মাথা থেতে দোষ কি ? কিন্তু কাকের মাংস থাইতে গেলে বড় কৌশল চাই। বটলর সাহেব বাঞ্চারামকে অগ্রমনন্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিল—বেন্দা! তোম কিয়া ভাবতা ? বাঞ্চারাম উত্তর করি-লেম-র্নো সাহেব। হাম, রূপেয়া যে স্কর্তসে ঘর্মে ঢোকে ওই ভাবতা। বটলর সাহেব একট অন্তরে গিয়া বলিলেন—"আসমাং—বহুত আসমা।" ঠকচাচাকে দেখিবামাত্র বাঞ্চারাম দৌড়ে গিয়া ভাহার হাত ধরিয়া চোক ঘটা পালে করিয়া বলিলেন—এ কিং ! কাল কুসংবাদ শুনিয়া সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কাটাইয়াছি, এক বারও চক্ষু বুজি নাই—ভোর হতে না হতে পূজা আহিক অমনি ফুলতোলা রকমে সেরে সাহেবকে লইয়া আসিতেছি। ভয় কি ? এ কি ছেলের হাতের পিটে ? পুরুষের দশ দশা, আর বড় গাছেই ঝড় লাগে। কিন্ত এক কিন্তি টাক। না হইলে তদিরাদি কিছুই হইতে পারে না-সঙ্গে না থাকে তো ঠকচাচীর তুই একথানা ভারি রকম গহনা আনাইলে কর্ম চলতে পারে। এক্ষণে তুমি তো বাঁচ তার পরে গহনা টহনা সব হবে। বিপদে পড়িলে স্বস্থির হইয়া বিবেচনা করা বড় কঠিন, ঠকচাচা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন। ঐ পত্র লইয়া বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক চক্ষু টিপিয়া ঈষৎ হাস্ত করিতে২ এক জন সরকারের হাতে দিলেন এবং বলি-লেন—তুমি ধাঁ করিয়া বৈছবাটী যাইয়া ঠকচাচীর নিকট হইতে কিছু ভারি রকম গহনা আনিয়া এখানে অথবা আফিলে দেখতে আইস, দেখিও গহনা খুব मावधान कतिया जानिल, विनम्र ना रुग्न, यादव जात जानित्व,—दयन এইখানে আছ। সরকার রুষ্ট হইয়া বলিল—মহাশয় ! মুখের কথা, অমনি বললেই হইল ? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈভবাটী—আর ঠকচাচীই বা কোথায় ? আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে, এক মুটা খাওয়া দূরে থাকুক এথনও এক ঘটি জল মাথায় দিই নাই—আজ ফিরে কেমন করিয়া আদৃতে পারি? বাঞ্চারাম অমনি রেগেমেগে হুম্কে উঠিয়া বললেন,—ছোট লোক এক জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জন্ম হয় না। লোকে ভन्नाम कतिया निली पारेटाउट, তुमि दिखताती निया अकता कर्म निर्कम कतिया আসতে পার না ? সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম বুরো—তোর চথে আবুল দিয়া বল্লুম তাতেও টোদ হৈল না ? সরকার অধান্থে না রাম না গলা কিছুই না বলিয়া বেটো ঘোড়ার লায় তিকুতে২ চলিল ও আপনা আপনি বলিতে লাগিল— তুংথী লোকের মানই বা কি আর অপ্যানই বা কি ? পেটের জঙ্গে সকলই সহিতে হয়। কিছু হেন দিন কবে হবে যে ইনি ঠকচাচার মত কাদে পড়্বেন। আমার দেক্তা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটায় ঘূলু চরাইয়াছেন। বাবা! অনেক উকলের মৃৎস্কি দেখিয়াছি বটে কিছু ওঁর জুড়ি নাই। রক্মটা—ভাতের পটোল, বলেন বিহ্না, যেথানে ছুঁচ চলে না সেথানে বেটে চালান। এদিকে পূজা আজিক, দোল তুগোংসব, বাজগভোজন ও ইইনিছাও আছে। এমন হিন্দুয়ানির মৃথে ছাই — আগা গোড়া হারামজান্কি ও বন্জাতি!

এখানে ঠকচাচা, বাঞ্চারাম ও বটলর বিদিয়া আছেন, মকদমা আর ভাক হয় না। যত বিলম্ব ইইতেছে তত ধড়্কড়ানি বৃদ্ধি ইইতেছে। পাঁচটা বাজেই এমন সময়ে ঠকচাচাকে মাজিট্রেটের নমুথে লইয়া খাড়া করিয়া দিল। ঠকচাচা গিয়া সেখানে দেখেন যে শিয়ালদার পুক্রিণী ইইতে জাল করিবার কল ও তথাকার তুই এক জন গাওয়া আনীত ইইয়াছে। মকদমা তদারক হওনানন্তর মাজিট্রেটির তুকুম দিলেন যে এ মামলা বড় আণালতে চালান ইউক, আসামির জামিন লওয়া যাইতে পারা যায় না স্তরাং তাহাকে বড় জেলে কয়েদ থাকিতে ইইবে।

মাজিট্রেটের হুকুম হইবা মাত্রে বাঞ্চারাম তেড়ে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন
—ভয় কি ? এ কি ছেলের হাতের পিটে ? এ তো জানাই আছে যে মকদমা
বড় আদালতে হবে—আমরাও তাই তো চাই। ঠকচাচার মৃথগানি ভাবনায়
একেবারে শুকিয়া গেল। পেয়াদারা হাত ধরিয়া হিড়্ হ করিয়া নীচে টানিয়া
আনিয়া জেলে চালান করিয়া দিল। চাচা টংয়স্ হ করিয়া চলিয়াছেন—মৃথে বাকা
বাক্য নাই—চক্ষু তুলিয়া দেথেন না, পাছে কাহারো সহিত দেখা হয়—পাছে
কেহ পরিহাস করে। সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন। বড় জেলেতে যাহারা দেনার জন্ত অথবা দেওয়ানি মকদমা ঘটিত কয়েদ
হয় তাহারা এক দিকে ও যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা
অন্ত দিকে থাকে। ঐ সকল আসামির বিচার হইলে হয় তো তাহাদিগের ঐ
স্থানে মিয়াদ থাটিতে নয় তো হরিং বাটীতে স্থিক কুটিতে হয় অথবা জিঞ্জির বা
ফাসি হয়। ঠকচাচাকে ফৌজদারি জেলে থাকিতে হইল, তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ
করিলে যাবভীয় কয়েদি আসিয়া ঘেরিয়া বিদল। ঠকচাচা কট্মট করিয়া
সকলকে দেখিতে-লাগিলেন—এক জন আলাগীও দেখিতে পান না। কয়েদিরা

বলিল, মূন্দিজি !—দেথ কি ? তোমারও যে দশা আমাদেরও সেই দশা, এথন আইদ মিলে যুলে থাকা যাউক। ঠকচাচা বলিলেন—হাঁ বাবা! মূই নাহক আপদে পড়েছি—মূই থাই নে, ছুঁই নে, মোর কেবল নিসিবের ফের। ছুই এক জন প্রাচীন কয়েদি বলিল—হাঁ তা বই কি! অনেকেই মিথ্যা দায়ে মজে যায়। এক জন মূথফোড় কয়েদি বলিয়া উঠিল—তোমার দায় মিথ্যা আমাদের বুঝি সত্য ? আ! বেটা কি সাওখোড়ও সরফরাজ ?—ওহে ভাইদকল সাবধান—এ দেড়ে বেটা বড় বিটকিলে লোক। ঠকচাচা অমনি নরম হইয়া আপনাকে খাট করিলেন কিন্তু তাহারা এ কথা লইয়া অনেকে ক্ষণেক কাল তর্ক বিতর্ক করিতে ব্যস্ত হইল। লোকের স্বভাবই এই, কোন কর্ম না থাকিলে একটু স্থ্র ধরিয়া ফালতো কথা লইয়া গোলমাল করে।

জেলের চারি দিক্ বন্ধ হইল—কয়েদিরা আহার করিয়া শুইবার উত্তোগ করি-তেছে, ইত্যবদরে ঠকচাচা এক প্রান্তভাগে বিদয়া কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া ম্থে ফেলিতে যান অমনি পেচন দিক্ থেকে বেটা ছই মিশ কাল কয়েদি—গোঁপ, চুল ও ভুক শাদা, চোক লাল—হাহা হাহা শব্দে বিকট হাস্ত করত মিঠায়ের ঠোলাটি দট্ করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া২ টপ২ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মধ্যে২ চর্বণকালীন ঠকচাচার ম্থের নিকট ম্থ আনিয়া হিহিৎ করিয়া হাদিতে লাগিল। ঠকচাচা একেবারে অবাকৃ—আন্তে২ মাছ্রির উপর গিয়া স্বড়২ করিয়া শুইয়া গড়িলেন, যেন কিল থেয়ে কিল চুরি!

২৭ বাদার প্রজার বিবরণ—বাগুল্যের বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়িচাপা লোকের প্রতি বরদাবাবুর সততা, বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দমা করণের ধারা; বাঞ্চারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও বাগুলোর বিচার ও মাজা।

বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, দালতি দাঁ২ করিয়া চলিয়াছে—চারি দিক্
জলময়—মধ্যে২ চৌকি দিবার টং; কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই—এদিকে মহাজন
ওদিকে জমিদারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয় তবে তাহাদিগের হৢই বেলা হৢই
মূঠা আহার চলিতে পারে নতুবা মাছটা, শাকটা ও জনখাটা ভর্দা। ডেন্সাতে
কেবল হৈমন্তি বুনন হয়—আউদ প্রায় বাদাতেই জয়ে। বলদেশে ধাতা অনায়াদে
উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু হাজা, শুকা, পোকা, কাঁকড়া ও কাভিকে ঝড়ে ফদলের
বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়; আর ধানের পাইটও আছে, তদারক না করিলে কলা
ধরিতে পারে। বাহুলা প্রাতঃকালে আপন জোতের জমি ভদারক করিয়া বাটীর

দাওয়াতে বদিয়া ভামাক থাইভেছেন, সন্মুধে একটা কাগছের দপ্তর, নিকটে ছই চারি জন হারামজাদা প্রজা ও আদালতের লোক বদিয়া আছে-হাকিমের **আ**ইনের ও মামলার কথাবার্ত। হইতেছে ও কেহ২ নূতন দন্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইশারা করিতেছে—কেহ২ টাকা টে ক থেকে খুলিয়া দিতেছে ও আপন্ত মতলব হাশিল জক্ত নানা প্রকার স্থতি করিতেছে। বাছল্য কিছু যেন অন্তমনস্ক—এদিকে ওদিকে দেখিতেছেন—এক২ বার আপন ক্লুযাণকে ফালতো ফরমাইদ করিতেছেন "এরে ঐ কতুর ভগাটা মাচার উপর তুলে দে, ঐ থেড়ের আটিটা বিছিয়ে ধূপে দে," ও একং বার ছমছমে ভাবে চারি দিকে দেখিতেছেন। নিকটস্থ এক ব্যক্তি জিজাদা করিল—মৌলুবি সাহেব। ঠকচাচার কিছু মন্দ থবর শুনিতে পাই—কোন পেঁচ নাই তো ৷ বাহুল্য কথা ভাঙ্গিতে চান না, দাড়ি নেড়ে—হাত তুলে অতি বিজ্ঞরূপে বলিতেছেন—মরদের উপর হরেক আপদ গেরে, তার ডর করলে চলবে কেন? অন্ত একজন বলিতেছে—এ তো কথাই আছে কিন্তু দে ব্যক্তি বারে হা, আপন বৃদ্ধির জোরে বিপদ্ থেকে উদ্ধার হইবে। সে যাহা হউক আপনার উপর কোন দায় না পড়িলে আমরা বাঁচি-এই ডেক্সা ভবানীপুরে আপনি বৈ আমাদের সহায় সম্পত্তি আর নাই—আমাদের বল वनून, वृक्ति वनून मकनरे आपनि । आपनि ना थाकितन आमारनत अथान ट्रेट বাদ উঠাইতে হইত। ভাগ্যে আপনি আমাকে কয়েকথানা কবন্ধ বানিয়ে দিয়ে-ছিলেন তাই জমিদার বেটাকে জব্দ করিয়াছি, আমার উপর সেই অবধি কিছু দৌরাত্ম্য করে না—শে ভাল জানে যে আপনি আমার পাল্লায় আছেন। বাহল্য আহলাদে গুড়্গুড়িটা ভড়্২ করিয়া চোক মুখ দিয়া ধুঁয়া নির্গত করত একটু মৃত্থ হাস্থ করিলেন। অন্য এক জন বলিল—মফঃদলে জমি জমা শিরে লইতে গেলে জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্ত তুই উপায় আছে—প্রথমত: মৌলুবি সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া—দ্বিতীয়ত: খ্রীষ্টয়ান হওয়া। আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরির দোহাই দিয়া গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায় ! পাদ্রি সাহেব কড়িতে বল—সহিতে বল—স্বপারিসে বল "ভাই লোকদের" সর্বদা রক্ষা করেন। সকল প্রজা যে মনের সহিত গ্রীষ্টয়ান হয় তা নয় কিন্তু যে পাদরির মণ্ডলীতে যায় সে নানা উপকার পায়। মাল মকদ্মায় পাদরির চিঠি বড কর্মে লাগে। বাহুল্য বলিলেন সে সচ্ বটে—লেকেন আদ্মির আপনার দিন খোয়ানা বহুত বুরা। অমনি সকলে বলিল—তা বটে তো, তা বটে তো; আমরা এই কারণে পাদরির নিকটে যাই না। এইরূপ থোদ গল হইতেছে ইতিমধ্যে দারগা, জন কয়েক জমাদার ও পুলিদের সার্জন হড়্মুড় করিয়া প, বু, ৮

আদিয়া বাহুলোর হাত ধরিয়া বলিল—তোম ঠকচাচা কো সাত জাল কিয়া— তোমারি উপর গেরেপ্তারি হেয়। এই কথা শুনিবামাত্রে নিকটস্থ লোক সকলে ভয় পাইয়া সট ২ করিয়া প্রস্থান করিল। বাহুল্য দারগা ও সার্জনকে ধন লোভ দেখাইল কিন্তু তাহারা পাছে চাক্রি যায় এই ভয়ে ও কথা আমলে আনিল না. তাহার হাত ধরিয়া নইয়া চলিল। ডেঙ্গা ভবানীপুরে এই কথা শুনিয়া লোকারণ্য হইল ও ভদ্র২ লোকে বলিতে লাগিল ত্বন্ধরে শান্তি বিলম্বে বা শীঘ্রে অবশুই হুইবে। যদি লোকে পাপ করিয়া স্থথে কাটাইয়া যায় তবে স্প্রেই মিথ্যা হুইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। বাহুল্য ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়াছেন—অনেকের সহিত দেখা হইতেছে কিন্তু কাহাকে দেখেও দেখেন না। হুই এক ব্যক্তি যাহার। কখন না কখন তাহার দারা অপকৃত হইয়াছিল, তাহারা এই অবকাশে কিঞ্চিৎ ভর্মা পাইয়া নিকটে আদিয়া বলিল—মৌলবি সাহেব ! এ কি ব্রজের ভাব না কি ? আপনার কি কোন ভারি বিষয় কর্ম হইয়াছে ? না রাম না গলা কিছুই ना विनया वाल्ला वर्गटापीत घाँ भात रहेया गामदा पानिया भिल्ला । সেখানে তুই এক জন টেপুবংশীয় শাজাদা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল— কেঁউ ত গেরেপ্তার হোয়া—আচ্ছা হুয়া—এয়দা বদজাত আদমিকো দাজা মিলনা বহুত বেহতর। এই সকল কথা বাহুলোর প্রতি মডার উপর থাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল। ঘোরতর অপমানে অপমানিত হইয়া ভবানীপুরে পৌছিলেন—কিঞ্চিং দূর থেকে বোধ হইল রাস্তার বাম দিকে কতকগুলি লোক দাঁডাইয়া গোল করিতেছে, নিকটে আদিয়া সার্জন বাহল্যকে লইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাদা করিল, এখানে এত লোক কেন? পরে লোক ঠেলিয়া গোলের ভিতর ঘাইয়া দেখিল, এক জন ভদ্র লোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বদিয়া আচেন— আঘাতিত ব্যক্তির মন্তক দিয়া অবিশ্রাস্ত কধির নির্গত হইতেছে, ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাদিয়া যাইতেছে। দার্জন জিজ্ঞাদা করিল, আপনি কে ও এ লোকটি কি প্রকারে জ্বম হইল ? ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস—আমি এথানে কোন কর্ম অন্তুরোধে আদিয়াছিলাম, দৈবাৎ এই লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া আঘাতিত হইয়াছে, এই জন্ম আমি আগুলিয়া বিসিয়া আছি—শীঘ্ৰ হাঁদপাতালে যাইব তাহার উদ্যোগ পাইতেছি—একথান পাল্কি আনিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোন মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাজি। আমার দলে গাড়ি আছে বটে কিন্ত এ ব্যক্তি গাড়িতে উঠিতে অক্ষম, পাল্কি কিম্বা ডুলি পাইলে যত ভাড়া লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। দততার এমনি গুণ যে ইহাতে অধ্যেরও মন

ভেজে। বরণাবাবুর এই ব্যবহার দেপিয়া বাহুল্যের আশ্চর্য জরিয়া আপন মনে
বিংকার হইতে লাগিল। সাব্জন বলিল—বাবু—বাঙ্গালিরা হাড়িকে স্পর্শ করে
না, বাঙ্গালি হইয়া তোমার এত দূর করা বড় সহজ্ঞ কথা নহে। বোধ হয় ভূমি
বড় অসাধারণ ব্যক্তি, এই বলিয়া আসামিকে পেয়ালার হাভয়ালে রাথিয়া
সাব্জন আপনি আড়ার নিকট ঘাইয়া ভয়বৈত্ততা প্রদর্শনপ্রক পাল্কি আনিয়া
বরদাবাবুর সহিত উক্ত হাড়িকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

পূর্বে বড় আদালতে কৌজনারি মকদমা বংসরে তিনং মাস অন্তর হইত এলংগ কিছু ঘন্ত হইয়। থাকে। ফৌজদারি মকদ্ব্যা নিস্পত্তি করণার্থে তথায় চুই প্রকার জুরি নকরর হয়, প্রথমত: গ্রাগুরি—যাহারা পুলি**দচালানি ও অন্তান্ত লোক** যে ই প্রাইটমেন্ট করে তাহা বিচারধোগ্য কি না বিবেচনা করিয়া আদালভকে জানান-দিতীয়ত: পেটিজুরি, যাহারা গ্রাঞ্রির বিবেচনা অস্থারে বিচারশোগা মকদ্ম। জ্ঞের সহিত বিচার করিয়া আদামিদিগকে দোঘি বা নির্দোষ করেন। এক২ দেশনে অর্থাৎ ফৌলগারি আদালতে ১৪ জন গ্রান্থ্রি মকরর হয়, ষে সকল লোকের ছই লক্ষ টাকার বিষয় বা যাহারা সৌদাগরি কর্ম করে ভাহারাই গ্রাঞ্রি হইতে পারে। দেশনে পেটজুরি প্রায় প্রতিদিন মকরর হয়, তাহাদিথের নাম ডাকিবার কালীন আদামি বা ফৈরাদি স্বেচ্ছাস্থ্যারে আপত্তি করিতে পারে অর্থাৎ যাহার প্রতি সন্দেহ হয় ভাহাকে না লইয়া অন্ত আর এক জনকে নিযুক্ত করাইতে পারে কিন্তু বার জন পেটিজুরি শপ্থ করিয়া বসিলে আর বদল হন্ন না। দেশনের প্রথম দিবদে তিন জন জজ বদেন, যথন যাহার পালা তিনি গ্রাগ্নুরি মকরর হইলে তাঁহাদিগকে চার্জ অর্থাৎ দেশনীয় মকদ্মার হালাৎ দকল বুঝাইয়া দেন। চার্জ দিলে পর অন্ত ত্ই জন জজ ধাঁহাদের পালা নয় তাঁহার। উঠিয়া যান ও গ্রাঞ্রিরা এক কামরার ভিতর যাইয়া প্রত্যেক ইণ্ডাইটমেন্টের উপর আপন বিবেচনাত্মসারে যথার্থ বা অষ্থার্থ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন ভাহার পর বিচার আরম্ভ হয়।

রজনী প্রায় অবসান হয়—মন্দ্র স্মীরণ বহিতেছে, এই স্থশীতল সময়ে ঠকচাচা মুথ হাঁ করিয়া বেভর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা ঘাইতেছেন। অভাত্ত কয়েলিরা
উঠিয়া তামাক থাইতেছে ও কেহর ঐশন শুনিয়া "মোস পোড়া থাব" বলিতেছে
কিন্তু ঠকচাচা কুন্তকর্ণের ভায় নিদ্রা ঘাইতেছেন—"নাসাগর্জন শুনি পরাণ
দিহরে"। কিয়্বংকাল পরে জেলরক্ষক সাহেব আসিয়া কয়েদিদের বলিলেন—
তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হও, অভ সকলকে আদালতে যাইতে হইবে।

এদিকে দেশন খুলিবামাত্রে দশ ঘলীর অগ্রেই বড় আদালতের বারাণ্ডা লোকে

পরিপূর্ণ হইল—উকিল, কৌন্স্থলি, ফৈরাদি, আসামি, সাক্ষী, উকিলের মৃংস্থদি, জুরি, সাব্জন, জমাদার, পেয়াদা—নানা প্রকার লোক থৈ২ করিতে লাগিল। বাঞ্চারাম বটলর সাহেবকে লইয়া ফিরিতেছেন ও ধনী লোক দেখিলে তাঁহাকে জাহন না জাহ্বন আপনার বামনাই ফলাইবার জন্ম হাত তুলিয়া আশার্বাদ করিতেছেন, কিন্তু যিনি তাঁহাকে তাল জানেন তিনি তাঁহার শিগ্রাচারিতে জুলেন না—তিনি এক লহমা কথা কহিয়াই একটা না একটা মিথ্যা বরাত অহুরোধে তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার হইতেছেন। দেখ তে২ জেলখানার গাড়ি আদিল—আগু পিছু তুই দিকে দিপাই, গাড়ি খাড়া হইবা মাত্রে সকলে বারাগুণ থেকে দেখিতে লাগিল—গাড়ির ভিতর থেকে সকল কয়েদিকে লইয়া আদালতের নীচেকার ঘরের কাঠগড়ার ভিতর রাখিল। বাঞ্ছারাম হন্থ করিয়া নীচে আদিয়া ঠকচাচা ও বাছল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—তোমরা ভীমার্জুন—ভয়

पूरे প্রহর হইবা মাত্রে বারাণ্ডার মধ্যস্থল থালি হইল—লোক দকল তুই দিকে দাঁড়াইল—আদালতের পেয়ালা "চুপ্" ২ করিতে লাগিল—জজেরা আদিতেছেন বলিয়া যাবতীয় লোক নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে সার্জন পেয়াদা ও চোপদারেরা বলাম, বর্শা, আশাদোঁটা ভলবার ও বাদদাহর রৌপাময় মটুকারুত সজ্জা হত্তে করিয়া বাহির হইল। তাহার পর সরিফ ও ডিপুটি সরিফ ছড়ি হাতে করিয়া দেখা দিল—তাহার পর তিনি জন জজ লাল কোর্তা পরা গঞ্জীরবদনে মৃত্ব গতিতে বেঞ্চের উপর উঠিয়া কৌন্স্থলিদের সেলাম করত উপবেশন করিলেন। কৌন্মলিরা অম্নি দাঁড়াইয়া সম্মানপূর্বক অভিবাদন করিল—চৌকির নাড়ানাড়ি ও লোকের বিজ্বিজিনি এবং ফুন্ফুসনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল পেয়াদারা মধ্যে২ "চুপ্২" করিতেছে—সার্জনেরা ''হিশং" করিতেছে—ক্রায়র "এইন—ওইন" বলিয়া সেশন খুলিল। অনন্তর গ্রাঞ্রিদিগের নাম ডাকা হইয়া তাহারা মকরর হইল ও আপনাদিগের ফোরম্যান অর্থাৎ প্রধান গ্রাঞ্জুরি নিযুক্ত করিল। এবার রস্ল সাহেবের পালা, তিনি গ্রাঞ্জ্রির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—"মকদ্দমার তালিকা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে কলিকাতায় জাল করা বুদ্দি হইয়াছে কারণ ঐ কালেবের পাঁচ ছয়টা মকদমা দেখিতে পাই—ভাহার মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি যে নালিস তৎসম্পর্কীয় জ্মানবন্দিতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাহারা শিয়ালদাতে জাল কোম্পানির কাগচ তৈয়ার করিয়া কয়েক বংসরাবধি এই সহরে বিক্রয় করিতেছে—এ মকদমা বিচারঘোগ্য কি না তাহা আমাকে অগ্রে জানাইবেন—অক্তান্ত মকন্দমার দন্তাবেজ দেখিয়া যাহা

কর্তব্য তাহা করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু বলা বাহুল্য।" এই চার্জ পাইয়া গ্রাগুরি কামরার ভিতর গমন করিল—বাঞ্চারাম বিষয় ভাবে বটলর সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। দশ পোনের মিনিটের মধ্যে ঠকচাচা ও বাচলোর প্রতি ইণ্ডাইট্মেণ্ট যথার্থ বলিয়া আদালতে প্রেরিত হইল। অমনি ক্লেনের প্রহরী ঠকচাচা ও বাহুল্যকে আনিয়া জজের সন্মুপে কাঠরার ভিতর থাড়া করিয়া দিল ও পেটিজুরি নিযুক্ত হওন কালীন কোর্টের ইণ্টরপিটর চীংকার করিয়া বলিলেন—মোকাজন ওরফে ঠকচাচা ও বাহুল্য তোমলোককা উপর জাল কোম্পানির কাগজ বানানেকা নালেশ হয়া তোমলোক এ কাম কিয়া হেয় কি নেহি ? আসামিরা বলিল—জাল বি কাকে বলে আর কোম্পানির কাগজ বি কাকে বলে মোরা কিছুই জানি না, মোরা দেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি— মোরা চাষ্বাদ করি-মোদের এ কাম নয়-এ কাম দাহেব স্থভদের। ইন্টরপিটর ত্যক্ত হইয়া বলিল—তোমলোক বছত লম্বাং বাত কহতা হেয়— তোমলোক এ কাম কিয়া কি নেহি? আদামিরা বলিল—মোদের বাপ দাদারাও কথন করে নাই। ইণ্টরপিটর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজ চাপডিয়া বলিল-হামারি বাতকো জ্বাব দেও—এ কাম কিয়া কি নেহি? নেহিং এ কাম হামলোক কভি কিয়া নেহি—এই উত্তর আদামিরা অবশেষে দিল। উক্ত প্রশ্ন জিল্ঞাদা করিবার তাৎপর্য এই যে আসামি যদি আপন দোষ স্বীকার করে তবে তাহার বিচার আর হয় না-একেবারে সাজা হয়। অনন্তর ইণ্টরপিটর বলিলেন-ভন এই বারো ভালা আদমি বয়েট করকে ভোমলোক কো বিচার করেগা —কিসিকা উপর আগর ওজর রহে তব আবি কহ—ওনকো উঠায় করকে দোসরা আদমিকো ওনকো জাগেমে বটলা জায়েগি। আদামিরা এ কথার ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়া ফৈরাদির ও সাক্ষীর জমানবন্দির দ্বারা সরকারের তরফ কৌনস্থলি স্পাইরপে জাল প্রমাণ করিল, পরে আদামিদের কৌন্সলি আপন তরফ দাক্ষী না তুলিয়া জেরার মারপেচি কথা ও আইনের বিতগু করত পেটিজুরিকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার বক্ততা শেষ হইলে পর রসল সাহেব মকদমা প্রমাণের থোলসা ও জালের লক্ষণ জুরিকে বুঝাইয়া বলিলেন—পেটিজুরি এই চার্জ পাইয়া পরামর্শ করিতে কামরার ভিতর গমন করিল—জুরির। সকলে ঐক্য না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই অবকাশে বাঞ্চারাম আসামিদের নিকট আসিয়া ভর্মা দিতে লাগিলেন, তুই চারিটা ভাল মন্দ কথা হইতেছে ইতিমধ্যে জুরিদের আগমনের গোল পড়ে গেল। তাঁহারা আদিয়া

আপন২ স্থানে বসিলে ফোরম্যান দাঁড়াইয়া থাড়া হঁইলেন—আদালত একেবারে নিহন—সকলেই ঘাড় বাড়িয়া কাণ পেতে রহিল—কোর্টের ফৌজদারি মামলার প্রধান কর্মচারী ক্লার্ক আব্ দি ক্রোন জিজ্ঞাসা করিল—জুরি মহাশ্যেরা! ঠকচাচা ও বাহুল্য গিল্টি কি নাট গিল্টি ? ফোরম্যান বলিলেন—গিল্টি—এই কথা শুনিবামাত্র আসামিদের একেবারে ধড় থেকে প্রাণ উড়ে গেল—বাঞ্ছারাম আন্তে ব্যন্তে আসিয়া বলিলেন—আরে ও ফুস গিল্টি! এ কি ছেলের হাতে পিটে? এখুনি নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনবিচারের জন্ম প্রার্থনা করিব। ঠকচাচা দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন—মোশাই! মোদের নসিবে যা আছে তাই হবে মোরা আর টাকা কড়ি সরবরাহ করিতে পারিব না। বাঞ্ছারাম কিঞ্চিৎ চটে উঠিয়া বলিলেন—স্কৃহ হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব এ সব কর্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়?

এদিকে রদ্ন সাহেব বহি উল্টে পাল্টে দেখিয়া আসামিদের প্রতি দৃষ্টি করত এই হকুম দিলেন—"ঠকচাচা ও বাছল্য! তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল—যে সকল লোক এমন দোষ করে তাহাদের গুরুতর দগু হওয়া উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপালমে গিয়া যাবজ্জীবন থাক।" এই হুকুম হইবা মাত্র আদালতের প্রহরীরা আসামিদের হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেল। বাঞ্চারাম পিচ কাটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—কেহ২ তাঁহাকে বলিল—এ কি—আপনার মকদ্মাটা যে ফেঁসে গেল?—তিনি উত্তর করিলেন—এ তো জানাই ছিল—আর এমন সব গল্তি মামলায় আমি হাত দি না—আমি এমত স্কল

২৮ বেণী ও বেচার মবাবুর নিকট বরদাবাবুর সততা ও কাতরতা প্রকাশ এবং ঠকচাচা ও বাছল্যের ক্রোপক্থন।

বৈশ্ববাটীর বাটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল—রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন অভিভাবক নাই—পরিজনেরা ত্রবস্থায় পড়িল—দিন চলা ভার হইল, গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে? ধর্মের সংসার হইলে প্রভরের গাঁথনি হইত। এদিকে মতিলাল নিক্লদেশ—দলবলও অন্তর্ধান—ধুমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ মজ্মদারের বড় আফ্লাদ—বেণীবাবুর বাড়ীর দাওয়ায় বিসিয়া তুড়ি দিয়া "বাবলার ফুল্লো কাণেলো ত্লালি, মৃড়ি মৃড়কির নাম রেথেছো রপলি সোনালি" এই গান গাইতেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপুরা মেওহ

করিয়া হামির রাগ ভাঁজিয়া "চামেলি ফুলি চম্পা" এই খেয়াল স্থরৎ মুর্চ্ছনা ও গমক প্রকাশপূর্বক গান করিতেছেন। ওদিকে বেচারামবার "ভবে এদে প্রথমেতে পাইলাম আমি পঞ্জি" এই নরচন্দ্রী পদ ধরিয়া রান্ডায় যাবতীয় হোড়াওনকে ঘাটাইয়া আদিতেছেন। ছোঁড়ারা হো২ করিয়া হাততালি দিতেছে। বেচারাম বাবু একং বার বিরক্ত হইয়া "দুরং" করিতেছেন। ষৎকালে নাদের শা দিল্লী আক্রমণ করেন তংকালীন মহমদ শা সংগীত ভাবণে মগ্র ছিলেন—নাদের শা অন্ত্রধারী হইরা সন্মথে উপস্থিত হইলে মহম্মদ শা কিছুমাত্র না বলিয়া সংগীতস্থা পানে ক্ষণকালের জন্মেও কান্ত হয়েন নাই—পরে একটি কথাও না কহিয়া স্বয়ং আপন সিংহাদন ছাড়িয়া দেন। বেচারামবাবুর আগমনে বেণীবাবু তদ্রপ করি-লেন না—তিনি অমনি তানপুরা রাখিয়া তাড়াডাড়ি উঠিয়া দমানপুর্বক তাঁহাকে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ শিষ্ট মিষ্ট আলাপ হইলে পর বেচারামবার বলিলেন-বেণী ভায়া! এতদিনের পর মুষলপর্ব হইল—ঠকচাচা আপন কর্মদোষে অধঃ-পাতে গেলেন—তোমার মতিলালও আপন বুদ্ধিদোষে রূপদ হইলেন। ভায়া! তুমি আমাকে সর্বদা বলিতে ছেলের বাল্যকালাবধি মাজা বৃদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান জন্ত শিক্ষা না হইলে ঘোর বিপদ্ ঘটে এ কথাটির উদাহরণ মতিলালেতেই পাওয়া গেল। তু:খের কথা কি বলিব ? এ সকল দোষ বাবুরামের—তাঁহার কেবল মোক্তারি বৃদ্ধি ছিল—বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহণে কাণা, দুঁর২ !!

বেণী। আর এ দকল কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হবে ? এ সিদ্ধান্ত অনেক দিন পূর্বেই করা ছিল—যথন মতির শিক্ষা বিষয়ে এত অমনোযোগ ও অসংসদ নিবারণের কোন উপায় হয় নাই তথনই রাম না হতে রামায়ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, বাঞ্ছারামেরই পহাবার—বক্রেশ্বের কেবল আকুপাকু দার। মান্তারি কর্ম করিয়া বড়মান্তবের ছেলেদের খোদামোদ করিতে এমন আর কাহাকেও দেখা গেল না—ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ, কেবল রাত দিন লবং, অথচ বাহিরে দেখান আছে আমি বড় কর্ম করিতেছি—যা হউক মতিলালের নিকট বাওয়াজির আশাবায় নিবৃত্তি হয় নাই—তিনি "জল দেং" বলিয়া গণিয়া আকাশ ফাটাইয়াছেন কিন্তু লাভের মেঘও কথন দেখিতে পান নাই—বর্ষণ কি প্রকারে দেখিবন ?

প্রেমনারায়ণ মজ্মদার বলিল—মহাশয়দিগের আর কি কথা নাই ? কবিকঙ্কণ গেল—বাল্মীক গেল—ব্যাস গেল—বিষয় কর্মের কথা গেল—একা বাব্রামি হাঙ্গামে পড়ে যে প্রাণ ওঠাগত হইল—মতে ছোঁড়া যেমন অসৎ তেমনি ভার তুর্গতি হইয়াছে, সৈ চুলায় ষাউক, তাহার জন্ম কিছু থেদ নাই। হরি তামাক সাজিয়া হঁকাটি বেণীবাবুর হাতে দিয়া বলিল—সেই বাদাল বাবু আসিতেছেন। বেণীবাবু উঠিয়া দেখিলেন বরদাপ্রসাদবাবু ছড়ি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন—অমনি বেণীবাবু ও বেচারামবাবু উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পারের কুশল জিজ্ঞাসা হইলে পর বরদাবাবু বলিলেন—এদিকে তো যা হবার তা হইয়া গেল সম্প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে—বৈঅবাটীতে আমি বহুকালাবিধি আছি—এ কারণ সাধ্যাত্মসারে সেথানকার লোকদিগের তত্ব লওয়া আমার কর্তব্য—আমার অধিক ধন নাই বটে কিন্তু আমি বেমন মাত্র্য বিবেচনা করিলে পরমেশ্বর আমাকে অনেক দিয়াছেন, আমি অধিক আশা করিলে কেবল তাঁহার স্থবিচারের উপর দোষারোপ করা হয়—এ কর্ম মানবগণের উচিত নহে। যদিও প্রতিবাসিদের তত্ব লওয়া আমার কর্তব্য কিন্তু আমার আলস্য ও ত্বন্ট্রশতঃ ঐ কর্ম আমা হইতে সম্যক্রপে নির্বাহ হয় নাই। এক্ষণে—

বেচারাম। এ কেমন কথা। বৈছ্যবাটীর যাবতীয় তুঃথি প্রাণি লোককে তুমি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছ—কি থাছ্যদ্রো—কি বস্ত্রে—কি অর্থে—কি ঔষধে— কি পুস্তকে—কি পরামর্শে—কি পরিশ্রমে, কোন অংশে ক্রটি কর নাই। ভায়া। তোমার গুণকীর্তনে তাহাদিগের অশ্রুণান্ত হয়—আমি এ সব ভাল জানি— আমার নিকট ভাঁড়াও কেন ?

বরদা। আজ্ঞে না ভাঁড়াই নাই—মহাশয়কে স্বরূপ বলিতেছি, আমা হইতে কাহারো ধদি দাহায্য হইরা থাকে তাহা এত অল্প যে শারণ করিলে মনের মধ্যে ধিক্কার জয়ে। দে যা হউক, এখন আমার নিবেদন এই মতিলালের ও ঠক-চাচার পরিবারেরা অল্লাভাবে মারা যায়—শুনিতে পাই তাহাদের উপবাদে দিন যাইতেছে এ কথা শুনিয়া বড় ছুঃখ হইল,এজয় আমার নিকট যে ছই শত টাকাছিল তাহা আনিয়াছি। আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন কৌশলে এই টাকাপাঠাইয়া দিলে আমি বড় আপাায়িত হইব।

এই কথা শুনিয়া বেণীবাবু নিশুক্ত হইয়া থাকিলেন। বেচারামবাবু ক্ষণেক কাল পরে বরদাবাবুর দিকে দৃষ্টি করিয়া ভক্তিভাবে নয়নবারিতে পরিপূর্ণ হওত তাঁহার গলায় হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! ধর্ম যে কি পদার্থ, তৃমিই তাহা চিনেছ—আমাদের বুথা কাল গেল—বেদে ও পুরাণে লেখে যাহার চিত্ত শুদ্ধ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়—তোমার চিত্তের কথা কি বলিব ? অত্য পর্যন্ত কখন এক বিন্দু মালিতা দেখিলাম না! ভোমার যেমন মন পরমেশ্বর তোমাকে তেমনি স্কুবেধ রাখুন। তবে রামলালের সংবাদ কিছু পাইয়াছ ?

বরদা। কয়েক মাস হইল হরিদার হইতে এক পত্র পাইয়াছি—ভিনি ভাল আছেন—প্রত্যাগমনের কথা কিছুই লেখেন নাই।

বেচারাম। রামলাল ছেলেটি বড় ভাল—তাকে দেখ্লে চক্ষু ছুড়ায়—অবশু তার ভাল হবে—তোমার সংসর্গের গুণে সে তরে গিয়াছে।

এখানে ঠকচাচা ও বাছল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। ছটিতে মাণিক যোড়ের মত, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় থায়—এক জায়গায় শোয়, সর্বদা পরস্পারের ত্বথের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নিসব বড় বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুয়—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় ডর তেনা বি পেন্টে সাদিকরে।

বাহুল্য বলিল—দোন্ত। ওসব বাং দেল থেকে তকাং কর—ছ্নিয়াদারি ম্সাকির—দেরেফ আনা ষানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্রে—সব জাহানদ্মে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তিন্বির দেথ। বাতাস হছ বহিতেছে—জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাদে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন—দোস্ত। মোর বড় ভর মালুম হচ্ছে—আন্দাভ হয় মৌত নজদিগ। বাহুল্য বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি ?—মোরা মেম্দো হয়ে আছি—চল মোরা নীচু গিয়া আলামির দেবাচা পড়ি—মোর বেলকুল নোকজাবান আছে—যদি ভূবি তো পিরের নাম লিয়ে চেলাব।

২৯ বৈভাষাটীর বাটী দখল লওন—বাঞ্চারামের কুব্যবহার—পরিবারদিগের কুঃখ ও বাটী হইতে বহিজ্জ হওন—বরদাবাবুর দয়া।

বাঞ্চারামবাব্র ক্ষ্ধা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না—সর্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন এবং কিরূপ পাকচক্র করিলে আপনার ইটু দিদ্ধ হইতে পারে তাহাই সর্বদা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করেন। এইরূপ করাতে তাঁহার ধূর্ত বৃদ্ধি ক্রেমে প্রথর হইয়া উঠিল। বাব্রাম ঘটিত ব্যাপার সকল উল্টে পাল্টে দেখতে২ হঠাৎ এক স্থন্দর উপায় বাহির হইল। তিনি তাকিয়া ঠেদান দিয়া বিদয়া ভাবিতে২ অনেকক্ষণ পরে আপনার উক্রর উপর করাঘাত করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—এই তো দিব্য রোজগারের পর্য দেখিতেছি—বাব্রামের চিনে-বাজারের জায়গাণও ভলাদন বাটী বন্ধক আছে, তাহার মিয়াদ শেষ হইয়াছে—

হেরম্বাবৃকে বলিয়া আদালতে একটা নালিদ উপস্থিত করাই, তাহা হইলেই কিছু দিনের জন্ম ক্ষুনিবৃত্তি হইতে পারিবে, এই বলিয়া চাদরখানা কাঁদে দিলেন এবং গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জুতা ফটাস্ ফটাস্ করিয়া মস্তের সাধন কি শরীর পতন, এইরূপ স্থিরভাবে হেরম্বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে প্রবেশ করিয়াই চাকরকে জিজ্ঞাদা করিলেন—কর্তা কোথা রে ? বাজ্বারামের স্বর শুনিয়া হেরস্বাবু অমনি নামিয়া আদিলেন—হেরস্বাবু সাদা দিদে লোক — দকল কথাতেই "হাা' বলিয়া উত্তর দেন। বাঞ্চারাম তাঁহার হাত ধরিয়া অতিশয় প্রণয়ভাবে বলিলেন—চৌধুরী মহাশয়! বাবুরামকে আপনি আমার কথায় টাকা কর্জ দেন—তাহার সংসার ও বিষয় আশয় ছারথার হইয়া গেল— মান সন্ত্রমণ্ড তাহার দক্ষেই গিয়াছে—বড় ছেলেটা বানর—ছোটটা পাগল, তুটই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে দেনা অনেক—অক্সান্ত পাওনাওয়ালারা নালিশ করিতে উগত-প্রে নানা উৎপাত বাধিতে পারে অতএব আপনাকে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিতে পারি না—আপনি মারগেজি কাগজগুলা দিউন—কালই আমাদের আফিসে নালিসটি দাগিয়ে দিতে হইবেক—আগনি কেবল একখানা ওকালতনামা সহি করিয়া দিবেন। পাছে টাকা ডুবে এই ভয় এ অবস্থায় সকলেরই হইয়া থাকে, হেরম্বাব্ খল কপট নহেন, স্থতরাং বাঞ্চারামের উক্ত কথা তাঁহার মনে একেবারে চৌচাপটে লেগে পেল, অম্নি "হাা" বলিয়া কাগজ-পত্র তাঁহার হত্তে সমর্পণ করিলেন। হন্মান ষেমন রাবণের মৃত্যুবাণ পাইয়া আহলাদে লক্ষা হইতে মহাবেগে আসিয়াছিল, বাঞ্ছারামও ঐ সকল কাগজপত্র ইই কবচের স্তায় বগলে করিয়া দেইরূপ স্বরায় সহর্ষে বাটী আদিলেন।

প্রায় সম্ববংসর হয়—বৈগুবাটীর বাড়ীর সদর দরওয়াজা বয়—ছাত দেয়াল ও প্রাচীর শেওলায় মলিন হইল—চারি দিকে অসঙ্যা বন—কাঁটানটে ও শেয়াল-কাঁটায় ভরিয়া গেল। বাটীর ভিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী এই হুইটি অবলামাত্র বাস করেন, তাঁহারা আবশুকমতে থিড় কি দিয়া বাহির হয়েন। অতি কষ্টে তাঁহাদের দিনপাত হয়—অঙ্গে মলিন বস্ত্র—মাসের মধ্যে পোনের দিন আনাহারে যায়—বেণীবাবুর দারা যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দেনা পরিশোধ ও কয়েক মাসের থরচেই ছুরাইয়া গিয়াছে স্ক্তরাং এক্ষণে যৎপরোনান্তি ক্লেশ পাইতেছেন ও নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন।

মতিলালের প্রী বলিতেছেন—ঠাক্রণ! আমরা আর জন্মে কতই পাপ করে-ছিলাম বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়াছে বটে কিন্তু স্বামীর মুথ কখন দেখিলাম না—স্বামী এক বারও ফিরে দেখেন না—বেঁচে আছি কি মরেছি তাহাও একবার জিজ্ঞাদা করেন না। স্বামী মন্দ হইলেও তাঁহার নিন্দা করা স্থীলোকের কর্তব্য নহে—আমি স্বামীর নিন্দা করি না—আমার কপাল পোড়া, তাঁহার দোহ কি ? কেবল এই মাত্র বলি একণে যে ক্লেশ পাইতেছি স্বামী নিকটে থাকিলে এ ক্লেশ ক্লেশ বোধ হইত না। মতিলালের বিমাতা বলিলেন—মা! আমাদের মত ত্বংথিনী আর নাই—ত্বংথের কথা বল্তে গেলে বুক ফেটে যায়—দীন হীন-দের দীননাথ বিনা আর গতি নাই।

লোকের যাবৎ অর্থ থাকে তাবৎ চাকর দাদী নিকটে থাকে, ঐ তুই অবলার ঐ-রূপ অবস্থা হইলে সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, মমতাবশতঃ একজন প্রাচীনা দাসী নিকটে থাকিত—সে আপনি ভিক্ষাশিকাকরিয়া দিনপাত করিত। শান্তড়ীবৌয়ে ঐরপ কথাবার্তা হইতেছে এমত সময়ে ঐ দাসী থবুং করে কাঁপুতেং আদিয়া বলিল-অগো মাঠাক্কণরা ৷ জানলা দিয়ে দেখ-বাঞ্ারাম বাবু সার্জন ও পেয়াদা সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন—আমাকে দেখে বল্লেন মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে থেতে বল। আমি বল্লুম—মোশাই! তাঁরা কোথায় যাবেন। --- অমনি চোক লাল করে আমার উপর হুম্কে বল্লেন--তারা জানে না এ বাড়ী বন্ধক আছে-পাওনাওয়ালা কি আপনার টাকা গন্ধায় ভাগিয়ে দেবে ? ভাল চায় তো এই বেলা বেরুক তা না হলে গলাটিপি দিয়া বার করে দিব ? এই কথা শুনিবা মাত্র শাশুড়ী বৌয়ে ভয়ে ঠক্২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এদিকে সদর দরওয়াজা ভাঙ্গিবার শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, রান্ডায় লোকারণ্য, বাঞ্চারাম আফালন করিয়া "ভাং ডালং" হুকুম দিতেছেন ও হাত নেড়ে বল্তেছেন—কার শাধ্য দখল লওয়া বন্ধ করিতে পারে—এ কি ছেলের হাতে পিটে? কোটের ছকুম, এথনি বাড়ী ভেঙ্গে দখল লব – ভালমানুষ টাকা কর্জ দিয়া কি চোর ? একি অক্তার! পরিবারেরা এখনি বেরিয়ে যাউক। অনেক লোক জমা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছুই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়া বলিল—অরে বাঞ্চারাম ! তোর বাড়া নরাধম আর নাই—তোর মন্ত্রণায় এ ঘরটা গেল—চিরকালটা জোয়াচুরি করে এই সংসার থেকে রাশ২ টাকা লয়েছিস্--এক্ষণে পরিবার-গুলাকে আবার পথে বসাইতে বসেছিদ—তোর মৃথ দেখ্লে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় —তোর নরকেও ঠাই হবে না। বাঞ্ছারাম এ সব কথায় কাণ না দিয়া দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া সার্জন সহিত বাড়ীর ভিতর হুড় মৃড়্ করিয়া প্রবেশ করত অন্তঃপুরে গমন করেন এমন সময়ে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী হুই জনে ঐ প্রাচীনা দাসীর তুই হাত ধরিয়া হে পরমেশ্বর ! অবলা তৃঃখিনী নারীদের রক্ষা কর, এই বলিতে২ চক্ষের জল পুঁচিতে২ থিড়্কি দিয়া বাহির হইয়া আদিলেন। মতিলালের স্ত্রী

বলিলেন—মাগো! আমরা কুলের কামিনী—কিছুই জানি না—কোথায় বাইব ? পিতা দবংশে গিয়াছেন—ভাই নাই—বোন নাই—কুটুম্বও নাই—আমাদের কে রক্ষা করিবে ? হে পরমেশ্বর ! এখন আমাদের ধর্ম ও জীবন তোমার হাতে অনা-হারে মরি দেও ভাল, যেন ধর্ম নষ্ট হয় না। অনন্তর পাঁচ সাত পা গিয়া একটি বট বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একথান ডুলি দক্ষে বরদা-প্রসাদবাবু ঘাড় নত করিয়া মানবদনে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—ওগো! তোমরা কাতর হইও না, আমাকে সন্তানস্বরূপ দেখ – তোমাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে অরায় এই ডুলিতে উঠিয়া আমার বাটীতে চল—তোমাদিগের নিমিত্তে আমি স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছি – সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে উপায় করা যাইবে। বরদাবাবুর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমূত্রে পড়িয়া কূল পাইলেন। কুতজ্ঞতায় মগ্ন হইয়া বলিলেন,— বাবা ৷ আমাদিণের ইচ্ছা হয় তোমার পদতলে পড়িয়া থাকি —এ সময় এমত কথা কে বলে ? বোধ হয় তুমি আর জন্মে আমাদিগের পিতা ছিলে। বরদাবাবু তাঁহাদিগকে অরায় সোয়ারিতে উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অত্যের সহিত দেখা হইলে তাহারা পাছে এ কথা জিজ্ঞাদা করে এজন্ত গলি ঘুজি দিয়া আপনি শীঘ্ৰ বাটী আইলেন।

৩০ মতিলালের বারাণসী গমন ও সৎসঙ্গ লাভে চিত্ত শোধন;
তাহার মাতা ও ভগিনীর ছঃখ, রামলাল ও বরদাবাবুর
সহিত সাক্ষাৎ—পরে তাহাদের মতিলালের সঙ্গে
দেখা, পথে ভয় ও বৈত্যবাদীতে প্রত্যাগমন।

সহুপদেশ ও সৎসঙ্গে স্থমতি জন্মে, কাহার অল্প বয়সে হয়—কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে স্থমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হুং করিয়া দিগ্দাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরুপ শৈশবাবস্থায় তুর্মতি জনিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজে সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভ্রিং নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিন্তু কোনং ব্যক্তি কিয়ৎ কাল তুর্মতি ও অসং কর্মে রত থাকিয়া অধিক বয়্মসে হঠাৎ ধার্মিক হইয়া উঠে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তনের মূল সহুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ। পরস্ক কাহারো দৈবাৎ, কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কথনং হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে —এরূপ পরিবর্তন অতি অসাধারণ।

মতিলাল ঘণোহর হইতে নিরাশ হইয়া আদিয়া স্পীদিগকে বলিলেন—আমার কপালে ধন নাই আর ধন অন্তেষণ করা বুথা, এক্ষণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছ দিনের জন্ম ভ্রমণ করিয়া আসি—ভোমরা কেহ আমার দক্ষে যাবে ? সকলেই লক্ষীর বরষাত্রী—অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনা আপনি আদিয়া জুটে যায় কিন্তু অর্থাভাব হইলে সঙ্গী পাওয়া ভার। মতিলালের নিকট যাহারা থাকিত,তাহারা আমোদ প্রমোদ ও অর্থের অফুরোধে আত্মীয়তা দেখাত—বস্তুতঃ মতিলালের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র আন্তরিক স্নেহ ছিল না। তাহারা যথন দেখিল যে তাহার কোন যোত্র নাই -- চতুদিকে দেনা, বাব্যানা করা দূরে থাকুক আহারাদি চলাও ভার, তখন মনে করিল ইহার সঙ্গে প্রণায় বি ফল ? এক্ষণে ছটকে পড়া শ্রেম। মতিলাল ঐ প্রকার প্রস্ত कतिया एम थिएनन एक इंटर कान छे छत एम या। मकरन है एगक भिनिया थैं छै করিয়া নানা ওজর ও অন্তান্ত বরাতের কথা ফেলে। তাহাদিগের ব্যবহারে মতি-लाल विज्ञ इरेग्ना विल्लान-विश्वपार वक्त एवेज शास्त्रा यात्र. এত निरान श्रव আমি তোমাদিগকে চিনলাম—যাহা হউক এক্ষণে তোমরা আপনং বাটী যাও, আমি দেশ ভ্রমণে চলিলাম। সঙ্গীরা বলিল—বড় বাব । রাগ করিও না—আপনি বরং আগু ষাউন আমরা আপনং বরাৎ মিটাইয়া পশ্চাৎ জুট্ব। মতিলাল তাহা-দের কথায় আর কাণ না দিয়া পদত্রজে চলিলেন এবং স্থানে২ অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মান্দিয়া তিন মানের পর বারাণদীতে উত্তরিলেন। এই প্রকার তুরবস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকী চিন্তা করাতে তাহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। বহু ব্যয়ে নিমিত মন্দির, ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া যাবার উপক্রম হইতেছে—বহুং শাথায় বিন্তীৰ্ণ তেজস্বী প্ৰাচীন বুক্ষের জীৰ্ণাবস্থা দৃষ্ট হইল—নদ নদী, গিরি গুহার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—ফলতঃ কালেতে সকলেরই পরিবর্তন ও ক্ষয় হইয়া থাকে—সকলই অনিত্য—সকলই অসার। মানবগণও রোগ, জরা, বিয়োগ, শোক ও নানা ছঃখে অভিভূত ও সংসারে মদ মাৎসর্য ও আমোদ প্রমোদ সকলই জলবিম্ববং। মতিলাল ঐ সকল ধ্যান করিয়া প্রতিদিন বারাণদী ধামের চত্রদিক প্রদক্ষিণ করত বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ এক নির্জন স্থানে বদিরা দেহের অসারত্ব, আত্মার সারত্ব, এবং আপন চরিত্র ও কর্মাদি পুনং২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরপ চিন্তা করাতে তাঁহার তমঃ খর্ব হইতে লাগিল স্বতরাং আপনার পূর্ব কর্মাদি ও উপস্থিত গ্রুমতি প্রভৃতি জাগরুক হইয়া উঠিল। মনের এবচ্প্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিককার জন্মিল এবং ঐ ধিকৃকারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল। তথন আপনাকে সর্বদা এই জিজ্ঞাসা

করিতেন—আমার পরিত্রাণ কি রূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে এথনও হৃদয় দাবানলের ক্যায় জলিয়া উঠে। এইরূপ ভাবনায় নিনগ্ন থাকেন—আহারাদি ও পরিধেয় বস্তাদির প্রতি দকপাতও না—ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিছু কাল এই প্রকারে ক্ষেপণ হইলে দৈবাৎ এক দিবস দেখিলেন এক জন প্রাচীন পুরুষ তরুতলে বসিয়া মনঃদংযোগপূর্বক একং বার একথানি গ্রন্থ দেখিতেছেন ও একং বার চকু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখিলে হঠাং বোধ হয় সে বছদশী—জ্ঞানের সারাংশ গ্রহণ এবং মনঃদংযম বিলক্ষণ হইয়াছে। তাঁহার মুখ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হয়। মতিলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে ঘাইয়া সাটাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ প্রাচীন পুরুষ মতিলালের প্রতি নিরী-ক্ষণ করিয়া বলিলেন—বাবা ! তোমার আকার প্রকারে বোধ হয় তুমি ভদ্রসন্তান — কিন্তু এমত সন্তাপিত হইয়াছ কেন ? এই মিট্ট কথায় উৎসাহ পাইয়া, মতি-লাল অকপটে আত্মপূর্বিক আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন-মহাশয়! আপনাকে অতি বিজ্ঞ দেখিতেছি—আমি আপনকার দাস হইলাম—আমাকে কিঞ্চিৎ সত্ত্প-দেশ দিউন। দেই প্রাচীন বলিলেন—দেখিতেছি তুমি ক্ষ্ধার্ত—কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রাম কর, পরে দকল কথাবার্ত। হইবে। দে দিবদ আতিথ্যে গেল—দেই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের সরল চিত্ত দেখিয়া তুই হইলেন। মানবস্বভাব এই যে পরস্পারের প্রতি সন্তোষ না জন্মিলে মন খোলাখুলি হয় না, প্রথম আলাপেই যদি এমত তুষ্টি জম্মে তাহা হইলে প্রস্পারের মনের কথা শীঘ্রই ব্যক্ত হয়, আর এক জন সারল্য প্রকাশ করিলে অন্ত ব্যক্তি অতিশয় কপট না হইলে কথনই কপটতা প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ প্রাচীন পুক্ষ অতি ধার্মিক, মতিলালের সরলতায় তুই হইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পারমা-থিক বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করিলেন। তিনি বার-ষার বলিলেন —বাবা! সকল ধর্মের তাৎপর্য এই কায়মনোচিত্তে ভক্তি স্নেহ ও প্রেম প্রকাশপূর্বক পরমেশ্বরের উপাসনা করা, এই কথাটি দর্বদা ধ্যান কর ও মন, বাক্য ও কর্ম দার। অভ্যাদ কর। এই উপদেশটি তোমার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হুইলেই মনের গতি একবারে ফিরিয়া যাবে, তথন অগ্রাগ্ত ধর্ম অনুষ্ঠান আপনা আপনি হইবে কিন্তু প্রমেশরের প্রেমার্থ মনের বারা, বাক্যের বারা ও কর্মের ঘারা দদা একরপ থাকা অতি কঠিন—দংসারে রাগ ঘেষ, লোভ মোহ ইত্যাদি রিপু সকল বিজাতীয় ব্যাঘাত করে এজন্ত একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অত্যন্ত আব-শুক। মতিলাল উক্ত উপদেশ গ্রহণপূর্বক মনের সহিত প্রভিদিন প্রমেশরের

ধ্যান ও উপাদনায় রত এবং আত্মনোষাস্থলানে ও শোধনে দ্বম্ম হইলেন।
কিছু কাল এইরূপ করাতে তাঁহার মনোমধ্যে জগদীখরের প্রতি ভক্তির উদয়
হইল। সাধুসঙ্গের কি অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য ! ধিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি
ধার্মিকচ্ডামণি, তাঁহার সহবাদে মতিলালের ধে এমন মতি হইবে ইহা কোন্
বিচিত্র !

পর্যেশ্বরের প্রতি একান্তিক ভক্তি হওয়াতে যাবতীয় মন্ত্রেরে প্রতি মতিলালের মনে ত্রাত্বং ভাব জন্মিল তথন পিতা মাতা ও পরিবারের প্রতি ক্লেহ, পরহু:প মোচন ও পরহিতার্থ বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। মত্য ও সংলতার বিপরীত দর্শন অথবা এবণ হইলেই বিজাতীয় অস্তথ হইত। মতিলাল আপন মনের ভাব ও পূর্ব কথা সর্বদাই ঐ প্রাচীন পুক্ষের নিকট বলিতেন ও মধ্যেই খেদ করিয়া কহিতেন—গুরো। আমি অতি ছরাত্মা, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী ও অন্যান্ত লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে নরকেও যে আমার স্থান হয় এমন বোধ হয় না। ঐ প্রাচীন পুরুষ দাস্থনা করিয়া বলিতেন— -বাবা! তুমি প্রাণপণে সদভ্যাসে রত থাক—মহুন্ত মাত্রেই মনোজ, বাকাজ ও কর্মজ পাপ করিয়া থাকে, পরিত্রাণের ভরসা কেবল নেই দ্যাময়ের দ্যা—যে ব্যক্তি আপন পাপ জন্ত অভঃকরণের সহিত সন্তাপিত হইয়া আত্মশোধনার্থ প্রকৃতরূপে যত্নশীল হয় তাহার কদাপি মার নাই। মতিলাল এ দকল ওনেন ও অধোবদন হইয়া ভাবেন এবং সময়েং ৰলেন—সামার মা, বিমাতা, ভগিনী, ভাতা, স্ত্রী—ইহারা কোথায় গেলেন ? ইহাদিণের জন্ত মন উচাটন হইতেছে। শরতের আবির্ভাব—ত্রিযাম৷ অবসান—বুলাবনের কিবা শোভা ৷ চারি দিকে তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, বকুল আদি নানাজাতি বুক্ষ—ততুপরি সহস্র২ পক্ষী নানা রবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দ্র বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গছলে পুলিনের একান্ধ হইভেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জে২ পথে২ বীণা বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয় সকলে মললায়তির সময় সহস্রথ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। কেশী ঘাটে কচ্ছপ সকল কিল্কিল্ করি-তেছে—বুক্ষাদির উপরে লক্ষ্ণ বানর উল্লন্ফ্ন প্রোল্লন্ফন করিতেছে—কথন লাপুল জড়ায়—কখন প্রসারণ করে—কখন বিকট বদন প্রদর্শনপূর্বক ঝুপ্ করিয়া পডিয়া লোকের থাত দামগ্রী কাডিয়া লয়।

নানা বনে শত২ তীর্থদাত্রী পরিক্রমণ করিতেছে—নানা স্থান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে। এদিকে প্রথর রবি—মৃত্তিকা উত্তপ্ত— পদরজে যাওয়া অতি কঠিন, এ কারণ অনেক যাত্রী স্থানে২ বৃক্ষতলে বিিয়া

বিশ্রাম করিতেছে। মতিলালের মাতা ক্যার হাত ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, অত্যন্ত আন্তিযুক্ত হওয়াতে একটি নির্জন স্থানে বদিয়া কন্তার ক্রোড়ে মন্তক রাথিয়া শয়ন করিলেন। কন্তা আপুন অঞ্চল দিয়া আক্লান্ত মাতার ঘর্ম মুছিয়া বাতাস করিতে লাগিল। মাতা কিঞ্চিৎ দ্বিশ্ব হইয়া বলিলেন—প্রমদা। বাছা তুই একটু বিশ্রাম কর—আমি উঠে বদি। কন্তা উত্তর করিল—মা। তোমার শ্রান্তি দ্র হওয়াতেই আমার প্রান্তি গিয়াছে—তুমি শুয়ে থাক আমি তোমার তুটি পায়ে হাত ব্লাই। কন্তার এইরূপ সম্বেহ বাক্য শুনিয়া মাতা সজল নয়নে বলি-লেন—বাছা। তোর মৃথ দেখেই বেঁচে আছি—জন্মান্তরে কত পাপ করেছিলাম, তা ना रल এত इःथ किन रूत १ वांशनि वनारात मित्र তाতে थिए नारे, তোকে এক মুটা খাওয়াই এমন সঞ্তি নাই—এই আমার বড় হুঃখ ! এ হুঃখ রাথবার কি ঠাঁই আছে ? আমার হৃটি পুত্র কোথায় ? বৌটি বা কেমন আছে ? কেনই বা রাগ করে এলাম ? মতি আমাকে মেরেছিল—মেরেইছিল, ছেলেভে আন্দার করে কি না বলে—কি না করে ? এখন তার আর রামের জ্ঞে আমার প্রাণ সর্বদাই ধড্ফড্ করে। ক্যা মাতার চক্ষের জল মৃছাইয়া সান্থনা করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে মাতার একটু তন্ত্রা হইল। কন্তা মাতাকে নিদ্রিত দেথিয়া স্থৃস্থির হইয়া বসিয়া একটু২ বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। হৃহিতার শরীরে মশা ও ভাঁশ বসিয়া কামড়াইতে লাগিল কিন্তু পাছে মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এজন্ত তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। স্ত্রীলোকদের স্নেহ ও দহিষ্ণুতা আশ্চর্য! বোধ হয় পুৰুষ অপেক্ষ। স্ত্ৰীলোক এ বিষয়ে অনেক শ্ৰেষ্ঠ। মাতা নিদ্ৰাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একটি পীতবদন নৰ্কিশোর তাঁহার নিকটে আদিয়া বলিতে-ছেন—"মা ! তুই আর কাঁদিদ্ না—তুই বড় পুণাবতী—অনেক তৃঃথী কাঙ্গালিক ছঃথ নিবারণ করিয়াছিস—তুই কাহার ভাল বৈ কথন মন্দ করিদ নাই—তোর শীঘ ভাল হবে—তুই হুই পুত্ৰ পাইয়া স্থা হুইবি।'' হুঃখিনী মাতা চুম্কিয়া উঠিয়া চক্ষ্ উন্মীলন করিয়া দেথেন কেবল কন্তা নিকটে আছে আর কেহই নাই। পরে কন্তাকে কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্বক বহু ক্লেশে আপনা-দের কুঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

মায়ে বিয়ে সর্বদা কথোপকথন হয়—মা বলেন, বাছা ! মন বড় চঞ্চল হইতেছে, বাড়ী যাব সর্বদা এই ভাবতেছি, কত্যা কিছুই উপায় না দেখিয়া বলিল—মা ! আমাদিগের দম্বলের মধ্যে তুই একথানি কাপড় ও জল থাবার ঘটীটি আছে—ইহা বিক্রম্ম করিলে কি হতে পার্বে ? কিছু দিন স্থির হও আমি রাধুনী অথবা দাসীর কর্ম করিয়া কিছু সঞ্চয় করি তাহা হইলেই আমাদের পথ থরচের সংস্থান

হইবে। মা এ কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিখাস ত্যাগ করিয়া নিক্তম থাকিলেন, চক্তের জন আর রাখিতে পারিলেন না। মাতাকে কাতর দেখিয়া করাও কাতর হইল। নিকটে এক জন ব্ৰছবাদিনী থাকিতেন, তিনি দ্বদা তাহাদিগের তব লইতেন, देनवार के मगर्य आमिया जाशानिगत्क दःशिक दम्थिया मास्ना कर्त्रगानस्त मकन বুভান্ত শুনিলেন। তাহাদিগের হৃঃথে হুঃখিত হইয়া সেই ব্রজবাসিনী বলিলেন— মায়ী ! কি বলব আমার হাতে কড়ি নাই—আমার ইচ্ছা হয় সর্বস্ব দিয়া তোমা-দের তঃথ মোচন করি, এখন একটি উপায় বলে দি ভোমরা তাই কর। ভনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাবু চাকরি ও তেজারতের দারা কিছু বিষয় করিয়া মণুরায় আদিয়া বাদ করিতেছেন—তিনি বড় দয়ালু ও দাতা, তোমরা তাঁর কাছে গিয়া পথ খরচ চাহিলে অবশ্রুই পাইবে ! তু:খিনী মাতা ও কন্তা অন্ত কোন উপায় না দেখাতে প্রস্তাবিত উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার। ব্রহ্মবাসি-নীর নিকট বিদায় হইয়া হুই দিনের মধ্যে মথুরায় উপন্থিত হইলেন। সেথানে এক সরোবরের নিকটে যাইয়া দেথেন কতকগুলিন আতুর, অন্ধ, ভগ্নান্ব, হু:খী, দ্রিত্র লোক একত্র বিষয়া রোদন করিতেছে। মাতা তাহাদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন স্থীলোককে জিজ্ঞাদা করিলেন—বাছা! তোমরা কেন কাঁদিতেছ ? ঐ খ্রীলোক বলিল—মা ! এথানে এক বাবু আছেন তাঁহার গুণের কথা কি বলিব ? তিনি গরীব তঃখীর বাড়ী২ ফিরিয়া তাহাদের খাওয়া পরা দিয়া সর্বদা তত্ত্ব লয়েন আর কাহার ব্যারাম হইলে আপনি তার শেওরে বিদয়া দারারাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য দেন। তিনি আমাদের সকলের হথে হুখী ও হুংথে হুংখী। দেই বাবুর গুণ মনে করতে গেলে চক্ষে জল আইদে—ধে মেয়ে এমন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনি ধন্ত—তাঁহার অবশুই স্বর্গ ভোগ হইবে—এমন লোক ধেথানে वाम करतन रम श्रान भूवा शान । आमाहिरवत राष्ट्रा क्यांन रह के वाद वर्धन व দেশ হইতে চলিলেন—এর পর আমাদের দশা কি হবে তাই ভাবিয়া কাঁদ্ছি। মাতা ও কন্তা এই কথা গুনিয়া পরস্পার বলাবলি করিতে লাগিলেন—বোধ হয় আমাদিগের আশা নিফল হইল-কপালে তুঃথ আছে, ললাটের লিপি কে ঘুচা-ইবে ? উক্ত প্রাচীনা তাঁহাদিণের বিষয় ভাব দেখিয়া বলিল—আমার অসুমান হয় তোমরা ভদ্র ঘরের মেয়ে—ক্লেশে পড়িয়াছ। যদি কিছু টাকাকড়ি চাহ তবে এই বেলা আমার সঙ্গে ঐ বাবুর নিকট বাবে চল, তিনি গরিব তুঃখী ছাড়া অনেক ভদ্রলোকেরও গাহায্য করেন। মাতা ও কন্তা তৎক্ষণাৎ সন্মত হইলেন এবং দেই বুদ্ধার পশ্চাং২ যাইয়া আপনারা বাটীর বাহিরে থাকিলেন, বুড়ী ভিতরে গেল।

দিবা অবসান—স্থর্য অন্ত হইতেছে—দিনকরের কিরণে বৃক্ষাদির 🤫 সরোবরের বৰ্ণ স্থ্ৰৰ্ণ হইতেছে। যেথানে মাতা ও কন্তা দাঁড়াইয়া ছিলেন দেখানে একথানি ছোট উত্থান ছিল। স্থানে২ মেরাপে নানা প্রকার লতা চারি দিকে কেয়ারি ও মধ্যে২ এক২ চবুতারা। ঐ বাগানের ভিতরে হুই জন ভদ্র লোক হাত ধরাধরি করিয়া রুফার্জুনের আয় বেড়াইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ ছটি স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে তাঁহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া তাঁহা-দিণের নিকট আদিলেন। মাতা ও কক্সা তাঁহাদিগকে দেথিয়া সঙ্গুচিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া একটু অন্তরে দাঁড়াইলেন। ঐ ত্ই জন ভত্র লোকের মধ্যে যাহার কম বয়েস তিনি কোমল বাক্যে বলিলেন—আপনারা আমাদিগকে সন্তানস্বরূপ বোধ করিবেন—লজ্জা করিবেন না—আপনারা কি নিমিত্ত এথানে আগমন করিয়াছেন, আমাদিগের নিকট বিশেষ করিয়া বলুন, যদি আমাদিগের ছারা কোন সাহায্য হইতে পারে আমরা তাহাতে কোন প্রকারে ক্রটি করিব না। এই কথা শুনিয়া মাতা কলার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রবতিনী হইয়া আপন অবস্থা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই ঐ তুইজন ভত্রলোক পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যাহার কম বয়েস তিনি একেবারে যায়াতে মুগ্ধ হইয়া মা মা বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন অন্ত আর এক জন অধিকবয়স্ক ব্যক্তি হৃঃখিনী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া কর-জোড়ে বলিলেন—মা গো! দেখ কি ? যে ভূমিতে পড়িয়াছে সে তোমার অঞ্চ-লের ধন—সে তোমার রাম,—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস। মাতা এই কথা শুনিবা মাত্রে ম্থের কাপড় খুলিয়া বলিলেন—বাবা! তুমি কি বলিলে? এ অভাগিনীর কি এমন কপাল হবে? রামলাল চৈতত্য পাইয়া মায়ের চরণে মন্তক দিয়া নিস্তক হইয়া রহিলেন, জননী পুত্রের মন্তক ক্রোড়ে রাথিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাহার মুখাবলোকন করিয়া আপন তাপিত মনে দান্তনাবারি দেচন করিতে লাগিলেন ও ভগিনী আপন অঞ্ল দিয়া লাতার চক্ষের জল ও গায়ের ধূলা প্রভাইয়া দিয়া নিন্তক হইয়া রহিলেন। এদিকে ঐ বুড়ী বাটীর মধ্যে বাব্কে না পাইয়া তাড়াভাড়ি বাগানে আসিয়া দেখে যে বাবু তাহার সমভিব্যাহারিণী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের কোলে মন্তক দিয়া ভূমে শয়ন করিয়া আছেন—ও মা এ কি গো !— তগো বাবুর কি ব্যারাম হইয়েছে ? আমি কি কবিরাজ ডেকে আন্ব ? বুড়ী এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদবারু বলিলেন-স্থির হও-বাবুর পীড়া হয় নাই, এই যে ত্রইটি স্ত্রীলোক-এ রা বাবুর মা ও ভগিনী। বুজ়ী উত্তর করিল—বাবু! হু:থী বলে কি ঠাট্টা কর্তে হয় ? বাবু হলেন

লক্ষীপতি, আর এ রা হল পথের কাঙ্গালিনী—আমার সঙ্গে এসে কেও হলেন মা কেও হলেন বোন—বোধ হয় এরা কামীখ্যার মেয়ে—ভেঙ্কিতে ভূলিয়েছে— বাবা! এমন মেয়েমানুষ কথন দেখি না—এদের যাত্নকে গড় করি মা! বৃড়ী এই রূপ বক্তেহ ত্যক্ত ইইয়া চলিয়া গেল।

এগানে সকলে স্থার হইয়া বাটা আগমন করিলেন তথায় পুত্রবধ্কে ও দপত্বীকে দেখিয়া মাতার পরম দন্তোষ হইল, পরে আপনার আর২ পরিবারের কথা অবগত হইয়া বলিলেন, বাবা রাম ! চল বাটা ষাই—আমার মতি কোথায়—তার
জল্ল মন বড় অখির হইতেছে। রামলাল পূর্বেই বাটা যাওনের উদেযাগ করিয়াছিলেন—নৌকাদি ঘাটে প্রস্তুত ছিল। মাতার আজ্ঞাম্নারে উত্তম দিন দেখাইয়া
সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেন—যাত্রাকালীন মথুরার যাবতীয় লোক ভেকে
পড়িল—সহস্র২ চক্ষু বারিতে পরিপূর্ণ হইল—সহস্র২ বদন হইতে রামলালের গুণ
কীর্তন হইতে লাগিল—সহস্র২ কর তাঁহার আশীর্বাদার্থ উথিত হইল। যে বৃড়ী
বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল সে জোড়হাত করিয়া রামলালের মাতার নিকট আসিয়া
কাঁদিতে লাগিল, নৌকা যে পর্যস্ত দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল সে পর্যন্ত সকলে
যম্নার তারে যেন প্রাণশ্র দেহে দাড়াইয়া রহিল।

এদিকে একটানা—দক্ষিণে বায়ুর স্ঞার নাই—নৌকা স্রোতের জোরে বেগে চলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বারাণদীতে আদিয়া উত্তীর্ণ হুইল। বারাণদীর মধ্যে প্রাতঃকালীন কিবা শোভা! কতং দোবেদী, চৌবেদী, রামাৎ, নেমাৎ, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, পরমহংস ও ব্রন্ধচারী ভোত্র পাঠ করিতেছেন—কতং সামবেদী কঠ কৌথুমাদির মন্ত্র ও অগ্নি বায়ুর শুক্ত উচ্চারণ করিতেছেন—কত২ স্থরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বন্ধ ও মগধন্থ নানাবর্ণ পট্টবন্ত্র পরিধায়িনী নারীরা স্নাত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে —কত্ত দেবালয় ধৃপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনের সৌগদ্ধে আমোদিত হইতেছে—কত্ ভক্ত "হ্রথ বিশ্বেশ্বর" শব্দ করত গাল ও কক্ষবাত করিয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে—কত২ রক্তবদনা ত্রিশ্লধারিণী ভৈরবী অট্ট২ হাস্ত করত ভৈরবালয়ে ভৈরবভাবিনী ভাবে ভ্রমণ করিভেছে—কতং সন্মাসী, উদাসীন ও উল্বাহ জটাজ্ট সংযুক্ত ও ভশ্ব বিভূতি আবৃত হইয়া শরীর ও ইপ্রিয়াদি নিগ্রহে স্থত্ন আছেন-কত্ যোগী নিজ্য বিরল স্থানে স্মাধি জ্ঞা রেচক, প্রক ও কুম্ভক করিতেছেন—কতং কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদন্ধ, রবাব ও তান-পূরা লইয়া ধ্রপদ, ধরু, থেয়াল, প্রবন্ধ, ছন্দ, সোরবন্ধ, তেরানা, সমাগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে। রামলাল ও অন্যান্ত সকলে মণিকণিকার ঘাটে স্থানাদি করিয়া কাশীতে চারি দিবস অবস্থিতি করিলেন। রামলাল মায়ের ও

ভগিনীর নিকট সর্বদা থাকিতেন, বৈকালে বরদাবাবুকে লইয়া ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এক দিন পর্যটন করিতে২ দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম আশ্রম, শেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বদিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন—নদী বেগবতী —বারি তর্২ শব্দে চলিয়াছে—আপনার নির্মলত্ব হেতুক বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে। রামলাল ঐ ব্যক্তির নিকট যাইবামাত্রে তিনি পূর্বপরিচিতভাবে জিজ্ঞানা করিলেন—কেমন শুকোপনিষৎ পাঠে তোমার কি বের্ধ হইল? রামলাল তাঁহার ম্থাবলোকন করুণানস্তর প্রণাম করিলেন। সেই প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—বাবা! আমার ভ্রম হইয়াছে— আমার এক জন্ম শিন্ত আছে তাহার মৃথ ঠিক তোমার মত, আমি তাহাকেই বোধ ক্রিয়া ভোমাকে দ্ধোধন ক্রিয়াছিলাম। পরে রামলাল ও ব্রদাবারু তাঁহার নিকট বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চিন্তাযুক্ত এক ব্যক্তি অধোবদনে নিকটে আসিয়া বদিলেন। বরদাবাবু তাঁহাকে नितीक्षण कत्र विलालन—ताम ! एमथ कि ?—निकटि एय ट्यामात मामा ! ताम-লাল এই কথা শুনিবামাত্রে লোমাঞ্চিত হইয়া মতিলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, মতিলাল রামলালকে অবলোকনপূর্বক চমকিয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষণেক কাল নিস্তন্ধ থাকিয়া—"ভাই হে! আমাকে কি ক্ষমা করিবে"—মতিলাল এই কথা বলিয়া অন্তজের গলায় হাত জড়াইয়া স্কল্পে নয়নবারিতে অভিষিক্ত করিলেন। ত্ই জনেই কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলেন-মুখ হইতে কথা নিঃসরণ হয় না—ভাই যে পদার্থ তাহা উভয়েই ঐ সময়ে বিলক্ষণ বোধ হইল। পরে বরদা-বাবুর চরণধূলা লইয়া মতিলাল জোড় হাতে বলিলেন – মহাশয় ! আপনি যে কি বস্তু তাহা আমি এত দিনের পর জানিলাম—এ নরাধ্মকে ক্ষমা কর্ফন। বর্দা বাবু ছুই ভাতার হাত ধরিয়া উক্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হুইতে বিদায় লইয়া পথিমধ্যে তাহাদিগের পরস্পরের যাবতীয় পূর্বকথা শুনিতে২ ও বলিতে২ চলিলেন এবং আলাপ দারা মতিলালের চিত্তের বিভিন্নতা দেখিয়া অদীম আফ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পরিবারের। যে স্থানে ছিলেন, তথায় আদিলে মতিলাল কিঞিৎ দূর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—''কই মা কোথায় ?—মা! তোমার সেই কুসন্তান আবার এল—দে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—আমি যে ব্যবহার করিয়াছি তার পর যে তোমার নিকট মুখদেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার বাদনা এই যে একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।" মাতা এই কথা শুনিবাগাত্তে প্রফুলচিতে অশ্যুক্ত নয়নে নিকটে আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃণাব-লোকনে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলেন। মতিলাল মাতাকে দেখিবা মাত্রেই তাঁহার

চরণে মন্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মাতা হাত ধরিয়া উঠাইরা আপন অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল পুছাইয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন, মতি ! তোমার বিমাতা, ভগিনী ও স্ত্রী আছেন তাহাদিগের সহিত দাক্ষাৎ কর। মতিলাল ভগিনী ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া আপন পত্নীকে দেখিয়া পূর্বকথা পুরণ হওয়াতে রোদন করিয়া বলিলেন—মা। আযি ধেমন কুপুর, কুলাভা তেমনি কুস্বামী — এমন দংগ্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নছি। প্রীপুরুষ বিবাহ-কালীন প্রমেশ্বরের নিকট এক প্রকার শপ্থ করে যে তাহারা বাৰজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহাক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না—ন্ত্রীর অন্ত পুরুষের প্রতি মনন কথন হইবে না এবং পুরুষেরও অল্প স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না—এরূপ মনের ঘোর পাপ। এই শপথের বিপরীত কর্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে তবে স্ত্রী কর্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই ? আর আমার এমন যে ভাই ও ভগিনী তাহারদিগের প্রতি ষৎপরোনান্তি নিগ্রহ করিয়াছি—ভূমি যে মা—যার বাড়া পৃথিবীতে অঘূল্য বস্তু আর নাই—তোমাকে অসীম ক্লেশ দিয়াছি—পুত্ত হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি। মা! এ সকল পাপের কি প্রায়ন্চিত্ত আছে? এক্ষণে আমার শীল্র মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জলিতেছে তাহা হইতে নিদ্ধৃতি পাই, কিন্তু বোধ করি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে কারণ তাহার দৃতত্বরূপরোগের কিছু চিহ্ন দেথি না—যাহা হউক তোমরা সকলে বাটী যাও—আমি এই ধামে গুরুর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাদে প্রাণ ত্যাগ করিব।

অনস্তর বরদাবাব্, রামলাল ও তাহার মাতা মতিলালের গুরুকে আনাইরা বিস্তর ব্রাইয়া মতিলালকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মৃষ্ণেরের নিকট রজনীয়োগে নৌকা চাপা হইলে চৌয়াড়ের মত আরুতি একজন লোক ঘনিয়া২ কাছে আদিয়া "আগুন আছে—আগুন আছে" বলিয়া উচু হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার রকম সকম দেখিয়া বরদাবাব্ বলিলেন—সকলে সতর্ক হও, তদনস্তর নৌকার ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলেন একটা ঝোপের ভিতরে প্রায়্ব বিশ ত্রিশ জন অস্ত্রধারী লোক ঘাপ্টি মারিয়া বিদয়া আছে—এ ব্যক্তি সঙ্গেত করিলে চড়াও হইবে। অমনি রামলাল ও বরদাবাব্ বাহির হইয়া বন্দুক লইয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন, বন্দুকের আওয়াজে ডাকাইতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। বরদাবাব্ ও রামলালের মানস যে তলওয়ার হাতে লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ গিয়া তুই এক জনকে ধরিয়া আনিয়া নিকটন্থ দারোগার জিমা করিয়া দেন কিন্তু পরিবারেরা সকলে নিষেধ করিল। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল—আমার বাল্যাবন্ধা অবধি সর্ব প্রকারেই কৃশিক্ষা হইয়াছে—আমার বাব্য়ানাতেই

সর্বনাশ হইয়াছে। রামলাল কসলৎ করিত তাহাতে আমি পরিহাস করিতাম— কিন্তু আজ জানিলাম যে বালককালাবধি মদানা কসলং না করিলে সাহস হয় না। সম্প্রতি আমার অতিশয় ভয় হইয়াছিল, য়য়পি রামলাল ও বরদাবাবু না থাকিতেন তবে আমরা সকলেই কাটা যাইতাম।

অন্নকালের মধ্যে সকলে বৈগুবাটীতে পৌহঁছিয়া বরদাবাবুর বাটীতে উঠিলেন।
বরদাবাবু ও রামলালের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামন্থ যাবতীয় লোক
চতুদিক্ থেকে দেখা করিতে আসিল—সকলেরই মনে আনন্দের উদয় হইল—
সকলেরই বদন আহ্লাদে দেদীপ্যমান হইল—সকলেই মদলাকাহ্নী হইয়া
প্রার্থনা ও আশীর্বাদের পুষ্ণা বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হেরস্বচন্দ্র চৌধুরী বার্ পর দিবস আসিয়া বলিলেন—রাম বার্! আমি বুরিতে পারি নাই—বাঞ্চারামের পরামর্শে তোমাদিগের ভ্রাসন দথল করিয়া লইয়াছি—আমি অত্যন্ত ছংখিত হইয়াছি যে তোমাদিগের পরিবারকে বাহির করিয়া বাটী দথল লইয়াছি। তোমার অসাধারণ গুণ—এক্ষণে আমি বাটী অমনি ফিরিয়া দিতেছি, আপনারা স্বছ্লনে সেথানে গিয়া বাস করুন। রামলাল বলিলেন—আপনার নিকট আমি বড় উপকৃত হইলাম, যহাণি আপনার বাটী ফিরিয়া দিবার মানস হয় তবে আপনার যাহা যথার্থ পাওনা আছে গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব। হেরম্ববার্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে রামলাল তৎক্ষণাৎ নিজ হইতে টাকা দিয়া ছই ভায়ের নামে কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন এবং উর্বে দৃষ্টি করত কৃতজ্ঞচিত্তে মনেং বলিলেন—"জগদীখর! তোমা হইতে কি না হইতে পারে'।"

অনস্তর রামলালের বিবাহ হইল ও তুই ভাইয়ে অতিশয় সম্প্রীতে মায়ের ও অন্তান্ত পরিবারের স্থবর্ধক হইয়া পরম স্থাথ কাল ধাপন করিতে লাগিলেন। বরদাবার্ বিজয় করিয়া প্রকৃত বেচারাম হইয়া বারাণসীতে বাদ করিলেন—বেণীবার্ কিছু দিন বিনা শিক্ষায় দৌখিন হইয়া আইন ব্যবদাতে মনোযোগ করিলেন—বাঞ্চারাম বহুং ফলি ও ফেরেক্কা করিয়া বজ্ঞাঘাতে মরিয়া গেলেন—বক্রেশ্বর থোসামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যাং করত বেড়াইতে লাগিলেন—ঠকচাচা ও বাহুল্য পুলিপালমে গিয়া জাল করাতে দেখানে ভাহাদিগের বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয় এবং কিছু না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান "চুড়িয়ালের চুড়িয়া" গাইতে২ গলি২ কিরিতে লাগিলেন—হলধর, গদাধর ও আর২ ব্রজবালক মতিলালের স্বভাব ভিন্ন

দেখিয়া অন্যান্য কাপ্তেন বাব্র অন্বেষণ করিতে উন্নত হইল—জান সাহেব ইনসালবেণ্ট লইয়া দালালি কর্ম আরম্ভ করিলেন—প্রেমনারায়ণ মজ্মদার ভেক
লইয়া "মহাদেবের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে" এই বলিয়া
চীৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রমদার স্বামী অনেক
স্থানে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রুপাণি হওয়াতে বৈভবাটীতে আসিয়া
শ্যালকদিগের স্কন্ধে ভোগ করত কেবল কলাইকন্দ, ঘেয়ার্র, ভাজফেনি, বেদানা,
দেও ও জলগোজা থাইয়া টয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন—ভাহার পরে যে
স্কল ঘটনা হইয়াছিল, ভাহা বর্ণনা করিতে বাকি রহিল—"আমার কথাট
ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল"—

রাদ খান্তয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়

PREFACE.

মদ খাওরা বড় দার জাত থাকার কি উপার। By TEK CHAND THAKOOR.

Enem aged by the favorable reception of the novel entitled "stormed will হুলাল" I now beg to present the Reading community with another little work. It contains several papers which originally appeared in a menthly magazine and which have been now slightly rovised. I crave the indulgence of the Reader for the imperfections which this publication contains. It was my wish to have illustrated this work, but finding it impracticable, I have reduced its price.

ভূষিকা

"আলালের ঘরের ছুলাল" পরিগৃহীত হওয়াতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইয়া আর এক খানি ক্ষুত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকের কয়েকটা রচনা প্রে প্রকাশ হইয়াছিল, এক্ষণে ভাহা কিঞ্ছিৎ সংশোধন পূর্বক ছাপান গেল। গ্রন্থের যে দোষ আছে, তাহা পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। বাসনা ছিল যে, তুই তিনটী গল্প তসবিরের সহিত প্রকাশ হইবে, কিন্তু তাহা স্থবিধা পূর্বক না হওয়াতে মূল্য অল্প করা গেল।

बिरिक्टांम ठीकुत ।

सार जालग्रा यह पांग वित्र जालग्रा यह पांग

১ মদ থাওয়া বড় বাড়িতেচে—মাতাল নানারূপী।

কলিকাতায় ষেথানে যাওয়া যায় সেই খানেই মদ থাইবার ঘটা। কি ছু:খী, কি বড় মান্ত্য, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মছ পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্র লোক এক গ্রামে কিছু দিবদ অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়। গাঁজাখোরের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামের শালাগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেপিপিদি যাহার বন্ধদ ১০ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ্ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তক্রপ।

মন্ত পানে কি শরীর ভাল থাকে ? কোন ২ মন্ত পরিমিতরূপে পান করিলে ধাতৃ-বিশেষে উপকার হয় বটে, ডাক্তারেও ঐরপ বিধি দেন কিন্তু নিরন্তর পেয়ালা বাজিতে শরীর জরায় নষ্ট হয়। কত ২ লোক মন্ত পান করিয়া অবংপাতে গিয়াছে। যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্তবিধ নরম গোছের মন্তের নামও সহু করেন না, জল না মিশাইয়া কেবল ব্রাপ্তি বোতল ২ পান করেন—তাঁহারা প্লীহা, পক্ষাঘাত ও অন্তান্ত রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হবেন, ভাহাতে আশ্চর্য কি ?

মত পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের দলে বৃদ্ধি ও ধনও যায়। জ্ঞানশৃত্য হইয়া ভোঁ। অথবা টুপভূজদ রূপে থাকিলে কি ফল? জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া আমোদ করিলে দে আমোদে আমোদ হইতে পারে না, মনকে নির্মল রাখিলে ও সংকর্ম করিলেই প্রকৃত আমোদ হয়। মদের জোরে লপ্প ঝম্প হইতে পারে বটে, কিন্তু দে কতক্ষণ থাকে? অনেক ব্যক্তি মদে আসক্ত হইয়া বৃদ্ধিকে একেবারে বিদর্জন দিয়াছে—ভাহাদিগের মান সম্ভ্রমণ্ড অন্তর্ধান হইয়াছে।

মদের অভুত শক্তি ! যে ব্যক্তি পান করে, দে তুধকে জল বলে ও জলকৈ তুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মন্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞানা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল ? পরে শুনিলেন—প্রস্রাব। তথন আপনি কহিলেন—তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম—জল।

কথিত আছে, অন্ত এক ব্নিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবদ প্রতিমা বিদর্জন কালীন নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতেই বলিয়াছিলেন— "অরে! মা চল্লেন—মার দঙ্গে কি কেই যাবে না, অরে বেটা ঢাকী তুই যা" এই বলিয়া ঢাকীকে ধাকা দিয়া জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতেই বহু ক্লেশে বাঁচিয়াছিল, আর তাঁর বাটীর দিক দিয়াও যাইত না।

অপর শুনা আছে, কোন মাতাল ভোজন করিতে বদিয়াছিলেন, তাঁহার পার্থে জলের ঘটা ছিল না, একটা বিভাল ব্সিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটা মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেও২ করিতে আরম্ভ করিলে, বলিলেন—খালা জলের ঘটা। তুই মেও২ করিয়া কি বাঁচ্বি ? তোকে এখনই খাব। পরে বিড়ালকে মুথের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল। আর এক ভক্ত মাতালের কথা বড় অদ্ভুত। সেই মাতালের নাম-সিংহ। তাঁহার বাটীতে পূজা হইবে, ষ্মার রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বদিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন—অরে বেটা সিংহ! তুই নকল সিংহ, আমি আদল দিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন ? এই বলিয়া দিংহকে ভালিয়া আপনি চাদর মুজি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্তা স্বয়ং দিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আন্তে ব্যস্তে বলিলেন, মহাশয় ওথানে কেন—মহাশয় ওথানে কেন ? কর্তার নেশা ছুটিয়াছিল, শেস্থান হইতে আন্তে২ উঠিয়া অধোনুগে বৈঠকথানায় গিয়া বদিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন—কর্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন ? সিদ্ধ বংশ ! এরপ কর্ম কটা লোকে কর্তে পারে—কায়্মনোচিত্তে দেবীর উপাদন। করিতে পারিলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় ও সাধু লোকে এই প্রকারেই সিদ্ধ হন। নিকটে এক জন স্পষ্টবক্তা বদিয়া ছিল, থোদামুদে কথা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল— "সিদ্ধি পূর্বে হইত, এক্ষণে দিদ্ধিও হয় না রস্তুও হয় না, কেবল অ ! আ ! হয়"।

र মদে মত হইলে যোর বিপদ ঘটে।

দে পাক—দে পাক—ডেডাং ডেঙ্গাং ডেং ডেং। চড়ুকের পিট চড়ং করে তবুও পাহটী নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে একং বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরপ—গলাগলি মদ থেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল ক্র্ছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকেং এদিক ওদিক পড়্ছে, তবু বলে—ঢালং। চড়কের পর চছুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এসে বংসর আর সন্ধাদ কর্ব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড়ং করে। সেইরূপ মাতালও মদ খেয়ে বড ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটুং লজ্জা হয়, পরিবারের মিট ভর্মনায় মনেংশপথ করে দূর কর একর্ম আর করব না, কিন্তু লাল জল দেখুলেই প্রাণটা অমনি লাফিয়া উঠে—বোধ করে মর্গ হাতে পাইলাম—প্রথমং আমড়াগেছেরকম একং বার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপ্থ পাদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁধ হইয়া বিসিয়া থাকে।

ভবানীপুরের ভবানীবাব কালেজে পড়া শুনা করেন। লেখাপড়া শিখিলে দকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি বিষয়ে প্রক্লন্ত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, দেরপ উপদেশ কালেছে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্ল বয়দে পিতৃহীন হওয়াতে কতক গুলা বেলেল্লা ছোঁড়ার দক্ষে দহবাদ করিয়া ভবানীবাব কপ্চাতে না শিখিতেই মদ থেতে আরম্ভ করিলেন। বাটীতে কেহ শাসনকর্তা নাই—আর শাসনকর্তা থাকিলেই বা কি ? এতকেশীয় বাবুরা মনে করেন, ছেলেকে কালেজে দিলেই সব হইল—আপনারা অল্য কর্মে ব্যন্ত, ছেলের সত্পদেশ হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র তদারক করেন না—হয় তো কোনই মহাশয় কুকর্মেতে ছেলেপুলের চক্ষু আপনি থলিয়া দেন।

ভবানীবাব্র ক্রমেন স্থাই ক্রা হইতে লাগিল। অতি শীন্ত কালেজকে জলাঞ্চলি দিয়া বাটাতে বিদয়া নিরবচ্ছির মদে মত্ত হইলেন। অল্ল দিনের মধ্যেই পেয়ালা বাজীতে পেকে গেলেন। কি প্রাতে কি মধ্যাহে কি রাত্রে কথনই বোতল ছাড়া নাই, কেবল মদের কথা—মদের চর্চা—মদের আলাপ—মদের প্রশংসা। মদেতে যেন দোষ ঘটে—তাহা সকলই ঘটিল। পরিবারের প্রতিও স্নেহ কম হইতে লাগিল—মায়ের কাছে বসা নাই—স্ত্রীর মৃথ দেখা নাই—সন্তানাদির তত্ব করা নাই—রাত্রি হুইটা তিনটা পর্যন্ত দশ জন মাতাল লইয়া বৈঠকখানায় কেবল গোলমাল করেন। কেহ কাঁদেন—কেহ হাদেন—কেহ চীৎকার করেন—কেহ গান গান্—কেহ ঢোল পেটেন—কেহ নাচেন—কেহ গালি দেন—কেহ মারেন—কেহ ভিক্বাজি খান। বাটাতে এমনি শোরশরাবত হইতে লাগিল যে, পাড়ার নেড়ে কুকুর ও চৌকিদার ভেগে গেল। সন্ধ্যার পর কার সাধ্য সে দিক দিয়া পথ চলে। যথন দকল অবতারগুলি একত্র হন তথন এমনি মেরোয়াহইয়া উঠেন যে, বোধ হয় যেন ইংরাজের কেরা গেল। এক দিক থেকে এক জন ঠাকুকণ বিষয়ের চিতেন ধরেন—সমনি আর এক জন তাঁহার মৃথের কাছে হাত নেড়ে

বিরহ গান—মার এক দিক্ থেকে এক জন ধ্রুপদের আলাপ করেন—অমনি আর এক জন তাঁহার ঘাড়ের উপর ঘূটী পা তুলিয়া দিয়া মুখের সাম্নে মুখ রেখে গাধার ডাক ডাকেন। হয় তো কেহ উঠে মাথায় হাত দিয়া বাই নাচ্ নাচেন—আবার অহ্য এক জন তাহাকে ঠেলে ফেলিয়া আড়থেম্টায় নৃত্য করেন। মে পর্যন্ত বিমকিনি ভাবে থাকেন দে পর্যন্ত কেহই স্থির নহেন। নেসাটি—হ্ধমরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকথানা কুক্লেত্র হইয়া পড়ে—কোন্ দিক থেকে কোন্ বীর কোথায় প্রড়ে যান তার আর খোঁজ খবর থাকে না।

এ ভাব দহজ ভাব, পরব্ দরব্ হইলে নানা ভাবের উদয় হয়। পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিভাঞ্সরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন—এক২ বার বোধ হচ্ছে বেনপড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্থ করিয়া ८१थ (७२ यां वा ध्यानारात विलालन—णानाता ! माता तां ठ कवल मानिनीत গান শুনায়ে হাড়েনাড়ে জলিয়েছিদ্—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবেটাদের থামে বেঁধে মার্ব। কৃষ্ণ বাহির করিবার গোল হইতে২ সুর্ঘ উদয় ছইয়া পড়িল। নিকটস্থ ছই এক ব্যক্তি বলিল, ক্লফ এ সময় গোঠে গমন করিয়াছেন—এখন ক্বফ কোখা পাওয়া যাবে ? মনেতে এক২ সময়ে এক২ ভাবই থাকে, বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শাক্ত ভাব উদিত হইল, প্রতিমার নিকটে আদিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে কাদ্তে২ বল্তে লাগিলেন—মা আমাকে ব্ৰি ছেড়ে যাবি ? ছেলে এক বংদর মাকে না দেখে কেমন করে থাক্বে ? আমি প্রাণ গেলেও ছেড়ে দিব না—বেটী তুই যা দেখি কেমন করে যাবি ? এই বলিয়া দেবীর পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—টানাটানিতে প্রতিমার অর্ধেক পা ভাষিয়া গেল। বাটীর সকল লোক হাঁ২ করিয়া আসিয়া ক্ষান্ত করাইতে লাগিল। এইরপে ভবানীবাবু কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পিতা ষংকিঞ্চিৎ ঘাহা রাথিয়া গিয়াছিলেন, জমে২ দশ জনে লুঠে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। বিষয় আশয়ের দেখা শুনা কিছুমাত্র ছিল না—বাবু যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন তাহাতে দেখা শুনার বড় আবশ্যকও থাকিত না, এই জন্ম একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল, অন্তগ্রহ করিয়া ফাঁকি দিলেই অক্লেশে হজম হয়া ঘাইত। বিষয় আশয় নষ্ট হইলেপর ভবানীবাব্র টানাটানি হইতে লাগিল। পরিবারের। সর্বদাই অহুযোগ ও কাঁদা কাটি আরম্ভ করিল, তিনি শুনেও শুনিতেন না। পরিবারের খাওয়া পরা হইল কি না ভাহার খোঁজ খবর রাধ্তেন না, কিন্তু জায়গা বেচিয়াই হউক, আর২ জিনিস বেচিয়া হউক, মদের কড়িটি শিওরে রাথিয়া শুয়ে থাকিতেন।

মাতালের কাছে যে সকল লোক ধায়, তাহারা লন্ধীর বরধাত্তী-মণের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি ? ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠ্তে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্তকে খেনো গোছ দেন। দঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছিরি খাইয়া মুধ খারাব হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগ্বে কেন? স্বতরাং তাহারা ক্রমে২ ছট্কে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন অভ্যাদ হইয়াছিল, কেহ কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রতাহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাং একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এভিয়ে যায় নাই। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বিয় ও বিষয় হইয়া বদিলেন, পরে তুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ডাক্তর হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুক্তির ছিলেন, তাঁহার পিতার বিষয় কর্ম ডাক্তর সাহেবের স্থপারিশে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। ভবানীবাব্ বাল্যাবস্থায় ডাক্তর সাহেবের বাটাতে সর্বলাই যাইতেন, কিন্ত পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার ছার মাড়ান্ নাই। ডাক্তর সাহেব ভবানী-বাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চধীন্বিত হইয়া থেদ ও তৃঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা কাঁদিতে২ ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন--বাবা! তোমার অন্নে আমাদের শরীর--একণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ডাক্তর সাহেব অনেক ভরদা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদেরও আসা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে—উঠিবার তাকৎ নাই— পরিবারের। কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বদাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়ান্তি পান—যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্ছে। এইরূপ স্বেহ দেখিয়া ভবানীবাব্র অন্তঃকরণ এক২ বার নরম হইতেছে —তিনি মনে২ কহিতেছেন—হায়! আমি কি কুকর্ম করিয়াছি! পরিবারকে যৎপরো-নান্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিণের কথা কখন শুনি নাই, কিন্তু আমার এই অসময়ে তাহার। প্রাণ দিতে উত্তত। তিন চারি দিবসের পর ডাক্তর সাহেব আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই--আমি ভোমার কাছে থেকে টাকা কড়ি লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আফ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটা কথা প্র র. ১০

শুনিতে হইবে ; ভোমার রোগ মদ খাবার দক্ষণ—ভোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে—মদ খাওয়াতে তোমার দর্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবর মাতা বলিলেন—বাবা! আমার মাথা থাও ডাক্তরের কথাটি শুনিও। আমাকে থেতে পরতে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভান থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতেং বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বংসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম না হইলে স্ত্রী জন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই— তোমরা যা করবে তাই দহিতে হবে—কথন আমার মূথ দেখ নাই—বরং সর্বদা গালি দিয়াছ, তাতে আমার খেদ নাই—আমি আর জন্মে যেমন কর্ম করেছি তেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে স্থথ না থাকিলে কোথা থেকে হবে ? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওওলি রকমে চলিও না। আমি তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে—গতর থাকলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের থাওয়া পরা দিতে পারবো, এই মাত্র চাহি, তুমি ভাল থাক—তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখ্তে হয় না। পরে বড় পুত্রটি আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধু২ করে, অবশেষে ভরদা করিয়া প্রথমে আদ্গাই কহিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন – বাবা স্কুলে গেলে সকলে বলে, তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশ্বাদ কি? আমি দেই জন্ম কাহারও কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই দকল কথা শুনিয়া ভবানীবারু এঁ ওঁ করিয়া অ্যান্ত কথা ফেলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না, তিনি আপন কথাই উল্টে পাল্টে ধরেন। কাণাকে কাণা বল্লে বড় রাগে। ভবানীবারু অমনি ভ্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন—আ ! কি আপদেই পড়্লাম ! পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন দাও

পূ এমত গল্পনা থাওয়া অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল !—সে যাহা হউক, আমার বড় দিব্য যদি কথন আর মদ স্পর্শ করি—আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম।

পীড়া আরাম হইলে ডাক্তর সাহেবের স্থারিশে এক সওদাগরের বাটতে ভবানীবাবুর একটা কর্ম হইল। বেমন বিষয় কর্মটা হইল অমনি তাঁহার বাটতে লোকের আমদানি হইতে লাগিল। এ বলে দাদা কেমন আছ—ও বলে, বাবা ভাল আছ তো? এ বলে, তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা

ছিল—ও বলে, আমি ভোমার খুড়ীর মামাত ভাই, আমাদের ছঙ্গনের এক শ্রীর ও এক প্রাণ ছিল। দাবেক দলেরও তুই এক জন বেলেলা আদিয়। তুড়ি মারে,কগাল গল্ল করে ও টগ্লাটা আষ্টা গায়।

ভবানীবাবু দিনে কুঠি যান—বাতে বাটাতে আদিয়া চূপ করিয়া মনমর। হইয়। থাকেন। কিছুই ভাল লাগে না -সব কাঁকং বোধ হয়। কখনং মনে করেন, মাকুষের একটা না একটা আমোদ না থাকলে কেমন করিয়া বাঁচ তে পারে প্রামি শপথ করেছি বটে আর মদ ছোঁব না, কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচাতে হবে প্রামিন বাঁচ লে বাপের নাম! যদি এমন নিরামিব রক্ষে থাকি তবে হায়োল-দেল হয়েয় মরে যাব, আর আমি বরাবর দেখেছি, একটু লাল জল পেটে না পড়লে মনের ক্তি হয় না, এবং যাহা থাওা। যার ভাল হজমও হয় না। কিন্তু কর্মিটি গোপনে করিতে হইবে—প্রকাশ হইলে মা এসে কেচ্ং করিবেন—স্থীর গ্রনা সহিতে হইবেক—ছেলেটাও আবার টে শং কর্বে।

এই স্থির করিয়া ভবানীবাবু বারকট্কা হইতে লাগিলেন। দশটা বেলার সময় কুঠি যান—হুই প্রহর, বা হুই প্রহর একটা, রাত্রে বাটী আইদেন—হুই এক দিন বা একেবারে আদাই নাই। প্রথম২ পরিবারের মধ্যে কেহ ভিজ্ঞানা ক্রিলে বলিতেন, কর্মের বড় ভিড়—তিলার্ধ অবকাশ নাই –পরের কর্ম করি, সকল শেষ না করিয়া বাটীতে কেমন করিয়া আদিতে পারি ? পরে ধ্থন মাত্রা বাড়িতে আরম্ভ হইল, তথন নিজমূতী প্রকাশ হইতে লাগিল। এক২ দিন বাবুর কাপড় চোপড়ে কাদা মাথা—পাগ্জিটা উ:ড় গিয়াছে—চাপকানে একটাও বন্ধক নাই—চাদর খানা লুঠিয়ে যাচ্ছে, বাবু টল্তে২ দার ঠেলছেন ! এক২ দিন রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছেন, শরীরে চোট লেগেছে—একং দিন পাল্কি করিয়া আস্তেছেন —বেহারারা ডাকাকাকি করছে, বাবু কখনই উঠ্বেন না। এক২ দিন গাড়ি করিয়া আদিয়া গাড়িতে একেবারে চলে পড়িয়াছেন—মাথা থোড়ার্থ্ ড়ি করিলেও নামেন না,যিনি আন্তে যান তাঁকেই তুই একটা ইংরাজী ঘুদা খাইতে হয়। ভবানীবাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বার্থার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবু আপন দোষ কথনও স্বীকার করেন না, শর্বদাই জাপ্য করেন। পরিবারের মধ্যে যে স্বেহটুকু হইয়াছিল ক্রমেথ গেল, ঐরণ ক্রমাগত করিতেং আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তথন চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাব্ আপন স্ত্রীকে দেখিয়া অতি ক্লেশে বলিলেন—গিন্ধি! আমি মরি আমাকে বাঁচাও, এ যাতা বুঝি রকা পাইলাম না।

আপন দোষে পীড়া হইলে পরিবারের। কিছু না কিছু বিরক্ত হয়, বাবুর রোগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর হৃঃধও হইল রাগও হইল। তাঁহাকে একটু আরাম দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—পুক্ষ জাত শিকলি কাটা টিয়া—কারে না পড়্লে ব্রীকে অরণ হয় না—তথন আর২ হোমরা চোমরা লোক পিটান দেয়, স্তরাং স্থীর মান বেড়ে উঠে—দে সময় কেবল স্ত্রীই হঠা, স্ত্রীই কঠা নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি কেবল আপনার দোষে আবার রোগটি ডেকে আনিলে এখন আমার কপালে বা আছে তাই হবে।

পীড়ার সংবাদ ভ্রমিয়া ডাক্তর সাহেব তৎকণাৎ আসিলেন এবং বাবুর মাতার निकर १डेट मकन कथा अवशक इरेग्ना खेमशाहि हिट लाशिएनन । भत्रहिन তথায় আদিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া রমানাথবাবকে ডাকাইয়া আনিলেন। রমানাথবাবু ভবানীবাবুর পিদকুতো ভাই, পূর্বে একত্রে থাকিতেন, তিনি প্রথম্ ছুই এক কথা টুকেছিলেন, ভাহাতে ভবানীবাবু রাগ করিয়া বলেন, তুমি ভাতুড়ে বই তো নও-ছোট মুখে বড় কথা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও। ৰমানাথবাৰু সেই অৰ্ধি অভিমান ক্রিয়া অন্ত হানে থাকিতেন। এফণে ভাকিবামাত্র আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তর সাহেব বাহির বাটীর বৈঠক-থানায় তাঁহাকে লইয়া খির হইয়া বলিলেন—ভবানীর যেরূপ পাঁড়া, তাহাতে মারা ঘাইতে পারেন, কিন্তু আমি প্রাণপণে দেখিব – মদ্যপি ভাল হন, তবে তোমাকে সর্বদা তাঁহার পিছনে লেগে থাকিতে হইবে। বাশালিরা মদ থাইতে ষারস্ত করিলে প্রায় মনে ভাহাদের খায়, কেবল যাঁহার একিদা থাকে, ভিনিই বেঁতে যান নতুব। প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়। ভবানী বুকিমান ও ভাল মাত্র বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র একিদা নাই, হাজার বার শপথ করা আর না করা সমান কথা—প্রাতে শপথ করিবেন—রাত্রে শপথ ভলাঞ্জলি দিবেন। যেমন পাগল হওয়া একটা রোগ, তেমনি মদ খাওয়াও একটা রোগ, ষদি পাগল হইয়া ক্রমাগত ভাবে, তবে তাহার দঙ্গে আহলাদ আমোদ করিয়া তাহাকে ভাল করিতে হয় ৷ যে মাত্রুষ মদ খায় সে আমোদের জন্ম খায়, মদ বন্ধ করিতে গেলে যাহাতে তাহার আমোদ হইরা মদকে ভোলে এমত ভবির করা উচিত, নতুবা তাহাকে কেবল টাঙ্গিয়া রাখিলে প্রকাশ্য ভাবে হউক বা গুপ্ত ভাবে হউক পুনরায় মদ ধরিবে। মদ ছাড়াইয়া প্রথমে ধর্ম কথা বলিলে মাতাল মুথে হাঁ২ করিবে কিন্তু মনে২ বলিবে এ বেটা উঠে গেলে বাঁচি-চোরা না ভনে ধর্মের কাহিনী। মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম নহে-এ কর্মটী ধীরে স্থান্থ করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে, যে ব্যক্তি মদ ছাড়িবে

ভাগের কি প্রকারে আমোৰ হউতে পাবে। যথলি গাওনা বাজনা করিলে মাণ্য সোহার মেটে, ভবে গাওনা বাজনাতেই ফেলিয়া দিতে ইইবেক, নত্বা অভ প্রকার উপায় করা আবেলক। কোন কোন ইংরাকের এইরপুরোপ হইলে, ভালাপের আপুন্ত পরিবারের কৌশল ধারাই সেরে যায়। মন্ধার পর স্থী কাচে ব⁵ যা নানা প্রকার সং আলাপ করেন, হয় তো বাত বা গান পোনান গোহাটে আধির মান আমোন ও হয় এবং খার প্রতি প্রভা ও প্রেম্ব বৃদ্ধি চুইছে থাকে। মনের একপ গতি হইলে মদের প্রতি স্পৃহ। ক্রমেং গতে যায়, কিন্তু বাঙ্গালির। প্রীলোক-বিগকে লেখাপড়াও শিখান না ও গান বাছও শিখান না, ইহাদিগের সংসার আহে যে, মেরেমানুষের গান বাত শেখা বড় পোব। এ বড় লাভি । সং গান ও বাগেতে মনে সন্থাব ও স্থমতি জন্মে। ইংরাজদিগের গ্রীলোকেরা গানের ধারা স্বদা প্রমেশ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভন্তে পাওয়া যায়, অনেক বারু, লেখাপড়া শিখিয়া রাত্রে পরিবারের নিকট না থাকিয়া কেবল মুদ খাইয়া এখানে ওধানে হো২ করিয়া বেড়ান—আবার জাকটুত্ব করা আছে, আমরা দেশের সকল কুরীতি শোধন করিভেছি। ভবানীও তাহাদিগের মধ্যে এক ভন, ষ্ছাপ তিনি ভাল হন—ভবে ভোমাকে তাঁহার উপর স্বদা ন্ছর রাধিতে হইবেক। প্রথম যাহাতে তাঁহার আমোদ হয় এমত করিও, পরে তাঁহার ঘাহাতে একিলা ভাষে এমন উপায় ক্রমেং বলিয়া দিব। এ বিষয়ের কিছু সাধারণ নিয়ম নাই— ষেমন মনের গতি দেখা যাবে তেমনি করিতে হইবেক। আমার অধিক অবকাশ নাই, তুমি মনোযোগী ইইয়া তাঁহাকে আমার বানতে দবলা নইয়া বাইও। একৰে বারীর ভিতরে যাই চল, কাল রাত্তে বড় খারাব দেখে গিয়াছিলাম।

ভাকর সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র বাটার ভিতর থেকে চীংকার শঙ্গে কাল।
উঠিল। ভাকর সাহেব ও রমানাথবার ভাড়াভাড়ি করিয়া দেখেন, ভবানীবার্র
শাস হইয়াছে—নাড়ি নাই—চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িভেছে—জ্ঞানও
একটুং আছে কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মা ও স্ত্রী গড়াগড়ি দিয়া কানিভেছেন—ভ্যেষ্ঠ পুত্র চক্ষের জল ফেলিভেং বাভাস করিভেছেন। ভোট পুত্রের
নয়ন জলে পিতার পা ভাসিয়া যাইভেছে। ভাক্তর সাহেব হাত দেখিয়া ত্তরু
হইয়া থাকিলেন। একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিখাস ভ্যাগ করিয়া বলিলেন—ভবানি!
ভোমার আর উপায় নাই—এক্ষণে পরাংপর পরমেশ্বকে শ্বরণ কর, আর মনেং
বল—দয়াময়! এ নরাধমকে দয়া কর। এই কথা শুনিবা মাত্র ভবানী হই হাত
জ্যেড় করিয়া চক্ষু মৃদিত করিলেন। মৃথের ভাবের ছারা বোধ হইল, আপন
পাপ জন্য যথার্থ সন্থাপ উদয় হইল, ক্ষণেককাল পরে চক্ষু থুলিয়া কথা কহিতে

চেটা করিলেন, কিন্তু না পারাতে নয়নের তুই দিক থেকে হুং করিয়া অঞ্চ পড়িতে লাগিল ও তুই চারি লহমার পরেই প্রাণ বিয়োগ হুইল।

৩ নেদাভেই সর্বনাশ।

ছয়হরিবাবুর মশোহরে আদি বাস। পিতার লোকাস্তর হইলে অর্থ অংগ্রণার্থ কলিকাভায় আগমন করিলেন। বাতাকালীন আহ্বীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই বলিল – জয়হরি ৷ তুমি বালক, কলিকাতা বড় বিট্কেল ভায়গা—খদি কাহারও কুহকে পড়, একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবে; ভাহা অপেকা পৈতৃক ভিত্তেত বসিলা ব্যবসা বাণিছা কর অনালাদে দশটাকা উপায় করিতে পারিবে। জন্মহরির কিঞ্চিৎ ইংরাজী পাঠ হইমাছিল—ইংরাজী রকম সকলই ভাল লাগিত—গ্রামস্থ লোক নিকটে আসিলে বিরক্ত বোধ হইত। তিনি কাহারে। প্রামুশ না ওনিয়া পরিবার লইয়া শোভাবাজারে আদিয়া বাদা করিয়া থাকিলেন। কলিকাতায় কাহারো নিকট পরিচিত নহেন—সহায় সম্পত্তিও নাই—কর্ম কাজের যোগাযোগ কি প্রকারে হইবে ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে হুই এক ছন গালগরে উনেদারি গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, ভাহাদিগের সঙ্গে কেবল বাজে কথারই আলাপ হয়--কলিকাভায় <u>জীজী পুছার সময় কোন্ বাটাতে কিং ভাষাদা হয়—কোন্ বাবুর কত বিষয়—</u> কোন বাবুর কোন্থ সময়ে নিদ্রভিঙ্গ হয়—কাহার কেমন মেজাজ্—কে কভ আহার করে—কে কেমন শৌধিন—কে বা অমুগত প্রতিপালক—কে কোন্ং নেদার ভক্ত-কাহার্ কত ব্যয়-কাহার্ কোন্থ স্থানে বাগান-কে বা বেরাল वागूम—तक वा बङ्ग्ल उद्य-तक वा माञ्चल वास्तारम, धमद कथावडे छेलहे পালট হয়, আর শতরঞ্জ পাশাতেই দিন ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে হুই তিন মাদ গত হইল। জয়হরি দেখিলেন, আপনার কার্যের দেতৃবন্ধন কিছুই হইতেছে না — নির্থক সময় ক্ষেপণ ও সঞ্চিত ধনের বিনাশ হইতেছে। বিভার ভহিরে সদর দেওয়ানির এক জন জজের উপর একথানি স্থপারিশ চিঠি বাহির করিলেন—চিঠি পাইবা মাত্র তাঁহার বোধ হইল, এত দিনের পর ব্ঝি গ্রহবৈশুণ্য কাটিয়া গেল, ইট দিদ্দির মৃথ-কমল দেখিতে পাইব। পরিবারের অহুরোধে শুভ দিন দেখাইয়া ভাল কাবা ও বাঁধা পাগড়ি পরিয়া এক খান কেরায়া গাড়ি আনাইয়া গমন করিলেন। সাহেবকে কি বলিবেন গাড়িতে বিসয়া জড়ভরতের ক্রায় ভাবিতে লাগিলেন; সাহেব একজন ভারি লোক, তাহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বলতে আর এক বলি—এ চিক্তার তাঁহার

মন অভির হউল। ইতিমধ্যে সাহেবের বাটীর নিকট গাড়ি পৌহিল, আঞ্জির দূর পোকে হাক দিয়া বলিল, গাড়ি তদাং রাণ্। পরে চড়ু নিকে খিরিয়া বার্ত্ত নাম ধাম ও অভিপ্রায় সংক্রান্ত নানা প্রাহ করিতে আংখ্য কবিল। ভয়ংরি কিঞিং বিরক্ত হুইয়া ব'ললেন—আমি কি ভোমানের নিকট চৌশপুক্ষের লাভ করিতে আসিয়াহি—এত পেড়াপিড়ির আবস্থক কি ? সাংখ্যের নামে এক 15টি আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেও। এই কলা ভানবামাত্র একজন ডোলনার চোক লাল করিয়া গোপ ফর২ করিতেই বলিল—ভেরি বাতসে চিটি দেশতে প হামলোক বুজসমজকে কাম করেছে। জন্মহরি অকাধার্থ রাগ সম্বরণ করিছা বলিলেন—বাবু মিছেমিছি ভকরার কেন কর, ভোমরা ধা পেয়ে থাক ভাই পাবে। এই কথায় যেন জোকের মূথে লুণ পড়িন। ভংকণাং আগানির। স্তঃ কবিয়া সাহেবের নিকট গিয়া চিঠি দিল। সাহেব কুকুর লইয়া খেলা করিতে-ছিলেন, চিঠি পড়িয়া বাবুকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় অগ্রহরির পা কাপিতে লাগিল, বহু কটে সাহস অবলম্বন করিয়া ধাইতেছেন, এমত সময় চোপদারেরা চাংকার করিয়া বলিল-বারু ছুভি গোলকে যাও। ভয়হরিকে তাহাই করিতে হইল। পরে দাহেবের নিকট গিয়া দেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব নাকের উপর জাই গ্লাস দিয়া চোক ঘুবাইয়া ভগ্নহরির পেনটুলুন কাবা বাধা পাগড়ি দেখিয়া একেবারে অলিয়া উঠিলেন—টোম কিয়া মাংতা—টোম কিয়া মাংতা—টোমলোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহত টেড়ি হোনে চাতা—বাপ দাদাকা পোষাধ কাছে নেংঁ পেন্তা ? জয়ংরি একেবারে কার্ছ-মুথ দিয়া বাক্য সরে না। সাহেব আবার বলিভেছেন-ওয়েল। টোম কিয়া মাংতা ? জয়হরি ইংরাজীতে উত্তর করিতে ধান ইতিমধো শাহেব ভূমিতে পদাঘাত করতঃ ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—হিন্দি বাত কহ—বাহালিকা लिए या रिनि तिर काछ। ? अग्रहित रिनि निका हिन ना-महिन तक्य हिन যাহা জানিতেন তাহাই জোটপাট করিয়া বলিলেন—পোদাবন্দ আমি বেকার, কুচ কর্মকাজ মেলে। সাহেব উত্তর করিলেন, হামারি পাস কাম পৈদা হোতা নেহি, টোম কাহে দেক কর্তা হেঁয়, এই বলিয়া বারাণ্ডা থেকে কামরার ভিতর গমন করিলেন। জয়হরি ছলং চক্ষে আন্তেং গাড়িতে উঠিলেন। নৈরাজের বেদনায় মন বিচলিত হইতে লাগিল। বাটী আসিয়া না রাম না গলা কিছুই না र्वानग्रा नीतव ভारत थाकिरानन । तकनी शहरान निष्टा प्रवीत व्यास्तामार्थ व्यानक চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তুর্ভাবনাকে দেখিয়া নিজা নিছিত ভাবেই থাকিল, একবারও তাঁহার দিকে গেল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেং রজনী

e year প্রভাত হইল—কাকগুলা কাকা করিতেছে, এমত সময় বাহির বাটীর দার ঠেলিবার শব্দ শ্রুত হইল। জয়হরি ধড়মড়িয়া উঠিয়া দার খুলিয়া দেখিলেন— সাহেবের চারিজন চোপদার উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন, থবর কি ? তাহারা বলিল, আর থবর কি—মোদের বক্শিশ দেও, সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে, মালুম হয় জল্দি একটা ভারি কাম দেবে। জয়হরি মনেং বলিলেন— কি আপদ ! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কিন্তু এ বেটারা নেকড়ার আগুন-পুন্কে শক্ত—ভাল না করুক, মন্দ করিতে পারে, এ জক্মে চটান ভাল নয়। এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককে এক২ টাকা দিলেন। চোপদারদের বড় পেট, অল্লে মন উঠে না, টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বকিতে লাগিল, পরে বিস্তর সাধ্য সাধনায় विमात्र ट्टेन।

অনন্তর অন্থান্ত চেষ্টা ও স্থপারিশ অনেক হইল, কিন্তু কিছুই সফল হইল না, কোনং সাহেব দেখাই করে না—কেহ বলে, তুমি স্কুল বয়, আমি প্রবীণ লোক চাই—কেহ বলে, ভোমার কেতাবি বিহা, কর্ম কাজ কি জান ?—কেহ হুই এক দিন কর্ম করাইয়া অযোগ্যতা দেখিয়া জবাব দেয়। জয়হরি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুলরিণীর তীরে আন্তে২ পাইচারি করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি প্রাচীন তাঁহাকে অন্তমনস্ক দেখিয়া আলাপ করণার্থে নিকটবর্তী হইতে চাহিলেন, জয়হরি তাঁহাকে আড়চোথে দেখিয়া একটু জ্বত চল্তে লাগিলেন, প্রাচীন ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ইংরাজী চলন চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎ থেকে জিজ্ঞাদা করিলেন—মহাশয় কে গা ? শিষ্টাচার রক্ষার্থ জয়হরি অনিচ্ছায় ফিরিয়া পরিচয় দিলেন। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বড় আলাপী—কথার মিটতা দারা অমুসন্ধানের কুরণী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে২ তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন—মহাশয় মহাকুলোদ্ভব—ইংরাজীও ভাল শিথিয়াছেন শত্য, কিন্তু বৈষয়িক উপদেশ অথবা ভারি মুক্তবিব অথবা টাকার জোর কিম্বা দৈব স্থযোগ ব্যতিরেকে বিষয় কর্ম হওয়া ভার—কর্ম কাষের যোগ্যতা থাকিলে লোককে প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না, অনেকে ডাকিয়া কর্ম কাষ দেয়। বিভা শিক্ষার সময় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীনের এই সকল কথায় জয়হরি ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—কি আমার কর্ম কাষের যোগ্যতা নাই ? আমি কোন্ কর্ম না পারি ? বাবুর এই কথায় প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন—মহাশয় যে পল্লীতে থাকেন, সেথানে কভক গুলা কুলোক আছে, তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবেন না। জয়হরি

বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এমন লোক কেহ নাই যে আমাকে থারাব করে, বরং মন্দ লোক আমার কাছে এলে ভাল হয়ে য়য়। ও কথা যাউক, একটা বরাং আছে আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল, এই বলিয়া জয়হরি মস২ করিয়া চলিয়া গেলেন—প্রাচীন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পথিমধ্যে এক নম্ব বার্র সহিত জয়হরির সাক্ষাং হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র কাছে গিয়া হতক্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভাই হে! আজ এক ঘোর য়য়ণায় পড়িয়াছিলাম—হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, কোথ্থেকে একটা বুড়া গায়ে পড়ে আলাপ করে, কাছে আদিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল—বেটা যেন ভীমদেব! ঘাহাইউক, আজ অবধি আর হেদোর ধারে বেড়াতে আন্ব না, নববাব্ বলিলেন, হেদোয় বেড়াবে না কেন? চল না ত্জনে গিয়া সে বেটাকে লঙ্গে দি? তাতে কাজ নাই—দ্ম কর ! আবার কি ফৌজদারি বাধ্বে—এই বলিয়া ত্জনে লর্ড বায়রণের কবিতা আওড়াতেই স্থহ আলয়ের গমন করিলেন।

বারম্বার নৈরাশ্র হইতে থাকিলে ধীরতা বিরহে মন একেবারে দমে যায় তখন বিরক্ততার অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে—কাহারো নিকট যেতে অথবা কাহারো দঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না। আর নৈরাঞ্চের হুঃথ মোচন অথবা বিপদ সময়ে ধৈর্ঘ অবলম্বন করা বিশেষ ধর্ম উপদেশ ব্যতীত হয় না-কিন্তু জয়হরির এরপ উপদেশ ছিল না—তিনি বিষয় করণার্থ অবিশ্রান্ত যত্ন করিয়াছিলেন, পরে ক্রমাগত নিছল হওয়াতে অত্যন্ত মনমরা হইতে লাগিলেন। সর্বদা গালে হাত দিয়া ভাবেন ও এক কথা জিজ্ঞাদিলে আর এক কথার উত্তর দেন। বাটীর ভিতর আহার করিতে গেলে ভাতে হাত দিয়াই ছঞ্চের বাটীকে ভালের বাটী বলিয়া পাতে ঢালেন—পরিবারেরা দেখিয়া শুনিয়া উদিগ হইত ও পরস্পার বলাবলি করিত, বাবুর রকম সকম ভাল নয়। জয়হরি এইরপে कालगाभन करतन-निकटि ऐरमनाति तकरमत स्य पृष्टे नाति जन जानिछ, তাহাদিগের মধ্যে ফলহরি শর্মা তাঁহাকে নৈরাশ্য যুক্ত দেথিয়া এক দিন বলিল— বাব্! আপনাকে সর্বদা অক্সনঙ্গ দেখি—এটা ভাল নয়—মনটাকে খুশি না রাখ্লে শরীরটী খারাব হয়ে যাবে আর পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ করিতেই আসা—কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বদিয়া থাকার তাৎপর্য কি ? যদি কোন কারণ বশতঃ মন থারাব হইয়া থাকে আমি ভগ্রাইয়া দিতে পারি—আমার নিকট - ভাল ঔষধ আছে। এই কথা গুলি জয়হরির হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বলিলেন-ফলহরি ! ভাল বল্ছ-একটু সরে এস-আমার তুই এক কালেজি দোন্ত বলে, একটু নেদা কর্লে মনের দব্কা ভাব ছুটে যায়, তাহাতে একটুং নেদা

আরম্ভ করেছি, কিন্তু পরিবারের জন্মে ঐ কর্মটি যোল আনা রকমে হইভেছে না—ইহাঁদিগকে বাটা পাঠাইয়া দিতে চাই ইহাঁরা কোনজমেই যাইতে চান না। ফলহরি বলিলেন—থাকুন না কেন্—পাঁচ কি ? তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইতে পারি যে সেথানকার লোকদিগকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আহলাদিয়া লোকদের নিকট থাকিলেই আহলাদে হয়। কোথায়—কোথায়—কে —কে—বল দেখি, বলিয়া জয়হরি খেনে বিসায়া ব্যগ্রতা পূর্বক জিজ্ঞাদা করিছে লাগিলেন। ফলহরি বলিল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন ? যদি তিনটা বাজিয়া থাকে তবে এক খানা চাদের কাঁধে ফেলে উঠ। উন্মন্ততার লোভে উন্মন্ততার আবির্ভাব হইল—জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদের ভূলে একখানা পাইড়ওয়ালা ধূতি দোব্জা করিয়া হন২ করিয়া চলিলেন। ফলহরি ঈষদ্বাস্থা করত বলিলেন—ও কি ? ঠিকে ভূল না কি ! রাম ! একখানা চাদ্রই লও।

দিতীয় খণ্ড

আগড়ভম সেন লাউদেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটা একটা ঢাকাই জালা—নাকটী চেপ্টা—চোথজুটী মৃদঙ্গের তালা—হাঁ টী বোড়াদাপের মত—দন্ত গুলি মিদি ও পানের ছিবের তবকে চিক্২ করিতেছে—গোঁপ জোড়াটী থাঙ্গরার মুড়া, ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেস। করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাব্ধি তিন চারিটা বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোখান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পশ্চিদলের পশ্চিরাজ হইয়া সম্দায় রজনী সজনী ২ বলিয়া চীৎকার পুরঃস্র স্থী-স্থাদ বিরহ লাহড় থেউড় টগ্গা নক্টা জঙ্গলা গজন ও রেক্তা গাইয়া পল্লিকে কম্পিত করেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডক্ষেশ্বর—দে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটা বড় টে কাল, হানিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগনমণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়দে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণ। কি শ্রামবর্ণ। কিছুই জানিত না। বে দকল লোক ইন্দ্রিয় স্থথে মত্ত হয়, তাহারা প্রায় বিষয়কর্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিবয়ে ডক্ষেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া যেমন কাগান পড়িত অমনি গন্ধায় পড়িয়া ধাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুতে২ দমুথে তুই খান দফ্তর দাজাইয়া কিন্তির কর্ম করিতে বিসতেন—গুই তিন ঘণ্ট। যাবতীয় বন্ধ-লিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা ঘাগি ও কুঁজড়া বেখার সহিত বকাবকি করিতেন, পরে নানা প্রকার গল্তি কর্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায়

আসিতেন। আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জালাইয়া দিতেন। তিনি বাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড়ার ধরচ চলিত—আগড়ভ্য স্থুলম্ব প্রযুক্ত নিম্নে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হত্তের দফায় প্রায় অচল হইয়াছিলেন, স্তরাং ডঙ্কেশর তাঁহার চক্ষু স্বরূপ হইলেন। যদিও তাঁহার চর্ম চক্ষু সর্বদাই প্রায় মৃদিত থাকিত, তথাচ মনশ্চক্ষু ডক্ষেশ্বরের আগমনের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডক্ষেশ্বর কংনই ডক্ষ না ধরে তাহার এই বিশেষ ১১ ছা ছিল। পক্ষির দলের আর২ পক্ষিরাই সর্বদা ভানা ধরিত। তরস গাঁজা গুলি ছর্রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মৃণ্ড দিবারাত্রি খ্রিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপ্রেৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্ত বহ-মূল্যস্থা কোথা হইতে আসবে ? স্থতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নির্ভি করিতে হইত-প্রথম তিলকাঞ্নী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফুলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমে২ দান সাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষী সকল বোধ করিত, তাহারা যোগ বলে একেবারে আদন ছাড়া হইয়া শৃলমার্গে উড়িতেছে,—সপ্তলোক তাহাদিণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—দশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক২ জন পড়িতে২ উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমাকে ধর— আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা কর কি, একটু থাম এই ঝুলনটা বাদে যেও। পক্ষিদিগের গান সকল অতি বিচিত্র, সকলে মিলে সর্বদা এই গান গাইত—''বড় বিলের পাথী মোরা ছোটবিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কু২ রামশালিকে, কু, কু২ গলাক জিং"। পক্ষিরাজ আগড়তম মন্ত্রী ডক্ষেশ্বর ও অতাত বিজ লইয়া আংলাদে মগ্ন আছেন-গৃহ ধ্মময়, এক২ বার টানের চোটে বাড়ী আলোকময় হইতেছে, থক্২ কাশির শক উঠিতেছে, এমত সময়ে ফলহরি জয়হরিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডঙ্কেশ্বর অমনি তিড়িং করিয়া লাফিয়া উঠিয়া বলিল—আরে বেটা ফলা! ভোর চুলের টিকি দেখ্তে পাইনে কেন রে? তোবেটাকে আজ জ্বাই কর্বো। ফলহরি বলিল, ফলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায় না—ফলা একটা হলকে বানান করিয়া আনিয়াছে, এখন তোমরা একে চালাও, কিন্তু বাৰা একটু থেমে যুক্ত অক্ষর করিও যেন আর্কফলার ভরে ফেঁনে যায় না। শনিবারের মড়া দোসর চায়, ও আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে ? পক্ষিরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হতে নাড়া বাঁধিয়া ওন্তাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান টোন ধরণ ধারণ কাটা ছেঁড়া ঢালা সাজা এক মাত্রা তুই মাত্রা শিথাইয়া অবশেষে পূর্ণমাত্রা ধারণ করাইল। তথন মাথায় পাগ্ড়ি ঙ হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল, এত দিনের পরে আমি একজন হইলাম, কিন্তু দলস্থ কয়েক জন প্রাচীন

পক্ষি তাঁহাকে অর্ধরথি বলিয়া গণ্য করিত—সময়ে২ তাহারা বলিত, তুমি কিছু দিন কপ্চাও আজও ভোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেথাপড়া—কি খেলা-ধুলা—কি নেশা—কি অঘোরপান্থি—কি তৃষ্ণর্মে, সকলেতেই মান অপমান বোধ হয়। আমি দর্বোপরি হইব, এ ইচ্ছা প্রায় দকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার নিদ্রা ভ্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, এক২ টানে কলিকা পটাস্থ করিয়া ফাটিতে লাগিল, তথন পক্ষিরা বলিল, হাঁ বাবা এত দিনের পর তুমি এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে। পশ্দিদলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবারাত্রি আড়ায় পড়িয়া থাকিতেন—পরিবারের কিছুমাত্র তত্ত্বতাবাদ লইতেন না—আপন বিষয় আশয়ের দেখা শুনা ক্রমে২ ঘুচিয়া গিয়াছিল—কেবল অহরহ নেদা করিয়া ভেঁ। হইয়াই থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেথাপড়া শিথি-য়াছিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিলে যে পরিদ্ধার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভিষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয় এমত নহে, তজ্জ্ঞ্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাদের আবশুক। সংসারে নৈরাশ্য বিধাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ দৰ্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় স্বস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই বে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক। কেবল স্থ ও সম্পদে মনের সংযম কথনই হইতে পারে না বরং বিপরীত হইয়া উঠে। মধ্যে বিপদ হইলে মন অধর্মে বিরত হইয়া ধর্মে রত হয়। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি এতদবস্থায় এই সকল সংস্কার সত্ত্বেও সাংসারিক কর্তব্য কর্মে সাধ্যান্ত্রসারে যত্ন করেন—কর্মের শুভাশুভ ঈশ্বের হাত,এজন্ত নিরাশ বা নিরুখন হওয়া অহুচিত,এইমতে চলেন। জয়হরির তুর্বল মন স্থতরাং যে কোন কর্মে প্রযুত্ত হইতেন, তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া লা ডুবাইয়া বদিতেন। এইরূপ বারখার হওয়াতে তাঁহার উৎসাহ একেবারে গিয়াছিল, এমত ক্ষমতা ছিল না যে অস্তান্ত সহপায়বারা মনের চাঞ্লা দ্র করেন, এই কারণেই একেবারে নেদার দাদ হইয়া পড়িলেন। বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় ত্রপগু। তাহারা সর্বদা কৌতুক ও আমোদ লইয়াই থাকে, আন্ত মাত্র্যকে পাগল করিয়া ছেড়ে দেয়। আগড়ভমের আকার প্রকার ও স্বভাব দেথিয়া তাহার। তাহাকে ঘেঁটু বানাইবার চেটা করিতে লাগিল। একদিন একজন ঘটককে সাজাইয়া তাঁহার নিকটপাঠাইয়া দিল। ঘটক আদিয়া বলিল, দেনজ মহাশয়! বারাকপুরের বলরামবাব্র একটা অবিবাহিতা কলা আছে—বাবুর বিষয় আশয় বিলক্ষণ, আপনি স্থপাত্র, এজন্ত আপনাকে কন্তা দান করিয়া তিনি আপন পত্নীকে লইয়া কাশী গমন করিবেন। তাঁহার বিষয়

আশয় স্কলই আপনাকে দেখিতে হইবেক। আগড়ভম বাল্যকালাবিধ নেদা-খোর ও কুকর্মে রত, এমন হতভাগাকে কে মেয়ে দিবে ? কিছু তিনি ঐ সংবাদ ভনিবামাত্র একেবারে লাফিয়া উঠিলেন, ঘটককে যংপরোনাত্তি স্মানর করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমার অমত নাই, মেয়েটি দেখুতে কেমন ? ঘটক বলিল, কন্তার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না-সেটী স্বর্গের অপ্সরী কি বিভাধরী আমি কিছু বলিতে পারি না। পক্ষিরাজ আফ্লাদে আপন ওষ্ঠ বিন্তীর্ণ করিয়া অন্তাক্ত বিজোপরি দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—তবে ঘটক মহাশয় আমার এক কলম লেখা লইয়া যাউন ও পত্রের দিন স্থির করুন। ঘটক বলিল, মহাশয় গুণের দাগর, আপনার বিতা পরীক্ষা করে এমত কাহার সাধ্য ? আমি একেবারেই লগপত্র করিব। ডক্কেশ্বর হাহা করিয়া হাদিয়াবলিল, ঘটক মহাশয়। এমনি আর একটা मश्क जामात ज्ञ कतिरावन । जग्रहति विनन, अमन तकम अकी मां भारेतन আমিও আর একটা বিয়ে করিতে পারি। আন্তান্ত পক্ষিরা ঘটককে গুড়ের গাছ পাইয়া বলিল, কুলাচার্য মহাশয় ৷ আমাদিণেরও এই প্রকারে একটাং ঘোড়া গাঁথা করিয়া দিবেন। ঘটক বলিলেন, আপনারা সকলেই স্থপাত্র ও দেবরাজ-তুলা, বিয়ের ভাবনা ? কিন্তু একট স্থির হইতে হইবে সংপ্রতি একটা মেয়ে উপস্থিত—দেটী কুন্তী অথবা দ্রৌপদী হইলেও সকলের মানস সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আগড়ভম বলিলেন, ও কি কথা ?—ও মেয়েট আমি একলা বিয়ে कत्व, देशिं हिरात ज्ल जाशिन ज्लां मश्रक तिथुन । शत परेक छेठिया वितलन, এক্ষণে গমন করি—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব কিন্তু ভবিতব্যই মূল, প্রজাপতি যাহা নিবন্ধন করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

এদিকে পিক্ষিরাজ ডাকষোগে এক পত্র পাইয়া আফলাদে মগ্ন হইলেন। ঐ পত্র
প্রীনতী ভ্রনমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত। যে প্রকার ক্ষরিনী প্রীক্ষণকে আপন গলিত
অস্তরনে প্রেমার্ডিচিত্রে লিথিয়াছিলেন সেই প্রকারে ঐ লিপি বিরচিত। ভ্রনমন্ত্রী
লিথিতেছেন—হে আগড়ভম! তোমার রূপ যৌবন গুণ ঐশ্বর্য জগতে বিদিত—
কোন্ অন্ধনা তাহা প্রবণ করিয়া মোহিত না হয় ? আমার বাল্যাবন্ধায় পতি
বিয়োগ হইয়াছে, যদিও শাস্তান্থলারে ব্রহ্মচর্য অন্থলান মৃথ্য কয়, কিন্তু মতান্তরে
বিধবা বিবাহের নিষেধ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল ও পরাশরের বচন অন্থলারে
পুনরায় পতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুকালাবিধ স্থপাত্র অবেষণ করিতেছি—
অন্ধ বন্ধ কলিন্ধ মগধ দ্রাবিড় পর্যন্ত তত্ত্ব করিতে ক্রটি করি নাই, কিন্তু আপনার
ভূল্য স্থপাত্র চক্ষেও দেখি নাই, কাণেও শুনি নাই—পুতকেও পড়ি নাই, ধ্যানেও
পাই নাই—তোমা ভ্রিন্ন আর কাহাকে মাল্য প্রদান করিতে পারি ? আমার

অসংখ্য ধন আছে—আমি অমুকের ক্লা, কেবল মাতা বর্তমান, আমার বিষয় আশয় রক্ষা করিবার কর্তা নাই, এক দিবদ নন্দনবাগানের টোলের নিকট আদিলে সাক্ষাতে সকল কথা বলিব নতুবা প্রত্যুত্তর পাইলে আমার সহচরী রত্বমালাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। পক্ষিরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভ ভরে ও উহাহ বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বদিলেন, এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত ৰূপ—এত গুণ—তবে তো আমি আত্মবিশ্বত—তবে তো আমি অঞ্চনাপুত্ৰ, কি আ*চর্য! বিধবা বিবাহে কি দোষ ?—এখন কি করি ?—কোন্ মেয়েটিকে বিয়া করি ? একটা কি ভঙ্কাকে দিব ? না—ও কি আমার কুলের পুরুত ? আমি হুটো মেয়েকেই বিয়ে করে দব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চলে যাব। ষাহাহউক, শেষ দশাটায় কপালে খুব স্থুথ ছিল—এক পক্ষ বারাকপুরে থাকিব —এক পক্ষ নন্দন বাগানে থাকিব—ঐ তুই স্থান আমার বৈকুণ্ঠধাম হইবে। যদিও তুই পক্ষে তুই স্থানে বাদ করিব, কিন্তু কোন পক্ষেই আমার অমাবস্থা হইবে না—আমার তুই পক্ষেই শুক্লপক্ষ—বারমাদ বদন্ত—দদাই স্থের ভ্রমর গুন্থ রব করিবে—কোকিল কুহু২ করিবে—মলম্ব পবন স্থমধুর বহিবে—ফুলেল আতর ও গোলাপের ছড়াছড়ি হইবে—দিন রাত্রিতে হাজার২ টান মারিবা ছেলেরা বাবা২ করিয়া বুকের উপর ঝাঁপিয়া উঠ্বে—এখন বিয়ে ছ্ট। হলে হয়। এই সময়ে "ওমা সিংহ দিয়া অস্তর কামড়ানী—ডক্কফোন ধরণী'' এই গান পক্ষিরা চীংকার করিয়া ধরিল, এদিকে ডক্ষেশ্বর দৌড়ে পক্ষিরাজের নিকট আসিয়া হি২ করিয়া হাদিয়া বলিল—কি বাবা, আজ যে তোমাকে প্রমহংস দেখ্ছি ? পক্ষিরাজের চটক ভাঙ্গিয়া, চল২ বলিতে২ চিঠি খানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিলেন। ও কি আমাকে দেখাও বলিয়া ডক্ষ ঝুঁকে পড়িল, পক্ষিরাজ বালিশের উপর একেবারে শুয়ে পড়িলেন—সাক্ষাৎ স্থমেক পর্বত—কাহার সাধ্য তাহাকে নাড়ে। পরদিবদ ঘটক উপস্থিত হইলে পক্ষিরাজ প্রাণপণে আপন শরীরকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উভত হইলেন, কিন্তু স্বীয় ভর সামাল্তে না পারাতে একেবারে ছমড়িয়া পড়িয়া গেলেন। হাঁ২ বর পড়িল—বর পড়িল২ এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। পশ্দিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইয়া বদিলেন এবং আপন দৌন্দর্য প্রকাশার্থ কোঁচার কাপড় দিয়া গোঁপ, ভুরু, নাক ও মুথ পুঁছিতে লাগিলেন। ঘটক বলিল আগামি মাদের পোনেরই উত্তম দিন অতএব ঐ দিবদে একেবারে লগ্নপত্র হইবে—আমার আজ অনেক বরাৎ আছে এক্ষ্যে উঠিলাম, আর্থ পক্ষিরা বলিল, মহাশ্য় ! এঁর তো হল, আমাদের বিষয়

ভুল্বেন না। ঘটক বলিল, আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, এমন চাদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিব ?

ঘটক গমন করিলে পশ্চিরাজ নির্জন স্থানে বিসিয়া ভাবিতেছেন—বারাকপুরণী তো আমার হলেন, এখন নন্দনবাগানীকে কেমন করে পাই। যে পর্যন্ত চক্ষ্ণ কর্ণের বিবাদ না ঘূচিয়া ষায় দে পর্যন্ত সাতিশন্ন অস্থির হইতেছি। হায়! আমার চিত্ররেখা নাই, কে তাঁহাদিগের প্রতিমৃতি লিখিয়া দেখায়? বারাকপুরে এক্ষণে ঘাইতে পারি না, নন্দনবাগানে আজ সন্ধ্যার অত্যে যাইব।

প্রবৃত্তিই মূল আর আশা বলবৎ হইলে কি না হইতে পারে ? পক্ষিরাছের মন ব্যাকুল—কেবল সূর্য অবলোকন করিতেছেন,বেলা কতক্ষণে অবদান হয়, একং বার ইচ্ছা হয় রাবণের ভায় দিবাকরকে অস্ত যাইতে আজা দেন। অভান্ত পক্ষিরা ধুম বৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু তিনি অতি নরম ভাবে একং টান মারিতেছেন ও পাছে চক্ষের ভাবে মনের ভাব প্রকাশ হয় এজন্ত নয়ন মৃদিত করিয়া আছেন, অত্যাত্ত দিনের তায় প্রাণ ঠাণ্ডা প্রকরণের কিছুই আদর করিতেছেন না। ক্ষণেক কাল পর বিজ সকল নানা প্রকার মাদকতায় মন্ত হইয়া ডানা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পক্ষিরাজ আন্তে২ উঠিয়া চাদর খানা মন্তকে উফিব করিয়া বাঁধিয়া একটু আতর লেপন করিয়া হাঁপাতেং নন্দনবাগানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ হইতেছিল, পক্ষিরাজের মনে উদয় হইল, যেন ভুবনময়ী ঐ-জানালায় বিশিয়া বদনের বসন খুলিয়া স্থধাংশু তুল্য হাস্ত করিতেছেন। টোলের প্রান্তভাগে একজন শাঁখা হাতে ছিপি করাকাপড় করা প্রাচীনা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়ছিল,মে ঈষং হাস্ত করিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়। এত বিলম্বকেন? আমার নাম রত্ন্মালা। পক্ষিরাজ থর২ করিয়া কাঁপিতে২ বলিলেন, আমার ভ্বনময়ী তো ভাল আছেন ? রত্নমালা বলিল, ভাল আর কই ? তোমাকে দেখলেই ভাল হবেন। অমনি পক্ষিরাদ্ধ সজন নয়নে বললেন, ভুবনময়ীকে গিয়া বল তাঁহার চিহ্নিত দাস আসিয়া চাতকের ন্থায় চাহিয়া আছে, সন্দর্শন বারি প্রদান পূর্বক কিল্পরের তাপিত মনকে শীতল করুন—ওগো রতুমালা। যদি এ সহন্ধ নির্বন্ধ হয় তবে তোমাকে রতুমালা দিব। সহচরি বলিল, আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বস্থন, আমি সেই স্থির বিহালতাকে আনিয়াদেথাই। এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিকে পক্ষি-রাজ শ্য্যাকণ্টকির ন্থায় অস্থিরচিত্তে বদিয়া রহিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা, হুই ঘটা, তিন ঘটা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁশ গাত্রে বদিতেছে—তিনি হুইহাত দিয়া গা ওপিট চাপড়াইতেছেন। কাহার উচ্চ বার্তা নাই—কেবল শৃগাল ও কুকুর গুলা একং বার ডাকিতেছে ও

নিকটস্থ কলুর ঘানি ক্যাঁ২ করিয়া শব্দায়মান হইতেছে। পক্ষিরাজের মন সাতিশন্ত বিচলিত হওয়াতে গাদা রাগে "কেন আমারে বারে২ বল তুমি তাঁর" এই টগ্লা বিষাদে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, ইত্যবদরে জানালার উপর দিয়া টিকা-গোলা আলকাতরা কালি চৃণ তাঁহার মন্তকে ছর্থ করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া একি একি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা মাথা আলকাতরায় চটং করিতে লাগিল। মন্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না, পক্ষিরাজের বিবেচনা হইল, উপস্থিত কর্ম শব-সাধনের তায়, প্রথমে ভয় প্রদর্শন চরমে ইষ্ট লাভ হয়। এরপ কর্মে যে২ মহাত্মা প্রবৃত্ত হইরাছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার অগ্রে স্থ হইরাছে ? ফরহদ শিরির জন্ম কি না করিয়াছিল ? লৈলার জন্ম মজ্মুর জ্ঞান ছিল না—তাহার মাথায় কাকে বাদা করিয়া ডিম পাড়িয়া ছানা করিয়াছিল—তথাপি ভাহার চেতনা হয় নাই। স্বয়ং মহাদেব কৈলাদ ত্যাগ করিয়া কুচনিপাড়ায় বাদ করিয়াছিলেন। এইরপে মনকে সান্থনা দিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ধামা দিম্ল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত হইয়া গেল, তথন আগড়ভম ভোম হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি এক২ বার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল দূর থেকে খিল২ হাসির শব্দ হইতেছিল। পক্ষিরাজ আন্তে২ উঠিয়া রত্ত্মাল।—রত্ত্মালা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। নিকটে বাঞ্চার মা নামে এক মাগী কেসোক্ষ্যী থাকিত, তাহার একটু তন্ত্রা হইতেছিল, পক্ষিরাজের হেঁড়ে গলার শব্দে নিদ্রা ভদ্ব হওয়াতে দে বিরক্ত হইয়া বলিল—আ মর ! তুই বেটা কে রে ! এখানে রত্নমালা কোথায় ? আমার কানাচে কেন গোল কচ্ছিদ ? মর্তে কি আর জায়গা পাদ্নে ?

পক্ষিরাজ নিস্তন্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, এদিগে ডক্ষেশ্বর হাহা করিয়া হাসিতেই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৌতুক ভাবে বলিল—এ কি বরের শ্যা না কি—বিয়ে হল কি ? বাবা! ভাল ডুবে জল থাচ্ছ—তোমার পেটে এত বিতা? বালিশের নীচে চিঠি পড়ে হদ্দ হয়েছি। পক্ষিরাজ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া ডক্ষেশ্বরের হাত ধরিয়া অধোবদনে নিজালয়ে চলিলেন। রাস্তার দোধারি লোক বলিতে লাগিল, অরে ভাই দেখদে আয়! একটা ধূমলোচন ও চিমাই মোড়ল চলে যাচ্ছে। ডক্ষেশ্বর পক্ষিরাজের চুর্গতিতে মনেই তুই হইয়া মৌথিক ভাবে বলিলেন—সেনজ! বড় উধিয় হইও না—বিলম্বে কার্য্য, সিদ্ধি—ভ্বনম্মী

তোমার মন বুঝে দেধ্ছেন—যে প্রকার তাঁহার লিপি তাহাতে এক বার আঁপির মিলন হইলেই চুই মন লৌহা ও চম্বক প্রস্তারের ন্যায় একেবারে লেগে ধাবে— এই বলিয়া "কলা বউকে জালা দিও না, গণেশের মা" এই গান গাইতে২ চলি-তেছেন। প্রদিন বৈকালে ঘটক আদিয়া উপস্থিত, অমনি পক্ষিরাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া তাঁহার পায়ের ধুলি মন্তকে ধারণ করত কহিলেন, মহাশয় ! कना कि भव रत ? घरेक अकरे वमन विकरे कतिया विललन, वार् अकरे। গোলঘোগ হইয়াছে—পরম্পরায় শুনা ষাইতেছে, আপনি ধন লোভে আসক হইয়া একজন বিধবাকে বিবাহ করিতে উন্নত হইয়াছেন, ভাহা হইলে আমি এ কর্মে হাত দিব না—এ পর্যন্ত একথা বলরাম্বাবুর কর্ণগোচর হয় নাই। পক্ষি-বাজ জড়সড় হইয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—মহাশয়, একথা কি বিখাস যোগ্য ? ভদ্র ঘরে এ সব কর্ম কথনই হইতে পারে না, আমার কুলনীল তো আপনি সকলই অবগত আছেন—আমি লাউসেনের পৌত্র—আর অধিক কি বলিব ? ঘটক বলিলেন, তবে ভাল! কিন্তু জানি কি? তুমি স্পুরুষ—জোর কপালে, ধনের গাঁদি লাগা দেখে পাছে তোমার ধাঁদা লেগে যায়—সে যাহা হউক, বারু ভোমার গায়ে কি ? কই কি—কই কি—বলিয়া পক্ষিরাজ তুলাগুলা রগ্ডিয়া ফেলিতেছেন ও ভাবিতেছেন, কি বলি। সকলে উপস্থিতবক্তা হয় না ও মিথ্যা সাজানা বড় হতুরি, এদিগে ডফেশ্বর হা২ করিয়া হাস্ত করিতেছে—পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরে হাসিতে ত্যক্ত হইয়া বদন ও নয়ন ভঙ্গিতে নিবারণ করত বলিলেন—ঘটক মহাশয়, কাল রাত্রে একটা বাতঞ্জেমা বেদনা হইয়াছিল, এরও তৈল ও তুলা দেওয়াতে অনেক বিশেষ হইয়াছে। ঘটক বলিলেন, বাব্! বায়ু প্রবল হইলে ভাহার ঔষ্ধই এই—এক্ষণে বারাকপুরে চলিলাম, কল্য লগ্ন-পত্র হইবে। ঘটককে উঠিতে দেখিয়া অন্তান্ত পক্ষিরা বলিল, মহাশয়। আমা-দিণের বিষয় ভুলিবেন না—আমরা আপনার গলার দড়ি! ঘটক প্রত্যুত্তর করিলেন, এত দড়ি হইলে আমাকে স্বরায় কলসি তত্ত্ব করিতে হইবে ; আপনারা একটু স্থির হউন—বিবাহের শিলাবৃষ্টি করিব—তোমাদিগের দেখিলে বোধ হয় আকাশে আর নক্ষত্র নাই, এমন সব সোণার চাঁদকে কত লোকে পায় ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে।

পক্ষিরাজ ভাবি স্থথে মন মগ্ন করিয়া একলা বসিয়া আছেন, এমত সময়ে এক থান পত্র আসিয়া উপস্থিত—লিপির শিরনামা দেথিবামাত্র তিনি কম্পিত হত্তে গ্রহণ পূর্বক চারিদিকে দৃষ্টপাত করত মন্তক নত করিয়া বক্ষের নিকট খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এ পত্র ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। তিনি লিথিতে-পৃ. র. ১১

ছেন—"তব দর্শনার্থ সমস্ত রাত্রি জানালার নিকট বসিয়া অতি অহুথে কালক্ষেপ করিয়া দ্রিয়মাণ হইয়া আছি। রত্মালাকে টোলের নিকট পাঠাইয়াছিলাম কিছু কিছুই সমাচার পাই না, অছ্য অবশ্বং আদিবে—অনেক কথা আছে"। তুই তিন বার পত্র পড়িয়া পক্ষিরাজের মনে হইল। পক্ষিরাজ হইয়া তথনি গমন করেন, কিছু দে সময় ঐ বিষয়টি গোপন রাখিবার জহ্ব খীয় মন ও পদ্বয়কে ক্ষণেক কাল বন্ধন করিয়া রাখিতে হইল। যদিও তুই পা শরীরের ভরে চলং শক্তি রহিত হইল, তথাচ মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না—তপ্ত ভাতের হাঁড়ির ক্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল ও সর্বদাই এই বোধ হইতে লাগিল, যেন নন্দনবাগান ঐ—গগনমগুলে নবাভ্র বৈষ্টিত শশধর ঐ প্রকাশ হইতেছে— ঐ রত্মালা দাঁড়াইয়া স্থমধুর বাণী বলিতেছে— ঐ ভ্রনময়ী অলক্ষত হইয়া হাস্থান্থিত বদন বিকশিত করিতেছেন। একং বার মনে হইভেছে— এ বন্ধন হইলে বারাকপ্রের নিবন্ধন পাছে ফেঁসে যায় কিন্তু লোভের প্রাবল্য হেতু বুদ্ধি অস্থির হইতেছে, কোন্ দিক অবলম্বন করা কর্তব্য কিছুই স্থির হইতেছে, অমনি উপায়ও উপস্থিত হইভেছে যে, অস্বীকার করিলেই সব দোষ চেকে যাইবে।

সন্ধ্যা না হইতে২ পক্ষীরাজ নন্দনবাগানে যাইয়া উপস্থিত। রত্মালাকে দেখিয়া সজল নয়নে স্বীয় তুর্গতি ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, তুমি কেন ফিরে আইলে না ? সহচরী আ মরি আহা২ করিয়া বলিল—আমার মুথে ছাই, দে কথা আর কি বলিব। পথে যাইতে২ আমার পেটের পীড়। হইয়াছিল, সেজ্য ফিরে আসিতে পারি নাই—দে যাহা হউক, আজি পাড়ি জমিয়ে দিব—আমি আ ও২ যাই, তুমি প*চাৎ২ আইস। এই বলিয়া রত্মালা ধূমাবভীর ভায় চলিল। যদিও কাকধ্বজরথ ও কুলা সঙ্গে ছিল না, তথাচ তাহার হাঁ দেখিলে বোধ হইত বিষ থাইতে উল্লত হইয়াছে। পক্ষিরাজ হইচিত্তে থপ্থ করিয়া ধাব্যান হইয়া-ছেন। ক্ষণেক কালের পর একটা ভগ্ন বাড়ীতে পৌছিলেন, সেথানে জনমানবের শব্দ নাই, কেবল কতকগুলাগোলা ও গেরওবাজ গায়রা বক বকম২ শব্দে নিত্ত-ক্বতা ভঙ্গ করিতেছে ও রাশিং আরস্থলা দিজত্ব অহঙ্কারে উভিয়া বেড়াইতেছে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া সহচরী কানে২ বলিল—তুমি এইখানে একটু বইস, আমি সমাচার দি। পক্ষিরাজ ক্রযোড় করিয়া বলিলেন-অগো! একটু শীঘ্র আইস—আমাকে থেন ধড়ফড়াতে হয় না। সহচরী বলিল, আমি এলুম বলে তুমি একটু স্থির হও। পক্ষিরাজ আধাটায় বেলার ন্থায় আশা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিস্থের ডাঁশা অবলম্বনে কেশ ভ্রু মোচ স্থচারু বশতঃ স্থীয় শরীরের লাবণ্য

একং বার কটাক্ষ করিতেছেন ও নিজ আকর্ষণীয় রূপ জন্ম হান্ত বদনে ক্রীড়া করিতেছেন, আর একং বার চকল হইয়া কলেবর ঈ্ষত্তোলন পূবক উকি মারিয়া দেখিতে২ ভাবিতেছেন, একবার দেখা হইলেই বলিব "দেহি পদপল্লব মুদারং"। কই রত্তমালা—কোথায় গেল, এথনও যে দেখা নাই। এই বলিতেই রত্বনাল। একথান। নাটকানের বং করা কাপড় হত্তে করিয়। অভিশন্ন জভভাবে উগ্রহণ্ডীর স্বরূপ আদিয়া বলিল—মুগো দেনছা বড় বিপদ—ভূবনময়ীর মানা কেমন করে এ কথা শুনিয়া একটা মন্ত ঠেলা হাতে করিয়া আদিয়া বড় ধুম করিতেছে, তোমাকে দেখ্তে পেলে একেবারে হাড় চর্ণ করিয়া দেবে। এখন যদি বাঁচ্তে চাও তো এই কাণ্ড় খানা পরিয়া মেয়েমান্থ্যের বেশে খিড়কি ছার দিয়া পলাও। ইহা ভনিয়া পক্ষিরাজের হরিযে বিযাদ হইয়া যেন দুর্যোধনের ন্তায় মূতবৎ হইলেন। পরে আন্তে২ উঠিয়া সহচরির আনীত শাভি পরিয়া কাপিতে দাঁড়াইলেন। রত্নমালা আপন হাত হইতে তুই গাছা পিতলের মন্দানা তাঁহার হাতে পরাইয়া অঞ্জ ও মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া দক্ষে করিয়া লইয়া চলিল। থিড়কি ছারের আয়তন অল্ল, এ কারণে নির্গত হইতে প্রাণ ভঠাগত হইল—বিস্তর কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আঁন্তাকুড় ও কাঁটাবন দিয়া যাইতে২ পক্ষিরাজের মনে হইল, মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটাবন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ। কিঞ্চিং কাল প্রে, সরে রাস্তার উপর আদিলে রত্তমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ রূপদী কে গো সহচরী ইয়কাশ্র করিয়া বলিল, ইনি আমার ব্যান। বেশং ! — জুতা পরা কেন ? এরা বাঢ়দেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে। এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে ঘটক সন্মূথে আসিয়া পক্ষিরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমনি পক্ষিরাজ জুতাজোড়া রাস্তায় ত্যাগ করিয়া ঘোন্টা একটু টানিয়া দিয়া ল্যাগব্যাগ২ করিতে২ নিকটস্থ একটা মুদির দোকানে প্রবেশ করিলেন। মুদি কাজ্লা চাউলের ভাত ও পায়রাচান। মাছের চড়্চড়ি দিয়া আহার করিতেছিল, হঠাং অভুত আকার দেথিয়া চীংকার করিয়া উঠিল—কেগো তুমি—কেগো তুমি ? পক্ষিরাজ হাত ও চক্ষের ভি দ্বারা তাহাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু বন্ধ অতি ফিন্ফিনে ও নিকটে প্রদীপ জ্লিতেছিল, এজন্ত গোঁপ একেবারে দেদীপ্যমান হইল। যদিও তিনি গোঁপের উপর হাত রাথিয়া ভূরি২ ও ভূয়ং সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু মৃদি বলিল— তোমাকে দেখে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি দোকান থেকে বাহির না হইলে আমি এখনি চৌকিদারকে ডাকিব। এদিগে বাগবাজারের নব্য দল মশান জালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোল বাজাইতে২ "বৌ আন্তে গেছে তারা ঘরে নাই গো" এই গান গাইতে২ দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত—পিক্ষরাজ দেখিলেন বিপদ সম্হ—ঘটক মহাশয় চাপাহাদি বদনে গলা থাঁকরি দিয়া অগ্রবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনজ মহাশয়, ব্যাপারটা কি ? ওদিগ থেকে ডক্টেশ্বর সকল পিক্ষিকে লইয়া হাহা২ হাস্ত করিতে২ বলিল, একি মহাদেবের মোহিনী বেশ নাকি? বাবা ডুবে জল খুব থেলে, এখন যাদের মড়া তাদের কাছে এস, এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎথেকে তৃত্র গর্রা—হাত্তালির চোট—ঢোলের চাটি ও গানের গলাবাজিতে চতুর্দিক কম্পানা হইতে লাগিল, ঘটক দৌড়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে লয়পত্র কি কাল হবে? ডক্টেশ্বর বলিলেন, একেবারে কলসী কাচা ধঞ্চে ও স্ফু দরি কাঠের সহিত হবে। পক্ষিরাজ বাটার নেক্টা নেক্টি হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে গারিয়া ছম্কে ফিরিয়া বলিলেন—বিট্লে বাম্ন, তোর এই কর্ম—র রে বেটা তোর মাথা ভাঙ্কব—তুই জানিস নে আমি লাউদেনের পৌত্র। ঘটক বলিলেন—আরে বেটা তুই যা—আমিও কুমড়ো শর্মার দৌছিত্র।

প্রায় সকলে মনেং বোধ করে, আমি বড় বুদ্ধিমান। নির্বৃদ্ধিতা প্রচার হইলে অহস্কারের থবঁতা হয়, তাহার মহা অস্থুখ হইয়া থাকে। পশ্চিরাজ কিছু দিন স্নানভাবে থাকিলেন, পরে তাঁহার ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনাটন হওয়াতে গাঁতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ দশ দিন করিতেং এক দিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল। যৎকালীন আদালত হইতে তাঁহারা জেলে যান তৎকালীন যে প্রাচীন ব্যক্তির সহিত জয়হরির হেদোতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—জয়হরিকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া হঃখ প্রকাশ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু এ কি! তথন জয়হরির একটু চেতনা হইয়াছে, আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে প্রাচীন বলিলেন, বাবা! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা কর্ম দোষেই মজে যায়, এটি সদা সর্বদা শ্বন না থাকিলে ভারি বিপদ ঘটে—এক্ষণে জগদীখরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি খালাস হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে কুসঙ্গ ও নেসাতেই সর্বনাশ।

৪ জাতি মারিবার মন্ত্রণা।

কলিকাতায় শনিবারকে কোন বাবু মধুর শনিবার ও কোন বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন, কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্করবাবু কুঠির কর্ম আন্তে ব্যুক্তে শেষ করিয়া আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠকথানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতেই বাবুর পারিষদ্যপ প্রেমটাদ দত্ত, দিগঘর বাচস্পতি ও হলধর গোখামী উপস্থিত হইলেন।
ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল ভড়রই টানিতেছিলেন,
পারিষদিগকে দেখিয়া আহলাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্প
কেন কেন ? অতা শনিবার—তোমরা কি ঘ্মিয়াছিলে ?—অরে—বলা—বলা—

বলরাম চাকর। এক্তে-এতে।

বলা !

ভবশঙ্কর। আরে বেটা ! পাঁচ ডাকের পর আক্রে—নীচে গিয়া দেখ দেগি হান্পে আদিয়াছে কি না ? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাপ্তি ও বরফ শীঘ্র আন । বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এল্বে—সে সব করেছে—এজ তাকে গোঁচাই গোবিনের মত দেখাচেচ।

ভবশক্ষর। তবে তাকে আন্তে২ আদিতে বল্, আর তুই বোতল টোতল গুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আদিবে তাকে বল্বি আমার বড় মাতা ধরেছে—বুঝ্লি?

বলরাম। এক্তে।

হানিপ টিপিথ বৈঠকথানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসের কাবাব ব্যঞ্জন ও পোলাও ও ফুটি উপস্থিত করিয়া দিল, এবং চতুদিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান হইল।

ভবশঙ্কর। বাচম্পতি দাদা! আহ্বন ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।
বাচম্পতি। ওহে ভাই! একবার কোশা কুশীটা নেড়ে এলে ভাল হয় না? আমি
এ দকল কিছুই মানি না, কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—দেখানে তেমন।
গোস্বামী। আমিও কোশা কুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থান বিশেষে ব্বে
চলি। থড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে ভিলক করি ও কুষ্ণং বলি, আবার তেমনং
জায়গায় গিয়া রক্তচন্দনের ফোঁটা করি ও তুর্গাং জপি, কোনং স্থানে নাস্তিকভা
প্রকাশ করি। আমি দকলকে তুষ্ট রাধি—আমার কুহক কেহই ব্বিতে পারে

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে ? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই, তবে সায়ং সন্ধ্যা করিবার আবশুক কি ?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু২ পাকা মাল খাও। পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রাপ্তি পার্ন করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল—যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সামিগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পূজরি বামৃন এদেনি—মা ঠাকরুণ বল্লে সে বাচ্রপতি গিয়া ঠাকুরের আঞ্তি করুক।

বাচস্পতি। সর্বনাশ ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বল্গে যা—আমি সায়ং সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাই ওয়ালার দোকানে এক জন ব্রাহ্মণ আছে তাকে লয়ে কর্ম শেষ করিয়া দিগে।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম! কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি!

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন, হরিনাথ দত ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্র রূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিষ্টিয়েন কি না না তা ঠিক বলতে পারি না কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের হ্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্ত হুই জন পারিষদ। তার সন্দেহ কি ? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অথাত থাবি ঘরে বসে থা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার কর্—ইংরাজ-দিগের সঙ্গে প্রকাশ্তরণে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে বেটা যেমন ধাষ্টেমো করে তেমনি তাহার সম্চিত দণ্ড করা কর্তব্য; তাহার নিমন্ত্রণে যে২ ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগকে দল হুইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও অন্যান্ত ব্যবহারে অতি ভত্ত।

বাচম্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভত্রতা কি প্রকারে হইবে ?

ভবশক্ষর। তবে আমি কালই দলের প্রধান২ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অরায় বৈঠক করিব।

বাচম্পতি। অবশ্য—অবশ্য—, তৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদাই করিতে হই-বেক। আপনকার পিতৃ পিতামহ পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় ঘাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অক্যান্ত সং কর্মবারা আপনার বংশ ধন্ত হইরাছে। হিন্দুয়ানি যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এমত করিবেন না। উদ্যোগী হউন ও পাপের দণ্ড কর্মন।

ভবশঙ্কর। আমি অবশু ষত্নান হইব—এক্ষণে আর এক টুং ক্রটের মাংস আহাব কর—তোমাদের যে কিছু থাওয়াই হইল না ?

বাচম্পতি। কুকুটের মাংস অতি উপাদের, মহু বিধি দেন যে বনকুকুট আমা-দিগের থাতা। পূর্বে ঋষিরা গোমেদ করিতেন—বরাহের মাংদাদিতে খাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যতপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্ব হইত, বেভ দ্বিপদ পক্ষী একণে কেন অথাত হইবে?

ভবশস্কর। বাচত্পতি দাদা! একটু পায়ের ধ্লা দেও—তৃমি শালের কল্পতক, তোমার বালাই লইয়া মরি।

গোস্বামী। আমি আর একটু মত পান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মত পান করিতেন।
মাংসটা আহার করিতে বড় কৃচি হইতেছে না। হান্পে বেটা জুতা পায়ে দিয়া
আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের হোটেলে মাংস থাইয়াছিলাম, সে বড়
উপাদেয়।

প্রেমটান। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার কর না কি ?

গোস্বামী। হাঁ বাবা, আমি কি কাঁচা ছেলে। মুথে চক্ষে কাপড় মুড়ি দিয়া এমন২ কর্ম শেষ করিয়া আদিয়াছি ষে কাক পক্ষী টের পায় নাই।

প্রেমটাদ। তবে ভাল—দেথ যেন ধরা পড়ে মজো না—ভবশঙ্করনার্ বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের দাধে জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ বেটার বাটাতে যে২ গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি মারিব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে আর একটু মদ দেও, থাই। আজ রাত্রে আমার বাটা যাওয়া হইবেক না। মুথে কাপড় মুজিয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আদিয়াছি আমিই জানি। এথানে মুজি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব, তাহার পর দেথিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচম্পতি মহাশয়! কালেতে সব ধর্ম নই হইল। হায়, হায়, হায় !—আফ্শোষ রাথিবার স্থান নাই।

বাচপ্রতি। কেন হে বাপু ব্যাপারটা কি ? বাটী যাইবে না কেন ? স্থীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি ?

প্রেমটাদ। না মহাশয় বাজারের মহাজনের নিকট হইতে জিনিস লইয়া ব্যবসা করিয়াছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু দিব না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষাভূত্রমে পায়ের উপর পা দিয়া দোল হুর্গোংসব করিয়া স্থ্যে কাল কাটাইব। সকল বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, এ জল্ল আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পজিলে জেলে যেতে হইবে। বাচস্পতি। তা বটে তো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বছন্দে থাক—হানি কি? আর কিছু কাল লুকিয়া থাকিলে গেরেপ্তারি কেটে যাবে। তারপর খুব বড়মামুষি করিয়া দব বেটাকে কাণা করিয়া দেও। হাতে টাকা থাকিলে দকলকে পাবে। —"অর্থস্য পুরুষো দাদঃ"—পুরুষ অর্থের দাস।

গোস্বামী। অরে বলা! অরে একটা বোতল থোল—আমার গলা শুকিয়ে উঠিতেছে।

কথাবার্তা কহিতে২ চারি জনায় ক্রমে২ এত মহা পান করিলেন যে সকলেই বেছঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি কলিকা হইতে হুই তিন থানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্মচ্ করিয়া থাইতে২ বলিলেন, হায়! কলিতে হিন্মানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টভাও গেল।

প্রেমটাদ। দেখো, বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তা না হইলে আমার আসা ভার।

বাচম্পতি। তুমি না থাকিলে বক্তৃতা কে করে ? তোমার তুল্য কৌশল বক্তা কে আছে। বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না—(দীর্ঘ নিখাস ত্যাগানস্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

প্রেমটাদ। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশক্ষর। গোঁদাই মামা—ভাই একটা ঘাত্রার গান গাও না। (এই বলিয়া প্রেমটাদের পিট ঢিপথ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)।

বাচস্পতি। শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অগুদ্ধ গুনিলেই গুদ্ধ করিতে হয়। গোঁদাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে ? বলিতে হয়—গোঁদাই বাবা—ভাই একটা গান গাও না।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিট কুটম্বিতার কথা বলিয়া নম্বোধন কর আমি দেই গোঁসাই। আমার জ্ঞান টন্ট্নে—আমি গাই—শুন। এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগীণীতে গম্ভীর স্বরে এক থেয়াল ধরিলেন—মেঁ।—য়ে—য়ে—য়ে—স্বে—লা—লা—লা—লি—গি—গি—গি—

বাচম্পতি। আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফাশি পড়িতে হয়। সাদা সিদে রকম মজাদারি একটা আড়থেম্টা যাত্রার গান গাও। গোস্বামী। যাত্রার গান আরম্ভ করিবামাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং২ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নেসার জোরে পা নেটিয়া পড়িল, এজক্ত টুপভূজ্প হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার কায় করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিভে লাগিলেন। বলরাম এ সকল দেখিয়া প্রদীপ নির্বাণ করণানস্থর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরওয়ানকে সম্পুণে দেখিয়া বলিল, ভাই পেটের জালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে, কিছু এ ভণ্ড ব্যলিক বেটার হাত হইতে কবে মৃক্ত হইব!

ে জাতি রক্ষার্থ সভা।

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতিরক্ষার্থ এক মহা সভা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশ্যের। উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয়, সে ইংরাজী রকম সাজান অর্থাৎ তথার মেজ, চৌকি, কৌচ ইত্যাদি সকল किन ।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃখরে বলিলেন—আহা কি অপূর্ব গভা হইয়াছে ! এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্থায়—কলিকাতার পুলন্ত অদিরা গৌতম ভরদ্বান্ধ যাজ্ঞ-বল্ক্য ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে, আর ভবশকর বাবুর ভবন কৈলাস্ধাম তুলা দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব!

সভার দশ পোনের জন। অহে রাজীবকে ডাক—রাজাবকে ডাক—কর্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্ম সকল চিঠি বাঁটা হইয়াছে ?

রাজীব। আজে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশক্ষর। কেমন উমাশক্ষরবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার একটা দেওয়ানি মোকদমা পড়িয়াছে। তিনি দিনরাত সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাঁহার তিলার্ধ অবকাশ নাই।

ভবশকর। কালীশক্ষরবাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্ম চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেণ্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন, আর অন্ত তাঁহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্করবাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। আজে, তাঁহার বাগানে অভ রাত্রে খ্যাম্টার নাচ হইবে এজন্ত ছেলে পুলে সকলকে সঙ্গেকরিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশক্ষর। রামশক্ষরবাব্ কি বলিলেন ?

রাজীব। তিন্দিমদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়ালইয়াছেন এজগুচারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অভ প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন। ভবশক্ষর। হরিশঙ্করবাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। (কাণে কাণে) তাঁহার বাটীতে সাহেব স্থভোদিগের একটা গানা আছে, আর তিনি নেসা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর † শিবশঙ্করবাব্র সহিত কি দেখা হইয়াছিল ?

রাজীব। আজ্রে তাঁহার মত উল্ট—তিনি বলেন আজ্কের কালে কেনা কিকরিতেছে ?—ঠক বাচ্তে গাঁওজড় হইবে, বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকা ভাল—
অধিক থোঁচা খুঁচি করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুঁডিতে২ সাপ বেরোয়।
বাচস্থাতি প্রাচীন হুইলেই পায় বহি শুকি লোপ পায়—কাঁচ কবে কাঁচাব

বাচস্পতি প্রাচীন হইলেই প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নান্তিকতার দমন করা কর্তব্য নয় ? মরি, কি দার বুঝেছেন! দে যাহা-হউক, এক্ষণে সভার কার্য আরম্ভ করুন।

ভবশক্ষর সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এজন্য দলদংক্রান্ত ভাল মন্দ কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচম্পতি, দাদার মত যে আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিন্ধুত করা কর্ত্বর্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঠেলা উচিত । হরিনাথ দত্ত সর্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সভ্যবাদী মিষ্টভাষী সং এবং পরোপকারী বটে—কিন্ত "গুণ হয়ে দোষ হইল বিভার বিভায়" হিন্দু কুলোন্তব হইয়া প্রকাশ্য রূপে ইংরাজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন, আমি হিন্দু ধর্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের ভোয়ান্কা রাখি না—আমি কোন বড়-মান্ত্র্যের থাতির করি না, কেবল সং মান্ত্র্যকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে ভাহা অবশ্যই করিব। এ সব কথাতো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের মত কি ?

বাচস্পতি। কর্তা বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে বিন্দু বিসর্গ ভূল নাই। ভগবান ভবিন্থং পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি ঘটিবে, কিন্তু আগদ পভিলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে? অগ্নি পৃহে লাগিলে বিনা জলে কি নির্বাণ হয়? রোগী পীড়াতে শ্যাগত হইলে বিনা ভবিধে কি আরোগ্য হয়? তেমনি বিনা উত্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্ত্বে—বিনা উত্যয়ে—বিনা ত্রত্বল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা

যাইতে পারে ? ত্ই লোককে শীঘ্রই দমন করা কর্তব্য। গীতায় শীক্ষণ বলিয়া-ছিলেন।

"পুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন যুগেং জন্ম লই কুন্তার নন্দন"।

আরহ সকলকে বোঝাতে পারছি না ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম অতি বড় ভ্রানক।
শাস্ত্রে বলে, ষ্মাপি ভূত ভবিষ্যং এবং বর্তমানক্স যোগী যোগ বলে সমূদ্র লজনন
করিতে সক্ষম হন তথাপি লৌকিকাচার বিরুদ্ধ কর্ম কথন মনেতেও আনিবেন
না।

গোস্বামী। (সমন্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মন্তকে নামাবলি বাদ্ধা—গলায় তুলদীমালার গোচ্ছা ও হত্তে একটা প্রকাণ্ড কুঁড়াদ্ধালি—হাই তুলিতেই বলিতেছিলেন "কৃষণ্ডহ তোমার ইচ্ছা") আহা! বাচম্পতি মহাশয়ের কথা গুলিন বেদ্বৎ প্রমাণ। কাহার বাপের সাধ্য ভাহার তু ব চ কাটে। প্রভূ নিত্যানন্দন চৈতন্তদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু হায়িই বা কি! যতুপতির সে অযোধ্যা পুরীই বা কোথায় ও রখুপতির সে উত্তর কোশলই বা কোথায় ? স্থর্মের গমনাগমনে প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ুক্ষয় হইতেছে। প্রেমটাদ। গোঁদাই মামার শাশান বৈরাণ্য দেখে আমি যে আর বাঁচি না! উপস্থিত বিষয়ে প্রামর্শ দেও—এখন উত্তমের সময়—আপনার কথা বার্তা শুনিলে উত্তম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যেই গিয়াছিল, সে স্ব বেটাকে এক ঘরে করা ষাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্করবাবুর সহিত আমার কেবল পাক পৈতার ভেদ—আমাদিগের একই মন—একই প্রাণ—তিনি যে পথে যাইবেন—আমিও সেই পথে যাইব— তিনি যা করিবেন—তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত।

বাচম্পতি। এই তো বটে, না হবে কেন—ধেমন বংশে জন্ম সেই মত কথা বার্ত।
—অহে বলরাম, নস্ত দানিটা কোথায় ফেলিলাম ? গলাটা শুদ্দ হইতেছে এক
ছিলিম তামাক পাইলে ভাল হইত।

বলরাম। (বাচম্পতির বড় অনুগত, কারণ তিনি কর্তার ডান হাত) মোশায়ের গলা শুংয়েচে এজন্ম আমি তাই২ এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাদের ঢাকুনি থুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর বরফ ও ব্রাণ্ড। কিঞিং অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসারা করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। হেমচন্দ্র দে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্টবক্তা—গ্লাদের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ও? বাচস্পতি। আমার পৃঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্ত বলরাম এরও তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নৃতন রকম এরও তৈল ও দৈয়ব দেখিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে আদিয়াছে বুঝি ?

রাজীব। মহাশর ! হরেকৃফবাবু ও রাজকৃফবাবু টুপভুজন্ধ রকমে দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্ৰ । টুপভূজন্ধ কি ?

বাচস্পতি। "ভুজঙ্গঃ প্রনাশনঃ" ইত্যমরঃ। টুপভুজঙ্গ অর্থাং অতি ভুজঙ্গ অর্থাং সর্পের স্তায় সত্রক।

রাজীব। (সাদাসিদে লোক—কোর কাপ বুঝে না) আজ্ঞে—তা নয়, টুপভুজদ
অর্থাৎ ভুজদ্ব ভুজকুড়ি অর্থাৎ মহাপানের পর বাক্যশক্তি গতিশক্তি হীন অবস্থাপন,
ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও চুটি চোথ বিময়
ও মিট২ করে, আর ইচ্ছা হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ
ও টুপভুজদ্ব এরা মামাতো পিসতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্মে যাও—শকের অর্থ করা আমার কর্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান, তোমার কর্ম অর্থের শব্দ করা। বড় মান্ত্রের বাটীতে থাকিলে দব চেকে চুকে চলিতে হয়। পুরুষ দাকুব না হইলে তাহার নানা বিপদ ঘটে।

হরেরুঞ। (শরীর টলমল রামরুফবাব্র কাঁধে হাত) ভবশঙ্করবাবৃ! আমি তোমার প্রস্তাবে পোষকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেসায় থিলং করিয়া হাসিতেছেন) হরেকৃষ্ণ দাদা কিছু বেহিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্তেতেই লইবে—আমার একট। গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রাণ যায়" !—

রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন।

প্রেমটাদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া তুই জনকে পার্যের ঘরে শুরাইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেক্বফবাবু পড়িলেন কেন ?

বাচম্পতি। তাঁহার মৃগী রোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানাম্বর করা ভাল হইয়াছে, তিনি প্রস্তাব সকলে । পোষকতা না করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা করুন।

প্রেমটাদ। এক্ষণে এই স্থির হইল, হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা ঘাইবে।

দীতাপতি। মহাশয়! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণে ধাই নাই।

বাচস্পতি। কেন তুমি তো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে ? দীতাপতি। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম। বাচস্পতি। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস দেখানে অবস্থিতি হইল কেন ? দীতাপতি। আজ্ঞা এটা আমার ভুল—আমাকে ক্ষমা করুন। প্রেমটাদ। আচ্ছা বিষ্ণুশ্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর২ সকল দোষিরা ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম তেমনি ফল।

হেমচন্দ্র। আমার ইচ্ছা ছিল না সভায় কিছু বলি, কিন্তু অন্থায় সহিষ্ণুত। করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় অনেক দিন আছি—মনেক লোককে জানি, কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় বাটী বাটীতে অন্তেমণ করিলে থানার ও মদের বিল ঝুড়িং বাহির হইবে, তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?

বাচম্পতি। তোমার মত জন কয়েক লোক হইলেই হিন্মানি ত্রায় অন্তর্ধান করিবে। বড় মান্ত্রেম গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশুক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশুরূপে হিন্দুয়ানি ঘাতক কর্ম কে করে? অন্যান্ত কর্মে পার আছে, কিন্তু এ কর্মে যে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহান্ত্য বৃঞ্জিলাম। লুকাইয়া থাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্ররণে থাইলেই পাপ। কপটতা পৃজ্য—সরলতা নিলনীয়। জ্য়াচুরি ফ্রেবি জ্লম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ এ সকল কুকর্ম বলিয়া ধর্তব্য নয়—এ সব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না—চমৎকার বিধি! চমৎকার শাসন! ভদ্রলোকে অভস্ত কর্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিন্ধৃত হয়। তোমরা যাবতীয় তৃদ্ধর্ম করিবে—হার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মন্ত্র পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম নাই, কিন্তু অভ্য কেহ দার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিভরূপে করিলে জাতিচ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ

প্রেমটাদ। (কোপিত হইয়া) তোর যত বড় মৃথ তত বড় কথা ?—মৃথ সাম্লিয়া কথা কহ—ভদ্রলোকের মানি করিস ? শীতল সিংহ!

হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো দব জানা আছে
—আর ঘাঁটাও কেন ?—শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম দিংহ হইব।
প্রেমচাঁদ। দন্ত কড়মড় পূর্বক মেজে আঘাত করিয়া মার২ বলিয়া হেমচন্দ্রের

উপর পজিল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাদকে তুই তিমটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন, পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্ম কর্তা বাবুকে ইদারা করিয়া আশনি বাটীর বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশা কুনী লইয়া বম২ বম২ শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্ম দিকে দেখেও দেখেন না। ভবশ্বর অভঃপুরে গিয়া পত্নির অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্থিত কলেবরে গবাক্দ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাদ ভাবিলেন অন্ম রাত্রে বেলি গারদে থাকিলে কলা দেওয়ানী মোকদমার গেরেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে, এ কারণ গায়ের ধুলি ঝাজিয়া অধামুখে আন্তেহ প্রস্থান করিলেন। গোস্থামী "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা" বলিতেহ দট্ করিরা সরিয়া পজিলেন। সভার অন্যান্থ দেখিয়া হাদিতেহ বলিতেহ চলিলেন –বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্মে মতি—যেমন বিবেচনা—হেমন মন্ত্রণা—তেমন দৃঢ্তা—তেমন একাগ্রতা —তেমন বল—তেমন সাহস।

৬ জাতি মারিবার বাদি মন্ত্রণা।

একে অমাবস্থার রাত্রি তাতে আকাশমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রচণ্ড বায়ুতে বৃক্ষাদি দোহল্যমান, চতুদিকে শিবা দকল শব্দামমান, রাজা তুর্যোধন যুদ্দেশ্রে উক্তক্ষে কাতর ও মনস্তাপে মিন্তমাণ হইনা পড়িরাছেন। পরে অর্থ রাত্রিযোগে কুপাচার্য, কৃত্বর্যা ও অশ্বভাষা নিকটে আদিলে অনেক উৎদাহ ও দান্থনা পাইয়াছিলেন, দেইরূপ তবশ্বরবাব্র অবস্থা হইল। তিনি সভানন্তর অভিমান ও অপমানে মৃতবং হইয়া বৈঠকথানায় আদিয়া মৃথে কাপড় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন—প্রদীপ প্রান্তভাগে মিড়ং করিতেছে—বাটী নিঃশব্দ—ভাবনায় বাবুর নিদ্রা হইতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমটাদ আস্তেই আদিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—মহাশয় কি ঘুমুচ্ছেন ? তবশক্ষর। কেমন করিয়া নিদ্রা হইতে পারে?—চিন্তা সাগরে ময় হইয়াছি—তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম কেন করাইলে? বাচস্পতি। তাহাতে হানি কি ? আর এমন মন্দই বা কি হইয়াছে ? যুদ্ধ করিতে গেলেই যে জয় হয় এমত নিশ্চয় নাই—যুদ্ধে মহাং বীরও পরাজ্ব্য হয়, তবে থেদ কেন করেন—উঠয়া বস্থন।

আছে—"আমি তো মতা বটি, চিড়ে কুটি, যথন যেমন তথন তেমন"।

প্রেমটার। ভাল বলিভেছেন—মহাশয় বিভয়ান কেন হন্—অপমান ভে আমার পিটের উপর দিয়। গিয়াছে, আমি বেদনায় পিঠ নাড়িতে পারি না, মহাশ্ম কেন কাতর হন १

ভবশ্কর। তা বটে—কিন্তু আনাকে তো পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাতে ইইল—এ কর্ম করিবারই আবশুক কি ছিল ?

বাচস্পতি। তাতে দোষ কি ? দেশ-কাল-পাত্র ধৃকিয়া সকল কর্ম করিছে হয়, আপনি উঠিয়া বস্থন—মহাশয় হুংথিত থাকিলে আমর। কিরুপে গ্রাণ ধারণ করিব ? একটা ব্রত উন্যাপন করাইতে হইয়াভিল, এজন্ম আহারের কিছু ব্যতিক্রম হয়—উদরের দোষ জন্মিয়াছে, বলরাম দেই হব্য আনো তেঃ ? বলরাম। (আপনা আপনি বলিতেছে) শালার। মদও থাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।

করবে ও জাত মারবে। প্রেমটাদ। হেমচন্দ্র দে বেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঘা কতক দিলে ভাল হয় না ? বাচস্পতি। পল্লীগ্রাম হইলে হইত—সহরে ছুঁতে মাছি কাটে—বাপ রে ?

এখানে কৌশলের হার। সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ, না ছুই পানা।

প্রেন্টাদ। তবে একটা জাল হপ্তম্ করিয়া জব্দ করিলে হয় না?

বাচম্পতি। সে বরং ভাল—কিন্ধা মকঃশ্বলে দারোগার সঙ্গে যোগ করিয়া কোন ভারি তহ্মত দাও। "সরলে সরলগৈচৰ শঠে শাঠাং সমাচরেং" সরল ব্যক্তির সঙ্গে সরল ব্যবহার করিবে, শঠের প্রতি শঠতা করিবে।

বলরাম মতা আনম্বন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।
ভবশক্ষর। গোঁদাই । একটা গান কর দেখি, একটু আনন্দ করা যাউক।
গোস্বামী। ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া ঝিঝিট্ রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন
"প্রাস করে কাল প্রমায়ু প্রতি ক্ষ—ণে—ণে—"

বাচস্পতি। আর জালাও কেন? পরমায়ু তো অন্ন গ্রাহার কেন কথা আর কেন? এক্ষণে রং দাও।

গোস্বামী। "ওলো আয়রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—
হুড়ুর হো—হুড় র হো—হুড়ুর হো—"

বাচস্পতির চাদ্র থানা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল—পৈতেটা কাণে গোঁজা— বাম হাতে হুঁকা – থেম্টার চোট সামালিতে না পারিয়া তালেং নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমটাদ। আমি বলি আজ একটা নৃতন রকম আমোদ করা ঘাউক—এ প্রকার আমোদ তো দর্বদাই হইয়া থাকে। গোস্বামী। আমি দব রকম আমোদ জানি। কৃষ্ণলীলা করিতে চাও তাও আমার তুণ্ডাগ্রে—নবনারী কুঞ্জর হইয়াছিল—এদো তাই হউক।

প্রেমটাদ। এখানে নয় জন নারী কোথায় ?

বাচস্পতি। ওহে! নব নারী ও তিন জন পুরুষ সমান—ষদি তা না হয় তবে আমরা কাপুরুষ। কর্তাবারু স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া আমাদের উপর আরোহণ করুন।

এই বলিয়া তিন জন পারিষদ মিলিয়া হস্তী স্বরূপ হইলেন এবং কর্তাবাবু তাঁহাদের উপর বসিলেন। প্রেমটাদ করির পৃষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পৃষ্ঠ
পদাঘাতের বেদনায় পরিপূর্ণ, কর্তার ভয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া—পেলাম্রে মলাম্রে
বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূঁয়ে ভয়ে পজিলেন এবং কর্তাবাবু ছিয়মূল রক্ষের ভায়
ধরণী তলে টীপ করিয়া পজিয়া গেলেন। বাটীতে গোল হইল কর্তা পজে গেলেন।
পরিবার সকলে তাজাতাজি করিয়া আদিয়া দেখে, কর্তার পড়া সামাত পজ়া
নয়। তিনি প্রফুল্ল মনে ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া রুষ্ণ লীলা করিতেছেন।

৭ গরু কেটে জুতা দান।

টোলের পণ্ডিত শ্রীহলধর তর্কালঙ্কার ও কালেজের পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ বিভারত্ব যে তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিভারত্ব। আরে তর্কালঙ্কার দাদা যে ? ফরিদপুর হইতে কবে আদা হলো ? আমি ছই তিন বার আপনার তত্ত্ব করিতে টোলে গিয়াছিলাম, দব মঙ্গল তো ? এই বরিষা কাল—এক্ষণে নৌকায় ষাওয়া বড় ক্লেশ—কেন এত কর্ম ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন ?

তর্কালস্কার। ফরিদপুর যাওনে বড় বাঞ্ছা ছিল না। সংসার চলে না কি করি। ওহে ভাই, কলিকাতা এক্ষণে সে কলিকাতা নাই। পিতামহ ও পিতা স্বস্তায়ন শান্তি বত শ্রাদ্ধ ধারকতা ও যাজকতা উপলক্ষে এত কাপড় বাদন ও টাকা পাইতেন যে পরিবারের, ভরণ পোষণ হইয়া অনেক উদ্ভ হইড, এক্ষণে কষ্টে কালমাপন করিতেছি। কলিকাতায় ন্তন্য মত—ক্রিয়া কাণ্ড নাই, প্রাপ্তির দফা নবডলা। ফরিদপুরে রামলাল ঘোষ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এমত শ্রাদ্ধ তৎকালে হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাল্গালিকে টাকা ঢেলে দিয়াছেন। রামলালবাবুর তুল্য লোক দেখিতে পাই না।

বিভারত। ই ---

তर्कालक्षात । वफ त्य दा विनाम हूल कतिमा तरितन ?

বিভারত। আর কি বলিব, আপনি বলিতেছেন রামলালবাবু বড় ভাল, ভাই হউক--- সত্য কথা বলা বড় দায়।

তর্কালঙ্কার। আরে বলই না—কথাটাই ত্রনি।

বিষ্ঠারত্ব। তবে যদি বলাবে তো বলি। ফ্রিদপুরে আমি পাঁচ বংসর ছিলাম। রামলালবাবুকে ভাল জানি। তিনি বর্ধমানের ৮ কফানন্দ মল্লিকের স্থীর মোক্তার ছিলেন, লাট ঝুমঝুমির মালগুজারির টাকা লইয়া যান। তিনি জানিতেন ঐ মহলথানি সোণার থাল এজন্ত মালগুজারির টাকা আদায় না করিয়া নিলাম করাইয়া আপন নামে মহল থরিদ করেন, তদবধি মহল দথল ও ভোগ করিয়া আদিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের পরিবার অন্নাভাবে দেশান্তরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষয় হাতে পাইয়া রামলালবাবু জোলম ও ফেরেবের ধারা অনেকং ব্যক্তির বিষয় কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা মকল্মা করিতে অপারক।

তর্কালঙ্কার। সে যাহা হউক, রামলালবাবু বড় পুণ্যবান। আপন পিতার আক উপলক্ষে গ্রামের দাত আটিট। পুন্ধরিণীর মৎস্ত ধরাইয়া বৎদরং গ্রামস্থ লোক-দিগকে ভোজন করান ও ব্রাক্ষণদিগকে থাল গাড়ু টাকা দেন। কলিকাতায় কটা লোক তাহার মত হে?

বিভারত। রামলালবাব্র দান করা বড় বিচিত্র নহে। ভাহার অনেকগুলি লেঠেল চাকর আছে। গ্রামে যাহাকে শাঁসাল দেখেন তাহারই বাটী লুট করা-ইয়া যথা সর্বন্ধ গ্রহণ করেন ও সর্বদাই দান্দা হান্দামা করিয়া ভূমি ও বিষয়াদি কাড়িয়া লন, আর তাঁহার অধীনে কয়েক জন জালসাজ ও বকলিয়া আছে, তাহাদের দারা প্রায় সকল মকদ্দমাই জেতেন। অতএব রামলালবাব্ যে ভূরি২

দান করেন তাহা আশ্চর্য নহে।

তর্কালজার। বড় মান্ত্র্য বিষয় কর্মে কে কি করে তাহা জানিবার আবশুক নাই, রামলালবাব্র তুল্য ছুর্গোৎসব কে করিয়া থাকে? পূজাকালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল "দীয়তাং ভূজ্যতাং" ব্যতীত অন্ত কোন শব্দ শোনা যায় না। বান্ধণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

বিভারত্ব। তিনি কত শত বাহ্মণের ব্রম্বত্ত কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্বক কতে হ ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহা পাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্ম আদি ও পূজায় দান করিলে কি পার পাইবেন ? সে কেবল গৰু কেটে জুতা দান !!!

৮ কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়।

আমার কুঁচবেহারে বাস—ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। বাল্যাবস্থাবধি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—নানা তীর্থ দর্শনভ্রকরিয়াছি। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে পুনঃ২ অন্তরোধ করিয়াছিলেন—মাতাও বলিয়া-ছিলেন বাছা ! সংসারী হও, উদাসীন হওয়া ভাল নয়, আমি কথন পিতা ও মাতার আজ্ঞা লজ্মন করিতাম না, এ জন্তে তাহাদের কথায় সংসার আশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার ও স্ত্রীপুত্রের বিয়োগ হইলে মন অস্থির হইতে লাগিল। তুঃথে না পড়িলে ধর্মের প্রতি একান্তিক শ্রদা হয় না। ইন্দ্রিয় স্থথে মত্ত থাকিলে আর কোন বিষয়ে মন যায় না। যাহার। ইন্দ্রিয় স্থথে মগ্ন, তাহারা কথন ধর্মের নিকট ঘাইতে পারে না। এই দকল পর্যা-লোচনায় মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মিল ও দাধু দক্ষ পাইবার জন্ম আনেকং দেশ পর্যটন করিলাম এবং অনেকং স্থপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও হইল, কিন্ত শুদ্ধচিত্ত লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। অনেকের সহিত আলাপে প্রথম২ ভাল বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎকালের পরই শঠতা প্রকাশ পায়। ধর্মাধর্মের পরীক্ষা স্বার্থ বিষয়েই বুঝা ষায়। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধর্ম বজায় রাথে এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। যাহাহউক, আমি বহুকাল ভ্রমণের পর এক দিন নর্মদা তীরস্থ একটা বুক্ষের ছায়ায় বিসয়া মনে২ ভাবিতেছি –প্রাচীনকালে লোকের সরলতা ছিল এক্ষণে এত কপটতা কেন হইল ? কপটতার সতা ভ্রষ্ট হয়, অথচ সেই সতাই প্রমেশ্বরের স্বরূপ--- যদি সভা নষ্ট হইল ভবে আর ধর্মের উন্নতি কি প্রকারে হুইবে ? ভাবিতে২ আমার শ্রান্তি বোধ হুইল। তথন মন্দু২ বাতাস বহিতেছিল। সদ্যাকাল উপস্থিত—চারিদিক নিশঃক হইয়া আদিল। নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে গায়ের চাদর বিছাইয়া দেই তরুতলেই শয়ন করিলাম। ক্ষণেককাল পরে স্বপ্নে দেখিলাম আমার নিকট একটি প্রাচীন ষষ্টিধারী ব্যক্তি আদিয়া আস্তে২ বলিতেছেন—"বাবা উঠ—আমার সঙ্গে আইস"। অমনি চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীকণ করিতে লাগিলাম।—বোধ হইল তাঁহার মুখ ব্রক্ষাণ্ডের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ও হুই চক্ষু দিয়া স্থর্যে প্রভা নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবাবাত্র আমার ভক্তির উদয় হইল। জিজ্ঞাদা করিলাম, পিতঃ তুমি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নাম—জ্ঞান। আমি ইহা শুনিয়া গাতোখান পূর্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম। নিমেষ মধ্যে দেশ বিদেশ গিরি গুহা বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেক্২ রম্য ও মনোহর দৃশ্য দর্শনগোচর হইল। এক২ স্থানে অপূর্ব কানন—নানা জাতীয়

লতা—নবং পল্লব—ফুলে ফলে ডগমগ—নানা বর্ণ পুষ্প, পৌরতে চতুদিক আমোদিত করিতেছে। একং স্থানে লক্ষণীয় সরোবর—ক্ষটিকের স্থায় ভল—পবনস্পর্শে তুলেং যেন হাসিতেছে ও সূর্যের আভা তাহার উপর পড়িয়া ঝগমগ করিতেছে। একং স্থানে পক্ষী সকল জলে ও স্থলে কেলি করিতেছে, ভাহাদিগের কলরবে কর্ণ কূহর জুড়ায়। একং স্থানে প্রত্তরময় জট্টালিকা—মিনি মাণিকো গচিত—তাহাতে অপ্সরা ও কিল্লরেরা স্মধ্র স্বরে গান করিতেছে। একং স্থানে পীত খেত নীল ও রক্ত বসনা বিভাধরী নৃত্য করিতেছে। একং স্থানে ঘোগীরা নয়ন মৃত্রিত করিয়া যোগাসনে বিদয়া রহিয়াছেন—তৈলোক্য পাইলেও চেয়ে দেখেন না। একং স্থানে মৃনি ঋষিরা "জয় হরে ম্রারে" বলিয়া ভজন করিতেছেন। এই সকল দেখিতেং এক সহরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

ঐ সহর নদীতীরস্থ—দেই নদী জাহাজে পরিপূর্ণ। রাস্তায় নানা জাতায় লোক গমনাগমন করিতেছে। জিনিদের আমদানি রপ্তানির গোল—গাড়ির শক্ষ ও লোকের কোলাহলে কাণ পাতা ভার। আমি অগ্রবর্তী জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা এ কোন্ সহর ? তিনি উত্তর করিলেন, ইহার নাম কলিকাতা, ইহা ভারতবর্ধের রাজ্ঞধানী। তোমার দিব্য চক্ষ্ হইলে সহরে অনেক অভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তুমি আমার গায়ে হাত দেও। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।

কোনখানে দলপতি বাবুরা রাত্তে থানা ও মদ সেঁটে প্রাতঃকালে মৃথ পুছিয়া জাত মারিতে বিদয়াছেন। কোন থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিনের বেলায় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও ষজমানগিরি কর্ম করিতেছেন ও রাত্তে বাবুদিগের সঙ্গে মজায় ও চোংহলে মত্ত হইতেছেন। কোন থানে অধ্যাপকেরা শাস্ত্রকে কল্লতক্ষ করিয়া দোকানদারি করিতেছেন—ফলের দফা কিঞ্চিৎ হইলেই আবশ্রুক মতে বিধি দিতেছেন—রাতকে দিন করিতেছেন—দিনকে রাত করিতেছেন।

কোনখানে বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানের। শৃদ্রের বাটীতে জলম্পর্শ করেন না কিন্তু বেশ্ঠার ভবনে এমন করিয়া আহার ঠাদিতেছেন যে পাত দেখে বিড়াল লাফ কাঁদিয়া মরে। কোন খানে তিলক নামাবলী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা হইতেছে অথচ পরস্ত্রী গমন ও অপহরণে ক্ষান্ত নাই। কোন খানে দালানে পূজা যাগ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ধুম লেগে গিয়াছে ও বৈঠকখানায় জাল জূলম ফ্রেব ফলির শেষ হইতেছে না। কোন খানে স্থলিক্ষিত বাবুরা সাহেব স্থবার খাতির রাখিবার ও আপন মানবৃদ্ধি জন্ম স্থজাতীয় রীতি ব্যবহার ও ধর্মের বেহিদেবি নিন্দা করিয়া আপন জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছেন। কোন খানে কেবল

যাবনিক আহার ও পানেরই আলোচনা হইতেছে, কি মনেতে, কি বাক্যেতে, কি কর্মেতে ঈশরের প্রদন্ধনাত্র নাই, দকল কর্মের মূল বাহ্যিক বিজাতীয় ভড়ং। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিষয় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একট শঠতা দেখিয়া চটে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল যে, এস্থান শঠতা ও অধর্মের সমূত। ইতিমধ্যে এক দিক থেকে একটা চীৎকার ধ্বনি উঠিয়া আমার কর্ণগোচর হইল —চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম—একটা দাম্ভাপেটা আদ্মরা যেও গরু গাঁ গাঁ করিতেং পলাই২ ডাক ছাড়িতেছে ও এক জন তিলকধারী ক্বফবর্ণ পুরুষ তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে২ বলিতেছে—ওরে তুই গেলে আমি কাকে নিয়ে থাক্ব ? তবে আমিও প্রস্থান করি, আর মিছে ছেঁড়া চুলে থোঁপা কেন ? তোর জোরেতেই আমার পেট চলে—তুই তো আমার কামধের। অক্ত এক দিকু থেকে শ্বেত বসনা ও শান্ত বদনা একটা কল্যা স্বৰ্গথেকে এক২ বার নামিতেছেন ও বলিতেছেন—জ্ঞান! আমাকে সাহায্য কর, এথানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমি ষোড় হাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলায—পিতা এ সকল কি ? জ্ঞান উত্তর করিলেন—ষে গরুটা পলাই২ ডাক ছাড়ছে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে আর টিক্তে পারে না। ভাহার লেজ ধরে বিনি টান্ছেন উহার নাম হিন্দুগিরি। জাতি গেলে তার গুমর যাইবে এজন্ম টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্সা একং বার নাম্ছেন ও উঠ্ছেন উহার নাম ধর্ম। বঙ্গদেশে এত অধর্ম যে তিনি তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না,এই কারণে আমাকে আত্মকূল্য করিতে বলিতেছেন। আমি এই সকল অদ্ভূত ব্যাপার একাগ্র চিত্তে দেখিতে লাগিলাম। জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে হাজার টানাটানিতেও থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কলে ধরিয়া পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছি ডে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎপটাং হইয়া ঠিকরে পভলেন ! লেজের জালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাঁমা হাঁমা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলে আমার নিজা ভদ হওয়াতে দেখিলাম, নর্মদা তীরস্থ দেই বুক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েক জন বৈরাগী বসিয়া থঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।

৯ অতি লোভে তাঁতী নই।

এং যায় বেং যায় খল্সে বলে আমিও যাই। কায়েত বাম্নেরা জাত মারামারি করে—তাঁতিরা বলে আমরা চুপ করে থাকি কেন? যাহারা কর্ম কাজ করে তাহাদিগের সময় কাটাইবার উপায় আছে—যাহারা কেবল ঘরে বদে থাকে

তাহারা মোড়লগিরি না করিয়া কি করে ? স্ত্রীর কাছেও বলা চাই আমি হেন কর্লাম—তেন কর্লাম—আর বাহিরেই বা মান বাঞ্চিবার কি উপায় ? কোন ভাল রক্ম চর্চা নাই—অথচ সময় কাটানও চাই—গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লগিরিও করা চাই, এজন্ত এখানে থোঁচা ওখানে খোঁচা দিয়া বেড়ায়— একটা গোল বাধিলে ও বকাব্কি চলিলে—ঘোঁট চলিল—হতে কর্তে ষত দিন যায় তাহার পরে ডিক্রি হউক বা ডিদ্মিনই হউক, তাতে বড় ক্তি নাই। কলিকাতা নিবাদী অম্বিকা চরণ দেট বাবু লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলেন বে বাঙ্গালিরা কলম পিলে২ সারা হয়—কেরানিগিরিং বই আর কথা নাই এবং আফিস মাষ্টারের চোক্রাঙ্গানি ও গালাগালি তাহাদিগের অঙ্কের আভরণ। অর্থ উপাৰ্জন যে কেবল কেরানিগিরিতে হয় ভাহা নহে—অর্থ উপার্জন নানা প্রকারে হইতে পারে। চাকরি করা কর্মটী পরাধীন-সওদাগরি করা স্বাধীন, ত্য়েরই দোষ গুণ আছে কিন্তু সন্তদাগরি ভালরপে শিথে করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অধিকাধাবু কলিকাতায় মুপ্তদাগরি কর্ম কিছুকাল দেখিয়া শুনিয়া বিলাতে রেসম ও চা থরিদ করিয়া পাঠাইবার জন্ম চীন দেশে জাহাজে গমন করিলেন। যৎকালীন বাবু যাত্রা করেন, ছৎকালীন তাঁহার পালার অনেক টাকা ছিল স্থতরাং সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা আসিয়া বলিলেন, সওদাগরি কর্ম বড় ভাল, দশ জন লোক প্রতিপালন হয়, আর আপনার কর্ম আপনার চক্ষে না দেখিলে হবে কেন ? কিছুকাল পরে কর্মক্রমে বাবুর লোকসান হইল; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটম্বদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিবার ঘেঁট হইতে লাগিল। দলোরা বলিয়া উঠিল, অদি দত্ত জিঞ্জির হইতে ফিরিয়া আইলে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল—তিনি যেমন জাহাজে গিয়াছিলেন, অম্বিকাবাবুও তেমনি জাহাজে গিয়াছিলেন, তবে অম্বিকাবার্কে কেন থারিজ দেওয়া যাইবে ? পৃথিবীর মজা এই ষে, এক বিষয়ে প্রায় এক মত হয় না। কয়েক জন দলোর দেখাদেখি ও থাতিরে কতকগুলি তাঁতি তাহাদিগের মতে মত দিলেন —বাকি তাঁতিরা বলিয়া উঠিল, জাহাজে গেলে জাত মারা হইতে পারে না—আমাদিগের পূর্বপুরুষের। সওদাগরি কর্ম করিতেন। সে পদ বজার রাখা উচিত—এ দেশ থেকে ও দেশে না গেলে সওদাগিরি কর্ম কেমন করিয়া হইতে পারে ? এক্ষণে প্রায় সকলেই গোলামি করিতেছে অম্বিকাবারু সঞ্জাগরি কর্মের নিমিত্তে যে অন্ত দেশে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন এজন্ত তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত—তাঁহার জাতি মারিতে গেলে ঘোর তেঁতে বৃদ্ধি প্রকাশ পাইবে। দলোরা এ কথায় কাণ দিল না—তাহারা রাত্রি হুই প্রহর পর্যন্ত ফটি, ঘণ্ট, ফির্নেও মেটো ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে—অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়—অনেক ছিলিম তামাক পোড়ে—অনেক ছাত নাড়ানাড়িও মাথা বকান হয়—এ একবার চীৎকার করে—ও একবার রাগ করে—কিন্তু কিছুই শেষ হয় মা—আদল কথা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। এক দিবস তাহাদিগের নিকটে একজন স্পষ্টবক্তা ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন—তাহাদিগের পাক চক্র দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—অগো সেট বাবুরা—অগো বসাথ বাবুরা—এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের স্থেথ থাকিতে কি ভূতে কিলয়? আর যদি যথার্থ জাত্ত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ—পূর্বে যে সময় ছিল, এক্ষণে তাহা নাই—আপনং বাটীর ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিয়া চুপ চাপ মেরে থাকাই ভাল—আর কি জাত আছে? জাত গাঁ গাঁ করিয়া পালিয়া গিয়াছে। জাত কি কোন দেশে গেলেই যায়? ব্রাহ্মণের স্পষ্ট কথায় তুই এক জন দলো থেপে উঠিয়া বলিল, বামুন বেটারাই সব সার্লে—ঐ বেটারাই আমাদিগের মন্ধাবার মূল। ব্রাহ্মণকে ঘাটান বড় দায়—একরার থেপে উঠিলে একটা না একটা কাগু অবশ্রুই করে। কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাত নেড়ে২ এই কবিতা পাঠ করিলেন।

খয়ে বন্ধন, ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো।
উলুবন, সন্থরণ, কুল পাওন গো।
মশা দর্শন, লাঠি মারণ, হস্ত নাশন গো।
প্রাণি মারণ, গুন্তি করণ, ঠিক দেওন গো।
জাতি মারণ, খোঁট করণ, খয়ে বন্ধন গো।
তাতি জান, কিবা জান, মশা মারণ গো।

১॰ বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে গ্রাম অবতার।

ফুলে থড়দহ বল্পবী দর্বানন্দি—কি চমৎকার মেল ! ইহারা যে চারি বেদ, আর আদান প্রদান উল্টি পাল্টি কি গৌরবও অথজনক ! অবলা নারীগণ মকক বা বাঁচুক তাহা বিবেচনা করণের কোন আবজক নাই—তাঁহাদিগের ধর্ম রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি ? কৌলীল্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোকসমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম, বলরাম অথবা রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এই পরিচয়েতেই ধর্ম অর্থ কক্ষ মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল হয়। সং চরিত্র ও দদাচার এই হুই প্রকৃত জাতি ও কৌলীল্যের মৃদ কিন্তু এমত জাতি ও কৌলীল্য প্রায় নির্মূল হইয়াছে। ধনলোভ অথবা

ভ্রমাধীন আত্ম গৌরব রক্ষার্থ কেবল কতক গুলিন কল্লিত ব্যবহার লইয়া গোল-ধোগ করিলে কি হইতে পারে ? বাহার অন্তরে ভ্রষ্ট মতি ভাহার বাহিরে সতীত্র আচার করিলে ঐ কুটিলতা কি অপ্রকাশ থাকিবে ? না সতীত্ব ধর্ম বৃদ্ধি-শীল হইবে ?

রশ্বপুরের রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কথন দর্শন করেন নাই, লোক মুথে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জনক অমৃক, স্বতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ২ ঐ কথা লইয়া ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিলে তিনি রাগাধিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া यशिष्टन । तामानत्मत विका निका यथमामा क्रम इहेम्राहिन । वानाकातन লেখাপড়া করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন, আমরা কুলীন লেখা পড়া কেন করিব ? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্তের গৌরবে গবিত হইছে লাগিলেন। মনে করিতেন, আমি বেথানে ধাইব গুরুপুত্তের স্তায় পূজ্য হইব-লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বন্ধভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকশ কুলীন যে কশ না থাকিলেই আমার জন্ত রস নির্গত হইবে,--আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে২ সদানন্দ হইয়া আত্মমান বৃদ্ধি জন্ম সর্বদাই বন্দ করিয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্তকে অন্ধ দেখিলে বিজাতীয় কোধানলে জলিয়া উঠিয়া বলেন, আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভত্তৎ লোকের বাটিভে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনান্তি সম্মান করে। কিন্তু কাহার বাটীতে আহারাদি করা দূরে থাকুক, নৃতন ছিলিমে গঙ্গান্তল পুরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্যন্ত থান না। যদিও কালে ভদ্রে কাহার বাটীতে আহার করিতে সম্মত হয়েন, তথাপি কেবল অনাচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্থ্য উপস্থিত হইলে বলেন-কি করি, আত্মীয়তা অন্থরোধে বিসয়াছি, হিসাব মত শ্লের জলস্পর্শ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু পিরিতে কি না হয় ? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়াছিলেন। যদি রামানন্দের কেবল এইরূপ ভণ্ডামি থাকিত, তাহা হইলে অকাক্ত লোকে চোকমট্কানি, গা টেপাটীপি, মৃচ্কেহাসি ও সময়ে২ তৃই একটা অম্বল মধুর ঠাট্টা করিয়া চুপচাপ রহিত, কিন্তু ভণ্ডামির সহিত ষ্ণ্রামি থাকাতে আপামর সাধারণ লোকে তাহার কথা সর্বদা আন্দোলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, স্মৃতরাং ক্রমেং তাঁহার গুণা-গুণ প্ৰকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন দপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়াছিলেন, তথায় ঞ্ব মহাশয়ের লায় গহন বনে কঠোর তপস্থার্থে না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দমা ডিগ্রী ভিসমিস করত কি জাতাভিমান, কি সরদারিত কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে "পদ্মপলাশ লোচন" আমার হাতের ভিতর। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবলবিঘে কত জমি—হাজা গুখানা হইলে মাস কয়েকের ধাল্তের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অক্যান্ত খরচ কেবল মুখভারতীতে নিবাহ হইত। প্রতি দিন বাজারে গিয়াতোলা তুলিতেন ও জিনিষের নম্নাচাই বলিয়া কোন দামগ্রী দংগ্রহ করিয়া বিক্রম অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উঠ্নাওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত, তবে তাহার গলায় পই-তাটা ও মন্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান ? আমি বিষ্ঠাকুরের সন্তান। উঠনাওয়ালা বলিতে—মহাশয় বিষ্ঠাকুরের সন্তানই হও আর রুফঠাকুরের সন্তানই হও আমরা ছঃথী মাত্র্য, উঠনা থেয়েছ, এত ভাড়া-ভাড়ি কর কেন ? অক্তান্ত লোকের নিকট জিনিষপত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক জ্বথবা বিক্রয় করিতেন। ভাহারা চাইতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, ভাল—দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত কেন, আমি কি জিনিস লইয়া থেয়ে ফেল্লুম? এ প্রকারে অনেকের ঘটীটা বাটীটা তাওয়াখানা ধুতি চাদর রেজাই সাল রুমাল দেখিতে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানিপ্সারিরা ভাহাকে দূর থেকে দেখিলে ভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করিত। কিছু কাল এইরপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশম্বগিরি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু পড়াই-বার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থঅথবা কদামাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিভা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছুকাল বেত হাঁতে করিয়া ঢুলিতেং মশা তাড়াইয়াছিলেম। পিতা পিতামহের স্থায় স্থানে২ বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মান্দে পাণি গ্রহণ করিতেও কন্ত্র করেন নাই, কিন্তু সে পাণি গ্রহণে বান্তবিক পাণি গ্রহণই হয় নাই। যেখানে যাইতেন সেথানেই তাহার রাত্রিবাদ লাভ করণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্বচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে এক-জন প্রকৃত মুখ্যী ছিলেন। তিনি সর্বদাই তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চারণ উপ-বাস ব্রত নিয়মে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ, কে ছভায়া, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংশ

দ্বিতীয়পো, কাহার পান দোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গলাদাসী দোষ, কে উলই, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আদ্বিদের ঘর, কে গোষ্টাপতি, এই সকল কথা লইয়া বিতত্তা করিতেন। ভচ্চহরির দর্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত তিনি বড় শুদ্ধ চিন্ত লোক, কিন্তু গ্রামের যাবভীয় গল্ভি কর্মে সংগোপনে স্লীভাবে থাকিতেন। দালানে আহ্নিক করিতে বসিলে নিকটে নানা প্রকার মন্দ লোক আসিত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিলে ভঙ্গি ক্রমে পরামর্শ দিতেন নতুবা তাহাদিগের কাণে২ গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেন। যদি কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন মামলায় দারোগা স্বরংহাল করিতে আদিত, তিনি জিজা-সিত হইলে মালা জপিতে২ বলিতেন, আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না— আমি উদাদীন, কেবল গোবিন্দের চরণাবিন্দ ধ্যান করি। এখন ভোমরা এই আশীর্বাদ কর যে, ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপন্ম দর্শন করিতে পাই আর যেন আমাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে হয়। এ শব কথা যাহার। ভনিত তাহাদিগের এই বিশাস হইত যে, ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন, কেবল পরমাধিক বিষয়ে আদক্ত। রামানন্দের সহিত ভদ্ধহরির ক্রমশঃ বিজ্ঞাতীয় আত্মীয়তা জিমল। হুই জন হুই জাতির টেকা বুলীন—হুই জনেরই জাত্য-ভিমান অসাধারণ—তুই জনেই কপট ভগু ও বিটল—তুই জনেই ধনলোভী—তুই জনেরই অর্থ উপার্জনে ধর্যাধর্ম জ্ঞান নাই, স্বতরাং এত ঐক্যভাগ্ন আত্মীয়তা প্রগাচ হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফ্রেবে, কি পরন্তীর ধর্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপ্থ দেওয়াতে হুই জনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণ চোরা আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষােরাপ করে। পরস্ক গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমে২টের পাইতে লাগিল। রামানন্দ যণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ভত্তহরির সহবাদে এক্ষণে অন্তঃসলিল। বহিতে আরম্ভ করিল। শুই জনেই অন্যান্ত লোকের সমীপে কেবল কৌলীন্ত গৌরব ও বৈষ্ণব ভদ্তের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন, এবং অশেষ বিশেষ রূপে ইহা প্রকাশ করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে ভাহাদিগের কিছু মাত্র অন্তরাগ নাই। ভাহাদিগের সচল বচল দেথিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরো সম্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্মান্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে একজন ডোম আপন পরিবার রাথিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পত্নী প্রাতে মজুরি করিতে যাইত। হয় তো হুই তিন দিবস কর্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার এক প্রমা- স্থলরী বিধবা কন্তা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাট কাটিত। দে প্রায় লোকালয়ে বাহির হইত না ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসাল্লদারে ধর্মকর্মে সর্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে স্থি করিবে তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানল ও ভঙ্গহরি ঐ যুবতী কন্তাকে কুপথ গামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্তা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন—আমি নীচ জাতি—যথন পতির বিয়োগ হইয়াছে তথনই আমার সংসারের সকল স্থ্য ঘূচিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপ্লবৃত্তি করিয়া কাল্যাপন করিতেছি—প্রাণ সত্ত্বে সতীত্ব ছাড়া হইব না—আমাকে ধনলোভ দেখান বুথা। আমি প্রতিদিন পরমেশ্বরকে বলি প্রভু! আমি অনাহারে মরি দেও ভাল, তবু যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতেই মরি। এই কথা রামানল ও ভঙ্গহরি শুনিয়া ঈসদ্ধান্ত করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘ গর্জন করিতেছে—বিত্যুৎ চমকিতেছে—বজ্র ঝনং শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক২ টা গাছের উপর নানাজাতি পক্ষী নিন্তক হইয়া বসিয়া আছে—ভোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তাম্ক খাইতে২ বলিতেছে, 'দালার বাদল বড় করিলে।' ডোম কন্সা মাতার অনাগমনে অস্থী হইয়া পিতাকে স্বরণ করত আত্ম ত্রবস্থায় কাতর হইয়া স্বামির প্রিয় বাক্য মনে করিতেছে ও একং বার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে। গৃহমধ্যে মহুস্থের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখিল, তুই জন চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উল্লভ হইয়াছে। তিনি কাঁপিতে২ বলিলেন, বাবা তোরা কে ? আমাকে কেন ধরিস্ ? চোয়াড়েরা তাঁহার বাক্যে একটু বিমোহিত হইয়া থম্কিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া, ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমক্সা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে নিকটস্থ স্বজাতীয়-দিণের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে আন্তেব্যন্তে দৌড়িয়া আদিয়া হুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনান্তি শান্তি দিল ও কন্তাকে উদ্ধার করিয়া দকলে খিরিয়া রহিল। কন্তা উদ্ধৃত হওনকালীন বলিলেন, যাহারা আমার ধর্ম নষ্ট করিতে উত্তত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার প্রমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী হুই জনেই প্রদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপ্রমান দিগের হৃঃথিনী ক্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপ্রন রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রামানন্দ ও ভূজহরির নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইল। ভচ্ছরে চরণামৃত পান করিয়া মন্তকে হাত পুভিতেনের ও রামানল চতুদিকে নয়ন দৃষ্টিপাত করত ফুসং করিয়া মালা জপিতেচেন। রামপ্রদাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের তৃই জনের চুলের টিকি ধারণ পূর্বক জ্তার চোটে পিট একেবারে রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে তৃই চার জন দর্যান ছিল ভাহারা রামপ্রদাদকে ব্যান্তরপ দেখিতে লাগিল ও আয়ু রক্ষার্থে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ভেলে বৃড় যুবক, ধারতীয় লোক প্রফল্পর বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ রামপ্রদাদ, এত দিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যথন স্তগতি হয়, তথন নানা প্রকারেই হইয়া থাকে, একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোডের ন্যায় অচিরাৎ দব ধক্ষে দেয়। রামপ্রদাদি পদের পর রামানন ও ভত্তহরি কোন প্রসাদ অন্বেবণ না করিয়া কিঞ্চিং কাল মৌনভাবে থাকিলেন কিন্তু ভাহাদিগের কর্তৃক চুপচুপি গল্ভি কর্ম সমুদ বিশেষ—ভাহার অসীম নদ-নদী স্রোত ঝিল থাল দোঁতো চতুদিকে বিস্তীণ হইয়াছিল, কখন কাহার বাঁধ ভেঙ্গে উপপ্লাবন করে, ভাহা অভিশয় অনিশ্চয়। উক্ত তৃই কুলীন মহাত্মার এমত ক্ষমতা ছিল না যে, অগস্থার মত এক গণুষেই উদরত্ব করেন, অথবা পশুপতির ন্থায় জটাজ্টের ভিতরে রাথেন। দেখিতে২ একটা জাল মকদ্দ-মায় তাহাদিগের বেনাক্রি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে এক জন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহ্লাদিত হইয়া দক্ষে হাত নেড়েং বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাত থেদে রে, তোর শ্বন্তর নাই ঘরে" ও মলেশ্বরপুরের ঠাকুর স্থপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, ভোমরা তে৷ চলিলে, এক্ষণে কি লইয়ে যাবে ? বিস্তর ভোগ করলে—বিস্তর ভোগ করালে, এক্ষণে কর্মভোগ কে নিবারণ করিতে পারে ? ভোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয়, আর ফিরিয়া আদিতে হবে না— ভগো ভোমরা প্রকৃত মানুষ নও, ভোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে খ্যাম অবতার।

রামারজিকা

PREFACE

রামারঞ্জিকা

By

TEK CHAND THAKOOR

The want of suitable books for the Hindu Females has induced the writer to undertake this little work, the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogue (Household Words) between a Husband and Wife. Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in an intellectual, moral and industrial point of view. Paper No. I treats of the great efficacy of maternal instruction with notices of the mothers of Sir W. Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley and of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exemplary Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Margaret Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Female Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia the mother of the Grachii, Kowsula, Koontee, Seeta, Drowpadce &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Culture. Paper No. 8 is on the Government of the Passions. Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of the modes followed by Benjamin Eranklin, John Gurney and Pythagoras. Paper No. 10 is on Truth and the Shastrical authorities strongly incalcuting it. Paper No. 11 is on the efficacy of Prayer, on Repentence &. Paper No. 12 is on the Duties of a Faithful Wife as laid down in the Shastra. Papers No. 13 and 14 contain short biographical sketches of distinguished faithful wives, viz. Sutee, Seeta, Sabhitree, Damayantee, Lopamoodra, Chinta, Foolara, Khoolana, aud Bahoola. Paper No. 15 is on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is on the former state of the Hindu Females considered with reference to the cultivation of letters, marriage, seclusion, and concluded with remarks as to the real advancement of every country depending on the education of Females. Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of a Japanese Lucretia. Paper No. 18 is a Tale illustrative of a Good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20 is a Tale showing what a Holy Woman can do.

রামারতিহুকা

(३) शृहकथा, खी निका-कानकती विद्या । मध्या > ।

হরিহর ও তাঁহার স্থী পদ্মাবতী আপনাদিগের কলার শিক্ষার বিষয়ে যে কথোপ-কথন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তার পূর্বক লেখা যাইতেছে।

পদ্মাবতী। ওগো, আমাদের মেয়ে কামিনীর প্রায় আট বংদর বয়দ হইল, ভাল একটি বর দেখ, বিয়ের সময় হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্ম এত ব্যস্ত কেন ? কন্তার বয়ংক্রমই কত, আরও চার পাঁচ বংসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পদ্মাবতী। ওমা আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন করে আইবড় রাখ্বো? বার তের বছরের মেয়ে আইবড় থাকিলে লোকের কাছে কেমন করে মৃথ দেখাব? আর ছোট ব্যালা বে দিতে কি তোমার সাদ যায় না? অধিক ব্যুদে বিয়া দিলে একটা মন্ত দিক্ধাব্ড়ে জামাই আস্বে, ছেলে ব্যালা বে দিলে ছোট জামাই হবে—দেখ্তে ভাল—শুন্তে ভাল—যেমন পুতুল খেলার মত।

হরিহর। অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের দোষ গুণ পরে বলিব; এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়ে কি পর্যন্ত লেখা পড়া শিথিয়াছে বল দেখি। আমি পুনং তোমাকে কহিয়াছি, বাড়ীর গুরুমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন ক্যাকে পাঠাইয়া দেও, পাঠাও কি না ?

পদ্মাবতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিত্ম, মেয়ে বড় অল্বড্যা, অস্থির, পাঠশালা হতে পালিয়া আস্তো, আর ছেলে মামুষ খেলাতেই মন।

হরিহর। এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই ? এ তো ভাল কর্ম হয় নাই, কন্সার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ !

পদাবিতী। এমন মন্দই বা কি, মেয়ে মান্ত্য লেথা পড়া শিথে কি কর্বে ? সে কি চাকরি করে টাক। আনবে ? মেয়েছেলে লেখা পড়া শিথলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিল্প, সেথানে মাসী মামী পিসী সকলেই আদিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা উপস্থিত হুইলে তাঁহারা সকলে বল্লেন মেয়ে মান্ত্যের লেখা পড়া শেথায় কাষ কি ? আবার কেউ২ বল্লেন, মেয়ে মান্ত্য লেখা পড়া শিথলে বিধবা হয়। মাগো মা! সে কথাটা শুনে অবধি-মনটা ধুক পুক করছে। কাষ নাই বাবু আর লেখা পড়ায়

কাষ নাই ! মেয়ে আমার অমনি থাকুক। যে কয়েক দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্মে ঠাকুরের কাছে তুলদী দেওয়াবো।

হরিহর। লেখা প্ডার প্রতি তোমার এত ছেষ কেন ? তুমি যে সকল কথা বলিলে ক্রমেং তাহার উত্তর দিতেছি। শুন—শিক্ষা তুই প্রকার—জ্ঞানকরী ও অর্থকরী*। জ্ঞানকরী শিক্ষাতে স্থবিবেচনা ও ধর্মে মতি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জনের পথ। পুরুষের এই তুই প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। বল দেখি, উত্তম বিবেচনা ও ধর্মে মতি এবং উপার্জনের ক্ষমতা যে পুরুষের না থাকে, সংনারে তাহার কি গতি হয় ?

পদাবতী। এমন পুরুষের কোথাও মান থাকে না। বাহিরে দশ জনার কাছে বস্তে পান না, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রও দূর ছি করে। আর২ লোকের কথা কি দশবার ডাকিলে চাকরেরাও এক ছিলিম তামাক দেয় না। যেমন আমার বনপো মূর্য হইয়া গোঁয়ার গাঁজাথোর ও চোর হইয়াছে তাহাকে যে দেখে সেই দূর ছি করে। কিন্তু আমার ভাইপো লেখা পড়া শিথে ভাল হয়েছে ও দশ টাকা উপায় করতেছে। তার কেমন মান সম্ভ্রম! লেখা পড়া না শিথিলে পুরুষের বাঁচা মিথা।

হরিহর। তুমি স্বীকার করিলে পুরুষের শিক্ষা করা আবশ্যক, কেননা তদ্ভাবে অবিবেকতা, হন্ধর্মে প্রবৃত্তি ও অর্থোপার্জনে অক্ষরতা হওয়াতে জীবন রূথা হয়। তবে স্বীলোকের সন্বিবেচনা ও ধর্মজ্ঞান হওয়া কি আবশ্যক নহে ? যে স্বীলোকের সন্বিবেচনা ও ধর্মে মতি না হয়, তাহাকে কি তাহার স্বামী ভাল বাদে ও সন্তান সন্তুতি কি মনের সহিত সন্মান করে, না তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন ? যে গৃহের গৃহিণীর সন্বিবেচনা ও ধর্মে মতি নাই, সে গৃহ ত্বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেথানে শীঘ্র অলক্ষ্মীরও দৃষ্টি পড়ে। পদ্মাবতী। কিসে সন্বিবেচনা হয় ও সন্বিবেচনা কাহাকে বল ? অনেক মেয়েমাছ্ম্য লেখা পড়া করে না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বেশ বিবেচনা — যেমন আমার মেজো ভাজ। কেমন আটো শাটা — সকলকে নিয়ে সংসার করতেছে। সকলেই বলে, তাহার বৃদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল।

হরিহর। তোমার মেজ ভাজ শেয়ানা বটে, কিন্তু সর্বপ্রকারে চৌকোস নহে।
তিনি চারি আনার বাজারের এক আনা কস্তর কাটিয়া বাঁচাইতে পারেন কিন্তু
কি প্রকার আহার ও নিয়ম পালন করিলে ও কোন্ স্থানে থাকিলে সন্তান
সন্ততি ভাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

^{*} শ্রেণী অল্প করিবার জন্ম "জ্ঞানকরীর অন্তর্গত নীতিকরী" করা গেল।

করিতে হয়—কি প্রকারে ভাহাদের সতুপদেশ হইতে পারে,—কি প্রকার ব্যক্তির স্থিত তাথাদের স্থবাস করা উচিত—কি প্রকারে তাথাদিগের সংসারের উন্নতি হইতে পারে এ সকল বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র বৃদ্ধি নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র পীডিত হইলে ডাক্তার কহিলেন, শীঘ্র ভাল স্থানে না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাজ কহিয়া বসিলেন, আমি ছেলেকে কোথাও পাঠাব না—এত কাল কি লোকে বাটীতে থেকে আরাম হয় নাই ? তাহাতে তিন মাদ পরেই তাঁহার সেই পুত্রটী মরিয়া গেল। অপর তাঁহার দিতীয় পুত্র যাদবের চটুগ্রামে উত্তম কর্ম হইয়াছিল, দে যাত্রা করিয়া যায় তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন— "বাবা রে তোকে না দেখে কেমন করে থাকব", স্থতরাং যাদবকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। সে তদবধি নিদ্ধনা হইয়া ঘরে থাকাতে এমত জড়ভরত হইয়াছে ছে, তাহার মাদে ১০ টাকা উপার্জন করা ভার। যদি চট্টগ্রামে যাইত, তবে বিষয় কর্মে পড়ে তাহার বুদ্ধি প্রথর হইত ও ২০০৷৩০০ টাকা উপার্জনের ক্ষমতা হইত। অক্সাত্য পরিবারেতেও এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ভাল শিক্ষা না रुवेल जान वित्वहना रुग्न ना। स्ववित्वहना ट्या शास्त्र कन नम्न त्य राज वाजाहे-লেই পাবে। তাহা উপার্জন করিতে সাধনার আবশুক হয়, সেই সাধনা জ্ঞানকরী বিছা শিক্ষা। তুমি লিজ্ঞাসা করিয়াছ স্থবিবেচনা কাহাকে বল? ভাহার উত্তর এই, ষাহাতে দূরদৃষ্টি আছে তাহাকেই স্থবিবেচনা বলি। যে কর্মে আপাতত: লাভ অথবা সুথ, কিন্তু পরে ক্ষতি অথবা কেশ, দে কর্মে দ্রদৃষ্টি নাই, স্ক্তরাং তাহা স্থবিবেচনা শৃন্ত।

পদাবতী। তুমি যে স্বিবেচনার কথা বলিলে তাহা পুরুষের পক্ষে আবশুক হইতে পারে, মেয়ে মাত্রষের তাতে কাষ কি? মেয়ে মাত্রষ বাটনা বাট্বে কুট্ন কুট্বে, তুদ জাল দেবে, রাধ্বে, বাটা সাজাবে ও ঘর কন্নার আর্থ কর্ম কর্বে, তাদের দূরদৃষ্টিতে বা কাষ্ট কি ও স্থবিবেচনাতেই বা কাষ কি।

হরিহর। তুমি ষে সকল গৃহ কর্মের কথা বলিলে তাহা দ্রীলোকের জানা আবশুক বটে, কিন্তু কেবল তাহা জানিলেই তো হয় না। পিত্রালয়ে থাকুক অথবা শশুর বাটাতেই থাকুক, স্থবিবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিরপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। বিবেচনা পূর্বক অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া ব্যয় করিলে স্বামির অধিক আয় হইলেও প্রতুস হয় না, এজগু ন্ত্রীলোকের স্থবিবেচনা সর্বদা আবশুক হয়। অপর স্বামির আয় দেখিয়া কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিরপ স্থায় ও কোন বিষয়ে ব্যয় কিরপ আয় স্থবিবেচনা না থাকিলে এসকলও ব্রিতেপারে না। রামহরির মাদিক বেতন ৩০ টাকা, তাঁহার স্বী ধুমধামে এতে রত ষে

তাহার পুত্তের পুনবিবাহ কালীন স্বামিকে ১০০ টাকা কর্জ করাইয়া কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু যে বাটীতে আছেন তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, একটা ঝড় আদিলেই চাপা পড়িয়া মরিবেন, তাহা ভাল করিতে চাহেন না। রামহরি মাদে২ যে টাকা গুলি পান আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেন—তিনি কি করিবেন ? হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীও এরপ। পুত্র কন্থার জন্ম সর্বদা জরির পোশাক খরিদ করিতে-ছেন, কিন্তু বাটীর নিকট একটা নরদমা আছে, তাহাতে ময়লা পোরা, তুর্গন্ধে নিকটে থাকা যায় না, ও পরিবারের পীড়া দর্বদা হইতেছে, পাঁচ টাকা থরচ করিলে তাহা পরিষ্কার হয়, সে ব্যয়ে তিনি অতি কাতর, কেবল জরির কাপড় পরাইয়া দশজনকে ছেলে দেখাইবেন সর্বদা এই সাধ, কিন্তু তাহাদের গা খোস পাঁচড়ায় গলিয়া পড়িয়াছে, কখন পরিষ্কার করান হয় না! প্রতিদিন পাঁচ সাতথানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, কিন্তু পচা সড়া দ্রব্যের কিছুমাত্র বিচার নাই, তাহ। অপেক্ষা টাট্কা দ্রব্যের তুই একটা ব্যঞ্জন করিলে সন্তানাদি শারীরিকও ভাল থাকে, ও ডাক্তারের ব্যয়ও বাঁচিয়া যায়। স্থবিবেচনা থাকিলে এই সকল কর্ম কাহাকেও বলিতে হয় না। এইরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে, স্থামির নিকটে থাকিলেও স্ত্রীর স্থবিবেচনা ব্যতিরেকে গৃহ কর্ম উত্তমরূপে নির্বাহ হয় না। স্বামী যদি বিদেশে থাকে, অথবা মরিয়া যান, তবে স্ত্রীর স্থবিবেচনা নানা বিষয়ে ও নানা প্রাকারে দর্বদাই আবশ্যক হয়, তথন স্ত্রীলোককে গৃহিণীর কর্ম করিতে হয় ও কর্তার কর্মও করিতে হয়—তৎকালীন স্থবিবেচনা না থাকিলে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়, ও গৃহ এলো মেলো হয়ে পড়ে, এবং সন্তান সন্ততিও মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও ভূরি২ প্রমাণ দিতে পারি।

পদ্মাবতী। এই কথাটী তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাকার মেয়ে ৩০ বংসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহাকে লেখা পড়া তাল শিখাইয়াছিল। তাহার ভাশুরপো ও জ্ঞাতিরা তাহাকে কাঁকি দিবার জন্ম কত চেটা করে, কিন্তু দে মেয়ে মান্ত্রম, হিসাব পত্র ভাল ব্রতো ও তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল ছিল, এজন্ম এক পয়সাও কেহ ঠকাইতে পারে নাই, কিন্তু আমার মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানে না, তাহার স্বামী মরিলে পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধূলা দিয়া সব লুটে পুটে লয়েছে, আজ খান এমন যোও নাই। হরিহর। তবে দেখ দেখি, স্থীলোকের স্থবিবেচনা থাকাতে কত উপকার? ইহা গৃহকর্মে লাগে—স্বামির কর্মে লাগে—সন্থানাদির কর্মে লাগে— নিজের ক্মেতেও লাগে। স্থবিবেচনা লেখাপড়ার চর্চার দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্থানকে প্রথম শিক্ষা দেন। যে শিক্ষা সে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয়, এমত নহে। নানা প্রকার স্নেহ ও আদরের কৌশলে মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন, ঐ হিতাহিত বাক্য তৎকালে শিশুর মনে যেমন বদে, এমন পার্ঠশালায় পড়াতে হয় না, কিন্তু এদেশে খ্রীলোকেরা লেথাপড়া শিথে না, তাহারা সন্থানকে কেমন করিয়া সং উপদেশ দিবে ? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ, সে কি অন্ত অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া ঘাইতে পারে ? এদেশে য়ভাপি স্বীলোকেরা লেথাপড়া জানিত, তবে সন্থানদিগের স্থাশিক্যা অন্ন বয়সে অনায়াসে. হইত। ও তাহারা যে কুকথা ও কুরীতি শিখিত, ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর স্থীলোকের লেথাপড়া জানাতে আরও এই এক উপকার যে, জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি হইলে মন আমোদে থাকে, ব্যর্থ কথায় কাল ক্ষেপণ হয় না, এবং সার ও অসার বোধ হয় ও শীঘ্র কুমতি হয় না।

জ্ঞানকরী বিভা শিক্ষায় ধর্মে মতি হয় কি না, ও অর্থকরী বিভা স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কয়েকটি কথা রহিল তাহা পরে বলিব, অভ অধিক রাত্রি হইল।

পদাবতী। থুব ব্যানে লিথাপড়া শিথেছো। আমার বৃদ্ধি শুদ্ধি মুরিয়ে দিলে— আমাকে নিক্তর করিলে। কথা গুলনতো ভাল বলিলে। কাল রাত্রে একটু সকাল২ বল্তে আরম্ভ করিও।

(২) গৃহকথা, স্ত্ৰী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিজা। সংখ্যা ২ ।

পদ্মাবতী। কাল রাত্রে বলিয়াছ জ্ঞানকরী বিভায় স্থবিবেচনা জন্মে, তাহাতে ধর্মে মতি কি রূপে হয় বল দেখি ?

হরিহর। ধর্ম হই প্রকার,—প্রথম প্রমেশ্বরের প্রতি একান্তিক ভক্তি, দ্বিতীয় সংসারে সংকর্ম করা। প্রমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্ম মনের সহিত ধ্যান উপাসনা ও আত্ম স্বভাব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও প্রমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্কল ধ্র্মের মূল, তথাচ সংসারে সং কর্ম করা কি উপায়ে হয় বল দেখি?

পদাবতী। মা খ্ড়ী ও অক্তান্ত দশ জন প্রবীণ মেয়ে মানুষ যেমন করে তেমন করিলেই ভাল কর্ম করা হয়।

হরিহর। তবে ভাল কর্ম করাতে অক্সের উপদেশ অথবা সহবাসের অপেক্ষা হইল।
বিনা উপদেশেও কেহথ আপন স্থন্তভাব বশতঃ সংকর্মে প্রায়ুত্ত হয় বটে, কিন্তু
সকলে হয় না। যেমন দশটা বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—মাটিতে ফেলিলেই
অনায়াসে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারা করিতে গেলে জল সেচন ও অক্যান্ত

উপায়ের আবশ্যক হয়। যগুপি মা খুড়ী ও অক্যান্স স্ত্রীলোক সংসারে সংকর্মে সর্বদা রত থাকেন তবে, তাঁহাদিগের উপদেশ অথবা সহবাসই শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাতেই ধর্মে মতি হয়।

পদাবতী। সংসারে স্ত্রীলোকদিগের ভাল কর্ম করা কাহাকে বল ?

হরিহর। স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন আপন সভীত্ব রক্ষা করিবে। স্থামী ক্বভী হউক বা অক্বভী হউক তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্ত পুরুষের প্রতি মনন্ও মহা পাপ। পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে। এতদ্বাতিরেকে পুত্র কন্তাকে সমান রূপে স্বেহ করিবে। পিতা মাতা, শশুর শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাভা, ভাশুর ও অন্তান্ত রেলাককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাভা ও দেবরাদিকে পুত্রবং দেখিবে। দাস দাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জ্ঞাতি ও পল্লীস্থ কাহারো হিংসা করিবে না। স্থামী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য সম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলক্ষারে ভূষিভা হইলেও দন্ত ত্যাগ করিবে। আপন ক্ষতি হইলে অন্তের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও স্থহদগণ ক্লেশে পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহাম্য করিবে। অনাথ, দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টি গোচর হইলে শক্তি অনুসারে ত্রংথ মোচন করিবে। কথনো ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া, সকলের প্রতি সর্বদা নম্মভাবে ব্যবহার করিবে। যে স্ত্রীলোক এই সকল সাংসারিক ধর্ম করে, তাহার যশঃ চিরকাল সংকীর্তন হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতী। হাঁ, তা বটে তো, এমন তর মেয়ে মাহ্মষ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! আমরা থে সকল মেয়ে মাহ্মষ দেখি, তাদের এ সব ধর্ম তুটা একটা আছে, সব কোথা ? মলো! কেহ বা স্থামিকে দিবারাত্রি কটু বাক্য বলে, কেহ বা ঠেকারে ফেটে মরে, কেহ বা মিথ্যা কথা লইয়া কোঁদোল করিয়া বাড়ী ফাটায়, কেহ বা গুরুতর লোকের সাম্নে দম্ভ করে, কেহ বা জ্ঞাতি অথবা অন্তের হিংসাতে শরীর ঢালে, কেহ বা আপনার বেশ ভ্যণেই ব্যস্ত থাকে, অত্যে বাঁচলো, কি মরিলো, একবার ফিরিয়াও দেথে না। কিন্তু এসব দোষ কি লেথা পড়া শিথ্লে যায়?

হরিহর। মূর্যতা অথবা অসত্পদেশে মনের প্রকৃত ধর্ম নষ্ট হয়, স্কৃতরাং ভাহাতে কুমতি জন্মে, কিন্তু সত্পদেশ ও সাধুসঙ্গ হইলে মনঃ ক্রমে নির্মাল হয়, তাহাতে ধর্মে মতি জন্মে। যেমন উত্তম দেশে বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিলে—উত্তম দ্বা ভোজন করিলে—নিয়ম পূর্বক থাকিলে শরীর নীরোগ ও বলবান হয়, তেমনি সত্পদেশ পাইলে ও সাধু সঙ্গ করিলে মনঃ বিশুদ্ধ হইয়া ধর্মে রত হয়।

দেখ এদেশে বেশার কলা প্রায় বেশাই হয়, কারণ বাল্য কালাবিধি কুদদে থাকে ও অসত্পদেশ পায়, কিন্তু বিলাতে অনেকে বেশার গর্ভে জন্মিয়াও পিতার সত্পদেশে এমত ভদ্র আচার শিথে যে, কতং ভদ্রলোক তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহ যুক্ত হয়; অতএব সত্পদেশ ও সংস্করে কেমন ফল দেখ। পদ্মাবতী। ও মা, ভদ্রলোকে বেশার কলাকে কেমন করে বে করে গো! যে বে করে ভার জাত ধায় না ?

হরিহর। ইংরাজদিগের জাতি কর্মাধীন,—সংকর্মে থাকে, কুকর্মে যায়। দে যাহা হউক, এ কথার বিন্তার পরে কহিব, সত্পদেশ ও সংসঙ্গের কড গুণ, দেখ। পদ্মাবতী। সত্য বটে,—আমার একটা কথা মনে পড়িল, বলি শুন। আমার বাপের বাড়ীর দরম্বান শীতল সিংহের হুটী মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মরে গেলে একটা মেয়ে পাচালির দল করিয়া বেখা হইয়াছে, আর একটা আগড়্পাড়ার বিবির স্কুলে পড়িয়া এক জন ঋষি কিষ্টকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম জানেন, কিন্তু শুনিতে পাই, এ ছুঁড়ী ভাল আছে, তার ব্যবহার ভদ্রলোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয়, ভাল উপদেশে পাইয়া ভাল হইয়াছে। ভাল—ভাল উপদেশে কেমন করে ভাল হয়?

হরিহর। আমাদিগের মন অতি কোমল, ষেমন একটি চারাকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে নোয়াইতে পারি, মনও তত্রপ—স্থপথে যাইতে পারে, কুপথেও যাইতে পারে। কিন্তু মনকে নিয়ত স্থপথ গামি করিতে গেলে বাল্যাবস্থা অবধি সত্পদেশ ও সংসঙ্গের আবশুকতা হয়। নীতিকথা ও ধর্মোপাখ্যান শুনিলে সদ্ভাব ও স্থসংস্কার জন্মে এবং সাধুলোকের সহিত সহবাস করিলে ঐ সন্ভাব ও স্থসংস্কার দৃটতের হয়। বিভাস্থন্দর দৃতীবিলাস চন্দ্রকান্ত ও এরপ পুত্তক পড়িলে স্থশিক্ষা বা সত্পদেশ হয় না। কিন্তু উপর উক্ত নিয়মামুসারে যাহার শিক্ষা হয়, সে বালক হউক—অথবা বালিকা হউক অবশু তাহার ধর্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। কেন ?

হরিহর। সং কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও শ্রবণ করিলে কুকথা শ্রবণ বা চিন্তন প্রায় রহিত হয়। সংস্কার আভ্যাসাধীন—থেরপ অভ্যাস করিবে সেইরপ সংস্কার হইবে, কতককাল ক্রমাগত সত্পদেশে রত থাকিলে অসত্পদেশ প্রায় ভাল লাগে না, স্বতরাং ক্রমে২ ধর্মে মতি হইতে থাকে।

পত্মাবতী। একথা সভ্য, কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিব ?

হরিহর। আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দময়ন্তীর উপাখ্যান শুন, তখন মন সভাবে পরিপূর্ণ হয় কি না ? দে সময় কুকথা শ্রবণে অথবা চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অর্থাৎ দৎকর্ম ব্যতি-রেকে সকলই অসার বোধ হয়। যতপি ক্ষণিক সত্পদেশে মনের এতাদৃশ গতি হয়, তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও ধর্মোপাখ্যান পঠনে ও শ্রবণে কি বিপরীত ফল হইতে পারে ?

পদ্মাবতী। বটে, এ কথাটি আমার মনে বডেডা ভাল লাগ্লো।

হরিহর। জ্ঞানকরী বিভাতে কি প্রকারে স্থবিবেচনা ও ধর্মে মতি হয় তাহা শুনিলে। স্থীলোকের অর্থকরী বিভাশিক্ষা করা আবশুক কি না পরে কহিব, অভ রাত্রি অধিক হইল বিশ্রাম করি।

পদাবতী। তুমি কথাগুলা সাজিয়া গুজিয়া বেশ বল, এ সব ইংরাজী পড়িয়া শিথিয়াছ—না ?

(৩) গৃহকথা, ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিছা। সংখ্যা ৩।

পদাবতী। মেয়ে মান্থবের অর্থকরী বিভা শিথিবার প্রয়োজন কি ? মেয়ে মান্থ কি জামা জোড়া পরিয়া কুঠি যাবে ?

হরিহর। স্ত্রীলোকের অগ্রে গৃহকর্ম শিথা উচিত কেননা, রন্ধন করা—বাটনা বাটা—কূটনা কোটা—কূধ জাল দেওয়া—বড়ি ও আচার করা—ভাগুরের হিসাব রাথা—দাস দাসীকে শাসনে রাথা ইভ্যাদি কর্ম উত্তমক্রপে না জানিলে ভালমতে সংসার চলে না। পুরুষ অর্থোপার্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিছা অভ্যাস করে বটে কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহা জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দশিতে পারে।

পদ্মাবতী। মেয়ে মাহুষ আবার কবে রোজকার করিবার বিছা শিখেছে গা? মেয়েতে কবে পাগড়ি বেঁধেছে?

হরিহর। স্ত্রীলোকে পাগড়ি বান্ধিয়া কুঠি না ষাউক, কিন্তু গৃহে বদিয়া শিল্পকর্ম করিতে পারে, ঐ শিল্পবিছাতে অর্থের উপার্জন হয়, এইকারণ শিল্প বিছাও অর্থ-করী বিছার অন্তর্গত। ঐ শিল্পকর্ম নানা প্রকার ষথা—দেলাই করা, রিপু করা, কাপড়ে ঝাড়বুটাতোলা, ছাঁচ ঢালা, মোমের ও অন্থান্ত দ্রব্যের গড়ন গড়া, থেকনা তৈয়ার করা, নক্সা করা এবং চিত্র করা ইত্যাদি।

বিলাতে ও এ দেশে দীনত্ব:খি স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম করিয়া কিঞ্চিংই অর্থ উপার্জন করে, তাহাতে তাহাদিগের সংসারে ব্যয়ের অনেক দাহায্য হয়, ইংরাজী পুস্তকে বে ক্ষুত্রই ছবি দেখা যায়, বিলাতে প্রথমে তাহা কাঠের উপর অঙ্কিত করে, পরে দীন দরিত্র স্ত্রীলোকেরা তাহা খুদিয়া দেয়, এ দেশেও চুব্ড়ি, কাঠের ছোট বাটি, লাটিম ইত্যাদি হুংথি স্থীলোকেরা প্রস্তুত করে। বিলাতে মধ্যবর্তী লোকের স্থী-লোকেরা স্থাটের কর্ম ও পোষাক তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে, এদেশে ঐ অবস্থার স্থীলোকেরা চরকা ও আসনা স্তা কাটে, গুম্দি ভাঙ্গে, চুলের দড়ি প্রস্তুত করে, কাপড়ে বুটা তোলে, পশমের জুতা বোনে ও থয়েরের গড়ন গড়ে।

অপর বিলাতে বড়মান্থবের স্তীলোকেরা নানা প্রকার শিল্প ও সংগীত বিভা শিথে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা ঐ প্রকার প্রকরণে মন নিযুক্ত রাথে। এদেশে ভাগ্যবন্ত মনুন্তদিগের স্তীলোকেরা ইদানীং শিল্পবিভার কিছুই চর্চা করেন বটে, কিন্তু ভাহাতে যে কি উপকার তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

পদ্মাবতী। তাহাতে আবার কি উপকার ? যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগের ঐ শিক্ষায় সংসারের অপ্রতুল ঘূচিতে পারে বটে, কিন্তু বড়মামুষ লোকের মেয়েদের শিথিবার আবশুক কি ?

হরিহর। ত্রীলোক মাত্রেরই পরিশ্রমী হওয়া উচিত, কেবল আড়া গড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চূল বাদ্ধিয়া, টিপ কাটিয়া, তাদ খেলিয়া কাল কাটান শ্রেম নহে। ইহাতে অলদ স্বভাব হয়, আলস্তেতে নিজের কুমতি ও দন্তানাদির কুউপদেশ হইবার সন্তাবনা। ত্রীলোকের গৃহ কর্ম, পড়া শুনা ও শির বিভারও অন্থূনীলন করা কর্তব্য, ক্রমাগত এক প্রকার কর্ম ভাল লাগে না। কিছু কাল বা গৃহ কর্ম করিলে, কিছু কাল বা পড়াশুনো করিলে, কিছু কাল বা শির কর্মের চর্চা করিলে। বড়মান্থমিদিগের স্ত্রীলোকের শিল্প কর্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্ম বটে, কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে। পন্নী-গ্রামের ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা পুন্ধরিণী হইতে কলদী করিয়া জল আনে—রন্ধন করে,—টে কিতে ধান ভানে—চাউল কাড়েও যাবতীয় গৃহ কর্ম করে, এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তোলে ও অন্তান্থ শিল্প কর্ম করে, এজন্ম তাহার-দিগের ঔষধের ব্যয় অধিক হয় না এবং লজ্জা ও ধর্ম ভয় বিলক্ষণ থাকে। সহরের বড়মান্থবের স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমকে বাঘ দেখেন, স্ক্রহাং ডাক্ডার ও কবিরাজ ক্রমাগত লাগিয়া থাকে আর বার্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহ কর্ম করিবে—কিছুকাল পড়ান্তনো করিবে—কিছুকাল শিল্প কর্মের চর্চা করিবে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে সকল স্ত্রীলোকের দাস দাসী ও র ধুনী আছে তাহাদের গৃহ কর্ম করার আব-শ্রুক কি?

হরিহর। তোমার এ বড় ভ্রম। গ্রীক ও রোম দেশে ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকের। আপন২ গৃহ কর্ম করিতেন। গ্রীক দেনাপতি ফোশনের স্ত্রী স্বয়ং পৃষ্করিণী হইতে জল আনিতেন—তাঁহার কি দাদ দাদী ছিল না ? বিলাতে ইংরাজদিগের ভত্তথ ঘরের স্ত্রীলোকেরা নিজের পাকশালার তত্ত্বাবধারণ ও অন্তান্ত গৃহ কর্ম করিয়া থাকে, ফলতঃ গৃহিণী হইতে গেলে গৃহ কর্ম দকল উত্তমরূপে জানা আবশুক; কেবল দাদ দাদীর উপর নির্ভর করিলে এ দকল কর্ম কথনই উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না। যজিদ দাদ দাদী সত্ত্বেও গৃহিণী আপন হত্তে গৃহ কর্ম করেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের দদভাাস ও সন্তানাদির সত্পদেশ হয় এবং দাদদাদীর কর্মের প্রতিভন্ত ভায় থাকে। আর তুমি জান উত্তমরূপ রন্ধন প্রশংসনীয় কর্ম, তাহাও এক প্রকার শিল্প বিভা।

পদাবতী। শিল্পবিভা শিক্ষাতে আর কিছু ফল আছে ?

হরিহর। শিল্পবিত্যা শিক্ষাদারা শরীর ও মন ভাল থাকে ও মেজাজ উত্তম হয়।

যে স্ত্রীলোক শিল্প কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কর্মণ স্বভাব পরিবর্তন হইয়া শাস্ত প্রকৃতি হয়, কারণ এক২ টা কর্মে কিয়ৎকাল মন নিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে থৈর্ম অভ্যাস হয়। অপর সংসারে নানা প্রকার তুর্ঘটনার সন্তাবনা আছে, যথন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তথন স্ত্রীলোকের পক্ষে মনকে স্কৃত্বির করিবার উপায় নাই এই নিমিত্ত শোক উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল গত না হইলে সেই শোকের শমতা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কোন প্রকার শিল্প জ্ঞান থাকে তাহা হইলে, সময়ে২ শিল্প কর্মে মনোনিবেশ করিলে, ক্রমে২ শোক ঢাকা পড়িতে পারে, কারণ তন্ধারা অক্যমনস্কতা হয়। আর ধন চিরস্থায়ি নহে, দৈববশতঃ ধন সম্পদ নই হইলে যত্যপি পতি ত্রদৃষ্ট অথবা রোগ প্রযুক্ত উপার্জনে অক্ষম হন, অথবা তাহার হঠাৎ নিধন হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোক শিল্প বিত্যার ঘারাও কিছুকাল সংসার নির্বাহ করিতে পারে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য বটে। দয়ালবাবু বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার হঠাৎ ব্যবসাতে অনেক লোদকান হইল, তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্লেশ ভোগ
করিয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীর এমত যোত্র ছিল না যে সন্তানাদির ভরণ
পোষণ করেন—তিনি থয়েরের বাগান করিতে, কাপড়ের বুটা তুলিতে, পশমের
জুতা বুনিতে ও অন্তান্ত শিল্প কর্ম করিতে জানিতেন। সেই সকল উপায়ের হারা
কিছুহ অর্থ উপার্জন করিয়া প্রায় দশ বৎসর সংসার চালাইয়াছিলেন, পরে তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি কর্ম হয় এক্ষণে তাঁহাদের ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়াছে। দয়ালের স্ত্রী
ষ্ত্রপি শিল্প কর্ম না জানিতেন তবে আপনার ও ছেলেপুলের দশা কি হইত ?
তাহাকে কেহ একম্বা চাউল দিয়াও জিপ্তাদা করে নাই।

হরিহর। ভবে দেখ শিল্প বিভা শিখিলে কত উপকার। স্ত্রীলোক দীন কিমা

মধ্যবর্তী লোকের ঘরে পড়িলে শিল্প কর্মের দারা স্বামীকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মান্ত্র্যের ঘরে পড়িলে তাহার দারা গৃহ কর্ম ভালরূপে নির্বাহ হয়। আপন শরীর, মন ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে, আর তুর্ঘটনা ঘটিলে অস্তঃকরণকে স্থাহির করিতে ও সংসারের ক্লেশ ঘুচাইতে সক্ষম হয়। আমি যাহা বলিলাম, ভাহারঃদুটাস্ত অনেক দিতে পারি।

পদাবতী। আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চকে আঙ্গুল দিয়া বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা টোনা শিংতে আরম্ভ করিব।

গৃহকথা, প্রী শিক্ষা, মাতার দারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয় । সংখা ^৪ ।

পদাবিতী। তবে মেয়ে মান্ত্ষের শিক্ষা না হইলে ছেলে পুলের শিক্ষা হয় না ? হরিহর। স্মাতা না হইলে স্বস্তান হওয়া ভার। মাতার দারাই স্তানদিগের মনের কলিকা প্রকাশ পায়-মায়ের ধেমন মন প্রায় সন্তানাদির সেইরূপ মন হয়। দেখ কৌশল্যার দয়ালু স্বভাব ছিল, তাহা না হইলে চরুর অংশ সপত্নী স্থমিত্রাকে কেন দিবেন। তাঁহার পুত্র রামচন্ত্র কেমন দয়ালু ছিলেন! কুন্তীও বড় দয়ালু ছিলেন—জতুগৃহে চপ্তালিনী পাচটি পুত্র লইয়া ছিল তাহা সারণ হয় নাই, পরে উহা যথন মনে হয় তথন জতু গৃহে অগ্নি প্রজলিত হইয়াছে তবুও কাতর হইয়া মধ্যম পুত্রকে বলিয়াছিলেন—বাবা ! শীঘ্র যাও, চণ্ডালিনী ও তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে উদ্ধার কর। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির সত্য ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাঁহার অন্ত পুত্র কর্ণন্ড কম দয়ালু ছিলেন না। গান্ধারী দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। ছিলেন-পাণ্ডবদিগের স্থথে তাঁহার অতিশয় অস্থ হইত। হুর্যোধন ও তৃংশাসন তাঁহারই মত হইয়াছিল। এইরপে অনুসন্ধান করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়। ষাইতে পারে। ভাল হওয়। বা মন্দ হওয়া—এ বিষয়ে দন্তান মায়ের নিকট ষেমন শিক্ষা পার এমন শিক্ষকের নিকট শিথে না। সন্তান দেখিতেতে যে, মাতা মিথ্যা কথা, চুরি, কটু বাক্য কহন, গালাগালি দেওন, প্রনিন্দা, প্রহিংসা ও পরোপকার করণে অভিশয় বিরক্ত এবং সত্য শিষ্টালাপ, পরোপকার ক্ষমা ও দয়া ধর্মে সম্ভষ্ট। সর্বদা এরপ দর্শনে সম্ভানের মনোমধ্যে যে সন্তাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্ত দেশের অনেকং মহং ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃ উপদেশই মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুস্তকের দারা হয় তাহা নহে, মাতার স্বভাব, ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইতেই হইয়া থাকে— মাতা যেমন মিষ্টালাপ ও হিতাহিত বাক্য দারা সন্তানদিগকে ধর্ম পথে লওয়া-ইতে পারেন, এমন আর কাহার দারা হয় না।

পদাবতী। কই অন্যান্ত দেশের মায়ের ঘারা শিক্ষিত লোকের কথা বল দেখি। হরিহর। (১) সার উইলেম জোন্স কলিকাতায় বড় আদালতের এক জন জজ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। ইংরাজিতে মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা বড় বৃদ্ধিমতী ছিলেন, পুত্রকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া, তাহার জ্ঞান ইচ্ছা উদয়ার্থে নানা দ্রব্য দেখাইতেন। পুত্র স্বভাবতঃ জিজ্ঞাদা করিত—মা এ কি, ও কি ? তথন মাতা অতি সহজে তাহাকে ব্বাইয়া দিতেন। এইরূপ করাতে অল্ল দিনের মধ্যে সার উইলেম জোন্স অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধার্মিক দাতা অথচ পরিমিত বায়ী ও নম ছিলেন; তাঁহার সহবাসে পুত্রের সৎ চরিত্র হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য কি ?

পদ্মাবতী। স্বামী গেলে মেয়ে মামুষের ধৈর্য ধরিয়া এত করা কম কথা নয়। হরিহর। (২) গ্রে নামে বিলাতে এক জন প্রাদিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র অতি মল ছিল, আপন স্ত্রীকে অপমান ও প্রহার করিতেন, কিন্তু কেবল সন্তানের সত্পদেশের জন্ম দেই সকল অপমান ও প্রহার স্থ করিয়াও তাঁহার স্ত্রী নিকটে ছিলেন। গ্রের মাতার প্রকৃতি ও চরিত্র উত্তম ছিল, এই কারণে গ্রে সন্তাণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

পদাবতী। ও মা তবে নাকি ইংরাজেরা বিবিদের বড় আদর করে—আপনার স্ত্রীকে ধরে মারিত !

হরিহর। ভাল মন্দ লোক দকল জেতেই আছে। উক্ত প্রকার অহান্ত উদাহরণ আরও বলি স্থির হইয়া শুন। (৩) বিশাপ হাল নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রিছিলেন। তিনি আপনার পৃস্তকে লিখিয়াছেন যে, প্রমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রহাকরিতে মাতার নিকটেই শিক্ষা হয়—তিনি যথন উক্ত উপদেশ দিতেন, তথন তাহার পুত্রের মন একেবারে ঐ উপদেশে দংলগ্র হইত। (৪) জর্জ হারবর্ট নামে এক জন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি উপাসনা কালে উত্তম রূপে গান করিতে পারিতেন। চার বৎসর বয়াক্রম কালে তাঁহার পিতার কাল হয়—তাঁহার মাতা অতিশয় যত্ন পূর্বক তাঁহাকে সত্পদেশ দিয়াছিলেন ও যে২ পার্ঠশালায় তিনি পড়িতেন, তাহার নিকটে মাতা আসিয়া বাস করিয়া থাকিতেন—মাতা সর্বদা বলিতেন—"যেমন শরীর আহারাহসারে পুষ্ট হয়, তেমনি মন্দ লোকের কথায় ও কর্মে ক্রমশঃ আত্মার পাপ বৃদ্ধি হয়, অতএব পাপ না জানা ধর্ম রক্ষার উপায়

—পাপ জানিলেই পাপে দশ্ব হইতে হয়"। এ কারণে জাপন সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থা অবধি সর্বদা নিকটে রাথিয়া থেলা তুলা ও অহানিজনক কৌতুক ইত্যাদিতে কাল ক্ষেপ্ৰ করিতেন।

পদাবতী। একথা মিছে নয়—ছেলে যেমন দেখে, ষেমন স্তনে, তেমনি শিথে— তার পর আর আর কি আছে বল দেখি—তোমার কথাবাতা যে দ্রৌপদীর পাকস্থানী—ফুরায় না।

হরিহর। (৫) জন ওয়েস্লি বিলাতে এক জন বিখাত লোক হইয়াছিলেন। তিনি সদা ধর্ম পথে চলিতেন। পৃথিবীর স্থথ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংসায় কদাপি মন দিতেন না, কেবল ঈশ্বর উদ্দেশে আপন কর্তব্য কর্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেন। তাঁহার যিনি জননী, তাঁহার উনিশ বা কুড়ি বংসর বয়সে বিবাহ হয়, ক্রমে উনত্রিশটী সন্তান প্রসব করেন, তাহার মধ্যে তেরটী সন্তানকে নিকটে রাখিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। জন ওয়েস্লির মাতাকেও গৃহ কর্ম, বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্ত কর্ম দেখিতে শুনিতে হইত, কিন্তু সকল কর্ম নির্বাহ পক্ষে এমন স্থাল্লা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের এমন শান্ত প্রকৃতি ছিল বে, অতিশয় ঝনঝাটেও আপন সন্তানদিগকে উত্তম রূপে শিক্ষা করাইবেন। তাঁহার শিক্ষা করাইবার প্রণালী কি বলিব! কি রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয় তাহা পর্যন্ত ও চাকরদিগের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহারও কিছু বিজ্ব রাথেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল—যে ছেলেরা যা মনে করিবে তাহা করিতে দিলে তাহাতে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে, এরপ স্বভাব দমন না হইলে পরে জ্বর্মের রুদ্ধি হইবেক।

পদাবতী। ঐ বিবির স্থামী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই ?

হরিহর। সে রীতি ইংরাজদিগের মধ্যে নাই। এখন বলি শুন—অনেক২ মহৎ
ব্যক্তির জীবন চরিত্রে মাতৃ কর্তৃক বাল্য উপদেশের বিশেষ উল্লেখ নাই বটে,
কিন্তু অন্তান্ত আত্মদিক কথা বিবেচনা করিতে গেলে স্থস্পাষ্ট বোধ হয় যে জননী
স্থমধুর ও স্নেহযুক্ত শিক্ষাতেই সস্তানদিগের আসল শিক্ষার মূল বদ্ধ হইয়াছিল।
সম্প্রতি আর একটী কথা মনে পড়িল, তাহা বলি শুন।

(৬) ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড় পুণাবতী, লোকের সহিত দেখা হইলেও
মিটালাপ করিয়া থাকেন। তিনি দামাত আপন সন্তানাদির স্থানিকা বিষয়ে বড়
যত্নীলা, রাজপুত্র ও রাজকতা বলিয়া সন্তানেরা দন্ত না করেন, এজতা তিনি
বিশেষ করিয়া উপদেশ দেন। কথিত আছে, মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন

পার্ঠশালা হইতে মাতার নিকট আদিয়া বলিল—মা, আমাকে অমৃক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারাণীর স্বামী প্রিন্দ আলবর্ট রাগান্বিত হইলেন, কিন্তু মহারাণী স্কৃত্বির চিত্তে দেই বালককে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—তুমি রাজপুত্রকে কেন মারিয়াছ? দেই বালক বলিল—আপনার পুত্র আমার নিকট বিজাতীয় অহঙ্কারপূর্বক আমাকে অসম্মান করিয়াছিল—এজন্ম আমি প্রহার করিয়াছি। মহারাণী বলিলেন—যেমন কর্ম তেমনি ফল, তুমি উত্তম করিয়াছ, বাটা যাও।

পদাবতী। ওমা, আমরা হলে ইটা করিতে পারিতাম না।

(c) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী পরোপকারিণী। সংখ্যা c।

পদাবিতী। স্থমাতা হইলেই স্থসস্তান হয়, ও স্থমাতা হইতে গেলেই শিক্ষার আবিশ্যক হয়, এ কথাটী ব্যলাম। বোধ করি ইউরোপে অনেক স্থমাতা আছেন, তাহা ছাড়া বিবিদিণের আর কিছু গুণ আছে কি ?

হরিহর। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সেহযুক্ত ও অনেকেই পিতা মাতা লাতা ভিগিনীর জন্ম সর্বদাই যতুশীল ও অনেকে পরের বিপদ আপদে কায়িক পরিশ্রম করিতে ক্রটী করেন না, এবং সহমরণের প্রথা থাকাতে যে তাঁহারা পতিপ্রাণা, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ উপকারার্থ তাঁহারা তত তৎপর নহেন।

পদ্মাবতী। ওমা, এ কেমন কথা গো! এত ঘাট পুদ্ধরিণী অতিথিশালা কোথা থেকে হল ? এসব কীতি যে অনেক স্ত্রীলোকের হারা হইয়াছে ? এখন ভাদের নিন্দা করলেই কি হল ? নিন্দে করতে চাও কর, ভাহাদের গায়ে ফোদ্ধা পড়বে না।

হরিহর। একটু স্থির হও, আমার কথাটা তলিয়ে বোঝ। আমি ভালরপে অবগত আছি যে, অনেক ঘাট, পুদ্ধরিণী, তড়াগ, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তাইত্যাদি স্থীলোক কতু ক হইয়াছে, কিন্তু এ সকল কর্মে কেবল তাহারা ব্যয় করিয়াছেন, কায়িক অথবা মানসিক পরিশ্রম অল্লই। ইউরোপীয় কোন২ বিবিদের বিবরণ শুনিলেন আশ্চর্ম হইবে।

পদ্মাবতী। তবে একটা বিবরণ বল দেখি—ঈশ্বর কাণ দিয়াছেন শুনি। হরিহর। (১) বিলাতে বিবি ফ্রাই নামে এক জন স্ত্রীলোক ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পরোপকারে রত হয়েন। নিকটস্থ দীন দরিক্র লোকের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতৃ আলয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করেন। রামারঞ্জিকা ' ২০৭

বিশ বংসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামিব নিকট থাকিয়া পদীর হঃখী লোকের বাটী যাইয়া তাহাদের তুঃথ বিমোচন করিতেন। এইরূপে দশ বংসর গত হইলে নিউগেট নামে জেলে গিয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্থীলোক নানা অপরাধ জন্ম কয়েদ আছে। তাহাদিগের চরিত্র শোধনার্থে সর্বদা দেগানে গিয়া বস্তাদি প্রদান পূর্বক ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ উপদেশ এমত স্মিষ্ট হইত যে, তৎ শ্রুবণে তাহাদিণের অশ্রুপাত হইত। পরে উক্ত কয়েদিদিণের কুড়িটী ছেলেকে লইয়া নিত্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হওয়াতে, ভেলের অধ্যক্ষেরা विनन, ইशार्फ किছू कन शहरव ना ७ श्रान्छ नाहै। विवि क्वाहे छाहार ভগোৎসাহ না হইয়া, একটা অন্ধকার খুপরি ঘরে বসিয়া শিথাইতে লাগিলেন-এইরপ শিক্ষাতে অনেক কয়েদিদের স্বভাব পরিবর্তন হইল। অনেক২ স্থীলোক, যাহারা পূর্বে কেবল বকাবকি, কচকচি ও গালাগালি করিত, তাহারা এক্ষণে শাস্ত হইল। যাহারা বদিয়া থাকিত, আলস্তে তাহারা পাছে বিগড়িয়া যায়, এজন্য তিনি তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কয়েদিদের কর্ম করাইবার ও উপদেশ দিবার প্রথা ছিল না। বিবি ফ্রায়ের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অক্তান্ত দেশের জেলে ঐ রূপ স্থানিয়ম হইতে লাগিল, তাহাতে এই উপকার হুইয়াছে যে, জেলে থাকিয়া অনেকে পরিশ্রম দারা আপনার ভরণ পোষণ করণ বিষয়ে সত্পদেশ পাইয়া ভাল হইতেছে। অনস্তর বিবি ফ্রাই ধনশালী ভত্র লোকদিগকে বুঝাইয়া নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয় জন্ম সভা স্থাপন করান্ ও পরহিতে সর্বদাই রত থাকিতেন। এমন প্রকার হিন্দুদিগের স্ত্রীলোক रुरेटन रहेट भारत, किन्छ ज्ञां भि पृष्टे हश नारे।

পদ্মাবতী। তা বটে কিন্তু এমন প্রকার বিবিও ছই এক জন।

হরিহর। (২) মারকিনদেশে মরদর নামে এক জন গবর্নর ছিলেন। কিছু কাল পরে সরকারি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চাদবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবদি গোলামের দ্বারা চাদবাদ করে। ঐ দকল হাবদি গোলাম জ্রীত, এ প্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরদরের কেবল এক কল্যা ছিল, তাহার নাম মারগেরেট মরদর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া, তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধিনে আনেক গোলাম আছে, তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন বায় হইয়াছে, মহয়্য যে মহয়ের গোলামি করে এবং নিয়্রুর রূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না, ও গোরু ঘোড়ার ল্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রীত হয়, ইহার মূল

কেবল মহয়ের অস্থিবেচনা, এমত কর্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কথনই হইতে পারে না, অতএব এ কর্ম পাপ কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, পাপ কর্ম পরিত্যাগে যদি সর্বনাশ হয় তাহাও করা বিদেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাস-দিগকে নিদ্ধৃতি দিলেন। তাহারা পরিব্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্বাদ করিতেই গমন করিল। মারগেরেট মরস্বরের প্রচুর আয় ছিল, এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রম দারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম ক্রিয়া তিনি এক বালিকা বিত্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে তাহা দিগের পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই কথা কহিলেন বংনা পরাপ্তার করা লোকান্তর গমন করেন। তিনি সর্বদা এই কথা কহিতেন যে, বার্থ কথা লইয়া গোলযোগ অথবা পর দোষাত্মদান কিম্বা পরনিন্দা পুরুষ ও স্থালোক উভয়েই করিয়া থাকে—পরহিতে মন নিবেশই ঐ রোগের ঔষধ। যেমন পুরুষ ফল রক্ষিত হয়, তেমনি ভদ্র আলাপে স্থমতি বৃদ্ধিশীল হয়।

পদাবতী। এ হুইটী বিবিই ভাল। ওমা, এমন তর তুমি কত জান গো? তুমি ষে ভুষঞী।

হরিহর। (৩) হেনামোর নামে এক জন বিবি ছিলেন। তিনিও প্রহিতে সর্বদারত থাকিতেন। তিনি দোকানি চাষী ও অক্যান্ত লোকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি জন্ত পুস্তকাদি লিথিয়াছিলেন ও দরিদ্রলোকের সন্তানাদির শিক্ষার্থে পার্ঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ফলতঃ সং বিষয়ে ধন ব্যয় করিতে ক্রটী করেন নাই। যংকালীন তাঁহার মৃত্যু হয়, তংকালীন গ্রামন্থ যাবতীয় লোক নিকটে আদিয়া নয়ন বারি নিক্ষেপ পূর্বক আপন্য কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আর কোন মেয়ে মাত্র্য এমন প্রকার ছিল ?

হরিহর। (৪) ফ্লোরেনস্ নাইটেঙ্গেল নামে একজন অতি বড়মান্থ্যের কন্তা অন্তাপি আছেন। পিতা মাতা কর্ত্বক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহার এমন সংস্থভাব যে, যাহার দক্ষে আলাপ হইত তিনি আপ্যায়িত হইত্বেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্থভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে বে সকল দরিত্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের ত্বংখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনস্তর রাইননদী তীরস্থ এক ধর্মশালায় কতিপয় ধার্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া, রোগীদিগের দেবা ও তত্বাবধান করেন, তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগ্যন করিয়া ত্বংথিনী পাঁড়িতা নারীগণের আশ্রম্ম জন্ত যে এক ধর্মশালা ছিল

2.3 রামারভিকা

তাহার উপ্লতি করেন। এই সম্মে ইউরোপে ক্রিয়াখিণের সহিত ইণরেও ও ফরাসালের এক ঘোরতর যুগ্ধ ক্রমিয়। নামে স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপক কাল হই মাছিল। বিলাভ ও ফ্রান্স হইতে অনেক দৈল প্রেরিভ হয়। স্লোরেন্স নাইটেকেল কতিপয় ভদ ঘরের ক্লার সহিত ক্রমিয়ায় আসিয়া দৈলুবিগের ঐবধ প্রাদি প্রদান ও ধর্ম উপ্দেশবারা সান্তনা করণে দিবা রাত্রি অসীম পরিলম করেন। এণিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ-কামানের ধ্য-অবের নাদ-দৈলের কোলাংল, ওদিকে ঐ দয়াময়ী কলা অকুতোভয়ে সলেহপূবক রোগী-নিগের রোগের ষ্মুণা নিধারণে নিযুক্তা আছেন। এরপ কটে তাহার জর হয়, ভগাপি পরোপকারে বিরভ হয়েন নাই। যুদ্ধ সাক্ষ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিছা আই:সন, তংকালীন যাবতীয় লোক অসীম সন্মান পূবক ধ্রুবাদ করিয়া ভাঁহার অভ্যৰ্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অল-কার তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেনস্ নাইটেকেল আপন কতৃক ক্লতকর্ম অধিক বোধ না করিয়া স্তিশিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। খথার্থ ধানিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশ্রেই ধর্ম কর্ম করে—লোক সমাজে ধশের ভক্ত করে না, বরং আপন পুণ্য কর্মের গৌরবে কৃষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

পরাবতী। আর কোন এমনতর মেয়েমাত্র ছিল ?

হরিহর। (१) বিবি রো নামে একজন অনাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিত্র দুঃখিত ব্যক্তির জন্ত দর্বদা কাতর হইতেন। পুশুকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া যাহা উপাৰ্ছন করিতেন, ভাহা ভাহাদিগকে দান করিতেন। একবার হাতে টাকা না থাকাতে, আপনার এক ধানা রূপার বাসন বিক্রম্ম করিয়া পরত্থে বিমোচন করিয়াছিলেন। বাহির যাওন কালীন দঙ্গে দর্বদ। নানাপ্রকার টাকা থাকিত, তু:খী দরিত্র লোক দেখিলেই ধে ধেমন পাত্র তাহা থিবেচনা করিয়া দান করি-তেন। এতদ্বতিরিক ধর্ম বিষয়ক পুস্তকাদি বিভরণ করিতেন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তি-দিগকে বস্থু দিবার জ্ঞ স্বহত্তে বস্তালি বুনিতেন। পরত্বংথ তাঁহার স্থনমূকে এমন বিদীর্ণ করিত খে, তাহা শ্রবণে তিনি রোদন করিতেন অথচ স্বীয় দুঃখ সহরণ করণে অদীম দহিফুতা ছিল। লোক পীড়িত হইলে অধবা বিপদে পড়িলে ভাষ। দিগের নিকট ঘাইয়া তত্তাবধারণ করিতেন ও অনেকং হংগী বালক ও বালি-কাকে আপনি শিক্ষা করাইতেন, অথবা আপন বায়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে শতং তুঃখী দরিত্র লোক বিলাপ পূর্বক তাঁহার গুণকীতন করিয়াছিল। পদাবতী। আহা ! এমন সকল মেয়েমাছ্ষের দেব অংশে জন্ম। বাঙ্গালিদিপের মেয়েরা যদি পরহিতে রত হয় তো খেব হিংদা অনেক ঘূচে যাইতে পারে, আর অনেক মেয়ে মাত্র্য বড় কুড়ে ও অলস, কেবল ঘরে বসিয়াং থাকিয়া সর্বদাই মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

হরিহর। তবে আর একটি কথা শুন—(৬) ইটালি দেশে রোজাগোভানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতামাতা ছিল না, তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন, এ কর্মের দারা জীবিকা নির্বাহ হইত। পৃথিবীর স্থুণ ভোগ অথবা বিবাহ করণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবদ একটী कुःथौ जनात्मम वानिकारक पाथिया छाँशांत मया हरेन। जिनि छाशांदक वनिरनन, তুমি অরাথা—আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব—তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সমত হইলে রোজাগোভানা অকাগ্য অনাথা বালিকা শংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্প কর্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ দকল বালিকারা পরে আপন জীবিকা নির্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম্ব অনেক্ব মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাদ ও দোষারোপ করিয়াছিল, কিস্কু পর-মেশ্বর উদ্দেশ্য কর্মে চরমে ইষ্ট লাভ অবশ্রই হইয়া থাকে। অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্প কর্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকার প্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর রোজাগোভানা তুই এক জন শিয় লইয়া ঐরপ শিক্ষালয় অন্তান্ত স্থানে স্থাপন করিয়া, একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া আক্লান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। পত্মাবতী। এরপ প্রকার স্বীলোকেরা স্বর্গ যাইবে ভাহার সন্দেহ নাই।

(e) গৃহকথা—দ্রী শিক্ষা, সাহদ। ৬ সংখা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অত্যাবশুক। সাহস অভাবে মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি ও সংসারে নানা উৎপাত ঘটে। যাহারা প্রকৃত সাহসী তাহারা সাহসের আফ্ষালন করে না— সর্বদানম্রভাবে চলে, প্রয়োজন হইলে সাহস প্রকাশ করিয়া কার্য উদ্ধার করে। যাহারা আপন সাহসের আফ্ষালন করে তাহারা প্রায় আবশুক সময়ে ভীত হয়— তাহাদিগের সাহস কেবল আড়হর মাত্র। যেমন পুরুষের সাহস আবশুক,— তেমন স্ত্রীলোকের সাহস কিঞ্চিতপ্রয়োজনীয়। সাহস অভাবে বন্দদেশের নারীরা আপনারা যেমন ভীত, তেমনি সন্তানদিগকে ভয় দেখাইয়া ভীত করেন। পদ্মাবতী। তা কি হবে, ছেলে কেনে বাড়ী ফাটিয়ে দেয়, ভয় না দেখালে চুপ কর্বে কেন।

হরিহর। এটা বড় শ্রম! ছেলেকে অন্ত উপায়ের দ্বারা শাস্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া চূপ করান ভাল নহে। অগাবধি অনেকে ভূত প্রেত মানে না, কিন্তু বাল্য সংস্কারাধীন তৃই প্রহর রাত্রের পর ঘোর অন্ধকার স্থানে ঘাইতে পারে না ও অনেকের বাল্য সংস্কার জন্য এমন ভীক স্বভাব হয় যে, সাহস সম্বন্ধীয় কর্ম করিতে তাহাদিগের পা কাঁপে। অতএব সস্তানদিগকে এ জুজু এ কাণকাটা বলিয়া ভয় দেখান কু শিক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। প্রুষ সবল, স্থীলোক তুর্বল—স্থীলোকের দাহদ কিরূপে হইতে পারে? হরিহর। একথা কতক দূর সত্য বটে, কিন্তু দাহদ তুই প্রকার উপায়ে জন্ম। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা—ঈশ্বর উদ্দেশেই সকল কর্ম করিতে থাকিলে আপনাআপনি সাহস হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীর পৃষ্টি ও বলবান হইলে সাহস জন্মে। এতদ্দেশীয় নারীগণের যে সাহদ নাই, এমন বলিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর উদ্দেশে পতিপ্রাণা হইয়া মৃত পতির দলে কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরে? কি বিষয়ে হিন্দুজাতীয় স্থীগণের অদীম দাহদ। কিন্তু তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদির শোকে অতিশয় বিহলে হয়—হয় তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদির গোকে অতিশয় বিহলে হয়—হয় তাহারা বিগদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদির গোকে অতিশয় বিহলে হয়—দেখ অবলম্বন করিতে পারে না। যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ ফল—দেখ, স্পার্টাদেশে মুবা লোক মখন মুদ্ধ যাত্রা করিত, তৎকালীন তাহাদিগের মাতারা বলিত—দেখো বাবা! রলে কদাচ পরাজ্ম্য হইও না—রণস্থল থেকে পলাইয়া আদিবার অপেক্ষা তথায় প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়, ও মুদ্ধে ভয় হওয়া অপেক্ষা তোমার মৃত দেহ চর্মের উপরে আনীত হওয়া আমার প্রীতিজনক।

পদাবতী। ছি—ছি! একি মায়ের উপযুক্ত কথা! পাষাণহৃদয় না হলে এমন কথা বল্তে পারে না।

হরিহর। ইহার সিদ্ধান্ত পরে করিব—এক্ষণে আর একটা কথা শুন। রোমদেশে এক জন মহাকুলোদ্ভব ধনির করনিলিয়া নামে কলা ছিলেন, তাঁহার হুইটা পুত্র। তাহাদের নাম গ্রেকাই। তিনি পুত্রদিগকে উত্তমন্ত্রণে শিক্ষিত করিবার জল্ল বিশেষ যত্ন করিতেন—আপনার বেশ ভ্ষায় তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। তুইটা পুত্রই জননীর সহপদেশে বিদ্ধান ও গুণশালী হইয়াছল। একদা এক রমণী শ্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মাণিক্য অলঙ্কারে ভৃষিতা হইয়া, তাঁহার নিকট আদিয়া আত্ম সৌভাগ্যে গবিতা হইয়া জহরাতের প্রতি দৃষ্টি করিতে কহিলেন। করনিলিয়া তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার পুত্রদম্ব আদিয়া উপস্থিত হইল, তথন তিনি উত্তর করিলেন—"দেথ আমার জহরাত এই," একথা যাউক। সেই অবলা ঘরে পুত্রদিগকে সর্বদা বলিতেন—লোকে আমাকে

কবে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ভাকিবে—তোমরা অতাপিও দেশোপকারে বিখ্যাত হইলে না। পরে তাঁহার পুত্রেরা দেশের হিত জনক কর্মে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকেরা তাহাদিগের প্রতিমৃতি নির্মাণ করিয়া রাখে। করনিলিয়া পুত্রদিগের ঐ সদগতিতে কৃতার্থ হইয়া সহরের প্রান্তভাগে গিয়া বাস করেন। আত্মীয়েরা নিকটে গেলে তিনি অশ্রুপাত না করিয়া, ধীরতা পূর্বক আপন তনয় দ্বয়ের গুণ বর্ণন করিয়া মনের তৃথি প্রাপ্ত হইতেন।

পদ্মাবতী। এমন মেয়ে মাস্কুষের কথা কথন শুনি নাই—বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিহর। মূল কথা মনঃ অভ্যাসাধীন, যেরপে অভ্যাস কর সেই রপ মনের গতি হয়। স্পার্টা ও রোমদেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মদল জনক কর্মের অহরহ চিন্তা করিত, যাহার বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হইত তিনি জাতিচ্যুত হইতেন, এ কারণ তত্রতা স্ত্রীদিগের উক্ত প্রকার মনের গতি হইয়াছিল। ভারতভূমিতেও স্ত্রীজাতির এবস্প্রকার সাহসের অভাব নাই। তাড়কা রাক্ষদীর বধ নিমিত্ত কৌশল্যা রাম লক্ষণকে সাজাইয়া বিশ্বামিত্র মৃনির সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাওবেরা একচক্রা নগরে আসিলে, বকা রাক্ষসের নিকট ব্রাহ্মণপ্রের পরিবর্তে কৃত্তী স্বয়ং ভীমকে প্রেরণ করেন। রামের সহিত যুদ্ধার্থে সীতা কুশলবকে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিয়া যাত্রা কালীন এইরপ আশীর্বাদ করেন।

"কায় মনোবাক্যে আমি যদি হই সতী তোসবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি"॥

জৌপদী আপন পাঁচটী পুত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের শিবিরে ছিলেন। শ্বয়ং তাহাদিগকে রণে প্রেরণ করেন। অতএব বীর কন্তা, বীরপত্মী ও বীরমাতার লক্ষণ শ্বতন্ত্র। যে শ্বলে এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঘোর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রান্তি হইবে, সে শ্বলে সাহস হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি ? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পূর্বকালে লোকে ঐহিক স্থাদিতে মগ্ন হইত না—আত্মার অবিনাশিত্বে দৃঢ় বিশাস ছিল, তাহারা কি প্রকারে আত্মার দদগতি হইবে তদর্থই অধিক মনোযোগ করিত।

পদ্মাৰতী। কথা গুলা বেস বল্ছো।

হরিহর। পূর্বকালে ভগবতী প্রভৃতি অবলাগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া ষাইতে পারে।—সে ষাহা হউক। যাহা কথিত হইল ভাহাতেই বোধ হইবেক এদেশের রমণীগণের সা্হদের অভাব ছিল না। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করি, যাহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাতেই তাহার সাহস হইয়া থাকে। অনেকেই স্বীয় সতীত্ব রক্ষণার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহার কারণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সতীত্ব নই হইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে — এইরপ বিশ্বাস সহমরণ ও অহুমরণের মূল। অতএব স্বীলোকদিগের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না। তাহাদের কর্তব্য যে মনঃসংঘম করিয়া বিচ্ছেদ বিপদ ও বিয়োগ কালে সাহস অবলম্বন করিয়া কর্তব্য কর্মে রত থাকেন। সাহসায়িত মাতা না হইলে সাহসী সন্তান প্রায় হয় না।

(१) গৃহকথা,—ব্রীশিক্ষা, সদভ্যাস। ৭ সংখ্যা।

পদাবিতী। সংসারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম কি?
হরিহর। পুরুষএবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম পরমেশ্বরের প্রতি একান্তিক ভক্তি ও
প্রীতি করা। পরমেশ্বরের প্রতি একান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে,
মন শুদ্ধ ও নির্মল হইবে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসারাগ ইত্যাদি কুমতি মন হইতে বিগত
হইবে, ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মাদি, অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ কর্ম মনোমধ্যে আসিতে
হিবে না, নিদ্ধাম হইয়া, অর্থাৎ ফলাভিলাষ না করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই নম্রভাবে পুণ্য কর্ম করা হইবে ও মন্তুয় মাত্রের প্রতি ভাতৃবৎ ব্যবহার করিবেক,
আর অহিংসা পরম ধর্ম এই বাক্য অরণ করতঃ ক্ষমাশীল হইয়া শক্রদেরও মঙ্গল
চেন্টা করিবে। ভগবদগীতায় অন্তমাধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহা শ্রবণ কর।
"স্কৃত্ব এবং মিত্র আর শক্রু* উদাসীন, মধ্যন্থ ছেম্যোগ্য লোক, কুটুন্ব, সাধু,
পাপিন্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি যাহার রাগ ছেম, না থাকে সেই যোগী
সর্বাপেক্ষা প্রধান"।

"যে ব্যক্তি আত্ম দৃষ্টান্তে সর্ব প্রাণিতে সম দৃষ্টি করেন (অর্থাৎ যেমন স্থথ আপনার প্রিয় দেইরূপ অন্তেরে। প্রিয়, এবং ছুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয় অন্তেরও সেইরূপ অপ্রিয়, সর্বত্ত এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্বক কাহারো ছুঃখের প্রার্থনা না করিয়া সকলেরই স্থথ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই বোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।
স্মৃতিতে লেখেন যথা,—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্তে ছেষ্টরি বা সদা। আত্ম বদ্বতিতব্যংহি দুয়েষা পরি কীতিতা"।

দ্বাদশাখ্যায়ে "য়ে ব্যক্তির শক্র মিত্রে সম ব্যবহার" ইত্যাদিতে আরে। স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে য়ে
শক্রর প্রতিও দ্বেম করিবে[®]না।

"কি উদাসীন, কি বন্ধুবর্গ, কি মিত্র, কি শক্ত সকলের প্রতি আত্ম দৃষ্টান্তে যে ব্যবহার করা তাহার নাম দয়া।"

উক্ত বচনের দারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকল মন্তুয়ের প্রতিই আত্মবৎ দেখা কর্তব্য ও শত্রুর প্রতিও রাগ দেষ করা কর্তব্য নহে, তাহার কারণ এই যে, রাগ বেষ ইত্যাদি জনিতে দিলে মনের বিশুদ্ধতা ভ্রন্ত হয়। যাহার মনে মালিজ জন্মে, তিনি পরমেশ্বর হইতে অন্তর হইয়া পড়েন।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"সেই পরম পুরুষ সর্বজ্ঞ অনাদি, জগতের প্রতিপালক, তিনি ভূর্যের হ্যায় স্বপর প্রকাশক কিন্তু তাঁহার রূপ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের মনঃ ও বৃদ্ধির গোচর নহে"। ইংরাজদিগের শাস্ত্রেও লেথে যাঁহার চিত্ত নির্মল, কেবল তিনি প্রমেশ্বরকে দেখিতে পান।

পদ্মাবতী। ভাল, গীতার মতে কাহারা মোক্ষ পায়।

হরিহর। ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে।

"যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি দারা কেবল প্রমেশ্বর সেবা করে, সেই ব্যক্তি ভাবৎ গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয়''।

পদাবতী। পূর্বে যে মুনি ঋষিরা তপস্থা করিতেন সে কি ?

হরিহর। তাহাও গীতায় সপ্তদশাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"মনের নির্মলত্ব এবং অক্রুরতা ও মনন আর আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ জ্ঞানেদ্রিয় দমন আর ব্যবহারে কাপট্য শৃত্ততা এই কয়েকটী তপ্তা মনোঘার। হয়, অতএব ইহাকে মান্দ তপ্তা কহেন"।

পদাবিতী। তুমি বলিলে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আমাদিগের প্রধান কর্ম ও তাহার জন্ত মনকে শুদ্ধ করিতে হইবে, সকল পাপ কর্ম ত্যাগ করিয়া নম্র ভাবে কেবল ঈশ্বর উদ্দেশেই পুণ্য ক্রিয়া করিতে হইবে ও সকল মহয়ের প্রতি ভ্রাত্বিৎ ব্যবহার করিতে হইবে, এবং ক্ষমাশীল হইয়া শক্ররও মঙ্গল চেষ্টা করি-বেক—এটি বড় কঠিন কর্ম—কিরুপে হইতে পারে ?

হরিহর। ইহার উপায়, অভ্যাদ—গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"হে অজুন। চাঞ্চল্যাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বনীভূত করণ অসাধ্য যাহা বলিতেছ তাহা ষথার্থ বটে, তথাপি অভ্যাসে অর্থাৎ মন যথন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তথন নেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রমেশ্বরেতে অবস্থিত করা আর বিষয় বৈরাণ্য এইরূপে মন বনীভূত হয়"?

পদ্মাবতী। অভ্যাস প্রথমে কিরপে হয় ?

হরিহর। প্রথমে প্রতিদিন মনের দহিত প্রমেশ্বরকে ধ্যান ও উপাদনা করিতে হইবে—প্রমেশ্বর স্বৃষ্টিকর্তা—পালনকর্তা—দংহারকর্তা—তিনি দর্বনিয়ন্তা—দর্ব ব্যাপী—দর্বশক্তিমান—দর্বজ্ঞ—অন্তর্ধামী— করুণাময়—ক্ষমাময়—নির্মলাত্মা—শিই পালন ও তৃই দমন। তাঁহার এমনি গুণ যে, তাঁহার ধ্যান ও উপাদনায় মতির ক্রমশঃ উত্তমতা জন্মে। কেবল মুখে ঈশ্বর২ বলিলে কিছুই হইতে পারে না—ধ্যান ও উপাদনা অন্তঃকরণের সহিত করিতে হইবে এবং তদম্ঘায়ি কর্মের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফল কথা প্রমেশ্বরের গুণ দকল দর্বদা শ্বরণ করতঃ দংদারে অর্থাৎ কি গৃহে কি বাহিরে দয়া ধর্ম সত্য ক্ষমা ইত্যাদি অবলম্বন করিতে অভ্যাদ করিবেক।

পদাবতী। ধ্যান ও উপাদনা কি প্রকারে করিতে হইবে ?
হরিহর। পরনেশ্বরের শক্তি মহিমা ও গুণাদি চিন্তা করিবে। শিশুরা যে প্রকার
অকপটে ও সরল চিত্তে বাপ মার নিকট গিয়া সকল কথা করে দেইরূপে উপাদনা করিবে—পাপ করিয়া থাক তাহার জন্মে মনের সহিত সন্তাপ প্রকাশ পূর্বক
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। স্থমতির ও আত্ম বিশুদ্ধতার কারণ প্রার্থনা করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদিতা হইবেক।

(৮) গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, মনসেংহম। ৮ সংখ্যা।

পদাবতী। মনঃসংঘম কিরপে হইতে পারে?
হরিহর। গীতার মতে মনঃসংঘদের উপায় বলিয়াছি—এ পুস্তকের দ্বিতীয়
অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে "যে পুরুষ নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন তাঁহার
দেই সকল বিষয়েতে আসক্তি হইয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জয়ে, তংপরে
অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ উপস্থিত করে, ক্রোধ
হইলে কার্যাকার্য বিবেচনা হয় না, বিবেচনা শৃশু হইলে শাল্লীয় বিধি নিষেধ এবং
আচার্যের উপদেশ বাক্য স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ হয়,
চৈতন্ত শৃশু হইলে স্তরাং মৃত তুল্য হয়। মনকে বশীভূত করিয়া মনের অধীন
অথচ রাগ দ্বেষ রহিত যে ইন্দ্রিয় সকল তল্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি

পদাবিতী। এতো ভন্লাম—বে ব্যক্তি গৃহী দে বিষয় ভাবনা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ?

হরিহর। মনঃসংযমই আসল কথা—মনঃসংষম হইলেই রিপু সকল দমন হয়, এটা কেবল অভ্যাসের ধারা সাধন করা যাইতে পারে। আমাদিগের মতে মন্থ- ছের ছয় রিপ্—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ। ইংরাজী মতে ইহার শ্রেণী ভিন্ন, কিন্তু প্রধান রিপু তুই—অক্তান্ত রিপু সকল প্রায় ইহাদিগের অন্তর্গত। দেখ, কাম লোভ মোহ ইত্যাদি প্রেমের অন্তর্গত, ক্রোধ মদ মাৎসর্থ ইহাদিগের মূল ম্বাণ। প্রেম ও ম্বাণ বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য হইলেই ভাল মন্দ হয়, একারণ ভৌতিক ও অযোগ্য বস্তু এবং ব্যক্তিতে প্রেম না জয়ে ও কাহার উপর ম্বণা না হয় এমত চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার গুণ দকল মনেতে স্বদা জাগরক থাকিলে প্রেমের ভাগ তাহাদিগেরই উপর অধিক হইবে—তাহার পর পরিবার বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির উপর হইবে। ম্বণা হইতে অহক্তার, দ্বেম, হিংদা, রাগ, পরন্রোহিতা ইত্যাদি জয়ে। এই সকল রিপু দমন না হইলে মন শুদ্ধ হয় না।

পদ্মাবতী। ছেষ হিংসা কি রূপে দমন হয়?

হরিহর। ইহার উপায় প্রথমে আত্ম গৌরবে রত না হওয়া—আমি ও আমার দফদ্ধীয় যাহা তাহাই ভাল, পর দফ্দ্ধীয় যাহা তাহাই মন্দ, এরপ চিস্তাতে অহ-ক্ষার উৎপন্ন হয়। অহন্ধার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাচ্ছীল্যতা ও ঘুণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, স্কৃতরাং তাহাতে দ্বেষ হিংদার প্রাবল্য হইয়া উঠে। আত্মগৌরবে রত না হইবার উপায় ঈশরের মহৎ ও অভ্যুত সৃষ্টি ধ্যান করত আপনাকে নম্র জ্ঞান করা ও অত্যের দোষ মনে আন্দোলন না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার দোষ যথার্থ রূপে অন্থসদ্ধান করা। যথন দ্বেষ হিংদা মনে উদম্ব হইবে তথন বিবেচনা করা কর্তব্য যে, দ্বেষ হিংদা করিলে কি উপকার? তাহাতে মন স্থি হয় না অস্থিথ হয় ? হিংসক চিত্তের দণ্ড এইক্ষণেই হয় ও অস্তে মন্দ গতি প্রাপ্তি হয়। যাহাদিগের প্রতি দেষ হিংদা কর তাহাদিগের যদি কোন গুণ না থাকে তবে তাহাদিগের জন্ম হুংথিত হও, দ্বেষ হিংদা কেন করিবে ?

পদাবতী। রাগের শমতা কিরুপে হইতে পারে ?

হরিহর। রাগ কতদ্র থাকা কর্তব্য-পাপ, কুকর্ম, অত্যাচার, ইত্যাদি দর্শন অথবা শ্রবণে রাগ হওয়া উচিত, কিন্তু দে রাগ এছেদ্র হওয়া উচিত নহে, ষাহাতে মনের মালিক্ত জন্ম অথবা অহিতজনক কর্ম করিতে ইচ্ছা হয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগকে মারিতে আইদে, তবে অবশুই আত্ম রক্ষা করিতে হইবেক, কিন্তু অল্প বিষয় লইয়া রাগ প্রকাশ করা স্থবৃদ্ধি লোকের কর্ম নহে। রাগ অহক্ষার হইতে উৎপন্ন হয়—অহক্ষারের ভাগ অল্প থাকিলে রাগের অল্পতা হইবে। যৎকালীন রাগের উদয় হয় তৎকালীন দমন করিতে চেটা করিলে দমন হইতে পারে—অগ্নির শিথা শীঘ্র নির্বাণ হইতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞালিত হইয়া

উঠিলে নির্বাণ কট দাধ্য হয়। রোমদেশের এক জন রাজা রাগের উপক্রম হই-লেই বর্ণমালা পাঠ করিতেন। তাহার তাৎপর্য ঐ সময়টুকুতে রাগের থবঁতা হইবে। আমাদিগেরও দেইরপ চেষ্টা করা উচিত। রাগ উপস্থিত হইলেই একটু থামিয়া গেলে রাগ পড়িয়া যায়। যদি কেহ নিন্দা অথবা অপমানের কথা কহে, তাহা লইয়া আন্দোলন না করিয়া বিশ্বত হইলেই রাগের অল্লতা হইবেক। যদি শেকু মিত্রের" প্রতি সমভাব করা উচিত হয়, তবে রাগ প্রজ্ঞালিত হইলে সে কার্য কিরপে নির্বাহ হইবে?—যেমন বেষ হিংসা নম্রস্থভাব দারা থব হয় রাগও তেমনি নমতায় বশীভূত হয়—অভ্যাস এ প্রকার করিতে হইবে যেন নমতাবে সহিফুতা পূর্বক পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ চিন্তা না করিয়া মন্দল চিন্তা হয় ও কেবল দয়া সত্য বিস্তীর্ণতা জন্য মনকে সদা নিযুক্ত রাথা যায়।

পদ্মাবতী। ভাল, তুমি সর্বদা বল ছেলেপুলেদিগকে ভন্ন দেখাইও না—ভন্ন কি রূপে দমন হইতে পারে ?•

হরিহর। "ভয় করিলে যারে না থাকে অন্তের ভয়—" এইটা সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। মহুস্ত যদি ধর্ম পথে থাকে তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়— তাহার আর কি ভয় হইতে পারে ? যে মাহুষ অধর্মে রত তাহার কি ভয়ের সীমা আছে ? সে ব্যক্তি সর্বদাই আতঙ্ক ও ভয়েতে থরথর করিয়া কাঁপে। কিন্তু কতক গুলিন ভয় বাল্যসংস্কারাধীন, যথা অন্ধকার ঘরে থাকা, ভূত প্রেতের আশক্ষা, জল অগ্নি অথবা কোন্ বৃহৎ বস্তু দেখিলে অস্থির হওয়া। এজন্য শিশু-দিগের শিক্ষা সাবধান পূর্বক হওয়া কর্তব্য।

পদাবতী। শোকের শমতা কিরূপে হইতে পারে ?

হরিহর। শোকের শমতার জন্ত মনে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস জন্মান কর্তব্য যে, প্রমেশ্রর কর্তৃক যাহা ঘটে তাহা আমাদিগের মন্থলের জন্তুই হয়—ভিনি বিচার ও কপার সাগর—যাহা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও শুভজনক। আমাদিগের হুর্বল স্বভাব ও ভ্রম বশতঃ তাঁহার কর্মাদি আমরা ব্রিতে পারি না। মন্থন্তুর বিপদ ও শোক যদি না হইত, তবে অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইত ও ঈশ্বরের প্রতি মনও থাকিত না। সম্পদে মন্তুন্ম মদবিহ্বল হয়—বিপদে না পড়িলে ধর্ম উপদেশ হয় না। বিপদে পড়িয়া চিত্তের কিঞ্চিৎ অন্থিরতা হওয়া পরিণামে ভাল—এতদবস্থায় উত্তম জ্ঞানের উদ্য হয়—এ কারণ ঈশ্বরের স্থবিচারে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া চিত্তকে শাস্ত রাধা কর্তব্য। বিয়োগ শোক উপস্থিত হইলে আমাদিগের এই ভাবা উচিত —শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী—যথন এ আত্মা প্রঠার নিকট গমন করিল, তথন মন্থলের জন্তই গমন করিল—ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল।

আর ক্রমশঃ কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শোকের শমতা হইতে পারে, নিরন্তর শোকে নিমগ্র হইলে শোক বৃদ্ধি হয়।

আমাদিগের যে দকল রিপুর ঘারা ধর্মের হানি হয়, তাহার দমনের বিশেষই উপায় বলিলাম। মকুয়া যদি দর্বদা ভাবে যে, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম-মাচরেই', ধর্মকর্ম অকুষ্ঠান জন্ম বোধ করিবে মৃত্যু যেন কেশাকর্মণ করিয়াটানিতেছে ও দেহ শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, অবশ্রুই নাশ হইবে, ভবে রাগ ছেব হিংলা অহ্ন্তার প্রভৃতির প্রাবল্য হইতে পারে না। প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তাও ধর্ম পথে যাওনের প্রধান কাণ্ডারী।

(৯) গৃহকথা,—দ্ৰী শিক্ষা, আত্মদোষ শোধন। সংখ্যা ৯।

পদাবতী। তুমি বলিয়াছ—আপনার দোষ অনুসন্ধান করিলে পরের প্রতি দেষ হিংসা ধর্বতা হয় ও নম্রতা জন্মে—আত্ম দোষ অনুসন্ধান কিরুপে হয় ?

হরিহর। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, উভয়েরি ধর্মে বৃদ্ধি হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম। পরমেশরের নিকট উপাসনা, স্থমতির স্থৈর, সাধু দক্ষ এবং স্থবৃদ্ধিজনক পুস্তক পাঠ ও দাময়িক আত্ম-চিন্তন প্রয়োজনীয়। চিন্তা করণের তাৎপর্য এই স্থীয় কর্ম ও মনের গতি উল্টেপাল্টে যথার্থ রূপে দেখিলে বোধ হইবে—আপনার কিহ দোষ হইয়াছে, কি কারণে ঐ সকল দোষ জন্মিয়াছে ও কি উপায়ে পুনরায় না হইতে পারে, আর সংকল্লিত ধর্মকর্ম ও মনের সৎ মতি বৃদ্ধি হইতেছে কি না। মন্থ্য সভাবতঃ আত্ম অন্থরাগী, এজন্ত আপনার দোষ দেখেও দেখে না, আত্ম দোষ পরিজ্ঞান ও তৎ শোধন জন্ম ঈশরের নিকট উপাসনা করা আবশ্যক — ঈশরের রূপা ভিন্ন কি হইতে পারে ? তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবেক যে, মন যেন কুপ্রবৃত্তির বদীভূত না হইয়া সন্তাবে পরিপূর্ণ ও নির্মল হয় ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও ম্বর্থার্থ হয়, আর প্রাণি মাত্রেতেই যেন দয়া ধর্ম ও প্রেম বাড়িতে থাকে। যে দক্ল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্মে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহারা আত্ম দোষান্মন্ধান জন্ম আপনাদিগের মন ও কর্মাদি প্রতি দিন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

বেনজামিন ফ্রান্কলিন নামে মারকিনদেশে এক জন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কহেন, কেবল ধার্মিক হওনের বাঞ্ছা করিলেই ধার্মিক হওয়া বায় না—ধার্মিক হইতে গেলে বিশেষ অভ্যাদের আবশুক। তিনি নিম্ন লিখিত তেরটী ধর্ম ক্রমেং অভ্যাস করিয়া কতকদ্র ক্বতকার্য হইয়াছিলেন।

১ মিতাহার ও পান।

- ২ মৌন থাকা অর্থাৎ ব্যর্থ কথা না কহা ও এমন কথা কহা, যাহাতে আপনার অথবা অন্তের অপকার না দর্শে।
- ৩ শৃদ্যলা—অর্থাৎ সকল কার্যাদি নিয়মিতরূপে করা।
- ৪ প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অবশ্য করা।
- পরিমিত ব্যয়

 তর্গৎ এমন ব্য়য় করিও না, ষাহাতে আপনার ও অয়ের কর্মে

 না লাগে
- ৬ পরিশ্রম—ামথ্যা কর্মে সময় ক্ষেপণ না করা।
- ৭ সরলত।—কপটতা ভ্যাগ করা--পরদম্বদ্ধীর বিষয়ে মন্দ ও অযথার্থরূপে চিন্তা না করা।
- ৮ কাহার প্রতি অত্যাচার করিও না ও যাহার প্রতি উপকার করা তোমার কর্তব্য কর্ম ভাহা অবশু করিবে।
- ৯ ধৈর্য—অধীরতা ত্যাগ কর—কেহ অপমান অথবা অপকার করিলে যে পর্যন্ত সহ্য সামর্থ্য হয় দে পর্যন্ত সহ্য করা।
- ১০ পরিষ্কারত।—শরীর বস্ত্রাদি ও বাটী সর্বদা পরিষ্কার রাথা।
- ১১ স্থিরতা-অল্পেতে অথবা দামান্ত কিম্বা অনিবারণীয় ঘটনায় অস্থির না হওয়া।
- ১২ গুদ্ধতা—অর্থাৎ পরস্ত্রী গমন না করা।
- ১০ নম্রতা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই তেরটী ধর্মের তালিকা করিতেন ও সায়ংকালে যথন আপন মন ও কর্মাদির বিচার করিতেন, তথন যাহা ধর্মের বিপরীত কর্ম হইত তাহার গায়ে কালির দাগ দিতেন। তালিকা পুনঃ২ দেখাতে কোন২ ধর্মে তাঁহার উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধান হইয়া অভ্যাস ক্রিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল?

- হরিহর। পূর্বে তোমাকে বিবি ফ্রাইয়ের কথা বলিয়াছি। তাঁহার ভ্রাতা গরনি সচ্চরিত্রশালী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাত্তে আপনাকে এইরুপ পরীক্ষা করিতেন।
- ১ আজ কি সকল কথাবাতা ভদ্ররপে কহিয়াছি ? তাহা কি সত্য নির্মল ও পর সম্পর্কীয় সন্তাব বিশিষ্ট হইয়াছিল ?
- ২ অন্ত মন্ত্র্যু, যাহাকে ভ্রাত্বৎ জ্ঞান করা উচিত, তাহার প্রতি ভ্রাত্বৎ ভাব কি
 আমার মনে উদয় হইয়াছিল ?
- ৩ পরের প্রতি ষেঠ কর্ম করিতে হয় তাহা কি আমি করিয়াছি ?

- s সকল বিষয়ে কি স্বস্থির ভাবে ছিলাম—আমার কি কোন অন্তায় বাসনা ও চিম্বা হয় নাই ?
- ৫ কর্ম কি মনোযোগ পূর্বক করিয়াছি—অত্য কি বিভাভাাস জন্ত প্রকৃত পময় দিয়াছি ?
- ৬ পরমেশরের ভয় ব্যক্তিরেকে আমার মনে অন্য ভয় কি উদয় হইয়াছিল?
- ৭ অন্ত কি আমি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে চলিয়াছিলাম—অর্থাৎ ঈশ্বরের দাহায্য ব্যতি-রেকে কিছুই হইতে পারে না, এই কি মনে হইয়াছিল ৪
- ৮ ঈশ্বরের আজ্ঞান্থদারে কি দকল কর্ম করিয়াছি ?
- তাঁহাকে কি প্রাতে ও সায়াহে ভল্পনা করিয়াছি ?
- পদ্মাবতী। এরপ উপদেশ আর কাহার আছে?

হরিহর। গ্রীসদেশে পাইথেগোরস নামে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিথিয়াছেন—
"নিদ্রা যাওনের অগ্রে দিবদে যাহা২ করিয়াছ তাহা এইরূপ পর্যালোচনা কর।
যথার্থ কর্মের বিপরীত আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছিলাম? যে২
কর্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য তাহা কি না করিয়াছি? এই প্রকার প্রথম কর্ম ধরিয়া
পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, যাহা মন্দ করিয়াছ তাহার জন্ম জুঃথিত হও এবং যাহা
ভাল করিয়াছ তাহার জন্ম তুই হও"।

রামচন্দ্র বিভাবাগীশ ত্রান্ধ সভায় পঠিত সপ্তম ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন, "পুরুষের উচিত যে আপনার অন্তঃকরণগত দোষের অন্বেষণে বিশেষ চেষ্টা এবং তাহাব উপশমার্থ সর্বদা যত্ন করেন। এই সকল অন্তঃকরণগত অনিষ্টকারি ও ইষ্টকারি ধর্ম মন্থ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং আমাদিগের পরীক্ষার নিমিত্তে হইয়াছে"।

ফলতঃ ধর্মেতে বধিত হইতে গেলে নির্জনে বিদিয়া আত্মার দারত্ব ও ঐতিক স্বথের অদারত্ব পুনঃ ধ্যান করা আবশুক, তাহা করিলে রিপু দকল বশীভূত হইয়া আইদে এবং মনঃসংযমার্থ মনোজ ও কর্মজ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও নিবারণের চেটা করিলে ক্রমশঃ মনের বিশুদ্ধত হয়। মন্ত্যেরা সংসার মধ্যে বিষয় ব্যাপারে ও ইন্দ্রিয় স্থে নিময়, স্তরাং অধিকাংশ লোক এ প্রকার সাধনায় মনঃনিবেশ করে না। মনঃসংযম সাধনের উপায় এই যে, মনকে এমত রূপে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার মন্দ চিন্তা অথবা অপরিমিত বাদনা মনের মধ্যে উদয় অথবা স্থায়ি না হয়। যদি উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ দূর করা কর্তব্য নতুবা কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহাতে হানি হইবেক।

আত্ম দোষাস্থ্যম্বান ও আত্মদোষশোধনের প্রধান ব্যাঘাত এই যে মন্থ্য আত্ম-গৌরবে এমন রত হয় যে আপন দোষ দেথিয়াও দেখে না এবং অন্যে উল্লেখ করিলে বিরক্ত হইয়া উঠে; এই কারণে সংসারে তোষামোদের প্রাবল্য হইয়াছে কিন্তু ধর্মব্রতী ব্যক্তি স্বীয় দোষ অন্ত কর্তৃক কথিত হইলে কুভজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি আপন দোষাহ্মসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার আত্মগৌরবী জন্ত অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।

(১০) গৃহকথা,—স্ত্ৰীশিক্ষা, সত্য কথন। ১০ সংখ্যা।

পদাবতী। তুমি বলিয়া থাক দৰ্বদা সত্য কহিবে—এক্ষণে তাহার উল্লেখ কেন করিলে না ?—শাস্ত্রেতে কি বিধি আছে ? হরিহর। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে "ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ মনেতেও আনিবে না''। মিখ্যা কহা পাপ কর্ম অতএব কদাপি কহা কর্তব্য নহে। এক্ষণে শাস্ত্রাম্নারে সত্য কত আদরণীয় তাহা শুন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।
সত্য বাক্যের দারা ইহামূত্র জয় হয়, মিথ্যায় কথন হয় না।
শ্রুতিঃ।
সত্যমায়তনং।
যে ব্যক্তি সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রন্ধবিভার আধার হন।
কেন শ্রুতিঃ।

মৌনাৎ সত্যং বিশিয়তে।
মৌনবত অংগক্ষা সত্য কথন শ্রেষ্ঠ। মহুসংহিতা।
সকল ধর্ম শ্রেষ্ঠতাৎ সত্যস্ত পৃথগুপাদানং।
সত্য সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ একারণ পৃথক গৃহীত হইয়াছে।
কুল্ল কভট্ট।

কুল কিন্তু

यत्मा देववश्वराजा तम्हाता यख्टेवय श्रमि श्रिकः। ८०न ८४मविवाम ८७ मा भनाः कुलन् गमः।

সকলের নিয়ম কর্তা ও পাপের দণ্ড দাতা, প্রকাশ স্বরূপ, প্রমাত্মা, যিনি তোমার অন্তঃকরণে অন্তর্গামি রূপে আছেন, মিথ্যা কথনের দারা তাঁহার সহিত বিরোধের সন্তাবনা, থেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ হয়েন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম হয়, অতএব সত্য কথনের দারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তদারাই নিস্পাপ হইবে, স্ক্তরাং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত গদা ও কুফক্ষেত্রে গমনের প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রশংহিতা।

সত্যই যাহার ব্রত এবং সর্বদা দীনেতে যাহার দয়া এবং কাম ক্রোধ বাহার অধীন, তাঁহার দারা,তিন লোক জিত হয়। বান্ধর্ম। দত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুক্ত হয়। ব্ৰাহ্মধর্ম।
সত্য পালন যে পরম ধর্ম তাহা যে রূপ শাস্ত্রে আছে সেই রূপ লোকের বিশাস
ও সংস্কারও ছিল। সত্য পালনার্থ রাজা হরিশ্চক্র রাজ্য ত্যাগ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয়
করিয়া শ্কর চরাইয়াছিলেন,—সত্য পালনার্থ মহাবীর ভীম্ম দারপরিগ্রহ করেন
নাই,—সত্য পালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করেন—সত্য পালনার্থ পাওবেরা হাদশ
বংসর বনবাস ও এক বংসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করেন,—সত্য পালনার্থ কর্ণ
আপন প্রুকে বিনাশ করেন,—সত্য পালনার্থ অর্জুন দাদশ বংসর অরণ্যচারী
হয়েন। শকুন্তলা পুত্রের সহিত ত্মন্ত রাজার নিকটে গিয়া যথন আপন পরিচয়
দিয়াছিলেন, তথন রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং বলিলেন, তুমি
তপন্থিনী, তোমাকে আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তলা সক্রোধে বলিলেন।

মিধ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিধ্যাতুল্য পাপ নাহি দর্ব শাস্ত্রে কহে॥
দত্য দম পুণ্য রাজা না পাই তুলনা।
মিধ্যা হেন পাপ নাহি কহে মৃনি জনা॥
হেন মিধ্যা বাদী তুমি হইল নিশ্চয়।
ভোমার নিকটে রহা উচিত না হয়॥

আদিপর্ব।

ধনপতি সৌদাগর দিংহলে যাইয়া শালবান রাজাকে বলিয়াছিলেন কালিদহে কমলে কামিনী দেখিয়াছি, দিংহলাধিপতি তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করত কাণ্ডারিদিগের সাক্ষা লগুন কালীন বলেন।

সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা যদি নয়।
হেন মিথ্যা হেতু কেহ নাহি করে ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
গড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় স্পুরুষ।
গয়ায় করে পিশু দান ধরে তিল কুশ॥
দেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বানী।
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহাম্নি॥
সত্য বানী সম ধর্ম না শুনি শ্রবণে।
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভূবনে॥
অবনী বলেন আমি স্বাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাহি সই॥

রামারঞ্জিকা হ্রত

রাজা যুধিষ্টির বিখ্যাত সত্যপরায়ণ ছিলেন। ব্যাদের বাক্যামুদারে তিনি সত্য কথন জন্ম দশীরে স্বর্গে গমন করেন কিন্তু তাঁহারও একবার নরক দর্শন হইয়া-ছিল, কারণ দ্রোণ বধ কালীন ছলে মিখ্যা কহিয়াছিলেন। সত্য ঈশবের অংশ, সত্য ভ্রষ্ট হইলেই অনর্থ ঘটে।

পদ্মাবতী। তবে তো সত্য প্রম পদার্থ। সকল মাতার কর্তব্য যে শৈশবাবস্থা অবধি শিশুদিগকে সত্য পালনের অভ্যাস করান।

(১১) গৃহকথা,—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়ন্চিত্ত। ১১ সংখ্যা।

পদাবতী। আমরা সকলে উপাসনা করি বটে কিন্তু আমরা যাহা চাহি ঈশ্বর ভাহা কি দেন ?

হরিহর। উপাসনা করাই আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ইহাতে কাহারো উপদেশ অপেক্ষা করে না—আপনা আপনি মনে উদয় হয়। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান—আমাদিগের স্পষ্টকর্তা—পালনকর্তা—সংহারকর্তা—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। এমন দেশ নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা ও সর্বশক্তিমতা স্বীকৃত না হয়, এই জল্তে নানা দেশের লোকেরা নানা প্রকারে উপাসনা করে এবং নান্তিক ভিন্ন বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলেই ডাকে। লোকে আপন্থ প্রিত্তি অন্থ্যারে নানা প্রকার প্রার্থনা করে, সেটি আমাদিগের স্বভাব কিন্তু ক্ষরের বিবেচনায় যাহা বিচার সংগত তাহাই গ্রাহ্থ হয়।

পদাবিতী। যদি ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন তবে উপাদনার ফল কি? হরিহর। এ কথাটি অনেকে বলিয়া থাকে। উপাদনার প্রধান ফল এই যে ঈশ্বর-কে প্নং২ ধ্যান করিলে মনের স্থিরতা, শান্তি ও সদাতি হয়। আমাদিগের মন রিপু সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির মালিল্যে পরিপূর্ণ। এই সকল মলা যিনি পবিত্রাধার তাঁহার পবিত্রদ আফুকূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে নই হইতে পারে? ঈশ্বরের উপাদনা ব্যতিরেকে ধর্ম বৃদ্ধি হওনেরও অক্য উপায় নাই, মনের ভাব সরল চিতে মুথে পুনং পুনং প্রকাশ করিলে দেই ভাব মনে বৃদ্ধিশীল হয়। মহুয় মনের সহিত পরমেশ্বরের শক্তি ও গুণাদি যত ধ্যান করে ততই নম্রতা, সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, গুদ্ধতা ইত্যাদি ধর্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর সাংসারিক বিষয় জক্ম প্রার্থনা করাও আবশ্রুক কারণ তাহাতে প্রার্থিত বিষয়ে উত্যম জন্মে। উত্যম ও চেটা ব্যতিরেকে সাংসারিক কর্ম নির্বাহ হয় না। যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর দয়ালু, আমাকে অবশ্ব আহার দিবেন—ভূমি কর্মণ করণে কি প্রয়োজন? তবে শস্তাদি কিরণে উৎপন্ন হইতে পারে? স্প্রের নিয়ম এই যে, উৎসাহী ও উদ্যোগী

না হইলে ক্বতকার্য হওয়া যায় না। এ স্থলে একটা সামাস্ত কথা আছে তাহা বলা আবশ্বক। এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছিল, দৈবাৎ তাহার গাড়ি নরদমায় পতিত হইল। গাড়োয়ান জোড় হল্ডে দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল, দেবতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি আয়ুক্ল্য করিতেছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে কাধ দিয়া তুলিতে চেটা কর। সাংসারিক বিষয়ের জন্ত প্রার্থনার সেইরূপ ফল। প্রারতী। ভাল—মোক্ষ কি?

হরিহর। এক মতে মোক্ষের অর্থ নির্বাণ অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মাতে লীন হওন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বাদশ দর্গে লেখেন "মনের শান্তি হইলেই জ্ঞানিরা তাহাকে মোক্ষ কহেন" এবং পঞ্চদশ দর্গে লেখেন "ভোগ ত্যাগের নাম মোক্ষ জানিবা"। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহও মনঃসংঘম, যেহেতু ক গ্রন্থের চতুর্থ দর্গে লেখেন "কায় ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানাপ্রয় এতহারা ক্রন্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না কেবল মনোজয় ঘারাই ক্রন্ম প্রাপ্তি হয়" এবং উনবিংশ দর্গে লেখেন "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরপ গণনা ক্ষুদ্র তিত্ত অজ্ঞানি লোকের হয়, উদার চরিত্র জ্ঞানির পক্ষে জগতের সকল লোকই কুটুম্ব"। এবং চতুর্বিংশতিত্যম সর্গে লেখেন "যে জ্ঞানী আত্মার ত্যায় সকল প্রোণিকে দর্শন করেন এবং পর দ্রব্য স্বভাবতঃ লোট্র স্থায় বোধ করেন, কেবল ভয়ক্রমে করেন এমত নহে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দর্শন করেন"। অতএব এই সকলই "মনের শান্তির" লক্ষণ বলিতে হইবে।

পদ্মাবতী। পাপ কর্ম করিলে কোন্ প্রায়শ্চিত্ত উত্তম ? হরিহর। অকপটে সম্ভাপ ও পাপ না করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই পাপশান্তির উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পরীক্ষিত এই প্রস্তাব করিলে শুকদেব কহেন।—

রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তহারা পাপের একেবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা কথন হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিতের অধিকারী যে সকল অবিহান পুরুষ, তাহাদের অবিতা বিনাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত হারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনরায় পাপাস্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আমার এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখ্য প্রায়শ্চিত কি? তাহার উত্তর এই, জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত। (১০) কিন্তু নিত্য অপ্রমত হইয়া যত্ন করিলে ক্রমেং ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, একেবারে লভ্য হয় না, যেমন যে ব্যক্তি নিত্য কেবল পথ্য অয়ই আহার করিয়া থাকে তাহাকে অভিনব করিতে ব্যাধি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার ত্যায় নিয়মকারী পুক্ষও ক্রমেং তত্ত্ত্জানার্থ সমর্থ হইয়া থাকেন। (১১) ফলতঃ ধর্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রুনান্ধিত

হইয়া তপতা (মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা) ব্রহ্মচর্য, শম (মনের নিগ্রহ) দম (বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দান, সতা, শৌচ, ধম (অহিংসা) অথবা নিয়ম (জণাদি) দারা কায় মনোবাকা কৃত স্থমহৎ তৃত্বতকেও, অগ্নির দারা বেণুগুল্ম নাশের স্থায়, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (১২) অতএব ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য। পরস্তু তদ্যতিরিক্ত অন্থ প্রায়শ্চিত্তও আছে। অর্থাৎ বাহ্নদেব পরায়ণ কোমং ব্যক্তি দিবাকরের কিরণে নীহার বিনাশের ন্থায় কেবল ভক্তি দারা সম্দায় কল্ম সম্পূর্ণরূপে উন্থালিত করিয়া থাকেন। (১৩)

হে কৌরবরাজ । এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেকাও শ্রেষ্ঠ, যেহেত্ পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ দমর্পণ পূর্বক ভগবদ্ধক্ত পুরুষদিগের দেবা করিয়া বেমন পবিত্র হইতে পারে তপস্থাদি দারা তদ্ধপ তাহার পবিত্রতা জন্মে না। (১৪) অতএব ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম কল্যাণদায়ক, এই পথে কোন প্রকার বিদ্যাদি সন্তাবনাও নাই। ফলতঃ স্থশীল দ্য়ালু নিষ্কাম ও নারায়ণপরায়ণ সাধ্রণণ এই বর্ম্মে নিত্য বর্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্তায় এই মার্গে সহায়তার অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্মমার্গের ন্তায় মৎসরান্থিত পুরুষ হইতে বিদ্য হইবার সন্তাবনা নাই। (১৫)

(১২) গৃহকথা—পতিব্রতার লক্ষণ। সংখ্যা ১২।

পদাবতী। শাস্ত্রে পতিব্রতা বিষয়ে কি লেখে ? হরিহর। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা সকল উপস্থিত নাই যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা শুন।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।

সা ভর্জুলোকানাপ্নোতি দদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে ॥ মনুসংহিতা।

যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মনঃ কথন পতি ভিন্ন অন্ত পুক্ষে কামনা না করে, যাহার
বাগিন্দ্রির অসদ্ব দ্বিতে পরপুক্ষের নামোচ্চারণ না করে, যাহার দেহ কথনই পরপুক্ষ স্পর্শ করে না, তাহাকেই সাধু পুক্ষেরা পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করেন,
তিনিই পতির দহিত অনস্ত স্বর্গ স্থ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

অফুক্লা নাবাগ্ত্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্ৰতা। এভিরেব গুণৈযুঁকা শ্রীরেব স্ত্রী ন

যা হাইমানসা নিভাং স্থানমানবিচক্ষণা। ভর্ত্তু: প্রীতিকরী নিতাং সা ভার্যা। হীতরা জরা ॥ বে দ্বী স্বামীর বনীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্যে নিপুণ, সদাচার যুক্তা, পতিব্রতা ও গুণ যুক্তা হয়েন তিনি গৃহস্থাশ্রমের লক্ষী স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অবস্থা ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্ভষ্ট মনে সর্বদা প্রিয় কার্য সাধনে তৎপরা হয়েন, তাঁহাকেই ম্থার্থ রূপে ভার্যা কেবল জরা স্বরূপ ভর্ষ বিদ্বেষিণী অপতিব্রতা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে ভার্যা না হইয়া কেবল জরা স্বরূপ হয়।

মহুসংহিতায় ও কাশীখণ্ডে লেখেন, যে গৃহে পতি পত্নী উভয়ে প্রেমরসে নিমগ্ন থাকে দে গৃহ মঙ্গলের আবাদ হয়। কাশীখণ্ডে আরও লেখেন যে স্বামী অন্ত স্থ্রীতে উপগত হইলেও পতিব্রতা পত্নী ধৈর্ঘাবলম্বনপূর্বক তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবেন। যাহা মন্ত্রশংহিতায় লেখা আছে তাহাও ভন।

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুলৈ বা পরিবঙ্গিতঃ। উপচর্ব্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববংপতিঃ।

যদি দৈবষোণে স্বামী সদাচারশৃত্য কিম্বা পরন্ত্রীতে আসক্ত, অথবা পতির যে সকল গুণ আবশুক সেই সকল গুণে বিহীন হয়েন, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞানা করিয়া দেবতার তায় পূজা করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মামুষকে এক প্রকার বেঁধে মারা। স্বামী গুণী হউক বা নিগুণ হউক, তাঁহাকে দর্বতোভাবে ভক্তি করা উচিত বটে কিন্তু অধামিক হইলে কি তত ভক্তি থাকে ?

হরিহর। আমি কি বলিব ?— বাহা শাস্ত্র তাই বলিতেছি কিন্তু পতি ধর্মচ্যুত হইলে পূজ্য হইতে পারে না এজন্ত পতিরও কর্তব্য যে কোন অংশে পতিত না হয়েন।

পদাবতী। ভাল পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি লক্ষণ ? ইরিহর। ব্যাস সংহিতার লেখেন।

নোটেচর্বনে শ্ব পরুষং ন বছন্ পত্যু রপ্রিয়ন্।
নচ কেনাপি বিবদেব দপ্রলাপ বিলাপিনী ॥
প্রমাদোনাদরোষেষ্যা বঞ্চনঞ্চাভিমানিভাং।
পৈশুগুহিংসাবিদ্বেমাহাঙ্কারধূর্ত্ততাঃ॥
নান্তিক্যসাহসন্তেয় দন্তান্ সাধ্বী বিবর্জয়েং।

পতিব্রতা স্থ্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, নির্চূর বাক্য ব্যবহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবেন না, কাহারো দহিত নিরর্থক কোন কথা কহিবেন না, পতির ধর্মার্থ বিষয়ে কোন বিক্লদাচরণ করিবেন না, এবং নিরর্থক বাক্য, উন্মন্তভা, ক্রোধ, ঈর্বা, ছল, অভিমান, থলতা, হিংসা, দেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, তুংসাহস, চৌর্য, দন্ত এই সকল মহানিইকর দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিবেন।

ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণে লেখেন ভার্য। স্থামির প্রতি সমান উত্তর করিবেক না ও প্রহারিত হইলেও ক্রোধ করিবেক না, যেহেতু "পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ পোষণ কর্তা, পতিই দেবতা, পতিই গুরু, সকল গুরু হইতে পতি গুরুতর, পতি হইতে অধিক গুরুতর কেহ নাই।"

নারদ ম্নি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্ত্রীধর্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও তন।

হে রাজন্! অতঃপর স্ত্রীধর্ম বলি শুন। পতিশুশ্রষা, পতির অনুক্লবতিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অন্থরতি করা, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটা পতিরতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম। (২৪) এই ধর্ম চতুইয় বিশিষ্টা সাধ্বী নারী সদা মণ্ডিতা হইয়া সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন এবং গৃহ স্থগদ্ধীকরণ তথা উচ্চাবচ কাম, বিনয়, দম, সত্য অথচ প্রিয় বাক্য এবং প্রেম এই সকল দারা সময়ে২ পতিসেবা করিবেক আর গৃহের উপকরণ সকল সর্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেক। (২৫) অপিচ যথালাভে সম্ভুষ্টা হইবেক, তাবন্মাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেক না, সদা অনলসা ও ধর্মজ্ঞা হইবেক, সর্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেক, সর্ববিষয়ে অবহিতা, সদা শুচি এবং স্মিশ্ধা হইয়ামহাপাতক শৃগু ভর্তার ভল্পনা করিবেক। (২৬) হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর স্থায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন তিনি লক্ষ্মী তুল্য হরিম্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হইয়া থাকে। (২৭)
এতদ্যতিরিক্ত পতিরতা স্ত্রীর সদা পতি সেবা এবং বিদেশে গেলে বিশেষ২ নিয়ম পালন করিতে হয়, সে সকল বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহুল্য হইয়া

পড়িবেক। পদাবতী। পতিব্ৰতার লক্ষণ যাহা শুনিলাম তাহা আমি কতক২ জানিতাম। যাহাহউক, পুৰুষ জাতি আপন স্থবিধা ভাল বুঝে।

(১৩) গৃহকথা--পতিত্রতা স্ত্রী। ১৩ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ তো ভনিলাম, এখন ছুই এক জন পতিব্রতা স্ত্রীর উপাথ্যান বল দেখি।

হরিহর।(১) দক্ষের কন্তা দতী বিখ্যাত পতিব্রতা। পিতার মুখে শিব নিন্দা শুনিয়া দহু করিতে না পারিয়া আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন এই বলেন।

গুরুজন নিন্দা নাহি করিবে প্রবণ।
বেই নিন্দা করে তারে করিব শাসন॥
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অক্ত স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ॥

কবিকঙ্গণ চণ্ডী।

পদাবতী। তাঁহার কথা ছেড়ে দেও, তিনি নামেতেও সতী কর্তব্যেতেও সতী। হরিহয়। (২) সীতাও বড় পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার বিবরণ রামায়ণে বিন্তার পূর্বক লিখিত আছে, অতএব বাহুলায়পে বলিবার আবশ্যক নাই। কেবল পতিব্রতাসংক্রান্ত প্রমাণ দিতেছি। সীতার কিরপ শিক্ষা হইয়াছিল তাহা কিছু পাওয়া যায় না কিন্তু স্থশিক্ষা না হইলে এত গুণ কি প্রকারে হইল ? রামচন্দ্রের বিবাহের পর বিদায় কালীন।

"লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু ছুংখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহু স্মরণ॥
শুজুর শান্ত্রতী প্রতি রাখিও স্থমতি।
রাগ দ্বেষ অস্থ্যা না কর কার প্রতি॥
স্থাৰ্থ ছুংখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্থামি দেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে"॥ আদিকাণ্ড।

রামচন্দ্র পিতৃ সভ্য পালনার্থ চোদ্দ বৎসরের জন্মে বনে যাইতে উদ্যোগ করিতে ছিলেন সেই সময় পত্নীকে মাতার নিকটে রাথিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করাতে দীতা উত্তর দেন। স্বামি বিনা আমার কিসের গৃহ বাস।

তুমি দে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও বথা প্রভু আমি যাই তথা।
স্বামি বিনা স্তালোকের আর নাহি গতি।
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি।
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী ?
পথের দোসর হব করে লও দাসী।
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
তুঃধ পাসরিবা বদি দাসী থাকে পাশে।

ষদি বল সীতা বনে পাবে নানা তৃঃথ।
সব তৃঃথ ঘূচিবে ষদি দেখি তব মুখ।
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় তৃঃথ স্থথ হেন মানি।
অযোধ্যাকাণ্ড।

বনে রামচন্দ্র বনিতা ও অমুজ সহ কিছুকাল স্থান করত অত্তি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী পতিব্রতা, সীতাকে দেখিয়া বলিলেন, মা! তুমি রাজকন্যা! এত স্থথ ভোগ ত্যাগ করিয়া স্থামির সঙ্গে যাইতেছ ইহাতে তুমি গিতৃ ও শ্বন্তর তুই কুল উজ্জ্বল করিলে—জানকী তুমি ধন্ত, রাম বহু তপস্থায় তোমাকে পাইয়াছেন।

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম তুর্বাদল শ্রাম ॥
স্থামি বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে।
অন্ত ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব প্রণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥

অরণ্যকাণ্ড।

পরে পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্তৃক দীতা হৃত হয়েন এবং ছ্রাচার রাক্ষদরাজ তাঁহাকে দর্বোপরি মহারাণী করণের প্রস্তাব করে, জনক ছৃহিতা তাহাতে কোপারিতা হইয়া তিরস্কার করেন। দশানন বারম্বার ধনৈশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া দীতার মনোলোভ জন্ম চেন্টা পাইয়াছিল কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী স্বামী ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও জানে না—এমত রমণীর মন ধনে বা ঐশ্বর্যে কিম্বা পরপুরুষের সৌলর্ষে চঞ্চল হইতে পারে না। রাবণ দীতাকে লইয়া অশোকবনে রাথিয়াছিল ও তাঁহার মন পরিবর্তন জন্ম চেড়ী ঘারা প্রহার করাইত, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, অতএব পরে স্বয়ং যাইয়া নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বিস্তর কার্তি বিনতি করে। তাহাতে দীতা উত্তর করেন।

কি হেতৃ রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভ্লাইবি রামের ঘরণী ?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্ত জন নাহি জানে সীতা। স্থন্দরাকাণ্ড।
অনস্তর রাম সাগর বন্ধন পূর্বক লক্ষায় আসিয়া রাবণকে বধ করেন। সীতার

উদ্ধার হইলে রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই সন্দেহ প্রকাশ হইলে জানকী অতিশয় তঃথিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শশ্র তৃমি হেন পতি ॥
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ ত্র্গতি ?
বাল্যকালে ধেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥
সবেমাত্র ছুঁইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে?

লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার পরীক্ষা হইলে অন্ত্রজ সহিত রামচন্দ্র স্থাদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং কিছু কাল রাজ্য করিয়া সীতার সতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্বার সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ছল পূর্বক তাঁহাকে বনবাস দেন। বালীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা ভনিয়া জানকী এমত কাতর হন যে, সকল যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্ম আপন প্রাণ বিনাশ করিতে উন্মত হইয়াছিলেন, কেবল সসত্বা প্রযুক্ত তাহাতে ক্যান্ত হন। স্বামী কত্ ক অপমানিত ও ক্লেশে পতিত হইয়াও তিনি হুঃথে রোদন করিতেং বলিয়াছিলেন।

রাম হেন স্বামী হোক জন্ম জন্মান্তরে।

আমা হেন কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে॥ উত্তরাকাণ্ড।

ঐরপ পতিব্রতাত্ব ও ক্ষমানীলত্ব শুনিলে কে না আশ্চর্যেতে মগ্ন হয় ? অশ্যেধ

যজ্ঞের অশ্ব ধৃত হইলে পিতা পুত্রে ঘার যুক্ত হয় পরে পুত্রছয় বাল্লীকির সহিত

রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া রামায়ণ গান করে, তথন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া
রামচন্দ্র দীতার জন্ম বিলাপ করত তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেন। সেই

সংবাদ শুনিয়া সীতা অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর নিকট আসিয়া
প্রণাম করেন; তথন রামচন্দ্র তাঁহাকে সভার মধ্যে পুনর্বার পরীক্ষা দিতে

আদেশ করেন। সীতা সেই প্রস্তাবে অভিশয় বিরক্ত হইয়া অন্তর্ধান হন ও প্রস্থান

কালীন বলেন;—

জন্মেং প্রভূ মোর তুমি হও পতি।

আর কোন জন্ম মোর না কর তুর্গতি॥ উত্তরাকাণ্ড।
পদাবতী। সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে দে দিন স্ক্থে যায়।

(১৪), গৃহকথা—পতিব্ৰতা দ্ৰী। সংখ্যা ১৪।

পদাবতী। আর্থ পতিব্রতাদের কথা বল দেখি। হরিহর। যেথ পতিব্রতা নারীর কথা স্মরণ হয় তাহা ক্রমেথ বলিতেছি। (৩) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাবিত্রী নামে এক কন্সাছিল। এ কন্সাপরম স্থন্দরী এবং

রূপের সমান তাঁর গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা।
কদাচ না হয় অন্ত মতি ধর্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্প কর্মে অতি স্থপ্রবীণা।
প্রিয় বাক্যে বাদিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হাইমতি দেখিয়া তনয়া।

বনপর্ব 🗈

সাবিত্রীর "পবিত্র আচার" দেথিয়া তাঁহার জনক তাঁহাকে স্থীগণ সঙ্গে রথ আরোহণ করাইয়া আপন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক দিবদ বন পর্যটন করিতে২ সাবিত্রী এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটী রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া জননীকে বলিলেন—মা! অমুক ঋষির আশ্রমে সত্যবান নামে এক রাজপুত্র আছেন, আমি তাঁহাকে মনে২ বরণ করিয়াছি। মাতা ইচা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, সভ্যবানের কোন্ বংশে জন্ম ও তাহার কি ধর্ম, আমরা কিছুই জানি না—কন্তারও বয়স অল্ল, "যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ[ু] কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন ইতি মধ্যে একজন মৃনি আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন সত্যবান কুলে শীলে ও রূপে গুণে সর্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাঁহার এক বংসরের পর ফাঁড়া আছে এবং এক্ষণে তাহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাদ করিতেছেন, এজন্ত ঐ সম্বন্ধ ভদ্র নহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনিয়া তনয়াকে বলিলেন — সাবিত্রী ! ঐ মানস ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে স্বয়ধরা করাইয়া পৃথিবীর ধাবতীয় রাজকুমারকে আনয়ন করাইব, তোমার আর ধাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বরণ করিও, বিধবা আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়া আমরা তোমার কথায় কেমন করিয়া সম্মত হইতে পারি ? সাবিত্রী করযোড়ে বলিলেন।

শুনহ জনক মম সত্য নিরপণ।
• কদাচিত নয়নে না হেরি অন্ত জন।

যথন মানদে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা ষন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন?
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্ত কর্ম?
ধিকং সে ছার স্থথের অভিলাম!
ধর্ম ছাড়ি অধর্মে ষে করে স্থথ আল॥
কি করিবে স্থেধ পিতা কত কাল জীব?
কু কর্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব॥

বনপর্ব।

পরে রাজা সত্যবানকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত সমারোহ পূর্বক তনয়ার বিবাহ দিলেন। অনস্তর সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামির আশ্রমে থাকিলেন। সত্যবান বনে যাইয়া সর্বদা ফল-মূল কার্চ আহরণ করেন এবং তাঁহার সর্বভূতে দয়াবতী ভার্যা গৃহকর্মে নিযুক্তা থাকেন। এক দিন ত্ই-জনে বনে প্রবেশ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা প্রকার রম্য দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিয়া আপন উরুতে পতিকে শোয়াইলেন কিন্তু রোগের শমতা না হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

পুরাণে কথিত আছে ষে তাঁহার নিকটে ষম স্বয়ং উপস্থিত হইলেন ও পারমাধিক বিষয়ে সাবিত্রীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলি —ষমকে তিনি বলেন।

মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্মমাত্র অথিলের গতি।
স্থ তুঃখ ধর্মাধর্ম সদা অহুগত।
পূর্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত।
একারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম।
সংসঙ্গ সক্তি হৈলে করে নানা কর্ম।

রামারঞ্জিকা :

সাবিত্রীর এবম্প্রকার নানা রূপ সৎ কথা শ্রবণ করিয়া যম তুই হইয়া অনেক আশীর্বাদ পূর্বক সত্যবানের জীবন প্রদান করেন।

পদ্মাবতী। সাবিত্রীর কথা শুনিলে মন পবিত্র হয়—এমন মেয়ে মাস্থুষ কি আর হবে ?

হরিহর। (৪) দময়ন্তীর উপাথ্যান অবশ্য শুনিয়াছ—তিনিও বড় পতিরতা ছিলেন। যথন পুন্ধর নলের রাজ্য লন তথন দময়ন্তী পিতার আলয়ে না গিয়া স্থামির তৃঃথে তৃঃথিনী হইয়া তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন—অরণ্য মধ্যে নল তাঁহাকে নিদ্রিত অব্স্থায় ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি জাগরিত হইয়া ধ্লায় ধ্সর অঙ্গ পাগলিনী প্রায় রোদন করিতে লাগিলেন।

লুকায়িত আছ কোথা দেও দরশন।

হংথ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেও হংথ ?

অতিশীত্র এস নাথ দেখি তব মুখ।

কুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।

তৃষ্ণার্ত হইয়া কি বা গেলে জল পানে?

পদ্মাবতী। আহা ! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর!

হরিহর। এইরূপ শোকে বিহ্বলা হইয়া কিঞ্চিদূর ষাইয়া এক মুনিকে দর্শন করিয়া—

দমরন্তী বলিলেন পতি বিরহিণী। এই বনে হারালাম মম পতিমণি॥ অন্থেমণ করি তারে করি দেই ধ্যান। হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥

বনপ্ৰ ।

পরে দময়ন্তী স্থবাহু নগরে দৈরিন্ত্রী বেশে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন ও মাতাকে আপন মনের তুঃথ প্রকাশ করিয়া বলেন।

জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কর মনে।
কেবল আছয়ে তত্ম নল দরশনে।।
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ।।

বনপর্ব।

ত্হিতার কাতরতা দেখিয়া পিতা মাতা নানা দেশে নলের অন্নেষণ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে শীঘ্র আনমন জন্ম কন্মার ভৌতিক পুনঃ স্বায়র হওন সমাচার ঘোষণা করাইয়া দিলেন। নল ছদ্মবেশে অস্থশালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া দময়স্তী অশ্রুবারি মুছিতে২ প্রাণেশ্বরের মৃথচন্দ্র দর্শন করত পূর্ব তুঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নল পত্নীকে বলিলেন "যেই নারী পতিত্রতা, না ধরে স্বামির কথা, স্বামি দোষ নয়নে না দেখে"—পরে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তৃমি কোন ব্রকে মাল্য দিবে ?

দময়ন্তী জোড় করে বলিলেন—প্রাণনাথ ! কেবল তোমার জন্তই কুল-লাজ ত্যজিয়া এই কর্ম করিয়াছি—অনেক স্থানে দৃত গেল, অনেক স্থান হইতে অনেক সংবাদ পাইলাম—কিছুতেই নির্ণয় না হওয়াতে অবশেষে মনে বিচার করিলাম যে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব। তোমার প্রতি আমার মন থেরপ তাহা পরমেশ্বর জানেন—তোমা ভিন্ন অন্ত পুরুষকে আমি নয়নের কোণেও কথন দেখি নাই—

"যদি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ, বাহির হউক এইক্ষণে"। জনস্তর নল স্ত্রীর পতিব্রতাত্ব নিশ্চয় জ্ঞানিয়া প্রেমার্ক্রচিত্তে তাহার বারম্বার ম্থ-চুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।

(৫) লোপাম্লা অগস্ত্যের স্ত্রী, তিনিও বড় পতিব্রতা ছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার ষেরপ বর্ণনা আছে তাহা বলি শুন।

লোপাম্দ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারি।
পতি সেবা নিযুক্ত সভত স্থ্যাচারি।।
পতি স্থে স্থ্যী পতি তৃঃথে অভিমানী।
ছায়া যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি।।
পতির অধিক কার প্রতি নাহি জ্ঞান।
পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান।।
ব্রন্ধা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।
গতির অধিক নাহি হয় কোন জন।।

(৬) প্রাগ্ জোতিষ দেশে শ্রীবৎস রাজার স্থী চিন্তা বড় পতিব্রতা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা নলের ন্যায় রাজাচ্যুত হইয়া পত্নী সহ বনে গমন করেন। সম্মুখস্থ এক নদী দিয়া এক সদাগর বাণিজ্ঞা করিতে যাইতেছিল দৈবাৎ তাহার নৌকা চড়ায় আটক হয়। বনের কাঠুরে রমণী সকলকে আনাইয়া তরী তুলিতে চেন্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে নিজ্ল হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। ইহা দেখিয়া সদাগর ব্ঝিল এই স্থীলোকের নৌকা উদ্ধার করণের বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই সংস্থারে চিন্তাকে বল পূর্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া নিলেন। শ্রীবৎস পত্নী এই বিপদে পড়িয়া উচিচঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও আপন প্রার্থনা অন্থসারে মনঃ পীড়া হেতু জরামৃক্ত হইলেন অনন্তর বহুদিবস পরে পতি দর্শনে প্রারম যৌবন প্রাপ্ত হার্মন।

(৭) ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী ছিলেন। কালকেতু ধন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বাস করিলে, কলিন্দ রাজা হিংসা প্রযুক্ত সৈন্ত প্রেরণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। ঐ সময়ে ফুল্লরা ব্যাকুল হইয়া বলেন।

না মারং বীরে শুনহে কোটাল।
গলার ছি ডিয়া দিব শতেশ্বরী হার।।
কারো নাহি লই রাজ কারো এক পণ।
ব্বিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥

নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
অসিঘাত করি আগে ফুল্লরাকে হান।।
তবে দে করিবে তুমি বীরে প্রাণ দণ্ড।
পিতৃ পূণো জালি মোরে দেহ অগ্নি কুণ্ড।।
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(৮) পতিব্রতা স্থ্রী নীচ জাতিতেও জন্মে, তাহার প্রমাণ দর্শাইলাম আরও এক প্রমাণ দিতেছি।

খুলনা ইছানি নগরের লক্ষপতি বণিকের কন্তা—তাঁহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে স্থী সহিত ধূলা খেলা করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটা পারাবত ভীত হইয়া তাঁহার অঞ্চলে পড়িল। খুলনা ঐ পক্ষিকে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উজানি নগরের ধনপতি বণিক দনাই পণ্ডিত সহ শীঘ্র আসিয়া বলিলেন স্করে। এ পারাবত আমার, ইটি আমাকে দেও। খুলনা প্রত্যুত্তর করিলেন-পায়রা প্রাণ ভয়ে আমার শরণ লইয়াছে, আমার কর্তব্য প্রাণ দিয়া শরণাপন্ন প্রাণিকে রক্ষা করা একারণ পায়রা কথনই দিব না। পরে ঐ অবলার সৌন্দর্য ও সংস্বভাব দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং অচিরাৎ রাজকার্য জন্ম গৌড় দেশে যান। খুলনা স্বীয় সপত্নী লহনার নিকট থাকেন। হিংসায় প্রজ্জলিত হইয়া লহনা খুল্লনাকে ধৎপরোনাতি ক্লেশ দেন— তাঁহাকে প্রহার করিয়া অঙ্গ হইতে সকল অলঙ্কার লইয়া থুঞা পরাইয়া ছাগ রক্ষণার্থ নিযুক্ত করেন ও কেবল খুদ দিদ্ধ আহার দিয়া অর্ধাশনে রাখেন। খুঞাতে সকল অঙ্গ আচ্ছাদন হইত না তাহাতেই সারিয়া লইয়া ছাট হত্তে ও পাত মাথায় পাগলিনী প্রায় খুলনা ছাগের পশ্চাং২ গমন করিতেন। চতুর্দিকে নবং কুস্থম,—শশু সকল লাবণ্যে ভাষয়মান—গো মহিষ মেষের ধ্বনিতে দীপান্ত সকল প্রতিধ্বনিত—দূরস্থ নব মেদে স্থশোভিত পর্বত, নানা পক্ষির কলরব—এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করত খুলনা যাইতেছেন। মধ্যে২ ছাগ সকল স্বাধীনক আনন্দে একং বার দৃষ্ট অগোচর হইতেছে ও রক্ষক যেন অমূল্য ধন হারা হইয়া প্রাণ ভয়ে পর্বভোপরি উঠিয়া "সর্বশী"২ বলিয়া এক২বার ভাকিতেছেন ও এক২ বার নিমে আসিয় জান শৃত হইয়া তক গুলা লতাকে জিজাসা করিতেছেন, আমার "দ্র্বশীকে" তোমরা কি লুকাইয়া রাথিয়াছ ? বদস্তের আগমন—নবং প্রব সকলের কিবা শোভা ! অশোক কিংশুক কেতকী ধাতকী জাতি জুতী শেফালিকা চন্দ্ৰমল্লিকা জ্বা-সহস্ৰহ নানা বৰ্ণ ও গন্ধযুক্তপুষ্প বিক্শিত হইয়াছে —অজ্ঞের নীর তীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে—স্থশীতল বায়ু যেন জীবন উদীপন করিতেছে, খুলনা ক্লেশশান্তি ও তুঃথে কাতর হইয়া চতুদিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও পতি বিরহে মনঃ দঞ্চিত খেদসিম্বু নেত্রকমগুলু হইতে নিঝ রিত হইতেছে। জনকের আলয় নিকটেই ছিল কিন্তু পতিপ্রাণা, পতি ধ্যানী, পতি নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়া এইরূপ ক্লেশে কাল্যাপন করত অবশেষে পতি প্রাপ্ত হন। যদিও খুল্লনা ফোবন কালে সপত্নীর তাড়না বশতঃ গৃহ ত্যাগ পূর্বক একা-কিনী বনে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মন এমন পবিত্র ও চরিত্র এমন উত্তম যে সকলেই তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিত। কিছু দিন পরে রাজ আজ্ঞায় ধনপতি সিংহলে গমন করেন ও তাঁহার উদ্দেশ না হওয়াতে খুলনার পুত্র শ্রীমস্ত সিংহলে যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করত তাঁহাকে লইয়া বাটী প্রত্যোগমন করেন। যে পর্যন্ত পতি অমুপস্থিত ছিলেন দে পর্যন্ত খুলনা গৃহে ভ্রিয়মাণা হইয়াছিলেন।

(৯) আর এক জন পতিরতার উপাখ্যান বলি, সে গল্প কিছু অসম্ভব বটে কিন্তু পতিরতার উদাহরণ পক্ষে ভাল। বেহুলা নিছানি নগরের শাঁই বণিকের কন্থা। চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নথিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নথিন্দরকে বাঁদর ঘরে দর্পে দংশন করে। বেহুলা মৃত পতির দেহ কলার মান্দাদে লইয়া ভাসিতেই দেশান্তর যান। যাত্রা কালীন সকলেই নিবারণ করে কিন্তু ঐ অবলা কাহারো কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনর্বার পাইব নতুবা জীবনে জীবন ত্যাগ করিব এই প্রতিজ্ঞা করেন। পথে স্থানেই দুইলোকে তাঁহার অন্তপম রূপে মোহিত হইয়া পরিহাদ ও মনোলাভার্থ নানা ছলনা করে কিন্তু ঐ দৃঢ়ব্রতা ধর্মপ্রায়ণা কোন কথা করে না দিয়া আপন ইইদেবতার ধ্যান ও পতি প্রাপ্তির নিরস্তন প্রার্থনা করেন। পরে পতি জীবিত হইলে তাঁহাকে লইয়া প্রথমে পিতার আলয়ে ছন্মবেশে যান অবশেষে শৃশুরের ভবনে গমন করেন।

(১৫) গৃহকথা—বামির কর্তব্য | ১৫ সংখ্যা |

পদাবতী। ন্ত্রীর ষাহা কর্তব্য তাহা তো শুনিলাম—স্বামির কি করা কর্তব্য বল দেখি। হরিহর। এই প্রশ্নে আমি বড় আহলাদিত হইলাম, একণে বলি ভন। মহানির্বাণ তন্ত্রে লেখেন।

ন ভার্য্যাং ভাড়য়েং কাপি মাতৃবং পালয়েং সদা।
ন ত্যজেং ঘোর কষ্টেংপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।
যশ্মিনরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্কোধর্ম্য: কৃত স্কেন ভবতি প্রিয় এব সং।

ভার্যাকে কদাপি তাড়না করিবে না এবং মাতার স্থায় প্রতিপালন কর। উচিত এবং দাধ্বী ও পতিরতা হইলে ঘোর কণ্টেও ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। হে মহে-শানি! যে ব্যক্তি পতিরতা ভার্যাকে তুষ্ট রাখে তাহা কর্তৃক দকল ধর্ম কর্ম কৃত হয় এবং তিনি দকলের নিকটে প্রিয় হয়েন।

শকুন্তলা যাহা তুমন্ত রাজাকে বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

অর্থেক শরীর ভার্যা সর্ব শাস্ত্রে লেথে।
ভার্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে ॥
পরম সহায় সথা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায় রাজা সর্ব কর্ম কারী ॥
ভার্যা বিনা গৃহ শৃক্ত অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥

আদিপর্ব ৷

স্থামী প্রাণপণে জ্বীকে স্থাবি করিবেন। একণে জিজ্ঞান্ত জ্বীর স্থা কি রূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর—স্থামী সচ্চরিত্রযুক্ত ও ধর্ম প্রায়ণ হইলে স্থারি যেমন স্থাইয় এমন বত্র অলকার ও ধন প্রাদানে হয় না। যেমন স্থার কর্তব্য যে আপন সতীর প্রাণপণে রক্ষাকরে—সেইরূপ স্থামিরও এই ধর্ম যে মাতৃবৎ প্রদারেষ্—পরের দারাকে মায়ের স্থায় জ্ঞান করে।

ধিনি সং স্থামী হন তিনি পরের স্ত্রী প্রমা স্থন্দরী হইলেও কথন মনেতেও

রাবণ বধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—হে রঘুনন্দন!
আপনিঅনেক দিন অনাহার আছেন—আপনকার অনেক ক্লেশ হইয়াছে কিঞ্চিৎ
কাল লল্লায় অবস্থিতি করিয়া আন্তি দ্র করুন। দাদীগণ কন্তুরী স্থগন্ধি চন্দন
দারা আপনার কোমল তন্তকে নির্মল করুক এবং সহস্র২ যুবতী কন্তা আপনার
সেবাতে নিযুক্তা হউক। রামচন্দ্র উত্তর করেন।

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম ময়। পরনারী চোর তুমি মম মনে লম্ব॥ পর পত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ স্থ দূরে যাক না চাই নয়নে॥
কোটি কোটি দেব কন্তা এক ঠাঞি করি।
দীতা তুল্য তারা কেহ না হয় স্থলরী॥

নেপলিয়ন বোনাপার্টি ফরাদ দেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মাদাম ভাতাল নামে এক পরমা স্থানরী ও স্থপণ্ডিতা নারী তাঁহার রাজ্যে থাকিতেন। তিনি আপন সৌন্দর্য মদার্থিতা হইয়া একদা রাজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —রাজন। আপন রাজ্যে পরমা স্থানরী রমণী কে ? রাজা উত্তর করিলেন আমার চক্ষে আমার প্রিয় পত্নীই পরমা স্থানরী।

যেরপ সাধ্বী স্ত্রী আপন স্বামী ভিন্ন অন্ত পুরুষকে স্থানর দেখেন না, সেইরপ সং স্থামীও আপন স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্ত স্ত্রীকে স্থানরী দেখেন না।

পদাবতী। ধর্মশীল স্বামী হইলে স্বা বেমন স্থা হয় এমন বস্থ অলকারে হয় না এটি সত্যি বটে কিন্তু স্বপত্নী গলগ্রহেও বড় অস্থুও।

হরিহর। যিনি সং স্থামা তাঁহার এক স্ত্রী ব্যতিরেকে তুই স্ত্রীতে কথনই মতি হইতে পারে না। পুরুষের এক বই আর তুই মন নহে—মনের ভাগাভাগি হইলে যোলমানা ভালবাদা হওন অদাধ্য। মিতাক্ষরার বচন অমুদারে দ্বিভীয় পত্নী গ্রহণ স্বেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। যদি প্রথম স্ত্রী স্বরাপানে রত, ব্যধিত, ধূর্ত, বন্ধ্যা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল কন্তা প্রদ্ব করেন—এইরপ কয়েক অবস্থাতেই তাঁহার অমুমতিক্রমে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু অভিনব বল্লালীয় কুলধর্ম প্রাচীন স্থতিকে একেবারে জলাজনি দিয়াছে। সে যাহা হউক, মূল কথা যথার্থ পত্নীপ্রেমান্থরাগির এক বই তুই পত্নী কথনই হইতে পারে না। যিনি বলেন যে তুই স্ত্রীকে তুল্য ভাল বাদেন তিনি অসম্ভব কথা সন্তব করিতে অনর্থক চেষ্টা করেন।

পদাবতী। তোমার কথাবার্তা শুনে আমার বড়েড়া ভর্গা হল—এত দিনের পর জানলাম যে তুমি আর বিয়ে করবে না।

(১৬) গৃহকথা—স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব অবস্থা। ১৬ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পূর্বে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কিরুপ ছিল ? হরিহর। পূরাণ ও কাব্য পূস্তকাদি পাঠে বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব-কালে লেখা পড়া শিখিতেন। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশী নাটকে প্রমাণ পাওয়া ষাইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জপত্রে পত্রাদি লিখিতেন। ফুফ্নিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে রামারঞ্জিকা ২০০১

পত্র লিথিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমন্তাগবতে আছে। ভাস্করাচার্যের কল্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও বীজগণিত এই তুই গ্রন্থ লেথেন। শক্ষরাচার্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের তর্কবিতর্ক কালীন মণ্ডনমিশ্রের ন্ত্রী লীলাবতী মধ্যন্থ হইয়াছিলেন। তৈলঙ্গ দেশীয় ভগবান নামে এক ব্রান্সণের চারি কল্যা ছিল। তাঁহারা বিবিধ বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ লিথিয়াছেন। কালিদাদের ও কর্ণাট রাজার পত্নী, যাজ্ঞ-বন্ধ্যের জ্বী গার্গী, বাহ্বটের কল্যা, এবং অত্তিম্নির বনিতা, ইহারা সকলেই বিভাবতী ছিলেন। অতএব স্ত্রীলোকেরা যে পূর্বকালে বিভাশিক্ষা ক্রিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহানির্বাণ তন্ত্রে বলেন,

ক্সাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু ষত্নতঃ। ক্সাকেও পুত্রবং পালন ও যত্নপূর্বক শিক্ষ্দান করা কর্তব্য।

এক্ষণে অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের প্রথা হইয়াছে ইহাতে বড় অনিষ্ট হইতেছে। পূর্বে রাজকন্তাদিগের যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইত ও স্বয়ম্বরার প্রথা থাকাতে তাঁহারা আপন স্বেচ্ছাক্রমে পতি বরণ করিতেন। পিতা মাতা অথবা অক্সান্ত লোক দারা রাজপুত্রদিণের আহ্বান করিলে বিবাহের দিবদ ধাত্রী কন্তাকে লইয়া পরিচয় দিত, কন্তা দকল কথা কর্ণে শুনিয়া ও আপন চক্ষে দেখিয়া ধাহার প্রতি মনঃ হইত তাঁহার গলায় বরমালা দিতেন। এইরপে কুন্তী দময়ন্তী ইনুমতী ও ভামুমতী প্রভৃতির বিবাহ হইয়াছিল। ক্তত্রিয়দিগের মধ্যে সময়ে২ এইরূপ প্র হইত যে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ ক্রিতে পারিবে সেই কন্তা পাইবে। শ্রীরাম ধ্রুক ভঙ্গ করিয়া দীতাকে পান। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর এক প্রথা ছিল যে কন্তার যাহার প্রতি মনঃ হুইত তাহাকেই বিবাহ করিতেন এবং সেই ব্যক্তি হরণ করিলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার তিন কন্তাকে ভীম মন্তান্ত রাজার দহিত সংগ্রাম করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যান। জ্যেষ্ঠ কন্তা অসা হন্তিনায় যাইয়া বলিলেন আমি শল রাজাকে মনে২ বরণ করিয়াছি অন্তকে বিবাহ করিতে পারি না; তৎক্ষণাৎ ভীম তাঁহাকে বিদায় করিয়। দেন। শিশুপালের সহিত কুল্মিণীর বিবাহ স্থির ইইয়াছিল কিন্তু ক্রিণীর মনঃ ক্লঞ্চের প্রতি ছিল এই জন্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করেন। বলরামের বাদনা ভদ্রাকে তুর্ঘোধনকে দিবেন, ক্লের ইচ্ছা তাঁহাকে অজুন বিবাহ করেন এবং ভদ্রারও মন: অজুনের প্রতি ছিল এম্বন্ত অজুন তাঁহাকে হরণ করেন এবং হরণ কালীন অর্জুনকে ষ্তুদিণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, ও ভদ্রা স্বয়ং সার্থির কর্ম করেন।

ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে মন্তুবচন অন্নারে এই নিয়ম ছিল যে তাহারা মহাকুল প্রস্থতা

মনোহারিণী স্ক্রপা গুণবতী ভার্যাকে বিবাহ করিবে। এক্ষণে কুলীনেরা যেক্রপ পণ গ্রহণ করেন পূর্বে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মন্তর ৯ অধ্যায়ে লেখেন শৃদ্রেরাও কন্তা দানকালে পণ গ্রহণ করিবেক না।

মহানির্বাণ তত্ত্বে বলেন "দেয়া বরায় বিহুষে" অর্থাৎ স্থপণ্ডিত পাত্তে কতা দান করিবেক। মন্থ্যংহিতাতেও লেখেন যে উৎক্কৃষ্ট ও স্থরূপ বরকে কতা দান দিবেক ও অপাত্তে সম্প্রদান অপেক্ষা কতাকে চিরকাল গৃহে রাখা শ্রেয়ঃ।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে পূর্বে ধেরূপ প্রথা ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কি অন্তঃ-পূরে রুদ্ধ থাকিত ? আর সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে স্ত্রীলোককে রুদ্ধ না রাখিলে তাহাদিগের ধর্ম রক্ষা হইতে পারে না ? মন্ত্র > অধ্যায়ে বলেন।

> অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাং পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ। আত্মন মাত্মনা যাস্ত রক্ষেযুস্তাঃ স্থরক্ষিতাঃ॥

ন্ত্রীলোকেরা আপ্ত পুরুষদের কর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও রক্ষিত নহে। যাহারা আপনা হইতে আপনাকে রক্ষা করে তাহারাই স্ক্রক্ষিত্ত।

এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে পূর্বে স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালা। প্রভৃতি স্থানে গমন করিত। অভাত প্রস্থ পাঠেও প্রভীয়মান হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা উৎসব অথবা অভাত সময়ে অভঃপুর হইতে বাহিরে আসিত ও বনে মৃগয়ায় এবং মুদ্ধে ও তীর্থে স্বামী সঙ্গে গমন করিত এবং কুট্রু ভিন্ন অপরং ব্যক্তিও অভঃপুরে যাইতে পারিত। পূর্বে বলিয়াছি যে সাবিত্রী স্থী সঙ্গে রথারুড়া হইয়া পিতার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন। স্কভ্রা হৃত্রা ভ্রমণ আসিতে২ রথে অর্জুনকে পরিচয় দেন।

এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
ু ভ্রমিতেন তিন পুর ইচ্ছামত রঙ্গে॥
স্মেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইব হয়॥

আদিপর্ব।

ষথন রাজকুলীয় নারীরা ঐ প্রকার ভ্রমণ করিতেন তথন এ প্রথা অবগ্রন্থ চলিত ছিল। বিশেষ সময়ে প্রকাশ্য স্থানে রাণী রাজার নিকটে বসিতেন, আর রাজ-কুমার না থাকিলে কুমারীই রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। পরস্ক হিন্দুদিগের রাজ্য সময়েই স্ত্রীলোকদের ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্যাবিধি তাহা-দের দৌরাত্মা জন্য এথানকার অঙ্গনারা অস্তঃপুরে কন্ধ হয়েন।

অপর পূর্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সম্মান ছিল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ অথবা প্রাণ হরণ করিলে প্রাণ দণ্ড হইত আর যদি কেহ কোন কুমারীর কুমারীত্তের প্রতি দোষারোপ করিত তবে তাহারও দণ্ড হইত। শাস্থে পরপত্নীকে "মুভগে ভগিনি" বলিয়া সম্বোধন করিবার বিধি আছে কিন্তু মাতৃ সংখাধনের প্রথাই শাধারণ রূপে প্রচলিত ছিল, কারণ তাহা অ্যাপিও চলিত আছে এবং অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারে স্ত্রীলোকের মাগুতার ত্রুটি কোন অংশে ছিল না; আর স্ত্রীলোকের রক্ষার্থ প্রাণি বধ অথবা প্রাণ দান করণ প্রশংসনীয় জ্ঞান হইত। ঐ প্রথা ইংরাজ-দিগের ব্যবহারের সদৃশ। তাঁহারা রমণীগণকে এমন স্মাদ্র করেন যে আবশুক মতে আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েন ও যে ব্যক্তি এরপ ব্যবহার না করে দে ভঙ্গ সমাজে হেয় বলিয়া গণ্য হয়।

ষে দেশে স্ত্রীলোক মান্ত সে দেশে সভ্যতার উন্নতি হয়। যে দেশে স্থ্রীলোক অমাত্র ও দাসীর ন্থায় গণ্য দে দেশের লোকের সভ্যতা ও ধর্মবৃদ্ধি হইতে পারে না। স্ত্রী-লোক স্থানিকত ও সম্মানিত হইলে পুৰুবের চিত্তোৎকর্ষক স্বরূপ হয়-এমত স্থী-লোকের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তি জন্ত পুরুষ সর্বদা যতুবান ও মন্দ কর্ম করণে সর্বদা ভীত হন। তাঁহার মনে এই ভয় হয় বে এ কর্ম করিলে পরিবারের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইব এবং এই রূপ মনের ভাব সর্বদা হওয়াতে সচ্চরিত্ত হওনের অভ্যাস হইয়া পড়ে। স্থশিক্ষিতা স্ত্রী পুরুষের এক প্রকার শাস্তা ও উপদেষ্টা এ-জন্ম স্ত্রীশিক্ষা না হইলে পুরুষের শিক্ষা প্রকৃত রূপে হইতে পারে না। যে গৃহে স্থানিকতা ও ধর্মপরায়ণ। নারী থাকে সে গৃহে সম্ভান সম্ভতি কি মন্দ চিম্ভা কি মন্দ কথা কি মন্দ কর্ম কখনই শিথিতে পারে না।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রীলোক।

জাপানদেশ চীনদেশের নিকটবর্তী। ঐ দেশের লোকেরা পুত্র ও কন্তাকে সমান-রূপে শিক্ষা দেয়। যে পাঠশালায় তাহারা প্রথমে প্রেরিত হয় তথায় লিখন পঠন এবং স্বদেশের পুরাবৃত্ত শিক্ষা করে। যাহারা মজুরি করিয়া দিনপাত করে তাহা-দিগের কন্তারাও ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যে সকল লোকের অবস্থা ভাল অথবা যাহারা ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য, তাহাদিগের ত্হিতারা প্রথমে উক্ত প্রকার শিক্ষা পাইয়া অক্তান্ত বিভালয়ে গমন করে ও দেখানে নীতি, শিষ্টাচার, এবং ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ২ ভদ্র ব্যবহার, জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম নির্বাহক বিচ্ছা এবং গৃহিণী ও মাতার প্রয়োজনীয় কর্ম দকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

শिक्रक्तता वालक रिशक नौि ७ धर्म विषया यद्मभूर्वक छेपरम् अनान करतन

এজন্ত স্ত্রীলোকদিণের ভদ্র স্বভাব ও ভদ্র ব্যবহার হয়, যদিও তাহারা ইংরাজদিণের বিবিদের ন্তায় অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকে না, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করে, তথাপি ধর্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে ভ্রষ্টা প্রায় নাই। জাপানদেশের লোক-দিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত বিশ্বাস যে কাহার স্ত্রীর অসতীত্ব প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য হয়। ধর্মের মূল পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাদ—ঐ মূল ভাল রূপ হইলে কোন উৎপাতেই ব্যাঘাত হয় না। জাপানদেশের লোকেরা পৌতুলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অন্থরাগী। যৎকালীন জাপানদেশের লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া পরিবার সহিত স্দালাপ করে তথন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন সকল বড় আমোদজনক হয়। স্থন্দর২ বাক্স, নানা প্রকার ফল, বিচিত্র পাথা, এবং পক্ষী ও জন্তুর চিত্র, পাকেট বহি, ছোটং বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষ গুণ আলোচনায় নারীদিগের শিল্পবিতামুশীলনে উৎদাহ প্রদত্ত হয়। জাপানদেশের স্ত্রীলোকেরা ষেমন গুণবতী তেমনি স্থন্দরী কিন্তু তুংখের বিষয় এই যে স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে অক্যান্ত স্ত্রীলোককে স্ত্রীবৎ ভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর এমন দাধ্য নাই যে আপন ভর্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু জিজাসা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গের সঙ্গী, তুংথের তুংথী এবং স্থেথর স্থ্যী অতএব ষে২ বিষয়ে পরামর্শ দিতে দক্ষম, দেই২ বিষয়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এ বিষয়ে জাপানদেশের লোকদিগের সভ্যতা সম্পূর্ণ হয় নাই।

ষাহাহউক জাপানদেশের স্থীলোকের মধ্যে অনেকে উত্তম২ ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ লিথিয়াছেন, ফলতঃ তাঁহারা সকলেই বিভার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জাপানদেশের একজন স্ত্রীলোক সতীত্ব বিনষ্টহইলে কি করিয়াছিল তাহার বিবরণ নিমে লিখিত হইতেছে।

এক জন ভদ্র ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে কোন এক সম্রাস্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে নই করিবার জন্ত নানাপ্রকার চেটা করে কিন্ত কৃতকার্য হইতে না পারাতে অবশেষে ছলক্রমে ইই সিদ্ধি করে। সেই স্ত্রীর ভর্তা প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মুখ মান দেখিয়া বলিলেন— প্রিয়ে! তোমার বদনের ভাবে প্রকাশ পাইতিছে তুমি বড় অস্থা আছ—ইহার কারণ কি ? পত্নী উত্তর করিলেন—নাথ! অন্ত ক্ষান্ত হণ্ড, কল্য মংকালীন কুটুম্ব ও দেশের প্রধান২ লোককে নিমন্ত্রণ করিবে তৎকালে আত্ম মনঃ পীড়ার কথা ব্যক্ত করিব। পরদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে ছাতের উপর ভোজ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ ত্রাচার সম্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। আহার স্বান্ত হইলে সেই

রামারঞ্জিকা ২৪৩

অবলা উত্থান পূর্বক বলিলেন—নাথ! এই স্থানের এক মহাপাপী ছ্রায়া ছল ও প্রতারণা করিয়া আমার ধর্ম নট করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার দণ্ড করিবেন—আমার দেহ অপবিত্র—আমি তোমার সহবাসের যোগ্য নহি—আমার জীবনে আর ক্রথ নাই—মন অহরহ জলস্ক অগ্নির তাপে তাপিত হইভেছে—নিধন না হইলে নিক্ষৃতি হইবে না—এক্ষণে আমাকে সংহার কর। স্বামী ও অক্সান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বলিল—ভদ্রে! একটু ক্ষির হও—তোমার দেহ অপবিত্র হইয়াছে বটে কিন্তু মন অপবিত্র হয় নাই—যে ব্যক্তি এ তৃষ্কর্ম করিয়াছে ভাহারই প্রাণদও করা কর্তব্য। পত্নী সকলকে নমস্কার করিয়া স্থামীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, স্বামীও তাঁহার গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে ক্ষম্থির করিতে চেটা করিলেন। পত্নী সম্প্রেহে আপন ভর্তার মূথচুম্বন করণান্তর দৌড়িয়া গিয়া ছাতের আলসিয়ার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে ক্রারা সন্তাপিত হইয়া নীচে আসিয়া আপনি আপন প্রাণ বিনাশ করিল।

(১৮) সংখীকে স্বামী কথন ভুলিতে পারে না।

আমার পিতা দওদাগরি কর্ম করিতেন। এজন্ত তাঁহাকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার সঙ্গে সর্বদা থাকিয়া২ দৌড় ধাপ আমাকে বড় ভাল লাগিত। ঘরে বসিয়া কেবল গুডুক টানা ও ফাল্ত গাল গল্প করায় দেকসেক বোধ হইত। পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম—নানা দেশ ভ্ৰমণ করাতে নানা প্রকার নৃতনং বস্ত দেখিতে পাইলাম নানা প্রকার নৃতনং বস্ত দেথিতেং নানা প্রকার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক স্থান পর্যটন করিয়া বারাণদীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কালভৈরবের গলিস্থ এক বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন বৈকালে চৌষ্টিযোগিনীর ঘাটের নিকট বেডিয়া বেডাইতাম ঐ ঘাটের উপরে একজন পরমহংস শাস্ত্র পাঠ করিতেন, অন্ত এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট বদিয়া নিহুদ্ধ হইয়া শুনিতেন। দিবা অবসান হইলে প্রমহংস সায়ং-<u> নন্ধাার উদ্যোগ করিলে ঐ শ্রোতা তাহাকে প্রণাম করিয়া আধোমূথে ভাবিতে২</u> বাটী যাইতেন ও পথিমথো এক২ বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ঐ ব্যক্তিকে কয়েক দিবদ ঐরপ দেখিয়া তাহার দহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল, অতএব তদবধি একং দিন তাঁহার সমূথে দাঁড়াইতাম কিন্ত তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না—পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিবদ তাঁহার পশ্চাংক গম্ম করিয়া বরাবর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

তিনি আমাকে দেখিয়া জিজেদা করিলেন—আপনি কে ? আমি আপন পরিচয় দিয়া বলিলাম আপনকার দহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে এনিমিত্ত এপর্যস্ত আদিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বদাইয়া যথেষ্ট স্মাদর করিলেন। তাহার পরে নানা বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা হইল, তাঁহার কথায় আমার বোধ হইতে লাগিল যে আমার সহিত আলাপে তাঁহার তৃষ্টি জন্মিতেছে। এই অবকাশে আমি জিজ্ঞানা করিলাম মহাশরের পূর্ব বুত্তান্ত কি ? আপনি সর্বদা অনুমনা থাকেন কেন ? আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্রে তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন বন্ধ দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি কৃষ্ঠিত হুইলাম। কিছু কাল পরে তিনি একট সামালিয়া বলিলেন—মহাশয়। পরিচয় কি দেব ? আমার নাম কুঞ্কিশোর দেব—আমি অতি হুর্ভাগ্য—বোধ করি আমার মত তুরদৃষ্ট নর সংসারে দিতীয় নাই। আমার আদি বাসস্থান কৃষ্ণনগর। বিশ বংগর বয়নের সময় পিতা মাতার কাল হয়—বিষয় আশয় অনেক ছিল কিন্তু আমার অপ্রবীণতা প্রযুক্ত ক্রমে২ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, টাকা হাতে পাইয়া আমি মত্ত প্রায় হইয়াছিলাম। আমার পিতা বহু পরিশ্রমে বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। তিনি দাংসারিক বিষয় দকল ভাল বুঝিতেন ও দর্ব বিষয় বছদশী ছিলেন। আমার বিবাহের সম্বন্ধ অনেক ভারি২ জায়গা থাকিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া একজন মধ্যবর্তী ভদ্র লোকের কন্সার দহিত আমার বিবাহ দেন। আমার শুভরের যেমন সঙ্গতি, তেমনি বরাভরণ দানসামগ্রী ও সামাজিক দিয়াছিলেন। আমার মাত। তাহাতে বিরক্ত হইয়া পিতাকে অমুযোগ করেন। পিতা উত্তর করেন-পাওনা থোওনায় বড আইসে যায় না-ভদ্র ঘরের মেয়ে আনাই আদল কথা—অনেক অনুসন্ধান করিয়া মেয়ে আনিয়াছি—যদি কিছ কাল বেঁচে থাক তবে এ কর্মটি কেমন হইল তাহা দেখিবে। বলতে কি-পিতার কথা প্রথমে আমার বড় ভাল লাগে নাই, কিন্তু সেটি ছেলেবৃদ্ধি—ছেলেকালের धर्म এই यে **मकल कर्मरे** धूमधारम श्रदेत—यिन विवाह श्रम ता थूव वर्फ मालूरवत ঘরে হবে—শ্বন্তর শ্বাশুড়ী খুব দেবে থোবে—তত্ত্ব তাবাস— ঘনং আদিবে ও জামাই লয়ে সর্বদা সাদ আহ্লাদ করিবে। পরস্ত কিছুকাল পরে আপন স্ত্রীর কথা বার্তা শুনিয়া ও রীতি ব্যবহার দেখিয়া মনে২ পিতাকে অনেক প্রাশংসা করিতে লাগিলাম। পিতা মাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী বাটীর গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম দকল এমত স্থচারু রূপে করিতে লাগিলেন যে বর্ণনা করিতে পারি না। বসতবাটী সর্বদা পরিষ্কার রাখিত—বিছানা ও বস্তাদি কথন অপরিষ্কার হইত না—দ্রব্যাদি ষ্থাবোগ্য স্থানে শৃল্পলাপূর্বক থাকিত গোল্মাল কোন প্রকারেই হইত না। রামারঞ্জিকা :২৪৫

ভাণ্ডারের চাবি আপনি রাখিতেন— যথন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত আপনি বাহির করিয়া দিতেন, দ্রব্যাদি যাহা খরিদ হইত তাহা ভালই হইত, অথচ দর বেহিসাবি হইত না ও জিনিসপত্র অকারণে নষ্ট কিয়া তছরূপাৎ কোন প্রকারে হইত না অথচ পরিবারের ও চাকর দাসীদিগেরও পরিতােষ রূপ ভোজন হইত। রান্না বান্না আপন হস্তে করিতেন, পচা মাছ, পচা তরকারি, কিয়া অহ্য কোন তুর্গন্ধ দ্রব্য বাটীর ভিতর আনিতে দিতেন না। সকল হিসাব কিতাব স্বহস্তে করিতেন, গোকর ও ঘোড়ার খোরাক প্রতি দিন আপন চক্ষে দেখিয়া দিতেন। আমার পিতা যেই বিষয় আশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন ভাহার দবিশেষ সকলই জানিতেন, আমি যে ঐ বিষয় আশয় পাইয়া বাবু হইয়া উঠিয়াছি তাহা দেখিয়া ভঙ্গিক্রমে শাস্ত ভাবে মধ্যেই আমাকে তুই এক কথা এমত করিয়া কহিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার সাময়িক চটকা হইত।

কালক্রমে আমার হুই পুত্র ও এক কন্তা জিমিল। সন্তানদিগের যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে লাগিল তাহা কি বলিব ? আমার স্ত্রী প্রতি দিন প্রত্যুষে তুই এক জন লোক দিয়া ছাওয়ালদিগকে নদীতীরে পাঠাইয়া দিতেন। ছেলেরা হাওয়া খাইয়া ও খেলা করিয়া আদিয়া ঘরের গাইর তুধ ও রুটি খাইত। তিনি তিনটী ছেলেকে সর্বদা আপনার নিকট রাখিতেন, চাকর দাসীর সঙ্গে বড় সহ-বাস করিতে দিতেন না, কারণ চাকর দাসীতে ছেলে পুলেকে ভয় দেখাইয়া অথবা কুকথা শিথাইয়া প্রায় নষ্ট করে। আপনার ভোজনের পর ছেলেদের লইয়া মিষ্ট বাক্যে স্নেহ ও কৌশলের দ্বারা নানা প্রকারে সৎ উপদেশ দিতেন, শিশুরাও জননীর এইরপ শিক্ষাতে কাহাকে মন্দ বলে তাহার নামও জানিত না। তাহারা খেলা ধূলা করিত ও গুরুমহাশয়ের কাছে লেখা পড়া শিখিত কিন্তু থেলা ধূলা ও লেখা পড়া অপেক্ষা মায়ের কাছে থাকিতে অধিক ভাল বাসিত। মায়ের সং উপদেশে কখনই পরস্পর গালাগালি অথবা কলহ করিত না-পর-স্পার এমনি ভাল বাসিত যে একটা কোন ভাল মন্দ জিনিস পাইলে আর হুটাকে না দিয়া খাইত না ও একটার কোন অস্বুখ হইলে আর ঘুটী আনা গোনা করিয়া এবং ভাবিয়া ও দেবা করিয়া সারা হইত। তাহাদিগের মধ্যে কেহই এমত বলিত না যে অমুক জিনিসটা কিম্বা থেলেনাটা কেবল আমাকে দাও। এক জন কোন বিষয়ে বঞ্চিত হইলে আর ঘুই জন বড় অন্তথী হইত। ছেলে বয়স পর্যন্ত এইরূপ অভ্যাস হইলে ক্রমে পরোপকারক স্বভাব হয় কিন্তু এই প্রকারে নীতি দেওয়া সং মাতা ব্যতীত অগ্ন কাহা হইতেও হয় না।

অপর আমার স্ত্রী দাস দাসী যাহাতে ভাল থাকে সর্বদাই এমত চেষ্টা করিতেন,

ভাহাদিগের ব্যামোহ হইলে কাছে বসিয়া ঔষধ পথ্য দিতেন ও পাড়ার গরিব ছংথি লোকদের সতত তত্ত্ব লইতেন। তিনি কথনই কাহার সহিত উচ্চ কথা কহিতেন না, যগুপি কেহ অকারণে বিবাদ করিতে আসিত তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পরে ভাল কথার দারা তাহাকে শাস্ত করিতেন। তিনি সর্বদা নম্রভাবে চলিতেন—অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কড়ির গন্ধে অনেক পারিষদ জ্টিয়াছিল, তাহাদের কৃহকে পড়িয়া আমার পের দোষ উপস্থিত হইল। সরাবে যে প্রকার মন্ততা ও দোষ জন্মে তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয় আশার ও পরিবারকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয় স্থথে উন্মন্ত হইলাম। এই বিপদ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্রালীন আমাকে ডাকাইয়া আহার করাইতেন, তৎপরে সেবা করিতেই বাক্য কৌশলে একটাই নীতি বিষয়ক মনোরম্য গল্প কহিতেন। তিনি জানিতেন ভাল গল্প শুনিতে আমি বড় ভাল বাদিতাম। একই দিন গল্প শুনিতেই অনেক রাত হইত তাহাতে পারিষদেরা আমাকে না দেখিতে পাইয়া বাটা ফিরিয়া ষাইত। কিছু কাল এইরপ করিতেই মত্য পান ইত্যাদির উপর একেবারে আমার ইচ্ছা ঘুচিয়া গেল। তথন আমার চৈতত্ত হইলে ভাবিতে লাগিলাম কি কুকর্ম করিয়াছলাম। আমি স্ত্রীকে কত কুকথা বলিয়াছি কিন্তু তিনি তাহা কিছু ধর্তব্য না করিয়া আমাকে কি দায় থেকে মৃক্ত করিলেন।

অবকাশ পাইলেই আমার ভার্যা শিল্প কর্ম করিতেন এবং ক্যাকেও শিখাইতেন।
এক দিবদ জিজ্ঞাদা করিলাম তুমি স্থাঁচ স্থতা লইয়া এত ক্লেশ কেন কর?—
এসব জিনিদ দরকার হইলে কি বাজারে মেলে না? তিনি আমাকে বিরক্ত দেথিয়া স্থাঁচ স্থতা রাথিয়া বলিলেন শিল্প কর্ম শিখাতে অনেক উপকার আছে।
ইহাতে মনঃ স্থান্থির থাকে ও ঠাঙা মেজাজ হয় আর ত্রবস্থায় পড়িলে কর্মে
লাগে।

কিছু কাল পরে পত্নী এক দিবস বলিলেন—দেখ ছেলে তুটীর লেখা পড়া এক রকম হইতেছে কিন্তু মেয়েটির একটী ভাল শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু শিখাইয়াছি কিন্তু শিখিবার অনেক বাকি আছে। এই কথা শুনিয়া আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম মেয়ের শিক্ষা দিবার জন্ম টাকা নষ্ট করার তাৎপর্য কি? আজ আছে কাল পরের ঘরে যাবে, কড়ি থরচ করিয়া মেয়েকে শিখাইলে কি লাভ হইবে? আমার এই কথাতে পত্নী ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। ভাঁহাকে এ রূপ দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন—না বিরক্ত হই নাই—সামীর উপরে কি কথন

রামারঞ্জিকা , ২৪৭

ন্ত্রী বিরক্ত হইতে পারে ? কিন্তু এবিষয়টি তোমাকে কি প্রকারে ব্যাইব তাহাই ভাবিতেছি। আমার একটা কথা শুন দেখি। বাপ মার কর্মই এই যে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সং উপদেশ দিবে। যদি কন্তার উপদেশ না হয় তবে তিনি দংসারে কোন কর্মের যোগ্য হইতে পারেন ? না গৃহকর্ম ভাল করিয়া জানিতে পারেন—না সন্তানাদির লালন পালন করিতে পারেন—না স্থামী ও পরিবারস্থ অক্টান্তকে স্থী করিতে শক্ত হয়েন—না তাঁহার ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় ? এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্বে ভোমার মত ছিল কিন্তু আমার উপদেশ জন্তু বাবা ব্যয় করিতে কস্ত্র করেন নাই। আমার ভাগ্য ক্রমে এক জন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইতে আদিতেন—দেই বিবির যেমন শান্ত স্থভাব ও ক্রমরের প্রতি ভক্তি এমন কোন মেয়েমান্ত্রের অ্যাপি আমি দেখি নাই, তাঁহার সহিত সহবাদে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এই জল্যে মেয়েটির শিধিবার কথা বালিতেছি, বাপ মাকে ছেলে পুলের বিবাহ দিতে হয় বটে কিন্তু বিবাহ দেওয়া অপেকা সং করা অধিক আবশ্যক কর্ম।

স্ত্রীর এই সকল কথা আমার উপদেশ স্বরূপ বোধ হইল, তৎক্ষণাং কন্তার শিক্ষার উপায় কবিলাম।

আমি পত্নীকে যত দেখিতাম ততই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম বাড়িত। তিনি প্রতি দিন প্রাতে বিছানা হইতে উঠিতেন, সূর্য উদয় হইলে আমি উঠিতাম। দৈবাৎ এক দিবস প্রাতে উঠিয়া বাহিরে যাই সেই সময়ে তিনি অন্তরে বিদয়া-ছিলেন। আমার সন্দেহ হইল তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। আন্তে২ নিকটে আসিয়া দেখিলাম স্থির চিত্তে তুই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পরমেশ্বরের ৫৫মে তাঁহার মন এমনি আর্দ্র হইয়াছে যে মধ্যে২ ছুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্র বহিতেছে, পত্নীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া আপনার প্রতি দ্বণা জন্মিল, এবং এই ধিকার হইতে লাগিল আমি অতি পাষণ্ড, ঈশ্বরের উপাসনা কথনই করি না এই জন্ম আমার চিত্ত এত অপবিত্র ও অধর্মে অহরহ প্রবৃত্ত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিষয় আশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বড় ভাল হইত না, অতএব ক্রমে২ আমাকে জড়িয়ে পড়িতে হইল। অর্থের হ্রাস দেথিয়া পাওনা **ও**য়ালা সকলে চাগিয়া উঠিয়া আমার নামে আদানতে এক তক্। ডিগ্রি করিতে লাগিল। আমি যৎকালে বাবু হইয়া উঠিয়াছিলাম তৎকালেই জমী জেরাৎ বন্ধক পড়ে, ভদ্রাদন বাটীও গ্রিবির মধ্যে লেখা ছিল। এই সকল বিষয় দখল লইবার হুকুম হইলে উকিলেরা আমাকে পরামর্শ দিল যে ভন্তাদন বাড়ী খানা তোমার স্ত্রীর নামে পূর্ব ভারিখের বন্ধকি খত বানাইয়া রাখিলে রক্ষা হইতে পারে। এই

কথা শ্রবণ করিয়া আমি ভার্যার সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। আমার স্ত্রী এই দকল কথা ভনিয়া ধীরতাপূর্বক বলিলেন এত দিনের পর ঘোর বিপদে পভিতে হইল—বোধ করি অন্ন বস্ত্রের জন্মে লালায়িত হইতে হইবে। প্রমেশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু আমার নামে মিখ্যা বন্ধকি খত করিও না, এমত জুয়াচুরি করা কখনই উচিত হয় না। হাতে তুগাছা পিতলের বালা পরিয়া থাকব, আমার যে কিছু অলকার পত্র আছে বিক্রয় করিয়া তোমার ও সন্তানদিগের ভরণ পোষণ করিব—তাহা গেলে পর তোমার ও সন্তানদিগের জন্ম দাসীবৃত্তি করিতে হয় তাহাও করিব কিন্তু অধর্ম পথে যাওয়া হইবে না। স্ত্রীর এই কথা ভনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া থাকিলাম। কিছু দিন পরে পাওনা ওয়ালারা সকল বিষয় আশয় দথল করিয়া লইয়া ভদ্রাসন বাটী হইতে আমাদিপের হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিল। স্ত্রী ও সন্তানদিগকে লইয়া একথানি কুঁড়েঘর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। তুরবস্থায় পড়িয়া অতিশয় কাতর হইলাম কিন্তু এরপ অবস্থা হও-য়াতে অনেক উপদেশ পাইলাম। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ একবার তত্ত্বও করিল না, যে সকল লোক আমার চাকর ছিল তাহারাও নিকটে আইল না। আমি কর্ম-কাজ করিতে শিথি নাই ও কর্মকাজ করিয়া দেয় এমন কেহ মুরব্বিও ছিল না। রাতদিন স্ত্রী পুত্রের নিকট বসিয়া থাকিতাম এবং কেবল তাঁহারদিগের মুখ দেখিয়া তঃখ দূর করিতাম, কাহারো দহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইত না। স্ত্রী আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া শিল্প কর্মের ধারা কিছু দিন ভরণ পোষণ করিলেন, মেয়ে মান্তবের শিল্প কর্ম শিথিবার উপকার আমার তখন বোধগম্য হইল। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কানপুর অথবা মিরাটে গিয়া এক থানি ছোট খাট দোকান করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারিবে। এই অভিপ্রায়ে নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে লইয়া রাহি হইলাম। রাজমহল বরাবর পৌহুছিলে একটা ঘোরতর ঝড় উঠিল—নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উল্টিয়া গেল—নৌকার তক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। স্বচক্ষে দেখিলাম আমার ছুইটা সন্তান চীৎকার করিতে২ ভুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকু পাঁকু করিয়াছিলেন কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে তিনিও শীঘ্র দৃষ্টির অগোচর হইলেন — আমি না মরিয়া ভাসিতেং কিনারায় উত্তীর্ণ হইলাম। মনে হইল যতাপি পরমেশ্বর আমাকে কাণা করিতেন তবে চক্ষু দিয়া এসকল দেখিতে হইত না-সমন্ত রাত্রি রোদন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—যে পরমহংসের নিকট প্রতিদিন বৈকালে ধাই তিনি আমাকে নিবৃত্ত করাইয়া, এই ধামে লঙ্গে

রামারঞ্জিকা ২৪৯

করিয়া আনিয়া নানা প্রকারে সাম্বনা করিতেছেন। আমার ছুর্বল চিত্ত—সর্বদাই প্রাণ কেঁদে উঠিতেছে—সন্তানেরা বা কোথায় গেল ? আর আমার সেই প্রাণেশ্ব-রীই বা কোথায় গেলেন ? * *

(১৯) ধর্ম ও অধর্মের পথ—স্বগ্ন।

আমি টোলে অধ্যয়ন করি। পাঠ অভ্যাদ নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। দৈবাৎ এক দিন রাত্রে শ্রান্তি বোধ হওয়াতে মাথায় পুন্তক দিয়া আলুতা দুর করিতে২ নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণৈক কাল পরে স্বপ্ন দেখিতেছি—ষেন ভ্রমণ করিতে২ এক দেশে উপস্থিত হইলাম—স্থানে২ নদ নদী গিরি গুহা হাট মাঠ পশু পক্ষী ও নানা জাতীয় মন্ত্রয়। গমন করিতে২ অন্তেষণ নামক পর্বতের উপর উঠিয়া দেখিলাম হুই দিকে হুই পথ—সেই হুই পথে হুইটা কলা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞানা করিলাম আপনারা কে ? উত্তর দিকুস্থ কন্তা বলিলেন আমার নাম ধর্ম ও দক্ষিণ দিকস্থ করা কহিলেন আমার নাম অধর্ম। আমি কিঞ্চিৎ কাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম নামিকা কন্তা খেতবসনা শান্তবদনা—মৃত্হাদিনী—স্বেহভাষিণী ও ক্বপাবলোকিনী। অধর্ম রক্তবন্ত্রা— নানালক্ষারে ভূষিতা—স্থগন্ধি চন্দনে চটিতা ও হাব ভাব কটাক্ষে সম্পূর্ণা। ধর্ম আমাকে বলিলেন বাছা তুমি যে দেশে আসিয়াছ ইহার নাম সংসার-এইদেশের এই ছুইটী পথ ব্যতীত অক্ত পথ নাই। যে পথ আমি দেখাইতেছি যদি এই পথে আইস তাহা হইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই মঙ্গল। কিন্তু স্মামার পথগামী হইলে অনেক পরিশ্রম ও কঠিনং নিয়ম পালন করিতে হইবে। এই সকল করিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইবে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত স্থুখ প্রাপ্ত হইবে। কোন২ সময়ে ঐ ক্লেশ অসহা হইলেও হইতে পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপাতও ঘটিতে পারে—অর্থ নাশও হইতে পারে, মানের থর্বতাও হইতে পারে —স্ত্রী পুত্র বন্ধু বিয়োগ জন্ত শোকও ঘটিতে পারে কিন্তু উক্ত প্রকার উৎপাতে পতিত হইলেও আমাকে স্মরণ করিয়া স্থান্থির হইয়া থাকিও। এই রূপ করিলে তোমার চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল ও দৃঢ়তর হুইবে, চিত্তের মালিল বিগত হুইলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগাতে আমি ধর্মের পথে গমন করিতে উগ্যত হইলাম। এমন সময়ে অধর্ম হাস্ত করিতেং বলিলেন—অরে ত্রাহ্মণ পুত্র! বুঝে ভবে যাও। ধর্মের পথে গেলে কপ্তে প্রাণ যাবে—আমার পথটা একবার চেয়ে দেখ—বদস্ত চির দিন বিরাজমান—মলয় পবন মন্দং বহিতেছে—তক্ষ সকলের

সদাই নবং পল্লব—স্থবৰ্ণবৰ্ণ পক্ষির স্থমধুর কলরব—স্থানেং অমৃত কুণ্ড—মনোহর সরোবর—নর্ভকীগণ নাচিতেছে—কিল্লবসকল গান করিতেছে—দিবা রাত্রি উল্লাস ও আমোদ প্রমোদের ধ্বনি হইতেছে। আমার পথে শ্রম নাই, কন্ট নাই, কঠোর নাই, ভাবনা নাই, –লোকে কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া সদানন্দে সদাই স্থামৃত পান করিতেছে—এ পথে আশু স্থথ পাওয়া যায়।

অধর্মের প্ররোচনায় আমার মনঃ ফিরিয়া গেল, ধর্মের পথ ছাড়িয়া অধর্মের পথে গমন করিতে ঘাই এমন সময় এক জন জীন শীন প্রাচীন ব্যক্তি আমাকে টানিয়া বলিলেন—বাছা ফের, আমার নাম বিবেচনা—লোকে অম্বির হইলে আমি পরা মর্শ দিই। অধর্মের কথায় ভূলিও না—অধর্মের পথে গেলে ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে। ঐ পথে আপাততঃ স্বথ আছে বটে কিন্তু সে স্বথ প্রকৃত স্বথ নহে, তাহাতে শরীর ও মনঃ ক্রমশঃ অসার হইয়া পড়ে। ধর্মের পথে গেল শরীর ও মনঃ বলবৎ হয়, তাহাতে ইহকালে প্রকৃত স্বথ ও পরকালে পরম গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই কাক গুলা কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

(२°) ধর্মপরায়ণা নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর দকলই নিস্তন। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন।
বায়ু যেন আয়ু সংহারক ভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্রালিকাদি দোহল্যমান। নদীর সলিল কলহ রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু চূড়ার ন্থায়
হইয়া বহিতেছে। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন—মধ্যে তড়িং প্রকাশমান। বৃষ্টি
অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝন্ং শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে।
ফলতঃ অভিশয় ভয়ানক রাজি—এ রাজিতে কে বাহিরে যাইতে পারে? কিন্তু
বিপদ কি স্থবিধার সময়ে ঘটে?

মাদাবধি জগন্নাথনাব্র ব্যামোহ হইরাছে। চিকিৎদা নানা প্রকার হইরাছে কিন্তু পীড়ার কিছুই শমতা হয় নাই। নিকটে পত্নী দ্রবময়ী, তুই পুত্র, এক কন্তা ও অন্তান্ত পরিবার দকলে বিদিয়া আছেন। এক জন প্রাচীন বৈত্য মূহ্মূহ হাত দেখিতেছেন মান বদ্দেন অন্তরে যাইয়া বদিতেছেন। দ্রবময়ী অতি স্থশীলা ধীরা ও ধর্মপরায়ণা। রূপ অন্তপম—স্থভাবতঃ হাস্ত-বদনা—কুরন্ধ-নয়নী—গৌরান্ধী—স্থাঠনা—স্থকেশী। প্রতির পীড়ায় পীড়িতা—পতির শুশ্রমায় একান্ত রতা—পতির আরামে আনন্দিতা—পতির ক্লেশে মৃতকল্পা—পতি পেবা নিমিত্ত আহার নিদ্রা

রামারঞ্জিকা 🔻 ২৫১

ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ব্যস্ত-একটু মঙ্গল চিহ্ন দেখিলে বদন ভর্ধার প্রভায় ভাসমান হয়, আবার পীড়া বুদ্ধি শুনিলেই ঘোর মনঃপীডায় নয়ন ও বদুন মান হয়। কবিরাজ বলেন মা দেখ কি ? আর বিলম্ব নাই, তথন দ্রবময়ী—এলোকেশী ও দীর্ঘাদিনী হইয়া কটে তু:থ সম্বরণ করত অঞ্চল দিয়া অশ্রুবারি মৃছিতে২ স্বামির নিকটে বসিয়া স্পণেক কাল চন্দু মুদিত করিয়া থাকিলেন ! নিকটস্থ লোক-দিগের বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ অরুদ্ধতী বা সাবিত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। স্তব-ময়ী ভক্তিতে দ্রব হইয়া আন্তে২ স্বামির গাত্তে হাত দিয়া বলিলেন—নাথ। আমার কপালে যাহা আছে তাহা হইবে—এক্ষণে তুমি জগৎ পিতা প্রমেশ্বরকে স্মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা শুন। পরে নয়ন মুদিত করত করষোড়ে বলিতে লাগিলেন—হে পর্ম কারুণিক প্রমেশ্বর ! তুমি করুণানিধান ! তোমাকর্তৃক যাহা হয় তাহা অবশুই মঙ্গলজনক। আমরা তুর্বল স্বভাব ও অল্প বুদি, এজন্ত তোমার সকল কর্মের মর্ম বুঝিতে পারি না, দেই কারণেই শোক সম্বরণ করণে অণক্ত। যদিও এক্ষণে তুঃথে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগ ষত্রণা ঘোর যত্রণা তথাচ ইহার কারণ এ অবলার বোধগম্য হওয়া স্কুকঠিন। প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! এক্ষণে এই ক্লপা কর আমার পতির বেন স্কাতি হয় ও আমার মনঃ যেন তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনা করিয়া দ্রবময়ী পুনঃ২ পতির মুখ চুম্বন করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি-লেন। অল্ল ক্ষণের পরেই জগন্নাথবাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল।

পলীর কোন ২ রমণীরা বলিল দ্রবময়ীর কাণ্ড দেথিয়া আমাদিগের পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। ধতা মেয়ে মায়ষ মা! ঐ সময়ে কি মুথে কথা আইদে?— চোকের জলেই ভেদে যায়। অত্যাত্ত প্রবীণা অবলারা বলিল দ্রবময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী — হৃংথ ও শোকের সময় এত ধীর হইয়া পরমেশ্বরকে শ্বরণ ও ধ্যান করা অল্ল ক্ষমতার কর্ম নয়। এইরপ নানা কথা হয় কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রবময়ী আপন স্থৈ জত্ত উপাসনা ও কর্তব্য কর্মের চিন্তা করেন ও মনোমধ্যে এই ভাবেন শোক ও হৃংথ ভোগ কে না করে; য়িদও তাহাতে আমাদের স্কময় বিদীর্ণ হয় কিন্তু শোক ও হৃংথ না হইলে মনের সদ্ভাব প্রগাঢ় হইতে পারে না। কিছু দিন পরে তাহার মাতা ছহিতার বৈধ্ব্য হৃংথে বিহ্বলা হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কত্যা প্রাচীনা মাতাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন মা! তোমার কালা দেখিয়া আমার শোক উথলিয়া উঠে, য়িদও শোক নিবারণ করা বড় কঠিন কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে? এই রপ সান্থনা পাইয়া চক্ষের জল চক্ষে রাথিয়া মাতা কিঞ্চিৎ স্থির ভাবে

থাকেন। কন্তাকে অন্তমনস্থ দেখিয়া এক দিন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—
বাছা! তুই বসিয়াং কি ভাবিস ? কন্তা বলিলেন মা! ছঃখ বিপদ ও শোকের
ঔষধ ঈশরের ধ্যান—ইছা ব্যতিরেকে মনকে শান্ত করিবার আর কোন উপায়
নাই। আমি এই জল্তে অহরহ তাঁহাকেই অরণ করি। শরীর আজ হউক কাল
হউক দশ দিন পরে হউক অবশ্রুই বিনষ্ট হইবে কিন্তু আত্মা অমর। আত্মাকে
ধর্ম কর্মের দারা উত্তরং নির্মল করাই প্রধান কর্ম। সংসারে মৃশ্ধ হইয়া এটা
ভূলিলে কি গতি হইবে ?

অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নই ধর্ম পথ ত্যকে ॥
আমার আমার বলে কেছ কার নয়।
কশু মাতা কশু পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কেলা কার পতি পুত্র কেবা বদ্ধু জন।
মায়া বন্ধ হয়েয় প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষাহেতু যদি রাখে ধর্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম॥

বনপর্ব !

এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি ভয়শ্লেহ হবে তাহা নহে। যাহার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করিবে—তাহা না করিলে অধর্ম হইবে। কিন্তু মা! সাংসারিক স্থপ হৃংথ ক্ষণিক, ও ঈশ্রের নিয়ম এমন নহে যে প্রাণী নিরস্তর কেবল হৃংথ অথবা কেবল স্থথ ভোগ করিবে তাহা হইলে মনের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত চুর্বল এই জন্ত আমরা শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভূলি কিন্তু মহায়া ব্যক্তিরা ঘোর বিপদে পড়িলেও ধীরতা সহিক্তৃতা নম্রতা পূর্বক তাঁহার প্রেমে আরো প্রেমী হয়েন এবং বিপদকে চিত্তনির্মলকারক জানিয়া সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন। মহাজ্মা ব্যক্তিরা ভাল রূপে জানেন যে পর্মেশ্বর ক্রণাময়—তাঁহা হইতে মন্দ কথনই হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন ভাহা আমাদিগের অবশ্য মঙ্গল জনক কিন্তু তাহা আপাততঃ আমাদিগের বুদ্ধি গোচর না হইলেও হইতে পারে।

জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয়। স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরেতে রয়॥

বনপর্ব।

অতএব শোকে মগ্ন হইয়া কি প্রকাল হারাইব ? মাতা বলিলেন—দ্রব! তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার কথা, বার্তা শুনিয়া স্থামারও ধর্মে মতি হয়। ক্সা বলিলেন মা! আমাকে এমন করিয়া বলিও না। রামার্গ্রিকা ২৫৩

তোমার এ প্রকার প্রশংসাতে আমার অহন্ধার হইতে পারে, তাহাতে চিত্তের শাস্তি নষ্ট হইবার সম্ভব। চিত্তে নম্রতা না থাকিলে প্রমেশ্বের পথে যাওয়া যায় না ৷ তিনি দয়াময়—যে অকপট ও নম্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব করে দে তাঁহারই হয়—তাঁহার প্রতি মনঃ যত হইবে ততই মনঃ নির্মল হইবে ও মনঃ ষতই নির্মল হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্তী যাওয়া হইবে। ঈশরের অন্তত গুণ। ঐ সকল গুণই গ্রহণ করা ধর্ম ও তাহা অভ্যাদেতেই মন: নির্মল হয়। অক্তান্ত দ্রব্য ব্যয় করিলে ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহার গুণ অভ্যাদ করিয়া যত ব্যয় করিবে ততই বাড়িবে। যে রূপ পর্বতের ঝর্ণা দিয়া জল পড়িয়া নদ নদী হইয়া সমূদ্রে গমন করে, পুনর্বার বৃষ্টি দারা ঐ ঝর্ণা পরিপূরিত হয়, দেইরূপ দ্যা ধর্ম ইত্যাদি যত ব্যয় করিবে তত্তই মন এ দকল গুণে দঞ্চারিত হইবে। এ রূপ ব্যয়ী জন কখন দরিদ্র হয় ন।—যত বায় করিবেন তাহার পু'জি ততই বাড়িবে। এই প্রকারে মাতা ও কন্তা হুই জনে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কাল্যাপন করেন। জগন্নাথবাবুর বাটী ভাগলপুরে—সম্মুথে গঙ্গা—চারিদিগে বুহুৎ২ ঝাউ ও দেবদাক বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত ভূমি—স্থানে২ তরকারি ফল ফুলের গাছ, তন্মধ্যে সরোবর ও ঝিল। সীমার নিকটেই কতকগুলি হুংথী লোক বসতি করিত, থিড়কি দার দিয়া তাহাদিণের কুটীরে যাওয়া যাইত। দ্রবময়ী অতি প্রত্যুবে উঠিয়া আহ্নিক সমাপ্তানন্তর চুইটা পুত্র ও কন্তাকে লইয়া উভানে আসিয়া তাহাদিগের দাহায্যে নিড়ন জলদেচন ইত্যাদি করিতেন ও রক্ষের পত্র ফুল ফল দেখাইয়া স্রষ্টার অসীম শক্তির আলোচনায় মগ্ন হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা ! একটা বীচি পুতিলেই গাছ হয় আবার দেই গাছের পাতা হইয়া ফুল ফল হয়,—আহা ফুল গুলির কত রং!—এ সব কে করে মা ? মাতা বলিতেন -বাছা। যিনি জগৎ পিতা, তিনিই করেন। তিনি এই আকাশ চক্র ত্বর্য বায়ু মতুয় পশু পক্ষি পত্র বৃক্ষ স্কলই করিয়াছেন। মেয়েটি অমনি জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি এমন, মা! কোথায় আছেন ? একবার দেখাও। মাতা উত্তর •করিতেন—বাছা! তিনি দর্বতে আছেন কিন্তু চিত্ত পরিকার না হইলে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের দহিত তাঁহাকে প্রতি দিন শ্বরণ কর-এই রূপ করিতে২ তোমাদিগের চিত্ত পরিষার হইবে। ছোট পুত্রটি এক২ দিন জিজ্ঞাদা করিত—মা ! গাছ কাটিলে বোধ হয় যেন রস উঠিতেছে ও নামিতেছে—এ কি ? মাতা বলিতেন—বাবা! যেমন শিক্ত দিয়া রস উঠে আবার ভাল পালা পাতা হইতে রস শিকড়ে যায় এই প্রকার হওরাতেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ্যবস্তুর বিচারেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে

দান নিক্ষল হয় না, বেমন দিবে তেমনি পাবে কিন্তু পাব বলে দিও না। সন্তান-নিগের সহিত এরপ কথাবার্তা কহিয়া, দ্রবমগ্নী বাটী আদিয়া গৃহকর্ম করিতেন ও স্বহন্তে পাক করিয়া পরিবারদিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে প্রাচীনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে থিডকি ঘার দিয়া পল্লীর চংখী লোকদিগের কুটীরে গমন করত সকলের তত্ত্ব লইতেন। যে অনাহারী থাকিত তাহাকে আহার দিতেন, যে বস্ত্রহীন তাহাকে বস্ত্র দিতেন, যে রোগী তাহাকে छेवस ও পথা প্রদান করিতেন, যে বিপদ্গ্রস্ত তাহাকে স্থপরামর্শ ও দাহদ দিতেন, বে শোকান্বিত ভাহাকে দান্তনা ও ধর্ম উপদেশ প্রদান করিতেন, যে চঃগান্বিত ভাহার ছুঃথে ছুঃথিত হুইতেন, যে আনন্দিত ভাহার আনন্দে আন-ন্দিত হইতেন। বহুকাল এই রূপ অনাড়ম্বর সন্বব্যবহারে কুটীরস্থ কি বালক কি বদ্ধ কি যুৱা সকলেই তিনি উপস্থিত হইলে অকণ্ট কুতজ্ঞ চিত্তে বলিত—"অরে के न्यां गयी या अतन जात जायानित्नत पूर्ण नाहे"। जनमत्री मधारू नमस्य नांगी আদিয়া কেবল জাবন ধারণ জন্ম কিঞ্চিৎ আহার করিতেন কিন্তু যদিস্থাৎ ঐ সময়ে অতিথি বা অভ্যাগত উপস্থিত হইত তাহাদিগের প্রতি আতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না। আহারান্তে আপন বিষয় কর্ম দেখিতেন। জগন্নাথ অপ্রবীণতা হেতু দকল বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল কিছু রাইয়তি জমি ছিল ও স্থন্দরবনে এক থানি আবাদ রাথিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলি হয় নাই স্থতরাং ঐ বিষয় সংক্রান্ত যে ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। ভর্তার মৃত্যুর পর দ্রবময়ী বড় ক্লেশে পড়িয়াছিলেন, সংসার निर्वाट ट्खा वर्ष कठिन ट्रेग्नाहिन ज्थाह साभी निन्ना थक मिन करतन नारे, আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক অথবা বিক্রয় করিয়। স্বীয় কর্তব্য কর্ম করিতেন। মাতা মধ্যে২ বলিতেন—দ্ৰব ! বাছা দান ধ্যান একটু কমাও, সময় হলে ভাল করিয়া করিও। কন্তা উত্তর করিতেন—আমার কি শক্তি যে দান করি কিন্ত অন্তের ক্লেশ দেখিলে আমি অন্থির হইয়া পড়ি। আপনি উপবাসি থাকি সেও ভাল কিন্তু অন্সের কাতরতা দেখিতে পারি না, আর রাজা যধিষ্ঠির খাহা বলিয়া ছিলেন তাহা আমার মনে সর্বদা সার্ব হয়।

ধাৰ্মিক না ছাড়ে ধৰ্ম যদি হয় ক্লেশ। সভাপৰ্ব। আমি কিছু আপনাকে ধাৰ্মিক বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু ধৰ্ম কৰ্ম না করিলে জীবন রুথা। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধর্ম,

धर्मवरल धर्मी वनवन्छ।

অধর্মী বে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,

অল্প দিনে অধর্মির অস্ত ॥
ইহা জানি ধর্মরাজ, সাধিয়া আপন কাম,

সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্বে মহাজন যত, স্বাকার এক পথ,

কেহ নাহি করিয়া বিনীত॥

বনপর্ব।

শন্ধ্যার প্রাক্কালীন সন্তানদিগের দহিত বাগানে আসিয়া বসিতেন। স্থশীতল সমীরণে উচ্চ বৃক্ষাদির চূড়া সকল পরম্পার আলিঙ্গন করিত—পুষ্করিণীর বারি ধেন
সহাত্যবদনে ক্রীড়ায়নান হইত—নানাজাতীয় পুষ্পোর আদ্রাণে স্থানটী আমোদিত
হইত—পক্ষি সকলের কলরবে প্রতিধ্বনিত হইত। অমনি দ্রবময়ী বলিতেন,—
দেখ, এই সকল স্থথের মূল কেবল তিনিই।

সন্ধ্যা হইলে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া প্রমেশ্বরের উপাদনা নীতি ও বিভা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন ও দময়ে২ হুঃখী দরিদ্র লোকের জন্ম শীতবন্ধ আপন হন্তে প্রস্তুত করিতেন। কন্তার অবিশ্রাম্ভ পরিশ্রম দেখিয়া মাতা একং বার বলিতেন—লব ! একট্থ বিশ্রাম কর, এমন করে খাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে ৷ কল্তা মাতাকে বলিতেন—মা! আমার জল্তে চিস্তিত হইও না। আলস্তকে আমি বড় ভয় করি। আলস্তেতে মনে কুপ্রবৃত্তি না জনিবার তুই উপায়। প্রথমতঃ মনকে দর্বদা শাস্ত রাথা ও অভ্যাদের ঘারা কুচিন্তা ও তুইমতি নিবারণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম, সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শন ও শ্রবণে মনের গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দেষ হিংসা লোভ ইত্যাদি জন্ম। যথন চলবিচলের উপক্রম হয় তথন সতর্ক হওয়া কর্তব্য, তাহাতে যদি অশক্ত হয় তবে অন্মতাপ ও প্রতিজ্ঞা দারা চলবিচলকে নিবারণ করা কর্তব্য। যে সর্বদা পরকাল ভাবে তাঁহার মনঃ প্রায় অহরহ শান্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বদা কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলে মনে কুচিস্তা বা কুপ্রবৃত্তি উদয় হয় না। ফলতঃ মনের সংষম বড় আবিশ্রক—কুচিন্তা হইতে হইতেই কুকথা হয়, কুকথা হইতে হইতেই কুকর্ম হয়। মাতা বলিলেন—দ্রব!তোর কথা গুলিন ভনিলে প্রাণ জুড়ায়, তোর এত ধর্ম জ্ঞান কোথাথেকে হইল ? কন্সা কহিলেন— শা। আমাকে এমন করে কেন বল ?

শ্রবময়ী সন্তানদিগকে লইয়া রাত্রে কথাবার্তা কহেন। এক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র এক জন চাকরকে রাগ প্রযুক্ত গালাগালি দিয়াছিলেন। মাতা অমুযোগ করাতে তিনি অম্বীকার যান, পরে ত্বাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে মাতা তুংথান্বিত হইয়া বলিলেন —বাবা। তোরা তৃঃথিনীর সন্তান, আমার ধন নাই, ও ধনের প্রার্থনাও করি না কিন্তু আমি কাম মন বাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করি যে তোরা দর্ব প্রকারে দং হ। মিধ্যা কথা কহা বড় পাপ।

আরু ষত ধর্ম কর্ম সত্য সম নহে। মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব শাস্ত্রে কহে॥ আদিপর্ব। এক দিবস মাতা পাকশালায় ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে এক জন দ্রিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীত কাল তাতে প্রবল উত্তরে বাতাস, ঐ বস্ত্রহীন ব্যক্তি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হুই পুত্র ও কন্তা ঘারে ছিল তাহাদিগের মধ্যে কন্তা অতিশয় কাতরা হইয়া আপনার গায়ের দোলাই খুলিয়া তাহাকে দিল। দরিত্র ব্যক্তি বিস্তর আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতারা বলিল – দোলাই খানা দিলি একবার মাকে জিজ্ঞাদা করলি না ? কন্তা কিছু ভীত হইয়া ভাতাহয় দঙ্গে জননীর নিকট যাইয়া দকল কথা বলিল। মাতা কল্লাকে কোলে লইয়া মুখ চৃম্বন করিতে২ কহিলেন তুমি খুব করেছ, আমি বড় ত্ত হইলাম—"দ্রিলের প্রতি দান, বিভব সত্ত্বেও শান্তি, যুবার তপস্থা, জ্ঞান-বানের মৌন, স্থােচিত ব্যক্তিদের স্থা ভাগে অযত্ন এবং সর্বভূতে দয়া, এই সকল গুণ স্বৰ্গদাধক হয়।" যান্যপ্রক। যেয়েটি অমনি মায়ের কোন থেকে হাত তালি দিতে২ বাহির বাটীতে দৌড়ে আসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল—মা আমাকে আদর করেছে আমি এখন গরীব তুঃখি দেখিলেই খুব দিব। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতারা তাহাকে পরিহাদ ছলে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বালিকা অমনি দৌডিয়া ষাইয়া মাতার নিকট আবেদন করিল। ভাতারা আন্তে২ পশ্চাতে যাইয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া ভনিল। মাতা ঈষদ্বাস্ত করত বলিলেন—তুই ওদের কথায় থেপিস্ কেন ? ওরা তোকে থেপাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিস। নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন অথবা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মী থাকুন অথবা যথেচ্ছ ত্যাগ করিয়া যাউন, অগুই মরণ হউক কিম্বা যুগান্তেই হউক, ধীর জনেরা কিছুতেই গ্রায় পথ হইতে বিচলিত হন না। নীতিশতক। এক দিন আবাদের কর্মচারী আসিয়া ছেলেদিগের নিকট বলিল, ভেড়ি বন্ধি এক্ষণে অল্ল ব্যায়ে হইতে পারে ও প্রজা বিলিরও দোপান হইতেছে, অন্তের কয়েক বিঘা জমি নিকটে আছে তাহা অনায়াদে দীমার ভিতর সংলগ্ন করিয়া

লওয়া যাইতে পারে ও লইলে তাহার নালিস ফৈরাদ হইবে না। ইটি হইলে বিষয়টি বড় গুলজার হইবে। ছেলেরা এই কথা গুনিয়া মাতার নিকটে যাইয়া রামার্ম্বিকা ২০৭

বলিল। মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোদের কি বল্বো বে এ কথা আমাকে আবার শোনাস্! তোমরা কি জান না যে পরের দ্রব্য গ্রহণে মহাপাপ ? ধৃতরাষ্ট্র ভূর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে বে জন। স্বধর্মতে সদা বঞ্চে সস্তোষিত মন॥ স্বকর্মে উজোগ করে পর উপকার। সদা কাল স্থথে বঞ্চে কি তুঃথ তাহার ?

मভাপর্ব।

গান্ধারীও আপন স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

অধর্মে অঞ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়। মহা তঃথ পায় প্রভু তুষ্টের আশ্রয়॥

সভাপর্ব।

শ্রীকৃষ্ণও বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নিতি। পশ্চাতে হইবে সম্লেতে বিনশুতি॥ কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম জন। হুথ তুঃখ কত কাল দৈবের লিখন॥

আদিপর্ব।

শ্রীকৃষণ পুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

প. ব্র. ১৭

অধর্মী জনার স্থ্য কন্তু সিদ্ধ নয়। জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥

वमभर्व ।

অতএব পরের দ্রব্য ডেলার ন্যায় জ্ঞান করিবে ও ধর্ম পথে থাকিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন কর তাহাতেই সম্ভন্ট হইবে।
পল্লিতে বলরামবাবু দর্বদাই অন্তের উপর পীড়ন করেন, তাঁহার কথা উল্লেখ করাতে মাতা বলিলেন "যে দকল ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পন্ন করেন তাঁহারাই দং পুরুষ। বাঁহারা আপন হিতের আধিরোধে অন্তের হিত করেন তাঁহারা মধ্যম। যাহারা আপনার লাভার্থে অন্তের হিত নই করে তাহারা মাহ্যর রাক্ষন। কিন্তু যাহারা নিরর্থক প্রহিত রহিত করে তাহারা কে আমরা জানিতে পারিলাম না।" নীতিশতক। সম্ভানেরা জিল্ডাদা করিল সং পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন, তাহা ঐ নীতিশতকেই আছে—"তৃফাচ্ছেদন, ক্ষমা অবলম্বন, মন্ত্রতা ও পাপে রতি ত্যাগ, সত্য কথন, সাধুজনের পদবীর অনুগমন, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্ত জনে মান দান, শক্ররণ্ড অনুনয় করণ, আ্বান্ত্রণ গোপন, কীতি পালন এবং তৃঃথিতে

দয়া এই সকল মাধু জনের কর্ম।" কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষা ঈগরের প্রতি একান্তিক ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা।

মাতা সম্ভানদিগকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন ইত্যবসরে এক জন দাসী আসিয়া বলিল—মাঠাকুরাণি! আমি ভোমার ভেয়ের বাড়ী হইতে আসিরাছি— তাঁর তো আর চলা ভার—তাই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে এক জন প্রাচীন চাকর ছিল দে বলিল—মামা বাবু যদি বুঝেশুঝে চল্তে পারতেন তো এমন ক্লেশ কেন হবে ? একদফা তহবিল তচরপাত করেন তাতে আমাদের বাবু জামিন থাকাতে একেবারে মজেন তার পরে আবাদের হিসাবে অনেক টাক। লন সে টাকার নিকাস কিছুই দেন নাই আর এই বিপদটা গেল একবার উকি-টাও মারলেন না। সন্তানেরা মাতার মৃথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—মাতা অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন—যা হবার তা হইয়াছে এক্ষণে তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বলিবে। দাসী এই সংবাদলইয়া যায় এমত সময় ঐ প্রাচীন চাকর বলিতে লাগিল—মাঠাকুরাণীর কি দয়ার শরীর! আমি ভ্যত্তি —সব জানি। ছেলে-বেলা বাপের বাটীতে মামা বাবু মাঠাকুরাণীকে "দূর, ছি, পোঞ্চার মুখী" বই আর ভাল কুণা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল মন্দ দ্রব্য দিলে হিংসায় ফেটে মরতেন, তারপর ভগিনী বড় হলে ভগিনীপতির দশটাকার যোত্ত দেখিয়া তাহার স্হিত মিলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নান্তানাবুদ খানেখারাব করিয়া একেবারে ভূবিয়া চলে যান। তাঁহার বিপদে একবার তত্ত্বও লন নাই ও তাঁহার কাল হইলে ভগিনী ও ভাগিনেমরা বেঁচে আছে কিনা তাহা কিছুই থোঁজ খবর লন নাই, এত দিনের পর মামা বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হায়! হায়! মালুষ গরজে কি না করে। অল্প দিনের মধ্যে মামা বাবু ফটাসং করিয়া অদিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয়-ঘয় ও ভাগিনীকে দেখিবামাত্রেই এমনি মায়া প্রকাণ করিলেন যেন দরিত্র রঙ লাভ করিল। বাটীর ভিতরে তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া ঘাইয়া ভগিনীকে मिथिया माजियय विनाभ कतिएक नाभितन । खरमशीत माजा जलात हिलान. পুত্রের গুণে জর্জর, তবু নিকটে আদিয়া বলিলেন—বাবা! আমার স্থবর এত বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করলে না ? মামা বাবু বলিলেন-মা জানওতো আমার কত বঞ্চট, আর বলিতে কি ভগিনীর জ্ঞে আমি এত কাতর যে আন্তে পা এগোয় না। প্রাচীন চাকর দূরে থেকে আন্তে আত্তে আপনা আপনি বলিতেছে—মামা বাবু রাবণের বা হুর্গোধনের মামা ছिলেন। दिं व का जत, दर्गादक समागिष्ठ हिलान, भना पिम्ना जन अल नारे, এক্ষণে কেবল আবাদের ভাল থবর শুনিয়া সাত করবার পদায় আসিয়াছেন। এব-

মন্ত্রী প্রতিরে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—এক্ষণে ভৌজনের সময় হইল, আপনি শুনি আহিক করুন, দাদা! তোমার ক্লেশের কথা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলাম, আমি যাহা পারিব তাহা অবশুই করিব—এন্থলে করিলে যশ নাই, না করিলে পাপ। তা বটেতো—তা বটেতো, আমাকে এক মুটা না দিয়া তুমি কেমন করে থাবে? দ্রব! বেলা হল আমি বাহিরে যাই, একটু আফিং আনিতে পাঠাইয়া দেও, ছই একটা শুলি না টেনে এলে ভাত গলাদিয়া ওল্বে না। দ্রবময়ী এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। এদিগে সন্তানেরা মামাকে বাহিরে রাথিয়া আদিয়া মাতার নিকট আবার আইল। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—মা! মামাকে কি মাসহ টাকা দিবে? তাঁহার যেরূপ ব্যবহার তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—বাবা! ঈশ্বর দয়াময় ও ক্ষমাশীল, আমাদিগেরও দয়া ও ক্ষমা অভ্যাস করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি মহাপাপী সেও যদি ক্লেশে বা রোগে পড়ে তাহারও মঙ্গল চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগে হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ যাহাতে কমে এই চেষ্টাই করিবে।

রাত্রে মাতা ও সন্তানেরা উত্তম২ বিষয় লইয়া সদালাপ ও কথোপকথন করেন। কখন উদ্ভিজ্যের গুণ—কখন কোনং পশু পক্ষি পতঞ্চের অভূত স্বভাব ও বৃদ্ধি— কথন বিশেষ২ ধাতুর উপকারকশক্তি ও পৃথিবীর গর্ভন্থ অতান্ত বস্তর গুণ— কথন মানব শ্রীরের অস্তরস্থ ক্রীয়া ও এ শরীর রক্ষা ও পৃষ্টি করিবার স্থনিয়ম কি,—কখন চক্র তুর্য ও নক্ষত্তের গতি ও তথায় অক্যান্ত লোকের বস্তির সম্ভাবনা ও ষেমত ভূষ রাশিচক্রে ধাবমান পৃথিবী চক্র গ্রহাদির নিয়ন্তা সেইরূপ কোটিং নক্ষত্ত্বের সতন্ত্রং তাদৃশ নিয়ামক ক্রীয়া,—কথন সৃষ্টি প্রকরণ অসীম ও অসংখ্যা ও কি জলে কি হলে কি বায়ুতে কি প্রস্তারে কি বুক্ষেতে, কি শরীর মধ্যে নানা প্রকার প্রাণি বিরাজ করিতেছে,—ক্থন মান্ব স্বভাব কি প্রকারে উত্তম হইতে পারে ও জীবের মোক্ষ কর্ম কি, এবং ধার্মিক না হইলে কেবল বিভা শিখিলে উৎপাত ঘটে —কখন জ্ঞান ও ধর্ম বৃদ্ধি জন্ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বিচ্ছা শিক্ষা করা আবশুক—এই সকল নানা প্রশ্ন লইয়া সন্তানেরা মাতৃ উপদেশ গ্রহণ করে। একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহরবাবুর কথা প্রসন্ধ করেন। ঐ বাবু জগরাথবাবুর নানা প্রকারে হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। দ্রবময়ী সকলই জ্ঞাত ছিলেন। হরিহরের কথা উপস্থিত হওয়াতে তিনি বলিলেন— বাবা! তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সকল লোকের সর্বসময়ে স্থমতি হয় না ও লোকে তুর্যতেই কুকর্ম করে। আমাদিগের কর্তব্য তাহাদিগের প্রতি কি মনের

ঘারা কি বাক্যের ঘারা কি কর্মের ঘারা কোন প্রকারেই ঘেষ ও হিংসা না করা, চিত্তের শান্তি নই করিও না শত্রু মিত্রকে সমভাবে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহাদিগেরই অগ্রে শুভামুধ্যায়ী হইও এবং ভাল করিও এমত করিলে চিত্তে ঘেষ হিংসা জন্মিবে না—চিত্ত উত্তরহ নির্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

ছুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঘোর শক্র ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়া ছিলেন কিন্তু ষথন প্রভাসতীর্থে চিত্রদেন গন্ধর্ব ছুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া কুরুপত্মীদিগকে অপহরণ করেন তথন যুধিষ্ঠির ব্যগ্রতা পূর্বক তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষমা সহিষ্কৃতা ও প্রেম সকলের প্রতি প্রকাশ করার বাড়া আর ধর্ম নাই। মাতার এরপ কথায় সন্তানদিগের উত্তরৎ চমৎকার হইতে লাগিল। অনেকেই ভাল উপদেশ দিতে পারে বটে কিন্তু কর্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। শ্রবমন্ধীর ধর্ম বিষয়ে এমত দৃঢ়তা ছিল যে তাঁহার বাক্য হইতে কর্মেতে অধিক শুদ্ধমতি দেখা যাইত। তিনি অকারণে কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না—স্বাভাবিক মিতা বাচী, কেবল সন্তানেরা অথবা অন্ত কেহ জিজ্ঞাদা করিলে অথবা আবশ্রুক সময়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বাটীতে একটা অৱ বয়োদী চাকর ছিল তাহার হঠাৎ ঘোরতর জর বিকার হইয়া ব্যামোহ ভয়ানক হইয়া উঠে। দ্রবময়ী অভিশয় ব্যাকুলা হইয়া সমস্ত রাজি তাহার নিকট বিদয়া থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে এমত দময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানশূলা হইয়া আছে আস্তে আসিয়া দেখিল যে তাহার পুত্রের মন্তক দ্রব্যময়ীর ক্রোড়ে স্থিত আছে ও তিনি তাহার ভয়াবার জল্রে স্বয়ং পাকা হাতে করিয়া বাতাদ করিতেছেন। চাকরের মাতা এই দেখিয়া গলায় বন্ধ দিয়া বলিল—"মা। তোমার এত দয়া।—এর ফল তুমি অবশ্রুই পাবে"। দ্রবময়ী তাহাকে সান্তনা করিয়া বলিলেন—তুমি স্থির হও, পীড়া কমিয়াছে—ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে আবাদের স্থগতিক হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুই পুত্র ও কলা মাতার সহপদেশ পাইয়া ও তাঁহার সংচরিত্র দেখিয়া প্রকৃত ধার্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইল। তাহারা কেবল বিভাভ্যাস ও ঈশ্বর আরাধনা করে এবং সদভ্যাস ও ধর্মান্মন্থানের দারা চিত্তকে শাস্ত ও বিমল ভাবে রাখে। কোন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলেও না ও মন্দ লোকের সহিত সমস্য করে না। ভাহারা সকলই বিজাতীয় পরোপকারী হইল—পরের ছুংথে ছুংথী—প্রের স্থ্ রামার্থিকা ২ ২৬১.

ক্ষণী ও কি অনুরোধের দারা কি পরামর্শের দারা কি পরিশ্রমের দারা কি অর্থের দারা সাধ্যামূসারে পরোপকারে কোন অংশেই ক্রুটী করে না। এবং কি প্রাত্তে কি মধ্যাতে কি সায়াতে কি রাত্রে সকল সময়ে তাহারা পরোপকারে সম্প্রবান ও আগ্রহায়ক। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই বিবাহ হইল ও ভাগ্য বশতঃ দুইটি পুত্রবধূ ও জামাতা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইল। আপন আয় বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রবম্মী সন্তানদিগকে বলিলেন এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্তব্য—ধনেতে মত্তা জন্মাইয়া সর্বনাশ করে, যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ধে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা সর্বদা শারণ করিবে—

বিশেষে বৈভব কালে ধর্ম আচরণ। ধন হলে নাহি করে ধর্মেতে হেলন।। বনপর্ব।

ছইটী স্থশীলা পূত্রবধূ হওয়াতে জবময়ী গৃহকর্মে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেন এবং অর্থের বিষয়ের টানাটানি শৈথিল্য হওয়াতে তাঁহার ধর্মান্মন্তানে মতি আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে, জীবন জলবিশ্ববং এবং "গুভশু শীঘ্রং"—আর যে পর্যন্ত পরিবারের অপ্রতুল থাকে দে পর্যন্ত তাহাদিগের ক্ষেশ বৃদ্ধি করিয়া অপরের জন্য ব্যয় করা বিধেয় নহে কিন্তু যে স্থলে অপ্রতুল নাই, দে স্থলে পূণ্য কর্মে পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় কেন না হইবে ? এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে একটা পাঠশালা স্থাপন করিলেন, তথায় অনেক প্রজার ছেলেরা পড়িতে লাগিল, এবং ঐ সকল বালকদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোনিবেশ হওন জন্ত পুন্তুক, বন্ধ ও টাকা সময়েহ প্রদান করিতেন। মিটা জল পাইনবার জন্ম আবাদের মধ্যস্থলে তুই তিনটা পুক্রিণী খনিত হইল এবং প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার না হয়, এজন্ম বিশেষহ হকুম জারি হইল। চতু-পাধ্রে লবণাক্ত ভূমি জন্ম অনেকের পীড়া হইত। পীড়া শীদ্র আরোগ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে তিন চারি জনা বৈদ্য নিযুক্ত হইল, তাহারা আণামর সাধারণকে অবৈতনিক চিকিৎসা করিতে লাগিল।

এদিগে ভদ্রাসনের বাগানের ভিতর একথানি আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার চারিদিগে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলগাছের শোভায় স্থানটী অতি রমণীয় বোধ ইইত। কোন থানে বেল, জুঁই, মল্লিকা, মালতী, শেফালিকা, টাপা, গন্ধরাজ, নাগকেশর অপরাজিতা—কোন থানে অলিয়া ক্রেগেন্স এমহরষ্টিয় নোবেলিস, বিগনোনিয়া ভিনিষ্টা, বিউগান ভেলিয়া স্পেকটিবিলিস, পিত্রিয়াষ্টিপেলি, হার্টিসাইজ, স্বইট ব্রায়ার, পোনদেটিয়া পলকরিমা, ইয়ফরবিয়া জেপনিফোরা, কেমিজিয়া ইত্যাদি—কোন থানে তক্লতা, বুমকলতা, মাধবীলতা, কুঞ্লতা,

রাধালতা। এই দকল নানা পুলের নানা বর্ণ ও নানা গল্পে চক্ষেন্দ্রীয় ও আণেন্দ্রীয় মাহিত হইত ও দমশ্বেং স্থাতিল বায়ুর দঞ্চারণে যথন গল্প দকল মিলিত হইয়া মন্দ্রং গতিতে বহিত, তথন ঐ বন দান্দাং নন্দনবন জ্ঞান হইত। আটিচালা প্রস্তুত হইলে দ্রবয়ী বিবেচনা করিলেন যে, এমন রমণীয় স্থানে যদি ভগবান বিষয়ক কর্ম না হইল তবে ইহা বুখা ও কেবল ইন্দ্রিয় ভোগার্থে এখানে আগমন করা আমার কর্তব্য নহে।

এই পর্বালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পল্লীর বালিকাগণকে আপন ব্যয়ে পাল্কি করিয়া ষানয়ন করত প্রতিদিন বৈকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পুতকের षाता यक रुखक वा ना रुखक एक्सभी जानत त्यर मनानां अ नह कृतन छेखसर নীতি উপদেশ দিতেন ও বালিকাদিগের ক্রমে২ বোধ হইতে লাগিল যে তাহা-দিগের কর্তব্যকর্ঘ কি-দেখরের প্রতি বা কি করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। প্রোপকার নানা প্রকারে কৃত হইয়া থাকে কিন্তু যে প্রোপ-কারের দারা অন্সের ধর্মজান হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরকাল ভাল হয় তাহার তুল্য পরোপকার আর নাই। দ্রবময়ীর এই সংস্কার বিশেষরূপে ছিল। ঐ বালিকা-দিগের মধ্যে একটি বালিকা বিবিয়ানা গোছে চলিত—কাপড় চোপড়ের উপর অধিক মনোযোগ করিত। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ নাই—ছেলের জাত বাহা দেখে তাহাই শিখে। এ বালিকার পিতা সাহিবি চালে চলিতেন ও সময়ে সময়ে২ গোপনে স্ত্রীকে গৌন পরাইতেন ও সর্বদাই বলিতেন "বেন্দালি মেয়েদের পোশাকটা বদল হইলেই সভ্যতা হইবে।" এইরূপ বাহ্যিক ইংরাজি নকলগ্রাহী হইয়া প্রায় "দর্বস্ব বিক্রয় করিয়া" একটি পিয়ানাফোর্ট ক্রয় করিয়া মরে আনিয়া রাথিয়া-ছিলেন। সময়ে২ খ্রীকে লইয়া চনর২ করিয়া এক২ বার বাজাইতেন। কিন্ত ইংরাজি দঙ্গীতের সারিগমই সাধেন নাই। দঙ্গীত বাস্তবিক নিন্দনীয় নহে— ইহার দারা চিত্তেরউৎকর্ষতা ও প্রফুলতা জন্মে কিন্তু মন শোধনের আদল উপায় দ্রবময়ী ঐ বালিকাটীর সকল বিষয় অবগত হইয়া বহু ক্লেশে তাহার সংস্কার ভিন্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃঢ়রূপে এই সংস্কার জন্মিল যে বিভাশিক্ষার প্রধান তাৎপর্য ধর্মপরায়ণ হওয়া এবং বিভাশিক্ষা না হইলে স্থ্রুজিও হয় না এবং সাংসারিক কর্ম উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না।

কয়েক বংসর অসীম পরিশ্রম করিয়া লবময়ী পল্লীর অনেক বালিকাকে ধর্ম-পরায়ণা গুণবতী ও বৃদ্ধিমতী করিলেন ও তাহারা যে সংকক্তা, সংভগিনী, সংগ্রী, সংগৃহিণী, সংমাতা, সং জ্ঞাতিনী, সং কুটুম্বনী ও সংমৈত্রয়নী হইবে তাহা সম্পূর্ণ- রামারঞ্জিকা : ১ া ব

রূপে সম্ভব বোধ হইল ও এই সমভাব্য স্থথ চিস্তনে দ্রবময়ী মৃত্র্মূত পুলকিত হইতেন। পুণাকর্ম করণে তৃষ্টা মিটে না, যত কর ততই করিতে আকাজ্ঞা হয়। অনস্তর বাটীর নিকট এক অতিথি শালা এবং ঐযধালয় স্থাপিত হইল তথায় সহত্রহ ক্ষ্যার্ত, তৃষ্টার্থ, তৃংথী, দরিদ্র অনাশ্রয়ী, অন্ধ, অথর্ব, থল্ল, রোগী পরিত্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মামা বাব্ বারষার ভগিনীকে বলিতেন—এ বেটাদের জন্মে এত টাকা ব্যয় করার কি আবশ্রক ? এরা আমাদের মাসীর মার কুটুম ? দ্রবময়ী প্রায় উত্তর করিতেন না—একদা বলিলেন,

ভীতে ক্ষুধার্ডে বিকলাস্তরাংতরে রোগাভিভূতে বহু হঃখিতাস্তরে দয়াস্তরং ষঃ পুরুষো ন সেবেতে বুথাস্তরং তস্তু নরস্তু জীবিতং।

শুকোপনিষ্ ।

এইরূপ কয়েক বংদর শুদ্ধচিত্তে নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া দ্রবময়ী আক্লান্ত হইয়া পীড়িতা হইলেন। তাঁহার ব্যামোহের সংবাদ শুনিয়া সকলেই শশব্যস্থ হইল ও বাটাতে লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের তাপ তাপিত হইয়া সন্ধ্যার ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে—স্ষ্টির উজ্জলবর্ণ নভোবর্ণ হইতেছে — পশ্চিম দিগস্থ আকাশ স্বর্ণের শয্যা হইতেছে — মেরু সকলের উষ্ণীক বিচিত্ৰ আভাতে শোভিত—মেঘ সকল যেন মণিমাণিক্যে ভূষিত হইয়া উড্ডীয়ন করিতেছে—নিবিড় বনোপবনের মরকত মুখাবরণ যেন অঙ্গণ উত্তোলন-পূর্বক চুম্বনকরত বিদায় হইতেছে—স্থরধুনীর নীর স্থির হইয়া সমীরণের আলিক্সন **অহ্বান** করিতেচে—গোমহিষ্পালক গোচারণানস্তরপ্রেমপূর্ণ গৃহেপ্রত্যাগমনের কৌতৃহলে ধাবমান হইয়াছে—দৃঢ়বুত বৈদান্তিক গদগদ ভক্তিতে বেদধানি করিতে উন্নত হইয়াছেন—সন্ন্যাসী উদাদীন হরি সংকীর্তনে নিমগ্ন হইতেছে— দ্রস্থ দেবালয়ের বাতোভামের লহরী আরক্ষ হইতেছে। এই গোধূলি সময়ে দ্রবময়ী জাহ্নবী তীরে আনীত হইলেন—তটের উপর শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষতে আচ্ছাদিত, তাহার ভিতর দিয়া দিনমণির হিন্দুলবর্ণ ললিত আভা তাঁহার ম্থোপরি চপলিত হইতেছে। ঐ পুণাবতীর তথনও এমন সৌন্দর্য যে সকলেই দেখিতেছেন যেন সাক্ষাং রাজরাজেশ্বরী শায়িনী হইয়াছেন। যে পরমাত্মাকে ষক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব যোগী দেবতা সকলে অদীম ধ্যানেও পায় না, তাঁহারই প্রেমে ঐ ধর্মপরায়ণার প্রেমাশ্রু বহিতেছে। দ্রবময়ীর চতুপার্শে পুত্র, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও পল্লীস্থ, যাবতীয় লোক শোকে নিমগ্ন এবং শতং বালক বালিকা যুবা

বৃদ্ধ অবলা হাহাকার রবে বলিতেছে—"এতদিনের পর আমরা সকলে মাতৃহীন হইলাম আর আমাদিগের এমন দয়া কে করিবে ?" সরল চিত্তের অমূল্য অতুল্য বিগলিত রত্ব নেত্রবারি—দেই বারি শ্রাবণের ধারার লায় শত২ চক্ষ্ দিয়ে অবিশাস্ত বহিতেছে। প্রবময়ীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ কিছুই হয় না—তিনি বলিতেছেন তোমরা রোদন করিও না, এক্ষণে আমার কর্ণকৃহরে ভগবানের নামামৃত শ্রবণ করাও। এই শুনিয়া সকলেই ঈশ্বরের নাম ডাকিতে লাগিল ও সন্ধ্যা হয়২ এমত সময়ে বোধ হইল যেন তাঁহার নয়ন দিয়া আত্মা ব্যোম পথে গমন করিল ও কেবল তাঁহার নিপ্পাপ পবিত্র দেহ নিকটস্থ সকলের ত্রংথ ও থেদজনক হইয়া পড়িয়া থাকিল।

ত্রাণকর পরমেশ্বর। ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া কাতর
দয়াকর মোর প্রতি, আমি অতি মৃঢ় মতি, করজোড়ে করি স্বতি,
পাপে জর জর।
চঞ্চলিত সদা মন, বিষয়েতে উচাটন, তুমি হে অমূল্য ধন,
দারাৎসার পরাৎপার ॥

क्रिशिंशार्थ



PREFACE

The Krishi Patha, or the Agricultural Readings, printed on account of the Agricultural and Horticultural Society of India, consist of the following papers, reprinted from the Agricultural Miscellany, with a few alterations, and also of original articles.

- 1. On Teak (Translation of Dr. Roxburgh's Paper, Transactions of the Agricultural and Horticultural Society, vol. II.)
- 2. On Shafflower (Translation of Mr. French's Paper, Agricultural and Horticultural Society's Journal, vol. VII.)
 - 3. On Sugar Cane, written by the Compiler for the Miscellany.
 - 4. On the Cultivation of Flax, do. do.
 - 5. On Silk and Paper from the Mulberry Bark, do. do.
- 6. On Arrowroot (Translation of Mr. C. K. Robinson's Paper, Transaction, vol. II.)
 - 7. Tapioca (Translation of Mr. J. Bell's Paper, Transactions, vol. II.)
 - 8. On the Muddar Plant, written by the Compiler for the Miscellany.
 - 9. On Tobacco (Translation of Mr. Rehling's Paper, Journal, vol. V.)
 - 10. On the Cultivation of Cotton, written specially for this work.
 - 11. On Date Tree (from Mr. S. H. Robinson's Prize Eassy.)
- 12. On Guinea Grass (Translation of Mr. John Bell's Directions, Transactions, vol. III.)

The object of this little compilation is to draw the attention of tha Zeminders, Planters, and specially of the Rural Community, to the several important subjects of agricultural interest mentioned above, and if this attempt be attended with the promotion of enquiry and interest, the Compiler will consider himself amply repaid. The Compiler is indebted to Mr. A. H. Blechynden, Secretary of the Agricultural and Horticultural Society of India, for the assistance he has received from that gentleman.



কৃষিপাঠ

১। সেগুৰ গাছ রোপণের প্রণালী

ইংল ওদেশে ওক কার্চের ন্থায় ভারতবর্ধে সেগুন কার্চ্চ নানা বিষয়ে ব্যবহার্য হয়;
এ দেশে ওক গাছ জন্মিয়া বৃদ্ধিশীল হইবার সম্ভাবনা নাই স্কৃতরাং ওক ও
সেগুনের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অনাবশুক। এ দেশে কেবল জাহাজ
নির্মাণার্থ সেগুন কার্চ্চ উপযোগী হয় এমত নহে, ঘরের কড়ি এবং অন্থান্য যে
সকল গঠনে শক্ত টেকসই অথচ হাল্কা কার্চ্চ আবশুক হয় সম্পায়ই সেগুন ঘারা
উত্তম ও পরিষাররূপে নির্মিত হইতে পারে, অতএব এই কার্চের বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ করা উচিত। যে দেশে এই মহাম্ল্যবং বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মে
না দেখানে ইহার চায় করা আবশুক, এই বাঙ্গালা দেশে ইহা উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইতে পারে ও অনেক কর্মে আইদে, ইহাতে এদেশে ইহার কৃষি বাছল্য
করা অত্যন্ত আবশুক।

গবর্ণনেণ্ট এতদ্বিষয় অবগত হইয়া বহুকাল হইল ঐ গাছ এদেশে বাহুলারূপে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত উৎসাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে একারণ সর্বসাধারণকে বিশেষতঃ এদেশের জমিদারদিগকে জানান আবশুক ধে এই গাছ উৎপন্ন করিলে প্রাচুর লাভ সম্ভাবনা আছে।

এই গাছ অতিশীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সকল অবস্থাতেই ইহার কাঠ কর্মণ্য হয়। সেগুন গাছ যে শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হয় তাহার এক প্রমাণ এই, ইংরাজী সন ১৭৮৭ সালে রাজামন্ত্রি সরকার নামক স্থান হইতে কয়েকটা চারা আনাইয়া কোম্পানীর বাগানে রোপিত হইয়াছিল, সেই সকল গাছ বৃদ্ধিশীল হইলে ১৮০৪ সালে পরিমাণ করিয়া দেখা ধায় যে, ভূমি হইতে সাড়ে তিন ফিট করিয়া গুঁড়ি সকল উচ্চ হইয়াছিল আর তাহাদের বেড় ৩।৪ ফিট করিয়া মোটা হয়। বৃক্ষের এই উচ্চতা পরিমাণাত্রসারে অবশ্ব সমধিক ইইয়াছিল বলিবার আবশ্বক নাই।

ঐ দকল চারা এক বংদর মাত্র বয়ঃক্রমের দময় রাজামন্ত্রি দরকার হইতে আনীত হয়, তাহাতে ১৭ বংদর মধ্যে ঐ প্রকার বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। অতএব এতাদৃশ স্বল্পকানের মধ্যে যদিস্থাৎ ঐ গাছ এবস্প্রকার বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া জাহাজ নির্মাণের উপবোগী হইল তবে ইংলণ্ডের ওক গাছের দহিত ইহার তুলনা করিয়া ইহার বিষয়ে মনোবোগ ও উৎদাহ দেওয়া অত্যন্ত আবিশ্রক। এই গাছের চারা বীক্

হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় আদৌ তদ্বিধয়ে কিঞ্ছিত্তব্য আছে, বেহেতু বার-হার দেখা গিয়াছে এক গাছের বীজ লইয়া বপন করতঃ কেহ বা কৃতকার্য হয়েন কাহার ও বা যত্ন নিতান্ত বিফলে যায়।

সেগুনের ফল অভিশয় শক্ত, ভাহার মধ্যে চারিটা করিয়া গহার আছে, প্রভ্যেকে এক একটা বীদ্ধ থাকে। সেই বীদ্ধ ভূমির মধ্যে বপন করিলে ১৮ মান পর্যন্ত তাহা হইতে গাছ উৎপন্ন হইতে পারে। দেওনের বীদ্ধ অক্টোবর মাদে স্থপক হয়; দেই সময় গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার পর বর্ধার প্রারুত্তে অথবা উত্তরপশ্চিম দিকে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে রোপণ করিতে হয়। যদিস্থাৎ ঐ সময়ে বীজ বপন করা যায় (ঐ সময়ের পূর্বে রোপণ করিলে আরো ভাল হয়) তাহা হইলে চৌকার উপরি আচ্ছাদন দিয়া ছায়া করিয়া তন্মধ্যে এক২ ইঞ্ অন্তর করিয়া পুঁতিবে ও তাহার উপরে এক ইঞ্চের চতুর্থ ভাগ পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিবে, পরে পচা থড় অথবা ঘাদ দেই মৃত্তিকার উপর ছড়াইয়া দিবে, অপর শুখার সময়ে সর্বদা জল দিবে, তাহা হইলে মৃত্তিকা সরস থাকিবে। এইরূপ করিয়া বপন করিলে চারি সপ্তাহের পর আট সপ্তাহ মধ্যে ঐ সকল বীজের প্রত্যেক হইতে এক অবধি চারিটা পর্যন্ত চারা হইবে। কথনং এরপ ঘটনা হয় যে অনেক বীজ উক্ত নিয়মিত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত না হইয়া দিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অঙ্ক্রিত হয়; যদিও এরপ ঘটনা সর্বদা হয় না বটে, তথাপি এমত ভূমিতে বীজ বপন করা কর্তব্য যাহা পর বংদরের বর্যাপর্যন্ত অঙ্কুর হইবার অপেক্ষায় রাখা যাইতে পারে। এবিষয়ে প্রণিধান না করাতে অনেক ব্যক্তি ইহার কোন২ বীজ অকর্মণ্য বোধ করিয়া দেই ভূমি খনন পূর্বক তাহাতে অন্ত শভা বুনিয়া পরিশ্রম বিফল করেন।

দেশুনের চারা উৎপন্ন হইবার সময় অতি ক্ষুদ্র থাকে, কপিশাকের চারা প্রথমতঃ বেরপে বাহির হয় প্রায় তদ্রপ হইয়া থাকে, কিন্তু অতি অল্লকাল মধ্যে বাড়িয়া উঠে। চারা সকল বাহির হইয়া এক বা দুই ইঞ্চ উচ্চ হইলে তুলিয়া লইয়া অক্ত স্থানে ছয়২ ইঞ্চ অস্তরে এক একটা করিয়া পুঁতিয়া দিতে হয়, দেখানে আগামি বর্ষা পর্যন্ত থাকিবে। এক বৎসর পরে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যেখানে বরাবর থাকিবে সেই স্থানে পুঁতিয়া দিবে। মধ্যে একবার অক্ত স্থানে না পুঁতিয়া চারা সকল দুই বা তিন ইঞ্চ উচ্চ হইলে যেখানে বৃদ্ধিশীল হইবে একেবারে তথায় রোপণ করিলেও গাছ হুইতে পারে, কিন্তু এপ্রকারে রোপণ করা বড় ভাল নহে এতদপেক্ষা পূর্বোক্ত নিয়ম উত্তম, কেননা এক স্থানে থাকিয়া চারা-সকল তিন চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রোপণ করিতে অনেক ব্যাঘাত

হইবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ মূল শিক্ত নষ্ট হইতে পারে তাহাতে চারার বৃদ্ধি বিষয়ে হানি এবং কথন২ গাছ শুষ্ক নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব।

কলিকাতার চতুদিকে এই গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যৎসামান্ত তদারক করাতে কোনং বৃক্ষ বিশেষ বৃদ্ধিশীল হইয়াছে কিন্তু এন্থলে ইহাও বক্তব্য যে নিম্ন অথবা জলগাবিত ভূমিতে ইহার বীজ বপন অথবা চারা রোপণ করিলে ফল দর্শে না। অপর যে স্থানে চারা পুঁতিবে তথায় বক্ত বৃক্ষ বা তৃণাদি না জন্মে এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিতে ইইবে ও ওথার সময় প্রথম বংসরে অল্লং জল দিবে। যে সকল ভূমি উত্তম এবং যাহাতে উল্ অধিক না জন্মে সেই সমন্ত জমিই সেগুন চারা রোপণের উৎকৃষ্ট স্থান, ঐ প্রকার ভূমিতে চারা রোপণ করিয়া ছয় মাস তদারক করিলে তাহার পরে আর ঐ সকল চারার প্রতি সাবধান করিতে হয় না, অঙ্কুর হওয়া অবিধি হইবার ছই স্থানে রোপণ করাতে দে সময় তাহাদের বয়ঃক্রমও ১৮ মাদ হয়। ঐ সময় চারা সকল ভূমির উর্বরত্বের তারতম্যাক্ষ্পারে ৫ অবিধি ১০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়, স্থতরাং কেবল উত্তর পশ্চিমা বায়ু ব্যতীত অন্তান্ত উৎপাত হইতে আপনা হইতেই রক্ষিত্ত হয়।

দেওন গঢ়ের চারা বেখানে থাকিয়া বৃদ্ধিশীল হইবে তথায় কত অন্তর করিয়া চারা সকল রোপণ করিবে—এতি বিষয়ে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই, কৃষি-কারীরা স্বং বুদ্ধিতে তাহা স্থির করিতে পারিবেন। ফলতঃ ওক গাছ যে প্রকার অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় দেগুনের চারা তদ্রপ অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় না; ওক গাছের শাথা সকল বক্র হয় এবং তাহা বীকা করা আবশুকও বটে, কেননা ভাহা জাহাজ ইত্যাদির বাঁকা কর্মে লাগে। কিন্তু দেগুন গাছ স্বভাবতঃ সরল হয় এবং বঙ্গদেশে প্রায় সকল প্রকার সরল গঠনাদিতেই ব্যবহার্য হয়। এদেশের বাঁকা গঠনে প্রায় শিশুকার্চ ব্যবহার করিয়া থাকে অতএব সেগুন কাষ্ঠ যত সরল হয় ততই কর্মণ্য হইতে পারে, ইহাতে এই গাছের চারা অধিক অস্তর করিয়া রোপণ করিবার আবশ্রক নাই। ৮।১০ ফিট অস্তর পাঁচ পাঁচটি গাছ অর্থাৎ চারিদিকে চারিটি ও মধ্যে একটি করিয়া পুঁতিলেই হইবে। ফলতঃ চারা সকল ঐরপে পরস্পারের সন্নিকটে রোপণ করিলে গাছ অধিক সরল হইতে পারিবে, ইহাতে অপর লভ্য এই যে, চারা সকল ক্ষুত্রতা-বস্থায় ঝড় ও উত্তর পশ্চিমা বায়ু হইতে প্রস্পর রক্ষিত হইতে পারিবেক। ঐ শকল চারা বাড়িয়া উঠিলে কতক গাছ কাটিয়া পাতলা করিয়া দিতে পারা যায়, পেই সকল কাটা গাছের কাষ্ঠ বুথা নষ্ট হয় না, অনেক কর্মে লাগে। এ দেশে

সে প্রনের বীক্ষ যথেষ্ট পাওয়া ষান্ন এবং এক শত বিঘা ভূমির মধ্যে বহু শত গাছ হইতে পারে, স্বতরাং কতক গুলা ছোট গাছ কাটিয়া ফেলিলেও ক্ষতি বোধ হুইবেক না, আর বীজ স্বলভ, এ প্রযুক্ত অপকৃষ্ট ভূমিতেও অধিক চারা রোপণ করিলে হানি নাই।

ষদিন্তাং ১০ ফিট অন্তর করিয়া পাঁচং চারা পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রেণীপূর্বক রোগণ করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গালা একং বিঘা ভূমিতে ১৪৪টা গাছ থাকিতে পারিবে। প্রথম বংদরে ঐ দকল গাছের অর্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে অবশিষ্ট বৃক্ষদকল বৃদ্ধির নিমিত্ত স্থান পাইবেক না, কিন্তু দে দময়ে ঐ দকল গাছ এক একটা একং টাকায় বিক্রয় হইতে পারিবে।

ভদনস্তর দশ অবধি বিশ বংসরের মধ্যে অবশিষ্ট গাছের অর্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে তদবশিষ্ট বৃক্ষ সকল যথেষ্ট স্থান পাইয়া সমধিক বৃদ্ধিশীল হইতে পারিবেক না, কিছু তংকালে ঐ সকল বৃক্ষের এক একটা চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে।

তৎপরে বিশ অবধি গচিশ বংসরের মধ্যে তদবশিষ্ট গাছেরও অধাংশ কাটিয়া ফেলিবে তাহা হইলে প্রথম রোপিত চারার অন্তম ভাগ মাত্র থাকিবে এবং সে সকল প্রচুর স্থান পাইয়া উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইবে, কিন্তু তৎকালে যে সকল বৃক্ষ কাটা যাইবে তাহার প্রত্যেকটা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে। অবশিষ্ট যে সকল গাছ বৃদ্ধির নিমিত্ত থাকিবে সে সকল সম্পূর্ণরূপে বড় হইলে তাহাদের গুঁড়ি ৩০ ফিট উচ্চ ও ৪ ফিট মোটা হইবে, তাহাতে কার্চ্চ ব্যবসায়ি-দিগের পরিমাণাল্ল্যারে ১২ ইঞ্চ ইন্ধোএর কার্চ্চ হইবে। এইরপ হইলে গাছের দৈর্ঘাদি সম্পায় ত্রিশ কিউবিক ফিট অথবা ওজনে প্রায় ৩৬।৩৭ মোন হইবে, যদিস্তাৎ এক কিউবিক ফুটের মূল্য গড়ে এক টাকা হয় তাহা হইলে এক২ গাছে ৩০ টাকা হইতে পারিবে। সেগুন কার্চ্চ এদেশে যে প্রকার বিবিধ কার্যে লাগে তাহাতে কম্মিন্ কালে ইহার মূল্য ন্যন হইবে এমত বোধ হয় না। এত-দেশে বাণিজ্য কার্যের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে জাহাছ নির্মাণ অধিক হইবে তাহাতে ইহার মূল্য বরং বৃদ্ধি হইবার সন্তাবনা, আর যদিস্তাৎ ন্যন মূল্যই ধরা যায় তাহা হইলেও প্রত্যেক ইন্ধোএর বিঘায় যে ৪২টা করিয়া গাছ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক একটার মূল্য অস্ততঃ ২০ টাকাও হইতে পারিবেক।

ষ্মতএব এক বিঘা জমিতে সেগুন গাছ রোপণ করিলে ত্রিশ বৎসরে নিম্ন লিখিত প্রকার লভা হইবেক।

প্রথম দশ বংসর মধ্যে ১৭০ টা গাছ কাটিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকের
मृना थक ठीकांत हिः ••• ••• ••• ••• ३१•
দ্বিতীয় দশ বৎসর মধ্যে আর ৮৫ টা বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে, তাহার
এক একটার মূল্য ৪ টাকার হিং ৩৪০
তদনস্তর পাঁচ বংসর পরে ৪৩ টা কাটা ষাইবে তাহার প্রত্যেকের যূল্য
৮ টাকার হিং ••• ••• .
শেষে ত্রিশ বংসর পরে অবশিষ্ট ৪২ টা গাছ ন্যুনকল্পে ২০ টাকার
হিসাবে বিক্রীত হইলে · · · · · · ৮৪০
অতএব এক বিঘা ভূমি হইতে ত্রিশ বংসর পরে সমুদায়ে লভ্য ——
राका ३७३८
কেবল গুড়ি হইতে উক্ত প্রকার লভ্য হইতে পারিবে, ভদ্তিম গাছের বৃহৎ ২
শাখা সকল অনেক কর্মে লাগিবাতে সে সকল বিক্রয়েও অধিক আয় হইতে
পারিবেক।
উক্ত যোল শত টাকা হইতে ভূমির ত্রিশ বংসরের থাজানা ও বৃক্ষ রোপণ, বেড়া
দেওন এবং প্রথম ২ কয়েক বংসর তত্ত্বাবধারণের খরচা বাদ পড়িবেক।
জমীর থাজানা এদেশে উচ্চকল্পে বিঘাপ্রতি তিন টাকার অধিক নহে
অতএব বিঘাপ্রতি তিন টাকা খাজানা ধরিলে ত্রিশ বৎসরে সম্দায়
त्रोड्य ३०
বৃক্ষ রোপণ ও বেড়া দেওনের খরচ অন্থমান ২০
প্রথম পাঁচ বংসর ভত্তাবধারণ নিমিত্ত এক জন লোকের বেতন শালিয়ানা
৩৬ টাকার হিং ••• ় ১৮০
of the let
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার
তদনস্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে ৩০০
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সমৃদায় খরচ «১০
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিনাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বংসরে তাহাকে বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বংসরে সমৃদায় খরচ তেওঁ বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বংসরে সমৃদায় খরচ তিওঁ ভূমিতে সেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময়
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে ••• ৩০০ অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সম্দায় থরচ ••• ৫০০ যে ভূমিতে সেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বৎসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বংসরে সম্লায় খরচ তেওঁ বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বংসরে সম্লায় খরচ তিওঁ বিঘা ভূমির কাছির বংসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা মাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্ধারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে তাহাকে বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সম্দায় থরচ তাহাকে কর ভূমিতে দেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বৎসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্ধারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। তদনস্তর আর কোন থরচ নাই কেবল
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে ••• ৩০০ অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সম্দায় থরচ ••• ৫০০ যে ভূমিতে সেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বংসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্ধারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। তদনন্তর আর কোন থরচ নাই কেবল পশাদির নিবারণার্থ একটা বেড়া করিয়া দিতে হইবেক।
তদনন্তর ২৫ বংসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে তাহাকে বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সম্দায় থরচ তাহাকে কর ভূমিতে দেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বৎসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্ধারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। তদনস্তর আর কোন থরচ নাই কেবল

তাহার ত্ল্য নির্ধারণ করা গেল, কিন্তু ঐ কাল অপেক্ষাও অধিক বংসর ঐ গাছ থাকিতে পারে তাহাতে গাছের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে স্কুরাং মূল্যেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

থোমেস বারনেট সাহেব গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটরি জি. এইচ. বারলো সাহেবকে ইংরাজী ১৭৯৯ শালে ৮ নবেম্বরে যে এক পত্র লিথিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত বিবরণ সঙ্গে তাহার তাংপর্য যোগ করা উপযুক্ত বোধ হওয়াতে নিমে তন্মর্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

"কিয়ন্থনের গত হইল এদেশের ভিন্ন ২ প্রদেশে দেগুন গাছ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশে কতকগুলা দেগুনের চারা নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, দেই সময়ে জেলা রামপুর বোয়ালিয়াতেও কতক চারা পাঠান যায়। কিন্তু এই শেযোক্ত স্থানে ঐ সকল চারা অতি আশ্চর্য প্রকারে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে—এখন দে দকলের উচ্চতা বিশ ব্রিশ ফিট ও বেড় প্রায় এক ফুট হইবে, ঐ সকল কার্চ অতিশয় শক্ত, এক্ষণে এমত বোধ হয়'যে তাহা পেগু দেশের দেগুন কার্চ অপেকা ভাল।"

। কুমুম ফুলের চাদ এবং বাণিজ্যার্থ বড়ি প্রস্তুত করিবার প্রণালী

ঢাকা অঞ্চলে কুস্তম ফুলের চাস কিপ্রকারে হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যার্থ তাহার বড়ি কিরপে প্রস্তুত হয় ভবিষয় বর্ণনা করিতেছি।

অনেক দিনের প্রাতন চর ভূমি কিস্বা উচ্চ জমি বেখানে বংসরং বন্তার জল আদিয়া প্লাণিত করে এরপ তেজাল বালুকাময় ভূমিই কুষ্মফুল চাদের উপযুক্ত। এ জমিতে বক্তার জল শুকাইয়া গেলে ছই তিন বার লাঙ্কল দিবে, পরে মই দিয়া মাটি সমান করিয়া দিবে, ভদনস্তর ঐ মাটিতে যে সকল ক্ষুদ্র গাছ এবং পূর্ব ফসলের গোড়া থাকে তাহা উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিবে, ভংপরে তাহাতে বীজ ছড়াইবে। ১০২ হাত লম্বা এবং ৮৫ হাত চৌড়া এমত এক বিদা জমিতে ছয় সের বীজ হইলে যথেই হইবে। বীজ ছড়ান হইলে আর এক বার লাঙ্কল দিতে হইবে তাহার পর এক বার এইরূপে মই দিবে মেন তাহার দ্বারা বীজ সকল ছই তিন ইঞ্চ মাটির নীচে পড়ে। এই প্রকারে বীজ বপন হইলে অল্ল দিনের মধ্যেই চারা বাহির হইবে, তাহার পর বেপর্যস্ত চারা সকল ১০ বা ১২ ইঞ্চ উচ্চ না হয় তাবংপর্যস্ত তাহার মধ্যন্ত গাছ গাছড়া নিড়াইয়া দিতে হইবেক। চারা দশ বারো ইঞ্চ বড় হইলে তাহার মধ্যন্ত গাছ জ্বিতে পারে

কৃষিপাঠ ২ ২৭৫

না, কেবল চারাই বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে অতএব ভাহার পর নিড়াইবার আবশ্রক নাই। কাতিক মাদের পহিলা অবধি অগ্রহায়ণ মাদের দশই পর্যন্ত অথবা ইংরাজী অক্টোবর মাদের মধ্য হইতে নভেম্বর মাদের শেষ পর্যন্ত বীদ্ধ বপনের উত্তম সময়, ঐ সময়ের মধ্যে যত অগ্রে বীদ্ধ বপন হইবে ততই ফসলের পক্ষে মঞ্চল, কেননা প্রথম২ রোপণ করিতে পারিলে ফেব্রুয়ারি মাদের শেষে অথবা মার্চ মাদের প্রথমে যে উত্তর পশ্চিমা বাতাদ বহে তাহাতে ফদলের হানি হইতে পারিবে না। বৃষ্টির সময় ফুল তুলিতে গেলে অত্যন্ত ফুল পাওয়া যায় এবং তাহার গুণও ভাল হয় না। ঝড় বাতাদ দারা কুস্বম ফুলের যে হানি হয় তাহার প্রতীকারের উপায় আছে এবং ঐ ক্ষতি শুধরাইবার উপায় মাত্র নাই। যাবৎ গাছে কুঁড়ি থাকে তাবৎ পর্যন্ত ফুল তোলা ও তল্বারা বড়ি প্রস্তুত হইতে পারে, পরস্কু যদিশ্রাৎ ভাল সময় হয় তাহা হইলে মে মাদ পর্যন্ত ঐ২ কর্ম হইতে পারে।

জাত্রারি মাসের মধ্যভাগেই কুস্থম ফুলের গাছে কুঁড়ি দেবিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে এক ২ দিন অন্তর ফুল তুলিবে, ফুল তুলিবার সময় কৃষিকারিকে আপনার কোমরে এক খান কাপড জডাইয়া কোঁচড় করিতে হইবে, ডাইন হাতের হুই তিনটা আবুল দিয়া ফুলের পাবড়ীগুলি আন্তে ২ তুলিয়া কোঁচড়ে রাখিবে এবং পাবভীর সঙ্গে বোঁটা অথবা শুকুনা পাতা কোন প্রকারে না আসিতে পারে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। এইরপে ফুল তোলা হইলে সম্বাকালে সে সকল একত্র করিয়া জল দিয়া ঈষ্ৎ ভিজাইয়া পিষিবে, পরে একটা চৌড়া গামলায় ফেলিয়া রাখিবে এবং তাহার উপরে অনুমান করিয়া এত জল দিবে যেন প্রাতঃকাল পর্যন্ত ভিজা থাকিতে পারে। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ দকল পিষ্ট কুসুম ফুলের অনাবশুক জরদা রঙ্গের রস ঝরাইবার নিমিত্ত একথান দরমা এক দিকে কিছু উচ্চ করিয়া পাতিবে এবং গামলা হইতে ঐ পেষা ফুল লইয়া তাহার উপরে ফেলিবে, এক২ থান দরমায় আধ গামলা পেষা ফুল ধরিতে পারে, ঐ পরিমাণে ঐ পিষ্ট ফুল দরমায় রাথিয়া হুই হাতে তুইটা কাঠি ধরিয়া তাহার উপর ভর দিয়া সেই পেষা ফুল পদবারা মর্দন করিতে থাকিবে। এরপে মাড়াইতে২ সমুদায় জরদা রঙ্গের রস নির্গত হইয়া পড়িয়া ষাইবে, রস গড়াইয়া শুক হইলে তাহার উপর জল ছিটাইয়া পুনর্বার সরস করতঃ মাড়াইতে থাকিবে, কেননা এইরূপ করিলে সম্দায় জরদা রঙ্গ নিঃশেষ রূপে নির্গত হইবে। এই প্রকারে জরদা রক নিঃশেষ রূপে নির্গত হইবে। এই

প্রকারের জরদা রক্ষ নির্গত হইয়া গেলে ঐ পিট ফুলে আকরোটের মত বড় করিয়া বড়ি পাকাইবে এবং পাকাইবার সময় হাত দিয়া চাপিয়া অবশিষ্ট রসও নির্গত করিবে। পরে গুনচটে অথবা দরমার উপরে চেপটা করা বড়ি ফেলিয়া শুকাইলেই বাণিজ্যের উপযুক্ত কুস্থমফুলের বড়ি হইবে। কুস্থমফুলের চাব করিয়া বিঘা প্রতি বদিস্তাং ৮ বা ১ সের এরূপ বড়ি পাওয়া বায় তাহা হইলে উত্তম ফ্রমল হইল।

রাইয়তদিগের পক্ষে কুস্ম ফুলের চাস অধিক লভ্যদায়ক, কেননা এই চাসে উচ্চকল্পে ৭ বা ৮ মাস মাত্র জমি আবদ্ধ থাকে তাহার পরে সেই ভূমিতে বর্ধার ফসল আমন ধান্ত হইতে পারে। কুস্ম ফুলের চাস করিলে ফুল অপেক্ষা বীজই অধিক হয় বটে, কিন্তু সে সকল বীজ মন্দ, পর বৎসরে বৃনানীর যোগ্য না হয় তাহা একত্র করিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, কিন্তু ঐ তৈল হুর্গন, তাহাতে খাত্ত সামগ্রী পাক করা হইতে পারে না, কেবল জালানি হইয়া থাকে। অপর বীজের ছাল সকলও নষ্ট হয় না, তাহা গোবৎসাদি পশুর ও হাঁস মুরগি ইত্যাদি পক্ষার আহার হয়, আর কুস্ম ফুলের তক্না কাঠি সকলও ব্যর্থ নষ্ট হয় না, তাহা দীন দরিজ লোকের জালানি কাঠ হয়।

কলিকাতা নগরে কুস্থম ফুলের বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে কয়েক বৎসরাবধি উহার চাস অধিক এবং মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক অনেক বাণিজ্য-কারিদিগের মোক্তিয়ারের। যেখানে কুস্থম ফুলের চাস ও বড়ি প্রস্তুত হয় তথায় গিয়া ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত থাকে, যেমন প্রস্তুত হয় কয় করিয়া লয়। গত বৎসর যে ফসল হইয়াছিল তাহার মধ্যে উত্তম প্রকার ফসলের মোন পঞ্চাশ অবধি পঞ্চায় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কুস্থম ফুলের সকল প্রকার বড়ির গুল সমান দেখা যায় না, ভিরহ হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই এদেশের কৃষিজীবিরা তাহাতে ভেজাল দেয়। নীলকরেরা যেমন নিজ চাস করে তাহারে মতে কোনহ বাণিজ্যকারী স্বয়ং ঐ চাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের লভ্য হয় নাই, ফলতঃ প্রস্তুত করা কুস্থম ফুলের বড়ি ক্রয় করিতে যত লাগে নিজে চাস করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিলে অধিক খরচা পড়ে। তুলা, মরিচ, শণ এবং অন্যান্ত বান্ধালা চাস রাইয়তেরা নিজে করিলে তাহাতে তাহাদের লাভ হয়, কেননা সপরিবারে চাসের কার্য করিয়া থাকে, তাহাদের নিজ চাসে গাছ নিড়ান ও ফুল তোলা এই তুই কর্ম স্থীলোকদের হইতেই হয়, অপর সপরিবারে

ক্ষ্বিপাঠ : ২৭৭

সর্বদা ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগী থাকাতে গোরু বাছুরে হানি করিতে পারে না, ফলতঃ এই সকল কারণেই চাসারা নিজে চাস করিলে তাহাদের লভ্য হয়, ইংরাজেরা চাস করিতে গেলে তাঁহাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্বে কুস্থম ফুল কেবল হরিদ্রা রঙ্গের জন্ত প্রস্তুত হইত, তাহার সারভাগের গুণ অজ্ঞাত থাকাতে তাহা সিটার ক্যায় ফেলিয়া দিত।

৩। ইকুর চাস

ফালগুন ও চৈত্র মানের দশ বারো দিনের মধ্যে জমিতে চাস দিতে হইবেক। লাক্তল চারি বারের কম হইবেক না, অধিক দিতে পারিলে ভাল। তাহার পরে খইল, গোবর ও দেয়াল ভাঙ্গা মাটি জমিতে মিশাইয়া আবার লাগল দিবে। ভাহার পরে মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মাটি ধূলার ন্তায় হইবে তাহার পরে জমিতে দাঁড়া টানিতে হইবে তাহা হইলে দাঁড়ার মধ্যে২ একং জোল হইবে, সেই ভোলের মূটম হাত অন্তরে ইক্ষুর বীষ পুঁতিতে হইবে। বীজ পু^{*}তিবার সময় থইলকে ঢেঁকিতে কুটিয়া মিহিন করিয়া এক২ খা**দে** এক২ পোয়া দিবে। বীজ পোতা হইলে চুই সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ ২ এক ২ সের জল এক ২ গাছের গোডায় দিতে হইবে। পোনর দিন পরে গোবরের সার ও থইল মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি খুঁচিতে হইবে। ঐ বীজের গোড়া চারি পাঁচ দিন শুকুনা করিতে হইবেক, শুফ হইলে পরে জল সেঁচিয়া দিতে হইবে। জল মাটিতে টানিয়া আদিলে দাঁড়ার মাটি বীজের গোড়ায় দিতে হইবে। এইরপ করিলে ইকুর প্রথম পাইট হইবে। এই প্রকার সেঁচ ও দাঁড়া টানা তিন বার করিতে হইবে। এই রূপ করিলে গাছ যছপি গজিয়া না উঠে তবে পুনরায় সেঁচ দিতে হইবে যথন তুই ফুট আন্দাজ গজিয়া উঠিবে তথন পাতা বান্ধিতে ও ভাঙ্গিতে হইবে ও ক্ষেতের মধ্যে ঘাদ পালা সাফ করিতে হইবে ও ইক্ষু ভঙ্গ হইলে সেঁচ দিতে হইবে। এরপ করিলে গাছে পোকা ধরিতে পারিবে না। ফাল্গুন মাসে আউক কাটিবার লায়েক হইবে। এক ফসল বাদে আউকের মুড়ি রাখিলে আর এক ফসল হইতে পারে। কিন্তু সে ফসলের নিমিত্ত অধিক পাইট দরকার করে না। আউক কাটা হইলে ঘাস পালা সাক করিয়া গাছের গোড়ায় এক ২ সেঁচ জল দিতে হইবে তাহার পর জমিতে কোপ দেওয়া আবশুক। পরে সার মাটি দিতে হইবেক ও মাদে ২ একটা ২ সেঁচ দিতে হইবেক। উপরোক্ত প্রকারে পাতা ভাঞ্জিয়া ও বান্ধিয়া দিতে হইবেক। ইক্ষুর চাস জন্ম উচ্চু দো আঁসলা মাটি চাই। এক বিঘা জমিতে চাস করিতে

গেলে ২৫। ৩০ টাকা খরচ পড়ে। তাহাতে প্রায় ৬০। ৭০ টাকার ইক্ তৈয়ার হুইতে পারে। দেই ইক্কে মাড়িয়া গুড় করিলে ১০০ টাকা হুইতে পারে। উপরে কেবল দেশী আউকের সংক্রান্ত বিষয় বলা গেল। দেশী আউকের অপেক্ষা শুটাহিটি ও চিনদেশের আউকে অধিক গুড় পাওয়া যায়। ওটাহিটি আউক মোটা ও আবাদ করিতে গেলে অনেক লায়গা লাগে। চিনের আউক দক স্থতরাং কম জায়গা লয়। কিছু এক বিঘা জমির ওটাহিটি ও চিনের আউকের গুড় বাহির করিলে চিনের আউকের গুড় ওজনে ভারি হুইবে, এইজগু চিনের আউক আবাদ করিলে অধিক লাভ হুইতে পারে। চিনদেশের আউক বড় শক্তা, এ কারণ তাহাতে পোকা লাগিতে পারে না ও অধিক তাত হুইলেও হানি হয় না। এক বিঘাতে ঐ আউক চাদ করিলে ২০০ মোন আউক পাওয়া যায়। দেশী আউকেতে ১৫০ মোনের অধিক হয় না। চিনের আউক হুইতে যে গুড় হয় তাহার ছিবড়ের সহিত ওজন করিলে গুড়ের ওজন অর্ধেকের অপেক্ষা ভারি হুইবে। চিনের আউক দক বটে, কিছু লম্বে দশ বারো ফিট হয় ও কাটা হুইলে একং আউকের গোড়া হুইতে প্রায় বুড়িটা আউকের চারা হুইতে পারে।

ইংরাজী ১৮৫৪ দালের জুলাই মাদ অবধি ১৮৫৫ দালের জুন মাদ পর্যন্ত কলি-কাতা হইতে বিলাত ও অন্তান্ত দেশে ১২৮৯ ৫৪৩ মোন আউকো ও খেজুরে চিনি রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে বিলাতে ৮৮২৪৯৯ মোন গিয়াছে। বিলাতে ১১৭৬০০০০ মোন চিনি বৎদর ২ খরচ হয়। এদেশ হইতে যত চিনি রপ্তানি হয় বোধ হয়, তাহার চারি পাঁচ গুণ অধিক এখানে জন্ম ও খরচ হয়।

৪। ফ্লাক্সের চাস।

যে গাছে তিসি হয় সেই গাছে ভাঁটার আঁষে ফ্লাক্স তৈয়ার হইয়া থাকে। বিলাতে প্রতি বংসর ২২৫২৬৮ টন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোর মোন ফ্লাক্স আমদানী হয়। তথায় ঐ দ্রব্য নানা কর্মে লাগে কিন্তু থরচার পড়্তা অধিক হয় অতএব অনেকে তাহাতে কেবল পরিবার কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। ফ্লাক্সে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হয় কাপাদের কাপড় অপেক্ষা সে সকল অধিক লামে বিক্রেয় হইয়া থাকে।

ইলানিং এদেশের অনেকস্থানে ফ্লাক্সের গাছের চাদ হইয়াছে, কিন্তু চাদী লোকেরা তাহাতে কি প্রকারে অধিক তিদি জন্মিবেক এই বিষয়েই ব্যন্ত থাকে, ফ্লাক্স তৈয়ার করণের বিষয়ে মনোযোগ করে না। কিয়ংকাল হইল ইংরাজ ও ফরাদি-দের কশিয়ার দহিত লড়াই হওয়াতে কশিয়া দেশ হইতে বিলাতে তিদির

আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। এদেশ হইতে যে ভিসি রপ্তানি হইত তাহাতেই বিলাতে কর্ম চলিয়াছিল, স্থতরাং এখানকার লোকদের ভিসির ব্যবসাতে ক্ষেত্র বংসর অধিক লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধের নিশান্তি হওয়াতে ক্ষশিয়া হইতে পূর্বের ন্যায় বিলাতে ভিসির আমদানী হইবে অতএব এখন এদেশের চাসী লোকদের কেবল ভিসির উপর নির্ভর করা উচিত হয় না। এক্ষণে ভিসির গাছ হইতে ফ্লাক্স তৈয়ার করিতে মনোযোগ করিলে ভাল হয়। ফ্লাক্স তৈয়ার করণে অধিক যত্ত্ব করিলে ভিসি অপেক্ষা ভাহাতে অধিক লভ্য হইবেক। যদ্ভি ক্ষশিয়া ও অন্যান্ত দেশ হইতে বিলাতে ক্লাক্স অমেদানী হইতেছে, তথাচ সেখানে ঐ ক্লব্য দিন ২ নানা কর্মে অধিক ব্যবহার হওয়াতে ভাহার থরচ বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব ভালরপে তৈয়ার করিয়া ভথায় পাঠাইলে অলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাল রক্মের ফ্লাক্স বিলাতের সকল স্থানেই দামে বিক্রয় হয়, খেটে রক্মের ফ্লাক্স যদিও তথায় অধিক কাটে না তথাচ ডণ্ডিশ দেশের কলে ভাহারও অধিক কাটিভ আচে।

এদেশে এক্ষণে যে ভালরপ ফ্লাক্স তৈয়ার হয় না তাহার কারণ এই, যে ক্ষেতে বীজ ব্নিয়া ফ্লাক্সের গাছ করে সেই ক্ষেতে দরিষা ও অক্সান্ত রবিশন্ত ব্নিয়া থাকে। সঙ্গেই ঐ সকল গাছ হওয়াতে ফ্লাক্সের গাছের তেজ থাকে না, স্ক্তরাং তাহা হইতে ভাল আঁষ হইতে পারে না।

যদি ভালরপে ফ্লাক্স তৈয়ার করা অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে ক্ষেতে কেবল ভিসির বীজ ঘন২ করিয়া পুঁতিবে। গাছ ঘন২ না হইলে চারিদিকে অনেক ভাল পালা বাহির হইবে তাহাতে গাছ উচ্চ হইয়া উঠিবে না। গাছ তিন চারি ফিট উচ্চ হয় এবং ডাল পালা না জয়ে ও ডাঁটা খ্ব সরু হয়, তাহা হইলেই ভাল ফ্লাক্স হইবেক। এদেশে অক্টোবর মাসে তিসির বীজ পুঁতিবেক তাহাতে মার্চ মাসে গাছ তৈয়ার হইবেক। ফ্লাক্লের ক্ষেত উচ্চ করিবে, উচ্চ জমিতেই বীজ পুতিবে; যে জমিতে জল পড়িলে বাহির হয় না তাহাতে কথন ফ্লাক্লের গাছ হইতে পারে না, অতএব এরূপ ভূমিতে কথন বীজ বুনিবেক না। ফ্লাক্লের গাছের নিমিত্ত অধিক সার দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবেক, ঐ প্রকার তৈয়ারী জমিতে বীজ পুঁতিলেই গাছ তাজা হইয়া উঠিবে। কিছ যে জমিতে একবার ফ্লাক্লের চাস হইবেক তাহাতে সে বৎসরে আর ফ্লাক্ল দিবেক না, অত্য কোন দ্রব্যের চাস করিবে। তাহার পর বৎসরে ঐ জমিতে ফ্লাক্লের চাস হইতে পারিবে। অপর ফ্লাক্ল চাসের নিমিত্ত জমিটি কিছু আঁটাল করা আবেশ্রক, কারণ নরম মাটি

^{*}এই সহর স্কটলগু দেলে আছে—স্কটলগু ইংলণ্ডের নিকটয়।

থাকিলে ঝড়ে ও বৃষ্টির ঝাপটে চারা সকল পড়িয়া ঘাইতে পারে, চারা একবার পড়িয়া গেলে তাহাকে থাড়া করা বড় কঠিন। জমিতে ফ্লাক্সের বীজ বুনা হইতে এক মাস না হইতেই নিড়াইতে হইবেক, গাছে তিসি জয়িয়া যথন তাহা পুট হইবে তথন তিসি পাকিবার ও পাতা ঝরিয়া পড়িবার অগ্রে জমি হইতে গাছ সকল তুলিয়া দিবেক। পরে যে প্রকারে পাট কাটিয়া জলে ফেলিয়া তাহা হইতে পাট তৈয়ার করে, সেই প্রকারে ঐ সকল গাছ জলে পচাইয়া তাহা হইতে আঁষ বাহির করিবেক। পচাইবার সময় এই বিষয়ে অধিক সাবধান হইতে হইবেক যেন গাছ অধিক না পচে, কারণ অধিক পচিলে আঁষ সকল শক্ত হইবেক না। বিলাতে সামান্ত ফ্লাক্সের দর ফি টন ৩৫ পৌণ্ড হইতে ৫০ পৌণ্ড পর্যন্ত অর্থাই প্রতি সাতাশ মোন দশ সেরের দাম ৩৫০ টাকা অবধি ৫০০ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কিয়ৎকাল গত হইল বেহার অঞ্চলে ফ্লাক্স উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফ্লাক্স প্রস্তুত করণ বিষয়ে যত যত্ন হইয়াছিল চালের বিষয়ে তত মনোযোগ হয় নাই এবং কল ইত্যাদি খরিদ করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছিল, এই কারণে ঐ চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

পরে পঞ্চাবদেশে স্লাক্সের যেরূপ চাস হইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতেছে ঐ দেশে ভাল রকম স্লাক্স উৎপন্ন হইতে পারিবে। বাঙ্গালা অপেক্ষা পঞ্জাব দেশে যে অধিক স্লাক্স হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, কারণ পঞ্জাবে শীত অধিক এবং শীত অধিক দিন থাকে। কিন্তু অপকৃষ্ট রক্ষের স্লাক্স বাঙ্গালায় অনাগ্নাদে জন্মিতে পারে, বিলাতে ঐ প্রকার স্লাক্সেরই অধিক কাট্তি।

ে। তুতগাছের ছাল হইতে রেসম ও কাগল প্রস্তুত করণ।

সকলেই অবগত আছেন যে নানা প্রকার জন্গলিয়া ও ঘরে রাখা পোকা হইতে রেসম উৎপন্ন হয়। যে রেসম সওদাগরি কর্মে লাগে তাহা ইউরোপ ও এসিয়ান্থ তুতের পাতা থেকো অনেক রকম পোকা হইতে হয়। তুতগাছের ছাল হইতে যে রেসম হয় তাহা প্রায় ২৫০ বংসর হইল প্রকাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ইটেলি দেশন্থ লটিরাই নামক এক ব্যক্তি ইউরোপীয় তুতের নরম ছাল হইতে উত্তম রেসম ও ঐ ছাল জলে ভিজাইয়া অনায়াদে কাগজ তৈয়ার করিয়াছেন। ইউরোপীয় তুতবৃক্ষ এদেশের তুতবৃক্ষ হইতে বড়। এদেশে গাছ ছয় মান বড় না হইতের পাতা সকল ছাঁটা হয় ও তিন বংসরের পরে গাছ উপড়িয়া ফেলা হয়, একারণে গাছ প্রায় বার ফিট উচ্চ হয় ও গুঁড়ির পার্যন্থ ডাল সকল সক্ষ হইয়া

কৃষিণাঠ . ২৮১

পড়ে। ইউরোপে পাতা খুব তেজাল না হইলে ছাঁটা হয় না, বংসর ২ নৃতন নৃতন পাতা জন্মে, আর গাছ ৩০।৪০ ফিট উচ্চ হয় ও পার্যন্ত ভাল পালা ঘন হয়। এক২ বংসর অন্তর ঐ সকল ভাল পালা কাটিয়া জালানি কাঠ হইয়া থাকে। এ ভাল পালার ছাল হইতে রেসম ও কাগজ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

তুতগাছের ছালের রেসম ও কাগজ এগ্রিকলচরেল সোসাইটিতে লাটিরাই সাহেব পাঠিইয়াছিলেন। সপ্তদাগরিতে যে রকম রেসমের কাট্ডি, সেই প্রকার রেসম তুত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে কি না তাহা এক্ষণে নিশ্বরূপে বলা যায় না, কিন্তু লিনেনের নেকড়া অপেক্ষা ঐ ছালের ঘারা কাগজ সন্থায় তৈয়ার হইতে পারে। কয়ের বংসর হইল বিলাতে কাগজ তৈয়ার করা অধিক হইয়াছে, কিন্তু যে ২ দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা অল্প, এ কারণ উক্ত ছালের ঘারা কাগজ করিলে বড় কর্মে আসিতে পারিবে। ইউরোপে যে তুত গাছ আছে তাহার ডাল পালাতে প্রতি বংসর ২৫০০০০ মোন জালানি কার্চ হইতে পারে ও কাগজ করিবার জক্ত ছয় লক্ষ মোন ছাল পাওয়া যাইতে পারে।

একণে এ দেশের লোকদের এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে চারা গাছের পাতা-থেকো পোকা হইতে রেসম বাহির করিলে সে রেসম বিলাতীয় রেসমের স্থায় ভাল হইতে পারে না। গাছ তাজাও বড় করিলে যে পোকা তাহার পাতা থাইবে ভদারা ভাল রেসম হইবে সেই গাছের ছাল হইতে কাগজও হইতে পারিবে।

৬। আরোঞ্ট নামক পাল প্রস্তুত করিবার বিষয়।

ভারতবর্ষীয় আরোকট বহুকালাবধি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দেশের উচ্চান ও শশু ক্ষেত্রে রাশি ২ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন প্রধান ক্রমক উক্ত পাল উত্তম রূপে প্রস্তুত করিবার পশ্চাল্লিখিত ধারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"রোপণ করিবার এক বৎসর পরে মৃত্তিকা হইতে মূল বাহির করিয়া জলেতে উত্তম রূপে ধৌত করতঃ টেঁকিতে কুটিয়া শাঁসের ন্যায় নরম করিতে হইবেক। অনস্তর ঐ শাঁস একটা বড় টবের মধ্যে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাতে যে ছিবড়া থাকে তাহা নিংড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস মিশান শাদা জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া স্থির হইতে দিবে। জল স্থির হইলে পর তলম্ব অন্ন দার জল হইতে পৃথক্ করিয়া পুনশ্চ তাহা জলে মিশাইয়া ছাঁকিতে হইবেক। অবশেষে তাহা পাতের উপরে রাথিয়া রৌদ্র দিয়া শুষ্ক করিলে ব্যবহারের যোগ্য হইবে।"

এই পাল জলেতে দিদ্ধ করিলে পরিষার স্থাত মণ্ড হয় ভাহা সাগু এবং টেপি-

ওকা হইতে উত্তম, প্রধান ২ বৈভারা কহিয়াছেন যে উক্ত পাল বালক এবং রোগির পক্ষে উত্তম পথা। ঐ মণ্ড পশ্চাল্লিখিত ধারাতে প্রস্তুত করা যায়, যথা এক মধ্যম চামচ পূর্ণ আরোকট লইয়া শীতল জলেতে ভিজাইয়া তাহাতে তিন ছটাক ফুটন্ত উষ্ণ জন ঢালিয়া শীঘ্রং ঘুঁটিয়া অলক্ষণ দিদ্ধ করিলে পরিষ্ণার মণ্ড হুটুবে। বহঃপ্রাপ্ত লোক তুর্বলাবস্থায় তাহা সেবন করিলে ষংকিঞ্চিং চিনি এবং শেরি শরাব মিশ্রিত করা ভাল, কিন্তু শিশুদের নিমিত্তে হুই এক ফোঁটা মৌরি কিছা দারুচিনির আরক দেওয়া কর্তব্য, কেননা শরাব দিলে শিশুদের উদরে অম হয় এবং তৎপ্রযুক্ত রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। আরোফট প্রস্তুত করণে জলের পরিবর্তে শুদ্ধ তুথ অথবা জল মিশ্রিত চুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিশয় ক্ষীণ লোকের জন্ম বিশেষতঃ তুর্বল শিশুদের নিমিত্তে আরোকটেতে হরিণ শুঙ্গের চাঁচনী মিশ্রিত করিলে শুদ্ধ আরোক্ষর অপেক্ষা অধিক পোষক খাত হয়। তাহা এই রূপে করা যাইতে পারে। প্রকৃত হরিণ শৃক্ষের চুর্ণ এককাঁচচা পরিমাণে এক পাইন্টবোতল জলেতে পঞ্চদশ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধ করিয়া, তাহা ছাঁকা তুই চামচ এক বাটী জলেতে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া চুর্ণ পাল তাহাতে সংযুক্ত করিয়া যথেষ্ট রূপে নাড়িয়া কতিপয় মিনিট পর্যস্ত তাহা দিদ্ধ কর। শিশুর উদরে যদি অধিক বায়ু জন্মিয়া থাকে ভবে তিন চারি অথবা পাঁচ ছয় ফোঁটা মৌরির আরক অথবা জায়ফল চূর্ব দংযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বয়:প্রাপ্ত লোকদের পক্ষে পোর্ট শরাব অথবা ব্রাণ্ডিই উত্তম হয়। এই প্রকার পথ্য দ্বারা এমত অনেকানেক শিশুর পোষণ করা গিয়াছে যাহারা কেবল শুক্ত তৃগ্ধ পান করিলে অথবা মাংদের যুষ প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে কথন বাঁচিত না। কোন একজন ভদ্র কুলোদ্ভবা নারীর পাঁচ সন্তান তড়কা এবং উদরাময় বশতঃ নষ্ট হইবার পর অপর তুই শিশুকে উক্ত রূপ পথ্য প্রদান করাতে তাহারা একণে স্বস্থ শরীরে জীবিত আছে।

ভাক্তার কাভোগান নিজপ্রণীত শিশু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে লিথিয়াছেন যে শিশু-দের পক্ষে তরকারির সহিত মাংস যুষ সংযোগ করিলে ভাল হয়, তিনি যথার্থতঃ কহেন যেশিশুদের অধিকাংশ রোগকেবল অধিক তরকারি আহার করাতেই হয়। পূর্বোক্ত ধারায় তরকারিতে মাংসের স্বত্ব মিশ্রিত করিলে তাহা গর্ভধারিণীর ত্র্ফ তুল্য হয়, বরং ভাহা রোগগ্রন্তা প্রস্থৃতির তুগ্ধ অপেক্ষাও উত্তয়।

জেমেকা উপদ্বীপের হেনেরি দর্গনামক সাহেব্যিনি বহুকালাবধি আরোর্ফট এবং আরোক্ষট চূর্ব প্রস্তুত করণে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তিনি লণ্ডন নগরীষ্ণ ব্যবসায়িরা ঐ দ্রব্য কৃত্রিম করিত ইহা নিশ্চয় জানিয়া সেই দময় হইতে এই প্রতিজ্ঞাকরেন যে, একপোয়াঅবধিএক দের পর্যস্ত পরিমিত সারোক্ষট আধারে- বন্ধ করিয়া স্বয়ং জেমেকা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন। আধারের উপর আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন স্থতরাং তাহা কেহ আর ক্বজ্রিম করিতে পারিত না এবং তাঁহারও ফথার্থ, স্থ্যাতির হানি সম্ভাবনা হইত না। দুর্ণ সাহেবের স্বাক্ষর সহিত ঐ প্রকার আরোকটিচারি টাকায় সের পাওয়া যাইতেপারে। কোনং ধন প্রয়াসি ব্যবসায়িরা উৎকৃষ্ট আরোকট বলিয়া যাহা তিন টাকায় সের বিক্রয় করে তদ-পেক্ষা ঐ আরোকট যে উত্তম তাহার সন্দেহ নাই।

ণ। টেপিওকা।

আমি টেপিওকা পৌডর প্রস্তুত করিয়া সোদাইটীতে নম্না পাঠাইতেছি, যদিও সামান্ত ক্যাশবা ফ্লাওয়ার ও বাণিজ্য দম্বন্ধীয় টেপিওকা এই ত্রের গুণ ধারণ করে, তথাপি যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে সাধারণ ক্যাশবার গুঁড়া ও বাণিজ্য দম্বন্ধীয় টেপিওকা এই তুইয়ের কোনটারমধ্যে ইহা গণ্য হইতে পারে না, অতএব ইহার নাম টেপিওকা পৌডর রাথিয়াছি।

কিয়ৎকাল গত হইল আমি মেং এন্ডু সাহেবের নিকট হইতে ক্যাশবার কাটী কলম আনিয়া হান্ধা বালুকাময় উর্বর ভূমিতে পাচ২ ফিট অন্তর করিয়া রোপণ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রচুর শস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। যদিস্তাৎ আমি আপনার আবাদ বৃদ্ধির আকাজ্যায় সময়ে২ মূল বৃক্ষদকলের শাথাসকল কাটিয়া না দিভাম তাহা হইলে আরো অধিক শস্তু পাইতে পারিতাম, কিন্তু সর্বদা শাথাচ্ছেদনে বৃক্ষ শকল সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদের হানির সঙ্গে ফল হানি হইয়াছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে যে দকল টেপিওকার মূল দেথিয়াছিলাম, আমার রোপিত টেপিওকা বৃক্ষের মূলও আকারে তদ্রপ হইয়াছিল। আমি ঐ সকল মূল তুলিরা লইয়া অত্যে জল দিয়াধৌত করি, পরে ছালফেলিয়া দিয়া পেষণকরিয়াছিলাম। তদনস্তর সেই সকল পেষণ করা পাল বস্তে বাঁধিয়া নিষ্পীড়ন করাতে তাহার বিষাক্ত রস নির্গত হয়। ঐ নিষ্পেষিত পাল সকলে কদর্য রসের কতক অংশ উক্ত প্রকারে নির্গত হইয়া গেলে পর কয়েক ঘণ্টা রৌলে রাখিয়া ভঙ্ক করিয়াছিলাম, তাহাতে অবশিষ্ট রদ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ঐ সকল পাল জলে মিশ্রিত করিয়া আরোকটের ভায়ে ছাঁকিয়া সিটা সকল ফেলিয়া দিলাম এবং তুগ্ধের মত যে ভাল সারাঅবশিষ্ট থাকিলাতাহা থিতুইতে লাগিল। এ সার ভাশ থিতুইলো তাহার উপরের নির্মল জল তুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরে দেই সার ভাগে বার-ষার জল মিশাইয়া যাবৎ সম্পূর্ণ থাটি এবং একান্ত শুভ্র না ক্রিই ত্রবিৎ এরূপে ধৌত করিলাম, শেষে হুর্যের আতপে শুক করিয়া ভাল মলমা প্রাপড়ে জ্বাকিয়া लहेशां छि।

Gori

উক্ত প্রকার টেপিওকা পৌডর প্রস্তুত করণে অতি সামান্ত পরিশ্রম লাগে; এই দ্বোর ষেরপ গুরুতর মূল্য এবং টাট্কা ও থাটিটেপিওকার পালষেরপ ছম্মাণ্য, তাহা বিবেচনা করিলে আমার বোধ হয় ভারতবর্ধের মধ্যে টেপিওকার চাস আরম্ভ হইলে যথেই উপকার দশিবে। এখানে উহার চাস হইলে অতিশয় পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যনায়ক টাট্কা পাল কি ধনী কি নির্ধন সকলের পক্ষে স্থলত হইতে পারিবে। একণে ঐ দ্ব্যু ভিন্নদেশীয় বাণিজ্যালয় মাত্রে প্রাপ্য হওয়াতে এ দেশের সহস্রহ রোগী ও শিশু সহছে পাইতে পারে না; যদিস্তাৎ কেহ আপনার আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তদর্থ অধিক ব্যয় স্বীকার করেন তাহা হইলেও অত্যর্গ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই টেপিওকার পৌডর এইরপে ব্যবহার করিতে হয়, যথা—অগ্রে এক বড় চামচা নির্মল জল দিয়া গুঁড়াসকলকে মণ্ডের মত করিয়া পরে তাহাতে উষ্ণ জল ঢালিয়া নাড়িতে হয়, তাহার পরে কেবল তিন মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে রাখিলে পরিক্ষত মোরব্বার মত হয়। কিন্তু যে সকল টেপিওকা দানাদার, তাহা জ্বাল দিয়া গলাইতে অনেক কাল বিলম্ব হয়।

পুং, রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উর্বর অথচ ভারি মৃত্তিকাতে টেপিওকা পুঁতিলে কৃতকার্য হওয়া যায় না।

। আকন্দ গাছ।

আকল গাছ অনেকের বাগানে ও বাটার নিকট হইয়া থাকে, ঐ গাছ নানা কর্মে লাগে। উহার শিকড়, ছাল প্রভৃতিতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত ও তৃথ্ধ জমাইয়া রাখিলে গেটাপার্চার আয় অনেক কর্মে আসিতে পারে। গেটাপার্চা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তারে জড়ান যায়, দে কর্মে উক্ত জমা হ্র্ম্ম লাগিতে পারে না। এ গাছ আরো যে এক কর্মে লাগে তাহা মেজর হালিংস সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১২ অথবা ১৮ ইঞ্চি লম্বে ইহার ডালকাটিতে হইবে তাহারপরে তাহা-দিগের ছাল ভাল করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতরে যে তূলা থাকিবে তাহা একত্র করিবে। তুলার তৃই পার্যে হতা দিয়া রগড়াইলে অথবা মিজিলে সেই তূলা একেবারে হতা হইবে। যেমন দ্র্মিতে দেলাইয়ের জন্ম তুলা মিজিয়া হতা করে সেই মত করিতে হইবে। এই কার্যে জল আবশ্যক হইবেক না কেবল হাতের ঘারাই সম্পন্ন হইবে। কেহ২ বলে আকন্দের হতা ভিজাইলে শক্ত হয়। মেজর হালিংস আকন্দের হতার কাপড় ও দৃড়ি যাহা সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা শক্ত অথচ পাতলা বোধ হয়। যে২ কর্ম ফ্রাক্সেতে হয়, আকন্দ

কৃষিপাঠ ২৮৫

আকল শূঁটী কাপাসের শূঁটীর ন্থায়, স্থতরাং ইহার শূঁটী হইতেও তুলা পাওয়া ষায়। কাপাসের তুলা যেমন শক্ত, আকলের তুলা তেমন নহে কিন্তু সহজে রং হয়। পঞ্জাবের এক জন লোকের ঘারা মেজর হালিংস আকলের তুলায় এক থানি ছলিচা তৈয়ার করিয়াছেন তাহা বড় উত্তম হইয়াছে, ষদি বিলাতের লোকের ন্থায় এদেশের লোকের যন্ত্র আদি ভাল হইত ও কিমিয়া বিন্থা ভাল জানিত, তবে বোধ হয় এ সকল কর্ম আরো উত্তম রূপে হইতে পারিত। বঙ্গদেশে আকল গাছ যত বড় হয় পঞ্জাবে তাহা অপেক্ষা অধিক বড় হয়। এ দেশে লোকেরা আকল গাছের বড়ং শিকড়কে ফাঁপা করিয়া সেতারের লাও করে, পাতা লইয়া জলে ফেলিয়া ক্ষ করিবার কর্মে লাগায় ও কাঠ পোড়াইয়া বাজদের ক্য়লা করে।

দয়াময় পরমেশ্বরের অনেক দ্রব্য হেয় কর্মেও ব্যবহার্য হয়। পঞ্জাবে উক্ত গাছের ত্বঞ্চ লইয়া দাইয়েরা আপন স্তনে দিয়া কন্তা সন্তানদিগকে পান করাইয়া নই করে।

৯। তামাকু।

মৃত্তিকা এবং দার।—রংপুর জিলায় বিশেষতঃ তত্তত্য নগরের নিকটবর্তী স্থানে এবং তাহার ঠিক উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বভাগস্থ অঞ্চলে যে সকল উচ্চ বালুকাময় প্রান্তর আছে তাহাতে তামাকুর বাহুল্যরূপ চাদ হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভাগে অত্যন্ন পরিমাণে জন্মে এবং তাহা স্থানীয় লোকদের ব্যবহারেই শেষ হয়। তামাকু চাদের নিমিত্তে উর্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী যেহেতু, যে পর্যস্ত চারা পূর্ণবিস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্যস্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাথে, পরস্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জ্যু ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল খাগড়ার সার দেওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত সারের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্বারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মক্ষভূমি কৃষি কার্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এইরপে ব্যবহার হয়, যথা—প্রথমতঃ লাঙ্গল ঘারা ক্ষেত্র সকল ক্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আৰ্দ্ৰীভূত নীল খাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্ৰং পূপাকারে মৃত্তিকার তেজ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ২ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্থার উপরে এক২ চাগড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হলচালনা করিলেচারা রোপণার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক। চারা উৎপাদনের গ্রকরণ।—স্চরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের

প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া ফলররূপে নিমিত করিবে বে তাহাতে কাঠা বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পার, অপর অতি গভীর স্থানে বীজ বুনিতে হইবেক। যদি ভারি বুষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্রহ তৃণাজ্ঞাদিত চালা অথ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহহ এরূপ করে, যে পর্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতেউখিত না হয় তাবং পর্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনী ঘারা আজ্ঞাদন দেয়। বীজ বৃননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যথন চারা বৃদ্ধি হইবে তথন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্বদা পরিকার রাখিতে হইবে এবং বৃষ্টির বিড়গনা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনস্তর যেরপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিরণ।—অক্টোবর মালের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল। তথন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাতা ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য ডিনেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয় তাহাতে উত্তম ফসল জমে না, যেহেতু সে সময়ে মুত্তিকা অতিশয় শুদ্ধ হয় স্বতরাং ভাহাতে নবীন বুক্ষের শিক্ত প্রবিষ্ট না হও-য়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জাত্মারি মাস পর্যন্ত রোয়া হইয়াছে; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকুও জন্মে না। নীলকাঠি এবং গোব্রের ছার। উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাপল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্টরপে মৃত্তিকার পাট হইয়া থাকে, তামাকুর ক্ষেত্রেও তদ্ধপ যত্ন করিতে হয়। ২া৩ ফিট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুক হইয়া যায় তবে যে পর্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবং পর্যন্ত জল দিতে হইবে। রৌদ হইতেও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শ সিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাক্ড়া একং ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্ধারা অতি পরিপাটীরূপে স্থাতণ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে কপির চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা দকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুদিয়া ও বনগাছ নিভাইয়া দম্প্রিরণে পরিষ্কার রাথা কর্তব্য, এই কার্য সহজে সাধনার্থ এক খানা ক্ষুত্র বিদাকাঠী উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিকে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ২ করিতে হয়। বিদাকান্ত

ক্রমিপাঠ ২৮৭

ঘারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানী ঘারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে থলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুম্পার্ঘে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারায় বড়২ পাচ ছয়টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পূষ্প মঞ্জরী সকল ভাদিয়া দেওয়া কর্তব্য তাহাতে নৃতনহ কেঁক্ড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সম্পায় নির্গত হইবা মাত্র যত্ম পূর্বক ভাদিয়া দিতে হইবেক। এরপ করণের ফল এই যে তদ্মারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণশালী পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সম্পায় রস পত্র নিকরেই উথিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুত্র২ পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাদিয়া লইয়া কিয়দিবস মৃত্তিকার উপর রাথিয়া শুথাইয়া ছোট২ আটী বাঁধিয়া ছাদের নিমে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা ত্রখী লোকেরা ছুঁকায় সাজিয়া থায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুত করণ। যথন পত্র সকল স্থপক অর্থাৎ হরিন্বর্ণের পরিবর্তে হয়, তথনি কাটুনির কর্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ২ বুক্ষের ছাল স্থদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র **সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এর**প **নিয়মে** বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হুইবেক যে, তাহাদিগকে নোয়াইলে না ভাকে অর্থাৎ মড্মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে দকল লইয়া ছাওয়ায় রাথিবেক। পরস্ক প্রয়ো-জনাহুসারে ২ কি ৪ টা করিয়া পাতা লইয়া আটি বাঁদ্ধিয়া বাথারির উপর হাল্সি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবং স্বল্ল তৃণাচ্ছাদিত চৌড়া চালের নীচে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবেক, তথায় ঈষৎ পিন্ধলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে উপ্তর্শ স্থান হইতে অধোভাগ পর্যন্ত একটার পর আর একটা, এইরূপ সারি ক্রিয়া সাজাইতে হইবেক। দেখানে সে সকল উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটি বন্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরপ দতর্কতার আব-শুক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে,যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্ত সকল তথাইলে ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নই হয়। এ দেশে পাতা ঘামাইবার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে দামান্ত নিয়মে পাতা নির্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাকু উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আটি বাঁধিবার সময় নৃতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

ক্ষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি। এবিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয় রূপে স্থির করা

ষায় না, অমুমান হয়, প্রতি বংসর লক্ষ মোন উংপন্ন হয়। এতং পরিমাণ বিঘা করিয়া অবধারিত হইল। এই জিলায় আমুমানিক তিনলক বিঘায় তামাকু চাষ হয়; ভাষাকুর সহিত নীল চাদের তুলনা করাতে দেখা গিয়াছে, যেন্থলে নীলের চাদ এক বিঘা দে স্থলে তামাকুর চাদ তিন বিঘা ভূমিতে আছে স্থতরাং ঐ জিলায় নীলের চাদ এক লক্ষ বিঘায় হইষা থাকে। দেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের रुक्ट दक्ष्यूतीय जामाकूत वावमा तरियाद्य, जाराता वर्षाकात्म वर्ष्ट त्नोका क्तिया यानिया छत्रभूत त्वावाह नरेया उपति छेक श्राम मकत्न नरेया याय। মগেরাও নৌকা করিয়া আদিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপত্তি এবং অক্তান্ত কারণাত্মসারে ২ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যুনাভিরেক হয়। यहपि ঐ জিলার নীলের ব্যুবদা চলিয়াছে তদবধি নীল থাগড়ার উর্বরাকরত্ব গুল বিধায় প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়াতে তামাকুর চাদ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারাএই দ্রব্যের ক্ববির নিমিত্ত দিবারাত্তি পরি-अप करत । जाशास्त्र जाशाता जुमारिकाति थवः मशाक्रमिएशत अक्रजत नावी দিতে সক্ষম হয়। কোন্ সময়ে তামাকু এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু বাপালা তামাকু শব্দের সহিত পতু গীস তাবাকা শব্দের এক্য বিধায় বোধ হয় পতুঁ গীদ জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলায় ভারি শিলা বুষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকুর পত্র আগু ভঞ্জনীয় বিধায় অত্যস্ত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক প্রজার দর্বনাশ হইয়া যায়।

১০। তুলা।

বিলাতে নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়, এজন্ম তুলার খরচ অধিক। মার্কিন দেশে উত্তম তুলা জন্মে। সে দেশ হইতে বিলাতে বৎসর ২প্রায় ১৪ ক্রোর মোন তুলা আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্যতিরিক্ত অন্তান্ত দেশ হইতে বিলাতে তুলা আইমে।

যে তুলা টানিলে শীঘ্র না ছিঁড়ে ও যাহার নাম লাংপ্রেপেল তাহারি কাট্তি অধিক। এইরূপ তুলা ধারওয়ার ও নাগপুরে জন্ম।

মার্কিন দেশীয় তুলা এতদেশীয় তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তাহার চাদ এখানে করাতে লাভজনক হইতে পারে। নিউ আরলিন্স নামে মার্কিন দেশীয় যে তুলা তাহার বীজ সবুজ ও ঐ বীজ হইতে তুলা সহজে ছাড়ান যায় না। ঐ তুলার চাস বেহার, উপর বন্ধদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভাল হইতে পারে। সি আইলেণ্ড নামক যে মার্কিন দেশীয় তুলা তাহার বীছ কাল এবং ঐ বীজের গায়ে তুলা কেবল লেগে থাকে, ও তাহা অতি সহজে ছাড়ান যাইতে পারা যায়। ঐ তুলার চাদ স্বন্ধরনে এবং বে আব বেন্ধলের হুই ধারে উত্তম রূপ হইতে পারে। মারকিন দেশীয় তুলার চাদ করিতে গেলে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাদে জমি তৈয়ার করিতে হইবে। জমিতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবেক ও আগাছা পরগাছা দকল পরিষ্কার করিতে হইবেক। দারের মধ্যে গোবর ও গাছপচা তুলার চাদের পক্ষে উত্তম দার। লাঙ্গলের পরে জমিতে চারি২ ফিট অন্তর আল বাঁধিয়া দিতে হইবেক, কিন্তু শুদ্ধ মৃত্তিকায় আল দিবার আবশ্রুক নাই একারণ বেহার পর্যন্ত মার্টিতে আল করা চলিতে পারে। তুলার চাদ জন্ত এমত উচ্চ

বেলে মাটি চাই, যাহাতে শিশির বড় না থাকে ও যদিও মধ্যে২ বৃষ্টির আবশুক

তথাপি নীচু সেঁতসেঁতে স্থানে ইহার চাস করা অকর্তব্য। মে অথবা জুন মাসে আলের উপর ২। ৩ ফিট অস্তরে তাজা বীজ্ঞ ৩ নাগাদ ৬ টি ১। ২ ইঞ্চি অস্তর একটিংগর্তের ভিতর পুঁতিবে। যথনএকং স্থানে হুইটি বীজের অঙ্কুর হইবে তাহাদের ভিনটি বা চারিটি পাতা বাহির হইলে গাছ ঘরে নাড়িয়া রাথিবে—আলের অন্ত গর্ভে প্রয়োজন হইলে তথায় বসাইয়া দিবে। দশ দিন পরে ঐ হুইটি অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে একটিকে নাড়িতে হইবে, ফলত: এক২ গর্তে একটীং অঙ্গুরিত বীজ থাকিবে। বীজ তাজা হইলে, এবং বৃষ্টি না হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। যথন চারা গজিয়া উঠিবে তথন জমি পরিষ্কার ও নরম রাখিবার জন্ত কোদাল দিতে হইবেক। জমি আল্গা রাথা বড় আবশ্রক, কারণ তাহা হইলে শিক্ড জোরে প্রবেশ করে ও শিক্ত এরপ প্রবেশ করিলে চারা সকল নিম্ন মাটির রদ পাইয়া অনাবৃষ্টি ইত্যাদিহইতে রক্ষিত হইতে পাঁরে। यथन ठाता ১৮ ইकि উচ্চ হইয়া উঠিবে, তথন জমিতে বনাজ পরিকার করিয়া পুনবার কোদাল দিতে হইবেক এবং ড'াটার নিম্ন পার্যে মাটি দিতে হইবেক। বীজ বপন করিবার তিন মাদের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি না হইলেও মাটি ভাল হইলে চারা তিন ফিট হইয়া ফুল ধরিতে আরম্ভ করিবে। ৬। ৮ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর মাদে যথন বৃষ্টির শেষ ও অধিক শিশির জন্ত চারার হানির সম্ভব নাই, কতকগুলিন শূঁটা পাকিবে। এ সময় দেখিতে হইবে ষে ডাল পালা অথবা পাতার দারা ফুলের এবং শ্টীর হানি হইতেছে কি না—যদি হয় তবে চারার माथा पूरे এक देकि कार्षिया मिट इरेटिक।

শ্টী পাকিলে বড় সাবধানে তুলিয়া আনা আবশ্যক। ক্বকের তিনটি থলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। উত্তম মধ্যম ও অধম শ্টী দেথিয়া থলিয়াতে স্বতম্ব করিয়া প. র. ১৯ রাখিতে হইবেক। শ্টী সংগ্রহ করণের সময় এই সাবধান হওয়া কর্তব্য যে, ত্ব পাতা ইত্যাদি তাহার সহিত না মিশ্রিত হয় কারণ এই সকল দ্রব্য শ্টীর সঙ্গে মিশ্রিত হইলে তুলা নরম হইয়া পড়ে। শ্টী সংগ্রহ করণের যে পর্যস্ত শেষ না হয় সে পর্যস্ত দিনহ সংগ্রহ করা করা উচিত। শ্টীর মৃথ খুলিতে আরম্ভ হইলে শীদ্র তুলিয়া না লইলে শিশির ও রৌদ্রহারা শুদ্ধ ও শক্ত হয়। শ্টী সংগৃহীত হইলে তৃতীয় খলিয় যে সকল বিবর্ণ শ্টী সে সকল বাহির করিয়া বাকি ভাল শ্টি অন্ত তৃই থলির শ্টীর সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে কিছু কাল রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিতে হইবেক।

তুলার চাস করিতে গেলে যে ব্যয় হয় ভাহার বিবরণ দেওয়া ঘাইতেছে।

তিন শত বিঘার থাজানা এক টাকার হিং · · ·	000
জমি প্রস্তুতকরণের খরচ ফি বিঘা 🗸 টাকার হিং …	3800-
वीरकद म्ना, कि विघा। हिः	1. 90
৩০০ মোন তুলা পরিষ্কার করিবার ব্যয় ··· ···	800
মোড়াই করিবার থরচ ফি মোন। ॰ হিং	90-
কলিকাতায় আনয়ন থরচ আন্দাজ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800~
অন্তাক্ত বাজে ধরচ	2267
	७०१६

তিন শত বিঘায় ৩০০ মোন তুলা হইতে পারে, তাহা ২০ টাকা মোনে বিক্রয় হইলে ৬০০০ টাকা হইবেক। যে জমিতে এক বংসর তুলার চাস করা হইবেক তাহাতে পর বংসর অন্য ফসল করিতে হইবেক। তুলা যে২ দরে বিলাতে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

বোম্বে তুলা	8 [4]	পেন্স*	ফি পৌণ্ড*।
মাক্রাজ তুলা	@ S	ঐ	B
বান্ধালা তুলা	8 8#	ঐ	À
মারকিন তৃলা	616	· 3	\$

এথান হইতে বিলাতে তুলা পাঠাইতে গেলে রপ্তানি থরচ জাহাজের ভাড়া বিমা ও দেথানকার সকল থরচ ফি পৌগু >॥ পেন্স পড়তা হয়। এতদ্দেশীয় তুলার মধ্যে ধারওয়ার, নাগপুর ও তিনিবেলির তুলা বিলাতে ভাল বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু মারকিন দেশীয় তুলাতে সর্বপ্রকার বস্তাদি প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় তুলায়

^{*} এক পেনি আড়াই পর্মা ও এক পৌগু প্রায় কর্ব সের।

কেবল থেটে গোচের কাপড় চোপড় তৈয়ার হয়। এদেশে তুলা ভাল খেনা জিমিবে তাহার কিছু কারণ নেই। মারকিন দেশে অতিশয় যত্নে তুলার চাস হয় তাহার প্রণালী পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে হাত দিয়া বীজ ছড়ান হয় তাহাতে চারার এমন খেদ হয় যে কোদাল দিবার, পরিষ্কার করিবার অথবা ডাল পালা কাটিবার স্থান থাকে না। আর এক প্রধান দোষ এই যে এদেশে বীজের পরিবর্তন হয় না, মারকিন দেশে পাঁচ বংসরের পর এক রকম বীজ ব্যবহার হয় না। মারকিন দেশে তুলার গাছ ৫ ফিট লখা হইয়া উঠে।

গঙ্গা ও ষম্নার মধ্যে যে দেশ তথা হইতে তুলা পূর্বে রপ্তানি হইত কিন্তু এক্ষণে ধে তুলা উৎপত্তি হয় তাহা তথায় থরচ হয়। পূর্বাপেক্ষা এতদেশীয় তুলার রপ্তানি বিলাতে অধিক হইতেছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মারকিন দেশে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে দেখান হইতে বিলাতে তুলার রপ্তানি অল্প হইতে পারে, অতএব এদেশে তুলার চাদ বিবেচনা পূর্বক ক্রিতে পারিলে লাভের সম্ভাবনা বোধ হইতিছে।

১১। থেজ্রিয়া গুড়।

এপ্রেল অথবা মে মাদে কিঞ্চিং বৃষ্টি হইলে থেজুর গাছের চারা ১০।১২ ফিট অন্তর প্রতিবে। গাছ প্র্তিলে পরে সার দেওয়া অথবা অন্ত কোন ব্যয়ের আবশুক নাই। গাছের মধ্যে২ সর্বে তিসি ইত্যাদির ফদল হইতে পারে। এক বিঘাতে ১০ ফিট অন্তর করিয়া গাছ প্রতিলে ১৫০টী গাছ হইবে। ইহার পাচ বছরের ব্যয় আন্দান্ধি কোং সিন্ধা ১০০০। পাচ বৎসরের পর রস বাহির করিলো ভাল হয়। তিন বৎসরের পর কেহ২ রস বাহির করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে অধিক রস পাওয়া যায় না। এক বিঘায় ১৫০টা গাছ হইতে ৭৮৭॥০৮/০ বাজার মোন রস জয়ে এবং ঐ রসে ৮৭৮/০ বাজার মোন গুড় হয়। গুড় করিবার ব্যয়ের সহিত ১০৮০ একত্র করিলে কোং সিন্ধা ৫৯০ অথবা এক২ মোন গুড়ের থরচা ৮০ পড়তা হয়। থেজুরিয়া গুড় কোং সিন্ধা ২৮০। ৩ টাকায় সচরাচর বিক্রেয় হইয়া থাকে, থেজুর গাছের চাস বাছলায়পে করিলে অর্থাৎ ১০০০।২০০০ বিঘায় চাস করিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। গাছ গুলিন শ্রেণী পূর্বক প্রতিলে রস সংগ্রহ অল্প বামে হইতে পারে।

১২। গিনি ঘান।

গিনি ঘাদ গো মহিধাদির পক্ষে অতি উপকারক বিশেষতঃ ত্থাবতী গাভীর পক্ষে ইহার তায় আর খাতা নাই।

প্রাতঃকালে রৌদ্র না লাগে এমত একটা স্থান আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহার মৃত্তিকা প্রথমতঃ স্থন্দর রূপ গুঁড়া করিয়া প্রচুর রূপে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, পরে মালী ঐ গুড়া মাটী হস্ত দারা উপরে২ চালিয়া দিয়া দেই সমস্ত বীজ মাহাতে আলগা মাটীতে চাপা পড়ে এমত করিয়া দেয়, গ্রীম্ম বাহুল্য হইলে জল সেক না করিয়া দিন কয়েক ঐ স্থান কেবল দরমা চাপা দিয়া আচ্ছাদিত কয়িয়া রাখিয়া দিতে হয় । এইরূপ করাতে যথেষ্ট ঘাদ জনিয়াছে, কথন কোন ব্যাঘাত হয় নাই, নৃতনং ঘাদ যথন তিন অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠে তখন গোড়া নই না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক গাছ অতি সাবধানে মাটী স্থন্ধ তুলিয়া লইয়া গুই ফিট অন্তরে রীতি পূর্বক রোপণ করিয়া কয়েক দিবদ পর্যন্ত সায়ংকালে গোড়ায় জল দিতেই ক্রমণঃ দেই নৃতন মাটিতে শিকড় বন্ধ হইয়া বিদিয়া যায়।

স্ম্পূর্

গীতাঞ্চুর



2 1

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওরালি।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিরা হই কাতর।
দ্যা কর মোর প্রতি, আমি অতি মূচ্মতি,
করজোড় করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।

এ নয় অসাধ্য সাধন।

কি প্রয়োজন আদন, কি প্রয়োজন বন্ধন,
রেচক প্রকে নাহি কিছু প্রয়োজন।

অমৃতাপ-অগ্নি জালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
প্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন।

মন অতি সমল, কর তারে নির্মল,
পাইবে হে বিমল, অমুল্য রতন॥

ত। রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি, হও প্রেমময়।

প্রেম গতি প্রেম মৃক্তি প্রেম সর্বাঞ্জয়।

স্ক্রন পালন, জীবন মরণ, তারণ কারণ সব প্রেমময়।

কোথায় অশিব, সর্বজ্ঞেতে শিব, এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়।

যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার, মাগ প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয়।

পাপ বিসর্জন, অকপট মন, তাঁহাতে অর্পন কর বিনিময়।

আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব, মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়।

কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল, ক্রমশঃ ত্র্বল, হবে অতিশয়।

মরণের ভয়, হইবে অভয়, সব স্থময়, পাইবে আলয়॥

0 1

রাগিণী ঝি'জিট—তাল আড়া।

তব অর্চণার কি ফল, মন শাস্ত হয় আর বাড়ে ধর্মবল।
ব্রাসিত তাপিত মন, স্থনী না হয় কখন,
লইলে তব শ্বরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্থনা শিব, তোমাতে কেবল।
মানবের যত ক্রেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কুপাকর কুপাশেষ, দেহ কুপাবল।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল।
তব প্রেমে এ নয়ন, ষেন করে বরিষণ,
ভিক্তি অন্ধ্র নিরঞ্জন, নিশ্পাপ নির্মল॥

রাণিণী জয়জয়ন্তা—তাল চৌতাল।

মন শোধন সাধন কর স্যতন।

চিন্ত নির্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন।
কামের ক্মতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্মল না হলে নির্মল পাইবে কেমন।

কর্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হয়ে কর তাঁর অরণ।

ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ,
নত্রার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ॥

নাগিণী বিজিট—তাল আড়া।
বুথা গেলরে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন।
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল বার্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয় স্থথেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হলো কাল, কাল দরশন।
না হইল পরহিত, য়া হইল অন্থ্রচিত,
পাইবে হে সম্চিত, দহে মম মন।

81

নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হলো বৃদ্ধি বল, কি করি এখন বল, নিকট নিধন, খেদ সম্বরহ নর, ভাব সেই পরাংপর, অপার করুণা তাঁর, দারিন্তা ভঞ্জন ॥

নানা রাগ মিশ্রিত গীত—তাল আড়া। এ মন কল্যাণ হইবে কেমন। কেমনে করি আমি এই সাধন। ১। কে দারা কে হত গায়া অঞ্চন। সংসার অসার ভ্রম দরশন। ২। বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন। চরমে ইষ্ট লাভ কর মনন। ৩। ভৈরব খ্যানে কর তাঁহার ধ্যান। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ৪। ললিত স্তবে গলিত হও মন। প্রেম উদয়ে স্থথের আগমন। ৫। বিভা**স প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।** মুদিত নয়নে কি হবে দরশন। ७। গৌড় দারকে তাঁর দংকীর্তন। এক মন হয়ে কর প্ন:প্ন। १। মূলতান অকপট আচরণ। গ্রাম স্থর মান নাহি প্রয়োজন। ৮। পূরিয়া মনের সাধ সংপূরণ। হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ॥ ।।

রাগ মালকোয—তাল আড়া।
ভাস্ত অশাস্ত নর কড় না পায় অস্ত।
ত্রস্ত কৃতাস্ত ভয়ে সর্বদা প্রাণাস্ত।
জীবের নিধন, সভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকাস্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ কুভাস্ত।

পাপ পূণ্য ফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
ভভাতত কর্ম গুলে পাইবে অল্রান্ত।
ভাই বন্ধু ষত, হবে সমাগত, মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্মের কি ভন্ত, হবে সদা জন্ত।
পাপী স্বীন্ধ পাপ, দহি অন্ততাপ,
তাঁহার ক্লপা-গুলে শেষে হবে ক্ষান্ত।
হাথ অকারণ, কর কি কারণ,
ভিজি সভ্য নিরন্তন, নাশ হে কৃতান্ত।

রাগিণী ঝিঁ জিট—তাল আডা।

বিপদ কে বলে বিপদ।
ব্ঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ।
তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্ম বিপদ।
কত রাগ কত দেয়, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুল ক্লেশ, বাড়ার সম্পদ।
বিপদ শুষ্ধি ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মকলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ॥

^১ । রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

কে গো রোদন করে।

সকল্প করে মারে মন্তক উপরে।

একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,

এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে।

সিন্দূর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,

ধারা বহে পড়ি ধসি, নয়নের নীরে।

এলোকেশী এলোমনা, বিগত-ধৈর্য-বন্ধনা,

শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে।

জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতি শোকে হুদি দহে,
কেন শাদ আর বহে, এ মিধ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোক দাগরে।
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রন্ধাণ্ডের তিনি পতি, ভাবহ তাঁহারে।
জগং পতি করি পতি, হর স্বীন্ন তুর্গতি,
পুনর্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে।

166

রাগিণী বেহাগ—তাল আডা।

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তরজে গরজে তম-মেঘ বারস্বার।
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
মন্ততা-তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার।
অহঙ্কার বক্র শব্দ, নম্রতা হইছে স্তন্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার।
কত কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কুপা অপার, তুমি কর্ণধার।

32.1

রাগিণী পরজ—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
বে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহ লোক।
বে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সভ্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক।
কিন্তর অঞ্চর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
স্থুথ রসে ভাসে সদা নাহি হঃথ শোক।
স্বাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেম বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক।

হলে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন,
নিম্বল নির্মল অন্ধ আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা প্রলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক॥

১৩। রাগিণী থাস্বাজ—তাল মধামান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত।
মুখেতে বলা ঈশর, যদিও এ শুভ কর,
কেবল এই রবে না হইবে রক্ষিত।
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্ত কর্ম মূল শুত্র,
চিত্তের সরল গুণে ভরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যঙ্গ বাহু আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রতিত, এই হে বিহিত॥

^{১৪ ।} রাগিণী ললিত—তাল আডা।

কর ন্থব নব সব কর তাঁর সংকীর্তন।

শেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকশিত পুষ্প গন্ধ, করে বিতরণ।

বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
কি আশুর্য মন লোভা, নয়ন রঞ্জন।

ডাকে নানা পক্ষিগদ, কত স্বর আলাপন,
যোগীর ধ্যান-ভঞ্জন, শ্রবণ মোহন।

আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত স্কৃষ্টি,
দেখি এত প্রেম বৃষ্টি, ছির কি কারণ।

উঠ উঠ সব নর, করপুটে ন্তব কর,
সেবিলে সে বিস্থাধার, স্কুখেতে মরণ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

ভহে ধর্ম ব্রত জন মৌন দেখি কি কারণ। চিত্তের অংশ্বৈ তুমি আশু কর নিবারণ। দেখি পাপের উন্নতি, পুণ্যের অধম গতি, বুঝি হইতেছে মতি, ধর্মের কি প্রয়োজন। পাপী নানা স্থথ ভোগে, আনন্দে বাড়ে অরোগে, সদা থাকে যোগে যাগে, ভঙ্ক ধর্ম প্রায়ণ। কিন্তু দেখ মনে ভেবে, আত্মা নাহি ধ্বংদ হবে, থাকিলে পুণ্য প্রভাবে, পাবে স্থ-নিকেতন। পাপ পুণা ফলাফল, এথানে নহে কেবল, এ হয় পরীক্ষা স্থল, এই এর নিদর্শন। সব দণ্ড পুরস্কার, এখানে নহে বিস্তার, এ লোকে হলে নিন্তার, পরলোক কি কারণ। ক্লেশে থাকে যেই জন, ধর্ম তাঁর আভরণ, মনের সন্তোষ ধন, কভু না হয় নিধন। বাড়িলে সে ধনাকর, শোভাকর মনোহর, তৃঃথ শোক নাশকর, স্থধকর অমুক্রণ। কঠোরেতে বাড়ে ধর্ম, বৈভবে বৃদ্ধি অধর্ম, পরি দৃঢ়তার বর্ম, ক্লেশ কর দম্বরণ। ক্রেশ ধর্ম পুরস্কার, ধন পাপ ভিরস্কার, **এই পরিষ্ঠার, সদা ধর্মে দেও মন** ॥

100

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওট।

পাজ পাজ পাজ সমরে!
আত্মা ভিতরে প্রবেশে গাপ পিশাচ সত্তরে।
কুপ্রবৃত্তি দেনাপতি, সঙ্গেতে তুর্বল মতি,
ধাইছে বেগেতে অতি, মারে ছলনা শরে।
পশ্চাতে আইসে কাম, সদা ব্যস্ত নিজ কাম,
অশুদ্ধতা অবিরাম, সকটাক্ষে বিস্তারে।
ক্রোধ চলে তার পর, ভয়ানক ঘোরতর,
কম্পাধিত কলেবর, মার মার চীৎকারে।

লোভ যাহা পায় ধরে, একেবারে গ্রাদ করে,
কর দিয়া অউদরে, মৃথ দদা প্রদারে।
মদ মত্তে হয়ে মদ, উন্মন্ত অ সম্পদ,
পান করি মদমদ, করে করে প্রহারে।
শেষে আদে অহলার, উগ্র মৃতি ভয়ঙ্কর,
রক্ষাগুই তুচ্ছ তার, তার শক্তি কে ধরে।
উঠ উঠ কর রণ, এ নহে দামাল্য রণ, এ রণে
হলে মরণ হারাইবে অমরে।
শরীর হলে পতন, দে পতন কি পতন,
আাত্মার হলে পতন, মজিবে একেবারে।

১৭। রাগিনী বার্বোয়া—ভাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকাস্তরে গমন।
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশাস বিখাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ,
কেন ত্যন্ত সারাস্থাদ, সর্ব-শান্তি ব্রহ্ম জ্ঞান।
কেন বাহ্ আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হাদ্য ধ্যান॥

আর কেন নয়ন মৃদিত। চল চল ধর্মক্ষেত্রে করা যা উচিত।
কোথায় বা অনাহার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
ভামে প্রাণী শীত বৃষ্টি হয়ে আচ্ছাদিত।
কোথায় বা স্বামী হীনা, ভোগে রমণী যন্ত্রণা,
কোথায় বা পিতৃমৃত্যে শিশু অনাম্রিত।
কোথায় বা রোগ ক্লেশ, অহ্নপায়ে অবিশেষ,
কোথায় ক্রীর চাল অনেকে বঞ্চিত।
কোথায় বা শোকানল,দহে সদা হদিদল,
শ্রাবণের ধারা বহে চকু বিমোহিত।

কোথায় কল্ম রাশি, গ্রাস করে ধর্মশনী, কোথায় মূর্যতা জন্ম কর্ম বিপরীত। দান শ্রম উপদেশ, ক্লেশ-বিদ্ধ-পাপ-শেম, সাধনা হইবে হলে চিত্তেতে পীড়িত। পরত্বেধ পরস্থধ, আত্মত্বংধ আত্মস্থধ, এ বিধায় অফুঠানে স্বর্গীয় পীরিত॥

এ বিধায় অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পীরিত। রাগ ভৈরো-তাল আডা। 166 জ্ঞানময় নিরাময় স্থ্যময় স্বাশ্রয়। বিচিত্র রচনা তব প্রেমময় অভিপ্রায়। দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য ভূমণ্ডল, জান হয় কুমণ্ডল, এক পার্ষে রয়। কত গ্রহ দিবাকর, কত ভারা শশধর, কত কেতৃ জ্যেতিঙ্কর, সব প্রাণিময়। কি কৌশলে নির্মিত, কি কৌশলে নিয়োজিত, কি কৌশলে নিৰ্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়। করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার বাতিক্রম, তোমার নিয়ম-ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়। সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা, তোমাতে তব উপমা, সর্ব-শক্তিময়। অগণ্য তব স্জন, অগণ্য তব পালন, অগণ্য ক্রপ। অর্পণ, কর ক্রপাময়। কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান, তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়। ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক, না ভাবিয়া প্রলোক, স্বস্থির প্রায়। কত কর পর্যটন, দিতে স্থথ অমুক্ষণ, তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।

সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর, মহা পাপীকে উদ্ধার বিহিত সময়। মানবের হিত জ্ঞা, দেহ করিয়াছ জ্ঞা, দিবে স্থথ অসামান্য, পেলে স্বর্গালয়॥ ২ । রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

একি দেখি ভয়ঙ্কর। ষেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর। মনজ কর্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ, আপন স্মরণ হলো ঘোর দণ্ডধর। ঘাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্সপে সপ্রকাশ, এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর। পর বনিতা গমন, পর বিষয় হরণ, পর পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর। ষেমন মন আমার, তেমন হলো আকার, দঙ্গিণে দেখি খেন হর-অমুচর। ভয়ানক এই লোক, আর কোগায় নরক, অসহ বন্ধণা ভোগে অদীম কাতর। চারি দিক অন্ধকার, কেমনে হবে স্থদার, অদার কর্মের ফল অবশ্য অদার। উধ্বে তে করে গমন, পুণাবান্ এক জন, নিকটে আনিয়া বলে হয়ে স্থিরতর। অক্তের পাপ মোচন, অন্তকে পুণ্য প্রদান, কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর। শুদ্দতিত শুদ্দাচার, ইহাতে আশু নিস্তার, তা না হলে কর্ম দোষে যন্ত্রণা বিস্তর। पश्रामश्र क्यांत्रिक्त, त्वन भटव कुला हेन्तु, এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর। হয়ো না শাস্থনান্তর, ভবান্তর গত্যন্তর, যদি পাবে হও নিরস্তর তাপাস্তর ॥

২১। রাগিণী ঝি'জিট—তাল আড়া।

কত পাইবে রতন, ওহে ধর্মপ্রায়ণ, যথন হইবে মৃক্ত শরীরবন্ধন। প্রজ্ঞানিত অন্ততাপ, নাশিয়াছে তব পাপ, এমন পুণ্য প্রতাপ, স্বথেতে গমন। দ্রে যাবে রোগ শোক, স্থেময় নানা লোক,
শোভিত সত্য আলোক, হবে দরশন।
কেহ নাহি করিবে রোধ, ন বিবাদ ন বিরোধ,
পরহিত অন্থরোধ, সদা বরিবদ।
কত দৃষ্ঠ মনোহর, কত ধ্বনি স্থেকর,
কত গন্ধ মন্তকর, পাবে অন্তক্ষণ।
বেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্ধন।
দয়ালু দেবতা ষত, মিলিবে প্রফুল্ল চিত,
সন্ধীর্তন প্রেমান্ত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব তাপ বিমোচন,
তুর্গভ হয়দয় ধন, রতন-রতন।

155

় রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

স্থা ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভিক্তি কাণ্ডারী হইলে অভাস্তে গমন।
ভিক্তি কভূ নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এই খানে দেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন।
ভিক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভিক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই দ্বির কর মন॥

२०।

রাগিণী গৌড় সারক—তাল মধামান।

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে স্বথস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে।
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগমে অক্ত ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে।

28 |

রাগিণী আড়ানা বাহার-তাল মধামান।

মন্জেল মন্জেল চলে চল ভাই। মনে করো না আগে মন্জেল নাই। যত মন্জেল ধাবে, চুথ বিগত হইবে,
ত্থাকাশ প্রকাশিবে, দিবা রাত্ত নাই।
হাড়িলে পাথিব ভাব, ঘূচিবে সব অভাব,
ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই।

২৫। রাগিণী হুরট—তাল আড়া।

কোন বাহিরে ভ্রমণ ? ইদং তীর্থমিদং
কার্যং নানা ধর্ম স্কলন ।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন ।
মত বিখাদের শেষ, কে করিতে পারে শেষ,
বাহ্য গুরু আচার্যের নানা মত বরিষণ ।
নানাম্ব একম্ব হবে, আত্মময় হবে যবে,
আত্মারি স্বর্গেতে হবে তর্ক, নরক বিলীন ।
অনস্তং সত্যং জ্ঞানং, অনস্তং সত্যং ধ্যানং,
অনস্ত আত্মার শক্তি স্বশক্তিতে বর্ধন ।
হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব,
পরমশিবন্থ তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন ॥

২৬। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে প্রিবে চিত্ত দ্রে যাবে দ্রাশয়।
পর তৃঃথ বিমোচন, পর হৃথ বিবর্ধন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গল,
অনিত্য স্থাতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়।
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়॥

২৭। বাগিণী বিভাদ—তাল আড়া।

তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর ! স্বক্নত প্রক্রত শুভ্র সর্ব লোক শাস্তি কর। দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর,
কোটা তারা কোটা স্প্রেধর দীপ্তিকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ,
কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর।
স্থশোতে তব বদন, সত্য-প্রেম-প্রস্রবণ,
বিকাশে হাদি আকাশে বেন হিতকর।
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্যমুখে সপ্রকাশ,
নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরপা কুৎসিতা রামা, তার জ্যোতি অন্প্রশমা,
পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিত্তাকর।
সদা ভাবি তব জ্যোতি দয়া কর মোর প্রতি,
দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর॥

হত। বাগিনী খাৰাজ—তাল মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেখর হে!

যেখানে ভ্ৰমণ করি সেই বারাণসী।

তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী।

স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা স্থ্যী,
ধন মান চাহি না হে শাস্তি অভিলাষী ॥

২৯। বাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না ক্রায়ের ধন!
কেবল সংল মোর তব আরাধনা।
প্রাণান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হলে তোমায় অপিত, প্রিবে বাদনা।

যত স্থেহ প্রেম ধরি, রুপা করি লও হরি,
আর কেন পাপে মরি ঘুচাও যন্ত্রণা॥

_{রাগিণী} জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

মন তো তুর্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত।

শাপেতে তুর্বল মতি পাপে করে বিকৃত।

30 |

পরিকার সংস্থার আবিকার হে কত।
নিরঞ্জন সমত্ব মনে হয় আরত।
সারজ্ঞান দ্র জ্ঞান সদা মনে উদিত।
স্পষ্টি কার্য সব ধার্য বিনাচার্য গৃহীত।
ভবভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দ্রিত।
সারভাব শুদ্ধভাবে ভাবেতে হয় ভাবিত।
বন্ধানন্দ প্রোনন্দ সদানন্দ অমৃত।
করি গান পায় ত্রাণ ভোগে স্থথ অচ্যত।

৩১। রাণিণী স্থহিনী—তাল মধ্যমান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট;
তথাপি না ত্যাগ করে রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসস্তান, ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান,
শান্থনা-স্থাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া, দিয়া স্বীয় পদ-ছায়া,
কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥

রাগিণা ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।
তবে কেন নয়নের বারি নিবারি।
বলি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী
রোগনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন;
নাশিবে শান্তি তপন, পাপ সর্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্ত, সে হাস্ত নয় উপহাস্ত,
সদা আনন্দ প্রকাশ্ত, সুধা সর্বোপরি॥

ত্ব। রাগিণী গোড় সারক্ষ—তাল মধ্যমান।
তব অধীন মোরে কর, ওতে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ক্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার।

98 |

রাগিণী ঝিজিট—তাল আড়া।

ওরে বৃদাবনের লোক।

দেখারে আমাকে তোরা আলোকর আলোক।

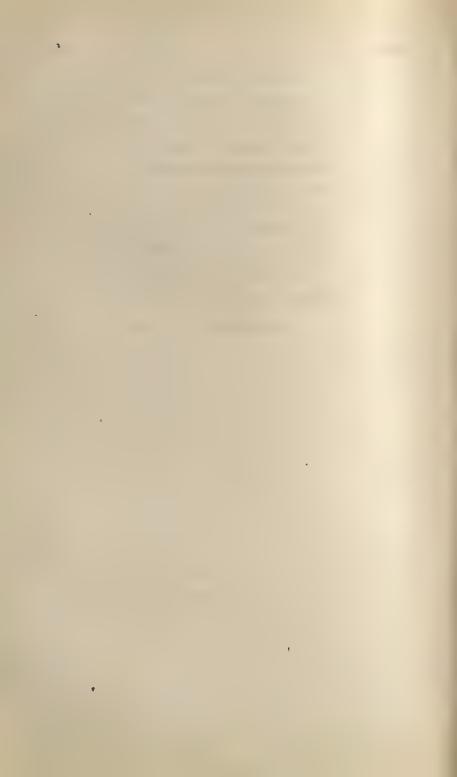
যত্পতি, ব্রজপতি, কভু নহে দে মূরতি,

দেখারে সে হদিপতি, ভূলোক গুলোক॥

00 |

রাগ ঐ—তাল কাওয়ালি।

প্রেম নগরে চল বাই।
সেই প্রেমময় প্রেমেখরের দিব হে দোহাই।
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।



घएकिथिं



शएकिथिष्ठए

১ অধ্যায়। ঈশরের অভিত।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শৃক্তে যে পমান ভাব থাকে।

রামমোহন রায়।

তং—তং—তং। হি—দ, হি—দ। ছোটং রেলগাড়ি ধায়। ওহে ভূবন উঠেছ— ও ভুবন । এখানে স্থান নাই, ঐ গাড়ীতে যাও। পুনর্বার হি-স, হি-স, অমনি হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, খেঁসাখেঁনি, হইতে লাগিল। এদিকে গাড়ির হার সকল ঝনাং ঝনাং শব্দে বন্ধ হইল ও গাড়ি ঢক ঢক শব্দে যেন মত্ত হস্তীর ন্থায় চলিল। গাড়ির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লাস—সকলেতেই লোক পরিপূর্ণ। কাহার গাত্তে বন্ধ আছে—কাহার গাত্তে বন্ধ নাই,—কেহবা আপন লম্বোদর নিরীক্ষণ পূর্বক দণ্ডায়মান,—কেহবা চাপকানের হুই পাকেটে হুই হাত দিয়া শিষ দিতেছেন,—কেহবা নাসিকার উপর আই শ্লাস দিয়া দূরস্থ বস্তু সকল দৃষ্টি করিতেছেন। একথানি দিতীয় ক্লাস গাড়িতে হুই জন ব্যক্তি বসিয়াছেন— ইহাঁরা অতি শান্ত, মিতাবাকী ও অনগ্রমনা। সূর্য অন্তমিত হইতেছে—আকাশে কি চমৎকার শোভা ! সকল কোলাহল যেন স্থৈয়দাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—বায়ুর মন্মন গতি—এই দকল একত্ৰিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুৰ্য প্ৰকৃত শান্তি-দায়িনী হইয়াছে। ঐ তুই ব্যক্তি একএক বার নভোমগুল দর্শন করিতেছেন এবং একএক বার দর্শনোদ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইহারা কে ? ইহারা ঘুই ভাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ, তুই জনেই ঈশ্বরপ্রায়ণ ও ধর্মান্ত্রাগী, ভ্রমণার্থে দেশানস্তর যাইতেছেন। যাঁহারা সং চিন্তায়, সং ভাবে, সং আলাপে, দৎ কর্মে সদা রত তাঁহারা ব্যর্থ ও অলীক বিষয়ে কাল যাপন করেন না, ও তাঁহাদিগের নিকটে ভিন্ন প্রকার লোক স্থতরাং আপ্যায়িত হইতে পারে না। কিন্তু উক্তপ্রকার একমনা লোকের সম্মেলন হইলেই সদালাপের স্রোভ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ শান্ত হইয়া বদিয়া অন্তরের আনন্দে আনন্দিত আছেন—গাড়ির অন্তান্ত লোক বলাবলি করিতেছে—এ হুটা ওঁম অবতার কোথা হইতে এল ? বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে। পর দিবদ রেলের গাড়ি ভগলপুরে উপস্থিত হইল। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ নামিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্নান আহার করিয়া বৈকালে ক্লিবলেও

উচ্চ গৃহের নিকটন্থ স্থরমা উত্থানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেই উত্থানে কত গুলি নব বাবুরা একত্র বিষয়া ধর্ম বিষয়ক নানা তর্ক করিতেছেন। এক এক বার এমনি গোল উঠিতেছে যে হাতাহাতির বড় বিলম্ব নাই। তাহারা উক্ত ভ্রাতা দ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন—আন্তে আজ্ঞা হউক, আপনারা ধর্ম বিষয় কিছু জানেন? আমাদিগের মতের দ্বির কিছুই হইতেছে না, আমরা চার্বাক প্রভৃতি গ্রন্থ ও বিশেষ বিশেষ ইংরাজি পুস্তকও অনেক পড়িয়াছি—আমাদিগের কাহার কাহার মত সেখর নাই, সকলেই স্বভাবত হুইতেছে। আপনারা কি বলেন?

জ্ঞানানন্দ সকলকে মিট বাক্য দারা শান্ত করিয়া বলিলেন—সত্য অবেষণার্থে উগ্র ভাব ত্যাগ পূর্বক শান্ত ভাব অবলম্বন আবশুক। আপনারা কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর আছেন—কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর নাই, এবিষয়টি আপনা আপনি শান্ত হইয়া না ব্বিলে কেহও ব্বাইয়া দিতে পারে না। যগুপি অমুমতি করেন তবে আমি কিঞ্চিৎ বলি। নব বাব্রা সকলেই বলিলেন—মহাশয় বলুন, ভাল দেখি আপনকার কি নৃতন কথা আছে।

জ্ঞানানন্দ। কথা নৃতন কিছুই নাই, কথা বুঝিলেই নৃতন বোধ হয়। নান্তিক বাবুরা। এত ক্ষণের পর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এলেন—দেখা যাউক এর তর্জন গর্জন কত দূর।

জ্ঞানানন্দ শান্তভাবে ঈষদ্ধাশ্ত পূর্বক বলিলেন—সংশয় এই যে সৃষ্টির শ্রন্থা নাই।
"একমেবাছিতীয়ং"—একই অছিতীয় ঈশ্বর যে আছেন এই জ্ঞান তিনি কৃপা
পূর্বক মহায় জাতিকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের ন্তায় পশুদিগের রাগ,
কাম, শ্লেহ, কতজ্ঞতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও আন্তায় ভাব ও শক্তি আছে
কিন্তু তাহাদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যে আমাদিগের
জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদন্ত তাহা আপন আপান আ্বার পরিচয়ে সপ্রকাশ।
যেমন মার্জনা করিবে তেমনি ঐ জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এ জ্ঞানের অন্ত্র-শৃত্য
কোন মহায়ই নাই। শিশুর স্থমিষ্ট বাণী উচ্চারিত হইতে হইতেই—অবলা কোন
উপদেশ না পাইয়াও কিরপে এ জ্ঞান প্রকাশ করে ? যদি বল এটি সংস্কারাধীন, তাহারা যেমন দেখে, যেমন শুনে তেমনি বলে, তবে যে সকল জাতি
নিবিড় অরণ্যে বাস করে, যাহারা আহারে, পরিচ্ছদে, এবং গৃহ ও সামাজিক
কর্মে সম্পূর্ণ অসভ্য—যাহারা জ্ঞানালোক কাহার কর্তৃক প্রাপ্ত হয় নাই,
তাহারা এ জ্ঞান কি রূপে প্রকাশ করে ? আরব দেশে এক জন মূর্থ লোক
জিজ্ঞাসিত হয়, পরমেশ্বর আছেন তাহা তুমি কি রূপে জান ? ঐ ব্যক্তি

উত্তর করে "বেমন বালুকার উপর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি জানি যে পশু কি মহুয় তাহার উপর দিয়া গিয়াছে দেই রূপ।" সংমেটা উপদীপে দুই জন বক্ত লোক একটা ঘড়ি দেখিতেছিল। এক জন বলিল সূৰ্য এই রূপ ঘড়ি। অন্ত জন জিজাদিল, স্থাকে ঘড়ির আয় কে ফিরাইয়া দেয়? ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—আর কে আলা । কান কোন ভ্রমণকারী কোন কোন দেশ ভ্রমণ করিয়া এমন লিথিয়া থাকেন যে ঐ দেশীয় লোকদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। এসকল কথা অতি সাবধানতা পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ বিশেষ অন্নন্ধানে ইহার অসভ্যতা প্রমাণ হয়। এরূপ পূর্বেও ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে। এগ্রামন উপদ্বীপে এক জন ডাক্তার গমন করেন। তিনি वर्गन करतन त्य के छेभवीरभन्न लाकिमरभन्न क्येन छान नारे। भरत जान कक जन ভাক্তার যাইয়া ঐ অসভ্য জাতির সহিত ব্যাপক কাল সহবাস করিয়া দেখিলেন যে তাহারা চক্রকে ঈশ্বর স্বরূপ উপাদনা করে। অতএব ঈশ্বরজ্ঞানরহিত জাতি বর্ণন ভ্রমণকারীর ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান করুণাময় ঈশ্বর প্রদান করিয়া-ছেন তাহা দর্ব স্থানেই এক প্রকার না এক প্রকার ভাবে অবশুই প্রকাশ হইবে, —একেবারে নির্বাণ কখনই হইতে পারে না। যে সকল জাতি অসভা ও প্রাথ-মিক অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উক্ত জ্ঞানের চিহ্ বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়াছে। যে ষে স্থানে বাণিজ্য এবং ইন্দ্রিয় স্থথের প্রাবল্য অথবা উক্ত জ্ঞানকে মূল না করিয়া অস্তপ্রকার জ্ঞানের আলোচনা ও স্বতরাং কেবল পাণ্ডিত্যের আধিক্য, দে দকল স্থানে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যেন ল্কায়িত ভাবে থাকে; এজন্ম নান্তিকতার বৃদ্ধি আত্মার নিগৃঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান অল্ল হইয়া থাকে—কেবল বাহু ক্রিয়া, বাহু উন্নতি, বাহু স্থুখ একারণ আত্মার বাণীকে স্তনে ও স্ষ্টির বিষয়ও বা কে আলোচনা করে? মেডাগস্কর উপদ্বীপের লোকেরা অসভ্য বলিয়া গণ্য। সেথানে বাণিজ্য বা ইন্দ্রিয় স্থপ বা পাণ্ডিভ্যের আধিক্য নাই। দেখ কি রমণীয় স্তোত্তে গ্ন তাহার। ঈশ্বের উপাদনা করে।

একাত্ম প্রত্যয়সারং। মাণ্ডুক্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অন্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইতেছে।

^{*} Md' Arvieux's Travels in Arabia.

[†] Marsden's Sumatra.

[‡] O Eternal ! have pity on me because I am transitory : O Infinite because I am but an atom : O Almighty because I am weak ; O source of light because I am drawing nearer to the grave; O thou who seest all things because I am in darkness; O all bounteous because I am poor; O all sufficient because I Flancourt's Madagascar, 14th Chap. am nothing.

আয়ার প্রতায়েই সকল দেশীয় লোকেরা এক প্রকার না এক প্রকারে ঈশরের অভিত্বের প্রমাণ দিতেছে। এপর্যন্ত ভানা যায় নাই যে অবনীমগুলে এমত জাতি আছে যাহারা প্রকৃত নান্তিক। যদিও এমত জাতি থাকে তাহা কোন কারণ বশতঃ হইতে পারে কিন্তু এজন্য ঈশরের অন্তিত্বের জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ নহে তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। এক জন জন্মান্ধ থাকিলে সকলেই জন্মান্ধ হয় না।

নান্তিক বাবুরা। আপনি বল্ছেন ঈশবের অন্তিত্বের জ্ঞান আপন আপন আত্মা দারা পাওয়া যায়। কই মহাশয়। আমরা আত্মাকে নেড়ে চেড়ে দেখিয়াছি, কিছুই তো পাই না?

জ্ঞানানদ। (মৃত্ভাবে) একটা গল্প শ্বরণ হইতেছে আপনারা অহগ্রহ করিয়া শুহুন। এক জন নান্তিক ও এক জন আন্তিক ইই জনে এক জাহাজে গমন করিতেছিল। দুই জনে ঘার বিচার করিতেছে, গজকচ্ছপের স্থায় কেইই কাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। দৈবাং আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইল—বায়ু ঘোরতর প্রচণ্ড হইতে লাগিল,—তরঙ্গ যেন মাতঙ্গের স্থায় ভয়ঙ্কর হইল—জাহাজ ভ্রুতুর্ হয় এমত সময়ে নান্তিক প্রাণভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া চীংকার করিয়া উঠিল—"পরমেশ্বর রক্ষা কর।" কিয়ৎকাল পরে বায়ু শান্ত হইলে, আন্তিক নান্তিককে জিজ্ঞেদ করিল—মহাশয়, ঈশ্বরের অন্তিত্ব বার্থার অস্থীকার করিয়াছেন ভবে কেন তাঁহাকে ডাকেন ? নান্তিক কহিল, আমি ইচ্ছা পূর্বক ডাকি না—কে যেন আমাকে ডাকালে। বোধ হয় বিপদে পড়িজে দকলে এইরপ করে। নান্তিক বার্রা। আপনি বলেছেন ভাল, আর কি আছে বলন।

জ্ঞানানল। যে জ্ঞান স্বভাব সিদ্ধ সে জ্ঞান কথনই অসত্য হইতে পারে না। ঐ জ্ঞানকে যুল করিয়া আছুসংগিক জ্ঞানের প্রকৃত পরিচালনা না হইলে আছুসংগিক জ্ঞানের লম অবশুই হইবে কিন্তু যে জ্ঞান স্বভাবদিদ্ধ ভাহা অল্রান্ত রূপে থাকিবে। এক ঈশ্বর আছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছে কিন্তু তিনি কিরপ এই আছুসংগিক জ্ঞান বাহার যেমন শিক্ষা, সংস্কার ও স্বৃষ্টি প্রকরণ বৃঝিবার ক্ষমতা ভাহার তেমনি বোধ। আমাদিগের স্বভাবদিদ্ধ যে জ্ঞান দে কি ? কার্য কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না—স্বৃষ্টির স্রষ্টা অবশুই আছেন ও ঘ্রুন নানা কার্য এক অভিপ্রায় দিন্ধার্থ হইতেছে তথন এক বিশিষ্টজ্ঞানময় কারণ অবশুই আছেন। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া হন্তপদাদি কিরপে পরিচালিত হয় তাহা না জানিয়া স্বভাবত হন্ত পদাদি পরিচালনা করে; দেই রূপ কার্য দেখিলেই কোন বিবেচনা বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কর্তার জ্ঞান স্বভাবত আত্যাতে উদয় হয়।

ত্রিযামা উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া নভোমণ্ডল অবলোকন কর। অসংখ্য তারা অসংখ্য সূর্যস্বরূপ অসংখ্য সৃষ্টির নিয়ামক। এক এক তারা নিরীক্ষণে বছধা বোধ হইবে। একটা একটা তারা আমাদিগের স্থের ন্তায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ রাশিচক্রে ধাৰমান। দূরবীক্ষণ ধতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নৃতনং তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিণের স্থের অনুগত যে যে গ্রহ জানা ছিল তাহা অপেক্ষা ন্তন ন্তন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনন্ত। পৃথিবী রাশিটকে ধাবমান হইতেছে—স্থের তারতম্যে ঋতুর পরিবর্তন ঋতুর পরিবর্তনে শস্তের উৎপত্তি—শস্তের উৎপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। স্থর্যের উদয় ও অন্তমিতিতে দিবা রাত্রি—দিবা রাত্রিতে উদ্ভিদের বর্ধন ও জীব নকলের শ্রম ও বিশ্রামের উপযোগিতা। সূর্যের তেজে দকল বস্ত হইতে বারি আক্ষিত হইতেছে ও ঐ বারি ধৃমবং হইয়া মেবাক্ততিতে গগন ভ্ষিত করিতেছে এবং ঐ মেঘ সকল বারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে। যে সকল পর্বত বারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্বত হইতে নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চক্রের আকর্ষণে সমূদ হইতে আসিতেছে। বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে—সময়ে সময়ে গতান্তর হইতেছে। উক্ত কারণ দকল জন্ম কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং ক্রমি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিণের কি মঙ্গল ! বাহ্য স্বাষ্টির প্রকরণ যতই বিবেচনা কর তত্তই এই নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই অভূত ব্যাপারে কি অভূত শক্তিও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না ? এ কি নিয়ন্তা ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কার্য কারণ ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে ? কোন গ্রন্থ লেথক ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন মৃতি, নির্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে ? এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তুর কি আদি কারণ নাই ? কাহার দ্বারা সমস্ত স্পষ্ট নির্বাহিত হইতেছে। কে সকলকে পালন ও রক্ষা করিতেছে ? এই দকল কার্য কি আপনা আপনি হইতে পারে ? যদি এ সম্ভবে, তবে সূর্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোৎস্না, অগ্নি ব্যতিরকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্প ব্যতিরেকে মেঘও হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না এ জন্ম কি ঈশ্বরের অন্তিত্ব অস্বীকার্য ? যদি সূর্য কোন কারণ বশতঃ অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে অদর্শন জন্ত ঐ তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্ত হইত ?

ঈশ্বরের অন্তিত্ব জ্ঞান যে স্থাভাবসিদ্ধ ও দিগ্দর্শন শলাকার ন্থায় আত্মা ঈশ্বরেতে ধাবমান ভাহা আমনা নানা প্রকারে দেখিতেছি। যথন ঘোর বিপদ্, বিযাদ বা শোক উপস্থিত হয়—যথন এমত অবস্থায় পতিত যে আর কোন উপায় নাই—
যথন কোন নিগালণ ক্লেশ জন্ম শরীর হইতে যে প্রাণ বিয়োগ হয়—যথন পাপে
এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি আপনার ঘুণা হইতেছে—যথন মৃত্যু উপস্থিত
ও পূর্ব কর্মাদি অরণে চিত্ত দাহ্যমান হইতেছে, তথন আয়া কাহাকে চিন্তা—
কাহাকে অরণ করে ? প্রকৃত অবস্থায় না পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না।
এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই রূপাময়কে সর্বদা অরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান
করিয়াছেন তাহার উরতিতে যতুবান হও।

প্রেমানন্দ করজাড়ে উথের্ব দৃষ্টি করত এই উপাদনা করিলেন। হে প্রমাত্মন! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষ রূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা স্থমধুর সংকীর্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি দামান্তরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যেতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, সংগল্ধ স্বরূপ, স্বাদ্ধ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, স্বর্মান্ধনি স্বরূপ। তুমি সর্বনিয়ন্তা—সর্বস্থেদাতা। বাহ্ম রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত; তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি স্বর্ধ। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্ত ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষ রূপে বিরাজ কর, তথন দেই আত্মাই তোমার স্বর্ণের স্বর্গ হয়। তোমার অন্তিত্ব প্রত্যেক নিশাদে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্জল্যমান। এতির্বয়ক মানব কুসংস্কার ও তুর্বলতা পরিহার কর ও যাহাতে তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উজ্ঞলিত হয়, এই রূপ। কর।

২ অব্যায়। ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ।

"পরিপূর্ণমানন্দম্॥"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালীপ্রসন্ন বাবু বড় পরোপকারী—কেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের স্থা বর্ধনে সর্বদা যত্ত্ববান। তাঁহার ভবনে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আদিয়া সাতিশয় আদরণীয় আতিথ্য পাইয়াও অনেক সদালাপানস্তর শুভ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছেন। রাত্রি প্রভাত হয় নাই—চন্দ্রমার শুভ্রতা দিনমণির আগমন জন্ম থেন চঞ্চল হই-তেছে। উত্থানের উত্থম সকল মন্মুগ্রতেই উদয় হয়, অমনি মন্দ মন্দ স্মীরণ আছে-ন্ধ্রতা ও নাসাগর্জন বৃদ্ধি করে। পক্ষী সকল স্বীয় স্বীয় পক্ষের সপক্ষতা প্রত্যাশায় গতিবিপক্ষ রাত্রির হ্রাদ অবলোকন করিতেছে। দোকানি পণারি আপন আপন

ষংকিঞ্চিৎ

গাত্র দীর্ঘীকরণ পূর্বক আলন্ত সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিভেছে— "ওহে ভত্তহরি ! ওহে রামচন্দ্র ! উঠ, আর রাত নাই, এক ছিলিম ভামাক দাভ।" ভত্তহরি ও রামচন্দ্র আনস্তের উপদেশ গ্রহণ পূর্বক হাই তুলিতে তুলিতে বক্রী-কৃত হইয়া বলিতেছে "রও মোশাই, কোথায় আগুন, কোথায় টিকাএকটু ফরসা হউক।" নিকটে একজন ভট্টাচার্য স্নানে যাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছেন কথাটি ষে ভাল বলিলে না—অগ্নি হইলেই টীকা হয়। এধির স্বামীর চিত্ত অগ্নি বিশেষ, তিনি কি টীকা ও টিপনী প্রকাণ করিয়াছেন ! ভজহরি ও রামচক্র বলিল— অগো বামুন ঠাকুর, তুমি সেই টিপনী-ডিপনি থেতে থেতে স্নানে যাও। এদিকে কালীপ্রসন্ন বাবুর সদর দার ঠেলাঠেলি হইতেছে। মহাশয় উঠেছেন কি—মহা-শয় উঠেছেন কি ? কেও ? আজে আমি রামানন্দ নান্তিক। সদর ছার খুলিবা মাত্রই রামানন্দ,জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। হাঁ! হাঁ! ব্যপারটা কি ? রামানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন আপনাদিগের গত কল্যের কথাবার্তা শুনিয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট করিয়াছি—একবারও চকু মৃদ্রিত হয় নাই। আপনকার পূর্বকথাসকল স্মরণকরি ও আপনা আপনি বলি— আমি কি করিয়াছি ও আমার দশা কি হইবে! কত জ্বল্য কর্ম —কত পাপ যে আমাদারা কৃত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না ! ঈশ্বর চর্চা একবারও করি না, কেবল ঐহিক স্থুথ ভোগে মত্ত ও তাহা সাধনে আমি কিনা করিয়াছি! সহ দোষে আমার সর্বনাশ হইয়াছে, এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গ লইব—এই নরাধমকে রক্ষা কর-আপনাদিগের বিনা আমি আর কাহাকেও জানি না, যেখানে আপ-নারা যাবেন, দেই খানে আমি যাব। ঈখরের অন্তিত্বতে আমার দৃঢ় বিখাদ জিনিয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বর কিরূপ ও তাঁহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা কণা করিয়া বলুন।

জ্ঞানানন্দ কিঞ্চিৎ কাল স্থাগত ভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমেতে ভাসমান হইয়া বলিলেন—রামানন্দ ! তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় আফ্লাদিত হইলাম।
আমি যাহা জানি তাহা তোমাকে অবশ্য সরল ভাবে সকল বলিব—শ্রবণ কর,
ভগবৎ কথা এসময়েই বিশেষ আনন্দীয়।

ভাগবং কথা অসমবের । বংশব পালমার ।
আমি কোন্কীটস্কীট ষে ঈশ্বরকে স্থলর রূপে জানিব।
যদি মন্ত্রে স্বেদেতি দড়ুমেবাপি নৃনং স্বং বেত ্থ ব্রহ্মণোরপং। তলবকার।
যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে স্থলর রূপে জানিয়াছি তবে নিশ্চয় তুমি
ব্রহের স্বরূপ অতি অল্প জানিয়াছ।

ঐথরের অন্তিক্ত জ্ঞান আমাদিগের স্বভাবদিদ্ধ কিন্তু তিনি এমত মহৎ—এমত

শ্রেষ্ঠ যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ অভূত্তব করা যায় না। এ জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নত হ্য ও ষাহার যেরপ সাধারণ জ্ঞান ও প্রীতির বৃদ্ধি তাহার সেই রূপ উক্ত জ্ঞানের বৃদ্ধি। বে সকল সাধুগণ ঈশ্বর জন্ম সর্বদা ব্যাকুল, সত্যকামা ও সর্বত্যাগী, তাঁহারা ইহ-লোকে ঐ জ্ঞান প্রচুর রূপে লাভ করেন কিন্তু সেথানে বিশেষ অমজনক সংস্কার ও বিশেষ ভ্রমবিশিষ্ট শাস্থীয় বা দেশীয়, রীতি, যেথানে উক্ত জ্ঞান বিস্তীর্ণ হওনের বিশেষ বাধা। প্রাচীন ও বর্তমান কালের ইতিহাস পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে ঈশর বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ প্রকাশিত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। কালে কালে এক এক জন মহাত্মা প্রেরিত হইতেছে, যিনি দিবাকরের তার জ্যোতি প্রদান করিতেছেন ও ঐ জ্যোতি কালেতে অজ্ঞানতার তিমির নাশক হইতেছে। প্রায় সকল জাতির এক প্রকার না এক প্রকার ঈশর বিষয়ক জ্ঞান আছে ও ঐ জ্ঞান বিষয়ক যে শাস্ত্র তাহাকেই ধর্মশাস্ত্র বলে। যে যে জাতির উক্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের এই বিখাদ যে, ঐ শাস্ত্র ঈশ্বর কর্তৃ ক প্রাদত্ত, স্বতরাং মিথ্য হইতে পারে না; কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রেতে ঈশ্বর মানব রূপে বণিত—মানব তুর্বলতা সংযুক্ত, এ জন্ম কি প্রকারে সম্পূর্ণ রূপ গ্রাহ্ম হইতে পারে ? ঐ সকল শাস্ত্রাদিতে আমাদিগের অনেক উপকার হইয়াছে, কারণ তাহাতে অনেক উদ্বোধক ও উপদেশক কথা আছে এবং ঐ সকল শাস্ত্রাদি ঈশ্বর বিষয় জ্ঞানের দোপান স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান দায়ক নহে। নানা জাতীয় ধর্ম শাস্ত্র অধিকাংশ শান্দিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে কিন্তু শান্দিক প্রমাণ অপেক্ষা আত্মা ঘটিত প্রমাণ উচ্চতর ও অকাট্য। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন ষে আত্মার উপদেশে চলা শ্রের নহে, ইহাতে ভ্রম হইতে পারে, লিখিত ধর্মশাস্ত ঈশ্বর দত্ত—ইহাই প্রক্বত নিয়ামক। এ কথা বলাতে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়। মানব আত্মাতে ঈশ্বর শ্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু একেবারে জানি-চিন্তা করি—বিচার করি ও যে সকল সদ্ভাবে ভাবী হই, ভাহা তাঁহা কর্তু ক। যদিও ৰাহেন্দ্ৰিয় লব্ধ জ্ঞানে ভ্ৰম হইতে পারে কিন্তু আত্মা ঘটিত জ্ঞানে ভ্ৰম কথনই হইতে পারে না। আত্মা ঘটিত জ্ঞান পাইবার জন্ম যে সকল বাহ্ন ও আন্তরিক বিদ্র তাহ। সত্যকাম হইয়া দূরীকরণ করিতে হয় ও আত্মার বিকার নষ্ট হইলে আত্মা ঘটিত জ্ঞান তুল্য আর জ্ঞান নাই। আত্মা অভুত পদার্থ—উদ্দী-পন, অফুশীলন ও দদভাবেদ ইহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায় ! যে দকল ধর্মশান্ত্র আছে, তাহা কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্ ক বলা বা লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল মহাত্মাদিগের যেরূপ আত্মা উচ্চ হইয়াছে, দেই রূপ ধর্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু ধর্ম শাস্ত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন, আত্মা ধর্মশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে। কোন কোন यरिकिक्शिर ७३५

মহাঝার আত্মা কোন কোন সময়ে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে স্তরাং তংকালীন ঐ মহাঝার বাণী ঈশ্বরবাণী শ্বরূপ কিন্তু তাঁহার সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী শ্বরূপ নহে ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী শ্বরূপ ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী শ্বরূপ নহে, তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে জানা যায়। যে সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী শ্বরূপ তাহা একবার শুনিলেই হাদয়শম হয়—তাহা লইয়া কেহ আর তর্ক বিতর্ক করে না ও যদি কেহ তর্ক বিতর্ক করে, তবে তিনি সত্যকাম হইয়া ব্যালে অনায়াসে ব্যান। যাহা সত্য তাহা আত্মা অবশ্বই গ্রহণ করিবে, তাহাতে আত্মা অবশ্বই পরিত্ত হইবে। যাহা মিথা। তাহার সহস্র টীকা প্রকাশ হইলেও কথনই গ্রাহ হইবে না ও যদি কোন কারণ বশতঃ গ্রাহ্ হয় তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক পরিত্যক্ত হইবে।

ঈথর যে কেমন তাহা হাই ও আত্মার দারা জানা দায় ও তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহার সন্তাদি ও শক্তি, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার ধর্ম।

- (১) তাঁহার সভাদি ও শক্তি। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়া" তিনি একই এবং সম্পূর্ণ। অন্তিরে ও স্বতন্ত্রতে তিনি সম্পূর্ণ —তিনি স্বয়ংভূ অনাদি ও অনস্ত ও সকল কারণের আদি কারণ। তিনি এক অথচ সর্বব্যাপী—ও ভূমা। তিনি সর্বশক্তিমান্—যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার নিয়মাদি তাঁহার ইচ্ছার অধীন—তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার নিয়ম কিন্তু তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন নহেন। যদি তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন করেন তবে কি প্রকারে তিনি সর্বশক্তিমান্ হইতে পারেন ? তিনি যে স্বশক্তিমান তাহা তাঁহার স্প্রতিই জাজ্ঞলামান।
- (২) তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণ। আমরা দৃষ্টি করিয়া, স্থরণ করিয়া, তুলনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া, জ্ঞান প্রাপ্ত হই। তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ—তিনি বর্তমান ভূত ভবিয়াং সকলই জ্ঞানেন—তিনি সকলের অন্তর্থামী ও তাঁহার জ্ঞান আপনা আপনি তাঁহা হইতে প্রস্তব্য হয়। এই জ্ঞানের রেণু মাত্র মানব আত্মাতে তিনি প্রদান করিয়াছেন কারণ তাঁহার অন্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশত্ব জ্ঞান, প্র সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মা হইতে স্বভাবত প্রকাশ হইতেছে।
- (৩) তাঁহার ধর্ম। আমাদিগের ধর্ম আত্মলাভ, ভয় ও আশার অধীন ও সম্পূর্ণরূপে রিপু শৃত্ত নহে এবং আমাদিগের প্রেম সকলেতে সমান হয় না। ঈশ্বরের
 ধর্ম কোন কারণ বশতঃ নহে, তিনি রিপু শৃত্ত—তাঁহার রাগ দ্বেষাদি নাই—
 তাঁহার ক্ষেত্ব ও প্রেম বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে নহে এবং ঐ ক্ষেত্ব ও প্রেম বর্ধন
 জ্ব্যু কোন কারণের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ক্ষেত্ব ও প্রেম সম্পূর্ণ—চিরকাল এক

ভাবে খাকে ও তিনি সকলকে সমভাবে প্রীতি করেন। মহুগ্র সম্পূর্ণ স্থায়বান— পবিত্র ও ক্ষমাশীল নহে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ক্রায়বান, সম্পূর্ণ পবিত্র, সম্পূর্ণ ক্ষমা-শীল ও সম্পূর্ণ ফুলর। সৌন্দর্য, নির্দোষতা, প্রেম, লাষ্যতা, পবিত্রতা ও ক্ষমার ছবি। যে ব্যক্তি অতিশয় স্থন্দর, সে যদি উক্ত গুণ রহিত ও পাপে ও গ্লানিতে ভড়িত হইয়া মণি মাণিকো বিভূষিত হয়, তাহার সৌন্দর্য কোথায় ? কিন্তু উক্ত গুণে ভূষিত কদাকার ব্যক্তির মুথের জ্যোতি কি রমণীয় ! অতএব ঈশ্বরই সম্পূর্ণ সন্দর। এতদাতিরেকে ঈশরেতে যে সকল চমৎকার গুণ আছে তাহা আমর। এখানে স্থানিতে পারি না। আমরা উভানের কীট স্বরূপ। কীট ষেমন পুল্পের নিকট থাকিয়াও পুষ্পের সকল গুণ জানিতে পারে না, সেই রূপ মন্ত্য। আমরা যে পর্যন্ত বুঝিতে পারি ভাহাতে এই উপলব্ধ করিতেছি—যে প্রকারে, যে ভাবে, ইশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, সেই প্রকারে —সেই ভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ ও অসীম দেথি। তিনি আপন অভিপ্রায়ান্ত্রপারে সৃষ্টি করিয়াছেন, কি বুহুং কি কুত্র সকল স্ষ্টিতেই তাঁহার অদীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি প্রকাশ। যেমন তাঁহার স্ঞ্জন -অম্ভত, তেমনি তাঁহার নিয়ন্ত ব অম্ভুত। কি অচেতন, কি চেতন, কি জড়, কি জীব, সকল রাজ্যের কার্যে যে স্থূন্ডানতা,যে সামঞ্জু, যে ইষ্ট্রদাধক প্রণালী, যে মান্দলিক পর্যবদান, তাহাতেও তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি দেদীপামান। তিনি জগংপিতা—জগনাতা, কারণ পিতা ও মাতা চ্যের গুণের সম্পূর্ণতা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম একই নিয়ম ও একই নিয়মে খীয় মঙ্গল ভাব সর্ব স্থানে, সর্ব কার্যে, সর্ব জড়ে, সর্ব জীবে, ইহ কালে ও পর-কালে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা মহামুভাব—যাঁহারা মুক্তাত্মা ধীর, তাঁহারাই ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা শক্তির আধার, জ্ঞানের আধার, ধর্মের আধার ও মঙ্গলের আধাররূপে নিশ্চয় জানেন। পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্রষ্ট,—তিনি যে অভিপ্রায়ে স্পষ্ট করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ সে অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ প্রেম—যে অভিপ্রায়ে স্পৃষ্ট নিয়োগ করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাধারণ মঙ্গল—যে নিয়মাদিতে স্ষষ্টি নির্বাহিত হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণ, কারণ ঐ নিয়মাদি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম হইতে প্রস্থত হইয়াছে।

এই যে ঈশ্বরের অপরিমিত সম্পূর্ণ অসীম ও অনন্ত ভাব ইহা কোন লিথিত ধর্ম শাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অল্ল হউক বা অধিক হউক ঐ সকল ধর্ম শাস্ত্র ঈশ্বরকে ঘূর্বল মানব প্রকৃতি প্রয়োগ করে।

পরমেশ্বর রাগের দেবতা নহেন, ভয়ের দেবতা নহেন, অন্তরোধের দেবতা নহেন, উত্তরসাধকতা দেবতা নহেন, তিনি প্রেমের দেবতা। কি ধনী কি নির্ধনী কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কাহাকেও তিনি বলেন না যে আমার নিকট আদিবার জন্ম এ প্রকার বাহ্য পূজা চাই, এ প্রকার বলি চাই, এ প্রকার অহুরোধ চাই, এ প্রকার উত্তরসাধকতা চাই। যে ব্যক্তি অকপট, সরল, ও নম্র চিত্তে তাহার প্রতি ভক্তি ও প্রেমে মগ্ন হয়, তিনিই পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

সকলের সহিত সম্বন্ধ কালেতে বিলুপ্ত হইবে কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ চিরকাল থাকিবে। যদি আমরা পরিকার রূপে ব্ঝিতেপারি যে ঈশ্বর কেমন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কি কর্তব্য তাহা অনায়াসে স্থির হয়। ঈশ্বরের প্রতি যে কর্তব্য তাঁহা দ্বিবিধ।

- (১) ঈশবের অন্তিত্বে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, ঈশবের সহিত আমাদিগের চির সসমে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, সর্ব বস্ত ও ব্যক্তি অপেক্ষা ঈশবেকে অসীম রূপে ভক্তি ও প্রেম করা, ঈশবেকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি বাহা করেন তাহাই মঙ্গল ও এই নিশ্চয় করা যে তাঁহা হইতে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইতে পারে না এবং ঈশবে ধ্যানে তাঁহার অসীম শক্তি জ্ঞান ও প্রেম দর্শনে ও চিন্তনে ও তাহার প্রিয়কার্য সর্বদা সাধনে সম্ভব্ব ও আনন্দিত হওয়া।
- (২) ঈশ্বর যে দকল দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন সে দকল বৃত্তিকে প্রকৃত ও স্থানর রূপে পরিচালনা করা। ইহা করিলে ঈশ্বরের প্রতি কি কর্তব্য ও মন্মায়ের প্রতি কি কর্তব্য ওই জ্ঞান ও ধর্ম ক্রমশঃ বর্ধনশীল হয় । ঈশ্বরের যে আদেশ তাহা স্প্রতিতে ও মানব শরীরে ও আত্মাতে মুন্তাঙ্কিত আছে। প্রকৃতি ভাবেরই বর্ধন তাঁহার অভিপ্রায় । কুশিক্ষা ও কৃসংস্কারে আমরা বিকার প্রায় হই । ঐ বিকার শরীরে ও আত্মাতে যাহাতে না জন্মে এই জীবনের উদ্দেশ্য। শরীর আত্মার উন্নতি সাধন জন্ম, অতএব শরীরকে রক্ষা করিয়া আ্মার বৃত্তি সকল উদীপন, উন্নত ও উচ্চ করাই প্রকৃত ধর্ম।

রামানন্দ।—এই মনোহর সময়ে ঈশ্বকে ধ্যান কর। তিনি

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
অনন্দরপুমমূতং ধবিভাতি।
শান্তং শিবমদৈতং। তৈত্তিরীয় শ্রুতি।
যোবৈ ভূমা তৎস্থং। ভান্দোগ্য।
ধর্মার্বহং পাপফুদং ভগেশং। শ্বেতাশ্বতর।

তিনি "শুদ্ধপাপবিদ্ধং," ও "পরিপূর্ণমানকম্"। এতদেশীয় বন্ধবাদিরা ধন্ত মে তাঁহাদিগের ঈশব বিষয়ক জ্ঞান এত উচ্চ হিলা— তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে "অবৈত্বাদী ও তাহাদিগের এ বিশ্বাদ ছিল না যে ঈশ্বর ভয়ানক ও তিনি পাপীদিগকে অনস্ত কাল নরকে দক্ষ করিবেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে দত্যং জ্ঞানং শাস্তং শিবং আনন্দর্ধণং বলিয়া জানিতেন। রামানন্দ মৃদ্ধ হইয়া উপাসনাম প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রেমানন্দ এই গান করিতে লাগিলেন।

রাগ উওরো—তাল আড়া।

জ্ঞানময় নিরাময় স্থখময় সর্বাশ্রয়। বিচিত্র রচনা তব অভিপ্রায় প্রেমময়॥ দেখিলে নভোমগুল, এ আশ্চর্য ভূমগুল, জ্ঞান হয় কুমণ্ডল, এক পার্ষে রয়। কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর, কত কেতু জ্যোতিঙ্কর, সব প্রাণিময় ॥ কি কৌশলে নিয়মিত, কি কৌশলে নিয়োজিত কি কৌশলে নিৰ্বাহিত, বন্ধ শৃঙ্খলায়। করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম, তোমার নিয়ম ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়॥ সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা, তোমাতে তব উপমা, সর্ব শক্তিময়। অগণ্য তব স্থজন, অগণ্য তব পালন, অগণা কুপা অর্পণ, কর কুপাময়। কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান, তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়। ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক, না ভাবিয়া পর লোক, অন্থির ত্রায় ॥ কত কর পর্যটন, দিতে স্থুখ অমুক্ষণ, তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়। সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্লেহ ধর, মহাপাপীকে উদ্ধার, বিহিত সময়। মানবের হিত জন্ম, দেহ করিয়াছ ধন্ম, দিবে হুখ অসামান্ত, গেলে স্বর্গানয়॥

গীতাশ্বর।

৩ অধাায়। আত্মার অবিনাশিক।

মালকোষ—তাল আড়া।

প্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অস্ত। ত্রন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্বদা প্রাণান্ত।

জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন, অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত। কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন, মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত।

গীতাশ্বর।

ওহে রামানন ! বাদাটি ভাল, গদ্ধা সমুথ—চতুদিকস্থ দৃশ্রন্ত মনোহর। মৃংগের উত্তম হান। সীতাকুণ্ড কত দূর?

রামানন। আজা বড় দূর নহে, সীতাকুণ্ডের জল চমৎকার।

জানানন। ঈশ্বর কত প্রকারেই আমাদিগের মঙ্গল করেন তাহা জ্ঞানাগম্য। ঘোর অন্ধকার —রজনী যেন ভীষণ বদন ধারণ করিয়াছে। তড়িৎ মধ্যে মধ্যে চমকিয়া ত্রাদ উংপাদক হইতেছে। বজের নিনাদ ভয়ানক ও বর্ধার ধারা অজ্ঞ ধারে পড়িতেছে। গমনাগমন স্থগিত ও সকলেই গৃহে রুদ্ধ। এক এক বার বৃঠির ও বায়ুর শব্দ অল্প হয় আর নিকটস্থ এক ভবন হইতে রোদনের ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশানন্তর হৃদয় বিদীর্ণ করে।

প্রেমানন্দ অস্থির হইয়া বলিলেন এ রোদন কোণা হইতে আসিতেছে? চল সকলে যাইয়া দেখি।

জ্ঞানানন্দ ও রামানন্দ ছত্র লইয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে করিতে ধে বাটীতে ক্রন্দন হইতেছিল দেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী বড় ধর্মপরায়ণ---ধানাবস্থায় ছিলেন—উক্ত তিন জন ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্তী হইবা মাত্রেই তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—আপনারা কে ও কি নিমিত এখানে আগমন ?

প্রেমানন বলিলেন—আমরা ভ্রমণকারী—এই স্থানে অন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছি— রোদন শুনিয়া কাতর হইয়া আসিয়াছি। গৃহস্বামী কুতজ্ঞ ভাবে বলিলেন—আপ-নারা অতি সাধু—এই তুর্যোগ ! এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এথানে আদা বড় অল্ল কথা নহে। আমার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া—রক্ষা পাওয়া ভার, উপায়শৃত হইয়া স্বাশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—তিনি মদলময়, তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই শুভদায়ক অতএব তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই হউক। এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই রোদনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি সকলে আত্তে ব্যক্তে বাটীর ভিতর থাইয়া দেখিলেন—রূপমৌবন লাবণ্যসম্পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয় বালক মুমূর্ হইয়াছে, সম্মধে প্রদীপ, হংথিনী জননী শোকার্ণবৈ নিমগ্ন ও রোক্রজমান। পুত্র অতি ক্লেশ মাতাকে সাহ্বনা প্রদান করিতেছেন, মাতার তাহাতে শোক বৃদ্ধি হইতেছে। পিতাকে নিকটে দেথিয়া পুত্র করজোড়ে বলিলেন—বাবা ! আমি দিব্য ধামে গমন করিতেছি।

নাম্ত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতি ধর্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ।—মন্তু।

পর লোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্মই থাকেন।

আপনি শৈশব কালাবধি আমাকে অনেক ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন এজন্ত আমি
ধর্মান্ত্রাগী হইরাছি, এক্ষণে আমি স্থেতে পর লোকে গমন করিতেছি, ধাহাতে
আমার সদগতি হয় এবং লোকাস্তরে সাধু সল প্রাপ্ত হইয়া প্রেমামৃত পানে মগ্ন
থাকি এজন্ত করুণামগ্ন পিতার নিকট প্রার্থনা করুন ও আমার মন্তকে চলন
দিয়া ব্রহ্মনাম লিথিয়া দিন, এবং ষে পর্যন্ত আমার প্রাণ বিয়োগ না হয় সে পর্যন্ত
ঐ নামামৃত আমার কর্ণকুহর পান করুক। গৃহস্বামী স্বীয় অশ্রু বিমোচন করিয়া
বিমল হদয়ে ও অকপট ভক্তিতে এই রূপ উপাদনা করিলেন।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর ! এই নিদাকণ শোকে আমার চিত্ত ষেন শান্ত ও সমাহিত গাকে ও ভোমার মঙ্গলময় কার্যের প্রতি বিশ্বাদের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাসতা না জন্মে। আমার প্রিয় পুত্র প্রাণধন আমার প্রকৃত প্রাণধন ছিল। ইনি আমার নয়নের নয়ন ও জীবনের ষষ্টি। এত দিনের পর দৃষ্টিহীন ও গতির আশ্রয় বিহীন হই-লাম। যদিও পুত্র অতি প্রিয় কিন্তু তুমি প্রিয়তম।

তদেতং প্রেয় প্রাৎ প্রেয়োবিভাৎ প্রেয়োক্তমাৎ দর্বদাৎ অন্তর্ভরং যদয়মাতা।
—বহদারণাক।

স্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই প্রমাঝা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।

এই ভাব যেন চিত্তে অহরহ থাকে ও আমার পুত্রের যাহাতে উধর্ব গতি হয় এই রূপা কর।

কিয়ৎকাল পরে পুত্রের বিয়োগ হইল। জ্ঞানানন, প্রেমানন ও রামানন যথা বিহিত উপাদনানস্তর তাঁহার সৎকার করিয়া গৃহস্বামীর নিকট সর্বদা ঈশ্বরপ্রদদ লইয়া কিছু কাল যাপন করেন। সময়ে গৃহস্বামীর শোক থর্ব হইয়া আদিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার পত্নী বিলাপে মগ্ধ—আহার নিদ্রা ত্যাগ। তাঁহাকে অভিশয় কাতরা দেখিয়া জ্ঞানানন অমুজ সহিত গৃহস্বামীর সহিত নিকটে বিদিয়া বলিলেন —মা ৷ তোমার মনঃপীভায় আমি অতিশয় মনঃপীড়া পাইতেছি—ভোমার বিলাপে আমার বিলাপ উপস্থিত হয়—তোমার অশ্রপাতে আমার অশ্রপাত হয়, কিন্ত মঙ্গলময় পিতাকে ধ্যান করিয়া ধৈর্য অবলম্বন কর—িতনি মন্দ্র ও অমগল কি তাহ। জানেন না, তোমার পুত্র বিনষ্ট হয়েন নাই—তিনি প্রলোকে আনন্দে বিরাছ করিতেছেন। যথন তুমি এ লোকে গমন করিবে তথন পুনর্বার আপন পুত্রকে পাইবে। গৃহস্বামিনী আন্তে ব্যস্তে উত্তর করিলেন—মামি কি আবার প্রাণবরকে পাইব ? আমি কি আবার সেই চাঁদমূথ দেখিব ? এ কথাটি শুনলেও প্রাণ শীতর হয়। বাবা ! হৃদয় শোকের দাবানলে জ্বলিতেছে—কেমন করে নির্বাণ হবে ? কোথাণেলে আমি প্রাণধনকে পাইব ? মৃত্যুর পর কি আর কাহাকে পাওয়া যায় ? क्कानानम विनालन - मा श्रित २७ - आमि या विन जारा मन निया छन। আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা অভয় ও এই সত্য শাস্বীয় প্রমাণ, শান্দিক প্রমাণ, উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ ও আত্মা ঘটিত প্রমাণে সংস্থাপিত হইতেছে। (১) শাস্ত্রীয় প্রমাণ। যে সকল জাতি ধর্মচর্চা করিয়াছে, সে দকল জাতির জ্ঞানী লোকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব খির করিয়াছে। কি হিন্দু, কি গ্রিক, কি

জ্ঞানী লোকেরা আত্মার অবিনাশিত স্থির কার্য়াছে। কি হিন্দু, কি প্রিক, কি প্রিপ্তিয়ান সকলেরই এবিষয়ে এক অভিপ্রায়। এদেশে আত্মার অবিনাশিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বন্ধমূল হইয়াছে। কি বেদ, কি উপনিযদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি সাহিত্য, কি দর্শন সকলেই কিছু না কিছু ইহার প্রমাণ আছে। মৃমূর্যু ব্যক্তি গলাতীরে কি জন্ত আনীত হয় এবং বিয়োগ হইলে কি অভিপ্রায়ে অন্ত্যেপ্তি ক্রিয়া ও প্রান্ধ হইয়া থাকে? নারীগণ কি জন্ত সহমরণ ও অন্ত্যার করিত? বীরেরা রণস্থলে কি কারণে প্রাণ দিতে উত্তত হইত? যোগী উদাসীন মূনি শ্বিরা সংসার আশ্রম ত্যাগানন্তর অরণ্যে যাইয়া অসীম কঠোরতা কেন সহ্ করিত? ধর্ম রক্ষার্থে ধার্মিকেরা ইন্দ্রিয় ত্বথ সাধনে কি জন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন? যভাগি উক্ত বিশ্বাসের এতাদৃশ প্রমাণ অন্তান্ত কারণ বশতঃ অধুনা কার্যেতে না দৃষ্টি হয় তথাপি স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে কতক প্রমাণ অবশ্রই পাওয়া যায়। গ্রন্থাদিতে যে প্রমাণ উপস্থিত হয় তাহা বলি শুন। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তান্তানি সংযাতি নবানি দেহী।

—ভবগদ্সীতা।

লোকেরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক নবীন বস্ত্র পরিধান করেন, আত্মা সেই রূপ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হন্তা চেন্মক্ততে হন্তং হতখেমক্ততে হতং। উভৌ তৌ বিজানিতো নায়ং হস্তি ন নহক্ততে।
-কঠোপনিষ্ণ। মে হস্তা সে মদি হনন করিতে ইচ্ছা করে, যে হত সে মদি আপনাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই ভ্রাস্ত । ইনি হনন করেন না হতও হয়েন না ।

একঃ প্ৰজায়তে জন্তৱেক এব প্ৰলীয়তে। একো মূভুঙ্জে স্কৃতমেক এবতুদুস্কতং।
—মন্ত্ৰ।

একাকী মহুয় জন্ম গ্রহণ করে একাকী হত হয়, একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় হৃদ্ধতি ফল ভোগ করে।

বাদ্ধবের। ভূমিভলে মৃত শরীরকে কাঠ লোট্রবং পরিত্যাগ করিয়া বিম্থ হইয়া গমন করেন; ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

(২) শালিক প্রমাণ। যেমন পুরাণেতে বর্ণন যে রাজা যুধিষ্টির সশরীরে স্বর্গে বান, তেমনি বাইবেলে লেখে যে ইনক ও ইলায়জা দেহ ত্যাগ না করিয়া লোকা-স্তরে গমন করেন। যেমন আশ্রমিকা পর্বের বর্ণন যে বেদব্যাস যোগবলে রাজা যুধিষ্টির প্রভৃতিকে যাবতীয় মৃতবীর সকলকে দেখান, তেমনি ক্রাইট এক পর্বত্যর উপর হইতে মোজেস্ এবং এলায়জা আপন শিষ্যদিগের দৃষ্টিগোচর করেন। বাইবেলে আরও লেখে ক্রাইট মৃত লেজারসকে সমাধি হইতে উত্থান করেন ও আপনি মৃত্যুর পরে সপ্রকাশ হয়েন।

কয়েক বংসরাবধি মারকিন বিলাত জরনেনি ফরাসিস ও অন্যান্য দেশে মৃত লোকদিগের সহিত আলোচনা বিভার সাতিশয় অনুশীলন হইয়াছে। এতছিষয়ে অনেকে গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত যে আলোপ হইতে পারে তাহা অসংখ্য লোক বিশাস করে। যে যে প্রকারে উক্ত আলোপ হইতে পারে তাহার বিশেষ বিশেষ পৃস্তক আছে ও যে সকল লোক এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন তাহাদিগের সর্বপ্রকারে শুদ্ধাচারী হইতে হয়। বিলাতে যে সকল যাক্তি উক্ত বিষয়ের বিশাসী তাহার মধ্যে বিজ্ঞবর হোইট সাহেব বিখ্যাত। তিনি যাহা কহেন তাহা অভ্যুত—তিনি অশরীরী আত্মাদিগের বাভ শুনিয়াছেন তাহাদিগের হস্ত দেখিয়াছেন এবং যে হস্ত দেখিয়াছেন ও বারস্থার স্পর্শ করিয়াছেন, সেই হস্ত ছারা পুস্প ও লতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

^{*} We had the clearest and most prompt communications on different subjects through the alphabet and flowers which were taken from a bocquet on a chiffenier at a distance and brought and hunded to each of us. Mrs. Howitt had a sprig of Geranium handed to her by an invisible hand which we have planted and is growing, so that it is no delusion, no fairy money turned into dross or leaves. I saw a spirit hand as distinctly as I ever saw my own.

সর্বদেশে ভূতের গল্প আছে। অনেকে বলেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন ও অনেকে কহেন যে তাঁহারা অতি বিশ্বাদী লোকের মুথে শুনিয়াছেন। নিয় লিখিত গল্প লইয়া বড় আন্দোলন হয় ও তাহা এক্ষণে ষেরূপ বণিত তাহা কহি। ইংরাজি ১৮৫৭ সালে এদেশে শিপাই কর্তক রাজবিদ্রোহিতা হয়। ঐ সময়ে এক জন সাহেব আপন বিবিকে বিলাতে রাখিয়া এখানে ইংরাজি দৈলের সহিত যুদ্ধে গমন করে। ১৮৫৭, ১৪। ১৫ নবেম্বরের মধ্যে যে রাত্তি সেই রাত্তি শেষ হয় হয় এমত সময়ে ঐ বিবি স্বপ্নে স্বামীকে ক্লান্ত ও পীড়িত দেপেন। তাঁহার নিম্রা जिल्ला किन विश्वत क्ट्रें का निल्ला । अमिक ठक्त विदेश क्ट्रे-তেছে, বিবি আপন মন্তক উত্থান করত ভর্তাকে শ্যার নিকট দেখিলেন— স্বামীর পরিচ্ছেদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ—হস্ত বক্ষের উপরি,—কেশ অসজ্জীভূত,—বদন নীরক্ত,—চক্ষু স্ত্রীর উপর পতিত,—দষ্টি ব্যাকুল। স্থামী এক নিমেষ থাকিয়া অন্তর্ধান হইলেন। বিবি আপনি ভাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় আছেন তাহার নানা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বামীকে জাগ্রৎ অবস্থায় দেখিয়া-ছেন। পর দিবস এই কথা আপন মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল আহলাদ আমোদ বিসর্জন দিলেন। ১৮৫৭, ভিদেশ্বর মাসীয় এক মধলবারে বিলাতের কাগজে প্রকাশ হইল যে, অমুক কাপ্তেন ১৫ নবেম্বর মাদে লক্ষ্ণোএর নিকট হত হয়েন। ঐ কাপ্তেনের উকিল উইলেম্মন সাহেব বিবির নিকট আইলে, বিবি কহিলেন যে তাঁহার স্থামীর মৃত্যু ১৫ নবেন্বরে কথনই হয় নাই। উকিল সাহেব ওয়ার আফিস হইতে যে সাটিফিকেট পাইলেন তাহাতে মৃত্যুর তারিথ :৫ নবেম্বর। অনন্তর উকিল সাহেব অন্ত এক জন বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে ১৪ নবেম্বরের রাত্রিতে ৯ ঘটার সময়ে তিনি ও তাঁহার স্বামী উক্ত মৃত কাপ্তেনকে আপন ভবনে দেখেন। পরে এদেশ হইতে বিলাতে এক চিঠি যায়, ও ঐ চিঠিতে লেথে যে ঐ কাপ্তেন ১৪ নবেম্বর বৈকালে এক গোলা থাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং দেলকোসায় তাঁহার সমাধি হয়। তথন ওয়ার আফিসের সাটি ফিকেটের পরিবর্তন হয় ও তাহা উক্ত ঘটনা না হইলে হইত না।*

(৩) উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ। বাহ্য বস্ত সকলই রূপান্তর ও ভাবান্তর হইতেছে কিন্তু এক প্রমাণুরও বিনাশ নাই। ধূমবৎ দ্রববৎ ও অদ্রবৎ সকলই পর্যায় ক্রমে হইতেছে ও তেজু বারি বিদ্যুতীয় প্রার্থে নানা পরিবর্তন হইতেছে। পর্বত

I touched one several times, once when it was handing me the flower. W. Howitt, British Controvertialist for 1861, p. 89.

^{*} Owen's Footfalls on the Boundary of another World.

পতিত হইয়া চূর্ণ হইতেছে—নদীর জল শুক হইয়া মৃত্তিকা হইতেছে—বারি বাশ হইয়া উর্বে গমন করিতেছে ও পুনর্বার বর্ধার ধারা হইয়া নিমে প্রত্যা গমন করিতেছে। এক এক বার ভূমিকম্প হইতেছে ও সমস্ত দেশ ছিল্ল ভিল্ল হইতেছে। এক এক বার পর্বতীয় আয় বাহির হইতেছে ও সমস্ত বন উপবন ছার থার হইতেছে। কিন্তু ঐ চূর্ণ মৃত্তিকা ও ভস্ম রাশি বার্থ হইতেছে না, তাহা কোন না কোন কার্যোপযোগী হইয়া অল্পরপ ধারণ করিতেছে। যে সকল পুরীয় ও বিষ্ঠা ছণিত ও পরিতাক ও অসার তাহাও সার স্বন্ধপ হইয়া শস্তাদি উৎ পাদক হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জীর্ণ হইতেছে ও তাহার বীজ হইতে অল্পর্কাদি জন্মিতেছে।

মজ্যের বিয়োগ পরে তাহার শরীর ভস্ময় বা মৃণায় হইতেছে ও ঐ ভস্ম ও মৃত্তিকা অন্ত গঠনাবৃত হইতেছে। এক ঘাইতেছে—এক হইতেছে ও ধে যাই-তেছে তাহার অন্ত রূপান্তর হইতেছে কিন্তু কিছুই বিনাশ পাইতেছে না।

জীবেরও ক্রমশঃ উরতি দেখা যায়। গুটিপোকা প্রথমে ডিম্ব স্বরপ জন্মে, পরে ঐ ডিম্ব হইতে প্রঁয়া পোকা উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঐ প্রঁয়া পোকা গুটিপোকা হইয়া চিত্র বিচিত্র প্রজাপতি রূপে উপ্রেলিমন করে। মেগট বিটন ভূমির ভিতর বাস করে সেখানেই ইহার ডিম্ব ও শাবক হয়, ঐ শাবকের গাত্র হইতে প্রতিবংসর চর্ম থদিয়া পড়ে ও চতুর্য বংসরে তাহাদিগের পাথা হইলে তাহার। আকাশে ভ্রমণ করে।

মহ্যা কি কেবল ভারাপোকা ভাবে থাকিবে, না প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবে?
সকল সৃষ্টি অপেক্ষা মহুদ্য প্রধান সৃষ্টি। ধাতু উদ্ভিদ ও পশুপদার্থ সকলই মহুয়েতে পাওরা যায় অর্থাৎ এই তিনই মহুষ্য গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে। মহুয়ের গঠন সর্বাপেক্ষা উত্তম ও তাহার শরীর নির্বাহক আন্তরিক ব্যাপার চমংকার। এবত্রকার বিস্তার পূর্বক নিয়ম ও প্রণালী অন্ত জীবে দৃষ্ট হয় নাই। এই আন্তর্বিক ব্যাপারের প্রধানতার প্রমাণ মন্তিক। এ মন্তিক্রই আত্মার নিকেতন রূপে বর্ণিত হয়, যেরূপ মাতুগর্তে থাকিয়া শিশু পূষ্ট হইয়া ভূমিন্ত হয়, সেইরূপে আত্মা মন্তিক্ষে থাকিয়া প্রকতা প্রাপ্ত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মানব শরীর প্রেষ্ঠ ও মানব মন্তিক্ষ ক্রেষ্ঠ। মানব শরীরের শ্রেষ্ঠতা মানব মন্তিক্ষ জন্ম। যেমন মন্তিক শরীরের সারাভাগ, তেমনি আত্মা মন্তিক্ষের সারভাগ, এজন্য শরীর আত্মার উন্নতি সাধন জন্ম হইতেছে। শরীরের প্রত্যেক অক্ষ উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিলে আত্মার উন্নতি সাধন হয় অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি সকল উদ্দীপ্রন-উপযোগী হয়, এজন্ম শরীর ও আত্মার সহিত নিকট সহন্ধ কিন্তু শরীর আত্মার

জন্ত, আত্মা শ্বীর জন্ত নহে। সক্র বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা অতি দংশোপিত ও স্ক্র পদার্থ, এ জন্ত কেবল বাহ্ন ক্রিয়াতে আত্মার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় না। আত্মার নানা নাম। কেই বলেন মন, কেই বলেন প্রাণ, কেই বলেন জীবন, কেই বলেন চিৎ কিন্তু একই পদার্থ। যে পদার্থের ছারা জানা যায় যে আমরা জীবিত আছি, আমরা চিন্তা করিতেছি ও নানা ভাবে ভাব্ক হইতেছি তাহাই আত্মা। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কারণ শরীর পরিমিত, আত্মা অপরিমিত ও যথন শরীরের গতি স্থগিত তথন আত্মার গতি স্থগিত নহে। ম্পপ্রাবহার শরীরের কিছু কার্য হইতেছে না কিন্তু আত্মার কার্য হইতেছে। যদি বল আত্মা পৃথক বটে কিন্তু শরীর ঘটিত, ও শরীরের সহিত আত্মা বিলীন হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এক প্রমাণুর নাশ নাই, সকলই রূপান্তর ভাবান্তর ও পরিবর্তন হইতেছে ও ভৌতিক পদার্থ ভৌতিক পদার্থন মহিত মিলিত হয়, স্প্রির এইই অল্লান্ত নিয়ম। কিন্তু আত্মা ভৌতিক পদার্থন হৈতে পৃথক—আত্মাভৌতিক পদার্থ হইতে শ্রেক্ত গ্রাহে। যদি আত্মা ভৌতিক পদার্থ হইতে প্রাক্ত গ্রাহে। বিলিত গ্রাহে আত্মা কি প্রকারে মিলিত হইতে পারে ও যদি এক পরমাণুর বিনাশ নাই তবে আত্মার বিনাশ কি রূপে সম্ভবে?

আত্মার নানা বৃত্তি। ষেমন আমাদিণের বহিরিন্দ্রিয় তেমনি অস্তরিন্দ্রিয়।
আমরা যথন যাহা মনে করি তথন তাহা করি কিন্তু এই যে ইচ্ছা ইহা আত্মা
হইতে উৎপর। এই ইচ্ছাই গতিশক্তির মূল। এই গতিশক্তির ইচ্ছার তাৎপর্য
কি ? প্রতার অভিপ্রায় যে আমরা নানা দেশ প্রমণ করিব ও প্রমণ করিয়া তাহার
অপার মহিমা দর্শন ও প্রহণ করিব। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমাদিণের গতি
শক্তির কতক দূর পরিতৃপ্তি হয় কিন্তু ঈশ্বরের শৃষ্টি কেবল এই পৃথিবী নহে —
স্পৃষ্টি অনস্ত তাহা এক্ষণে কেবল আত্মার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছি ও
যাহা উপলব্ধি করিতেছি তাহা কেবল ছায়া স্বরূপ কিন্তু এই ছায়া বাস্তবিক কি
তাহা কি বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইবে না ?

চক্ষু কর্ণ আন জিহবা ও হস্ত দারা এখানে কতক জ্ঞান লব্ধ হইতেছে কিন্তু প্রবল দ্রবীক্ষণ দারাও সকল দৃষ্টি হইতেছে না। যেরপ সম্দের বালুকা সেইরপ স্বর্গের তারা ও অনেক তারা কেবল ধ্যবং বোধ হয়। অতিশয় মনোযোগেও সকল শ্রবণ করা যায় না, ও সকল আবাদন ও স্পর্শ করণে আমরা অশক্ত স্কৃতরাং বহিরিন্দ্রিয় দারা সকল জ্ঞেয় জ্ঞাত হইতেছে না। যে হলে দৃষ্টি অনস্ত ও দুইবা শ্রোতব্য আনীয় আবাদনীয় ও স্পর্শীয় অসীম সে হলে এই সকল অন্তরিক্রিয়ের উপযোগিতা থাকাতেই কি অন্তরিক্রিয়ের বিনাশ হইবে, না ক্রমশ বর্ধন হইবে ?

বহিরিজির অন্তরিজ্রিরের উৎকর্ষের উপযোগী। স্রাইর এই অভিপ্রায় যে, আমাদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। এক কালে সকল পাইলে আমরা নম্রভায় বৃদ্ধি
হইতে পারি না। যতটুকু এক কালে আমরা ধারণ করিতে পারি ততটুকু ঈশ্বর
প্রদান করেন।

আত্মার অন্ত এক বৃত্তি শ্বরণ শক্তি। এখানে কতকগুলিন সত্য শ্বরণ রাখিতে পারি কিন্তু শ্বরণ মনোযোগের উপর নির্ভর করে। যাহা ভাল মনোযোগ পূর্বক ভানি কিন্তা দেখি বা গ্রহণ করি ভাহাই মনে থাকে। শ্বরণ শক্তি প্রকৃত রূপে পরিচালিত হইলে জ্ঞানের বিশেষ বৃদ্ধি কিন্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক বিশুর ও রোগেতে এবং ব্যোবৃদ্ধিতে ইহার থবঁতা। এই শক্তিরও পরিসীমা কি এই থানে, না ইহা পরেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ?

বিজ্ঞান-শক্তি আত্মার অক্ত এক বৃত্তি। কার্য দেখিয়া কারণ স্থির করা; কারণ দেখিয়া কার্য স্থির করা ও এক প্রকার অনেক বিষয় বা ঘটনা দেখিয়া তাহার যথার্থ উপসংহার করা বিজ্ঞান-শক্তির কার্য। মনোনিবেশ না হইলে এই শক্তির প্রকৃত পরিচালনা হয় না। মন এক বিষয়ে নিমগ্ন, ইতিমধ্যে অক্ত এক বিষয় উদয় হইলে বা আদিম বিষয় চিস্তা করিতে করিতে তাহার আমুসঙ্গিক বিষয়ে মন ধাবমান হইলে বাকাহার কথায়, বা কিকোন ধ্বনিতে বা অন্ত কোন কারণে মন অন্তমন হইলে আদিম বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ত্ব পাওয়া তুঃসাধ্য। এ হেতু অনেক প্রস্থে গ্রন্থকারদিগের অনেক বিষয়েমত পর্বতাশৃন্ত। এক বিষয়ই ক্রমাগত ভাবিয়। তাহার নিগৃঢ় তত্ত্ব বাহির করা ও মনকে অক্ত বিষয়ে না যাইতে দেওয়া ও যদি যায় তবে তৎক্ষণাৎ মনকে প্রস্তাবিত বিষয়ে আনা বিজ্ঞান-শক্তির প্রকৃত পরিচালনা—ইহাতেই আত্মার চাঞ্চল্য দূর হয় ও এই সংযমেই আত্মা ঈশ্বর উপাসনার উপযোগী হয় ও সত্যকে লাভ করে। উক্ত চাঞ্চল্য ব্যতিরেকে শংস্কারও বিজ্ঞানশক্তির বুদ্ধির প্রতিবন্ধক। বিশেষ বিশেষ দেশীয় জাতীয় শ্রেণীয় শংস্কার এরূপ প্রবল যে বিজ্ঞান-শক্তি ভাহাতে অধিক হউক বা অল্ল হউক অবশ্যই আবৃত হইবে ও সভ্য অন্নেষণ কালে কি সভ্য কি অসভ্য ভাহা নিৰ্ণয় করা ভার হয়। এ ছুর্বলতা সকলেরই আছে—কাহার অধিক, কাহার অল্প। এমন এমন মহাত্মা ব্যক্তি সময়ে সময়ে দেখা যায় যে সর্বভন্ন, সর্বলোভ, সর্ব-কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল সত্য পালনে প্রাণপণে যত্নবান ও তিনি যে সতা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই পরে জগতে বিস্তীর্ণ হয় কিন্তু এরূপ লোক অতি হুলভ। ফলতঃ বিজ্ঞান-শক্তি এথানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বটে, তাহ। নানা প্রকার জ্ঞানের আবিদ্ধারে প্রতীয়- যংকিঞ্চিং 'া'

মান কিন্তু ঐ বৃদ্ধির পরিদীয়া নাই; তাহা আমরা নানা প্রকার আবিকারেই উপলবি করিতেছি ও যদি ঐ বৃদ্ধির পরিদীয়া নাই তবে কি এখানেই ইইার সমাপ্তি ও লোকান্তর ইহার উন্নতি সাধন-প্রতিবন্ধক না অধিক উপধোগাঁ? আর দেখ কতক গুলিন জ্রের বস্তু যথা পদার্থের নিগৃঢ় জ্ঞান ও ইবরের রাজ্যবিষয়ক দকল সামঞ্জন্ম তাহা মহা২ পণ্ডিতেরাও নিশ্চয়রূপ স্থির করিতে পারেন না। এত দ্বিয়ের অনেকের সাধারণ জ্ঞান আছে বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ জ্ঞান নাই। এই বিশেষ জ্ঞান কি আমরাপ্রাপ্ত হইব না? অবস্থা অন্থদারে আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি। শরীর ধারণ করিয়া যতদ্র জ্ঞান পাইতে পারি ততদ্র পাইতেহি। ক্রমাণত চিন্তায় নিমগ্র হইয়া জ্ঞান অন্থেষণ করিতে গেলে শরীরের পীড়া জন্ম। আত্মা শরীর হইতে বিগত হইলে এ বিশ্লের আধিক্য না অল্পতা সন্তব থ অধিক অভ্যাদানন্তর কোন কোন উচ্চ আ্মা কিছু চিন্তা না করিয়া সত্যকে যেন একবারে ধ্যান মাত্রেই ধৃত করে। যথন শরীর হইতে আ্মা বিগত ও উক্ত আভ্যাস জন্য শারীরিক পীড়া প্রতিক্ল নহে তথন জ্ঞেয় জ্ঞাত হওন অধিক সহজ না অধিক ক্রীন ?

আত্মা প্রমাত্মার প্রতিবিদ্ধ ও ইহার নানা বৃত্তি। কিন্তু প্রধান বৃত্তিদ্ম জ্ঞান ও প্রেম। বহিরিজিয়, অন্তরিজিয়, আরণশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি ইত্যাদি জ্ঞান বর্ধক। জ্ঞানেতে ধার্য হয়, প্রেমেতে কার্য হয়। ইচ্ছা যাহা পূর্বোক্ত হইয়াছে তাহা প্রেমের অন্তর্গত। জড় বস্ততে আকর্ষণ স্বরূপ প্রেম প্রদত্ত হইয়াছে। পশু রাজ্যেও প্রেমের অল্লতা নাই। কিন্তু পশুদিগের শাবক অন্তর হইলে শাবকের প্রতি প্রেমের বিরাম। যে প্রেম মন্তুয়োতে প্রদন্ত সেই প্রেমের অন্ত নাই—যতই ইহার পরিচালনা, ততই ইহার বৃদ্ধি ও কতই ইহার বৃদ্ধি তাহা আমাদিগের জ্ঞানের অগম্য। প্রমান্তার প্রেম অদীম—আত্মারও প্রেম অদীন। জ্ঞান তৃষ্ণার শেষ নাই, প্রেম পিপাদার অন্ত নাই। প্রেম নির্মল পদার্থ, যথন ঈশ্বরেতে অপিত হয় ও য্থন ঈশ্বর স্বাপেক্ষা প্রিয়ত্ম বোধ **হয়—**য্থ**ন** ঈশ্বর বিত্ত অণেক্ষা, পুত্র অপেক্ষা, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম, তখন প্রেমের প্রকৃত পরিচালন হয়, তখন দেই প্রেম গৃহে, সমাজে, দেশে, বিদেশে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করে, তথন দেই প্রেমের জ্বয়তা ও স্বার্থভাব তিরোহিত হয়, তথন ইহার যথার্থ শুল্র জ্যোতি ও বিমল কোমলতা প্রেমীর বদনে ভাসমান হয়, তংন অত্যের ত্রংথ বিপদ শোক বিমোচনে ও অত্যের স্থথ বর্ধনে এ প্রেম প্রেমীকে ব্যাকুল করে, ও দয়া, ক্ষেহ, বদাগ্যতা, ক্ষমা, সহিষ্কৃতা, নম্রতা নানার্রণে প্রকাশ পায়। এরপ প্রেম কচিৎ—এথানে মানে, পদে, আত্মগৌরবে ও ইন্দ্রিয়ন্ত্রে

প্রেমের আধিক্য ও এই ইহার প্রাথমিক অবস্থা। এ অবস্থা হইতে উক্ত উচ্চ অবস্থা। যে হইতে পারে তাহা কোন কোন মহাত্মার চিত্তে ও কার্যে প্রতীয়দান। কিন্তু ঐ রূপ মহাত্মারাও স্বীয় প্রেম প্রকাশে পরিতৃপ্ত হয়েন না, তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে আরও প্রেমরদে নিমগ্ন হয়েন তবে প্রেমের কি এই থানে শেষ হইবে, না ইহার ক্রমশং উন্নতি ?

এথানে পাপ পূণ্যের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। হয়তো পাপী পাপ করিয়া অক্ত কারণবশাং কেবল মনেতে ক্লেশ পাইয়া বাফ্ স্থথ বৃদ্ধি হয় এবং পূণ্যবান ব্যক্তি স্থীয় ধর্মার্থে অনেক ছঃখ অপষশ ও অপমান ভোগ করে। যদি লোকান্তরে সাধু ও অসাধুর প্রকৃত পুরকার ও দণ্ড না হয় তবে ঈধরের বিচার কোথায় ? যদি পর কাল না থাকে তবে ষাহাদিগের অকাল মৃত্যু হয়, মাহারা দরিদ্রতাবশাং রোগবশাং কুসঙ্গবশাং জ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা কিছুই করিতে পারিল না, তাহাদিগের দশা কি হইবে ? তাহাদিগের এখানে যাহা হইল, তাহাই কি হইল, না ভাহারা পরকালে উন্নত অবস্থা পাইবে ? যদি না হইল, তবে স্থবিচার কি রূপে হইল ? ঈশ্বর স্থবিচারক ও সর্ব মন্ধলকারী। তিনি পুণ্যবান, পাপী, সবল, তুর্বল, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, রোগী, অরোগী, শিশু, যুবক ও প্রাচীন সকলেরই ঈশ্বর। সকলেই তাহার নিকট হইতে কুপা ও ক্ষমা সংযুক্ত বিচার পাইবে। সকলই জ্ঞানেতে ধর্মেতে ও পবিত্রতাতে উন্নত হইবে ও কি বিলম্বে কি আশু বিহিত্ত কালে সকলেই আনন্দস্থধা পান করিবে। পরলোক এই জন্ত স্থই হইয়াছে। ইহলোক শ্রীরময় —পরলোক আত্ময় —ইহলোক পরলোকের দোপান, —ইহলোকে প্রথমাবহা প্রস্তুতকরণ অবস্থা, পরলোক সংশোধন বর্ধন ও আনন্দাবহা।

- (৪) আত্মাবটিত প্রমাণ। যেমন ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বভাবদিদ্ধ তেমনি আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান স্বভাবদিদ্ধ। এই তিন জ্ঞান ঈশ্বর যেন
 মন্তব্যের আত্মাতে অক্ষয় অক্ষরে লিথিয়া দিয়াছেন। এই জ্ঞান্ত সর্ব দেশে ও সর্ব
 জ্ঞাতির মধ্যে এই কয়েক জ্ঞানের চিহ্ন ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর কি রূপ
 ভাহা যেমন আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উচ্চ হইবে তেমনি স্থির হইবে, সেই
 রূপ লোকান্তর গমন করিলে আত্মার কি রূপ গতি হইবে ভাহাও আত্মার
 উচ্চতাহুসারে ক্রত দূর জানা যায়।
- (:) আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান যে আত্মার ছারা জানা যায় তাহার প্রমাণ কি ?
 কুধা ও তৃষ্ণা শরার রক্ষার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার বাদনা ও প্রকৃত ভাব
 আত্মার পোষণার্থে অপিত হইয়াছে। পরমেশ্র সত্য—তিনি যাহা করিয়াছেন
 ভাহাই সত্য, মিথ্যা কথনই হইতে পারে না। তিনি চক্ষু দৃষ্টির জ্ঞা করিয়াছেন,

यरिकक्षिर । ' ७७६

কর্ণ প্রবণ জন্য করিয়াছেন, নাসিকা ছাণ জন্য করিয়াছেন, ভিল্লা আখাদন জন্য করিয়াছেন, ও ত্ক্ স্পর্শ জন্ত করিয়াছেন। ধালা দিয়াছেন ভালার উপ-বোগিতা অবশ্বই আছে, তাঁহার স্বষ্ট অপ্রয়োজনীয় ও ব্যর্থ কখনই হইতে পারে না। পরলোকে স্বখভোগ আত্মার প্রকৃত বাসনা ও ভাব,—ভালা যদি না হয় ভবে পারলৌকিক স্বথার্থে এত যত্ত, এত পরিশ্রম, এত কঠোরতা, এত ব্যাকুলতা, এত ব্যাপ্রতা কেন ? লোকে কেন সংসার ত্যাগ করে ? কেন ধন মান ও পদ বিসর্জন দেয় ? কেন অরণ্যে বাস করিয়া কঠোরতা সহ্ব করে ? কেন ভার্থাদি ভ্রমণ করে ? কেন দিরাহারী থাকে ? কেন অসীন অপমান ও ক্লেশ স্থীকার করে ? কেন সর্বস্থ পণ করে ? কেন আপন জীবন প্রদানে উত্যত হয় ? উক্ত বাসনা ও ভাব সকলেতে সমান হয় না কিন্তু কাহার ইচ্ছা নয় যে পরলোকে স্বথ ভোগ করিব ? বিশেষত নারীগণকে দেথ—ইহারা পুরুষ অপেক্ষা অকপট, ইহাদিগের মধ্যে এ বাসনা ও ভাব কি প্রবল ? যাহারা বেভিচারিণী তাহারাও পাপ বিমোচনার্থে পূজা করে ও তীর্থাদি ভ্রমণ করে। পাপীরাও পরকাল চিন্তনে ক্ষান্ত নহে যে সকল মন্ত্র্যু পাপাচারী তাহারাও পূজা আছিক যাগ যজ্ঞ কেন করে ?

(২) আত্মার আর কি ভাব ? পাপ করিলে আত্মা ভয়, য়ানি ও যন্ত্রণায় কেন দয়ন্মান হয় ? য়ি আত্মা অমর নহে তবে ভাবি ক্লেশের ভাবনার কি প্রয়োজন ? পাপীদিগের অনেক পাপ প্রকাশ হয় না ও রাজপুরুষদিগের নিকটে দঙ্নীয় না হইতে পারে তথাচ য়থন পাপীরা বিরলে থাকে তথন ভাহারা কেন অস্থির হয়—কেন ভাহারা এক এক বার কদলী বুক্ষের স্তায় কম্পমান,কেন ভাহারা নিজ্ঞানিত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে—কেন ভাহারা সদা অত্যমনাও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ?

যাহা দর্ব দেশে দর্ব জাতির বিশ্বাস্ত, যাহা আত্মার প্রকৃত বাদনায় ও ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দত্য। তাহা যদি মিথ্যা বল তবে পরমেশ্বরের কার্য মিথ্যা। যদি উপরোক্ত অন্যান্ত প্রকার প্রমাণ অগ্রাহ্য হয় তথাচ আত্মাঘটিত প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না। আত্মাঘটিত প্রমাণ দর্বাপেক্ষা প্রবল। যদি দক্ষ্থে মৃত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তাহাও অগ্রাহ্য হইতে পারে কারণ চক্ষুর ভ্রম হইলে হইতে পারে কিন্তু আত্মার হারা যাহা আমি জানি ও আমার ন্যায় অন্যান্ত লোকে জানে ও সমস্ত জগৎ জানে তাহা অকাট্য, তাহাই ধ্রুব, তাহাই নিশ্চিত।

আত্মার অবিনাশিত্ব আত্মার অত্যাত্ত গতিও শক্তির হারা প্রমাণ হইতেছে— আত্মার যে অভুত শক্তি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এমন এমন অনেক ঘটনা হইয়াছে যে মহুত্ত নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ ও অত্যাত্ত কার্য করিত। যদি চক্ষু মৃত্রিভ, তবে কাহার দারা দৃষ্ট হয় ? ইহাকে ইংরাজিতে সম্নেম্বিউলিজম্বলে। তাহার পর ক্লারভোএন্স আবিদ্ধৃত হয়। এ অবস্থায় শারীরিক কার্য
প্রতিত, চক্ষুপ্ত নিমীলিত কেবল মননেত্রের দারা নিকট ও দূর বস্তু সকল দর্শন
হয়, অন্তের মনের কথা জানা যায়, বর্তমান ভূত ও ভবিদ্যুং ঘটনা ব্যক্ত হয়, এবং
আপনার ও অন্তের শারীরিক অবস্থা যথার্থ বোধ হয়। * এই ক্লারভোএন্স দারা
অনেক পাপকারী গৃত হইয়াছে ও রোগী আরোগ্য হইয়াছে। এ শক্তি বিশেষ
বিশেষ লোকের আছে কিন্তু কি প্রকারে ইহারউদীপন হয় তাহা বলিতে অক্ষম। প
যথন কোন ব্যক্তি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তগন শরীরের চেতনা থাকে না, শরীরেতে
অগ্নি অথবা অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ক্লেশ বোধ হয় না। পূর্বকালে যোগীরা এই
ক্লারভোএন্স অবস্থা প্রাপ্তির জন্তু দোমলতাঞ্চ পান করিতেন। যোগের অভিপ্রায়
সমাধি অর্থাং বাহা বস্ত্র হইতে অস্তর হইয়া পরমাত্রাতে মন সংযোগ করাঃ।

Howitt's History of the Supernatural.

^{*} Dr. Gregory's Letters on Animal Magnetism

t "Somnambulism is a phenomenon still more astonishing (than dreaming . In this singular state a person performs a regular series of rational actions, and those frequently of the most difficult and delicate nature; and what is still more marvellous, with a talent to which he could make no pretention when awake. (Cr. Ancillon, Essais Philos, ii. 161,) His memory and reminiscence supply him with recollections of words and things which, perhaps, never were at his disposal in the ordinary state—he speaks more fluently a more refined language. And if we are to credit what the evidence on which it rests hardly allows us to disbelieve, he has not only perception of things through other channels than the common organs of sense, but the sphere of his cognition is amplified to an extent far beyond the limits to which sensible perception is confined. This subject is one of the most perplexing in the whole compass of philosophy; for, on the one hand, the phenomena are so remarkable that they cannot be believed, and yet, on the other, they are of so unambiguous and palpable a character, and the witnessess to their reality are so numerous, so intelligent, and so high above every suspicion of deceit, that it is equally impossible to dony credit to what is attested by such ample and unexceptional evidence."-Sir W. Hamilton's Lectures on Metaphysics and Logic, vol. ii. p. 274,

[†] Prepared partly from Asolopias acida or Cyanchum Viminale. See Vorgt's Hortus Suburbanus Calcuttensis.

[§] According to Colebrooke, the spirit so long as the doors, or senses of the body are open, has no essential personality, for the senses are divided and act separately, but so soon as these are closed the soul retires to the cordaic region, there awakes and its faculties become one common sense which perceives and converses with Deity.

ষংকিঞ্চিং ৩৩৭

ধোগ অভ্যাদে আত্মার যে অডুত শক্তি হয় তাহা ধোগ শাল্প না পড়িলে বিখাদ হয় না কিন্তু অন্তান্ত জাতীয় লোকেরা যে সাক্ষ্য দেন তাহাও আশ্চর্য। যথন এপল-নিয়দ ও ডেমিদ এ দেশে আদিয়াছিলেন তথন তাহারা কোন কোন ত্রাহ্মণকে বায়তে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। এরপ এক ঘটনা মান্ত্রান্তে হয়, সেখানে একজন প্রাচীন ত্রাহ্মণ গবর্ণরের সম্মুখে বায়ুতে চল্লিশ মিনিট স্থিতি করেন।* বোগের ছারা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেলেন্স চিতারোহণ করিয়া আলিক্জগুরকে বলেন যে আমার মৃত্যুর পর তিন দিবসের দিন প্রলোকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইংরাজি ১৭৬৬ সালে ফারবদ সাহেব বোমে যান.ণ তংকালে হাজেদ কোন দোষ জন্ত কোম্পানির কর্মচ্যত হন। তিনি একজন ধার্মিক ব্রান্ধণের সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন, ঐ ব্রান্ধণ তাঁহাকে সর্বদা ধর্ম-পথ অবলম্বন করিতে অমুরোধ করেন ও বলেন যে তিনি তিলিচেরি ও স্থরাটের কালেক্টর ও পরে বোম্বের গবর্ণর হইবেন। হাজেদ এই কথা সকলকে বলিতেন কিন্তু মনে বিশ্বাস করিতেন না। পরে হাজেস সাহেব তিলিচেরি ও স্থরাটের কালেক্টর হয়েন কিন্তু স্পেন্দর সাহেব বোম্বের গবর্ণর হওয়াতে হাজেস সাহেব কর্মচ্যুত হয়েন, তথন অতিশয় ভগ্নাশ হইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিলেন ও ব্ৰাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা কই ঘটল ? ব্ৰাহ্মণ বলিলেন যাহা বলিয়াছি ভাহাই ঘটিবে। অনন্তর বিলাত হইতে স্পেনসর কর্মচ্যুত হইলেন ও হাজেদ বোম্বের গবর্ণর পদ পাইলেন। ১৭৭১ দালের পর হাজেদ সাহেবের কি হইবে তাহা বাদ্ধণ ব্যক্ত করেন নাই, জিজ্ঞাদিত হইলেও উত্তর দিতেন না। ঐ সালেতেই হাজেসের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ফারবদ ঐ বান্ধণের আর এক কথা লেখেন তাহাও শুনা কর্তব্য। বিলাত হইতে এক জন সাহেব আপন বিবি লইয়া বোমে আইদেন। আপন পত্নী এক বন্ধুর নিকট রাথিয়া স্থরাটে গমন করেন। যে দিবদে ঐ বিবি আপন স্বামীর নিকট যাইবেন তাহার পূর্ব রাত্রে বিবির সম্মানার্থে উক্ত বন্ধু কতক গুলিন লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তাহাদিগের মধ্যে এ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিচিত হইলে জিজাসিত হন যে এই শাহেব ও বিবি বাঁহারা শশুতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন, ইহাদিগের ভাবি ঘটনা কি হইবে ? ব্রাহ্মণ নিরীক্ষণ করত কহিলেন—এই বিবির হুখের শেষ হই-

^{*} I have seen, said Appollonius, the Brahmins of India dwelling on the earth and not on the earth. Damis says he had seen them elevated two cubits above the surface of the earth, walk in the air.

Howitt's History of the Supernatural.

[†] Forbes' Oriental Memoirs, London, 1813.

য়াছে এক্ষণে যে তুঃথ উপস্থিত হইবে তাহার জন্ম প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। অনস্তর বিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার স্বামীর ঘোরতর পীড়া, ও ষথন তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন তথন তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।*

ষোগের দারা আত্মার শ্বতম্বত ও প্রাধান্ত তাহাও ইংরাজি সাক্ষ্য দারা সংস্থাপিত হইতেছে। পঞ্জাবে কাপটান আদবরণ সাহেব স্বয়ং দাঁড়াইয়া এক জন ফ'কিরকে বান্ধ্যের ভিতর পুরিয়া ভূমির ভিতরে গাড়ান এবং সমাধির উপর যব বুনাইয়া দেওয়ান। ঐ যব পক্ষ হইলে কাটা হয়, তাহার পর উক্ত সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বাল্ম তোলান ও ফকিরকে জীবিত দেখেন। ক

পূর্বে এদেশে ঘেরপ যোগ বা সমাধি অবস্থায় যোগী আনন্দিত থাকিয়া অনেক নিগৃঢ় তত্ত্ব জানিতেন দেইরূপ বর্ণন অক্সান্ত দেশেও পাওয়া যায়। বিলাতে ডাক্তার হেডক সাহেবের বাটীতে এক বিবি থাকিতেন, ঞ ঠাহার লেখা পড়া যংসামাত্ত কিন্তু তাঁহার ক্লারভোএণ্ট অবস্থা হইত, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি নানা প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক কথা বলিতেন। পরলোক বিষয়ক তিনি এই এই বলেন যে স্ত্রী পুরুষ মৃত্যুর পর স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করে ও আপন আপন সভাব অমুসারে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ বে উত্তম দে উত্তমের সহিত মিলে, যে অধম সে অধ্যের সহিত মিলে। যে সকল শিশু এখান হইতে গম্ন করে তাহারা লোকান্তর শীঘ্র বর্ধনশীল ও শিক্ষিত হয়। পরলোক অধিক দূরে নয়,— পৃথিবীর নিকটেই। বাহ্য জ্ঞান শৃন্য ও আন্তরিক জ্ঞান উজ্জ্জন হইলে এ লোক দৃষ্ট হয়। পরলোক উত্তর উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত। যিনি সেথানে গমন করেন তিনি আনন্দ পূর্বক আহুত হয়েন কিন্তু অধম উত্তম লোকের সহিত সহবাস ক্রিতে পারে না, তাহারা আপনা আপনি নামিয়া আইদে। এইরপ অনেক কথা আছে। সকলে সকল বিশ্বাস করে না কিন্তু যাহা এক্ষণে অবিশ্বাস্ত্য, পরে তাহা বিশ্বাস্ত ও যে সকল লোক পাণ্ডিত্য অভিমানে কোন কোন কথা লইয়া পরিহাদ করে, তাহারাই সময়ে সময়ে ঐ অভিমান শূল অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থায় সেই সকল কথা প্রকারান্তরে কিছু না কিছু মাক্ত করে।

মা ! উত্থান কর । শান্ত ও সমাহিত হও । বিয়োগ ক্ষণিক, সংযোগই দীর্ঘ কালের

^{*} The length of time for which he can remain in his aerial station is considerable. The person who gave the above account says that he remained in the air for twelve minutes, but before the Governor of Madars he continued on his baseless seat for forty minutes. Asiatic Monthly Journal for March 1829.

[†] Osborne's Court and Camp of Runjeet Singh.

[‡] Haddock's Somnolism and Psycheism,

ষংকিঞ্চিৎ তত্ত্ব

জন্ম। বে কিছু পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কত শীব্র তাহা সংযুক্ত হইতেছে।
সংযোগেতেই এই অনস্ত সৃষ্টি নিয়াজিত হইতেছে। কোটি কোটি পূল্প প্রস্ফুটিত
হইতেছে ও এ সকল পুল্পের রেণু বায়ু বারা সহস্র সহস্ত্র ক্রোশান্তরে প্রেরিত
হইতেছে, তথাচ এ রেণু সকল ষে পুল্পকে ফলবান্ করিতে পারে তাহাতেই
বায়ু বারা আবার সংযুক্ত হইতেছে। যথন সেই প্রেমাধার পূল্প রেণুর প্রেম
পরিতৃথি করিতেছেন তথন তুমি কি নয়ন বারি প্রাদান করিয়া সান্তনা বারি
পাইবে না ? তোমার পুত্র জন্ম শ্লেহ, প্রেম ও রোদন কি বার্থ হইবে ? তুমি
অবশ্রই আপনার অঞ্চলের ধন পাইবে—তুমি তোমার পুত্র জন্ম ব্যাকুল কিন্তু
তোমার পুত্র আনন্দ নিকেতনের অধিকারী হইয়া তোমার আনন্দের জন্ম
প্রতীক্ষা করিতেছেন ও বলিতেছেন—মাতা রোদন করিও না, মৃত্যুতে আমার
লাভ,—আমার আনন্দ—আমার স্কর্থ।

এই সকল কথা শেষ হইলে প্রেমানন করজোড়ে উপাসনা করিলেন।

হে মঙ্গলদাতা ! আমাদিণের কি সাধ্য যে তোমার সকল কার্যের মর্ম ব্রিতে পারি কিন্তু এই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি যাহা কর তাহা আমাদিগের মদল জন্ম। শোক যাহা প্রেরণ কর তাহা এক ভাবে থাকিলে আমরা ক্ষিপ্ত হইতে পারি কিন্তু কালেতে তাহার উগ্রতা ধর্ব কর ও ঐ শোকের দারা আত্মার গন্তীর ভাব উদ্দীপন করিয়া দেও, তথন যে পিপাসা উৎপত্তি হয় তাহার পরিশান্তি কেবল তোমার ধ্যান। যদি আমরা কেবল ইহলোক জন্ত স্ট হইতাম, তবে বিপদ, বিষাদ, রোগ, শোক ভয়ানক ও অদহু হইত কিন্তু তুমি আত্মার দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ—বৎদ, ভীত হইও না। তোমরা অমর, মৃত্যু মৃত্যু নহে, মৃত্যু পুনর্জনা। ভূমগুলে রাথিয়া তোমাদিগকে দিব্য ধাম জন্ম প্রস্তুত করিতেছি, আমার কার্য পর্যায়ক্রমে। তোমাদিগের নানা প্রকারে স্থবী করিয়াছি। ত্ব:থ বাহা পাইতেছ তাহা তোমাদিগকে চেতন জন্ত, শিক্ষা জন্ত, সংশোধন জন্ত, উন্নতি জন্ত, মঙ্গল জন্ম। এই ছঃথে পতিত হইয়া ঐ সকল ফল লাভ কর ও অকপট ও বিনীত চিত্তে আমাকে শ্বরণ করিয়া আমার নিয়মিত ধর্ম পালনে যতুবান হও। পরে আমি সকল তুঃথ, সকল ক্লেশ, সকল শোক বিযোচন করিব, তোমাদিগের হৃত ধন তোমাদিগের হন্তে পুনর্বার দিব ও যে গামের তোমরা অধিকারী গেই ধামই পাইবে, সেথানে আনন্দ প্রবাহিত হইতেছে ও আত্মার সকল কামনা, সকল শুধা, সকল তৃষ্ণা ক্রমে পরিতৃপ্ত হইবে।

अ অধ্যায় । পরলোক ।
 রাগিণী মূলতান ।—তাল আড়া ।
 স্থাধামে যাবে যদি কর আয়োজন ।
 ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অল্রাস্তে গমন ॥
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম, এইখানে সেই ধাম,
 ক্রাইবে প্রদর্শন ।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি, ভক্তিতেই পাবে মুক্তি,
 এই স্থির কর মন ॥

রাগিণা পরজ।—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক, যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক। যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়, সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক॥

কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগ্ণনা, স্থথ রদে ভালে সদা নাহি তৃঃথ শোক।

স্বাকার এই চিত, কিন্দে হবে প্রহিত, প্রেমে বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক ॥

হলে প্রেমের প্লাবন, করে তাঁরা দর্শন, নিজল নির্মল ব্রহ্ম, আলোক আলোক।

যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা প্রলোক, কি হইবে ভাবিলে
কেবল ইহলোক। গীতাকুর ॥

গৃহস্বামিনী অতিগুণবতী ধীরা ও ভর্তাকর্তৃক সত্পদেশ পাইয়া স্থানিকতা হইয়া-ছিলেন। সদালাপে তাঁহার সর্বদাই অন্তরাগ ছিল এবং যাহা প্রবণ করিতেন তাহার মর্ম গ্রহণ করিতেন। গত কল্যের সকল কথাগুনিয়া তাঁহার মনেতে নানা ভাব উদয় হইতে লাগিল। এক এক বার মৃত পুত্রকে যেন সন্মুখে দেখেন ও বোধ করেন যে পুত্র জীবিত আছে—এক এক বার মনে স্থির হয় যে পুত্র আর নাই ও শোকেতে নিময় হয়েন—এক এক বার মনে স্থির অবলম্বন করিয়া চিন্তা করেন পুত্র তোঁ ঈশ্বর-আদেশে দিব্য ধামে গমন করিয়া হথে আছেন ও যাহা ঈশ্বর করেন তাহা কথনই অমঙ্গল হইতে পারে না, এই বিশ্বাদে যদি আমাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন না হয় তবে আর তাঁহার প্রতি কি ভক্তি করিলাম? এই সকল ভাব তুঃখিনী মাতার চিত্তেতে উদয় হইতেছে, ইত্যুবসরে গৃহস্বামী

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দকে লইয়া পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাদা করিলেন—মা! কেমন আছ ? আমি অহরহ প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি সাল্বনা প্রাপ্ত হও। গৃহস্বামিনী অঞ্চল দিয়া চন্দের জল বিমোচন করত বলিলেন—বাবা! তোমরা এ তৃঃ খিনীর জলু যে কাতর তাহাতে মনে হয় যেন আমার হত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাদিগের মৃথ দেখিলে ও কথা ভানিলে আমার হাদয় শীতল হয়। ভাল বাবা, পরলোক কোথায়, ইহা কি কেহ স্থির করিয়াছে?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! এ প্রশ্ন কঠিন কিন্তু ছুই একজন বিজ্ঞ লোক যাহা লেখেন ভাহা বলি শুন। অত্য রাত্রিতে মেঘ নাই—ভারা সকল হীরকের ত্যায় প্রজ্ঞালিত। দেখ ঐ দিকে কতকগুলি ভারা আকাশ ব্যাপিয়া আছে ভাহাদিগের নাম গেলক্সি বা মিল্লিগুয়ে অথবা ছায়াপথ। খগোল-বেন্তারা দ্রবীক্ষণ ঘারা এই ভারার মধ্যে যে সকল ভারা কোন ক্রমে আবিদ্ধার ক্রিতে পারেন নাই, ভাহাদিগকে দিব্যধাম বোধ ক্রেন।*

যাঁহারা পরলোক বিষয় চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহেন যে পরলোক নানা শ্রেণীভে বিভক্ত – যত উচ্চ ততই জ্ঞানময়, ততই প্রেমময়, ততই প্রিত্র, তত্তই রমণীয়। যেমন আত্মা স্থল্ম প্রার্থ তেমনি প্রলোক সমস্ত বাহ্য বস্তুর স্থল্ন পদার্থে নির্মিত এবং এমন অপূর্ব ও মনোহর যে চক্ষে কথন দেখে নাই-কর্ণে কথন এনে নাই। ঈশ্বর স্বীয় অভিপ্রায়ান্ত্রদারে স্বষ্টি করিয়াছেন ও বাহার যে উপযোগিতা তাহা তাহাকে দিয়াছেন। মীনকে জল দিয়াছেন, পতকে বন দিয়াছেন, উদ্ভিদকে ভূমি দিয়াছেন, শরীরকে পৃথিবী দিয়াছেন ও আ্বাকে পরলোক দিয়াছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি যেনএক সোপানের উপর আর এক সোপান। কোন কোন প্রস্তর কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইলে উদ্ভিদের হায় বোধ হয়—কোন কোন উদ্ভিদ পশু রাজ্যেতে মিলিত হয় এবং কোন কোনপশু বুদ্ধিতে মহুয়োর শ্রেণী প্রায় প্রাপ্ত হয়। উচ্চতা ক্রমশঃ কিন্তু মনুয়োর পর যদি ঈশ্বর হয়েন তবে ব্যবধান কি অসীম ! মন্নুয়ের পর মধ্যবর্তী লোক অবশুই আছে অতএব পরলোক যে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত তাহা স্থাষ্টর উপমিতি প্রমাণে স্পাষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা বলেন ষে পরলোক কুন্ম পদার্থে নিমিত তাঁহাদিগের মর্ম এই যে চেতন ও অচেতন দকল বস্তুতেই অদুষ্ট ভাবে এক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। অগ্নি অস্তান্ত বস্তুকে ফীত করে, লৌহ চুম্বক পাতরের সহিত সংযুক্ত হইলে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়—চুম্বক পাতর দূরস্থ লৌহকে আকর্ষণ করে। যে বিহাৎ মেঘের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই বিহাৎ

^{*} Nichol's Architecture of the Heavens and Davis' Harmonia vol. V.

সমূদ্রের কোন কোন মংস্ত জলকে আঘাত করিয়া প্রকাশ করে। এই রূপ সৃষ্টির সকল বস্তুতে এক এক সুক্ষ পদার্থ আছে। এই সুক্ষ পদার্থের দারা বাহা রাজ্যের নান। কার্য হইতেছে এবং ইহার পর্যবসান পরলোকই সম্ভব। পরলোকই আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন দিক্দর্শন-শলাকা দিক্দর্শন করায় তেমনি পর-লোক যে আত্মার মাতৃদেশ তাহা আত্মার ভাবেতেই জানা যায়। যথন আফরা কোন মনোহর স্থানে গমন করি, ও নানা রম্য দ্র্য দেখি—নালার্ভগিরি, হরিং বর্ণ শহুতে পরিপূর্ণ প্রশন্ত ভূমি, স্থচারু বুক্ষাদি মরকত প্রবে শোভিত ও নানা বর্ণ ফুলে ও ফলে আর্ত,—স্থরম্য সরোবর, নির্মল বারি, সমীরণে আনন্দিত,— স্থৰ্য অন্তমিত হইতেছে, আকাশ গলিত স্থৰ্ণ বিশেষ—মেঘ সকল যেন মণি মাণিক্য সাগরে স্বাত হইয়া ক্রীড়মান— যথন আমরা এই সকল রম্য দৃশ্র দেখি, তথন আমরা বলি—আহা। এই স্থান স্বর্গ বিশেষ। যথন আমরা কোন অপূর্ব সংগীত শ্রবণ করি যে সংগীত শ্রবণে আত্মা ভক্তিও প্রেমে প্লাবিত হয় তথন আমরা বলি যে এই সংগীত প্রকৃত স্বর্গীয় সংগীত—দেবতারা বুঝি এই রূপ গান করিয়া থাকেন। যথন আমরা ঈশ্বর বা ধর্ম বিষয়ক কোন উপদেশ শুনি ও সেই উপদেশ যদি চিত্ত উৎকর্ষক হয় অর্থাৎ তাহাতে চিত্তের গভীর ও গম্ভীর ভাব উদিত হয়, তথন আমরা বলি এই উপদেশ স্বর্গীয় উপদেশ—ইহা দেববাণী। যথন আমরা কোন ধর্মপরায়ণকে ধর্মে মন্ন দেখি—ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত, প্রহিতার্থে ব্যাকুল, পবিত্র চিন্তা, পবিত্র বাক্য ও পবিত্র কার্যে রত তথন আমরা বলি এই ব্যক্তি স্বর্গীয় লোক। যথন আমরা কপটতাশূল্য, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে প্রেমী, সদা **শম্ভ**ট, সকলেরই প্রতি প্রীতি ভাব ধারণ করি তথন মর্গের অস্তিত্ব আত্মাতেই প্রতীয়মান। স্বর্গ ই আত্মারপ্রকৃত নিকেতন—স্বর্গ ই আত্মার স্বদেশ। ভ্রমণকারী অনেক দেশ ভ্রমণ করেন—কত কত নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, কানন, উতান, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা মান্যন্দির, হুড়ঙ্গ, নানা প্রকার পশু, নানা প্রকার পক্ষী, নানা প্রকার পতদ, নানা প্রকার উদ্ভিদ বৃক্ষ লতা গুলা, নানা প্রকার পৃথিবীর গর্ভম্ব বস্ত,—সকলই স্রষ্টার অপার মহিমা প্রকাশক, এই সকল দেখিয়া ও নানা জাতীয় রীতি নীতি ও ব্যবহার অবলোকন করিয়া ভ্রমণকারী জ্ঞান সংগ্রহে নিমগ্ন থাকেন। মধ্যে মধ্যে খদেশের চিন্তা ও আপন পরিবারের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হয়েন। যথন স্বদেশের প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত তথন তাঁহার চিত্ত কি রূপ হয় ? সর্বদাই মনে হয় কবে যাত্রার দিবদ হইবে ? যানে আরুঢ় হইলে তাহার মনচক্ষু স্বদেশে ধাবমান হয়। কতক্ষণে দেখানকার ঘাই अद्वीनिका ७ मन्तित नम्नतातित श्रेट्रात, এই অহরহ চিন্তা এবং यथन चरमण मृष्टि-

ষংকিঞ্চিং , ৩৪০

গোচর হয় তথন কি আনন্দ ! আত্মার স্বদেশ স্বর্গ। ঘথন আত্মা শরীর হইতে বিমৃক্ত হয় তথন তাহার দে রূপ আনন্দ। মৃত্যু কালে শারীরিক পীড়া জন্ম শারীরিক ক্লেশ হইতে পারে কিন্তু পবিত্র আত্মার বিয়োগে প্রকৃত আনন্দ ও প্রায় দকলকারই মৃত্যুর অগ্রে শারীরিক ক্লেশ বিগত হয়। ঘেমন জলের দহিত জলের মিলন, তৈলের সহিত তৈলের মিলন, ধাতুর সহিত ধাতুর মিলন, বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন, অগ্রির সহিত অগ্রির মিলন, তেমনি আত্মার সহিত পরলোকের মিলন।

পূর্বে বলিয়াছি মৃত্যু জীবনের রূপান্তর। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে। ষথন মাতা ঐ সম্ভানকে গর্ভে ধারণ না করিতে পারেন তথন সম্ভান প্রদ্র হয়। আত্মা তেমনি শরীরে থাকে। শরীর আত্মাকে ধারণ করে, অশক্ত হইলে আত্মা শরীর হইতে প্রসবিত হয়। সন্তানের প্রদব আমরা দেখিতে পাই। আত্মার প্রদব আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু যাহা অদ্রষ্টব্য তাহা অবিশ্বাস্ত হইতে পারে না। যাঁহা-দিগের অন্তর দৃষ্টি প্রকাশিত তাঁহারা অশরীর আত্মার গতি দৃষ্টি করিলে করিতে পারেন। ঈশর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা চিরস্বায়ী। শরৎকালে বৃক্ষ প্রবহীন ও বসত্তে পুনঃ পল্লবিত। যথন বৃক্ষ ক্ষয়শীল তথন যে পদার্থে সচেতন ছিল, যাহার ঘারা ইহার পল্লব, ফুলে ফলে স্থশোভিত দে পদার্থ কি নই হয় না ? ভক পল্লবাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ? চেতন পদার্থের নাশ নাই—অচেতন পদার্থেরও নাশ নাই। চেতন পদার্থ অদৃষ্ট ভাবে থাকিয়া অন্তান্ত বীজকে অঙ্কুরিত করে ও অচেতন পদার্থ মৃত্তিকারূপ ধারণ করিয়া অন্যান্ত উদ্ভিদের সহিত মিলিত হয়। এক বস্তুর সহিত অন্ত এক বস্তুর যে সম্বন্ধ কেবল তাহারই পরিবর্তন ও সে পরিবর্তনও ক্ষণিক। অত কল্য, প্রাতঃকাল সন্ধা, আরম্ভ শেষ, এই সকল আমাদিগের অল জ্ঞান জন্য আমরা প্রভেদ করিয়া থাকি। ঈশরের সময়ের—কালের কিছুই ভিন্নতা নাই — তিনি অনাদি অনন্ত, — তাঁহার সর্বকাল সম কাল। অনন্তকালের সাগর তাঁহার করতালিতে—তিনি কিছুই বিনাশ করেন না ও যাহা আমরা মৃত্যু বলি তাহা জীবনের রূপান্তর। পূর্বে বলিয়াছি যে আত্মা অমর। যদি আত্মা অমর তবে তাহার বাসস্থান কি নাই ? যদি আত্মার বাসস্থান না থাকে তবে আত্মার অবিনাশিত্তের কি প্রয়োজন ? আত্মার উন্নতি দাধন জন্মই আত্মার বাসস্থানের আবশুক। আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিলে, পরলোক মানিতে হইবে নতুবা মৃত ব্যক্তিরা কোথায় গমন করে ও পরে তাহাদিগের কি গতি হয় ? পরলোকের অন্তিত্ব দকল জাতিতে স্বীকার করে, কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান সকলের সম্যান নহে। মৃত্যুর পর আত্মা কি কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে ও

বহু কালের পর চেতনা পাইয়া মৃতশ্রীর সহিত সংযুক্ত ও পাপ পুণ্যের ফল-ভোগী হইয়া হয়তো অনন্ত নরক নয়তো অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে ? যেরপ পর-মেশরের ভাব সে অমুসারে ইহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না। প্রমেশরের স্ষ্টি ক্রমশঃ উন্নত। পঞ্চ ভূত, ধাতু, উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্ঠা, সাধু, দেবতা ইত্যাদি। তিনি এমনি দয়ালু যে তাঁহার সর্বনাই এই বাসনা যে একটি প্রাণীও অন্থী না হয়। এজন্য পুণ্যকর্মের ফল নির্মল আনন্দ ও পাপ কর্মের ফল ঐ আনন্দের ক্ষতি ও আন্তরিক তাপ বিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এখানে পাপ করণান্তর অন্ত-ভাপিত হয় ভাহার আত্মা পুণ্য ভাব ধারণ করে। পাপ মানসিক পীড়া, অনুভাপ মানদিক ঔষধ, অমুতাপে আত্মা ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়। যাহার অনুতাপ এখানে কোন মতে না জয়ে তাহার অন্ততাপ পরলোকে অবখাই হইবে। এই কারণে মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত্যুতে পুণাবানের সাংসারিক ত্বঃখ ও শোকের শেষ ও প্রচুর আনন্দ লাভ এবং পাপীর শিক্ষা ও সংশোধন ও ক্রমে ধর্মে উন্নতি। যে পর্যন্ত আত্মা মৃত শরীর সংযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত আত্মা কি ভাবে থাকিবে? যদি এরপ ধার্য হয় যে আত্মা পাপ পুণ্য ফল ভোগ বিচারের দিবদে উত্থান করিবে তবে পরলোকে আত্মার উন্নতি দাধন কিরূপ হইল ? পরমেশ্বর যেরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ তাহাতে আত্মার উক্ত প্রকার গতি সম্ভবে না। তিনি ষাহাই করেন তাহাতেই অসীম বিচার, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম ও অসীম ক্ষমা প্রকাশিত। তাঁহার সকল কার্যে উন্নত গতি। নিজা ও মৃত্যু ক্ষণিক ও তাহাও উন্নতির প্রতিপালক, কারণ নিজা না হইলে বিশ্রাম হয় না ও বিশ্রাম না হইলে শ্রম হয় না এবং মৃত্যু না হহলে লোকান্তর গমন হয় না ও লোকান্তর গমন না হইলে উন্নতি হয় না। পরলোক কেবল ফলাফল ভোগার্থে স্বষ্ট হয় নাই। পরলোক উন্নতি দাধনার্থে স্ষ্ট হইয়াছে ও উন্নতি দাধনের দহিত ফলাফল ভোগ। পরলোকে পুণ্যবান ও পাপীর অবস্থিতি কি রূপে হইবে ? যে স্থানে পুণ্যবান গমন করেন সে স্থানে পাপী অবশুই যাইতে পারে না। এরপ সংমিলন এখানেও হয় না। ইহলোক পরলোকের আদর্শ-এখানে পুণ্যবানের পুণ্যবানের সহিত মিলন, পাপীর পাপীর দহিত মিলন। ধর্মবন্ধনই প্রধান বন্ধন। এ বন্ধন না থাকিলে কি ন্ত্রী স্বামী, কি পিতা পুত্র, কি ভাতা ভাতা পরস্পর কাহার সহিত প্রকৃত বন্ধন হইতে পারে না। যদি ইহলোকে স্ত্রী ধার্মিকা ও স্বামী পাপী হয় তবে প্রলোকে তাহাদিগের কেবল দাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আপন আপন চিত্ত ও কর্মামুদারে যথা যোগ্য স্থান পাইবে।

পাপীরা কি অনস্ত নরক ভোগ করিবে ? নরক শব্দ পরিছার রূপে ব্রা কর্তব্য

বংকিঞ্চিৎ ৩৪৫

লিখিত ধর্ম শাস্ত্রেতে নরকের বর্ণনা বর্ণন ভয়ানক। বোধ হয় লেখকদিগের এই অভিপ্রায় যে এরপ বর্ণনে পাপীদের ত্রাস জন্মিবে। কিন্তু ভয়ে ধর্ম বুদ্ধি হয় না, প্রেনেভেই ধর্ম বুদ্ধি হয়, আর এই বিবেচনা করা কতন্য যে ঈশ্বর সর্বন্যাপী ও স্বনিয়ন্তা – তিনি স্বর্গেতেও আছেন, নরকেও আছেন, তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। যদি নরক তাঁহা ছাড়া হইত তবে উক্ত বর্ণন সম্ভব হইতে পারিত। ধংন ভাহা নহে তথন এরপ নরক কি দেই দ্য়াময় প্রমেশ্বর কর্তৃক হইতে পারে ? তাঁহার কি এত রাগ, এত দ্বেষ যে পাপ জন্ত আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্যন্ত ঐ ভয়ানক নরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন ও অদীম যন্ত্রণা দিবেন মু যদি এরূপ স্থির হয় তবে মহয় অপেকা ঈশ্বকে জঘন্ত জান হইবে। কুপুত্র হইলেও কোন পিতা ঐ পুত্রকে জীবনাবধি দণ্ড করেন ? যিনি জগৎপিতা—জগন্মাতা, যিনি এহিক পিতা মাতার হলয়ে স্বীয় কণা মাত্র স্নেছ ও প্রেম প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং স্নেছ, প্রেম, সহিফুতা ও ক্ষমার আধার, তিনি কি আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্যন্ত দণ্ড করিবেন ? পূর্বেই বলিয়াছি যে পর্যন্ত ঈশরের অপরিমিত, অসীম ও সম্পূর্ণ ভাব গুহীত না হয় দে পর্যন্ত লিখিত ধর্মশান্তের তিমিরাতীত হওয়া যায় না। এজন্ত ঈশরের গুণাদি এবং আত্মার প্রকৃত ভাবাদি বিবেচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায় সেই উপদেশ ধর্ম বিষয়ের অভ্রান্ত নিয়ামক। তবে যে স্থানে পাপীরা গমন করিবে দে কি রূপ হইতে পারে ? দে স্থান শিক্ষালয় বা চিকিৎসালয় এই রূপই হইবে। এতদ্যতিরেকে যে ভয়ানক হইবে এমত সম্ভবে না। এথানে যেমন মূর্থ পুত্র জন্ম পিতার অধিক ভাবনা—ও ভাবনা জন্ম হঃখ ও হঃখ জন্ম রুপা, জগৃৎ পিতার পাপীদিগের প্রতি ততোধিক কুপা। তাঁহার এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না যে পাপীরা চিরকাল ক্লেশ পায়। তিনি যাহা ক্লেশ ও দণ্ড প্রদান করেন ভাষা তাহাদিগের মঙ্গল ও কিছু কালের জন্ত। তিনি পাপী ও পুণাবানকে, শিশির, আলোক, বায়ু, বুষ্টি সমভাবে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার বিচার আমাদিগের বিচারের ভায় নহে, তাঁহার জ্ঞান আমাদিণের জ্ঞানের ভায় নহে, তাঁহার প্রেম আমাদিগের প্রেমের তায় নহে। তিনি সকলেরই চির মঙ্গল দাতা—তিনি শকলকেই জোড়ে করিয়া লইয়া আছেন—কাহাকেই পরিত্যাগ করেন না। পাপী পাপ জন্ম স্ত্ৰী কৰ্তৃক পুত্ৰ কৰ্তৃক পিতা কৰ্তৃক মাতা কৰ্তৃক সকল লোক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। স্থির তাহাকে বলেন—বৎস তুমি মলিন ও জ্বল্ল বটে এজ্লু সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু তুমি আমার সন্তান, আমার ক্রোড়ে আইন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ্ধ করিব না। কোন্ কোন্ ঘটনার দারা ঐ পাপী তাপী হইবে

তাহা তিনি ভাল জানেন ও বিহিত সময়ে সেই ঘটনা প্রেরিত হয়। পাপী রোগেতে জর্জর—মৃত্যুকাল উপস্থিত, জীবনাবধি ঈশ্বর চিস্তা করেন নাই, উপায় শৃত্য, তথন আপন অকপট আত্মার বাণী প্রকাশ করে "দীননাথ। রক্ষা কর যা কর তুমিই।" যদি ঈশ্বর পরিত্রাণ না করিবেন তবে অনাশ্রয়ী পাপীর অকপট মনে এমত আশা কেন হয় ?

যেরপ ঈশ্বরের রুপা ও ক্ষম। তাহা ধ্যান করিলে কাহার না বোধ হইবে যে পাপীও বিহিত কালে পুণ্যবান হইবে ও তৎপর দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যেমন উপর্যুপরি ছই সরল রেখা চিরকাল টানা গেলেও কখনই একত্র হইবে না, তেমনি আত্মা ঈশ্বরত্ব কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পবিত্রতাতে, নম্রতাতে ও ঐশ্বরিক গুণে ক্রমশঃ বর্ধনশীল ও উন্নত হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, যদি পাপীর অনন্ত কাল পর্যন্ত দণ্ড না হইল তবে পাপীরই তো জয় ? এটি বড় ভ্রম। পাপ অর্থাৎ ঈশর আদেশের বিপরীত কর্ম করা অতি ক্লেশ দায়ক। সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মাতে আছে।পাপ করিলেই আত্মার যন্ত্রণা হইতে থাকে, সে যন্ত্রণা সাংসারিক গোলযোগে, আমোদ প্রমোদে ঢাকা থাকিতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে বিরল স্থানে ও নির্না-কালে পাপীকে অবশুই অস্থির করে। পুণ্যবান অসীম সাংসারিক ক্লেশ পাইয়াও পুণ্য কর্ম করা অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অম্বসারে চলার যে আনন্দ লাভ করেন তাহার কণা মাত্রও পাপীর হৃদয়ে প্রবেশ করে না ও প্রলোকে পুণ্যবান যে স্থানে গমন করেন পাপী তাহার নিকটে থাকিতে পারে না। এখানে আনন্দ লাভ ও অন্তে উধর্ব গতি এ কি অল্ল ফল ? পাপী আনন্দ শৃক্ত মনপীড়ায় দহ্যমান, অমুতাপিত, শিক্ষিত—এই প্রকারেই বহুকাল যাপন করিবে। পুণাবান উচ্চ-পদাভিদিক্ত, জ্যোতির্ময়, আনন্দে পরিপূর্ণ, আপন জ্ঞান বর্ধন ও প্রেম বর্ধন পুণ্যবান যেখানে থাকেন সেখানেই পূজা। পাপী সর্ব স্থানেই হেয় ও পরিত্যক্ত। আহ্লাদে নিমগ্ন। পুণ্যবান ব্যক্তিরা লোকাস্তর গমন করিলে তাঁহাদিগের নাম ও কীতি জগতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশের হল হয়—তাঁহাদিগের জ্যোতি ও উন্নত ভাব অস্তান্ত আত্মাতে প্রেরিত হয়। পাণীদিগের নাম ও কর্মাদি শুনিলে কত দ্বণা ও ত্ৰংথ উপস্থিত হয়।

পাপের পরিত্রাতা কে ? পাপের পরিত্রাতা জগদীখন। তিনি অন্নতাপ ঔষধেতে পাপ বিষকে ক্রমে ধ্বংস করেন। পাপ আত্মঘটিত এজন্য আত্মঘটিত ঔষধের আবশ্যক। পাপী আপন পাপ জন্ম ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক রোদন যংকিঞ্চিং ৩৪৭

করিবে—আপনাকে জঘন্য জ্ঞান করিবে—পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়াপুণ্য কর্মে রভ হইবে, ভবে ভাহার আত্মা পুনসংস্কৃত হইবে। কেবল মৌথিক অনুভাপে পাপ বিমোচন হয় না। পাপ পুণা ইচ্ছাধীন, ইচ্ছার পরিবর্তনই অগ্রে প্রয়োজন। সে পরিবর্তন যিনি পতিতপাবন কেবল তাঁহারই ধ্যান ও উপাদনা প্রদাদে জয়ে। কেহ কেহ কহেন পাপী তাপী হইল বটে কিছু তাহার পূর্ব পাপ জন্ম কি হইবে ? পাপ করিলেই যন্ত্রণা ও যে পর্যন্ত পাপের স্মরণ থাকে সে পর্যন্ত মন্ত্রণার শেষ নাই। ইহলোকে হউক বা পরলোকেই হউক যে অবধি অমুতাপ ঔষধ ও পুণ্য জ্যোতিতে আত্মা ধৌত, পরিষ্কৃত, সংস্কৃত ও সংশোধিত না হয় সে অবধি পাপের ক্লেশ পাপী অবশ্য ভোগ করিবে। যেমন শরীরের পীড়া না গেলে শরীর আরোগ্য হয় না, তেমনি আত্মার মালিক তিরোহিত না হইলে আত্মার শুক্ষতা হয় না কিন্তু এই শুদ্ধতা আত্মা সম্বন্ধীয় কাৰ্যের দারা হইবে। ইহা কোন বাহ*্*গান অথবা ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্ত কাহাকে পরিত্রাতা জ্ঞানে কি রূপে হইতে 🗸 ঈথর রাগের দেবতা নহেন যে কোন বলিদানে তিনি প্রসন্ন হইবেন। বলেন যে বলিদানে ঈশ্বর বশীভূত হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরকে জ্বন্স রূপে 👡 করেন। চিত্তের কুপ্রবৃত্তি, কেবল তাহাই বলিদান দিতে হইবে। মহু কহেন-কত্বা পাপংহি সন্তপ্য তত্মাৎ পাপাৎ প্রমূচ্যতে। নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুরতে তু সং।

পাপ করিয়া তন্মিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মৃক্ত হয়। এমত কর্ম আর করিব না এ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

আত্মা অন্ত্রাপিত হইয়া ঈথরের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার বিশ্বাস, রুতজ্ঞতা ও প্রেমে প্রবল হয়, তথন পূর্বক্ত পাপ জন্ম ঘ্বণা ও তৃঃথ ত্র্বল হইয়া পড়ে। যেমন এক স্থানে এক বস্তু ব্যক্তিরেকে অন্ত এক বস্তু থাকিতে পারে না, তেমনি আত্মাতে এক কালীন এক ভাব ব্যতিরেকে অন্ত ভাব স্থায়ী হয় না। যথন আত্মার ঈথরের প্রেম সদা আনন্দিত তথন অন্ত ভাব স্থতরাং বিগত হয়, তথন আত্মার যাবতীয় বৃত্তি ঐ আনন্দের বর্ধক হয়। যদি আত্মার এরপ গতি না হইত তবে কি আর তৃঃথের অন্ত থাকিত ? ঈথর প্রেমময় ও তাঁহার কার্যও প্রেমময়। আমাদিগের সহস্র সহস্র অপরাধ হইলেও সংশোধনার্থে যথা বিহিত দণ্ড করিয়া তিনি আনাদিগকে চিরস্থ দিবেন—চির তৃঃথ কথনই দিবেন না।

প্রেমানন বলিলেন – মা! পরলোক বিষয়ক কথা শুনিলে, এক্ষণে আমার স্তোত্র শুন। হে সম্পূর্ণ ৯ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম! তুমি আমাদিগের অন্তরে ও

বাহিরে বিরাজ করিতেছ। তুমি সর্ব গঠনে, সর্ব ক্রিয়াতে, সর্ব গতিতে, সর্ব সংযোগে, মর্ব বিয়োগে আছ। চন্দ্রমার শুল্র জ্যোতিতে নভোমগুল আলোকিত। অসংখ্য তারাতে অসংখ্য সৃষ্টি প্রকাশিত। সকল তারা যেন গন্তীর মৃত্ব গতিতে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এক সূর্য্য, এক চন্দ্র আমাদিগের দৃষ্টি গোচর কিন্তু তোমার রাজ্যে অসংখ্য স্থর্য ও অসংখ্য চন্দ্র। সূর্যের হারা গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে-– গ্রহাদির দারা ক্ষুদ্র গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে এবং ক্ষুদ্র গ্রহাদির দারা অতি কুদ্র গ্রহাদি (asteroid) উৎপত্তি হইতেছে। এক অন্তের উৎপাদক ও নিয়ামক অথচ পরস্পার সকলই সংযুক্ত-সংবদ্ধ। এই অনস্ত স্থাতি প্রাণীতে গেরিপূর্ণ—িক আকাশ, কি বায়ু, কি জল, কি ভূমি সকল স্থানই জড় ও জীবে জ্ঞানৈপূর্ণ—সকলই তোমার রূপাধীন ও যে কীট ক্ষুদ্রতা হেতুক আমাদিণের উন্নত ২ অগোচর তাহারও প্রতি তোমার কুপা দৃষ্টি এক নিমিষ্ও ক্ষান্ত নহে। এক্ষণে প্রির স্থের জন্ম তুমি কি না করিয়াছ ? মানব শরীর রক্ষার্থে বাহ্ পাপীরই এক স্রচার নিয়ম! মানব শরীর বর্ধন জন্ম কত প্রকার আহারের স্ষ্টি! ক্রা√রোগ শান্তি জন্ম কত প্রকার ঔষধের সৃষ্টি! মানব শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন জন্ম পাত্মার কি স্বাভাবিক জ্ঞান! মানব জ্ঞান ও প্রেম বুদ্ধি জন্ম কি চমৎকার উপযোগিতা ও উৎকৃষ্ট প্রণালী ৷ মানব শ্রেষ্ঠতাএখানে শেষ হয় না এজন্য আত্মা অমর ও পরলোক ইহার স্থুথ বৃদ্ধির আবাস। তোমার সমস্ত রাজ্য প্রেম ডোরে বন্ধ। প্রেমই আদি, প্রেমই অন্ত, প্রেমই জীবন, প্রেমই গতি, প্রেমই মুক্তি। হে ক্রপাময়। যাহাতে আমরা তোমার প্রেমের ক্রণামাত্র আপন আপন ক্রদয়ে গ্রহণ, ধারণ ও বর্ধন করিতে পারি এই কুপা কর।

অধ্যায়। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম।
 রাগিণী ফ্রেট।—তাল আড়া।

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়। মঙ্গলে পুরিবে চিত্ত দূরে যাবে ত্রাশয়।

পরত্থে বিমোচন , পরস্থে বিবর্ধন ; প্রকৃত মদল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মদল ; সে কেবল অমদল ; অনিত্য ক্থেতে নিত্য
না পাবে আনন্দালয়।

কি মঙ্গল বরিষণ; করিছেন নিরঞ্জন; স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রেয়। यर्किकि९ ७८≯

বাঙ্কিপুর উত্তম স্থান—জল ও বায়ু ভাল কিন্তু তথায় মধুমক্ষিকার চাকের ক্যায় বসতি। কৃষ্ণমঙ্গল বনগ্রাম হইতে বাণিজ্যার্থে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন— দশ টাকা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিয়া ঘাইতেছেন।

এক স্থার কথা কইতে আলাম, বাবুগো! মোশাইগো! তোমাদের লগে। গুপ্তিগাড়া নিবাদী এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিতেছে — ওহে স্থ এথানে কোথা পাবা ?

কলিকাতা নিবাদী এক ব্যক্তি ব্যক্ষজ্ঞলে বলিতেছে—যদি না পাৰা, তো কি খাবা, আৱ কোথায় যাবা ?

ঢাকানিবাদী কালীকান্ত রায় বলিতেছেন—স্থ ছংথ দকলই বোলানাথ ও বোগবতীর হস্তে। কোন কর্মে মন্ত হইলে লোকে শীগ্র ক্ষান্ত হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাহারও কথায় কর্নপাত না করিয়া মন্তকে হাত দিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলেন—

ব্ডার মচাঙ্গে কেন গাড়ুম গুড়ুম বাজেরে ?

গানে উন্মত্ত, কোন দিক্ দৃষ্টি করা নাই। দক্ষিণ দিক বন্থ বৃক্ষে আরুত, সেই দিক হইতে একটা কেউটিয়া দর্প বেগে আসিয়া কুঞ্মদলকে দংশন করাতে অমনি কুফ্মঙ্গল ভূমে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নিকটম্ব যাবতীয় লোক হাহাকার রবে খেদ করিতে লাগিল। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে ঘোরতর রঞ্চাবায়ু উঠিল — গদ। স্মাথে, নৌকা স্কল উৎপত্তিত ও পত্তিত হইতে লাগিল—নাবিকেরা সামাল সামাল রব করিতেছে—যাত্রীরা ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক থানা নৌকা ডুবিল, ষোল জন যাত্রীর মধ্যে পনের জন শত্তরণ করিতে লাগিল কিন্তু তরঙ্গ ও বায়ু এমনি প্রবল যে তাহারা সকলেই অচিরাৎ জলমগ্ন হইল ও যে জন সন্তরণ জানিত না সে ব্যক্তি জলে পতিত হইয়া অত্য এক নৌকার দাঁড় ধরিয়া অতি ক্লেশে তাহার উপর উঠিয়া বাঁচিল। এদিকে প্রামের ভিতর কতকগুলি কুটীরে অগ্নি লাগিয়াছে। লোকে আন্তে ব্যক্তে প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে। প্রাচীন প্রাচীনা অকম্পিত ষষ্টি ধরিয়াও কম্পিত হইতেছে— মাতা স্বীয় স্বীয় বংসকে বক্ষে কক্ষে বিলগ্ন করিবার জন্ম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে— পতিপরায়ণা পতির ছায়াম্বরূপা এই ভাবিতেছে—যদি পতি দক্ষ হন তবে সহ-मतरात आंत विलघ दकन ७ दत इल नियाय - इल नियाय, राजदा, राजदा, कि সর্বনাশ, কি সর্বনাশ ! কেবল এই শব্দ চতুদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাহার দাধ্য যে নিকটে যায় ? অগ্নি হু হু করিয়া গ্রাদ করত স্বীয় বীর্য ও

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর স্ষ্টের নিয়মাদি করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন অথবা অন্তকে নির্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমাদিণের হুর্বলতা এই যে আমরা আপন স্বভাব ও কার্য অনুসারে ঈশবের স্বভাব ও কার্য নির্ণয় করি। আমরা সকল কার্য স্বয়ং নির্বাহ করিতে পারি না ও করিবার সময় অথবা বল অথবা ক্ষমতা না থাকিতে পারে এবং আমরা সকল কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী-সর্বজ্ঞ, তিনি সকল স্থানেই আছেন, সকলই জানেন। তাঁহার প্রেম এমন অসীম যে তিনি আপনি ধারণ না করিতে পারিয়া স্টিতে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ও আমাদিগের আনন্দ ও স্থথেতেই তাঁহার আনন্দ ও স্থথ। "তিনি আনন্দরণে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন"। এজন্ত সর্ব স্থানে, সর্ব কার্যে, দকলের উপর তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত আছে ও যেরপ যত্ন ব্যগ্রতা স্বেহ ও প্রেমে মাতা শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাথেন, ঈথরের দৃষ্টি আমাদিণের প্রতি ততোধিক। কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কার্যে ঈশ্বরের নিয়ন্ত, স্ব সকলেই বিশ্বাস করে। रा रा कर्य करत रम रमष्टे कर्य मण्णाननार्थ क्रेश्वतक छारक । यादाता रहात, ডাকাত ও ঠগ তাহারাও ঈশবকে স্মরণ করে কারণ তাহাদিগেরও এই বিশাস एय क्रेश्वत जाशांकिंगरक तका कतिर्वत । क्रेश्वरत व्यक्तां कार्य नरह अ তিনি সকলকেই আশ্রম প্রদান করেন এই আপামর সাধারণের বিশ্বাস। ঈশ্বর বর্তমান ভূত ও ভবিষ্যুৎ সকলই জানেন, যে যাহা করিবে ও যাহার যাহা ঘটিবে তাহা তাঁহার কিছুমাত্র অগোচর নহে। কেহ কেহ বলেন যে আমরা যন্ত্র মাত্র, ষাহা ঘটে তাহা পূর্বের নির্ধারিত আছে। যেরূপ মতি ঈশ্বর দেন দেইরূপ আমাদিগের মতি হয়, য়েরপ তিনি আমাদিগের বলান সেইরপ আমরা বলি, যেরপ তিনি আমাদিগের কার্য করান দেইরপ আমরা করি, সকলেতেই তিনি, আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র। কেহ কেহ কহেন, যে স্কল ঘটনা ঘটে তাহা ঈশ্বর অবশ্যই জানেন ও তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিবর্তন করিতে পারেন কিন্তু আমাদিণের মঞ্চলার্থে ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে দেন, কারণ তাহা না দিলে মানব স্বাধীনতা কিছুমাত্র থাকে না ও স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ পুণ্যের প্রভেদ হয় না। জড়রাজ্য ও পশুরাজ্য যন্ত্রবৎ হইতে পারে কিন্তু মানব রাজ্যে স্বাধীনতা আছে। এই মতামুদারে দ্যাজে ও বিচারালয়ে দকল কার্যে বিবেচিত হয় অর্থাৎ কর্মা-মুসারে কর্তার প্রশংসা বা অপ্রশংসা, নির্দোষ বা দোষ নির্ধারিত হয়। এই তুই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বক্তব্য কিন্তু স্থন্ম বিবেচনা করিলে এই স্থির হয় যে মহয় কেবল যন্ত্ৰ মাত্ৰ নহে ও কেবল স্বাধীনও নহে।

কোন কোন লোকের সংস্থার যে ঈশ্বর সাধারণ ও বিশেষ নিয়মে সকল কার্য

খংকিঞ্চিৎ ৩৫৩

করেন। যাহা সৃষ্টি কালে নির্ধারিত, তাহা সাধারণ নিয়ম। যাহা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ কার্যার্থে প্রেরিত তাহা বিশেষ নিয়ম। যাহারা এরূপ কহেন তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ জ্ঞান অধীকার করেন ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের তায় নহে—দে জ্ঞান কালেতে বৃদ্ধি হয় না, সর্বকালেই সম্পূর্ণ। দে জ্ঞান ইইতে যে নিয়ম প্রস্থত হয়, দে নিয়ম সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত জড় ও জীব ও প্রত্যেক জড় ও জীবের প্রত্যেক অবস্থা সাধারণ অবস্থা ও বিশেষ অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। আমরা ক্ষুদ্র বৃদ্ধি হেতু যলি এই নিয়ম সাধারণ, এই নিয়ম বিশেষ। সেই সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও প্রেমাধারের নিয়ম এমনি সর্বব্যাপক, সর্বাচ্ছাদক, সর্ব অভাব মোচক, সর্বদংশোধক ও সম্পূর্ণ যে পরমাণু অবধি দেবতা পর্বন্ত এক মান্ধলিক শৃদ্ধলায় বদ্ধ। কথনই কাহার এমত অবস্থা না যে দে অবস্থায় আশা শৃত্য, উপায় শৃত্য ও উন্নতি শৃত্য। কাহার কি ঘটিবে, কোন ঘটনা শুভ, কোন ঘটনা অশুভ, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন কিন্তু এমত কোন ঘটনা নাই যাহাতে কেবল অমঙ্গল ও যে ঘটনা আপাতত অশুভ, তাহা চরমে অবশ্বাই শুভ।

জগতে ভয়ানক ঘটনা ঘটিতেছে। প্রবন্ন বায়ু উঠিতেছে—ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হই-তেছে — অগ্নি দিগ্ দাহ করিতেছে — ভূমিকম্পে সমস্তদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে — জলগ্লাবনে অদীম ক্ষতি ও হৃঃধ উৎপত্তি হইতেছে—দেশব্যাপক পীড়ায় সহস্ৰ শহত্র লোকের মৃত্যু হইতেছে। আবার কত কত লোক পাপে মগ্ন—কেবল পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপ কর্ম—অথচ তাহাদিগের সমূচিত প্রতিকার হইতেছে ना ও निर्द्धायी व्यक्ति । एक निर्देश विकास कि निर्देश विकास कि निर्देश विकास कि निर्देश মনে করে যে ঈশবের রাজ্যের নিয়ম নাই। কোন কোন জ্যোতির্বেতারাও আপন পাণ্ডিত্য জন্ম অস্থির। তাহারা বলেন পৃথিবী জ্বলিয়া যাইবে কারণ সূর্যের নিকটবর্তী হইতেছে ও সূর্যের গতি স্থির নহে। যাঁহারা ঈথরের মঙ্গল ভাব গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কার্যেই তাঁহার বিপরীত ভাব দেখেন না। ঘটনা ভয়ানক হইতে পারে ও ঐ সকল ঘটনায় হয়তো বাহ্য বস্তর রপস্তির ও মনুয়ের এক লোক হইতে অক্ত লোকে গমন। পাপীর পাপেতে মত্ত थोको भूनः मः खोदत्र প्रोक्कानीन अवसा, जोहा भरत वाक रहेरव। निर्मियीत দণ্ড তাঁহার ধর্মের পরীক্ষা জন্ম হইতে পারে। জ্যোতির্বে<mark>তারা কেবল জ্যোতিঃ-</mark> শাস্ত্র আলোচনা করেন কিন্তু শ্রষ্টার অসীম জ্ঞান বিবেচনা না করাতে এরূপ উপদংহার ব্যক্ত হয়।

মহয় অনায়াদে জ্ঞান লাভ করে না, যে জ্ঞান হুংখের সহিত সংযুক্ত হয় সে জ্ঞান প. র. ২৩ মনে দৃঢ় রূপে লগ্ন হয়। অতএব হঃথ দাধারণ মন্ধলার্থে প্রেরিত। হঃথ হই প্রকার, শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মসন্ধনীয়। যাহা স্রষ্টার অভিপ্রায় তাহা জানত বা অজানত অবহেলা বা ভঙ্গ করিলে হঃথ উৎপত্তি হয় ও সেই হঃথই আমাদিগের স্থাথের দোপান। স্থা গ্রহাবৃত হইয়া সৌর স্থাইর নিয়ামক। গ্রহাদির হুই গতি — এক উন্মার্গ গতি ও এক দন্নিকর্ম গতি। এই হুই গতিতেই গ্রহাদি স্থন্দর রূপে রক্ষিত হইতেছে। মন্থয়ের উন্মার্গ গতি ইথরের অভিপ্রায়ের বিপরীত ও সন্নিকর্ম গতি ইথরের অভিপ্রায়ে অনুযায়ী কার্য করা। সন্নিকর্ম গতিতে স্থা, উন্মার্গ গতিতে হুংথ। আমাদিগের স্থাধীনতা এই পর্যন্ত যে আমরা উত্তম গতি অবলম্বন না করিয়া অধম গতি, অথবা অধম গতি অবলম্বন না করিয়া উর্থম গতি অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু জগৎ পিতার নম্নন আমাদিগের উপরে সর্বদাই উন্মীলিত ও তাঁহার নিয়ম এমনি স্থন্দর যে যদি আমরা উন্মার্গ গতি অবলম্বন করি তবে আমাদিগের হুংথ অবশ্রুই ভোগ করিতে হইবে ও হুংথ-উরধের দ্বারাই আমরা সন্ধিকর্ম গতি প্রাপ্ত হই। অতএব হুংথ আমাদিগের অজ্ঞানতাবশাৎ, হুর্বলতাবশাৎ ও কর্মবশাৎ।

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত ইইতে পারে যে ঈশ্বর হু:খ কেন সৃষ্টি করিলেন ? তিনি কি একে বারে আমাদিগকে আপনার ন্তায় সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন না ? তিনি স্রষ্টা—আমরা স্বষ্ট। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানাত্মসারে আমরা যতদর উচ্চ হইতে পারি ততদ্র তিনি করিয়াছেন। আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তবে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি কি কারণে দোষারোপ করি ? স্ট স্র্টার ক্রায় কথনই হইতে পারেন না, স্তরাং স্রষ্টার যে নিষম উপাদেয় তাহাই বিধেয় হইয়াছে। যথন স্বষ্টের জক্ত তুঃথ প্রেরিত হইয়াছে তথন এই বুঝিতে হইবে যে হুঃথ অনিবার্থ নতুবা হুঃথ কখনই প্রেরিত হইত না। যদি আমরা একেবারে সম্পূর্ণ হইতাম, তবে স্প্রের উন্নত অবস্থা কি রূপে থাকিত ? স্ষ্টির উন্নত অবস্থা না থাকিলে স্ষ্টি কি রূপে নির্বাহিত হইত ? বান্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে ছঃখ গত্যন্তর ভাবান্তর। ছঃখ জড় রাজ্যেও আছে ও জীব রাজ্যেও আজে। প্রমাণুর বিচ্ছেদ ও পরিবর্তন ও জীবের গত্যস্তর ও ভাবাস্তর, ইহাকেই হুংগ বলা যায়। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে হুংথের ভাগ অল না স্থের ভাগ অল্প জড় রাজ্যে দেথ—সংমিল, সংযোগ ও বর্ধনই সাধারণ দৃষ্য। পশু রাজ্যে দেথ—নানা জাতীয় পশু, নানা জাতীয় পশু, নানা জাতীয় কীট, নানা জাতীয় পতঙ্গ স্থথে কাল যাপন করিতেছে—আহার বিহারে দক-লেই আনন্দিত। যাহার যে খাত, যে স্থান যাহার বাদীয়,যাহার যে অবস্থায় যাহা

ৰংকিকিং ৩৫৫

বিধেয় তাহা তাহারা সকলই স্বভাবতঃ জ্ঞাত। মানব রাজ্যে দেখ—অধিকাংশ স্থা। যে হংগ প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে পরে স্থারের উৎপত্তি—দে হংথ হংথের জন্ত নহে, সে হংথ স্থারের জন্ত এবং হংথের পরিমাণও অন্ধ ও স্থায়িত্বও অল্প। মনুন্ত জন্মাবিধি যে স্থাও হংগ ভোগ করে, তাহা পরিগণিত হইলে স্থারে ভাগই অধিক ও হংথের ভাগ অল্প ও যে কিছু অল্প হংথ উপস্থিত হয় তাহাতেই পরে স্থা।

দিবদাস জন্মগ্রহণ করিলে কখন তাহার স্বস্থতা বা পীড়া হইবে, কখন তাহার কি শিক্ষা, কি সংসর্গ, কি প্রবৃত্তি হইবে, কথন তাহার পাপেতে বা পুণোতে মতি হইবে-কথন ভাহার কুকর্ম বা স্থকর্ম হইবে, কখন ভাহার ধন ক্ষতি ও কখন তাহার ধন লাভ, কথন তাহার ছঃথ ও কথন তাহার স্থথ হইবে, তাহা ঈশ্বর সকলই জানেন। মনুষ্য নিতান্ত ষন্ত্ৰ নহে। মনুষ্যেতে আত্মা আছে, আত্মা थांकित्नरे रेण्या, रेळा थांकित्नरे देनरिक व्यवसाय यजनत त्राधीनजा रहेरज भारत তত্যুর স্বাধীনতা ও ঐ পরিমিত স্বাধীনতা থাকাতে, মতির ও কার্যের ব্যতিক্রম ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনের সম্ভব ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনে হৃংথের আবশুক। হুঃখ না হইলে আত্মাতে গ্লানি হয় না, আত্মাতে গ্লানি না হইলে অমতাপ হয় না, অমৃতাপ না হইলে সংশোধন হয় না, সংশোধন না হইলে উমতি হয় না, উন্নতি না হইলে স্থথ হয় না। তবে হু:থ যাহা প্রেরিড হইতেছে তাহাতে আমাদিগের মঞ্চল না অমঙ্কল ? আমাদিগের পরিমিত জ্ঞান জন্ত স্পষ্টির শহজাবস্থা দেখিয়া ও ভাবিয়া কি কর্তব্য তাহা সর্বদা স্থির করিতে পারি না ও ষদি স্থির করিতে পারি তবে তদমুষায়িক কার্য করিতে পারি না। ঈশ্বরের অপার মহিমা একটি পুষ্পেতেই ভাসমান কিন্তু বিহাৎ বজ্র ভূমিকম্প ঝঞ্চাবায়ু প্রভৃতিতেই চেতনা জন্মে। এই চুর্বলতা জন্ম আমাদিগের মঙ্গলার্থে চুঃথ প্রেরিত হইদেছে।

ত্বংথ না হইলে অভাব বোধ হইত না ও অভাব বোধ না হইলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির চালনা হইত না। অভাব মোচনার্থে নানা থাত ও বস্তু উপযোগী দ্রব্যাদির অন্বেষণ ও প্রস্তুত করণ, কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও নানা বস্তুর গুণ নির্ণয়, নানা মৃত্তিকার উৎপাদকতার বিবেচনা, নানা ধাতৃর থনন, নানা বিভার আলোচনা, নানা দেশে শীল্প গমনের উপায় প্রকাশ, ও যাহাতে মানব স্ববিধা ও স্থু বৃদ্ধি, তাহারই অনুসন্ধান ও আবিদ্ধার ক্রমে হইতেছে। নৌকা জাহাজ, গাড়ি, রেল ও ইলেকট্রিক্ টেলিগ্রাফ্ সকলই অভাব মোচনার্থে। এই সকল চর্চাতে যেমন্ অভাবের মোচন হইতেচে, তেমনি অনেক বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ও জ্ঞানই প্রকৃত বল তাহাও সংস্থাপিত হইতেছে। কারণ কি জল কি আকাশ কি বায়ু কি অগ্নি সকলেই যেন জ্ঞানের বশীভূত হই-তেছে ও যাহা সহজে অদ্ধব্য তাহাও দ্রাধ্য হইতেছে।

ছু:থের দ্বারা কেবল অভাব মোচন ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। তুঃধ দ্বারা ভ্রমের নিবারণ, ভাবী আপদের চেতনা, পাপের প্রতিকার ও ধর্মের বুদ্ধি। যে কর্ম করাতে অধিক ক্ষতি ও ক্লেশ তাহা আর অনেকে করে না। যে কর্ম করিলে পুনর্বার বিপদে পড়িতে হইবে সে কর্ম করিতে কাহার ইচ্ছা ? যে পাপে পতিত হইয়া অঁদীম ক্লেশ ভোগ হইয়াছে দে পাপে দকলে পতিত হইতে ভীত হয়। স্ষ্টির অমঙ্গলে মঙ্গল হইতেছে—একের পাপে অন্তের ধর্ম বুদ্ধি হইতেছে। অবিচার না থাকিলে, দহিফুতার অভ্যাদ হইত না,পরপীড়ন না থাকিলে, ক্ষমার অভাাপু হইত না, মহকার না থাকিলে নমতার অভাাপ হইত না, তুর্বলতা ও অধীনতা না থাকিলে কাতরতা ও বদায়তার অভ্যাদ হইত না, প্রলোভন না থাকিলে মানদিক বল, ত্যাগ ও ধর্মের জয় পূজ্য হইত না। কার্য ক্ষেত্রে আত্মা নানা তরঙ্গে পতিত হইতেছে—নানা পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেছে ও ধেরূপ এই সকল পরাক্ষা হইতে আত্ম। উত্তীর্ণ হইবে দেই রূপ ইহার বল ও প্রকৃতা বৃদ্ধি ছইবে। যেমন রাত্রি না হইলে দিবার গৌরব হইত না ও অন্ধকার না হইলে আলোকের গৌরব হইত না, তেমনি পাপ না হইলে পুণোর গৌরব হইত না। পাপ যাহা হয় তাহা আমাদিণের কৃত, কিন্তু ঈশরের এমনি কৃপা যে তাঁহার রাজ্যে পাপেতেও সাধারণ মঙ্গল হইতেছে ও যে পাপী তাঁহারও মঙ্গল চরমে হইবে। অতএব তুঃথের সৃষ্টি যে ভাবেই দেখ দেই ভাবেতেই আবশ্যক ও মঙ্গল-জনক। ইহার পরিমাণ অল্ল, স্থায়িত্ব অল্ল, ও ধে ভোগ করে দে প্রায় অল কালের জন্ম ভোগ করে অর্থাৎ সে অধিকাংশ স্থী ও অল্লাংশ হুংখী ও হুংখ যত-ক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইহা চেতনা বৃদ্ধি করে, দৃঢ়ব্ধপে উপদেশ দেয়, ভাবী অভাবের মোচন উপ্ধোগী, ও শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক শারীরিক বা মানসিক মলল প্রদান করে। যাহারা পাপাচরণ করে তাহারাই যে তুঃথ ভোগ করে এমত নহে। ধার্মিক অধার্মিকও হইলে তাহাকেও ত্বংথ ভোগ করিতে হয় ও যে পর্যন্ত তিনি পাপ হইতে ক্ষান্ত না হয়েন সে পর্যন্ত ছঃথ হইতে তিনি পরিত্রাণ পায়েন না। কোন কোন লোক অর্থ, পদ বা মান শৃত্ত হইয়। জীবনকে ঘুণা করে কি 🖁 এ অবস্থায় আত্মদোষ শোধন, নমতার বৃদ্ধি ও আত্মাকে উচ্চ করা কি সহজে হইতে পারে। তখন আত্মা কেবল ঈশ্বরেতে ধাবমান হওন সম্ভব ও যথন আত্মা কাতর ভাবে ঈশবেতে সংযুক্ত, তথন সাংদারিক ক্ষতি অপেক্ষা এই লাভ কি ষংকিঞ্চিং ৩৪৭

অম্ল্য ! ধন, পদ ও মান আমাদিণের নিকট আদরণীয়, কিন্তু ধাহাতে আত্মার উরতি হয় তাহাই অপ্টার প্রিয় । তাঁহার যে উদ্দেশ দেই উদ্দেশ অসুসারে তাঁহার কার্য—তাঁহার নিয়ম । যদি তৃঃথ না প্রেরণ করিয়া দেই উদ্দেশ দিল্ধ হইত তবে তৃঃথ প্রেরিত হইত না ।

সকল তৃংথ হইতে পাপ-তৃংথ অতিশয় তৃংথ, কিন্তু এই পাপ-তৃংথেতেই কত পাপী তাপী হইয়া কেমন ধর্ম পরায়ণ হইতেছে । ধদিও পাপ অতি জ্বয়ন্ত ও ভয়ানক কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম এমনই ফুলর যে পাপেতেও পাপীর চির অমঙ্গল হইতেছে না। পাপের আধিক্য হইলেই অমুতাপ জনিতেছে—অমুতাপেই পুণাভাব ধারণ হইতেছে । য়াহা অতিশয় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। অতিশয় রোজের পর শীতলতা, অতিশয় প্রবল বায়্র পর শান্ত ভাব, অতিশয় বৃষ্টির পর বৃষ্টির বিরাম, অতিশয় ক্ষতির পর একপ্রকার না একপ্রকার লাভ, অতিশয় অত্যাচারের পর সদাচার, অতিশয় মানির পর রোগের সমতা বা মৃত্যু, অতিশয় পাপের পর অমুতাপের পর ম্বথ। আমাদিগের স্বথ ঈশ্বরের প্রধান অভিপ্রায় ও যাহা তাঁহা হইতে প্রস্তুত হয় তাহা ঐ অভিপ্রায় পোষক ও বর্ধক। ঈশ্বরের নিয়মের এমনি পারিপাট্য যে জড় রাজ্যে জীব রাজ্যে ও অন্তর রাজ্যের ইহকালে ও পরকালে যে কিছু ব্যতিক্রম হয় তাহা বিহিত কালে অবশ্রুই সংশোধিত হইবে। এক পরমাণ্ অবধি দেবতা পর্যন্ত কাহার কথন কি ব্যতিক্রম হইবে তাহা তিনি সকলই জানেন ও ঐ ব্যতিক্রমের বিহিত উপায় বিহিত কালে অবশ্রুই প্রেরিড হয়।

লোকে ঈশ্বের প্রতি দোষ নানা প্রকারে দিতেছে। পাপী ধনে, পদে, মানে রৃদ্ধি হইতেছে। ধার্মিক অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে। একজন হঠাৎ ধনী হইতেছে, অক্ত এক জন বলিতেছে ঈশ্বর আমাকে কেন ধন দিলেন না—আমি ধন পাইলে অক্ত অপেক্ষা অনেক সংকর্ম করিতাম। ধার্মিকের ক্লেশ পাপীর ধন পদ ও মান বৃদ্ধি হওন অপেক্ষা স্থখজনক ও মঙ্গল ও কাহার ধন পদ ও মান পাইলে মঙ্গল বা অমঙ্গল ও কাহার কি প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাহা ঈশ্বর ভাল জানেন। সকলের মতি ও প্রবৃত্তি সমান নহে। শারীরিক রোগ নানা প্রকার, ঔষধও নানাপ্রকার মানসিক রোগও নানা প্রকার ও ঔষধও নানা প্রকার। কোন্ পীড়ার কি ঔষধ আবেশ্যক—কোন্ অবস্থার কি উপধেধারী, কে কি পাইতে যোগ্য ও কাহার কিসে ভাল, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন ও আপন অসীম বিচার অনুসারে কার্য করেন। স্থেও জুঃথ অনেক স্থলে সংস্কারাধীন। যাহা এক জন তুঃথ জ্ঞান করে, জন্তের তোহা বোধ হয় না। ধনী চর্ব্য চোয় লেহ্ন পেয় গ্রহণান্তর পূপ্য শয্যায় শয়ন

করিয়া ও স্থী নহে। দরিদ্র অর্ধ দিদ্ধ তণ্ডুল তৃথ্যি পূর্বক ভোজন করিয়া স্থানিদ্রা ধায়। যে কর্মে এক জনের অস্থ্য, অত্যের তাহা বোধ না হইতে পারে ও যে কর্ম আপাততঃ অস্থ্য তাহা অভ্যাদে দেরপ থাকে না। এই বলিয়া ছঃখনাই তাহা অস্থীকার করি না। ছঃখ ধাহা আছে তাহা প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক মন্ত্র্যু, প্রত্যেক শ্রেণী, ও প্রত্যেক রাজ্যের স্থার সহিত তুলনা করিলে অল্ল। ছঃখ অল্ল ভাগে অবশ্যই প্রেরিত গইবে কারণ যিনি প্রেরণ করেন তিনি আমাদিগের চিরমঙ্গল দাতা। ছঃখ প্রেরিত না হইলে আমাদিগের চেতনা হইত না, জভাব মোচন হইত না, জ্ঞান বৃদ্ধি হইত না, ধর্ম বৃদ্ধি হইত না ও পাপ হইতে পরিত্রাণ হইত না।

তুংথের দারা পাপের পরিত্রাণ এই বিচার করিয়া ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা বিবেচনা করিয়া পাপীর অনস্ত কাল পর্যস্ত দণ্ড কখনই হইতে পারে না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তুংখের নিয়মেতেই স্রষ্টার মান্ধলিক অভিপ্রায় দেদীপ্যমান ও পাপীর আশা অটল। স্ক্টির প্রকরণ যে যতই পর্যালোচনা করিবে তাহার অবশ্যই এই সংস্কার দৃঢ় হইবে।

অমন এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা জন্মাবধি তুঃখ ভোগ করিতেছে অথচ তাহারা স্বয়ং কিছু ভ্রম করে নাই—কিছু পাপ করে নাই। এই সকল বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত করা যায় না ও সকল সিদ্ধান্ত আমরা করিতে অক্ষম, কারণ আমাদিগের ভাদৃশ জ্ঞান নাই কিন্ত এই বিবেচ্য যে পাপী পাপ করিয়া তাপী হইতেছে ও ভাপী হইয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতিছে, তবে যাহারা এখানে জন্মাবধি আপন ভ্রম ও পাপ না থাকাতে তুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের জন্ত পরলোকে এহিক তুঃখ অনুসারে স্থথের ভোগ কি সঞ্চিত নাই ও পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের নিয়ম এক দিক থেকে দেখিলে ভাহার নিগৃঢ় তত্ত্ব পাভ্রমা যায় না।

ইংলোক ও পরলোক এই ছই লোকের কার্য একত্র করিয়া সকল বিবেচনা করিতে হইবেক, নতুন উত্তর বিষয়ক ও তাঁহার নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান প্রশস্তরূপে উপলব্ধ হইবে না।

প্রেমানন্দ—হে জগৎ পিতা—জগৎ মাতা ! সকল জীব, সকল আত্মা, কি শরীরী কি অশরীরী সকলই তোমার স্বষ্ট। সকল চরমে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে এই তোমার অভিপ্রায়—এই অভিপ্রায় অন্থসারে তোমার সকল কার্য, সকল নিয়ম, সকল ঘটনা। যেমন ঘন মেঘে আকাশ মধ্যে মধ্যে পূর্ণ হইয়া ত্রাদ উপাদন করে ও ঐ মেঘ বিগত হইলে আকাশ স্বাভাবিক রমণীয় মাধুর্য ধারণ করে এবং স্বৃষ্টির বদন খেন জ্যোতিতে আবৃত হয়, তোমার কার্য সেইরূপ। ষথমই দৃংথ প্রেরণ কর, তথন এই নিশ্চিন্ত যে এ দৃংথ স্থবের অগ্রবর্তী— ক্র দৃংথ স্থবের বর্ধক। ভোমার সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ প্রেম সর্বদা ধ্যান করিয়া ভোমার মঙ্গল ভাবের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস খেন দিন দিন বৃদ্ধি হয় ও বিপদ্ উপস্থিত হইলে ভাহাকে যেন সম্পদ্ জ্ঞান করিতে সক্ষম হই।

রাগিণী ঝিছিট।—তাল আড়া। বিপদ কে বলে বিপদ। বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥

তুমিহে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার, চরমে হবে নিস্তার, এ জন্ম বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, পাপের দারুল ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদ ঔষধ ধন, মন করি সংশোধন, করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাল, বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ॥
গীতাঙ্কুর।

৬ অধ্যায়। উপাসনা। রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

তব অর্চনার কি ফল। মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম বল।

ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন, লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল। শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব, চিত্তের সান্থনা শিব তোমাতে কেবল। মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ, কুপাকর ক্লপাশেষ, দেহ কুপাবল। গীতাঙ্কুর।

কি চমৎকার উত্থান ! চতুদিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, মৃত্তিকা শুক্ষ, মধ্য স্থলে হর্যজনক সরোবর, কোলাহল কিছু মাত্র নাই, পুষ্পের গন্ধ বায়্র সহিত মিলিড
—আহা ! এই স্থানই উপাসনার যোগ্য স্থান, এই স্থানেই আত্মার ভক্তি ও প্রেম
প্রকাশ কর । দিনমণি উদিত—কি স্কুলর জ্যোতি ! যদি এই জ্যোতি এত স্কুলর
তবে দেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি কত স্কুলর ও রমণীয়। ভাই ! তোমার সেই
গানটী গান কর ।

প্রেমানন্দ প্রেমে-আনন্দিত হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিশী বিভাস।—তাল আড়া। তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর!

স্ফত প্রকৃত ভন্ন সর্ব লোক শান্তি কর ॥

দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর, কোটি তারা কোটি স্প্রেধর দীপ্তিকর। নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ, কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর॥

স্থাতে তব বদন, সভ্য প্রেম প্রসরণ, বিকাশে হদি আকাশে যেন হিতকর। হলে পাপের বিনাশ, পুণা মুখে সপ্রকাশ, নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর। কুরুপা কুংসিতা রামা, তার জ্যোতি অন্তপ্মা, পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিত্তাকর।

সদা ভাবি তব জ্যোতি, দয়া কর মোর প্রতি, দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর॥

জ্ঞানানল ও প্রেমানল ছই জনে শান্তভাবে স্থালীন হইয়া পরমাত্মাতে আত্মা সমাধান করিতে লাগিলেন, বাক্য কিছু প্রয়োগ করিলেন না, কেবল করজোড়ে মন্তক নত করিয়া থাকিলেন। ধ্যানে তাঁহাদিগের আত্মা যেন স্বর্গ বিশেষ হই-তেছে, তাহা বদনেতেই ভাসমান হইল। বদন আত্মার আদর্শ, আত্মাতে যে ভাষ উদয় হয় তাহা বদনে কিছু না কিছু অবশুই প্রেরিত হয়। ভাতাছয়ের বদন ঐ সময়ে কি রূপ দৃষ্ট হইল পুভক্তি প্রেম, শুদ্ধতা ও নম্রতায় পরিপূর্ণ ও এই সকল ভাব একত্র হওয়াতে আত্মা ধারণ করিতে অসক্ত হেতু চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। রামানল এই সকল দেখিয়া স্বীয় জঘন্ততা চিস্তনে চিন্তিত হইলেন। কিছু কাল পরে উপাদনা সান্ধ হইলে রামানল জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! উপাদনা করা কি আবশ্যক ও উপাদনার ফল কি প্

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—এ প্রশ্ন অতি উত্তম এ সময়ের উপযোগী। উপাদনা দ্বিধি
—কতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ ও অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ। বাঁহারা ঈশরের
অতিম ও তাঁহার অদীম শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, ও নিয়ন্ত্য স্বীকার করেন—
বাঁহারা আত্মার অবিনাশিত্ব ও পরকাল বিশ্বাদ করেন, তাঁহারা অবশ্রুই স্বীকার
করিবেন যে ঈশর পৃজ্যতম ও তাঁহার প্রতি আমাদিগের ক্তজ্ঞতা ও ভক্তি বৃদ্ধি
করা কর্তব্য, কারণ তাঁহা হইতে আমাদিগের সকলি ও তিনি আমাদিগের দর্শ
মঙ্গল ও চিরমঙ্গল দাতা। যাহারা নান্তিক তাহাদিগের সহিত উপাদনার কথা
অত্যে কহা ব্যর্থ কিন্তু এমন এমন অনেক শুদ্ধ আত্মিক আছে যাহারা বলিয়া
থাকে উপাদনা অনাবশ্রুক ও কেবল বাহাড়ম্বর। এরপ অভিপ্রায়ে আত্মার

বংকিঞ্চিং ৩৬১

স্বাভাবিক ভাবের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। কারণ উপস্থিত হইলে আরাতে খেদ উদয় হইবে, আহলাদ উদয় হইবে, আশ্রেষতা উদয় ইইবে, কুভজ্ঞতা উদয় হইবে ও ভক্তি উদয় হইবে। কারণ উপস্থিত হইলে আত্মা বিধি বা নিষেধ মানে না—যাহা উদয় হইবে তাহা কিছু না কিছু অবশ্যই প্রকাশ হইবে। কপটতা অভ্যাদে আত্মার প্রকৃত ভাব কতক দূর লুকায়িত হইতে পারে কিন্ধু সময়ে নময়ে অবশুই প্রকাশিত হইবে। উপকার হইলে আত্মাতে কুভজ্জতা উদয় হইবে ও উপকারক যদি সাধু হয়েন তবে তাঁহার প্রতি ভক্তিও উদয় হইবে। যদি আমরা একটি মিট বাক্য শ্রবণ করি অথবা একটি সামান্ত উপকার প্রাপ্ত হই, তথন অন্তরে কি ভাব জন্মে? যে ভাব জন্মে তাহা রোধ করিলে করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি উপকারের পর উপকার ক্রমাগত প্রাপ্ত হই, তথন আত্মার ভাব প্রকাশ না করা অতি কঠিন। এরপ উপরুত ব্যক্তি অবশ্রুই মনে ভাবেন যে উপকারীর পদতলে গিয়া পড়ি ও যদি আমাকে বিক্রয় করিলে ঋণ পরিশোধ হয়, তাহাতেই আমি স্বীকৃত। যদি পরিমিত উপকার জন্ম আত্মার এই প্রকার ভাব, তবে অপরিমিত, নিরন্তর, অদীম ও অনন্ত উপকারের জন্ম আতার কত উচ্চ ও প্রগাঢ় ভাব হইতে পারে ? থাঁহারা তাঁহার অপার মহিমা ও মাঙ্গলিক অভিপ্রায় ধ্যান করেন না, তাঁহারা তাদশ ক্রতজ্ঞ না হইতে পারেন ও তাঁহা-দিগের আত্মার এরূপ অবস্থা বিকৃত অবস্থা অবশুই বলিতে হইবেক। যাহা বিকৃ**ত** তাহা স্বভাবের বিপরীত স্বতরাং ঈশ্বরের অভিপ্রায়েরও বিপরীত এবং যাহা অস্বাভাবিক তাহা অসাধারণ। কিন্তু যাহাদিগের এই বিকার নাই, যাহাদিগের আত্মার বৃত্তি ও ভাব সকল প্রকৃত রূপে পরিচালিত ও অভ্যাসিত হইতেছে, যাহারা ক্বতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমের দারা কি রূপে অবরোধ করিবে? কাহার শাধ্য যে বায়ুর ব্যঙ্গন নিবারণ করে ? কাহার দাধ্য যে বেগবতী শ্রোতম্বতীর গতি অবরোধ করে ? কাহার সাধ্য যে বজ্রের পতন স্থগিত করে ? কাহার সাধ্য যে ভাব ভারাক্রান্ত আত্মার স্রোভ শোষণ করে ? উপাসনা আবশুক বা অনা-বশুক এ বিবেচনা করা রুখা, কারণ আত্মা থাকিলেই ইশর জ্ঞান, ঈশর জ্ঞান মর্ব আত্মাতে মুক্তিত ; ও ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলেই, সে জ্ঞান অথবা সে ভাব প্রকা-শক এক প্রকার না এক প্রকার উপাসনা অনিবার্য। যদি উপাসনা আত্মার খাভাবিক ভাব, তবে উপাসনাতে আমাদিগের উপকার না অপকার সম্ভব ? আত্মার ভাব সকল অনুধাবন করিলে বোধ হইবে, যে উপকার জন্ম ক্তজ্ঞতা, কুৰজ্ঞতা জন্ম ভক্তি ও প্ৰেম, ভক্তি ও প্ৰেম জন্ম ক্ৰমশঃ উচ্চতা ও উচ্চতার আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। প্রমেশ্বর আপন অন্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশিত্ব

জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান মানব আত্মাতে প্রদান করিয়াছেন এবং কুপা পূর্বক মানব আত্মার বৃত্তি ও ভাব এমনি করিয়াছেন যে তাঁহা হইতে আমরা অন্তর না হই, তিনি যে পরিমিত স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার ব্যতি-ক্রম কিছু না করি ও যদি করি তবে একেবারে বিনষ্ট না হই, পুনর্বার তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আদিতে পারি। এ কার্য কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এ কেবল উপাদনার দারা হইতে পারে। উপাদনা আত্মার মাতৃত্বগ্ধ—উপাদনাতেই আত্মা বিকারশৃন্ত ও বলিষ্ঠ হয়। উপাসনাতে আত্মার বল কি প্রকারে হয় ? বল, জ্ঞান ও ধর্মের আধার ঈশ্বর। উপাসনা না করিলে তাঁহার সহিত বন্ধন থাকে না—দংযোগ থাকে না। উপাদনার দারাই তাঁহার দল্লিকর্ম হইতে পারি—তাঁহা হইতে বল, জ্ঞান ও ধর্ম আকর্ষণ করিতে পারি, নতুবা উন্মার্গ গতিতে ভ্রাম্যমান হইয়া ভ্রম ও চুঃথসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। উপাসনা ঘারাই যে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ থাকিতে পারে তাহা ঈশ্বরই মানব আত্মার প্রকৃত ভাবের অভ্রান্ত বাণী-তেই প্রকাশ করিতেছেন। বিপদে পতিত, অজ্ঞানতায় পতিত, শোকে পতিত, মোহে পতিত, পাপে পতিত, আশ্রয় বিহীন, উপায় বিহীন, চতুর্দিক অন্ধকার, কাহার নিকট আত্মা যাইবে—কোথায় শান্তি পাইবে ? এই সকল অবস্থায় আত্মা কি বিবেচনা করে যে কোথায় যাইব ? যেমন ব্যান্ত মুগশাবকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, শাবক প্রাণভয়ে অচিরাৎ মাতৃক্রোড়ে পলায়ন করে, দেই রূপ আত্মা দহমান হইলে অবিলম্বে ঈশ্বেতে ধ্যানাবৃত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মা সাধারণ অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও বিশেষ অবস্থায়ও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। ঈশর ব্যতিরেকে আত্মার আর আশ্রম নাই ; ঈশ্বরই আত্মার আত্মা—ঈশ্বরই আত্মার বল—ঈশ্বরই আত্মার জ্ঞান—ঈশ্বরই আত্মার গতি—ঈশ্বরই আত্মার মৃক্তি। যদি ঈশ্বর স্মরণ ব্যতিরেকে আত্মার আর অন্ত উপায় নাই, তবে আত্মার ঈশ্বকে স্মরণ করা স্বাভাবিক ও ঈশ্বর প্রেরিত কার্য। উপাদনা বন্ধন দারা আমরা অসীম ফল লাভ করিতেছি। কার্যক্রমে—ঘটনাক্রমে—আত্মাতে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। কখন ভয়, কখন অহঙ্কার, কখন মন্ততা, কখন ক্রোধ, কখন লোভ, কখন কাম, কখন মোহ, এক এক রিপুর প্রাবল্য ভয়ানক ও এক এক রিপুর আধিক্যে অদীম পাপ ও অমদল হইতেছে। যদি আত্মা ঈশ্বরকে স্থরণ না করে, বিনীত ভাবে ঈশ্বরের চরণে পতিত না হয় ও বিলগ্ন হইয়া তাঁহার মঙ্গল वांत्रिए भिक्न ना रुम्न, ज्रांव कि श्वकारत हे सिम्न मः मम हहेरव — कि श्वकारत वन ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে ও কি প্রকারে এই ভয়াবহ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে ? ঈশ্বর স্মরণে ও ধ্যানে যে আত্মার আশু শাস্তি তাহা আপন আপন আত্মার পরি-

যংকিঞ্চিং

চয়ে কে না জানে ? যখন কোন কারণ বশাং আত্মাতে মালিক জন্মে, সে মালিক কাঁহাকে ধ্যান করিলে আশু ভিরোহিত হয় ? যদি এক বার ধ্যানে এই ফল, তবে দর্বদা ও বিশেষ রূপে ধ্যানে কত ফল ? ঈশ্বর বিনা আ্রার মঙ্গল নাই—উপায় নাই—পরিব্রোণ নাই—উন্নতি নাই—হ্প নাই। কপাময় এই হক্ত উপাদনা অস্ত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি ভাল জানেন যে আমাদিগের জান ও ধর্ম পরিমিত ও আমরা বারদ্বার ভ্রমেতে, মোহেতে ও পাপেতে পতিত হইতে পারি এ জক্ত উপাদনাই আমাদিগের উপায়—উপাদনাই আমাদিগের অস্থ্য—উপাদনাই আমাদিগের অস্থিয়—উপাদনাই আমাদিগের স্বিলাদিগালী আমাদিগালী আমাদিগাল

পূর্বে বলিয়াছি যে উপাদনা ক্রভজ্ঞতা ভক্তি, অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশক। যে পর্যস্ত উপাসনা কডজ্ঞতাও ভক্তি প্রকাশক তাহা ব্যক্ত হইল ও উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাসনাতে আত্মার উন্নতি শাস্তি ও হব তাহাও বলিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্থ হইতে পারে যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি আমাদিগের অভাব ও প্রার্থনা সকলই জানেন ও আমাদিগের জন্ম তিনি তাঁহার নিয়ম পরি-বর্তন করিতে পারেন না, তবে আপন আপন অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ করা কি প্রয়োজন ? আর সকলের প্রার্থনা গ্রাফ্ হইতে পারে না। চোর চুরি করণ জন্ম প্রার্থনা করিতেছে ও গৃহস্থ আপন রক্ষার্থে প্রার্থনা করিতেছে; অথবা পর্ব-তোপরিস্থ কৃষক অনাবৃষ্টি ক্ষতি ভয়ে বৃষ্টির জন্ম প্রার্থনা করিতেছে ও পর্বতের নিম্নস্থ কৃষক অতি বৃষ্টির বিরামের জন্ম প্রার্থনা করিতেছে—কাহার প্রার্থনা গ্রাঞ্ হইবেক ? প্রার্থনা অভাব জন্ত, অভাব বাসনা জন্ত। বাসনা শ্রু মাহ্য নাই স্তরাং দকলেরই এক প্রকার না এক প্রকার প্রার্থনা অবশ্রই হইবে। প্রার্থনা তুই প্রকার। আত্মার উন্নতি জন্ম প্রার্থনা ও সাংসারিক হৃঃখ বিমোচন অথবা স্থ জন্ম প্রার্থনা। আত্মার উন্নতি ও শান্তি উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে সাংসারিক হুঃথ বিমোচন ও স্থ জন্ম কি আমাদিগের উপাসনা করা কর্তব্য ? যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাধীন সে সকল বিষয়ে তর্ক ও বিচার করিতে পারা যায় কিন্তু যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাতীত ও দে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারের কি আবশুক ? যথন আমরা ঈশবের সম্পূর্ণ অধীন ও তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, তথন তাঁহা ব্যতিরেকে কাহার নিকট আমরা আপন আপন অভাবব্যক্ত করিব ও কাহার নিকট আমরা প্রার্থনা করিব ? আত্মা অভাবের ভাবে পূর্ণ হইলে কি রূপে মৃক্ত হইবে ? আত্মা প্রপীড়িত হইলে আপন পীড়া প্রকাশ না করিলে কি প্রকারে সুস্থ হইবে ? অত-এব যাহার যে প্রবল বাসনা লে সেই বাসনা অবছাই প্রচার করিবে কিন্তু ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন ভাহাই করেন। তিনি আমাদিগের প্রার্থনা অমুসারে কার্য করেন না। তিনি আপন সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আমাদিগের মঙ্গল অনুসারে সকল কার্য করেন। আমাদিগের অনেক প্রার্থনা আপাততঃ মঙ্গল ও পরে অমঙ্গল—আমা-দিগের অনেক প্রার্থনা অচিরাৎ ভয়ানক হানি জনক কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শুভ, এ সকল প্রাথ না কি গ্রাহ্ম হইতে পারে ? তাঁহার নিয়মের এমনি মুশুখনতা যে যাহাতে মঙ্গল ও যে অবস্থার যাহা উপযোগী ও উপকারক তাহাই হইবে কিন্তু তাঁহার নিকটে দকল অভাব ও দকল প্রার্থনা প্রকাশ করা নিফল নহে। এরপ করাতে আত্মার চাঞ্চল্য বিগত হয়, ধীরতা জন্মে ও যাহা প্রাপ্য তাহার উপায় ক্রমে উপস্থিত হয় ও যাহা অগ্রাহ্ন তাহাও ক্রমে প্রকাশ পায়। ম্ষ্টির প্রকরণই এই যে বাসনাতে প্রার্থনা, প্রার্থনাতে উপায় চিন্তা, উপায় চিস্তাতে বিধেয় কার্য ও বিধেয় কার্যেতে সফলতা, যে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যদি বিধিপূর্বক যত্নবান হয় তবে সে অবশ্যই লাভ করিবে। দিবদাস ধন পাইবার জন্ম প্রার্থনা করেন। ধন লাভ জন্ম দিবদাদ বাটীতে বসিয়া কেবল রোদন করিলে অথবা স্বর্ণ মূদার থলি নিকটে কেহ আনিল কি না কেবল এই প্রত্যাশার থাকিলে কি হইতে পারে ? উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার এই বোধ হটবে যে আয় অনুসারে ব্যয় করা, অন্যান্ত লোক কি প্রকারে ধন পাই-য়াছে, ও যাহাদিণের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিণের ক্ষতি কি কারণে হইয়াছে এই সকল ভালরণে জানা ও আপনি পরিশ্রমী সত্যবাদী সৎ ও শান্ত হওয়া কর্তব্য। এই রূপ করিলে তাঁহাকে অক্সাক্ত লোক বিশ্বাদ ও সাহায্য করিবে এবং তাঁহার প্রার্থনা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক নিক্ষল হইবে না। সাংসারিক বিষয়ক যে সকল প্রার্থনা হয়, তাহার বিধি পূর্বক কার্য করিলে এক প্রকার না এক প্রকার ফল লাভ অবশ্যই হইবে। যে সকল প্রার্থনা ধর্ম বিরুদ্ধ সে সকল প্রার্থনা গণ্য ও গ্রাহ্য কখনই হইতে পারে না কিন্তু কুণাময়ের এমনি স্থন্দর নিয়ম যে মন্দ প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দ হয় ও প্রার্থক তথন মন্দ প্রার্থনা পরিত্যাগ করে এবং কি কর্তব্য তাহার চেতনা ক্রমে জন্মে। যথন আত্মা উপাদনার দ্বারা বলীয়ান হয় তথন উপাদনা আপনা আপনি ভিন্ন প্রকার হইয়া পড়ে।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেশ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। কঠ।

ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতজ্বে জানিয়া সংসারে তাবং অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করে না।

উপাদনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাদনাতে আমাদিগের অদীম মঙ্গল। আমাদিগের সকল প্রার্থনা গ্রাহ্ন হইতে পারে না, যাহা ঈশর ভাল জ্ঞান করেন, ষংকিঞ্চিৎ ৩৬৫

তাহাই গ্রাহ্য হয়। এক্ষণে দ্বিজ্ঞাস্ত ঈশ্বর কি আপন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন? ঈশবের নিয়মের পরিকার জ্ঞান আমাদিগের নাই। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য কারণের শৃদ্ধলায় বন্ধ। অন্বেষণ করিলে কতক-তিলি কারণ নির্ণাত হইতে পারে কিন্তু দকল কারণ দ্বির করা অদাধ্য। ইহলোক ও পরলোক সংবদ্ধ, ও সকল সংযোগ শৃদ্ধল কি রূপে আবদ্ধ তাহা আমর। জানি না। আর এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে ঈশবের নিয়ম ঈশবের ঈশব নহে, ঈশবই আপন নিয়মের ঈশব । যথন তিনি সর্বশক্তিমান্ তথন তাহার অদাধ্য কি? তিনি আপন নিয়ম পরিবর্তন না করিয়া অন্তুত কার্য করিতে পারেন এবং তাহার কোন কার্যে নিয়মের পরিবর্তন ও তাহার কোন কার্যে নিয়মের পরিবর্তন ও তাহার কোন কার্যে নিয়মের পরিবর্তন নহে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন।

জগতে অভুত ঘটনা হইতে:ছ। রোগী স্থপণ্ডিত বৈগ কর্তৃক পরিত্যক্ত— আরোগ্যের আশা নাই, দৈবাং কোন সন্ন্যাদী বা উদাদীনের জড়ি বা ভুম্মে আরোগ্য হইতেছে। দরিত্র বনে পড়িয়া আছে, অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়, এমত সময়ে কেহ না কেহ আসিয়া আহার প্রদান করিতেছে। ভ্রমণকারী মঞ্ভূমে ভ্রমণ করিতেছে, পিপাদায় প্রাণ যায়,জলপাইবার কোন দম্ভাবনা নাই, र्टीर शानोग्न প্রাপ্ত হইতেছে। বিষয়ী কার্য ক্রমে সময়ে সময়ে অর্থ বিহীন, অপুমানিত হয় এমত দম্য়ে দৈব্যোগে তাহার মান রক্ষা হইতেছে। কত কত लांक आगांभी कना कि आशांत कतित्व छाशांत किंडूरे छे पांत्र नारे ७ छे पांत्र বিহীন হইয়া চিন্তিত ইতিমধ্যে খাত্ম পাইতেছে। জীবনের প্রতি ঘ্রণা করিয়া ঘরের নার বন্ধ করিয়া কেহ জীবন বিনাশ করিতে উত্তত, অমনি কোন দূরস্থ বন্ধু যাহার আসিবার কোন সন্তাবনা নাই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ ভয়ানক ঘটন। নিবারণ করিতেতেছে। প্রশ্বার ধর্ম নইকরিবার জন্ম পাণী উগ্নত ও প্রস্তুত, অমনি তাহার মতির পরিবর্তন হইতেছে। কত কত লোক শুভ কার্য করণে আশ্রয় বিহীন ও তাহাদিলের সংকল্প নষ্ট হয় ইত্যবদরে কেহ না কেহ তাহা-দিগকে আশ্রন্ন প্রদান করিতেছে। এইরূপ ঘটনা অসংখ্য—প্রতিদিন ঘটতেছে। আবিশ্যক মতে অভাবনীয় বন্ধু উপস্থিত—আবশ্যক মতে অভাবনীয় উপায় প্রকা-শিত—আবশুক মতে অভাবনীয় দ্রব্যের লাভ—আবশুক মতে অভাবনীয় জ্ঞান বা ধর্মের উদ্দীপন। মূল কথা আমানিগের ধর্ম ঈগরের উপাদনা করা ও তাঁহার স্বভাব আমাদিগের কুপা করা। ঐ কুপা কথন সম্ভব, কথন অবস্তব রূপে অপিত হইতেছে। সকল প্রার্থনার উত্তর শীত্র পাওয়া যায় না। যে প্রার্থনার যে বিহিত উত্তর, দে বিহিত ক্লালে প্রেরিত হয়। দে উত্তর হয়তে। আত্মাতে উদয় হয়—

হয়তো ঘটনায় প্রকাশ পায়। অনন্তমনা হইয়া বিবেচনা করিলে এই স্থির হইবে যে কি ক্ষ্ম কি বৃহৎ দকল কার্যেতেই ঈশ্বর—তাঁহা ব্যতিরেকে কোন কার্য নাই —যাহার যে অবস্থার যাহা বিধেয় তাহাই ঘটে ও যাহা ঘটে তাহা দে অবস্থার উপধোগী ও মঙ্গল।

আমাদিণের এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া কর্তব্য ষে ঈশ্বর আমাদিণকে কথনই পরিত্যাগ করেন না —তিনি সকলকেই সমভাবে দ্যা করেন, আমাদিণের চিত্ত ও
কর্মান্ত্রদারে ফলাফল ও যে তাঁহার যথার্থ অন্তুগত, তাহার কিছু অভাব বোধ শ্ম
না—যাহার ভাব যত উচ্চ হইবে, তাহার অভাব তত বিগত হইবে।

যেমন আত্মা উচ্চ হয়—যেমন ঈশ্বর কি রূপ ও তাঁহার দহিত দশ্ব কি প্রকার, আত্মা অমর ও ধর্মই আত্মার দহগামী ও স্বস্তং ও ঈশ্বরই আত্মার আত্মা, আনন্দ ও স্ব্য,—যেমন এই জ্ঞান ও ভাবেতে আত্মা উচ্চ হয়, তেমনি উপাদনাও উচ্চ হইবে। যেমন দাকার পূজা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথমাবস্থা, তেমনি দাংদারিক বিষয়ার্থে উপাদনা উপাদনার প্রথমাবস্থা। যেমন আত্মার বাহ্ দৃষ্টি বিগত হইবে ও অন্তর দৃষ্টির বৃদ্ধি হইবে, তেমনি, আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে—

যেনাহং নামৃতা স্থাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। বৃহদারণ্যক।
যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব।
তথনই তেমনি আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে।
এষাস্থ প্রমা গতিরেষাস্থ প্রমা সম্পদেষোস্থ প্রমোলোক এযোস্থা প্রমানদঃ।
বৃহদারণ্যক।

ইনি এই জীবের প্রম গতি, ইনি এই জীবের প্রম সম্পদ্, ইনি ইহার প্রম লোক, ইনি ইহার প্রমানন্দ।

যাহাদিগের আত্মা উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা সাংসারিক অভাব বা স্থেবর জন্ত উপাসনা করেন না—তাঁহারা সে উপাসনাকে সামান্ত উপাসনা জ্ঞান করেন। তাঁহারা যাহাতে পাপ, হুর্মতি ও হুর্বলতা হুইতে বিরত হুইতে পারেন—যাহাতে আত্মা শাস্ত ও সমাহিত হয়, যাহাতে ঈশ্বর জন্ত ত্যাগী হুইতে পারেন, ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী, ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমী, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ইইতে পারেন—যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি বিশাস দৃট্টভূত হয় ও তাঁহার অপার মহিমা ও প্রীতি দর্শন ও ধ্যানোদ্ভব আননে আনন্দিত হুইতে পারেন—যাহাতে আত্মা দৈনিক উন্নতি সাধন করিতে ও ঈশ্বরের সন্নিকট হুইতে পারে, এই তাঁহাদিগের মৃথ্য উপাসনা। উপাসনার যে অনস্ত ফল তাহা ধার্মিকেতেই দৃষ্টি হুইত্রেছে। কোন্ধর্মপ্রায়ণ উপাসনাবিহীন ও কোন্ব্যক্তি ঈশ্বরেতে আত্মা সমান

স্থিকঞ্চিং - ৩৬৭

ধান না করিয়া ধর্মপরায়ণ হইতে পারে ? যে ধর্ম কর্ম ঈশ্বকেে আরণ, মূল ও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে হয় তাহা বল শৃক্ত ও আহায়ী।

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর অন্তের দ্বারা কার্য করান ও যে সকল লোক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও ঈশ্বর ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করান। এরপ কার্য ইহলোক ও পরলোকের উপকারক। গৃহীতা না থাকিলে দাতা হয় না ও দাতা থাকিলেই গৃহীতার আবশুক। কার্য না করিলে অভ্যাদ হয় না ও অভ্যাদ না করিলে উন্নতি সাধন হয় না। ইহ কালে যেমন সদভ্যাস অথের মূল, পর কালে তেমনিসদভ্যাদ অথের মূল। জ্ঞান ও ধর্ম যেমন লব হয়, তেমনি পরিচালিত ও বিস্তৃত না হইলে বৃদ্ধি হয় না—জ্ঞান ও ধর্মের যত ব্যয় হইবে ততই বৃদ্ধি হইবে এ জন্ম আত্মন্ত্রথ ও পরস্ক্থ এক জ্ঞান হওয়া আত্মার লক্ষ্য। পরপাপ বিমোচনে আপন প্রা বৃদ্ধি—পরত্বথ বিমোচনে আপন অথ বৃদ্ধি; যে পর্যন্ত আত্মন্তরিত্ব পরিত্যক্ত না হয় ও আয়ম্ব্য ও পরস্ক্য এক জ্ঞান না হয় সে পর্যন্ত আত্মা দেবত্ব প্রাপ্ত হয় না। শরীর ধারণ করিয়া এরপ অবস্থা হওয়া অতি কঠিন কিন্তু পরলোকবাদী দাধু ও দেবতারা প্রেমে সর্বদা বিগলিত, স্ত্রাং তাঁহারা যে আমাদিগের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত হইবেন তাহা কি অসম্ভব ?

প্রেমানন্দ করজোড়ে এই উপাসনা করিলেন। পরমকারুণিক পিতা! মানব কর্তৃক যে কিছু পুণ্য কত হয় তাহার ঘূলাধার তুমি। অধর্ম ও পাপ যাহা আমরা করি তাহা আমাদিগের মূঢ়তা বশাং—ভাহার মূলাধার আমরা। যে পরিমিত স্বাধীনতা দিয়াছ সেই পরিমিত স্বাধীনতার ব্যতিক্রমেই আমাদিগের অধর্ম ও পাপ উৎপন্ন হইতেছে। অধর্মে ও পাপে পতিত হইয়া চিরকাল তুঃখ ভোগ না করি এ জন্ত উপাসনা উপায়্ম কুপাপূর্বক প্রদর্শন করিতেছে। সাংসারিক স্থুখ ও ছঃখ যাহা যাহার বিধেয় তাহা প্রেরিত হইতেছে ও যাহার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা অবশ্রই হইবে। আত্মার উন্নতিই মূল্য লক্ষ্য। এক্ষণে এই প্রার্থনা করিতেছি —যে যখন ভোমার উপাসনা করি, তখন যেন একমনা হইয়া ভোমাকে বাহিরে ও অস্তরে দৃষ্টি করি—তখন যেন আত্মা অকপট ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, নম্রতা, পবিত্রতা ও ত্যাগে প্রাবিত হয়—তখন যেন আমাদিগের ইচ্ছা ভোমার ইচ্ছা-ধীন হয়—তখন যেন শক্র মিত্রকে সমভাবে দেখি—তখন যাহারা আমাদিগের অমঙ্গলকারী ভাহাদিগের মঙ্গল ইচ্ছুক হই ও এই ভাব সকল যেন নিরস্তর আমাদিগের সকল কার্যের উন্থোধক, নিয়ামক ও সম্পাণক হয়।

অধাায়। ঈশর কি প্রকারে উপাস্ত। রাগিণী থামাজ।—তাল মধ্যমান।

ন ও তুমি কেবল কানীবাদী, বিশ্বেশ্বর হে! বেখানে ভ্রমণ করি দেই বারাণদী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে, পরিপূর্ণ, প্রকৃত অরপূর্ণ। তুমি ত্রহ্মাণ্ড-নিবাদী॥
স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে দদা স্থা, ধন মান চাহি না হে শান্তি

বারাণদী কি অপূর্ব ধাম ! কত কত মন্দির—কত কত দেবালয় ! চতুর্দিক থেকে হর হর বিশ্বের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শৈব ধর্মের কি প্রাবল্য বিশ্বাদে কি না হয় ! বিশ্বাসই মূল।

রামানন্দ। মহাশন্ন ঈশ্বরকে উপদনা করিতে গেলে কি প্রতিমৃতির আবিখ্যক ? জ্ঞানানন্দ। যদাচানভূদিতং যেন বাগভ্যগতে। তদেব ব্রন্ন অং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। তলবকার।

ঘিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কথন ব্রহ্ম নহে।

যন্ত কংস্বদেক স্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকং। অতহার্থ বদর্ঞ তত্তাম সম্দাহতং। ভগবদ্ধনীতা।

আর প্রতিমা প্রভৃতি এক এক পদার্থে দম্পূর্ণরূপে প্রমেশ্বর আছেন অতএব ইনিই প্রমেশ্বর, এই রূপ নিশ্চয় যুক্ত অথচ অবান্তবিক এবং অধৌক্তিক তুচ্ছ যে জ্ঞান দে তামদ জ্ঞান

কিং স্বরতপদাং নৃণামর্জাযাং দেবচক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহর পাদার্জনাদিকং। শ্রীমন্তাগবতঃ।

প্রতিমাদিতে দেব বৃদ্ধি বিশিষ্ট অল্প তপঃ সম্পন্ন মন্ত্র্যদিগের সম্বন্ধে যোগেখর দর্শন, স্পর্শন, প্রশাম ও পাদার্জনাদি কি সম্ভাবিত হয় ?

যক্তাত্মবৃদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কল রাদিধু ভৌম ইজ্যধীঃ। যতীর্থবৃদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ্জনেমভিজ্ঞেরু সএব গোথরঃ। শ্রীমন্তাগবতঃ।

বাতপিত্তশ্রেম্ম শরীরে যাহার আরু জ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আর্থায় জ্ঞান, মৃত্তিকাবিকারে যাহার দেবতা ও জলের যাহার তীর্থ জ্ঞান এবং সাধু জনেতে যাহার সেই দকল জ্ঞান নাই দে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দভ স্বরূপ।

স্থামাস্থানং পরং মন্থা প্রমাস্থান্মেবহ, আস্থা পুনর্বহিষ্ণ্য অহোজ্ঞজন ভাজতা। শ্রীমন্তাগ্রতঃ। প্রভা তৃমি আত্মা তোমাকে পর (দেহাদি) জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস করিয়া অজ্ঞ লোকেরা এই দেহের মধ্যে নই আত্মার অবেষণ বাহির করে,—এ কি চমংকার!

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্তের নিকট শরাণার্থে উপাসনা করে, দে অতি অজ্ঞ যেহেতৃ কুর্রের লাঙ্গুল অবলংন করিয়া দাগর পার হইতে তাহার ইচ্ছা। শ্রীমন্তাগবত, স্বন্ধ।

এই প্রকার অনেক শ্লোক শাম্বে আছে কিন্তু যাহা উপরে উক্ত হইল চোহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রতিমার দার। উপাদনা প্রকৃত উপাদনা নহে। উপাদনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব-মজানতায় আবৃত থাকিলে, চন্দ্র, বৃষ্, বায়ু, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ঈশর জ্ঞান হইবে। ধেমন অজ্ঞানতা যাইবে তেমনি ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান वृक्ति श्हेरव ७ के छान वृक्ति क्रमणः উচ্চ উপাদনাতে প্রকাশ পাইবে। এই প্রকার मर्व ८ एटम इहेशा थाक किन्न ७ एमटम झेन्द्र विषय् क कान जालाहना विस्मय রূপে হইয়াছিল। যদিও জাতিভেদ স্বভাবতঃ বিপরীত ও হানিজনক কিন্তু এই জাতিভেদ জলুই বান্ধণেরা সর্বদাই জ্ঞান ও ধর্ম আলোচনা করিতেন কারণ এই তাঁহাদিণের প্রধান কর্ম ছিল। হোম, যজ্ঞ, উপবাদ, হটষোগ, রাজষোগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মনঃদংঘম দকলই পর কালে স্থথার্থে দকলই ঈধর লাভার্থে কৃত হইত। ষে স্থলে সাংসারিক স্থথ ত্যাগও অসীম কঠোরতা অভ্যাস ও ঈথর পাইবার জ্ঞ এত মগ্নতা সে স্থলে আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে অবশ্রুই উন্নত হইবে। বেদাদি পाঠে বোধ হয় প্রথমে ঋষিরা যদিও অবৈতবাদী ছিলেন, তথাচ তাঁহার। ঈশ্বরের উপাদক না হইয়া ভৌতিক প্রার্থের উপাদনা করিতেন—বায়ু, অগ্নি, সুর্য যাহা দারা বাহ্ন ইন্দ্রিয় আরুষ্ট হইত, তাহা ঈশ্বর গুণ স্বরূপে ঈশ্বর বোধ হইত। পরে যথন উপনিষদাদি প্রকাশ হইতে লাগিল তথন এ সংস্কার দ্রীকৃত হয়। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সভৃতি মুপাসতে। ঈশ।

থাহারা প্রমাত্মার শক্তিকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আরতি যে লোক তাহাতে গমন করেন।

উপনিষদাদিতে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক অনেক আশ্চর্য ও উচ্চ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই ঈশ্বর তিনি কিরূপ ও কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় এত-দ্বিয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, বোধ হয় তৎসাময়িক অক্টান্ত দেশের কোন গ্রন্থে দুম্প্রাপ্য।

কত দিন পর্যন্ত প্রতিমা পূজার প্রথা ছিল না তাহা দ্বির করা ভার। স্বরথ রাজা বনে সমাধির আদেশে ভগবতীর প্রতিমা বালুকায় নির্মাণ করত পূজা

প. র. ২৪

করিয়াছিলেন। কোন কোন মতে রামচন্দ্রও ভগবতীর প্রতিমা করিয়া পূজা করেন। যুধিষ্ঠিরের সময়ে এ প্রথা ছিল, পাওবেরা ও ভীম প্রভৃতি কৃষ্ণকে ঈথর জ্ঞান করিছেন। কৃষ্ণ কথন কথন শিবকে ঈথর জ্ঞান ও শিব কৃষ্ণকে ঈথর জ্ঞান করিছেন। কিন্তু শিব যোগী ও উপাসক রূপে বিখ্যাত ও বেদব্যাস যিনি কৃষ্ণকে শ্রীমন্তাগবতে ঈথর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তিনি আবার কৃষ্ণকে প্রব্রের উপাসক বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণন করেন—"ওরে শ্রিকৃষ্ণ) নির্মল জলে স্নান করিয়া শুক্ষ বাসন্বয় পরিধান পূর্বক যথাবিধি সম্বোগাসনাদি ক্রিয়া কলাপ সমা-পন করত অন্তুদ্যে অনলে আহুতি প্রদানান্তর বাগ্যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন"।

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানা ভাবে প্রতিমা উপাদনার প্রথা প্রচলিত হওয়া আশ্চর্য নহে ও যাহারা সরল চিত্তে এই উপাসনা করে তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের দেষ করা অকর্তব্য। এ দেশে দর্ব প্রথমে প্রতিমা উপাদনা হয় নাই—তবে ইহা কেন হইল ৪ অমুমান করি তন্ত্র উপনিষদের পর হয় কিন্তু পুরাণাদি ষে উপ-নিষদের পরে লিখিত হয় তাহা রচনার দারা ও রীতি নীতি বর্ণনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে। পুরাণ লেথকদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে আপামর সাধারণ লোক নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে অক্ষম একারণ তাঁহাকে অবতার রূপে বর্ণন ও কর্মকাণ্ডের বিধান না করিলে নান্তিকভার বৃদ্ধির সম্ভব। যে ঘটনা ঘটে তাহাতে কেবল মন্দ কথনই হয় না—তাহার আফুসংগিক দোষ গুণ অবশ্যই আছে। পুরাণাদিতে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের প্রশস্ততা অনেক থর্ব হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় ঈশবের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক লোক এখনও আছে যাহারা উপনিষদের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু পুরাণ প্রবণে অশ্রণাত করিবে। ঈশরের কার্য যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই উত্তম। যদি প্রতিমা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে, তবে ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্ত ? নতশ্য প্রতিমা অন্তি ষশ্ম নাম মহদ্যশঃ। শ্বেতাশ্বতর। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ যশ। তদেতৎ সত্যং তদমূতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌঘ্য বিদ্ধ। মাণ্ডক্য। তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার হারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য। তোমার আগ্রার ঘারাও তাঁহাকে বিদ্ধ কর। व्यक्तां जार्यां गाविगरमन (नवः मञा वीरता इवं: गारको क्रशंति। कर्छ। ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগে অধ্যাত্ম যোগে সেই প্রম দেব-তাকে জানিয়া হধ শোক হইতে মুক্ত হয়।

१९किकिर ७१३

অথাধাাত্মং যদেতদগক্ষতীর চ মনোনেন চৈতত্পশ্বরত্য ভীক্ষংসংকল্প:। কেন।
অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ এই, মন যেন ব্রহ্মের নিকট গমন করেন, মনের ছারা
উপাদক ব্যক্তি তাঁহাকে সমীপন্থ করিয়া শ্বরণ করেন, উপাদকের ইহাই সংকল্প।
তামাত্মহং যেতৃপশ্চন্তি ধীরান্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতবেষাং। কঠ।
তাঁহাকে যে ধীবেব। স্বীয় আতাতে সাক্ষাং দুষ্ট করেন ভাঁহাদিগের নিত্য শাস্তি

তাঁহাকে যে ধীরের। স্বীয় আত্মাতে দাক্ষাং দৃষ্ট করেন, তাঁহাদিগের নিত্য শাস্তি হয় অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

আ আনমেব প্রিয়ম্পাদীত। দ য় আত্মানমেব প্রিয় ম্পাত্তে ন হাস্ত প্রিয়ং প্রমান্ যুকং ভবতি। রুংদারণাক।

পরমাত্রাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্রাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কথন মরণশীল হয় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধ্য়া ন বছনা শ্রুতেন। যমেবৈষর্ণুতে তেন লভ্য-স্তব্যৈষ আত্মা বুণুতে তম্মুং স্বাং। কঠ।

অনেক উত্তম বচন দারা, বা মেধা দারা, অথবা বহু প্রবণ দারা, এই প্রমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে, পরমার। এরপ সাধকের সন্নিধানে আত্মন্তর্ন প্রকাশ করেন। উপরোক্ত উপ-নিষদ পাঠে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা দকলেরই গ্রাহ্ম হইবে। ঈথর চক্ষুর অগোচর, পৃথিবীতে যত শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম স্বতন্ত্র রূপে আছে তাহা একত্র করিলেও ঈপুরের শক্তি, জ্ঞান ও ধর্মের কণা মাত্র হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত জ্যোতি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য বিস্তীর্ণ তাহা একত্রিত হইলেও তাঁহার বিমল জ্যোতি, অদীম পবিত্রতা ও অমুপম স্থন্দরতার রেণুর স্বরূপ পরি-গণ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব প্রকারে, সর্বভাবে, সর্ব গুণে, সর্ব কালে অসীম অনন্ত সম্পূর্ণ। তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্যানেও পাওয়া যায় না—এমত অহুপমের প্রতিমা কে নির্মাণ করিতে পারে ? তিনি প্রমাত্মা—আত্মার আত্মা তাঁহার রেণু স্বস্থরপ এ জন্ম কেবল আত্মার দারা তাঁহাকে জানা যায়। তিনি ওতপ্রোত ও দগ্ধ দাক নিঃস্ত অগ্নির ন্যায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন রূপে সমস্ত স্ষ্টিতে আছেন অথচ স্বতন্ত্র এবং এক —তিনি আমাদিগের চেতন, শক্তি ও গতি, তাঁহা ছাড়া, কিছুই হইতে পারে না। মানব আত্মা অন্যান্ত বস্তু অপেক্ষা অতি স্কল্প বস্তু — মানব আত্মা ঐশ্বরিক শক্তি ও ভাবের অঙ্কুর ধারণ করে একারণ তাঁহার দহিত সংমিলিত হইতে পারে। আত্মার দারা পরমাত্মাকে কি প্রকার লাভ করা যাইবে? প্রিয় রূপে উপাদনা বারা-প্রমেশ্বের অদীম শক্তি, জ্ঞান, রূপা ও ক্ষমা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া তাঁহাতে প্রৈম, ভক্তি ও শ্রন্ধা অর্পন করিতে হইবেক— মধিক বচন

বা মেধা দারা প্রিয় রূপে উপাসনা হয় না। উপাসনা কালে ধদি আত্মাতে প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না উদয় হয় তবে দে উপাসনা শব্দাড়ম্বর। উপাসনার অহ্য কোন প্রকরণ নাই—"ধে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে।"
সত্য কথন দারা, মনের একাগ্রতা দারা, সম্যক জ্ঞান দারা, ক্ষণি দোয় যত্ত্র্মালতা দারা, হদগত সংশয় রহিত বৃদ্ধি দারা, শুদ্ধ জ্ঞান দারা, শুদ্ধতার দারা সেই "সর্বস্থাশরণং স্কর্মংকে" লাভ করা যায়*। অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য কামনা, শুদ্ধজান, শুদ্ধ ভাব ও শুদ্ধানারের আবশ্যক। কেবল জ্ঞান হইলেই হয় না।

নাবিরতো তুশ্চরিতারাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানশোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্রয়াং। কঠ।
যে ব্যক্তি তৃদ্ধ হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই,
যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয়
নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।
ঈশ্বর উপাসক হইতে গেলে যে বনে গমন করিতে হয় এমত নহে।

মৌনার স ম্নির্ভবতি নারণাবসনামুনিঃ। মহুঃ।
মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ ম্নি হয় না, অরণা বাস প্রযুক্ত কেহ ম্নি হয় না।
সংসার বন অপেক্ষা আত্মোন্নতি সাধনের অধিক উপ্যোগী। বনেতে আত্মার
সন্তাবের উদয় ও ধারণ হইতে পারে কিন্তু সংসারে সেই সকল ভাবের কার্য ও
পরীক্ষা ও প্রগাঢ়তা জ্নে।

তপস্থা দারা চিত্ত শুদ্ধ হয় কিন্তু তপস্থা কি ?

ষে পাপানি ন কুর্কন্তি মনোবাক্ কর্ম বৃদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্ত শোষণং। মহুং।
বাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম ও বৃদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, দেই মহাত্মারাই
তপস্তা করেন; বাঁহারা শরীর শোষণ করেন তাঁহারা তপস্তা করেন না।

ন কায় ক্লেশ বৈধুৰ্য্যং ন তীৰ্থায়তনাশ্ৰয়ঃ। কেবলং তন্মনো মাত্ৰ জয়েন সাহ্যতেপদং। যোগবাশিষ্ঠ।

 ^{*} দজ্যেন লভা ত সা হেত্ব পাত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন—মপ্ত্ক ।
 হৃদা মনীষা মনসাভিক্প্রোষ এনমেবিধিবৃত্তমূতাতে ভব্তি।—কঠ।
 ঘৎপশুতি যত্তয়ঃ ক্ষীণ্দোষাঃ।—মপ্ত্ক ।
 জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সন্ধৃত্ত তং পশুতে নিফলং ধ্যায়মানঃ।—মপ্ত্ক।

কায় ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানশ্রয় এতহারা ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না, কেবল মনোজয় দ্বারাই পর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

আত্মার দারাই পরমাত্মার প্রক্বত উপাসনা। উপাসনায় বিশ্বাসই মৃল—ভক্তিই
মূল। যেমন বিশ্বাস ও ভক্তির বৃদ্ধি, তেমনি জ্ঞানের বৃদ্ধি, তেমনি জ্ঞাত্মপ্রসাদ
লাভ—তেমনি জ্ঞানন্দের বৃদ্ধি। "ভগবিষয়া ভক্তি অন্ত ভক্তির তুলা নহে, ভগবানের প্রতি ভক্তি যোগ বিহিত হইলে তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান
উৎপন্ন করে, সেই ভক্তি যোগ একান্ত তুর্লভ নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্থিত হইন্থা নিত্য
শ্রবণ ও জ্বায়ন করে তাহার সম্বন্ধে ভগবান জ্বাত্তের কথা জ্ঞাশ্রম করিয়া
তাহা জ্বিরেই উৎপন্ন হয়।" শ্রীমন্তাগবত ৪ ক্ষম।

"অপর দান, তপস্থা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এ সকল ভগবানের প্রীতির কারণ নহে, কেবল নিদ্ধাম ভক্তির দারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অক্ত সকল নাট্যমাত্র।" ৭ স্কন্ধ।

প্রেমানন্দ—"হে কুপাময় এই কুপা কর যে আমাদিগের মানসিক ও দৈহিক বৃত্তি সকল তোমার কার্যে সদা নিযুক্ত থাকে। আমাদিগের বাক্য আপনকার গুণ কীর্তনে রত থাকুক, আমাদিগের শ্রবণ আপনকার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদিগের হস্ত আপনকার কর্মে ব্যাপৃত হউক, আমাদিগের মনঃ আপনকার চরণারবিন্দ স্মরণে নিবিষ্ট থাকুক, আমাদিগের মন্তক আপনকার নিবাসভৃত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদিগের দৃষ্টি আপনকার মূর্তি স্বরূপ সাধ্জনের দর্শনে তৎপর হউক।" যে শাস্ত সমাহিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া তোমাতে আত্মা সমাধান পূর্বক প্রীতির সহিত উপাসনা করে সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করে ও দে যে আনন্দ লাভ করে তাহাতে তাহার এই বিশ্বাস দৃদীভৃত হয় বে তুমি "আনন্দময়"—তুমি "গুলং জ্যোতিষাং জ্যোতি," তুমি—"সত্যং শিবং স্কলরং গুলমপাণবিদ্ধং" ও আত্মা ও পরমাত্মার ব্যবধান ও সংযোগের শৃঙ্খল কেবল প্রেমার্দ্র ভক্তি এবং নিরস্তর প্রেমার্দ্র ভক্তিতেই নিরস্তর অন্তঃশীতনতা*।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না, হৃদয়ের ধন ! কেবল সফল মোর তব আরাধনা। প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত, হলে ভোমায় অপিত, পুরিবে বাসনা। যত স্থেহ প্রেম ধরি, কুণা করি লও হরি, আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা॥

[🌞] অন্তঃশীতলতা যামৌ সমাধি রিতি কথ্যতে। যোগবাশিষ্ঠঃ।

৮ অধাার। পরমেখনের প্রতি বিখাদ। রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল বাঁপতাল।

মনতো হুৰ্বল নহে যদি থাকে প্ৰকৃত। পাপেতে হুৰ্বল মতি পাপ করে বিকৃত। পরিকার সংস্কার আবিকার হে কত। নিরঞ্জন সম্বতন মনে হয় আবৃত॥ সার জ্ঞান দ্ব জ্ঞান সদা মনে উদিত। স্থষ্টি কার্য সব ধার্য বিনাচার্য গৃহীত॥ ভব ভাব বার্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দ্বিত। সারভাব শুদ্ধভাব ভাবেতে হয় ভাবিত॥ ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত। করি পায় ত্রাণ ভোগে স্থ্য অচ্যুত॥

ওলো মোশায় মাথা মৃড়িয়ে যাও—মাথা ভূক গোঁপ সব বেশ করে কামিয়ে দেব, আমি বেণী ঘাটের সরদার নাপিত। এ মাই বাপ ! তোমার! কোন পুরোহিত ? হামকো পুরোহিত কর—হামারা বহুত যজমান।

রামানন। যা যা বেটারা বিরক্ত করিদ্নে।

জ্ঞানানন্দ। কটুবাক্য কহিও না —কেবল বল মন্তক ম্ওনে ও প্রাদ্ধ করণের আবশ্রুক নাই। সম্মুথে বেণীবাট—আক্বরশা নির্মিত তুর্গ এই, ইহার ভিতরে অক্ষয়
বট, ভরন্বাজের আশ্রম কিঞ্চিং দ্র। প্রয়াগ স্থান উত্তম, ক্পের জল উপাদেয়।
স্মর্থ অন্তমিত হইতেছে, শুতুরও পরিবর্তন, পুনরায় স্থ্য উদয় হইবে, পুনরায়
বিগত ঋতু আদিবে। আত্মাও ইহলোকে অন্ত হইয়া পরলোকে উদয় হইবে ও
বিগত ঋতুর ক্যায় সেখানে পুনঃ প্রকাশ হইবে। ঈশ্বরের এক এক কার্য কত
প্রকার উপদেশপ্রদ তাহা বলা যায় না। যাহার যেরপ চিত্ত ও ভাব সে সেই রূপ
গ্রহণ করে।

এই সকল কথা হইতেছে, ইতি মধ্যে এক জন ভদ্রলোক নিকটে আসিয়া নিরী-ক্ষণ করত বলিলেন—বোধ হয় আপনারা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন, যদি অবস্থিতি করিবার স্থান স্থির না হইয়া থাকে, তবে অন্প্রাহ্ করিয়া আমার বাটীতে আইলে আপ্যায়িত হইব।

জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ ও রামানন্দ তংক্ষণাৎ দশত হইয়া ঐ ভদ্রলোক সহিত চলিলেন ও কিছু কাল পরে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া দকলে একত্র বদিলেন।
বাটী অতি স্থনিমিত, দশ্বে প্রশন্ত ভূমি ও উত্থান, দক্ষিণদিক্ মৃক্ত,—স্থশীতল
বায়ু বহিতেছে। যাহাদিগের চিত্ত এক প্রকার তাহারা মিলিত হইলেই আনন্দ
আপনা আপনি উদয় হয় ও যেমন বহু নদী একত্র হইলে ও বহু আলোক মিলিত
হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয়, দেই রূপ ঐ প্রকার লোকের সমাগম হইলে একই চিত্ত
প্রকাশ পায়। পরম্পের আলাপে সকলেই আহলাদিত সরল ও মৃক্তমনা। যথন

চিত্র অকাপট্যে পূর্ণ তথন পরস্পার নিগ্ঢ় তত্বাসুসন্ধান করা ও পরিচয় দেওয়া অনিবার্য।

জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাস। করিলেন—মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় পাইতে বড় ইচ্ছুক।
অন্তগ্রহ করিয়। আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত বলুন। ঐ ভল্লোক বলিলেন—আমার
নাম নিত্যানন্দ ও আমার নিকটে যিনি বদিয়াছেন তিনি আমার অন্তৃত্ব, ঠাহার
নাম সদানন্দ। কিন্তু এক্ষণে উপাসনার সময় অতএব যদি অনুমতি করেন তবে
আমরা বাটীর ভিতর যাইয়া পরিবারের সহিত উপাসনা করি, তংপরে জ্ঞাপনাদিগের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিব।

क्कानानक विलितन-वाभनाता माधू।

এতজ্জ্যেং নিত্যমেবাত্মনংস্থং নাতংশরং বেদিত্যবং হি কিঞ্চিং। শ্বেতাশ্বতর। আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে প্রমাত্মা, তিনিই জ্ঞানিবার যোগ্য, তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

নিত্যানন্দ ও সদানন্দ অন্তঃপুরে গমন করিলে, জ্ঞানানন্দ বলিলেন, ভগবানের কি কপা! সাধু সঙ্গ অমূল্য ধন। যাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি ইনি প্রকৃত ঈথর-পরায়ণ, ইহার সহিত আলাপে বিস্তর স্থধা প্রাপ্ত হইব।

রামানন্দ বলিলেন আমি আপনকারদিণের সহিত আদিয়া কি স্থা হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়! বলবো কি ? স্ত্রী পুত্রের মুথ দেখিতাম না— তাহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, সেই সকল কথা গুলি এক একবার শ্বরণ হয় আর মন সন্তাপে জলে উঠে।

জ্ঞানানন্দ। রামানন্দ। স্থির হও; ঈশ্বর ধ্যান ও উপাসনাতে অসদ্ভাব বিগত হইবে ও আত্মা অনুতাপ বারির সিঞ্চনে মনোহর পুণ্যভাবে প্রস্কৃটিত অবশুই হইবে। প্রেমানন্দ আইস আমরাও উপাসনা করি।

রাগিণী স্থহিনী।—তাল মধামান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট, তথাপি না ত্যাগ কর রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান ; ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান ; সান্তনা স্থধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া ; দিয়া স্বীয় পদ ছায়া ; কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥
ধন্ত তোমার ক্ষমা, ধন্ত তোমার দয়া, ধন্ত তোমার সহিষ্ণুতা। পৃথিবীতে কি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে। কত অশ্রাব্য অকথ্য কার্য লোকে বারম্বার করিতেছে।
এই সকল দেখিয়া, এই সকল জানিয়া, এই সকল সহিয়া যথাবিহিত উপায়ে

তাহাদিগকে পরিত্রধণ করিতেছ। আমাদিগের কি দাধ্য যে তোমার পতিত-

পাবন গুণের বর্ণন করি। কি স্কলনে, কি পালনে, কি রক্ষণে, কি তারণে, তোমার আনন্দ সম আনন্দ—কৃপাময়। ঐ আনন্দের কণা মাত্র প্রেরণ কর যে তাহা পাইয়া আমরা জীবনের সাফল্য লাভ করি।

নিত্যানন্দ অমুজ সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বিশেষ আতিথ্যের পর আপন কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের আদিম বাদ মুরশিদাবাদ। নবাব সরকারে পিতা রায়রেঞে ছিলেন, তিনি ঘোর পৌত্তলিক ও দেবতাদিণের নিকট কেবল সাংসারিক স্থথের প্রার্থনা করিতেন। আমরা হুই সহোদরে নিজামত স্কুলে পড়িতাম কিন্তু পিতার ঐশ্বর্যে সদা মত্ত থাকিতাম—সদা মনে ভাবিতাম পিতার বিয়োগ হইলে অসীম ধন পাইব, বিদ্যা শিক্ষা করা বড় আবশুক নাই। পিতা বহু ব্যয় করিয়া আমাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা করান, ভাহাতে কেবল "নেতি নেতি" জ্ঞান হইল অর্থাৎ এ কিছু নয় ও কিছু নয় এই জানিলাম কিন্তু কি ভাল কি কৰ্তব্য তাহা যদিও কিছু জানিলাম সে জানা কেবল নাম মাত্র হইল। কখন মনে হইত ঈশ্বর আছেন, কথন মনে হইত ঈশ্বর নাই, কথন মনে হইত এ সকল চর্চা করা মিথ্যা। যে সকল বিষয় জানিলে লোকের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায় এবং অহংকারের ও অভিমানের তৃপ্তি হয়, দেই দকল জ্ঞানে মনোনিবেশ হইত। স্থানে স্থানে সভা স্থাপিত হইল, সেই সকল সভাতে যাইয়া বক্তৃতা করত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতাম। সত্যের প্রতি মন যাইত না, আপন জেদ যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই করিতাম। আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত শুনিলে রাগেতে পরিপূর্ণ হইতাম ও মেজ আঘাত করিয়া এমনি তর্জন গর্জন করিতাম যে অনেকেই আমার মতে মত দিতেন। কি প্রকারে সকলে আমাকে বিদান ও সর্বজ্ঞানবেতা বলিবে এই আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, বাস্তবিক কোন বিষয়েই আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আপন অহংকার জন্ত এটি কখনই স্বীকার করিতাম না। ধর্ম বিষয়ে অতি হুর্বল ছিলাম—কেবল লোক ভয়, ঈশ্বর ভয় কিছুমাত্র ছিল না। গোপনে অনেক অধর্ম করিতাম ও ধার্মিক লোক অমুসন্ধান করিলে অস্বীকার করিতাম। পদে পদে মিথ্যা না বলিলে অধর্ম রক্ষা হয় না। আমার যেরপু মনের ভাব সেই রূপ অনেকেরই ছিল—আমরা সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলাম। অহংকার ও মত্ততায় এমনি পরিপূর্ণ হইলাম থে নিকটে কেহ ধর্ম কথা কহিলে, মনে হইত এ ব্যক্তি বুঝি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে এজন্ত তাহাকে বলিতাম—তুমি নিন্দক, তুমি পাজি, তুমি ষামাদিগের মানি কর, তোমাকে চাবুক মারবো, তোমাকে গুলি করবো।

খংকিঞ্চিৎ ৩৭৭

এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস পিতা ডাকাইয়া অনেক অন্থবোগ করিলেন। পিতার কথা শুনিয়া প্রজ্জালিত ক্রোধে বলিলাম—মহাশায় বা শুনি-য়াছেন তাহা সকলই মিথ্যা, যাহারা বলিয়াছে তাহাদিগের নাম চাই—আপ-নাকে তাদের নাম দিতে হবে। পিতা বলিলেন বাবা, আমি কাহার নাম দিব ? সমস্ত দেশ শুদ্ধই বলিতেছে, নাম দিতে গেলে তুই দিস্তে কাগজেও ধরিবে না।

পিতার কথা শুনিয়া দে স্থান হইতে মশ মশ করিয়া চলিয়া গেলাম। বাটীতে তুই তিন দিবস আহার করিলাম না। পরে মাতা আমাকে আনয়ন পূর্বক পিতাকে বলিলেন, পুত্রকে আর অনুযোগ করিও না, ও যাহা হউক, আমার তাপহারক, যদি দোষ হইয়া থাকে তো কালেতে যাইবে। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার কাল হইল। বিষয় বিভব প্রচুর ছিল, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত किছूरे तका रहेल ना, क्रांस अन-शार्म यक रहेरा नाशिनाम। य मकन वक्कत সহিত ধর্মবন্ধন নাই, তাহারা ত্রথের সময় কথনই দৃষ্ট হয় না, হয়তো কেহ কেহ শক্রতা সাধন করে। বিষয়চ্যত হওয়াতে আমার চেতনা হইতে লাগিল; তথন স্ত্রী ও অন্তজ্ঞকে নিকটে আনাইয়া বলিলাম এত দিনের পর ঘোর বিপদে পড়ি-লাম—উপায় কি ? ভদ্রাসন হন্তান্তর হইবে, কল্য কি আহার করি এমন সম্বতি নাই। স্ত্রী উত্তর করিলেন আমি লোক গঞ্জনায় ও মনের হুংথে মিয়মাণ ও যদিও তোমা কর্তৃক অপমানিত ও তাড়িত হইয়াছি তথাচ সর্বদাই সেই অনাশ্রয়ীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যাহা সত্য ও ধর্মতঃ তাহাই কর ও ক্লেশ ও তুঃথ যাহা হইবে তাহা ঈশ্বরকে শ্বরণ পূর্বক অপরাজিত চিত্তে বহন করিতে হইবে। অত্নজ বলিলেন দাদা। পিতার অদীম বিভব ষে ভোমা কর্তৃক নষ্ট হই-য়াছে তাহার জন্ম আমার কিছু বক্তব্য নাই—যদি এই ধন নাশে তোমার চিত্তের মঙ্গল হয় তাহাতেই আমার অনেক ধন লাভ। স্ত্রী ও অন্থজের কথা শুনিয়া আমি নয়নের জল ধারণ করিতে অসক্ত হইয়া বলিলাম—অরে ! আমি কি নরা-ধম জিনমাছিলাম। আমার জীবনে ধিক, আমি পণ্ড হইতে জঘক্ত-কীট হইতে জঘন্য—আমার মত পাপী ববি আর নাই—যদি এখন মৃত্যু রূপা করে তবেই পরিত্রাণ পাই।

অমুজ বলিলেন দাদা স্থির হও।

অপরা ঋথেদো যজুংর্বেদঃ সামবেদোথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো-জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগন্যতে। মৃত্তক।

ঝ্রেদ, যজুর্বদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ,

धृना नहे।

এ সম্দর অশ্রেষ্ঠ বিভা। যাহার দারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ

মাহং ব্রন্ধ নিরাক্র্যাং মা মা ব্রন্ধ নিরাক্রোদনিরাকরণমন্ত।
ব্রন্ধ আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।
তিনি আমা কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। উপনিষদ।
এই তৃইটী উপদেশ শুনিবা মাত্রেই আমার মনে একেবারে সংলগ্ন হইল—আমি
কিঞ্চিৎ ভাবিতে লাগিলাম ও যত ভাবিলাম ততই এই উপদেশের সত্য পরিকার
বোধ হইল। সকল ভাল কথা সকল সময়ে গ্রাহ্ণ হয় না কিন্তু বিশেষ বিশেষ
সময়ে ঐ সময় অন্থ্যায়িক হিত বাক্য মন যেন দৌড়িয়া গ্রহণ করে। সকল
বিল্যা অপেক্ষা যে বিল্যা দারা ঈশ্বরকে জানা যায় ভাহাই শ্রেষ্ঠ বিল্যা ও ঈশ্বর
আমাদিগকে কথন পরিত্যাগ করেন না অত্রব আমাদিগের কর্তব্য তাঁহাকে
ত্যাগ না করা—তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি যাহা করেন তাহাতে
নির্ব্ত হওয়া, কেবল এই ভাবেতে মগ্ন হইয়া সাতিশয় প্রেমেতে অফুজকে
আলিন্ধন করিয়া বলিলাম—ভাই। তুমিই আমার গুন্ধ, ইচ্ছা হয় তোমার পায়ের

মানব স্বভাব এই যে, বয়সে সম্পর্কে অথবা পদে ছোট ব্যক্তিদিগের কর্তৃক ভালকথা কথিত হইলেও অহঙ্কার বশাৎ কথা প্রায় গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমার তৎকালে এই জ্ঞান হইল যে

যুক্তিযুক্তম্পাদেয়ং বচনং বালকাদিপি।

অন্তং তৃণমিব ত্যাজ্যাসপ্যুক্তং পদ্মজনা।। যোগবাশিষ্ঠ।

বালক যতপি যুক্তি মত বাক্য কহে তাহাও আদর পূর্বক অবশু গ্রহণ করা উচিত

কিন্তু অযুক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ত্যায় ত্যাগ করা কর্তব্য।

আমাদিগের এই সকল কথা হইতেছে ইতি মধ্যে পল্লীস্থ এক ব্যক্তি আদিয়া
বলিল যে ভ্রাসন যাহার নিকট বন্ধক আছে সে আদালতের লোক সহিত
কল্য দথল লইতে আদিবে। এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক কাল অস্থির হইলাম পরে
মনেতে আশু উদয় হইল যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর,—তিনি কথনই পরিত্যাগ
করিবেন না। পত্নী ও অহজের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম যে
রাত্রির মধ্যেই ভ্রাসন ত্যাগ করা কর্তব্য কিন্তু কোথায় যাই—পল্লীতে এমত
কেহ আত্মীয় নাই যে স্থান দেয়। আমাদিগের ত্রবস্থা দেখিয়া কেহ নিকটে
আইদে না—কেহ কিছু তত্ত্ব করে না। যা করেন ঈশ্বর, তিনি কথনই পরিত্যাগ
করিবেন না—এই আমরা সকলে বলিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে

অবসান হইল, কুঞ্পক্ষের তিথি-রাত্রি ঘোর অন্ধর্ণার, আকাশ মেঘেতে আচ্ছন। গৃহে কিছু মাই যে আহার করি, কেবল একটু ছল পান করিয়া আমর। मकत्न वाहित रहेनाम। किछुहे जवाािक हिन मा तथ मत्त्र नहे, याहात तथ वस গাত্রে কেবল সেই সম্বল। স্ত্রীর যাহ। অলঙ্কার ছিল ভাহা সকলই বন্ধক বা বিক্রয় করিয়াছিলাম, কেবল তুই হতে তুই গাছি পিতলের বালা ছিল। সদর রাকা দিয়া না ধাইয়া গলি ঘুজি দিয়া ঘাইতেছি, মুখেতে বস্ত ঢাকা যেন কাহার দহিত দেখা না হয়—কাহাকে কিছু পরিচয় না দিতে হয়, বুই তিন ক্রোশ ঘাইয়া পরী প্রান্ত হইলেন। একে ভদু কলা, এতাদৃশ ক্লেণ ভোগ কথন করেন নাই, তাতে পূর্ণগর্ত্ত। অধিক পরিশ্রেমে অসক্ত। চলিতে চলিতে একটি বুক্ষের তলায় বিষয়। পড়িলেন অনুজ আপন বস্ত্র দিয়া বায়ু ব্যাঙ্গন করিতে লাগিলেন। পত্নীর কাত-রতা দেখিয়া আমার চক্ষের জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল ও মনে করিলাম এই ষন্ত্রণার মূল আমি—আমার মৃত পাপী আর নাই। হৃদয় তাপেতে ও তুঃথেতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল ও উধের্ব দৃষ্টি পূর্বক বলিলায—নাথ ! আমি অতি নরাধম আমার আর কেহ নাই কেবল তুমিই আছ, যা কর তুমি। অহুজ আমাকে চিস্কা যুক্ত দেথিয়া বলিলেন — দাদা স্থির হও, কোন ভয় নাই, ঈশরের প্রতি বিশাদ কর। কিছু কাল পরে পত্নীর শ্রান্তি দূর হইল। এদিকে প্রভাত হয় এমত সময়ে একটি ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে যাইয়া রহিলাম। পত্নী ও অভুজকে বলিলাম তোমরা এখানে থাক, আমি গ্রামের তিতর যাইয়া যদি কিছু ভিক্ষা পাই তবে অত আহার হইতে পারিবে। অমুদন্ধান করিয়া জানিলাম যে হরিমোহন বাবু বড় জমিদার ও ধনাত্য। প্রত্যাশায় ধাবমান হইয়া তাঁহার নিকট ঘাইয়া দেখি-লাম বাবু উচ্চ গদির উপর বদিয়া গুড গুড়ি ভড়র ভড়র করিয়া টানিভেছেন ও ক্রমাগত চীৎকার করিতেছেন—গুকে ধর, একে বাঁধ, ওকে মার, চতুর্দিকে পাইক, গমন্তা, প্রজা, দকলই ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে, কাছারি যেন দাক্ষাৎ যমা-লয়। আমি নিকটে যাইলে বাবু জিজ্ঞাদা করিলেন, কেরে তুই ? আমি বলিলাম —ভিক্ষক, বড় ক্লেশ পাইতেছি কিঞ্ছিৎ ভিক্ষার জন্ম আসিয়াছি। দূর ! দূর ! নেকাল দেও, নেকাল দেও, বেটা আমি কি বাপ মার শ্রাদ্ধ কর্তে বদেছি যে তোকে ভিক্ষা দিব ? অমনি দৌবারিকেরা আমার গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দিল। অতিশয় অপমানিত হইয়া বলিলাম—ভগবান্। মান প্রাণ সকলই তোমার হাতে, যা কর তুমিই--এ অপমান ক্ষুত্র অপমান কিন্তু পাপ করণের অপমান যেন আর না ভুগিতে হয়। এই রূপ ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে করিতে উপায় চিন্তা করিতেছি, ইত্যবদরে হুইজন পথিক পরস্পর বলাবলি

করিয়া ঘাইতেছে—হরপ্রসাদবাবু কি দয়ালু—দরিদ্রের মা বাপ ! এই কথা ভনিবা মাত্রে আমি জিজ্ঞাদা করিলাম ভাই হে। হরপ্রসাদবাবুর বাটী কোথায় ? তাহারা বলিল, ঐ যে মন্দির দেখিতেছ ভাহার উত্তরে। অমনি আন্তে ব্যস্তে উক্ত বাবুর ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া জানিলাম যে তিনি কার্যক্রমে স্থানাস্তরে গমন করিয়াছেন, তুই তিন দিবস আসিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে আমার জন্ত তুংথের রাশি সঞ্চিত আছে, আমার যেমন কর্ম তেমন ফল অব্ভাই হইবে, কিন্তু ঈশ্বর কথনই ত্যাগ করিবেন না। বেলা চারি পাঁচ দণ্ড হইল, রবির প্রথর উত্তাপ, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া দেই ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে আদিয়া স্ত্রী ও অমুজকে সকল কথা বলিলাম। পত্নী কাতর হইয়া বলিলেন—নাথ! তোমার হুঃগ দেখিয়া আমি অতিশয় তুঃখিত হইতেছি—আমার জন্ত কিছু চিন্তা করিও না, স্ত্রীজাতি অধিক ক্লেশ বহন ও সহা করিতে পারে, এক্ষণে দেখ যে আমার চুই গাছা পিত-লের বালা বিক্রয় করিয়া কিছু পাইতে পার কি না। অমুজ বলিলেন যে কীট প্রস্তর মধ্যে, যে পক্ষী বায়ুস্থ, যে জীব গর্জ সকলেরই ভরণ পোষণ হইতেছে— অনাহারে কাহারও দিন যায় না। যে অবস্থাতেই পতিত হই ঈশ্বর কথনই ত্যাগ করেন না। যেমন অনুজ সর্বদাই ধর্ম চর্চা করিতেন তেমনি পত্নীও তাঁহার পিতা কর্তৃক অনেক ধর্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ছুই জনের সহিত কথা বার্তাতে হঃথ বিশারণ পূর্বক এক এক বার বোধ হইতে লাগিল আনন্দের জ্যোতি চিত্তেতে প্রেরিত হইতেছে ও ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইতেছে। স্থরধুনী সন্মুথে, উদক আনিয়া মুথ প্রকালন করিয়া সকলে প্রমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিলাম। উপাসনা কালে সকলের অন্তরে যেন কেহ বলিতেছে—"ঈখরের প্রতি বিখাস কর, আনন্দ লাভ অবশ্রুই হইবে।"

উপাসনানন্তর আমরা সকলে স্থাসীন হইয়া প্রস্পরের প্রতি প্রেমেতে পূর্ণ হইলাম ও বৈর ভাব যে কেমন তাহা দেখিলেও বিশ্বাস হইত না। চিত্তেতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, পত্নীর গল দেশে হাত দিয়া আমি বলিলাম —প্রিয়ে! বোধ হয় যে আমার ধন নিধন হওয়াতে আমি ধনী হইয়াছি। যদি সর্বস্থ দানে এ ধন মেলে তবে দারিদ্রাতা পূজা। হে নাথ! তুমি অকিঞ্চনের ধন— ছঃথে না পতিত হইলে তোমার ভাবে ভাবুক হওয়া যায় না। যদি ছঃথে পড়িলে ভোমাকে পাই তবে যে ছঃথ প্রেরণ করিতেছ তাহার জন্ম বার বার প্রণাম করি। অমুজ উত্তম গায়ুক ছিলেন, ভিলতে পূর্ণ হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিণী ইমনকল্যাশ।—ভাল আড়া।

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি। যদি এই বারিতে পাই দেই রূপের মাধুরী। রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন, নাশিবে শান্তি তপন, পাপ শর্বরী। পরে পাইবে যে হান্ড, সে হান্ড নয় উপহান্ড, দদা আনন্দ প্রকাশ্ত, তুধা দর্বোপরি।

মধ্যাক্ত সায়াক্ষের ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, চতুর্নিক ঝিলিরবে শব্দায়মান। নদীর তীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, ইতিমধ্যে এক জন ভদ্রনোক আমাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন-আপনি কে? আমি আপন পরিচয় দিলে আমার প্রতি অতিশয় কাতরতা প্রকাশপূর্বক বলিলেন—ভাই ! তুমি ভদ্রসন্তান বিপদে পড়িয়াছ, যদি অমুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিং গ্রহণ কর তবে বাধিত হই। আমার নৌকা ঐ, আমি শীল্র যাইব-এই বলিয়া আমার হল্তে বিংশতি মূলা দিয়া শীঘ্র নৌকায় আরত হইলেন। আমি ক্লব্ডতায় অধাক্ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলাম—কেবল উপের্ব দৃষ্টি করিয়া হুই হস্ত উত্তোলন করিলাম। নৌক। দৃষ্টির অগোচর হইলে পত্নী ও অমুজের নিকট আদিয়া মুদ্রা দিয়া সকল কথা কহিলাম। তাহার। বলিলেন ঈধর কাহাকেও কথন পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার প্রতি বিখাদই মূল। পরে নিকটছ এক দোকানে যাইয়া আহারাদি করিয়া সে রাত্রি भिष्ठेथात्न याश्रन कतिलाम। त्नाकानि **आ**मानित्वत श्रीतिहम्न नहेम्रा विलल — আপনারা ব্রাহ্মণ, ভদু লোক, ক্লেশে পড়িয়াছেন। আমি নিঃস্ন্তান ও আমার কিঞ্চিং বিষয় আছে, মনে করিয়াছি দোকান পাট উঠাইয়া বুলাবনে গমন করিব। এক্ষণে এ হুংখীকে দয়া করুন—এই বলিয়া আমার পায়ে পঞ্চাশটি টাকা অর্পণ করিল। আপনাদের তৃঃথ মোচন জন্ত ঐ দান গ্রহণ করিতে হইল ও দোকানিকে ধন্তবাদ প্রকাশ পূর্বক নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা প্রয়াগে আইলাম। টাকা যাহা ছিল তাহা সকলই ব্যয় হইল। ভরঘাজ আশ্রমের নিকট আদিয়া উপায়শূল হইয়া অনাহারে বদিয়া আছি, এমত সময়ে পত্নীর প্রস্ববেদনা উপস্থিত —বুক্ষের কতকগুলি গলিত পত্র সংগ্রহ করিয়া শ্যা করিয়া দিয়া বলিলাম — স্বামার জন্ম তোমার এত ক্লেশ, এমত স্বামীর জীবনে কি প্রয়োজন ? পত্নী হস্ত উত্তোলন পূর্বক বলিলেন—এমন কথা কহিও না—তোমার ঈশ্বরের প্রতি বিশাস ও ভক্তি হওয়াতে আমার যে বিভব ইহার তুলা ঐশ্বর্গ আর নাই। এক্ষ: প্রামার যে আনন্দ সে আনন্দ পুঞ্জ পুঞ্জ দাস দাসী আরত ও মণি মাণিক্য ভূষিত হইয়াও জন্মে নাই। রাত্রি হুই প্রহরের সময় নিরুদ্বেণে আমার এক নব কুমার জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া মোহিত হইয়। তাহার মুখ চুম্বন করিলাম ও

করজোড়ে বলিলাম—হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু! তোমার কার্য অভূত। বিষ পানে স্থধা ও স্থধা পানে বিষ। সম্পদে বিপদ ও বিপদে সম্পদ। এই ভিক্ষা দাও ষেন পুত্রটী কুলপাবন পুত্র হয়—যে জ্ঞানে তোমাকে পাভয়া যায় সে জ্ঞান কুপা করিয়া পুত্রকে প্রদান কর। শর্বরী প্রভাতা-পক্ষী সকল চিতুর চিতুর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল—জয় হরে মুরারে গান করত, ব্রাহ্মণ সকল স্নানার্থে যাই-তেছেন। ভরদান্ত আশ্রম দর্শনে কতকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। তাঁহারা দূর হইতে পত্নীকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আহা ! এ কে গো! চল দকলে নিকটে গিয়া দেখি। পর হুংখে স্থীলোক পুরুষ অপেকা কাতর—এ প্রাচীনারা নিকটে যাইয়া বলিলে—মা ! তুমি কে গো ! আহা কি রপ লাবণ্য ও ধর্মের জ্যোতি ! তুমি কি দেবকত্যা—না রাজকত্যা, তুমি কে ! পত্নী বলিলেন—মা আমি চিরত্বঃথিনী কিন্তু যে তৃঃথ আমার স্বর্ণ শ্যায় শয়ন করিয়া ছিল, দে তুঃথ এই পর্ণশ্য্যায় শয়নে নাই। পরে সকল বৃতান্ত শুনিলে প্রাচীনারা অতি কাতর হইয়া ঐ খানে এক খানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিলেন ও আপন আপন বাটী হইতে শয়্য থাছদ্রব্য ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রের্প করিলেন ও সর্বদাই তত্ত্বাবধান করিতে আদিতেন। অনাথার দৈব দথা—অনাশ্রয়ীর আশ্রয় ঈশ্বর, কাহার হৃদয়ে কাহার জন্ত দয়া প্রবল ক্রান ভাহা কে বলিতে পারে ? তিনি কাহাকেও পরিত্যগ করেন না—এই বিশাদ আমার মনে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। ন্ত্রী সেই গৃহে থাকিতেন, আমরা নিকটে আর একটা কুটীরে বাদ করি তাম—কেবল ভিক্ষাই উপদ্বীবিক।। রাত্রে শগ্নন করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিতেছি যেন এক জন নিকটে আদিয়া বলিতেছেন, কল্য অম্ক স্থানে অবশুই গমন করিবে। অর্জকে ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া আমি দেই স্থানে গমন করিলাম—ক্লান্ত হইয়া এক তক্তলে বদিয়া আছি, এক এক বার মনে করিতেছি যে আমার-ষ্ঠায় ক্ষিপ্ত আর নাই—স্বপ্প কখন কি সত্য হয় ? ইত্যবসরে এক জন আমির জাদা এক অশ্বের উপর বেগে আদিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমার মলিন আকার দৃষ্টি করত ঘোড়াকে চাবুক মারিতে মারিতে কিছু দূর গমন করিলেন – পুনর্বার আমার নিকট খাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি বড় গরিব ? আমি বলিলাম হাঁ—এই কথা শুনিবা মাত্র আপনার জেব হইতে ৫০০ টাকার এক খানি হুণ্ডি আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁহাকে বিশুর দেলাম ও আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি আমাকে এত টাকা কেন দান করেন ? আমিরজাদা উত্তর করিলেন যে আমার এক বেগম ছিল তাঁহার স্মর-পার্থে বংসর বংসর এক এক জন বড় গরিবকে এই টাকা দান করি। কাল রাত্তে

यंश्किकिर . ७५७

স্বপ্ন দেখিয়াছি যে এই স্থানের গাছের নীচে যে লোক থাকিযে ভাহাকে আমার দান করা কর্তব্য— সামি ভোমার নিকট প্রথমে আদিয়া আর একটু দ্রে যাইয়া দেখিলাম যে আর কেহ নাই কেবল তুমি আছ অভএব তুমিই আমার দানের পাত্র। এই বলিয়া আমিরজাদা চলিয়া গেলেন, আমি অর্থ পাইয়া ঈথরের কার্যে চমংকৃত হইলাম, তিনি সকল অভাবই মোচন করেন ও বিপদ যাহা প্রেরণ করেন ভাহাতে প্রকৃত সম্পদ হয়়। পত্নী ও অন্তরের নিকট আদিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহারাও আর্শ্রেই হইলেন। ভাহার পরে অনেক.ঘটনা ঘটে ভাহাতে আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই হয় যে ঈশরের প্রতি বিশ্বাসই স্থথের মূল। যে টাকা পাইলাম ভাহার অবিকাংশে একথানি দোকান করিলাম। দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইল, পরে বাণিছ্যে প্রবৃত্ত হইলাম ভাহাতে বিন্তর লাভ করিয়াছি এক এক বার অধিক ক্ষতি হইত, তাহার ছল্য ইশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাহিত থাকি তাম। অতি লাভে রাই হইভাম না. অতি ক্ষতিতেও মিয়মাণ হইভাম না— স্ব্র্থ তুঃথেতে অবিচলিত থাকিবার জন্য স্বর্গাই আমার যকল।

কালক্রমে অর্থ উণার্জন করিয়া এই ভদ্রাদন করিয়াছি ও ভূমি ইত্যাদি যাহা ক্রেয় করিয়াছি তাহাতে গ্রাদ আচ্ছাদন চলিতে পারে। অম্বুজের বিবাহ ও সন্তান হইয়াছে ও আমার এক্ষণে চারি পুত্র। পত্নী কতকগুলি দীন দরিদ্র লোকের কন্তাকে বাটীতে আনয়ন পূর্বক ধর্ম উপদেশ দেন। অন্তুজ দদা পর-হিতে রত ও আপনি কন্ত স্বীকার করিয়া পরের উপকার করেন। আমি বিষয় কর্ম হইতে ক্ষান্ত— যাহাতে অম্বরদৃষ্টির দীপ্তি ও অম্বর্মীতলতা হয় এই চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমি অকিঞ্চন ও অভাজন, বোধ করি এতদিনে এ দীনের স্থপ্রভাত যে আপনাদিগের এখানে আগমন হইয়াছে।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উঠিয়া নিত্যানন্দ ও সদানন্দের সহিত আলিঙ্গন করত — ধতা ! ধতা ! সাধু ! সাধু ! বাক্যপুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে দিখারের প্রতি বিশ্বাদে কি না হইতে পারে !

প্রেমানন্দ করজোড়ে এই উপাদনা করিলেন।

মানব আত্মা ধাহা সৃষ্টি করিয়াছ তাহা রত্নের খনি—খনন ও পরিজারে কি অমূল্য মণি মাণিক্য লব্ধ হয়। তোমার অন্তিত্বের সংশয় হইলে দে সংশয় আত্মাই ছেদন করে। আত্মা তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য প্রদান করে যে তুমি আছ়। পর কাল বিষয়ে সন্দেহ হইলে আত্মা বলে আমি অমর ও পরকাল অবশ্যই আছে তাহা না হইলে পরকাল সংক্রান্ত আমার আশা ও ভর কেন ? তোমার সহিত

সংযুক্ত হইতে গেলে আত্মা উপদেশ দেয় যে ঈশবের সহিত বন্ধন কেবল আমার षाता रहेरा शास-वाद्य कार्यरा रहेरा शास ना, ७ यमि आमारक वलीयान করিতে চাহ তবে উপাসনা আহারে আমাকে বলিষ্ঠ কর—উপাসনা পানে আমাকে শীতল কর ও উপাসনা যেরূপ ভক্তি ও প্রেমের সহিত আমার নৈকটা হইবে— দেই রূপ তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও ধর্মের জ্যোতি আমি লাভ করিব—দেই রূপ **সেই** আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগ করিব ও যেমন আমার ইহলোকে অভ্যাস ও কর্ম, ভ্রেমনি আমার পরলোকে গতি ও পুরস্কার। যদিও পরলোক চত্ত্র অগোচর কিন্তু আত্মার নেত্রের অগোচর নহে—আত্মাই আমাদের প্রকৃত উপদেষ্ট্র — আত্মশোধনেই জ্ঞানের আবিষ্কার, আত্মশোধনেই স্বর্গীয় ভাব, আত্ম-শোধনেই बक्षानन। ऋषः मर्ल्य् — তোমার সকল কার্য সম্পূর্ণ। সকলের আত্মাতে তুমি বিরাজ করিতেছ, সকলকেই সমভাবে কুপা করিতেছ। আমরা আপন তুর্বলতা বশাৎ তোমাতে তুর্বলতা প্রয়োগ করি। আমরা আত্মার প্রকৃত ভাব অন্তুসম্বান ও উন্নতি সাধন না করিয়া মিথা৷ শাব্দিক সংস্থারে তোমাকে দামান্ত দেবতা ও দামান্ত পরিত্রাতা রূপে বর্ণন করি। নাথ ! এ অপরাধ ক্ষমা কর, যাহারা এমত করে, তাহারা আপন অজ্ঞতা তুর্বলতা বশাৎ করে। একণে এই প্রার্থনা করি তুমি যে অদীম অনন্ত অপরিমিত সম্পূর্ণ এই জ্ঞান ও ভাব সর্বদেশে বিন্তীর্ণ হউক ও দর্ব জাতির এই দৃঢ় বিশ্বাদ হউক যে তুমিই দম্পুর্ণ ভ্রষ্টা, তুমিই দৰ্ম্পূৰ্ণ নিম্নস্তা, তুমিই দম্পূৰ্ণ পরিত্রাতা, তুমিই দম্পূৰ্ণ চির মঙ্গলদাতা, এবং স্কল জাতি যেন এক পিতার সন্তান স্বরূপে শ্রেণীগত সংস্কার ও দ্বেষ রহিত হইয়া হস্তে হস্ত স্কন্ধে স্বন্ধ ধারণ পূর্বক তোমার পূজা ও অর্চনাতে নিযুক্ত থাকে।

> ন্দ্র আধ্যার । আন্মোরতি। , রাগিণী গৌড় সারক ।—তাল মধ্যমান ।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর। তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ক্ষর।
গতি শক্তি জীবন,সকলের তুমি জীবন,ইচ্ছা মোর কর প্রভোষে ইচ্ছা তোমার ॥
বাঁচাও আর বাঁচাও এই রূপ শন্দে গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছে—উট্র সকল
ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছে—ক্রম্ন বিক্রমের কোলাহল—
ক্রব্যাদির আমদানি রক্তানি ও লোকের গমনাগদনে রাজ্মার্গ পরিপূর্ণ। নিত্যানন্দ অমুজ ও তিন জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে বায়ু দেবনার্থে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। বসস্তের আগমন—পুলোর সৌগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত—তক্র সকল
নব নব পল্পবে স্থাভিত—সমীরণ এমত স্থ্যিষ্ট যে এক একবার সঞ্চালনে স্ফুতি

ष्रश्किकिर ७५६

ও নব জীবন প্রদান করিতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে সকলেই এক উন্থানে প্রবেশ করিয়া প্রান্তি দ্ব জন্ম বদিলেন। নিত্যানন্দ জ্ঞানানন্দকে বলিলেন— আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত আমাকে আনুপূর্বক বলুন—আপনকার এ প্রকৃতি, এ জ্ঞান ও ধর্ম কি রূপে হইয়াছে ?

জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন — আমার জ্ঞান ও ধর্ম অতি সামাক্ত কিছু আমাকে বেমন সরল ভাবে আপ্নকার সকল কথা পরিচয় দিয়াছেন, আমি স্বীয় বুরাস্ত সকলই সেই রূপে বলিব। অজ্যের তীরে আমাদিপের বাস-জয়দেব আমা-দিগের পূর্ব পুরুষ ছিলেন, এজন্ত অনেক শিন্ত, দেবক ও ষদমান ছিল। গীত-त्गावित्नत्र त्गोत्रत्व **आ**भागत्र माधात्र लात्क आमानित्नत वःगत्क तन्य वःग नना করিত। পিতার অদাধারণ মেধা ও জ্ঞান ছিল—তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া-ছিলেন—নানা ভাষা জানিতেন—নানা প্রকার লোকের সহিত সহবাদ করিতেন —নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শান্ত, স্ত্যাত্রাগী ও মিতভাষী ছিলেন যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহার দারভাগ গ্রহণ করিতেন ও সত্য পাইবার জন্ত রাগ দ্বেষ ভয় ও লোভকে অভ্যাদ ধার। বণীভূত করিয়াছিলেন। আমরা তুই ভাতা তাঁহার নিকট সর্বলা থাকিতাম ও সর্বলাই তাঁহাকে শান্ত ও আনন্দিত দেখিতাম। বাটীর ভিতরে পিতা ও মাতা হুই জনেই প্রতিদিন উপাদনা করি-তেন ও ঐ সময়ে হুই জনকে প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত দেখিয়া আমরা মুগ্ন হইতাম। যেখানে প্রেমার্দ্র ভক্তি প্রবাহিত, দেখানে তাহার তরঙ্গ কাহার হৃদ্যে না লাগে ? বোধ করি পশুরাও থাকিলে শুরু হয়। শৈশবাবস্থায় যে অভ্যাস হয় তাহা বিশেষ রূপে চিত্তে সংলগ্ন হয়। মাতা অতি ধর্মপরায়ণা—গৃহ কর্ম সমাপ-নানস্তর আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মৃথ চুম্বন করত আমাদিগের মনের সভাব বর্ধন-উপযোগী উপদেশ এমনি স্নেহ ও আদরের সহিত প্রদান করিতেন ধে আমরা দর্বদা মলে করিতাম কথন্ মাতার অবকাশ হইবে,—কথন্ আবার তিনি স্মাদিগকে ক্রোভে করিবেন। যাহাতে স্মাদিগের ভ্রম নিবারণ, সভ্যেতে অমুরাগ, জ্ঞানের অর্জন, প্রেমের বৃদ্ধি হয় ইহাই মাতার লক্ষ্য ছিল। প্রতিদিন বিকালে পিতা আমাদিগকে লইয়া উভানে গমন করিতেন, সেখানে বীজ বপন কি রূপে করিতে হয়, কি রূপে বীজের অঙ্কুর হয়, কি রূপে প্লব, কি রূপে ফুল ও কি রূপে কল হয় তাহা দেখাইয়া পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিন আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—পিতা ! একটি শুষ বীক্ত হইতে এই বৃহৎ ব্যাপার, একি অভুত ! অমনি প্রেম আমার গাত্তে হাত দিয়া বলিন — দাদা, দেখ আকাশ নীল ছিল এখন দিন্বু, হইল—আবার দেখ,—দেখ ওদিকে নানা রং—বা! বা!"। প. র. ২৫

যে বুক্ষের নিকট আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার উপরে একটি পক্ষীর বাদা ছিল —শাবকগুলি নীরবে ছিল, মাতাকে দেখিবা মাত্রই চি[°] চি[°] করিতে লাগিল। মাতা আপন গ্রীবার ভিতরে যে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা শাবক-দিগকে ভক্ষণ করাইয়া উডিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মেঘের আগমন হইল ও বুষ্টি পড়িতে লাগিল, অমনি ঐ পক্ষী অতিশয় বেগে আদিয়া শাবকদিগের উপরে আপন পক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বদিল। আমার মনে হইল একি চমৎকার ব্যাপার যদি ঈশবের অবতার মানা কর্তব্য হয় তবে তাঁহার প্রেম অবতার মানা শ্রেয়, কারণ তিনি প্রেম স্বরূপেই দপ্রকাশ। কিয়ৎকাল পরে বুষ্টি বিগত হইলে আমরা উভানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম একপার্শ্বে মধুমক্ষিকার চাক হইয়াছে— মক্ষিকাসকল ভন্ ভন্ করিতেছে। চাক একটুকু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা লইয়া পিতা আমাদিগকে বলিলেন দেখ মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে মধু আনয়ন করে ও ঐ মধু হইতে যে মোম নিঃস্ত হয় তাহাতে কি প্রয়োজন-উপযোগী ও অপূর্ব চাক গঠন করিয়া শাবকদিগকে লালন পালন করে ৷ এরূপ চাক মহুগু ঘারা নির্মিত হইতে পারে না। চাকের রেখা ও কোণ কি পরিপাটী। ক্ষুদ্র কীটের কি শক্তি এবং শাবকের প্রতি কি যতু ও কি স্বেহ! ঐ যে প্রাচীরের উপরে চাক দেখিতেছ তাহাতে তিন প্রকার মধু মক্ষিকা। যেটা দেখিতে উত্তম এটি রাণী; তাহার মহল হুই দিকের তিন তিনটি ঘর। যে সকল মক্ষিকা নিকটবর্তী তাহার। রাণীর দাসী। রাণী প্রায় স্ব স্থানে থাকেন। ঐ দিকে যে সকল মধুমক্ষিকা তাহার। কর্মকারী—নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ কেহ চাক নির্মাণ করে, কেহ কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ কেহ চাকে বায়ু ব্যক্তন করে, কেহ কেহ চাকের দ্বার রক্ষা করে এবং অনেকে বন উপবন ভ্রমণ করতঃ মধু সংগ্রহ করে। আর চাকের নিমে ধাহারা থাকে তাহারা অকর্মণ্য —সকলই পুরুষ মক্ষিকা। তাহাদিগের মধ্যে এক মক্ষিকা রাণীর স্বামী; তাহার মরণ হইলে রাণী আর বিবাহ না করিয়া কেবল রাজ্যের কার্য দেখেন। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল বস্তুতেই যে আশ্চর্য দেখি সে আশ্চর্যের মূল আশ্চর্যময় পিতা। তিনি যাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন দেই তাহা পাইয়াছে। কিন্তু যেমন চেতনের চেতন জীবন, তেমনি জীবনের জীবন প্রেম।

এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পিতাকে বলিলাম—বাবা ! আশ্চর্যেতে শুর হুইতেছি যিনি এই সকল করিয়াছেন তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। পিতা উত্তর করিলেন—তিনি অতুল্য ও অন্তপ্রমেয় ও কত শ্রেষ্ঠ ও কত মহৎ তাহা বর্ণনাতীত উপদেশ প্রদানে পিতার এই রূপ কৌশল ছিল যে আপনি অধিক বংকিঞ্চিং ৩৮৭

বলিতেন না কিন্তু এমত সকল দুখা দেগাইতেন ও এমত সকল কথা খনাইতেন যে তাহা দেশিয়া ও শুনিয়া আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইত এবং জিজাদা করিলে এমনি স্থনর রূপে বলিয়া এমত স্থানে বিরাম করিতেন বে আমাদিণের জানিবার তৃপ্তি পরিশান্তি হইত না; এক প্রস্তাবের উত্তর অক প্রস্তাবের উদ্বোধক, শীঘ্র পর্যবসান হইত না স্বতরাং আমাদিণের জানিবার ইচ্ছা দদা জাগ্ৰথ থাকিত ও যে উপদেশ পাইতাম তাহা লইয়া আমরা হুই প্রাতাতে তর্ক বিতর্ক করিয়া কি গ্রাহ্ম কি অগ্রাহ্ম তাহা পিতার নিকট বলিতাম। যে দকল অদার চিন্তা, অদার বাকা, অদার কর্ম, তাহা হইতে আমরা দর্বদা বিরত থাকিতাম। উভানে আমরা পিতার সহিত খনন, বপন, জলদেচন করিতাম, তাহাতে শরীর বলিষ্ঠ হইত ও মনেতে স্কৃতি ছল্লিত। পিতা দর্বদা কহিতেন যে মান্দিক বুত্তি উত্তম রূপ পরিচালন জন্ত শারীরিক বুত্তির পরিচালন করা কর্তব্য। তিনি স্বষ্ট প্রকরণ লইয়া উপদেশের প্রসন্ধ করিতেন। পর্বত হিম, তুষার ধারণ করে, ঝড় বৃষ্টি সহা করে ও নদ নদী প্রকাশ করে। ममूज सीय तकः शता व्यवस्तीय वहन करत, वमः था कीव ७ नजा भानन करत ७ নদ নদীকে ক্রোড়ে করে। বায়ু পশু ও মহুয়ের জীবন-উপযোগী, সে বায়ু উদ্ভিদের বর্ধন-উপযোগী নহে, এজন্ম পশু ও মন্তুগ্লের প্রখাদিত বায়ু উদ্ভিদ গ্রহণ করিতেছে ও উদ্ভিদ-নিঃস্থত বায়ু মন্থয় গ্রহণ করিতেছে। বায়ু দিব। রাত্রিতে এই প্রকার পরিবর্তিত হইয়া সাধারণের কি মঙ্গল-জনক ও পশু ও উদ্ভিদ রাজ্যের পরস্পর কি উপকারক। যে সকল দ্রব্য পশু ও মনুয়া কতৃক পরিত্যক্ত তাহা উদ্ভিদের আহারীয় ও উদ্ভিদ রাদ্য হইতে ঘাহা আমরা প্রাপ্ত হই তাহা পশু ও মন্তুরের আহারীয়, পানীয়, ঔষধীয় ও নানা কর্ম-উপযোগী। লতা ও বৃক্ষ রসের দারা পল্লবিত হয়, আবার ঐ রদ শিক্ত রক্ষার্থে ডাল পাল। হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। সকল বস্তু হইতে রস ও বারি নিয় হইতে উপরে আক্ষিত হইতেছে ও পুনর্বার নিম্নে আদিতেছে। সমন্ত স্প্টতেই আদান প্রদান সম্বন্ধ—সমস্ত স্বৃষ্টি ঈশ্বরের অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশক ও প্রেমই স্বৃষ্টির জীবন ও প্রাণ এবং প্রেম অপেক্ষা আর বল নাই।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং। উদারচরিতানাম্ভ বস্থবৈধ কুটুম্বকং। যোগবাশিষ্ঠ।

ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই রূপ গণনা ক্ষুদ্র-চিত্ত অঞ্চানী লোকের হয়, উদার-চরিত্র জ্ঞানীর পক্ষে জগতের সকলেই কুটুম্ব।

পিতার এই সকল ক্বথা শুনিয়া আমরা সময়ে সময়ে বিরলে ভাবিতাম। यि

পিতার চরিত্র ও ব্যবহার তাহার উপদেশের বিপরীত দেখিতাম তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের প্রতি শ্রন্ধা হইত না কিন্তু তাঁহার কার্য বাক্য হইতেও উচ্চ। তিনি দকলের নিকট অতি নম্রভাবে চলিতেন। অনেকে তাঁহাকে দামান্ত ব্যক্তি জ্ঞান করিত। তাঁহারও ক্ষণমাত্র এমত বাদনা ছিল না যে লোকে তাঁহাকে জ্ঞানী বা ধার্মিক বোধ করে। তাঁহার এমনি কোমলতা ও শাস্ত স্বভাব বে আমাদিগের মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হইত যেন আমরা মাতার নিকটে আছি। একথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে পুরুষ খ্রীর ন্তায় কোমল না হইলে প্রকৃত ক্ষর-প্রেমী হইতে পারে না।

যখন আমার যোল বংসর ধয়:ক্রম হইল তথন পিতাকে বলিলাম—বাবা ! পল্লীর বালকেরা পুস্তক হইতে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে ও কথন কথন ঘুই এক জনের দহিত দেখা হইলে তাহারা আমাদিগকে অবহেলা করে কিন্তু এরূপ করাতে আমরা অস্থবী নহি। আপনি যে উপদেশ দেন—তাহাতে আমাদিগের यम वल भाष । जाभनि घांश (नथान, यांश वरलन, यांश विरवहन) क्रांन, छांशांक এই স্থির করি যে ঈথর ছাড়া কিছুই নাই—তিনি সকলেরই আধার—তাঁহাকে लांड कतित्वहें मकल लांड। यथन आश्वनि आशां मिशत्क शर्वेड, नम्, नमी, हन्त, স্থ্য, তারা প্রভৃতি দেখাইতেন, তথন আমরা আশ্চর্যে স্তব্ধ হইতাম। পরে যথন পশু পক্ষী ও পতক্ষের জ্ঞান ও স্নেহ ও যে দকল অচেতন বস্তু তাহাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান সম্বন্ধ ও সকলই প্রেমময় দেখি, তখন আমাদিগের আশ্চর্য ভাক প্রেম-ভাবের সহিত মিলিত হয়। পূর্বে পূর্বে ষেমন আপনকার প্রতি প্রেম, তেমনি ঈশবের প্রতি প্রেম হইত। একণে দে প্রেম অদীম ভক্তির সহিত প্রবাহিত হইতেছে, ও যেথানে চকু উন্মালন করি ও যাহা চিন্তা করি তাহাতেই প্রেমার্জ ভক্তির বৃদ্ধি হয়। এই কথা শুনিয়া পিতা আমার মন্তকে চুম্বন করত কহিলেন— বাবা। এই ভাবের উদ্দীপন করাই আমার লক্ষ্য। এই ভাবের বৃদ্ধিতেই সকল জ্ঞান, সুকল ধর্ম, সকল বল, সকল আনন্দ, সকল স্থুথ পাইবে। কোন কোন লোক মানব আকার ব্যতিরেকে ঈধরকে ভক্তি করিতে পারে না কিন্তু ঈধর এক আত্মাতে নহেন, তিনি দর্ব আত্মাতে বিরাজ্মান; যথন আমাদিগের আত্মা প্রম আত্মার সহিত সংযুক্ত তথনই জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন। প্রমাত্ম। দাতা, আমরা পুহীতা, আমরা যতই পাইতে ইচ্ছা করি, ততই পাইতে পারি। তাঁহার সহিত সংযোগ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যদি কেবল শরীর লক্ষ্য করিয়া কাল ষাপন করা যায় তবে সে কাল যাপন পশুবং। যদি আত্মা লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহ। হইলে তাঁহার দহিত সংযুক্ত হইতে পারি। যথন আতা। ঈখরের यरिकिकिर : ७ ७৮३

স্টি দেখিয়া তাঁহার অসীম জান, প্রেম ও পবিত্রতা ধ্যান করে—দগন আত্মার এই দৃঢ় বিখাস যে ঈশ্বৰ আনন্দময় ও তাঁহার স্কল কার্য মঞ্চল জনক-ম্থন আত্রা নিশ্চয় রূপ জানে যে তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না ও সকলেরই চিয়-মঙ্গলকারী ও তিনি আমাদিগের বিপদকে সম্পদ করেন ও দুঃথকে হুথ করেন. তথন কি শান্ত ও গভীর ভাবের উদয় ও ঐ ভাবেতেই ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সংযোগ। যে আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত, ভাহার বল সামান্ত নহে— আহলাদ সামান্ত নহে এবং কি গৃহে কি সমাজে সত্য স্বরূপ প্রেম স্বরূপ ও পবিত্রত্বা স্বরূপ সকল কার্যেতে প্রকাশ পায়। সে আত্মা সময়ে সময়ে শুক রূপে উপাসনা করে না, দে আত্মা সকলেতেই, কি বাহিরে কি অন্তরে, ঈশ্বরকে দেখে ও যেমন হয়ং পবিত্র করে। সে আত্মা কেবল ধ্যানাক্ষ হয় না, সে আত্মা ঈশ্বরের ছায়া পাইয়া कार्यराज धावमान इम्र ७ क्रेन्यत्वत श्राम छान अनारन, धर्म खनारन, माचना खनारन, ক্ষমা প্রদানে, সুখ প্রদানে দদা আনন্দিত থাকে। কালেতে চক্র, সূর্য, তারা ও পৃথিবীর রূপান্তর হইতে পারে—কালেডে জল স্থল হইতে পারে ও স্থল জল হইতে পারে—কালেতে পর্বত মৃত্তিকা হইতে পারে ও মৃত্তিকা পর্বত হইতে পারে কিছ আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা বর্ধনশীল—আত্মা পারমাথিক সার পদার্থ ও আপন শক্তি ক্রমশঃ অবশ্রুই প্রকাশ করিবে। কি জ্ঞান, কি ধর্ম, কি বল সকলই আত্মার অন্তর্গত। আত্মাই বেদ—আত্মাই উপনিষদ—আত্মাই বাইবেল—আত্মাই कांत्रान ७ याश त्याम नारे, छेशनियाम नारे, वारेत्याम नारे, कांत्राम नारे, তাহা আত্মাতে আছে। বাহু সৃষ্টি উদ্বোধক, আত্মা গ্রাহক, ধারক, পরিমার্জক, উৎপাদক, উপদেশক, নিয়ামক। আত্মা গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ নাই। আত্মাতে যে রত্ন আছে তাহা সমন্ত সমুদ্রের ভিতরে নাই—সমন্ত থনিতে নাই—সমন্ত জগতে নাই। বাবা! ঈশ্বরের প্রতি প্রেমার্দ্র ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া আত্মা-গ্রন্থ পাঠ কর ও আত্মার অপ্রকাশিত রত্ন প্রকাশ করিয়া লাভ কর। ঈশ্বরের ধ্বনি বায়তে প্রকাশ, জ্যোতি স্থেতে প্রকাশ, শুদ্রতা চন্দ্রেতে প্রকাশ, বাণী আত্মাতে প্রকাশ। সে বাণী শব্দায়মান মনে, কিন্তু গভীর, শান্ত, অপ্রান্ত ও বজ্র অপেকা প্রবল। খাঁহারা ঈশ্রকে সম্পূর্ণ রূপ বিশাস করেন, তাঁহার নিকট হইতে সকল জ্ঞান ও ধর্ম পাইতে বাঞ্চা করেন এবং সকল কার্যেতে আপনাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন করেন, তাঁহারাই ঐ বাণী প্রবণ করেন—ভাহারাই তথন যুক্তাত্মা হইয়া সার জান, সার ধর্ম,—সার আনন্দ লাভ করেন ও যাহা অপাঠ্য অজেয়ে, অপ্রকাশ্য, তাহা পাঠ্য, জেয়ে ও প্রকাশ্য হয়। আত্মার বাণী প্রবণ জন্ম বাহু বিজন স্থান ইইলেই হয় না। আত্মাকে বিজন ও বিরল করিতে হইবেক।

এ কেবল ঈশ্বর লাভ বাসনা—অভাগে ক্রমে ক্রমে প্রবল করাতে হইতে পারে। আত্মার বাণী যথন বক্ষামাণ তথন সেই বাণী-স্কল প্রবৃত্তি-স্কল কার্যের নিয়ামক হয়। পিতার নিকট এই রূপ উপদেশ পাইয়া আমরা অতিশয় উপকৃত হইতাম। কিয়ৎকাল পরে এক দিবদ উত্থানে তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিলাম— পিতা। ঈশরের সহিত আত্মার সংযোগ করাই জ্ঞানের, ধর্মের ও বলের মূল ও প্রেমার্চ ভক্তিই সংযোগের উপায়। কিন্তু যাহারা এ সংযোগের উপায় বিহীন অথচ এ সংযোগ করিতে ইচ্ছুক ভাহাদিগের পক্ষে কি বিধি ? পিতা উত্তর क्रिटनन, जाशामिरगत कर्जना जल्ल जल्ल क्रिया द्वेशनर भाग कता-यि धान করিতে অসক্ত তবে প্রথমে কোন স্তোত্তের কিয়দংশ প্রতিদিন পাঠ করা শ্রেয়। এরপ করিতে করিতে ধ্যানাবস্থা ক্রমে ক্রমে হইবে ও ধ্যানাবস্থাতে ধ্যানাবস্থার वृक्ति ও অন্তর্ষ টির উদ্দীপন ও অন্তর্দ ষ্টি বৃদ্ধিতে আনন্দাবস্থা। আনন্দাবস্থাতে ধাানের ক্লেশ কিঞ্জিনাত্র থাকে না, আনন্দ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়, তথন ঈশ্বের ইচ্ছার অধীন হওয়াই আত্মার আনন্দ—তথন পর তুঃথ পর স্থ্য আত্ম। ছঃথ আত্ম স্বথ এই জ্ঞান ভাব ও ক্রিয়াই আনন্দ ও এই ভাবের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই আত্মার স্বর্গীয় অবস্থা বৃদ্ধি হইবে, ততই ঈশ্বরের সহিত সন্মিলন হইবে। প্রথমে বাহু পরে অন্তর, প্রথমে ভক্তা, পরে মিষ্টতা, প্রথমে কল্লিত পরে বাস্তবিক, প্রথমে অভ্যাস পরে লাভ। যেমন জ্ঞান সাধনে প্রথমে কট্ট পরে লাভ তেমনি ধর্ম সাধনে প্রথমে ক্লেশ পরে আনন্দ। যতটুকু ধ্যান ভজ্জির সহিত অভ্যাসিত হইতে পারে ততটুকুই ভাল নতুবা ধ্যান শুক ধ্যান হইবে। ফলতঃ যে ব্যক্তি অকপট ভাবে ঈশ্বর উপাসক হইতে ইচ্ছুক হয় সে যদি অকপট ভাবে কেবল "জগৎপিতা" বলিয়া ডাকে, তাহার আত্মার উন্নতির উপায় ঈশ্বর তাহার আত্মাতেই ক্রমে প্রেরণ করেন। সারল্য ও নিষ্ঠাই ঈশ্বর লাভের মূল।

স সর্বাংশ্চ লোকানামাপ্লোতি সর্বাংশ্চ কামান্, যক্তমাত্রান মন্ত্রিভ বিজানাতি। ছান্দোগ্য।

যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

সংসারে যে সকল তুঃথ সে কেবল ঐশ্বরিক বল বিহীন হইলে ঘটে। ষথন আত্মা ঐ বল প্রাপ্ত হয় তথন সকল তুঃথ অতিক্রম করিতে পারে ও পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ঈশ্বরের বলে জয়ী হয়। ঈশ্বরই আমাদিগের সকলের আধার ও তাঁহার সহিত সংযুক্ত না হইলেজ্ঞান বল, ধর্ম বল, বল বল, আনন্দ বল, তুথ বল কিছুই হইতে পারে না; অতএব প্রাণপণে ঈশ্বরেতেই সংগুক্ত থাকিবে। षर्किकिर . ७३५

পিতার এইরপ উপদেশে আমাদিগের মন নেত্র উন্নীলিত হইতে লাগিল ও জীবনের উদ্বেশ্য জানিয়া তদক্ষায়িক কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কালেতে পিতার শিশু দেবক যজমান সকলই গেল কারণ তাঁহার ধর্ম-উপদেশে সকলের মনঃপৃত হইত না। পিতা তাহাতে অদন্তই হইতেন না। আপনার যে অভিপ্রায় তাহাই অনাড়ম্বররূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে মন্থ্য যে অবস্থায় থাকুক সত্য ও ধর্মের বৃদ্ধি জন্ম কায়মন বাক্যের ছারা যত্রবান হইবে ও যেমন আপন আত্মোন্নতি জীবনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি অক্টের পারলোকিক মঙ্গলও আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কার্য কেবল সত্যকাম হইয়া প্রেমবলে সম্পন্ন হইতে পারে, সভ্যকেই লক্ষ্য করিতে হইবেক, আত্মগোরব ও অভিমানকে একোরে বিদর্জন দিবে। নিকাম না হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য হয় না। কিন্তুৎ কাল পরে মাতার কাল হইল—আমরা তুই লাভা অতিশয় শোকে মগ্ন হইলাম। পিতা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত ভাবে বলিলেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্রো অনীশয়া শোচত মৃহ্মান:। জুইং যদা পশাত্যস্তমীশমশুমহিমানমিতি বীতশোক:। শেতাশতর।

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মৃহ্যান ইইয়া সর্বদা শোক করিতে থাকে কিন্তু যখন সর্ব-দেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তথন তাহার আর শোক থাকে না।

পিতা আমাদিগকে সর্বদা নিকটে রাথিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এমনি করিতেন যে আমাদিগের বিশাস দৃঢ়ীভূত হইল যে মাতা পরলোকে স্থযে আছেন ও ঈশ্বরের কোন কার্যই অমঙ্গল নহে ও ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকা ছংখ নিবারক, ও জ্ঞান ও স্থথ বর্ধক। পরে আমরা পিতার সহিত চারি পাঁচ বৎসর নানা খানে অমণ করিলাম। এক এক পর্বতের উপর উঠিতাম ও সেখান হইতে যাহা দেখিতাম তাহাতে চিত্ত প্রফুল্ল হইত ও ঐ প্রফুল্লতা প্রেমার্দ্র ভক্তিকে গান গাথা স্বরূপে প্রকাশ করিত। স্থানে স্থানে বর্গা ও জলাকার—স্থানে স্থানে গিরিশিথর ঘন অল্রের সহিত সম্মিলন—স্থানে স্থানে ওমনি নিন্তর্কতা যে আত্মার গভীর ভাব সকল উচ্চলিত হইত—স্থানে স্থানে এমনি নিন্তর্কতা যে আত্মার গভীর ভাব সকল উচ্চলিত হইত—স্থানে স্থানে এমনি নিন্তর্কতা যে আত্মার গভীর ভাব সকল উচ্চলিত হইত—স্থানে স্থানে এমনি মনোহর শোভা যে তাহা দেখিয়া আমাদিগের ক্ষ্মা, পিপাদা থাকিত না। অমণ স্রম নিবারক, মন-নেত্র-প্রকাশক ও শান্তি-বর্ধক—অমণেই "সর্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে" পাওয়া যায়। এক এক বার মনে হইত যে যদি পিতা শৈশবকালাবধি বিশেষ উপদেশ ও আপন পবিত্রতার ঘারা আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযোগ

না করাইতেন, তবে আমাদিগের কি দশা হইত ? তবে কোথা হইতে জ্ঞান পাইতাম ? কোথা হইতে ধর্ম পাইতাম ? কোথা হইতে বল পাইতাম ? কোথা হইতে আনন্দ পাইতাম ? পাণ্ডিতিক ভ্রম জনক জ্ঞানে কি হইত ? কল্লিত ধর্ম শাস্ত্রে কি ধর্ম হইত ? ধন, জন ও পদ বলে কি বল হইত ? ইন্দ্রিয় হুথ সাধনে কি আনন্দ হইত ? যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের জ্ঞান অজ্ঞানতা বর্দ্ধক । যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের ধর্ম হৈর্ম ও মূল বিহীন । যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের ধর্ম হৈর্ম ও মূল বিহীন । যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের ধর্ম হৈর্ম ও মূল বিহীন । যাহাদিগের জ্ম্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের আনন্দ শরীর সম্বন্ধীয় ও পশুবং, তাহাদিগের জ্ঞানন্দ আ্রা সম্বন্ধীয় হইতে পারে না ও যাহা জ্ঞান্ম তি ঈশ্বর ব্যতিত্রকে হইতে পারে না । তাঁহাকে সম্মুখে রাথিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে দেথিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার চরণে পতিত ও সংযুক্ত হইয়া আ্রার উন্ধতি সাধন করিতে হইবেক এবং এই উন্নতি সাধনে নির্মল ভাব ও নির্মল কার্গের উত্তর বৃদ্ধির আ্বশ্রুক।

একদিবস রৃষ্টি হইতেছে, পিতা আমাকে বলিলেন—জ্ঞান!দেথ রৃষ্টি উপরে নাই, পর্বতের নিম্নে পড়িতেছে। মেঘ এখানে অতি উপ্লেব উঠিতে পারে না। মেঘ আমাদিণের নিকট উচ্চ বটে কিন্তু পর্বতের নিকট উচ্চ নহে। আর দেখ ঐ উচ্চ উচ্চ অভ্ৰভেদী বৃক্ষ সকল ছিন্নমূল হইয়া ভূমে নিপতিত। উচ্চতার গৌরব কেহই করিতে পারে না। উচ্চতা অপেকা নম্রতা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয়। আমাদিণের কর্তব্য যে সর্বদাই নমভাবে থাকিয়া শাস্ততা ও সহিষ্ণুতা পূর্বক ঈশ্বরকে স্মরণ করত তাঁহার অভিপ্রায়াহ্ন্যায়িক কার্য করি। আমি এই কথা শুনিয়া একটু চিস্তা করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করিলাম। পিতা জিজ্ঞাসিলেন—জ্ঞান! কাঁদ কেন? পিতার নিকটে কিছুই গোপন রাখিতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ দরল ভাবে বলিলাম—ছই তিন দিবসাবধি আমার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ তম জ্মিয়াছে। আমি ভাবিতেছি যে আমরা ধার্মিক ও অগ্যান্ত লোক জ্বন্ত। মহাশ্যের এক্ষণ-কার উপদেশে মন মধ্যে ঘুণা হওয়াতে সে ভাব বিগত হইল ও চিত্ত নম্র হওয়াতে স্থা হইয়াছি—বোধ করি আপনকার বাণী ঈশ্বরের বাণী—এই মূঢ়ের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে। আমার কথা ভনিয়া পিতা আহ্লাদিত হইলেন ও বলিলেন যে পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে আমাদিগের সর্বদা শাস্ত সাত্ত্বিক ও ক্ষমাশীল ভাবে থাকা কর্তব্য। ঈশর সকলকেই সমভাব দেখেন, সকলকেই ক্ষমা করেন ও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ধর্ম পূজ্য, পাপ হেয়—সর্বদাই এই চিন্তা কর ও তদমুদারে

বংকিঞ্চিৎ ৩৯৩

কার্য কর। বে দকল লোক ধর্মপরায়ণ, তাহাদিগের সহবাদে আনন্দ জন্ম। যাহারা পাপাচরণ করে, তাহাদিগের জন্ম আমাদিগের প্রেমারত হঃথ করা উচিত,—তাহাদিগের প্রতি ঘুণা করাকর্তব্য নহে। যেমন নির্দোষী ব্যক্তি পাওয়া তার তেমনি নির্গুণী ব্যক্তিও হুপ্রাপ্য। দোষ ছাড়া লোক নাই ও গুণ রহিতও ব্যক্তি নাই। হয়তো যে দকল লোকের প্রতি আমরা ঘুণা করি তাহাদিগের এমত এমত গুণ থাকিতে পারে যাহা আমাদিগের নাই, অতএব জীবনের যে লক্ষ্য তাহাই লক্ষ্য করিয়া ও চিত্ত শান্ত, সমাহিত ও নম্র রাথিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে।

যস্ত সর্বাণি ভূতাক্তাত্মকোরাহুপশুতি। সর্বভূতেষ্ চাত্মানস্ততোন বিজ্ঞপ্সতে। বাজসনেয়।

যিনি প্রমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে প্রমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

যাহা কর্তব্য তাহাই কর, কালেতে সকলই সংশোধিত হইবে—কালেতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, ধর্ম বৃদ্ধি হইবে ও যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হইবে—কালেতে পৃথিবী স্বর্গ হইবে ও যে সকল অত্যাচার ও পাপ এক্ষণে হইতেছে সে সকল অত্যাচার ও পাপ কেবল দৃষ্টান্তের স্থল থাকিয়া পরে অত্যাচার ও পাপ নিবারক ও ধর্ম বর্ধক হইবে। ঈশ্বরের কার্য অভ্যুত—এক অল্যের সোপান ও যে সোপান সোপান মাত্র সে সোপান অস্থায়ী ও যে সোপান প্রকৃত সোপান সে সোপান চিরস্থায়ী। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্ ও অভ্তুত—কালেতে জঘন্য শ্রেষ্ঠ হইবে ও যাহা বিষ তাহা স্থা হইবে। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর কর। কেবল বিশ্বাস, কেবল সংযোগ, উপাসনা, কেবল অষ্ঠান এই অবলম্বন কর ও সেই প্রেমময়কে ভাবিয়া প্রেমময় হও।

পিতা উপাদনা কালে অধিক বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, কেবল সন্তাবে পরিপূর্ণ হইতেন। তিনি সর্বদাই ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকিতেন— তাঁহার কিছুই মল জ্ঞান ছিল না, তিনি কাহাকেও অনাত্মীয় জ্ঞান করিতেন না, সদা বিশ্বাসে, আশাতেও আনন্দে আনন্দিত থাকিতেন। যদি কিছু আমাদিগের চিত্তের উৎকর্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহার উপদেশে, সহবাদেএবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কার্য দেখিয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় আনন্দ ধারণ করিত, তথন তাঁহার প্রোমাহিত বদন পূণ্য জ্যোতিতে ভাসমান হইত ওতিনি বলিতেন যে পরলোকে পূণ্যবানদিগের জন্য যে আনন্দ সঞ্চিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আদর্শ কুপাময়ের কুপাতে উপভোগ করিতেছি—আমার এই প্রার্থনা যেন এ আনন্দের অধিকারী

এই রূপে কিছু কাল হিমালয়ে যাপন করিয়া আমরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। পরে বিশেষ অন্থসন্ধান ও বিবেচনানন্তর আমাদিগের বিবাহ হইল। ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বনিতারা স্বীয় স্বীয় পিতৃ-আলয়ে ধর্ম উপদেশ পাইয়া-ছিলেন ও আমাদিগের সহবাসে তাঁহারা একমনা হইলেন। পরিবারের সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর— সকল আনন্দই ঈশ্বর-সম্বন্ধনীয়। যে সকল অনুশীলনে ঈশ্বের প্রতি বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও আত্মোরতি হয় তাহাই হইতে লাগিল। কালেতে আমাদিগের পুত্র জন্মিল ও যেরূপ পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলাম সেইরূপ পুত্র-দিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

কিয়ংকাল পরে পিতার সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূ ও পৌত্র-সকলেই তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিল। মৃত্যু নিকট এই জানিয়া পিতা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ শরীরের প্রতি আত্মার কি মেহ. শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না কিন্তু শরীরেরও নাশ নাই, আত্মারও নাই। এথানে দংযোগ চির কাল থাকে না, বিয়োগ অবশুই হইবে, কিন্তু বিয়োগের পরে যে সংযোগ তাহাই চির কাল রহিবে এথানে রোগ হঃখ ও শোক কে না ভোগ করে সেখানে রোগ হৃঃথ ও শোক কিছুই নাই। এখানে জ্ঞান ও ধর্ম পাইতে অধিক ক্লেশ, দেখানে অতি দহজ। এখানে ইচ্ছা শরীরাধীন—দেখানে ইচ্ছা আত্মাধীন — ভ্রমণ, দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণের পরিমীমা নাই। যদি এহিক হুখে মগ্ন থাকিতাম, তবে এক্ষণে মৃত্যু পীড়। ভয়ানক হইত—তবে তোমাদিগের মুখ দেখিয়া মোহতে মুগ্ধ হইতাম দত্তে দত্তে অস্থির হইতাম। যিনি রাজহংদকে শুক্ল করিয়াছেন, স্থ-পক্ষীকে হরিৎ করিয়াছেন ও ময়ুরকে চিত্র বিচিত্র করিয়াছেন, তিনি তোমা-দিগের ভর্তা—তিনি তোমাদিগের রক্ষা করিবেন, তাঁহাতেই তোমরা দদা সংযুক্ত থাকিও। আমি দিব্যধামে গমন করিতেছি—মৃত বন্ধু বান্ধব আমার সম্মুথে উপস্থিত—আশাতে পরিপূর্ণ হইতেছি যে এ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইব—দেবতাদিগের দর্শন পাইব ও সেই সেই প্রেম্ময়ের সল্লিকর্ষ লাভ করিতে পারিব কেবল একটি কথা স্মরণ রাখিও—আমার কিঞ্চিৎ ঋণ আছে তাহা যেন পরিশোধ হয়।" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—ঘদি বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া দে ঋণ পরিশোধ না করিতে পারি তবে আমরা আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়া দে ঋণ পরিশোধ করিব। পিতা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করত আমাদিগকে আশীর্বাদ কবিলের।

বে মূথ হইতে জ্ঞানস্থা ও ধর্মস্থা অহরহ নিঃস্ত হইত, যে মূথের বিমল ভাব দর্শনে আমরা প্রেমেতে পুলকিত হইতাম, দে মূথ আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে

परिकश्चिर ७३६

লাগিল। ষে পদ্মপালাশ নয়ন্ত্র অশুভ কটাক্ষ কথনই করে নাই ভাহা এক্ষণে
নিমীলিত হইল। যে কর পর হংথ মোচনার্থে ও পরস্থা বর্ধনার্থে দদা প্রদারিত হইত তাহা বক্ষের উপরি বিলগ্ন হইল। বাহা ব্যাপার সকলি হগিত হইল। তৎকালে অন্তর্দু হি যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভক্তিসংযুক্ত অশ্রুপাত ও মৃত্ মৃত্ হাস্ত হারা প্রতীয়্মান হইতে লাগিল।

আমরা হই প্রতা করজোড়ে ভক্তি ও প্রেমে গদ গদ হইয়া পিতার কর্ণগোচর করিয়া এই উপাদনা করিলাম "নাথ! আমাদিগের কি দাধ্য যে হৃঃধ ও শোক দহরণ করি। তুমি যেমন বল প্রেরণ করিবে দেই রূপ বহন করিতে পারিব। এক্ষণে যাহা আমাদিগের কর্তব্য তাহার চেতন প্রদান কর। তোমার পদতলে পড়িয়া বার নমস্কার করি যে এমন পিতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলে। তোমার প্রতি শ্রন্ধাতে দদা বিগলিত হইয়া যেন তাঁহার গুণকীর্তন ও শ্রাদ্ধ করিতে পারি—তিনি যে জ্ঞান ও ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন তাহা যেন কার্যের ঘারা প্রকাশ করিতে পারি। এক্ষণে তিনি যাহাতে আনন্দ ধাম প্রাপ্ত হয়েন এই আমাদিগের প্রকাশ করিতে পারা—এই আমাদিগের ভিক্ষা"। প্রাণ বিয়োগের পর অনেকের বদন বিকট দর্শন হয় কিন্তু পিতার মৃথমগুল নিদ্রাবশে অলস, হাল্য প্রভাম সম্জ্জল ও আন্তরিক শান্তিরদে প্লাবিত বোধ হইতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর বৈষয়িক কার্যে ও অক্তান্ত বিভাতে মন নিবেশ করিতে হইল।
ভূম্যাদি যাহা ছিল তাহাতে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হইত না, এ জন্ত কিঞ্চিং
বাণিজ্য করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধনানস্তর যৎকিঞ্চিং দক্ষতি করিয়াছি। এই
অবকাশে ভ্রমণার্থে আদিয়াছি, ভাগ্য ক্রমে আপনাদিগের সহিত পরিচয়
হইল।

নিত্যানক ও সদানক এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ও বলিলেন আপনা-দিগের দর্শনে পাপ বিমোচন হয়,—আপনারা যেখানে গমন করেন সেই স্থান পবিত্র করেন।

প্রেমানন্দ—হে আনন্দময়! তোমার অপার মহিমা দর্শনে, ধ্যানে এবং প্রিয় কার্য সাধনে যে আনন্দ সে আনন্দে যেন আমরা চির আনন্দিত থাকি।

> ১০ অধ্যায়। গলের শেব। রাগিণী বারেঁায়া—তাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন। •জাননা কি কালাস্তরে লোকাস্তরে গমন। কেন অলস, বিলাস, কেন লালসা অভ্যাস, কেন নিখাস বিখাস, প্রকাশ সার চিন্তন।

কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ, কেন ত্যুজ সারস্বাদ, স্বশান্তি ব্ৰহ্মজ্ঞান।

কেন বাহ্ন আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর, কেন সেই পরাংপর, না কর হৃদয় ধন। গীতাঙ্কুর।

থরহরি কম্প ও ওলট পালটের দল আগ্রাতে উপস্থিত। ইহারা ভূমি হইতে কজ়ি কাঠ পর্যন্ত লক্ষে উঠেন ও যথন পড়েন তথন পৃথিবী থরহরি শব্দে কম্পান্থিত, এ জন্ত এই নামে ইহারা বিখ্যাত। ভবশক্ষরবাবু জরির তাজ মন্তকে শিয়া প্রকৃত চক্রশেপর হইয়া বদিয়াছেন। হরিবাবু নরিবাবু প্রাণবাবু প্রদাদবাবু মহামারী রব করিতেছেন। কখন উলম্ফন, কখন প্রলম্ফন, কখন ডিগবাজি, কখনও চাক ঘোরণ। ভবশঙ্কর অতি ভদ্র মাতাল, একাসনে যোগারুত হইয়া ঢাল্ছেন, চক চক করিয়া খাচ্ছেন ও বল্ছেন—"তোমরা ভদ্র হও, তোমরা ভদ্র হও"। সঙ্গী বাবুরা উত্তর কিংতেছেন—আপনি একটু বিলম্ব কঞ্ন—আমরা শীঘ্র ভদ্র হইব, এই বলিয়া ছই এক বীর বীরভদ্রের লক্ষে ভবশঙ্করবাবুর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। যেমন বিত্রের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের ভার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি ভবশঙ্কর ভারাক্রাস্ত হইয়া অচিরাৎ ভূমিদাৎ হইলেন ও স্কলা বাবুরা পতিত হইয়া পতিত অপ্যশ নিবারাণার্থে প্রস্পর ধ্রাধ্বি করিয়া টল টল ঢল ঢল ভাবে জড়াজড়ি হইয়া থাকিলেন। সকলেরই প্রতিজ্ঞা ছিল যে এই আমোদ দার রুদ্ধ করিয়া পর্যবসান হইবে কিন্তু ঢলাচলির বৃদ্ধিতে সে প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞা রহিল না—তাঁহার৷ সকলে মেরোয়া হইয়া সরে রান্ডায় আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ডাকিলে কুকুর ডাক ডাকেন—গাড়ি চলিতে দেখিলে গাড়ির গমনের শক্ত করেন—সপ্ত স্বরের তারতম্য নানা প্রকারে নিঃস্ত হইতেছে ও হন্ত পদাদি যত দূর ভাল মান রক্ষা করিতে পারে ভাহার কিছুই ত্রুটী হইতেছে না। তাল বেতাল তুয়েরই অবলম্বন—কথন তাল কথন বেতাল ও পথিককে নিকটে পাইলে তাল বেতালের গ্রায় ভাদ্র মাসের পাকা তালের শব্দে তাহার ঘাড়ের উপর পড়েন। এই রূপ ভ্রান্ত অশান্ত ও নিতান্ত তুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতয়াল কতান্ত স্বরূপ আদিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন—বিশুর ধন্তা ধন্তি, তেরি মেরির পরে বাব্রা থানাতে আনীত হইয়া এক পার্যে পঞ্ পাওবের ভায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যেমন ক্লফ বিগত হইলে অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলনে অসক্ত হয়েন, তেম্নি বোতলাভাবে তাহাদিগের বীর্থ আর

প্রকাশ হইল না, উদরে যাহা ছিল তাহার গুণে সকলের চক্ত্ অর্ধ নিমীলিত থাকিয়া পরস্পারের প্রতি ঝিম্কিনি ভাবে পতিত হইতে লাগিল।

অরুণোদয়। ডিমিকি ডিমিকি শব্দে নহবত বাজিতেছে। মোল্লারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া "আল্লাহো, আক্বর" বলিয়া ন্মাজ করিতেছে। যে স্থানে ভগবানের নাম সেই স্থানই পবিত্র। ডাক্সমহলের উত্থান ও ফোয়ারার কিবা শোভা। বুক্ষ দকল শ্রেণী-পূর্বক রোপিত, পল্লব ও পত্র ষেন গুষ্ডের ন্তায় ছেদিত, তত্ত্বরে অরুণ আভা পতিত, ও চতুপার্শে স্থান্ধি লতা বিস্তৃত। শেতপ্রস্তরে তাজ্মহল নিমিত, ভিতরে নানা বর্ণ পাথরের ফুলে ও নক্সায় স্থদজ্জিত, চিত্রিত ও শোভিত—মধ্য-স্থলে শাজাহান ও তুরজাহানের সমাধি স্থাপিত। মুসলমান রাজাদিণের লক্ষাই বহুমূল্য সমাধি, এজন্ম ভাহারা অকাভরে ব্যন্ন করিতেন; কিন্তু এথানে সমাধির জন্ত অপূর্ব অট্রালিকায় কি হইতে পারে ? লোকান্তরের অপূর্ব স্থানই জীবনের উদ্দেশ্য। তাজমহল নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞানানন্দ অমুজ ও আত্মীয়দিগের সহিত গমন করিতেছেন। ব্রিগেডিয়ার ট্রুপ অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী ও ধর্মপরায়ণ—তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আলাপনান্তর কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন ও সেখানে আকবরশা কৃত অপূর্ব পুরী প্রদর্শন করাইলেন। ইতিমধ্যে একজন ইংরাজ আসিয়া সংবাদ দিল যে কল্য রাত্রে পঞ্জন বাবু মাতোয়ালা হইয়া থানায় আটক আছে। জ্ঞানানন অমুরোধ করাতে নাহেব তাঁহাদিগের সহিত থানায় আদিয়া দেখিলেন যে পঞ্জন বাবু গলাগলি করিয়া বদিয়া আছেন, তুই এক জনের জ্ঞান শৃক্ত ও যাহারা শৃক্তে গমন করেন না তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন লজ্জায় মুথে কাপড় দিয়া মিট মিট করিয়া দেখিতেছেন এবং মৃত্ স্বরে ভিঁরে রাগ আলাপ করিতেছেন।

মহাশয়রা কে ? মহাশয়র। কে ? উত্তরই নাই আমরা আপনাদিগের খালাদ করিতে আসিয়াছি। অমনি ভবশঙ্কর কুণ্ঠিত হইয়া লুক্তিত তাজ মন্তকে ধারণ করত গোঁফ, জ্র ও নাসিকায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—আজ্ঞা আমরা সকলে ভদ্র সস্তান, দৈব যোগে এ বিপদ, পুক্ষের দশ দশা!

রামানন্দ—দশ দশা হলে তো বাঁচতাম—তোমাদের যে কত দশা তা বলিতে পারি না।

ভবশক্তর—আর গঞ্জনা কেন দেও; (চক্ষুমট্কিয়া) এক্ষণে শীঘ্র কর্ম শেষ কর।

জ্ঞানানন্দের অন্থরোধে ও সাহেবের আদেশে পঞ্চ জন মাতাল বাব্রা থালাদ পাইয়া একত্র হইুয়া যেন মরালদলের ন্তায় চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর ঘাইয়া চীৎকার করিয়া এক ঠুংরির টয়া ধরিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ইহাদিগের অন্থতাপের বিলম্ব অনেক, এক্ষণে রোগের যৌবনাবস্থা, হ্রী কিছুমাত্র উদয় হয় নাই।
পর দিন প্রভাতে দিকাজাবাদ সম্মুথে। চতুদিকে উত্থান—মটালিকার ভিতর আকবরশার সমাধি, কিছু বহু মূল্য সমাধি নির্মিত হইলে কি ঐ স্থানে আহা।
আটক থাকিতে পারে ? আত্মা স্ব স্থানে গমন করে। প্রস্তরে নির্মিত সমাধিরও
কালেতে সমাধি হইবে। যে পদার্থ উধের্ব গমন করে তাহারই সমাধি নাই।

মথুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছে—- এ উচ্চ ভূমির উপরে কংশ বধ হইয়াছিল — এ বিশ্রাম ঘাটে রুফ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম ঘাটে কচ্ছপের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, অহোরাত্র কিল কিল করিতেছে। মথুরায় বৈষ্ণব ধর্মের উদয় ও वृक्तावरनत ये धर्मत मधारू कान। ध्यथरमरे त्याविक्ताबित मिनत-मिनदात हुए। কোণায় ? ধবন রাজা কর্তৃক ভগ্ন। মুদলমান রাজারা হিন্দু ধর্মের প্রাহ্নভাব দেখিতে পারিতেন না, একারণ বলপূর্বক উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিতেন। বল ষারা কোন ধর্মই বিস্তৃত বা নিমূলিত হয় না। ছলও ধর্ম বিস্তারক বা সংহারক হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা কেবল প্রেম বলে প্রাপ্য ও বল ছল লোভ বা ভয় বারা আনীত ও বিস্তৃত হইলেও দে মত্য স্ত্যুস্কুণ গৃহীত হয় না। এই বিখ্যাত বৃন্দাবন। জন্মাষ্টমী উদিত—আনন্দের পরিসীমা নাই। ব্রজ্বাসী-দিণের বিলাদের অন্ত নাই—কাকবিলাদী—ভোগবিলাদী—দর্বনাশীতে শর্বনাশ করিয়া ও রক্ত নয়ন হইয়া মুদঙ্গ বীণা ও নানা যন্ত্রের সহিত সংগীতে মগ্ন। রাজ-মার্গে মঙ্গললাজ বধিত। স্থানে স্থানে নিশান পতাক। উড্ডীয়মান হইতেছে— স্থানে স্থানে তুরী ভেরী ও ডক্ষার শব্দে গুরু করিতেছে —স্থানে স্থানে গোপাস্ব-নারা হরিদ্রায় আরিক্ত হইয়া দকল বিরক্তি বিদর্জনার্থে যমুনায় গমন করিতেছে —স্থানে স্থানে ব্ৰজবালক কৰ্দম ও দ্ধিতে আবৃত হইয়া মদীযুক্ত বদন ও কল্লিত গোঁফ প্রদর্শনে উপযাচক হইতেছে—স্থানে স্থানে আম শাখা ও পুস্পমালার বৃষ্টি —গায়ক গান করিতেছে, নর্তক নাচিতেছে, বাদক বাজাইতেছে, ভট্ট স্থতি পাঠ করিতেছে—স্থানে স্থানে কাঁসর, ঝাঁঝর, ঘন্টা, করতাল ও জগঝস্প যেন মেদিনী কে লক্ষ করাইতেছে—স্থানে স্থানে এত বানরের সমাগম যে বোধ হয় পুনর্বার রাম রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। কি নগর কি গ্রাম কি বন কি উপবন সর্ব স্থানেই আনন্দের স্রোত বহিতেছে। হর্ষের কোলাহলে পশু পক্ষীও হুর্যিত। প্রেম ও আনন্দ বিহাতীয় প্ৰাৰ্থের ভাষ্ন, উৰ্য হইবা মাত্ৰেই প্ৰেরিত হয় এবং এক অভ-কে প্রেরণ করে।

রাগিণী বি'জিট ।—তাল আড়া।

ওরে বুন্দবিনের লোক। দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক। যত্রপতি, ব্রঙ্গপতি, কভু নহে সে মূরতি, দেখারে সে হদিপতি, ভূলোক, তুলোক। দিবাবসান। যমুনার পুলিনে কি অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত অট্টালিক। ও সোপানের লহরী ! দিগ, ভরতপুর, জয়পুর ও অন্তান্ত দেশের রাজারা বহু বায়ে এই সকল কীতি করিয়াছেন। জ্ঞানানন্দ অমুজ, শিশু ও বন্ধুদ্বয় লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন ভ্রমণের শেষ নাই, ভ্রমিতে ভ্রমি ঘাইতে হয়, তথাচ নৃত্র নৃত্র দর্শনোত্তর আহলাদ কে সহজে পরিত্যাগ করে ? এক প্রস্তর নিমিত উচ্চ গুহে প্রেবেশান্তর তাঁহার। দেখিলেন সে গৃহের অনেক ঘর কিন্তু শৃন্ত। একভালা, দোতালা, তেতালায় উঠিয়া দেখেন অতি নির্জন স্থান—কোলাহল কিছু মাত্র নাই, উংধর্ব নবাভ্র বেষ্টিত আকাশ, অন্তমিত দিনমণির চিত্র বিচিত্র জ্যোতি নৃত্য ধ্যানাবস্থায় বদিয়াছেন ও এক এক বার রোদন করিতেছেন। ঐ খ্রীলোকের প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইলেন জ্ঞানানন্দ নিকটবর্তী না হইয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন--জ্বর কি রমণীয় ! যে আত্মাতে বিশেষ রূপে সপ্রকাশ সে আত্মার কি দৌন্দর্য। দেখ এই নারীর বসন সামান্ত—ভূষণ কিছু মাত্র নাই কিছ আত্মার জ্যোতিতে তাঁহার কি শ্রী ৷ ইহাঁকে দেখিয়া আমার ভক্তি উদয় হইতেছে, पामि रेरात निकटं यारे। धरे विनम्न छानानम मनिकं ररेलन ও नितीक्त করিয়া চেন চেন করেন কিন্তু চিনিতে পারেন না। ঐ পুণাবতীর পুণ্য তেজেতে অভিভৃত হইয়া জ্ঞানানল দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে ঐ নারী নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া বলিলেন—বাবা! তোমাকে পাইয়া অমূল্য রত্ন লাভ করিলাম, আমার বাটী মুঞ্চেরে, আমি অমূকের মাতা, তোমার স্মেহ, উপদেশ ও সান্ত্রনা কথনই ভূলিব না। জ্ঞানানন্দ তৎক্ষণাং তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাতর হইলেন ও বলিলেন—মা! তোমার এমন বেশ কেন? বাবা! পুত্রহীনা হইতে দেখিয়াছিলে, তাহার পর পতিহীনা হই—নিকটে কেহই অভি-ভাবক নাই, সকল বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া এই স্থানে আদিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাদনা ও মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। এক এক বার অতিশয় ব্যাকুল হই, তথন তোমাকে মনে পড়ে ও মনে মনে বলি কোথায় গেলে জ্ঞানানন্দকে পাইব ? অভ তোমাকে পাইয়া আমার আশা হইল, আমার সকল ত্বংথ ভোমার মুখ দেখে গেল। জ্ঞানানন্দ বাম্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নের বারি নিবা-রণ করিতে পারিলেন না ও বলিলেন পিতার বিয়োগ হইয়াছে, শুনিয়া বড়

ছঃথিত হইলাম কিন্তু ঈশ্বর ঘাহা করেন তাহাই মঙ্গল—তোমার আত্মা ক্রমে তাহাতে সংযুক্ত হইতেছে ও লোকাস্তরে যে স্থান পাইবে তাহার ছায়া আত্মাতেই প্রেরিত হইতেছে। প্রাণধনের মাতা বলিলেন—বাবা! আমার পাণের সীমানাই, তাহা না হইলে আমার এমন দশা কেন হইবে! জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন—মা! এমন মনে করিও না—শোক ছঃথ যে পাপীর হয় তাহা নহে। শোক ছঃথ পুণ্যবানেরা আরো পুণ্যবান্হয় এ অনস্তর অমুদ্ধ শিশ্ব ও ছই জন আত্মীয়কে নিকটে আনিয়া ও আত্মীয়ক্তিরে পরিচয় দিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! আমরা সকলে মাতৃহীন, তুমি আমাক্তিরে দিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! আমরা সকলে মাতৃহীন, তুমি আমাক্তিরে সঙ্গে আইন যে আমরা সকলে তোমার প্রতি পুত্রের কার্য করি। সংসারে ধ্যানও চাই, কার্যও চাই—কার্যেতে ধ্যানের প্রতা ও আনন্দের উদ্ভব, অতএব এক্ষণে তোমার যে কর্তব্য তাহা পরে বিধেয় হইবে। এই প্রস্তাবে প্রাণধনের মাতা সন্মত হইলে, তাঁহারা সকলে প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

কত পাইবে রতন। ওহে ধর্ম পরায়ণ। যখন হইবে মুক্ত শরীর বন্ধন।
প্রজনিত অন্থতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ, এমন পুণ্যপ্রতাপ স্থেতে গমন।
দূরে যাবে রোগ শোক, স্থমন্থ নানা লোক, শোভিত সত্য আলোক হবে দরশন।
কেহ না করিবে রোধ, নবিবাদ নবিরোধ, পরিহিত অন্থরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি স্থকর, কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অন্থ্রুণ।
বেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত, জ্ঞান প্রেমে ক্রুমাগত, ক্রমশঃ বর্ধন।
দিয়াল্ দেবতা যত, মিলিবে প্রক্লুল্লচিত, সংকীর্ভন প্রোমাস্ত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরপ্তন, স্বতাপ বিমোচন, তুর্লভ হ্রদন্ত্য ধন, রতন রতন। গীতাল্বর।

নিত্যানন্দ বাবুর সাংঘাতিক গ্রহণী রোগ উপস্থিত—চিকিৎসা নানাবিধ হইতেছে, কিছুতেই সমতা হইতেছে না—পীড়ার দিন দিন বুদ্ধি। ধার্মিকের মৃত্যুপীড়া নাই ও ধর্ম বল এমনি প্রবল যে রোগের বলকে হুর্বল করে। পরিবার ও আত্মীয় সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তান্থিত—রোগী রোগের যন্ত্রণাতে মধ্যে মধ্যে কাতর কিন্তু আত্মার শান্তি জন্ম পীড়ার কাতরতার ধর্ব হইতেছে। কাল উপস্থিত এই জানিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—এত দিনের পর পক্ষী পিঞ্জর হইতে মৃক্ত হইবে—রোগ, হুংখ, শোক আর ভোগ করিতে হইবে না। যেপদার্থ উচ্চ ভাব ধারণ করিবে কুৎনিত বদনকেও স্থানর করে, সে পদার্থ নিব কলেবর ধারণ করিয়া অমৃতধামে

গমন করিবে—তবে বিয়োগ কোথায় ? কোটি কোটি কটি ভূমিতে ও বৃশ্লেতে বিলগ্ধ ও এক রাজির মধ্যেই তাহারা উর্ব্গতি। বিশ্বাদে আশাতে ও আনন্দতে আমি পরিপূর্ণ। মৃত্যুতে আমার লাভ ও আনন্দ। যাহার স্নেহ ও প্রেম পালে আমি এখানে বদ্ধ ছিলাম তাঁহারাই স্নেহ ও প্রেম পালে চিরকাল বন্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম ভাল রূপ উপার্জন করিব। অশরীর অবস্থা শরীর অবস্থা অপেক্ষা জ্ঞান, ধর্ম ও আনন্দ লাভের কি উপযোগী। এখানে এই লাভের প্রারন্ত, লোকাজরে ইহার ক্রমশং বৃদ্ধি। আমা কর্তৃক অনেক পাপ কৃত হইমাছে, তক্ষ্ণ আমি যথার্থ অন্তর্গপিত। যদি আমার আত্মাতে এক্ষণও মালিল থাকে তাহার জন্ত ধে উপদেশ, ধে শাদন ও দও আবশ্রক তাহা অবশ্রই পাইব —তাহাতে আমার হংথ নাই—তাহাতে আমার স্থা। যথন আমার মঙ্গলম্মের ক্রোড়ন্থ তথন কিছু ভাবনা নাই—কিছু ভয়্ম নাই। যাহাই মঙ্গল তাহাই হইবে। এক্ষণে আমার পিতা ও মাতাকে সম্মুথে দেখিতেছি—মৃত্যুর বড় বিলম্ব নাই।

যেমন নদী তরঙ্গ বিহীন হইলে শান্ত মৃতি ধারণ করে, যেমন আকাশ মেঘ শৃন্ত হইলে মনোরম হয়, তেমনি নিত্যানন্দের বদন প্রশান্ত হইতে লাগিল। কোন কোন পুপোর গন্ধ কেবল রাত্রিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বদন মৃত্যু কালে পুণা জ্যোতি প্রকাশক হয়। রোগের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই—কতান্তের বিকটতা কিছু মাত্র নাই—মোহের আকর্ষণ কিছু মাত্র নাই—দমুথে ধর্মপরায়ণা পত্নী—তাঁহার আত্মা যেন ঈথরের চরণে বিলগ্ন—হই কর সংযুক্ত হইয়া ভক্তি উপহার নিতেছে ও তুই বাস্পাপ্ত কুরঙ্গ নয়ন এই স্থোত্র প্রকাশক হইয়াছে—"নাথ। যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হউক, এই অনাথিনীকে দয়া করিয়া পদতলে রাথিও"। এদিকে সদানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ মন্তক নত ও ধৈর্য অবলম্বন করত গন্তীর ও গদগদ স্বরে এই গাঁথা পাঠ করিতেছেন।

"তমীশ্বরাণাং প্রমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং প্রমঞ্চ দৈবতং, প্রতিং পতীনাং প্রমং প্রস্তাৎ বিদম দৈবং ভ্রনেশ্মীডাং॥"

নিত্যানন্দের আত্মা নিত্যানন্দ ধামে উড্ডীন হইল। আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ ও পর তুংথে তুঃধী, পর স্থাে স্থা তাঁহার বিয়ােগ জগতের থেদজনক ও তাঁহার গুণ কে না কীর্তন করিবে ?

ষ্বির হও গুণবতী পিতা পুত্র ভাই পতি, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাবহ তাঁহারে। জগংপতি করি পতি, হর স্বীয় হুর্গতি, পুনর্বার পাবে পতি, গেলে লোকাস্তরে॥ নিত্যানন্দবাব্র মৃত্যুর পরে দদানন্দ ডাক্তারকে জিজ্ঞাদা করিলেন—দাদা লোকান্তর গমনের পূর্বে বলিলেন যে পিতা ও মাতা তাঁহার দম্থে—এমত কেন কহিলেন? ডাক্তার উত্তর করিলেন ওটা থেয়াল। দদানন্দ কহিলেন থেয়াল কি রূপে বলিব তাঁহার তো বিকার কিছু মাত্র হয় নাই—কিছুতেই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ডাক্তার ঘাহা অলুমান করেন তাহা নহে। মৃত্যুর প্রাক্কালে আত্মা পরলোক দৃষ্টি করে। যেমন ইহলোক অন্তর হয় তেমনি পরলোক দন্নিকর্ষ হয়। ডাক্তার একথা শুনিয়া পরিহাদ করিলেন ও বলিলেন বায়র বিচিত্র গতি।

আত্মাতে জ্ঞান হইলেই বল হয় না। বল জন্ত বিশ্বাসের আবশ্যক ও বিশ্বাসের জন্ম পুনঃ ধাানের আবশুক এবং ধাানের সহিত ক্রিয়ারও আবশুক; এই মত্য জ্ঞানানন্দ বাক্যের কৌশলের দ্বারা ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা নিত্যানন্দবাবুর বনিতা ও প্রাণধনের মাতা তুই জনে বসিয়া সংপ্রসঙ্গ করত স্বীয় স্বীয় শোক বিযোচন করিতেছেন, ইতি মধ্যে জ্ঞানানন্দ অনুজ ও দদা-নন্দকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাদ্বয় আপন আপন মস্তকের বদন টানিয়া তাঁহাদিগকে বসিবার জন্ম আদন প্রদান করিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন— তোমরা ছুই জনেই আমার মাতা—তোমাদিণের হু:থ জন্ত আমি যে হু:খিত তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কিন্তু ঈশরের কার্য অভুত—একের সহিত অক্তের সংযোগ ও পরিণামে সকলই শুভ। আপনাদিগের তুই জনের একত্র হওয়া দামাক্ত ঘটনা নহে---আপনাদের প্রস্পারের সহবাদে প্রস্পারের হুংখের থবঁতা ও ধর্ম আলোচনার বৃদ্ধি। আপনারা দামান্ত ন্ত্রীলোক নহেন যে শোক জন্ত শ্যাায় পড়িয়া ক্রমাগত চীৎকার করিবেন—আপনাদিগের যে জ্ঞানবল ও ধর্ম-বল তাহাতে যে ঘটনাই ঘটুক তাহাকে আত্মার উন্নতি সাধক অবশ্রুই করিবেন —শোক যে কার্য জন্ম প্রেরিত তাহা যদি দে কার্যে নিযুক্ত না হয়, তবে প্রের-কের অভিপ্রায়ের বিপরীত হইবে। মা। ঈশ্বরকে শ্বরণ কর, আ্রার অবিনাশিষ ম্মরণ কর, দিব্যধাম ম্মরণ কর, জীবনের উদ্দেশ্য ম্মরণ কর, ও আপন আপন শরীর ও আত্মা ভবতারকের গাদপদ্মে অর্পণ কর।

আত্মার বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাব ধ্যান দারা অভ্যাস করা আত্মার উন্নতি সাধন বটে কিন্তু অনুষ্ঠান অবলম্বন না করিলে সেই ভাবের পকতা হয় না। জ্ঞান, ধ্যান, ভাব ও কার্য সকলের আবশ্যক। মহিলাদ্বয় বলিলেন, কি কার্য করিলে আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গল ভাহার উপদেশ দেও— আমাদিগের পর কালের স্থাই স্থা। জ্ঞানানন্দ বলিলেন—প্রত্থে বিমোচন ও প্রস্থু বিবর্ধন জীবনের

यर्किक्ट

লক্ষ্য। ঈথরের প্রতি প্রেম জনিলে দে প্রেম অন্তের প্রতি অবশাই বিত্ত হইবে, যদি কেবল আত্মাতে ক্লন্ধ থাকে তবে প্রকৃত রূপ পরিচালিত হয় না। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে অন্তের প্রতি প্রেম কি প্রকারে উত্তম রূপে বিভৃত হইতে পারে ? অর্থ দান, বিভা দান, ঔষধ দান, জল দান, আশ্রয় দান, পরামর্শ দান সকলই উত্তম বটে কিন্তু অন্তের পাপ বিমোচনে অসীম পুণা ও আপন আত্মার সন্তাব বিশেষ রূপ প্রস্কৃতিত হয়। এই স্থানে যে সকল ব্যাভিচারিণী আছে তাহা-দিগের বালিকাদিগকে যদি আনমন পূর্বক ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন তবে ধর্ম রাজ্যের বৃদ্ধি ও অর্গের ছায়া এখানে আক্ষিত হইবে। কর্মের সহিত ফল সংযুক্ত। যে অন্তের ধর্ম বৃদ্ধি করে দে আপনার ধর্ম বৃদ্ধি করে। কার্যের ফল দেখিলেই ঈথরের অভিপ্রায় জানা যায়। যে কার্যে সন্তোষ ও নির্মল আনন্দ দে কার্য করিতে ঈথর আদেশ দেন—তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য।

क्कानानन याहा उपरम्य क्षानान कतिरलन, जाशह धार्य हटेल ७ जिनि पार धरे শুভ কর্মের প্রণালী সকলই করিয়া দিলেন। নারী দারা নারীগণ উত্তম রূপে শিক্ষিত হয়। উক্ত তুই ধর্মপরায়ণা নারীর নিষ্ঠা ও পবিত্র ভাব যাহা কার্য বিরহে আবদ্ধ ছিল তাহা এক্ষণে প্রকাশিত ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। অভ্যাসেই ক্রমে উচ্চ অভ্যাদ, দাতা গৃহীতা তুইয়ের উপকার। শরীর আবদ্ধ থাকিতে পারে না, আত্মাও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তুইয়েরই জন্ম রঙ্গভূমি চাই। যেমন আত্মা উচ্চ হইবে তেমনি ঐ রঙ্গভূমির সীমার বুদ্ধি হইবে—যাহা স্বভাবত তাহাই করিতে হইবে নতুবা স্থান সংকীর্ণভায় যেমন বুক্ষ শীর্ণ হয় সেই রূপ আত্মা পেশিত, ঘ্যিত, মৃদিত হইতে থাকে—বিক্ষিত প্রস্কৃটিত হইতে পারে না। বালিকাদিগকে ধর্ম উপদেশ প্রদানে মহং ফল হইতে লাগিল। সং মহুশীলনের বুদি বিজ্ঞান শক্তির বুদ্ধি জেয় লাভের বুদ্ধি আত্মাবং ভাবের বুদ্ধি স্লেহ ও প্রেম —অভ্যাদ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। আত্মার বৃত্তির ক্রমশঃ পরিতৃপ্তিতে আত্মার আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগে ঐ হুই ধর্মপরায়ণা নারী কাল যাপন করেন-বালিকা-দিগের ঐহিক ও পারত্রিক আরাম ও মঙ্গল কি প্রকারে হইবে এই তাঁহাদিগের সর্বদা চিত্তা ও সাধ্যান্ত্রসারে কি ব্যয় কি পরিশ্রমে কিছুতেই ত্রুটি করেন না। কালেতে উদ্দেশ্যে দিদ্ধ হইতে লাগিল ও আপন আপন করাদিগের পবিত্রতা শুনিয়া হুই এক জন ব্যাভিচারিণীও অমুতাপিত হুইল। কিন্তু কোন কোন ইন্দ্রিয়স্থ্রপ্রায়ণ ও পৌত্তলিক বাবুরা উপহাদ করত বলাবলি করিতে লাগিলেন — बक्ताका नी दिना निर्माण कदाल — बिक्ता नियम राज, जीर्थ राज, जिल्लाम গেন, পুরাণ ভ্রা জোল, প্রতিমা পূজা গেল, এক্ষণে বেখা ক্যাদের শিক্ষা দেওয়া-

তেই সব পুণ্য হইবে। যথন স্থীলোকদিগেরও এই মত তথন আর হিলুধর্ম থাকে না। আবার সময়ে সময়ে ঐ সকল ব্যক্তিরা বলিত—যাহা বলি কহি, পর উপ-কার জন্ত এত ব্যয়, এত পরিশ্রম, এত একাগ্রতা কম কথা নহে—এমন কয় জনে করে ? বৈকালে বালিকাগণ বাটীর উত্যানে ভ্রমণ করিত। এক জন বালিকা আপনার মাতাকে রাস্তায় দেখিয়া স্নেহ ও তুঃথে পূর্ণ হইয়া বলিল—মা! আমাকে চিনিতে পার ? তাহার মাতা বলিল—বাছা। তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কেন চিনিতে না পারিব ? আহা তোমার মুখেতে কি নির্দোষতার আভা! তোমার বদন হেরিয়া আমি লজ্জা পাই। বালিকা বলিল—মা ! জোড় হাতে একটি কথা বলি, মনেতে রাখিও। পবিত্রনা হইলে পবিত্রতার আধারকে পাওয়া যায় না ও তাঁহাকে পাইলে যে স্থুথ সে স্থেথর তুল্য আর স্থুখ নাই। ঐ ব্যাভি- চারিণী এই উপদেশে জাগ্রত হইয়া কন্তার নিকট মধ্যে মধ্যে রান্ডায় দাঁড়াইয়া দেখা করিত ও পরে পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়া শুদ্ধতা অবলম্বন করিল। একদা এক জন স্থশিক্ষিতা বালিকা আপন পূর্ব বুত্তান্ত স্মরণ পূর্বক ঐ ধর্মপরায়ণা নারী-ছয়ের পদতলে পড়িয়া বলিল—আপনারা যাহা করিতেছেন তাহার ফল বিশেষ রূপে পরে পাইবেন। যেমন ঈশ্বর পুরীদকে শর্কর করেন, জীর্ণ শীর্ণ বস্তুকে দতেজ করেন, হুর্গদ্ধকে স্থান্ধ করেন, পাপীকে তাপী করেন, তেমন আপনারা মলিন ও অপবিত্র বালিকাদিগকে পবিত্র করিতেছেন। যদি আপনারা না থাকি-তেন তবে কি ভয়ানক জঘন্ততা প্রাপ্ত হইতাম ৷ ধর্মপ্রায়ণা নারীদ্য বলিলেন— আমাদিণের সাধ্য কি আমরা অন্তকে পবিত্র করি-মিনি পবিত্রতায় অয়ন, যাঁহার নিকটে পবিত্রতার জন্ম আমর। অহরহ প্রার্থন। করিতেছি, তিনিই নক-লকেই পবিত্র করিতেছেন—তাঁহাকে শ্বরণ করিয়া সকল মঙ্গল সাধন কর। দেথ আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম তাহাতে উন্নাদিনী হইতে হয়। পতি বিয়োগ ও পুত্র বিয়োগের ত্যায় আর যন্ত্রণা নাই ও যদিও এই শোকে কিয়ৎকাল দহমান ছিলাম কিন্তু এই শোকেতেই আত্মা মন্থিত হয় ও ঐ মন্থনে এই চেতনা লাভ করিলাম যে কি করিলে ঈশ্বরকে লাভ করিব ? যদি নিদারুণ শোকের এই ফল তবে ঈশ্বর কি মন্গলময় ! অতএব প্রাণপণে তাঁহার পূজা কর ও তিনি যাহা প্রেরণ করেন তাহা মন্তক নত করিয়া গ্রহণ ও বহন কর। জ্ঞানানন্দ নিকটে ছिल्न, मनानन्तरक वनिल्नन नेयातत कार्य कि ठमरकात । कि घरेना कि घरेना উপস্থিত হয় ! যথন বিহ্যুত চমকিয়া উঠে ও বজ্ৰ পতিত হয় তথন বোধ হয় স্চষ্ট গেল-গেল কিন্তু বিহ্যুত ও বজেতে বায়ুর নির্মলতার বুদ্ধি ও নির্মল বায়ু জীবনের জীব<mark>ন পোষয়িতা। যথন হুংথ ও শো</mark>ক উপস্থিত তখন বোধ হয়, এইবার সমূলে

य**्**किक्षं

উচ্ছিন্ন হইলাম কিন্তু দুঃখ ও শোক আত্মার কি প্রগাত ও গন্তীর ভাবের উত্থাপক ও প্রতিপালক। ষেরপ মিষ্ট বাণী শ্রুত হইল, তাহাতে আশা প্রবল হইতেছে বে কালেতে এতদেশীয় অঙ্গনাগণ জ্ঞানালোক ও প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া পথরের আজা প্রতিপালনে ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন এবং ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাতে সর্ব গৃহ পবিত্র করিবেন। আমরা ভ্রমণ করিয়া অনেক লাভ করিলাম—এক্ষণে বাটী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব অত্গ্রহপূর্বক বিদায় দিন, যদি জীবিত থাকি তবে পুনর্বার আসিয়া দাক্ষাং করিব, আপনারা আমারদিগের পর্ম স্কুল। পরে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ যাত্রাকরিলেন—নিকটস্থ যাবতীয় লোক পশ্চাতে ধাবমান হইল। সকলের সহিত আদর ও স্নেহপূর্বক আলাপ করিয়া তাঁহার। গমন করিলেন। যেপর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইলেন সে পর্যন্ত সহস্র সহস্র লোক চিত্র পুত্তলিকার ভায় দণ্ডায়মান থাকিল। বিভালয়ের বালিকাদিগের কুত্জুতা নেত্রবারিতে প্রকাশ হইল। ধর্মপ্রায়ণা নারীদ্য শোকের আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দদানন্দের হৃদয়ে ভ্রাতার বিয়োগ শোক জাগ্রত হইল। পরিবারস্থ ও পল্লীস্থ সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—ছুইটি ভাই কি চমৎ-কার! রূপ গুণে সম্পন্ন, বোধ হয় যে সত্য ও ধর্মের পতাকা হত্তে ধারণপূর্বক ঈশরের রাজ্য বুদ্ধি করিতে করিতে চলিয়াছেন। এরপ লো**ক হ**স্পাপ্য।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের গমনে অনেকের বিরহ ছঃখ ও তাপের উদ্দীপন হইল।
যাহারা ভিন্নমতাবলম্বী তাহারাও ঐ ভ্রাতাদ্বরের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন।
সত্যেরই জয়—অসত্য ক্ষণিক স্থায়ী—সত্য চিরস্থায়ী। পথি মধ্যে রামানন্দ
জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় যে ধর্ম বিস্তারপূর্বক বলিলেন, ইহার
নাম কি ? জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন নামেতে কিছু আইসে ধায় না। জ্ঞানই মূল,
ভাবই মূল, কার্যই মূল। আমি যে ধর্ম বিস্তারপূর্বক বলিয়াছি ইহা আত্মা বিনির্গত
ধর্ম—যেমন আত্মা উচ্চ ও ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবে তেমনি এ ধর্মের উচ্চতা
প্রকাশ পাইবে। এই আত্মা বিনির্গত ধর্মের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য আত্মাই স্বয়ং
প্রদান করে—শান্ধিক প্রমাণ, পাণ্ডিতিক টীকা বা কল্লিত প্রণালীর কিছুমাত্র
প্রয়োজন নাই। এ ধর্ম বারি বায়ু ও রশ্মির ন্যায় প্রকৃত ও সকলের সেব্য ও
প্রাণ্য। এই ধর্ম বিশ্ব্যাপক—স্থাভাবিক—শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে না। যদি কোন
কারণ বশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্থীয় স্বভাব জন্ম ঐশ্বরিক ভাব ধারণাপূর্বক শ্রেণী নাশক ও সর্বব্যাপক অবশ্রই। দিবাকর পর্বতের পার্মে উদিত হইলে
সকলের দস্টিগোচর, হয় না কিছু পরে কে না দেখিতে পায় ? আত্মার প্রকৃত

ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ—ইহার গতি অক্রত অথচ নিশ্চয়। প্রস্তর ভেদী বারির ক্রায় ইহার কার্য—আপনার আরুক্ল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম যিনিই অবলম্বন করুন তাহা শীদ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশুই হইবে। এ ধর্ম সমুদ্র স্বরূপ—অক্য অক্য ভিন্ন ভিন্ন নদ নদী স্বরূপ যত ধর্ম আছে তাহা কালেতে এই ধর্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্মই নিত্য ধর্ম—এইই সত্য ধর্ম—এইই বান্ধ ধর্ম।

গ্রীরাগ।—তাল কাওয়ালী।

প্রেম নগরে চল যাই। দেই প্রেমমন্ন প্রেমেশ্বের দিব হে দোহাই। প্রেমেতে মগন হব,প্রেমামৃত পান করিব,প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাই ঠাই॥

अलिनी



व्यक्ति

া—অবেষণচন্দ্রের বনে শিকার দর্শন, বস্তু লোকদিগের সহিত্ আবাপ ও ধর্ম লক্ষণ চিন্তন।

অন্বেষণচন্দ্র, ভদ্র কুলোদ্ভব, তরুণ বয়সী, অতার্কিক মিতবাকী, শান্ত, জ্ঞান ও ধর্মান্ত্রাগী, অরেষণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। অনতিদূরে নিবিড় বন—বুহং২ বুকে অরণ্যবেষ্টিত, বন-ফুলের শোভা মনোহর—শ্বেত, পীত, নীল, হিদুল নানাবর্ণ ও নানাত্র একত্রিত হইয়া বায়ুর সহিত আশ্লেষ করিতেছে। বন দৃশ্য কি চমৎকার, ও সাধুচিত্তে কি সন্তাব উৎপাদক ! কি মধুর গান্তীর্য ও বৈকালিক কোমলতা ! কিন্ত স্থৈৰ্ঘ লক্ষ্মীর ন্তায় চঞ্জা। অল সময়ের মধ্যেই গজের গমনের গাঢ় শব্দ হইতে লাগিল। গজোপরি তুই জন নব্য মিলেটরি ও এক জন প্রাচীন পাদরি বিসিয়াছেন। তুই জন মিলেটরি শার্দুল ও বরাহ শিকার জন্ম দূরবীক্ষণ দারা দূর-দৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বছা, বদনে চুরট—ভাহার ধুমেতে ক্ষুম্র মেঘোৎপত্তি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ। প্রাচীন পাদরি আমাদিগের ত্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রায়, যজন যাজন ও অধ্যাপনে নিপুণ, একং বার ভয়েতে ঈষৎ কম্প-বান ও ভাবিতেছেন ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমিদাৎ হই, শিকার কখন দেখি নাই এজন্য আদিয়াছি--দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধবান্ধবের নিকট গল্প করিব, ও ইহার বর্ণনা পুন্তকে লিখিব, কিন্তু বুঝি অপঘাত মৃত্যু উপস্থিত। হুই জন মিলেটরি পাদরির রকম সকম দেখিয়া চখটেপাটেপি করিতেছেন, পাদরি তাহা ব্রিয়া বীর বদন ধারণার্থে নিমন্ন। সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ মৃহ্যান, তাহাদিণের জন্ম ও লয়ের ব্যবধান ব্যবধান মাত্র ও ধাহা প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ হিল্লোলেই প্রকাশ। এজন্ত সকলের সকল ভাব সকলে অনুবৰ্গত। হত্তি মনদ মনদ গতিতে চলিয়াছে, শুও অর্থ উত্থিত—সাময়িক নিনাদ বন শান্তি বিঘ্লকর। ইত্যবসরে দূর হইতে আলম্-আলম্ শব্দ উঠিল, "ঐ এলোরে ঐ এলোরে" তাহার পর কর্ণগোচর হইল। অমনি কতগুলি বন্তলোক টিকারা ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল "দাদা বাঘ মার্তে চল, দাদা বন-চাল্তের ফল"। ব্লুদিণের হন্তি নাই, অশ্ব নাই, বন্দুক নাই, বছা নাই, কেবল

পড়া ও তীর লইয়া অকুতোভয়ে শাদ্লির প্রতি ধাবমান হইল। দেথিবামাত্রেই ব্যান্ত লাঙ্গুল ল্যাগ ব্যাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বন্ত লোকদিগের উপর লক্ষ্ণ দেয় এমত সময়ে তাহারা পুঞ্জ তীর মারিয়া ব্যান্তকে ভেদ করিয়া থড়া দিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল; সাহেবরা বন্তলোকদিগের পরাক্রম দেথিয়া আশ্রেধিত হইলেন ও শিকারার্থে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন

অন্নেষণচন্দ্র দ্র হইতে এই সকল দৃষ্টি করিয়া ব্যুলোকদিগের নিকট উপনীত হইলেন।

তাহারা বলিল তুমি কে ?

অন্তেষণচন্দ্র উত্তর করিলেন আমি ভ্রমণকারী, তোমাদিগের সাহদ দেখিয়া অশ্চর্যাপ্তি হইয়াছি।

বক্ত লোকেরা বলিল মহাশয় ! আমরা এরপ কর্ম নিত্য করিয়া থাকি—মনের বাঘই ভয়ানক—বনের বাঘ ভয়ানক নয়, সহজেই মারা যায়। রাত্রি হইল, আমাদিগের বাটী পর্বতের উপর, সেথানে আসিয়া অবস্থিতি কলন, কল্য প্রাতে যাইবেন।

অন্বেষণচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া কয়েক থানি স্থনিমিত কুটার দেখিলেন। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্রেই অন্যান্ত পার্বিতিয়েরা ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণ নিকটে আসিয়া য়থেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যপূর্বক তাঁহাকে নানা ফল ও স্থগন্ধি বারি প্রদান করিল তিনি তাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন এখানে অনেক পরিবার দেখিতেছি— তোমাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে নিম্পত্তি হয় ? এক জন প্রাচীন বিলিল—আমরা সকলেই চাষ করি ও আপন২ পরিশ্রমে যাহা উপার্জন করি তাহাতেই জীবিকা নির্বাহ হয়, পরস্পার কাহার সহিত বিরোধ হয় না, সত্য ব্যতিরেকে অন্থ বাক্য কহি না ও কি পুরুষ কি স্ত্রী ভ্রষ্টাচার বে কি তাহা জানে না, এজন্ম সকলে পরম স্থা আছি ও আমরা সকলেই ঈগ্রর উপাসক, তাঁহাকে সর্বদা মনে মনে ভাবিয়া বলি ষে লোভ ও পাপে পতিত না হই।

অন্থেষণচন্দ্র বন্ত লোকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশন্ন পরিতৃপ্ত হইলেন ও ভাবিলেন যে ইহারা বন্ত বটে এবং অসভ্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—যাহারা ষত জিতেন্দ্রিয় তাহারাই তো তত প্রকৃত ধানিক, এক্ষণে অন্থেষণ করিয়া নার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবেক। পৃস্তক পাঠ উদ্বোধক কিন্তু সকল সম্ভাব স্থান্থী নহে, মানব স্বভাব দর্শনে নিগৃত তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জন স্থানে বাদ করিয়া ধ্যান ও ধারণা আত্মার উন্নতির কারণ বটে, কিন্তু

षरजरी : 8>>

অভাসের অত্যে জীবনের সার লক্ষ্য ধির করা কর্ত্য। নানা গ্রন্থ পাঠে ও নানারপ উপদেশে আত্মা পরিপ্রিত—কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য—কি সাধ্য কি অসাধ্য—তাহা নিগ্ঢ় চিন্তা ও আত্মপরীক্ষার হারা নির্বয় করা আবশ্যক। পর দিবস অন্তদ্যে তিনি বিদায় লইয়া পর্বতের নিম্নে আসিরা মন্দ্র সমীরণ সেবন করতঃ চলিলেন।

२।-- महमद्रग-- जाश्रविवत हिल्न।

নদীর নিকটে কি কোলাহল। অনেক লোকের আগমন। আবাল, বুদ্ধ 'সকলেই বিমোহিত ও রোরুতমান। একটি বহু শাখাযুক্ত অশ্বর্থ বুক্ষের নিম্নে থটোপরি শব রহিয়াছে, তাথার পদতলে রূপলাব্ণাযুক্তা, উর্প্রনয়নী, পটবস্ত্র পরিধায়িনী, সিন্দুর জ্যোতিরলঙ্কতা ও বটশাখা কর-গ্রাহিণী এক রমণী বসিয়া আছেন। নিকটে তুইটি শিশু রোদন পূর্বক বলিতেছে—মা! পিতার শোকে আমাদের প্রাণ যায়, তুমি সহমরণ গেলে আমরা কোথা যাব ? মাতা এই হৃদয়ভেদী विजारि मुक्ष ना बहेग्रा मल्डानिमरणंत मुथ हुवन कत्रक विनरानन, शतरमधरतत अभीम কুণাতে তোমরা অনেকের নিকট পিতা মাতার স্নেহ পাইবে—স্থির হও, রোদন করিও না। পরে অনেকে নিকটে আদিয়া ঐ স্থীলোককে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুই উত্তর না দিয়া করযোড়ে উপর্ব দৃষ্টে থাকিলেন নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যে তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্মাতে বাহ্ন ভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্ল কাল পরে শব স্থাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করত মৃত ভর্তার চিতায় আরু চুইয়া যেন স্বর্গলাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামির শরীরের দহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্থ সম্পূর্ণ—ছই হস্ত সংযুক্ত—বদন ঈঘদাগ্যান্বিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল ত্ৰধি তাঁহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তি-দায়ক হইয়াছিল।

অন্বেষণচন্দ্র এই অভুত ব্যাপার দেখিয়া চিন্তায় নিময় হইয়া আত্মবিচার করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস মৃত্যু কালীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শাস্তচিত্তে বিষণান করিয়াছিলেন। ক্রাইইও অন্তিম কালে বৈরিভাব বিসর্জনপূর্বক শাস্তভাব ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে তিনিও ঈশ্বরের প্রতি বিশাস না রক্ষা করিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—পিতঃ! আমাকে তৃমি কি ত্যাগ করিলে? রণশ্বলে বীরেরাও মৃত্যুকে মুণা করিয়া প্রাণদান করিয়া থাকে ও

অনেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও ধর্মবলে মৃত্যুপাশ বন্ধন হইতে মৃক্ত হয়েন, কিন্তু এ রমণীর ন্যায় আধ্যাত্মিক বল অসাধারণ। মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করা ও স্বেচ্ছা-পূর্বক দশ্ধ হইয়া শান্তভাবে দেহ বিনাশ করা ভিন্ন ব্যাপার। দকল বীরত্ব অপেক্ষা এ বীরত্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এ কিরপে জন্মে ? অনেক স্থশিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক বিচা বিষারদ লোক বলেন আত্ম। নাই – মরণেতেই জীবনের বিনাশ, জীবন কেবল শারীরিক কার্ষের নিয়ামক। আত্মা কথন কাহারো সমীপে দৃষ্ট হয় নাই ও যাহা চাক্ষ নহে তাহা অবিখান্ত। সকল শাস্ত্রে আত্মার অমরত্ব উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু দে কেবল লোক যাত্রা নির্বাহের জন্ম। আত্মার অবিনাশত স্বীকার না করিলে অত্যাচারের বৃদ্ধি, বাস্তবিক এ বিষয় কেহই সংস্থাপন করিতে পারে नां, এবং আচার্যেরাও শানিক অন্তুমেয় ও উপমেয় প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ত প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারেন না। শিশুও পাছে নান্তিক বলিয়া গণ্য হয় এই ভয় প্রযুক্ত অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়টি নির্ণয় করা অতিশয় আবশুক। যদি এই অনুসন্ধানে বিশেষ আলোক পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয় হইবে তাহা না হইলে দকল উপদেশই যাহা সভ্য ও ধর্ম বলিয়া গ্রাহ ইইতেছে তাহা তুর্বল সংস্কারাধীন ও এই কারণেই এত মতান্তর, বিবাদ, কলহ ও দলাদনি হইতেছে। অনেক পড়িয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই অন্ত পাই না। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি তিনি আপন মৃত প্রকাশ করেন। তন্ন তন্ন করিতে গেলে এ মত ধূমবৎ বোধ হয়। দেখি ঈশ্বর যা করেন অংশ্বেশ করিতে ত্রুটী করিব না।

!—পিঙ্গলা গ্রামে লালবুঝ কড়ের স্বভাব বর্ণন ; ধর্ম বিষয়ে দলাদলি।

পিদলা গ্রামে লালবুঝ্কড় নামে এক জন ধড়িবাজ লোক ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম দেশে জন্ম ও সৌলাবাদে অনেক দিবদ অবস্থিতি এজন্ম তাঁহার কথা জারজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা কহিতেন তাহা অর্ধেক হিন্দি ও অর্ধেক সৌলাবাদি। লোকটা সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অভিপ্রায় কি তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অন্দি সন্দি পাইত না। সর্বদাই ইজের ও চাপকান পরা ও লাট্যুদার পাগ ড়ি মাথায়, হাতে হরিনামের মালা, দকল কথাতেই রাজা উজির মার্তেন, সকল কর্মেতেই ডিক্রি ভিদ্মিদ্ কর্তেন, আর সর্বদাই পূর্ব কালের মাহাত্ম্য বর্ণন করত বলিতেন, "আরে আথোন কি আছে—আগে তবলার চাটি, ঘোড়ার চিহি, লুচি পুরির থচাওচ, আথোন এ গলিতে ছুঁছার ডাক ও গলিতে পুছার

ডাক"। নিকটস্থ কেহই সম্পূর্ণরূপে কোন কথা সাদ করিতে পারিত না। কথা আরম্ভ করিলেই, তিনি বলিতেন আরে রহ মশাই, তুমি ঝান কি ? বিগ্রা সম্বনীয় অথবা ধর্ম বিষয়ক কি আদালত সংক্রান্ত প্রস্তাব হইলে, তিনি অমনি হুনজ়ি খেয়ে পড়ে বেহুদা বক্তেন ও সকলেই নিরস্ত হুইয়া স্থপারি ধরিয়া থাকিত। তাঁহার নাম প্রমানন, কিন্তু তাঁহার বাকচতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোকরমারা জন্ম গ্রামন্থ সকলে তাঁহাকে লালবুঝ কড় বলিয়া ডাকিত ও তিনিও আত্মগোরব সংস্থার বণতঃ তাহাতে তুই হইতেন। যেথানেই কোন কৃঠিন প্রশ্ন হইত সেখানেই লোকে উপেক্ষা করিয়া বলিত এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লালবুর কড় বই আর কে করিবে ? লালবুঝ কড় কোন বিষয়েই পিচ্পা হইভেন না। জ্যোতিষ, হাত দেখা, কোষ্টির ফলাফল বলা, দৈবকার্য করা, রোজাগিরি কর্ম, ভূত নাবান, বদ্যাদিগের ঔষধি দেওয়া এ সকলই তাঁহার কঠছ, সর্বদাই এক রকম না এক রক্ষে ব্যস্ত খেন অহরহ লাটিমের স্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কি হিন্দু কি ম্দলমান দকলেই তাঁহাকে মান্ত করিত—সংদারে বাহু চটকে কি না হয় ? ধাহার হুপ আর বুক তাহারি জয়। এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস তুই জন ইতর লোক প্রচুর স্থরাপান করিয়া বিবাদ করিতেছে। এক জন বলিতেছে বৃক্ষ বড়, এক জন বলিতেছে পাতা বড়। হাতাহাতি হইবার উপক্রম —এমত সময় অন্ত এক জন পড়িয়া বলিল তোমাদের বিবাদ ভল্পনার্থে লালব্ঝ -কড়ের নিকট যাও অমনি তাহারা টলতে টলতে আসিয়া বলিল ওগো বোঝা কড়ি মশাই ! ঘরে আছ গো ? এরপ সম্ভাগে লালবুঝ্কড় কিঞিং বিরক্ত হইয়া বলিল হারে তোরা কি মাংছিন ? তাহারা মদভরে অঙ্গ কাঁপাইয়া বলিল— মোর বাপের ঠাকুর বলত বিক্ষ বড় না পাতা বড় ? লালবুঝ্কড়্ বলিল ঝা বেটারা, ঝা বৃক্ষ বড়। ঐ হুই জনের মধ্যে এক জন বলিল তবে বাবা তোমার মুথে ছাই দি। মানপাত। কি মোর বাপ ? তার যে পাতা বড়। তোমার এই মোড়লি ? ছি ! ছি ! লালবুঝ্কড়্ পাছে আপনার অপাণ্ডিত্য লেশ মাত্র প্রকাশ প্রায়, এজন্য অমনি ভুম্কে উঠে ঝা বেটারা, ঝা বেটারা, বলিয়া ভাহাদিগের বাহির করিয়া দিলেন। গ্রামে নানা প্রকার লোক নানা মতাবলমী। স্থানে স্থানে দলে বিভক্ত ও ষেথানে দল সেথানেই দলীয় ভাব সম্পূর্ণ ও দল ভাবই ঈশ্বর জ্ঞান। যাহারা যে দলস্থ তাহারা আপন মত ও বিশ্বাস প্রকৃত সত্য জ্ঞান করে ও ঐ মত ও বিশ্বাদ রক্ষা ও বিস্তার জন্ম প্রাণ দিতেও প্রস্তত। এই কারণ এক দল অন্ত দলের প্রতি ঘুণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে ও মনে করে যে সত্য ও ধর্ম কেবল তাহাদিণের হস্তে। গ্রামেতে পৌত্রলিক, ব্রান্ম ও উন্নত ব্রান্ম

ধর্ম প্রচার হইতেছে, মোদলনান দিগের মদ্জিদ প্রান্ত ভাগে দেদীপ্যমান ও পাদরিদিগেরও গির্জা স্থাপিত হইয়াছে। যাহার যে অভিপ্রায় ও অভিকৃচি সে তাহাতে মনের চাঞ্লা, মতের ভিন্নতা, বিখাদের নানা কলা প্রকাশ ও দলাদ্লির আজোষের বৃদ্ধি। স্কলেই স্কলকে স্বদ্ধান্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও নৃত্ন ন্তন লোক জোয়ারের জলের স্থায় এক দল হইতে অন্ত দলে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। গ্রীষ্টায়ান ধর্মামুরাগী হইলে ব্রান্ধের। তাহার উপর ধাবমান হইতেছে ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হইলে খ্রীষ্টায়ানরা তাহাকে হন্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পৌত্তলিক আক্রমণ না করিয়া কেবল বলিতেছে সব গেল এতো জানাই আছে, मव এकाकात रहेरत, এकरन चवर्य तक। कतिया मतिएक शांतिरलहे र्य। रमामल-মানেরা বিষহত দর্পের আয় দংশন করনে অসক্ত—কোন জবরান করিলে সাজ। পাইতে হইবে—অল অল্ল ছলের দারা যাহা হইতে পারে তাহাতেই চেটালিত। উন্নত ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন প্রকৃতকার্য কিছুই হইতেছে না—সেকেলে ব্রাহ্মেরা প্রকৃত জড় ভরত। কেবল আক্ষর্য পূড়া ও কিঞ্চিত অনুষ্ঠান করায় কি হইতে পারে ? বালধর্ম প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তত্ত্ব অবলম্বন করা কর্তব্য নহে। বাইবেল, কোরান, জেন্দবেন্তা প্রভৃতি অভাত ধর্মশাম্বের সার অংশ দেওয়া কর্তব্য। অনুষ্ঠান কি জাতকরণ, বিবাহ, প্রান্ধ ইত্যাদির প্রণালী পরিবর্তন করিলেই হইতে পারে ? জাতিভেদের বিনাশ -विधवा विवाह ७ जमवर्स विवाह अठलन, वानविवाह निवाहन ७ छोटलांकित्शह শিক্ষা ও অন্তঃপুর হইতে বন্ধন মোচন ইত্যাদি না হইলে কি উন্নতি হইবে? সেকেলে বান্দেরা বলেন এসকল কালেতে হইবে, কিন্তু সে কালকে কার্য দারা না আনিলে সকলই কাল স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ পৈতা ধারণ কি ভরানক! ইহাতে ঘোর পৌতলিকতা প্রকাশ পাইতেছে, তবে আর বাদ্ধর্ম কোথায় ? এইরপে জলনা, কলনা, অহুশীলন ও মতান্তরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রাম কম্পবান-মৃত্যু ত্র নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, এক এক তরঙ্গের বেগ কে ধারণ করে ? আর এদিকে জাতিমারা, ধোণা নাপিত বন্ধ করা, নিমন্ত্রণের কলহ, দলোদিগের ঘোঁটে পাতিশয় হইতেছে। সুই এক জন আমুদে লোক যাহারা কোন দলে লিপ্ত নয় তাহারা মধ্যে মধ্যে লালবুরা কড়ের নিকট আসিয়া বলে, কেমন গো মহাশয়! তুমি তো দকলের আকেল বরদার—এদব গোল মেটাও না কেন ?

লালবুঝ্কজ্ ভাহাদিগের বাঙ্গোক্তি কথা শুনেন ও বলেন—আমি বোমন বেমন বুঝ্ব তেমন তেমন কাম কর্ব—বথেড়া বহুং তথ্ত বহুং চাই। अ:e

তাহারা জিজ্ঞাদা করিল—তুমি ধর্মণান্ত বোঝ দোঝ ? তোমার তো বিভা বন্ধাও আমরা জ্ঞাত আছি। তুলদি দাদী, রামায়ণ, দতদইয়া, প্রেমদাগর প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তক পড়িয়াছ—ধর্মবিষয়ক চর্চা কবে কর্লে? লালব্ঝ্কড়্ কিঞ্চিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ঝা বাব্। আপন আপন কামে ঝা—হামার দাত টিটকারি কর্না, কি কাম ? হামি কি না ঝানি ? ওথ্ত হলেই নিকাস কর্ব। এথান ঝকড়া বাড়িতে দেও যদি আপনা আপনি না কমে ভো হামি কমাব।

৪। — বাবুদাছের ও জেকোবাবুর পরিচয় ও লায়বিষয়ে তাহাদিপের

মত, অধ্যেগাচল্রের পিক্লা গ্রামে প্রবেশ ও দ্যালাদি দর্শন।

প্রামের দক্ষিণস্থ মাঠের নিকট একটি স্থনিমিত অট্টালিকা সম্বুথে উত্থান। বায়ুর সোত নিরস্তর বহিতেছে। লোকের গমনাগমন অল্প-সময়ে সময়ে এক এক খানা গরুর গাড়ি কলুর ঘানির শব্দ করত চলিয়াছে। ভারাক্রান্ত গ্রু অচল কিন্তু বেরাঘাতে সচল—তুই এক জন হেটো মন্তকে তরকারির বোঝা ও শরীর घटम स्राज-दिर्ग हिन्दाहि। यन यन गिर्हा याद्या याद्या नारमा करनत कनिम স্কম্বে—"হাগো দে জানে দব মথুরা" গান করিতেছে। উক্ত অট্টালিকায় বাবু-সাহেব বাদ করেন। তাঁহার আদিম নাম কি তাহা সকলে অবগত নহে কিন্তু তিনি বহুকাল ফিরিঙ্গি; ট্যাশ ও মেটেফোদের সহিত সহবাস করাতে তাঁহার চালচুল তাহাদিণের ক্রায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পোশাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম চাল চালেন। নির্জন হইলে হয়তো মেজের উপর হুই পা তুলিয়া ভাবেন—হয়তো ছুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া শিদ দেন ও স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি এমনি বিদ্বেষ— স্বদেশীয় আচার ও ব্যবহারে এমনি বিরক্ত যে কেহ এতদেশীয় কাহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি অ্যনি বলিয়া উঠেন "ভ্যাম বেঙ্গালী—ভ্যাম বেঙ্গালী"। বাবু সাহেবের নিকট অনেকেই আইসে কিন্তু কাহার সহিত মিল হয় না কেবল গ্রামস্থ এক জন জেঁকেবাবু নামে বিখ্যাত তাঁহারই সহিত বন্ধুতা ছিল। জেঁকো-বাবু বিভা অভ্যাদ না করিয়া কেবল অবিভা অভ্যাদ করিয়াছেন, অর্থাং আজু-বিভায় কিছুই মনোনিবেশ করেন নাই, কেবল পদার্থ বিভা, অর্থাৎ বাহ বিভা, থগোল, ভূগোল, অন্ধ, বীজগণিত, পুরাবৃত্ত, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি বিভাগ কিছু কিছু ঠোকর মারিয়া সর্বদাই জনসমাজে আছম্বর প্রকাশ করিতেন। যাহার। আত্ম-বিভা অবহেলা করে ও কেবল বাহ বিভান্থশীলনে কাল যাপন করে তাহাদিণের

ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকাল জ্ঞান অল্ল। তাহারা সারজ্ঞান, অর্থাং বিভা ত্যাগ করিয়া অদার অর্থাৎ অবিভা জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। বাবুদাহেব ও জেঁকোবাবু বাহ-আড়ম্বরীয় বিভার চর্চায় সর্বদা রত থাকিতেন। আত্মবিভার আলোক তাঁহা-দিগের আশাতে কিঞ্জিয়াত প্রবেশ করে নাই, এজন্ত তাঁহারা এক প্রকার নান্তিক ছিলেন। আত্মার অমরত্ব প্রস্তাবিত হইলে, কৌতৃক করিয়া বলিতেন— ধাহা অপ্রমাণ্য তাহা অগ্রাহ্য—আত্মা প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপ তৈল থাকিলে ও বাতাদ না পাইলেই জলে ও নির্বাণ হ'ইলে আলোক আর প্রকাশ হয় না, তবে যে কেহৰ কহেন অমূকের আত্মা দৃষ্ট হইয়াছে, দে শান্ধিক ও মন্তিন্ধের দোষ ঘটিত। যদি আত্মার অবিনাশত সংস্থাপিত না হয়, তবে আর পরলোক কোথায় ? কেহ বলেন চন্দ্রলোকে, কেহ বলেন ছায়াপথে, কেহ বলেন ইহা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত, ষেমন আত্মা প্রেমে ও জ্ঞানে উন্নত, তেমনি উর্বগামী —এ সব বাল্লাত্র—প্রমাণ কোথায় ? যাহারা পদার্থ বিভা ভাল করিয়া না শিখে, ও কি প্রণালীতে সত্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা না অভ্যাস করে, তাহারা ভ্রমের অন্ধৃত্বপে দর্বদা পতিত। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এ দমন্ত গড়ভলিকা প্রবাহের অভূত অন্তরাগযুক্ত ভ্রম স্থাজ্ঞান আলোক দারা নিবারণ করা কর্তব্য, কিন্তু ইহা হইতেছে না, এই কারণে গ্রামটা একেবারে ছারখার হইয়া গেল। গলা টিপলে হ্বধ বেরোর এমন দব ছোঁড়া আদল লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া হয়তো বাইবেল নয়তো ব্রাহ্মধর্ম পড়িতেছে, আবার গির্জায় অথবা ममाज मिनत शिशा छोक वृजारेशा छेशामन। कत ७ कि चत्त, कि वाहित ধর্ম লইয়া ঝকড়া করিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরের অন্তিত্ব কিরুপে সংস্থাপিত হইতে পারে ? ঝুড়ি২ পুস্তক লেখা হইভেছে, কিন্তু কেবল কার্য ও কারণের উপর নির্ভর। মিথ্যা টেকির কচ্কচি করা কি উপকার!

পিদ্ধলা গ্রামে অন্বেষণচন্দ্র উপনীত। একে বদন্তকাল তাহাতে পৃনিমার চন্দ্র প্রকাশ। বনে উপবনে অসংখ্য বৃক্ষ ও লতা, মৃকুলে, পুন্পে ও ফলে পরিপূর্ণ, শশান্ধের আভায় পল্লবাদির মরকত শোভা মাজিত—মলয়ার চৃষনে মৃকুল ও পুন্পের নানা আমোদীয় গন্ধ এক ত্রিত ও বিস্তৃত—দেবালয় দকল আলোকে প্রজ্জলিত—ধৃপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত—শন্ধ্য, ঘণ্টা, মৃদন্ধ, করতাল, তৃরি, ভেরীর ধ্বনিতে অচিত ও মধ্যে মধ্যে এক এক শিবালয় হইতে "হর পঞ্চানন পিনাক পানে হে" দদ্দীত হইতেছে। সময়, স্থান ও অবস্থায় আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন করে। অন্বেষণচন্দ্র দন্তাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ দ্রে যাইয়া এক অপূর্ব ব্রান্ধ সমাজ দেখিলেন। ব্রান্ধরা ভক্তিপূর্বক উপবেশন করিয়া

चाउनी अ

উপাদনা করি।তছেন। আচার্য উপদেশ দিতেছেন-প্রস্তাব আত্মার অমরত। শাস্ত্রীয়, সম্ভাব্য ও উপমেয় প্রমাণে যতনূর পা এয়া যায় ততনূর বাক্ত হইল, অবশেষে আত্মার অবিনাশত্ব বিশ্বাস না করিলে কি অত্বথ ও ভয়ানক ভাহাত বণিত হইল। শ্রোতাদিণের বদনাভাদে বোধ হইল যে সকল উপদেশ ভাহা-দিগের ছারা গৃহীত হয় নাই ও অনেকেরই নয়ন ভঙ্গি ছারা বুঝা গেল যে ঐ উপদেশ অতি দীর্ঘ হইয়াছে উপাদনা সমাপ্ত হইলে অম্বেঘণচক্র হুই এক আক্ষকে জিজ্ঞাদা করিলেন এ কোন আলা সমাজ ? তাঁহারা বলিলেন এ প্রাচীন সমাজ একটু আগে গেলে উন্নত দমান্ধ দেখিতে পাইবেন। কিছু দূর যাইবা মাত্রেই রক্ত পতাক। উড্ডায়মান-বালের গগনভেদী ধ্বনি ও সংকীর্তন লহরী যেন একং তরঙ্গের তায় কর্ণকৃহরে প্রবেশ করত হৃদয়কে নৃত্য করাইতেছে। নয়ন নিমী-লিত, পট্টবস্ত্র-পরিহিত, চর্মপাতুকা-রহিত আদ্ধরা সমাজ মন্দিরে উপনীত হইয়া উপাদনা করিতে বদিলেন। প্রথমে অমুতাপের উপাদনা হইল, পরে আচার্য মহাত্ম। ব্যক্তিদিণের ঐশবিক শক্তি বর্ণন করিলেন। মহাত্ম। চৈততা, নানক ও ক্ৰাইষ্ট — কিন্তু সকল অপেক্ষ। ক্ৰাইষ্টের অদীম প্ৰেম ও অমুপ্ৰমেয় গুণ বিশেষরূপে বৰ্ণিত হইল। সভা ভক্ষ হইলে অন্নেষ্ণচন্দ্ৰ যাইতেছেন। কোথায় অবৃদ্ধিতি করিবেন এই ভাবিতেছেন এমত সময়ে বৈফবদাস বাওয়াজি নামে একজন ব্যক্তি হঠাং তাঁহার সৃহিত আলাপ করত আপন নিকেতনে আদিবার দ্বন্ত তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি সমত হইয়া তথায় যাইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

৫।—বৈক্ষবদান বাওয়াজির বাটী ও আত্মবিষয়ে তাহার উপদেশ।

বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী বড় প্রশস্ত নহে। বাহিরে একটি দালান, পার্শে হুইটি ঘর ও উঠানের উপর একটি পর্ণ আচ্ছাদিত গোশালা। প্রাতে উঠিয়া স্নান আরিক সমাপনানস্তর শিশুদিগকে অধ্যাপন করাইতেছেন। কেহ শ্রীমন্তাগবত, কেহ গীতা, কেহ কুস্থমাঞ্জলি, কেহ শক্ষরভাষ্য পাঠ করিতেছেন। অঘেষণচন্দ্র নিকটে ঘাইয়া বিসিয়া বলিলেন—মহাশয়! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আত্মবিভা বিষয়ক আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার এ বিষয়ে অধিক পিণাসা। বৈষ্ণবদাস বলিলেন এ প্রকার প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় না। আমি যাহা জানি তাহা অবশ্রই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদের ভায়। যাহা জানি তাহা অধ্যয়ন ছারা জানি—বিত্ঞা করিতে পারি—কার্য অথবা অভ্যাদের ছারা জানি না। প. র. ২৭

নে উপদেশ যোগী অথবা মৃক্ত ব্যক্তিরা দিতে পারেন। সাধারণ সন্দেহ এই আত্মা শরীরের সহিত বিলীন হয়, এটি ভ্রম। গীতা আপনি অবশ্যই দেখিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবত ব্যাসের শেষ গ্রন্থ, বড় কঠিন ও জ্ঞানের থনি। প্রস্তাব সংক্রান্ত ঐ পুতকেতে যে শাসন আছে তাহার সারাংশ বলিতেছি।

'জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ এবং আত্মার অন্ত্বর্তী স্থুল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন, এই স্থুল দেহ এই হুইয়ের যে নিরোধ অর্থাং কার্থে স্বযোগ্যতা হওয়া ভাহাই জীবের মরণ'। ৩ স্কং।

'এই আয়া দেহ হইতে ভিন্ন, ষেহেতু ইনি এক শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, নিপ্ত'।, কারণভূত, গুণের আধার, সর্বগত ও সর্বত্র অনাবৃত এবং সাক্ষিস্বরূপ, দেহ এরপ নহে। এই প্রকারে দেহস্থিত আয়াকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী ইইলেও দেহের বিকার দারা লিপ্ত হন না'। ৪ স্কং।

অপিচ—'আয়া অবিনাশী, অপক্ষয় শৃন্ত, শুদ্ধ অর্থাৎ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাত!, সর্বাশ্রয়, বিকারবজিত, আত্ম জ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত্ত'। ৭ স্কং।

'ষেমন কালেতে চন্দ্রের কলা সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় স্বরূপত তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রুপ স্পৃষ্টি অব্ধি মরণ পর্যন্ত ভাব বিকার সকল দেহেরই জানিবে আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ঐ গুণঅয়ের সাক্ষীম্বরূপ জানেন তিনি হর্বাদির দারা কথন বন্ধ হন না'। ৬ হং। 'ইন্দ্রিয়ণণ কর্ম সকলের স্পষ্ট করে, আত্মা করেন না. সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়ণণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্মকল ভোগ করেন, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। যত দিন গুণ বৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন উত্থার হয়তে ভয় হয়'। ১১ য়ং।

'পত্ত গুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ও তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক'। ১১ স্কং। 'শোক, হর্গ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এ সম্দায় অহংকারের জানিবে, আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

এই উপদেশ পাইয়া অ'য়েষণচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

।—অবেষণচক্রের আছবিষয়ক চিত্তন ও নৃতন ভাবের উদ্রেক ও মৃত পিতার বাকা প্রবণ।

মধ্যাফ উপস্থিত। রবির প্রথব উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গোরু চরাইভেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃষ্ণাতে আত্র। গোপাল লাসুল মৃচড়াইয়া লাসল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্ত প্তদিগের প্রতি মহয় সর্বদা দ্যাহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই স্থানে স্থানে এক একটি বক্ত বৃক্ষ। এক্দিকে একজন মেষপালক কতকগুলি মেষ লইয়া ষাইতেছে। এক্দিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটম্থ চুই একটা ভগ্ন বুক্ষ হইতে কীর্ট অথবা শশু অন্বেষণার্থে পক্ষিরা এক একবার চক্র চক্র করিয়া ডাকিতেছে ও রাথাল বিশ্রাম জন্ত মেঠো স্থরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটি সরোবর—পার্ষে বকুল ও কদম্ব বুক্ষ, তাহার ছায়ায় বদিয়া অন্নেষণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। অগণ, বন্ধ বান্ধব অনেকেই লোকান্তর গিয়াছেন, কিন্তু লোকান্তর কোথায়? মুহার পরে কি অবস্থা হয় ? এ উপদেশ না সক্রেটিস, না প্লেটো, না ক্রাইষ্ট, ना भाज, ना व्याप, ना उभिनयम किन्नूहे मिर्ड भारत्म ना। भाज वर्जन त्रक्रभाष्म যুক্ত শরীর গেলে আধ্যাত্মিক শরীর হয়। হিন্দু শান্তের প্রেরণা এই যে স্থুন শরীর বিগত হইলে লিক শরীর হয়, किন্ত ইহা कि প্রকারে নির্ণীত হইবে ? সহ-মরণ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান, कातन के तमनीत भातीतिक जार कि छूरे मुद्दे रहेन ना। यानक यानक रानित व এই ভাব দেখা যায়। তাহাদিণের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইলেও ক্লেশ কিছুমাত্র প্রকাশ হয় না। মেদ্মেরিজম এবং ক্লেবয়একতে শরীর মৃতবৎ হয়, অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা হয় না ও এ অবস্থায় আহা পরিষার হইয়। নানা প্রকার অভুত কথা ব্যক্ত করে। বৈফবদাদের নিকট বাহা ভনিলাম তাহাতেও গৃঢ় ভাব। আত্মার অডুত শক্তি! যদি আত্মাকে জানা যায় তবে জীবনের সাফল্য—তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেদীপ্যমান—তবে পরকালে কি হইবে তাহাও জানা যায় ও ইহ কালে কি কর্তব্য তাহাও প্রাণপণে সাধন করা খায়, কিন্তু এ দৃঢ় ব্রত ঈধরকে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। উপাদনা নানা প্রকার করিয়াছি, বাক্য বারা উপাদনাতে অতাল্প ফল। আত্মার দ্বারা উপাদনাতেই বিশেষ ফল, কিন্তু এরূপ উপাদনা বড় কঠিন। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি, সে কেবল বক্তৃতাম্বরূপ। আরা বাস্থ বিষয়ে সংলগ্ন, উপাদনাতে বাহ্ন ভাব আইদে। বাহ্ন অতীত না হইলে আত্মার প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। যাহা যাহা নানা স্থানেতে হইতেছে তাহাতে

অবশু কিছু না কিছু ফল হইবে। যে সম্প্রদায়ই হউক কেহই নিন্দ্নীয় নহে। আপাততঃ অথবা কালেতে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হইবে, কিন্তু কি গৌণকল্প ও কি মৃথ্য কল্প তাহা ধার্য করা অত্যাবশ্যক। এক ঈশরকে উপাসনা করা এ দেশের স্নাতন ধর্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে এই ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্ত অসীম পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্ত ভিদ্বিয়ে আপন মত ব্যক্ত করেন,—"ব্রহ্মোপাদকেরা দর্বব্যাপি অতীক্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্ত কাহা হইতে কদাপি ভয় রাখিবেন ন।" *। পরলোক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অল্প। চতুর্দশ ব্যাখ্যানের শেষে বলেন—"প্রলোক নাই এরপ নিশ্চয় হইলে লোক নির্বাহের উচ্ছনতা হইবেক"। মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর বাঁহার। তাঁহার অহুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা অদীম আয়াদ ও ঈশর পরায়ণত্ব ঘারা দেশ উজ্জল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের ঘারা আত্মদর্শিত বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদিগের আপন আপন আত্মা অবশ্যই উন্নত, কিন্তু তাঁহার এ পর্যন্ত ভয় অথবা আশার অধীন হইয়া আত্মার পাথিব ভাব গ্রহণ পূর্বক নানা প্রকার স্বর্গ ও নরক সংস্থা-পন করিতেছেন। এ ভাব প্রাথমিক ভাব বটে, পরে বিলীন হইবে, কিন্তু ঈশ্বর ভাবাতীত—ভাবাতীত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। হে জগদীখন। ভব ভাব হইতে পরিত্রাণ কর।

এরপ চিন্তা করাতে অন্বেষণচন্দ্রের আত্মা হঠাৎ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব কার্য সকল যেন ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত দেখিতে লাগিলেন, যাহা হইতেছে তাহা
তেই মঙ্গল, কিয়ৎকাল পরে পাপ পুণাও সমজ্ঞান বোধ হইল। তুইই আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা—তুইই অস্থায়ী—তুইই আত্মার পরিচালনকারী। নয়নে হস্ত দিয়া চম্কিয়া উঠিয়া মনে করিলেন—একি থেয়াল দেখ্ছি না কি? যদি এরপ সংস্থার হয় তবে ভয়ানক প্রবৃত্তি হইতে পারে। বোধ করি স্থান করিলে মতিক শাস্ত হইবে।

মানানন্তর উপাদনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আত্মা বাহ্য বিষয়ে পরিপ্রিত—
ঈশবে দমহিত হইল না। বহু চেষ্টায় এক এক বার দ্বির হয় ও অবিলম্থেই স্বত্তম
না থাকিয়া অন্ত ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়ে—ইহাতে মনে নৈরাশ উপস্থিত হইতে
লাগিল, এ কার্য অদাধ্য—বৃঝি আমার কপালে নাই। এব, প্রহলাদ, কপিল ও
জড়ভরত মহাত্মারা একমনা ছিলেন—কি প্রকারে তাঁহাদিগের অনুকরণ করি?
এইরপ চিন্তায় মগ্ন—আত্মার হতাশার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইতিমধ্যে

^{*} বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিষরণের ভূমিকা চুর্ণক।

चाउमी .

তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গেহ বাণী শ্রুত হটল। লোমাঞ্চিত হটয়া এই কথা ভনিলেন—

683

"অহ ! হতাশ হইও না—তোমার ব্রত অসামাক্ত—বহু আয়াদে দিন্ধ হইবেক— কান্ত হইও না—অহরহ প্রার্থনা কর।"

অবেষণ চতুদিকে দৃষ্টপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতার জন্ম শোক উপস্থিত হইলে পিতার গুণ সকল হদরে মুদাঙ্কিত হইতে লাগিল। শোক হউক, তৃঃধ হউক, হর্ষ হউক, সকলই অস্থায়ী। শোক শীঘ্র বিগত হইলে আত্মার প্রাক্ত অবস্থা উদ্দীপন হইল ও ঐ অবস্থায় আরু ইইয়া নিমন ইইয়া রহিলেন।

ভদপুরের ভবানীবাব্র অন্তপুর কমনীয়। তাঁহার স্থা, ক্যা, পুত্রবধ্ নর্বদা সং অন্তর্গনে নিযুক্ত, সদালাপ, সং চর্চা, সদম্পীলন, সং কর্মই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। মধ্যাহে ভোজনানন্তর সকলে একতে বিদয়া আছেন। কোন না কোন কার্যে মনোনিবেশ করিবেন, এমত সময়ে একটি যুবতী স্থা—মলিন বদনা ও ছঃথ-অঞ্জন-নয়নী আন্তেং আদিয়া সন্মুথে দণ্ডায়মানা হুইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাটার গেহিনী জিজ্ঞাদা করিলেন—তুমি কে গা—কি নিমিত্তে এখানে আগমন? ঐ রমণী শীঘ্র উত্তর না দিতে পারিয়া কহিল—মা! আমার অনেক কথা—একট্ বিদতে দিলে বলিতে পারি। গেহিনী তাহার ম্থংজ্যোতি দেখিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বদাইলেন। ঐ মহিলা এই উৎসাহ পাইয়া কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আপন উপাথ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ মা! আমি ব্রাহ্মণের কলা। পিতার প্রচুর বিষয় ছিল। আমাকে নীতি ও
ধর্ম শিক্ষা বিশেষরূপে দিয়াছিলেন। যখন আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন
এক স্থপাত্রকে আমায় দান করেন। স্বামী পরম ধানিক। ষদিও তাঁহার পিতা
বিষয়াপর ছিলেন, কিন্তু পতির সাধু চরিত্র বিশেষ বৈভব জ্ঞান করিতাম ও
ফলয়ের স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। নাথ সর্বদা কহিতেন
তুমি আমাকে বড় ভাল বাস তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পারের প্রেমের পক্ষতা জন্ম উভয়ের আত্মা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবেক।
স্থী ও পুক্ষ এ কেবল পাথিব সম্বন্ধ— এসম্বনীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের
তাৎপর্য এই যে ইকার দারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায়

সম্পন্ন না হয় তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবং হইয়া পড়ে। ভর্তার এই হিত-জনক কথা পুন: পুন: ধ্যান করিয়া মনে করিতাম যে তিনি আমার নেতা—আমার সন্তাপ হারক। এক২ বার প্রেমে ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ দেবা করিতাম, ও যখন নয়নবারি ধারণ না করিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম অভি যেক করিতাম, তিনি অমনি উঠিয়া মুদিত নয়নে ও করেজোড়ে বলিতেন তোমার যে প্রেম ও ভক্তি ইহা তোমার আত্মার দার খুলিয়া তোমাকে মৃক্তি প্রদান করুক। অনেক স্বামী আপন স্থজন্ত স্ত্রীকে স্বার্থ ভাবে দেখেন, আর হিন্ দ্বী স্বামী কর্তক তাড়িত হইলেও স্বামীকে কোন ক্রমেই অবজা করিবে না ও কেবল স্বামীর স্থপত্ত স্ত্রী জীবন ধারণ করিবে। যদিও এরপ অভাাদে স্ত্রী নিফলা হয় না ও স্বার্থরাহিত্য ধর্ম যে প্রকার্ই হউক আত্মাকে উন্নত করে, তথাপি আমার স্বামী এক দণ্ডও আপন স্থথের অথবা আপন প্রভুত্ব তৃপ্তিজ্ঞ আমাকে হৃদয়ে ধারণ করেন নাই। স্বামীর অন্তুপম প্রকৃতি দেখিয়া আমার কিছু মাত্র কামনা ছিল না—কেবল তাঁহার সহিত বদিয়া আধ্যাত্মিক আলাপ, ও তাঁহার সৎ স্বভাবের অন্তুকরণ করিতাম। কালক্রমে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বতর, শান্তড়ি সকলেই লোকান্তর গেলেন। জ্ঞাতি বিরোধ বিজাতীয় হইয়া উঠিল—ভর্তা কলহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিষয় আশয় রক্ষা করিতে অক্ষম হই-লেন। অনেক জাল, মিথ্যা দাক্ষি ও উৎকোচের বলে তিনি বিষয়ন্তাত হইলেন। দরিশ্রতায় আত্মার পরীক্ষা—তিনি এক এক বার উন্মনা হইতেন বটে, কিছ প্রায় সর্বদাই শান্ত থাকিতেন। যেথানে ভদ্রাদন ছিল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটি কুঠার ভাড়া করিয়া থাকিলাম। আমার এক পুত্র ও এক কন্তা হইয়াছিল —অর্থাভাবে ভাহাদিগের লালন পালন করা অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল। যে পল্লীতে থাকিতাম সে দরিদ্রের পল্লী, ভিক্ষাও সব দিন পাওয়া যাইত না, কিন্তু আমাদিগের অভাব এক প্রকার না এক প্রকারে মোচন হইত। কোন উপায় না থাকিলে কখন কখন কোন দীনদয়াল ব্যক্তি থাত কি অর্থ আমাদিগের কুঠীরে আদিয়া প্রদান করিত। ঈশ্বরের রাজ্য কিরূপ নির্বাহ হয় তাহা কে ব্ঝিবে ! ভর্তার গভীর ভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পূর্বে ভক্তিপূর্বক বাক্য দারা উপাদনা করিতেন, এক্ষণে কেবল আত্মার প্রতি দৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে বলি-তেন আমাকে ধিক। আমি অভাপিও প্রকৃত উপাদক হইতে পারিলাম না। এক দিবদ সন্ধার পর তিনি বাহিরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে কুঠারে আগ্নি লাগিল। আমার পুত্র ও কন্তা শয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে কেহও রক্ষা করিতে পারিল না—তাহারা ও কুঠারে যাহা ছিল সকলই অচিরাৎ ভম্মসাং হইল। আমি দূরে षरञ्गी १२७

পুষরিণীর নিকট গিয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া বেগে আদিয়া দেখিলাম যে আমার সর্বনাশ হইয়াছে। শোকে নিমগ্ন হইয়া দেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম—যাহা-দিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ও ষাহাদিগের মুখাবলোকনে হদরের প্রেম উচ্ছুদিত হইত—তাহাদিণেরই দগ্ধ দেহের সংকার করিতে হইল। পতির জন্ত অনেক তত্ত্ব করিলাম—পাগলিনীর স্থায় প্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন যে আমরা সকলে দগ্ধ হইয়াছি অমনি বিবেক ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কেহই কিছু বার্তা বলিতে পারে না। হতাশ হইয়া মনে করিলাম আমার জীবনে কি প্রয়োজন ? যদি পতিকে পাই তবে জীবন ধারণ করিব নতুবা অগ্নিতে অথবা জাবনে জীবন অর্পণ করিব। অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম---স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউক আপন ধর্ম রক্ষা আপনিই করে। আমি সর্বব্যাপী ঈশ্বর ও পতি ভিন্ন কিছুই জানি না—আর কিছুতেই আমার আরাম ও স্থথ নাই। যদিও যুবতী ও ভদ্রকুলোদ্ভ কলা ও একাকিনী ভ্রমণ করা আমার বিধেয় নহে কিন্তু আমার আত্ম। কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। অস্থৈর্য ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ও যাহা করিতেছি ভাহা ব্যাকুলতা বশাং করিতেছি—পথশ্রান্তিতে বড় ক্লান্ত হই-য়াছি এজন্য আপনার আশ্রয়ে আইলাম।

গেহিনী এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুণাত পূর্বক বলিলেন, মা। তুমি ধন্ত, স্বীজাতিকে উজ্জ্বল করিয়াছ—ঈশর তোমার কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু স্থির হও। স্বামীর স্বভাব ভাবিয়া এমতং স্থানে তত্ত্ব কর—ষথায় ধর্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি আপন শান্তি জ্বল্ত উপায় অবেষণ করিতেছেন। মা। আমার স্বামীর নামই অন্বেষণ ও আমার নাম পতি-ভাবিনী। এই কথা শুনিয়া—কলা ও পুত্রবধ্রাপরস্পার নয়ন মিলন করত তামূল শোভিত ওঠে একটু মৃত্ হাস্ত প্রকাশ করিলেন। গেহিনী তাহা গোপন জন্য বলিলেন, মা। তোমার নাম তোমার প্রকৃতি অনুসারে রাথা হইয়াছিল। অন্ত এখানে স্বান তোজন কর, কল্য ইচ্ছা হয় গমন করিও। কিন্তু কিছু দিবদ অনুস্থাহ পূর্বক এখানে থাকিলে আমারা তোমার সহবাদে উন্নত হইব।

ব্রহ পূব্য এবানে থাকিলে আম্রা ভোনার প্রত্যে তমত হিংকা রমণী বলিলেন—মা! এ দব আগনার গুণে বল—আমি অভাগিনী—কাঙ্গালিনী —শোকেতে হুংথেতে জ্ঞানশ্ন্য হইয়াছি। গেহিনী বলিলেন—অতিশয় অস্থিরতা হৈর্ধের পূর্ব লক্ষণ। ঈশ্বকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে শান্ত কর—তিনি মনোবাঞ্চা পূর্ব করিবেন।

৮।—জেঁকোবাব্র বাটাতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পরির সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

জে কোবাবুর বাটার দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—"অরে দই নিয়ে আয় রে—সন্দেশ নিয়ে আয় রে" এই শব্দ হইতেছে। ব্রান্ধণেরা প্রাচুর ভোজন করিয়া ছেন ও দরায় প্রচর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাথিয়া থাইবার হাপুস্ হুপুস্ শব্দে বাটী কম্পবান হইতেছে। জে কোবাবুর পত্নী সরলা ব্রত উদ্যাপন করনানন্তর উপবাদী রহিয়াছেন। ব্রান্ধণ ভোজন হইলে আহার করিবেন ইতাব-সরে জে কোবার ও বার্দাহের মদ মদ করিয়া আদিয়া উপস্থিত—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বিসলেন। জেঁকোবাবুর সর্ববিষয়ে জাঁক—বিভা বিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাক-ধন বিষয়ে জাক-মান বিষয়ে জাক। সম্প্রতি বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন দেথিয়া বাবুসাহেবকে বলিলেন—দেথ বন্ধু । এ সব কিছুই মানিনা কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাবুসাহেব বলিলেন তা বটে কিছ বিশ্বাদের বিপরীত কার্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না, আর এক্ষণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রত নিয়ম হইতে ক্ষান্ত না হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল ? জেঁকোবাৰু রূপণ—যে প্রকারে ব্যয় অল্ল হয় তাহাতেই তুট কিন্তু বাহ্য আড়ম্বর রাখা প্রয়োজনীয় এজন্য বলিলেন—ভাই আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই—তুমি কিছু বুঝাও। বাবুদাহেব বলিলেন আমি প্রস্তুত আছি। সরলা আহার করিয়া তাম্থল থাইতে ছিলেন। স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ গেলে বৈঠকথানার পার্যন্ত ঘরের চিকের আডালে দাঁড়াইলেন। জেঁকোবাবু বলিলেন বন্ধু তোমাকে কিঞ্ছিৎ উপদেশ দিবেন— মনোযোগ পূর্বক শুনিয়া উত্তর দেও।

সরলা বলিলেন—আমরা অবলা জাতি—আপনাদিগের ন্যায় শিক্ষিত নই—উপ্দেশ পাইলে অবশুই উপকৃত হইব।

বার্সাহেব যিনি বঙ্গভাষায় বড় পটু নহেন ও ইংরাজি উচ্চারণ কথায় মিশাইয়া যায়—বলিভেছেন ভাল আপনার। এসব কাজ কেন করেন ? ইংরাজদিগের বিবিরা কেমন দেখ দেখি—ভাহাদিগের ভায় কেন হও না ?

শরলা। আমরা কি বিষয়ে তাংগদিগের ন্থায় হইব ? তাহার। খ্রীষ্টয়ান—আপন ধর্ম অন্তুসারে কার্য করে। আমরা হিন্দু—হিন্দু ধর্মান্তুসারে চলি। ব্রত নিয়মাদি ঘাহা করি তাহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থে করি ও সব কারণে আত্মার আরাম পাই। কেবল শরীর সেবা ও বাহু স্কুথ ভোগ পশুবং কিন্তু আপনারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল কিছুই মানেন না। আমরা প্রী জাতি এই সবেতেই অধিক মনোযোগ। যে প্রকারেই হউক অন্তরের শ্রেষ্ঠতা সাধনা করিতে চাহি। ব্রত, নিয়ম,
উপবাদ, পূজা, দান, ধ্যান ইত্যাদি সদভ্যাসের হেতুমাত্র—এ দকল কেন পরিত্যাগ
করিব ? সকলেরই স্বর্গ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কেন না হইবে ? ভবে
যদি বল এ সব পৌত্তলিক—ব্রাহ্মিকারা এ সব করেন না, তাঁহারা যাহা করেন
তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যাহাতে আত্মার সংযম হয় ভাহাই হউক।
বার্সাহেব। কিন্ত ইংরাজের বিবিরাও ধর্ম কর্ম করিয়া থাকে ও তাঁহারা আহার
ব্যবহার, রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলা। সভ্যতা কাহাকে বলে ভাহা বুঝি না। ভাহাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ--আমাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ কিন্তু আহার ও পরি-চ্ছদতেই স্থীলতা ও উচ্ছতা হয় না। যে পর্যন্ত দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে যদিও এতদেশীয় অন্ধনাগণ পৌতলিক ভাহারা পৌতলিক হইয়াও অধিক আধ্যাত্মিক—যাহারা বেখা তাহারাও ঈশ্বর ও পরকাল ভাবে ও আত্মোন্নতি সাধন করে। ইংরাছদিগের গ্রীলোকেরা বিভাবতী ও গুণবতী হইতে পারেন ও তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্ বিষয়ে তাঁহাদিগের অধিক মন। একং জন ইংরাজি বিবি অতি প্রশংসীয়—সকল পাথিব স্থ বিদর্জন দিয়া জগতের মঙ্গল জন্ম সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগেরও আধ্যাত্মিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পতির আত্মার সহিত সংমিলন জন্য সহমরণ যায় ? কোন্ দেশের স্ত্ৰীলোক পতি বিয়োগ জন্য ইন্দ্ৰিয় ত্ব্ব বিসৰ্জনপূৰ্বক ব্ৰহ্মচৰ্যা অনুষ্ঠান করে? আধ্যাত্মিক নীতি বিশেষ দেশ ও জাভিতে বদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক অভ্যাদেই লব্ধ হইয়া থাকে। ভবে ছঃথের বিষয় এই এ দেশের স্থিকিত বাবুরা হিন্দু মহিলাগণকে অতিশয় জঘন্যরূপে বর্ণন করেন। ইহারা অধিক বিভাবতী না হইতে পারেন কিন্তু ধর্মভাবে অশ্রেষ্ঠ নহেন।

আর একটা কথা যে গৃহ রুদ্ধ থাকাতে ইহারা কিছুই জানিতে পারে না, ইটিও
ভ্রম। হিন্দু জাতীয় স্থালোকেরা গৃহে রুদ্ধনহে। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্থানে
গমন করেন এবং পূর্বকালে তীর্থে, সভায়, মৃগয়ায়, বনে ও নাট্যশালায় গমন
করিতেন। যদিও হিন্দু মহিলাগণ অন্তঃপুরে থাকেন তথাচ এক প্রকার না এক
প্রকার ধর্ম কর্মে সদা রত ও কি পৌতলিক কি অপৌতলিক সাধনা যাহাই
করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। যাহার ঈশ্বর
উদ্দেশ্য, তাহার কার্য ঈশ্বরের ভাব অবশ্যই ধারণ করিবে।

ক্ষে কোবাব্। আমি তো এসব শিক্ষা করাইনে—কেমন করে জানলে ?
সরলা। এসব পিতা কর্তৃক, ঘটনা কর্তৃক ও আত্মজ্ঞান সাধনে সংগ্রহ করিয়াছি।
আপনকার নিকট হইতে কেবল পদার্থ বিভারে অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছি।
যদিও ঐ সকল সত্য নাণ্ডিক ভাবে প্রদত্ত কিন্তু আস্থিক ভাবে গৃহীত ও ঐ সকল
উপদেশ জন্য আমি সাতিশয় উপকৃত। এক্ষণে ইপ্রের নিকট প্রার্থনা করি যে
আত্ম-প্রসাদ আপনাদিগের আত্মাতে প্রেরিত হউক, যদ্ধারা আপনাদিগের আত্মা
অপার্থিব ভাবে পূর্ণ হইতে পারে।

বাবুসাহেব ও জেকোবাবু নিক্তর হইয়া থাকিলেন। সরলা বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

।--- অধেষণচন্দ্রের আত্ম চিস্তা, দ্রীকে স্মরণ ও পুনরায় মৃত পিতার কাক্য শ্রবণ ।

এখন সামলাতে পারি না – এখন মন ধড়্ফড়্ করছে — একটু অন্তর শীতলতা ষাহা হইয়াছিল তাহা বিগত। পিতার পবিত্র বাণী শ্রুবণ করিলাম ভচ্ছুবনে শ্রন্ধা ও ভক্তিতে হানয় পূর্ণ। যদি এ বাণী সত্য হয় তবে তো আত্মার অবিনাশিত্ব অকাট্য। পিতাকে স্মরণ করাতে আ্পন পত্নী ও পুত্র কন্যা স্মরণ হইতে লাগিল। দেহ ধারণ করিলে শোকাতীত হওয়া বড় কঠিন। নানা প্রকার প্রবোধ চিন্তিত হইল কিন্তু যথনই আত্মা পার্থিব ভাবের অধীন হয় তথনই নয়ন দিয়া শ্রাবণের ধারা বহে—বিশেষতঃ স্ত্রীর অন্তপ্রেয় গুণ সকল হৃদ্যে ভাগ্রত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মৃহ্যান হইয়া বুক্ষের গুঁড়ির উপর ঠেদান দিয়া থাকিলেন। কিছুই আহার হয় নাই—দিনমণি অন্তমিত হইতেছে—আকাশের পশ্চিম পার্য অপূর্ব শোভাতে বিচিত্রিত —বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেচে—হেমন আশা অধিক হইলে নৈরাশ তেমনি পরিশ্রম অধিক হইলে বিশ্রাম। নিদার আগমন হইল কিন্তু হইবা মাত্রেই ষেন কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন—পিতার আলোকময় শান্ত বদন সন্মুখে—ত্ই চক্ষু প্রেমে গদগদ —পুত্রের ত্ই চক্ষু উপরিস্থিত। অল্লেখণ এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন। পরে তাঁহার ভক্তি ভাব হইল –পরে শোক উপস্থিত হইল—পরে ভীত হইলেন, তথন ঐ আলোকময় বদন অদৃষ্ট হইল। কিঞিং কাল স্থির হইয়া অন্থেষণ বিচার করিতে লাগিলেন—বহু চিন্তা করিলে মন্তিক্ষের দোষ জন্মে—যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহা অভুত। এই কি লিক্ত শরীর ? যদি ইনি আমার পিতা হয়েন তবে অমুমান করি ন্ত্রীকে অবশাই দেখিব, কারণ তাহার বিঘল ভাব আমার

আত্মাতে অহরহ প্রেরিত হইত। "থাঁহাকে চিন্তা করিতেছ তিনি জীবিত আছেন"—এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহা শ্রবণ মাত্রেই শিহ্বরিয়া উঠিলেন ও নয়ন মৃদিত করিয়া আত্মার ধানে নিমগ্র রহিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মনে হইল যদি পত্নী জীবিত—তবে কোথায় ? নিশ্চয় শুনিয়াছিলাম যে পুত্র ও কন্যার সহিত দগ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় ধেথানে থাকিতাম সেধানে নাই। যাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্যাকুল হইলে কেবল চাঞ্চলার বৃদ্ধি।

১০ ।—লালবুঝ্কড়্, জেঁকোবাবু ও বাবুদাহেবের মার্টে জ্রমণ— দেখানে অন্বেষণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আস্ক্রবিষয়ক কলোপকথন।

বৈকালে মাঠেতে লালব্ঝ্কড়্ বেড়াইতেছেন। গ্রামের বেলেলা ছোঁড়ারা পশ্চাং পশ্চাং যাইতেছে। কেহ বলিতেছে—ও গো মহাশন্ন তুমি না কি ভূত নাবাতে পার ? কেহ বলিতেছে আমার হাতটা দেখে বলতে পার আমি কতদিন বাঁচব ? কেহ বলিতেছে আমার সহিত অম্কের আড়ি— উষধ দিয়া মিল করিয়া দিতে পার ? লালব্য কড়্ এক এক বার হমকিয়া আদিতেছেন ও বলিতেছেন—ঝা, বেটারা ঝা, হামার সাতে টিট্কারি। বাব্দাহেব ও জেঁকোবাব্ মদ্ মদ্ করিয়া চলিতেছেন ও যাবতীয় বিভার আম্বল চাকা রক্ম উল্লেখ করিতেছেন। অবেষণচন্দ্র সম্থা—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—বানুর বিচিত্র গতি—ইনি এক জন আআভ্রোলা—প্রীষ্টিয়ান, ম্দলমান ও ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা কিছু উচু চালে চলেন, মন্ডিক্ষ ঠিক না রাখলে প্রমাদ ঘটে।

জেঁকোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে গা?

অবেষণচন্দ্র। আজ্ঞা আমি ভ্রমণকারী—অতি অভান্ধন ও অকিঞ্চন—মহাশয়-দিগের নাম শ্রুত আছি কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি এজন্য নিকট পৌছিত্তে পারি না।

জেঁকোবারু। আপনি নাকি আত্ম বিভা ভাল জানেন ও ভূতপ্রেত আহ্বান করিতে পারেন ?

অন্বেৰণ। আত্ম বিভা অতাল্ল জানি ও ভূতপ্ৰেত কি তাহা জানি না। জেঁকোবাবু। তবে আত্মা মানেন—প্রকাল মানেন ? আমরা এদব কিছুই মানি না। কই ?—আত্মা যে আছে তাহা দেখাও দেখি ?

অন্বেষণচন্দ্র। আত্মা, আত্মা অবশাই মানি। যিনি আত্মা স্বভন্ত রূপে দেখিতে

চান তাহাকে স্বয়ং যত্ন করিতে হয়। প্রমাণের কর্ম নহে—আগ্রময় না হইলে আ্রা দৃষ্ট হয় না।

জেকোবাবু: সে আত্মময় তুমি নাকি ? মন্তিক ভাক্তার ঘারা এক্জামিন ভইয়াছে ?

বাব্দাহেব। (স্বগত), "ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি!"

ধ্যানেতেই আত্মা ক্রমে বিকশিত হইয়া পরমাত্মাজ হইবে।

(প্রকাশ্যে) চল, মিছে কাল হরণ কেন ? এদেশের লোকেরা যাহা অভ্ত ও অসম্ভাবিক ভাহাতেই অন্ত্রাগী। ইহার। কেবল আলেরার পশ্চাতে ধাবমান। আপনি ঈথর মানেন ? আপনি কোন দলস্থ ? অন্বেঘণচন্দ্র শান্তভাবে ভাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

বাব্দাহেব। মৃথ মেয়েমান্থবের মতন করা অনেক দেখেছি। জবাব দেও।
অধ্যেবণ। আত্মার অন্তিত্ব সংস্থাপিত না হইলে দশ্বরের অন্তিত্ব প্রকৃতরূপে
সংস্থাপিত হওয়া ভার। কার্যকারণ বিবেচনায় কতক দূর ধার্য হইতে পারে কিন্তু
থিনি আত্মার আত্মা তাঁহাকে আত্মার দ্বারাই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে।
যদি আত্মা জানিতে চান তবে যে প্রকারেই হউক ঈশ্বর ধ্যান করুন। সেই

লালবুঝ্কড়। হামি বি এই বাত হামেদা বলি, লেকেন এ বাবুৰা বড় ফাজেল। এন লোক্কো দোৱস্ত করনা হামার কাম নেহি। "কো স্থ কো জুঃথ দেতা হায় দেতা কর্ম ঝকোঝোর।"

বাব্সাহেব। লালব্য কড় যে কি ভাহা ব্রে উঠা ভার। আন্ধ্র আমরা অনেক উপদেশ পাইলাম কিন্তু আমরা পাপী—আগে ভাপী হই আবার আর একটা কথা কি ? আত্ম-প্রসাদ, আত্ম-প্রসাদ না জগনাথের প্রসাদ ? দেথ আটকে টাটকে ভো বাঁধতে হবে না ? আমাদের টাকা নাই।

অধ্যেশচন্দ্র বিনয় পূর্বক উন্মার্গামীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য মার্গে চলিলেন। বাব্দাহেব ও জে'কোবাবু ভামে বেঙ্গালি, ভামে বেঙ্গালি ও ফজ ফজ বলিতে বালতে ইংরাজি রকমে গমন করিতে লাগিলেন। লালবুঝ্ক জড় প্রভাগমন করিলেন। ছোড়ারা প*চাতে হো হো করিতে আরম্ভ করিল। "বা বেটারা ঝা, ঝা বেটারা বা"—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১১।—পতিভাবিনীর চিন্তা—ভ্রমণ ও অন্তর আলোক প্রাপ্ত।

আত্মার কি শক্তি! যত প্রকাশিত ততই প্রকৃত হিত সাধক। পতিভাবিনী পতিবিরহিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। যদিও রূপ, যৌবন, লাবণ্যে পূর্ণ কিন্তু তাঁহার মুখাবলোকনে আপামর সাধারণের সংস্কার যে এ রমণী কোন দেবকলা হইবে কারণ দেব জ্যোতিতে তাঁহার বদন ভাদমান। যাহাদিগের হৃদয় মিলন তাহারাও তাঁহাকে অশুদ্ধ ভাবে দেখে না। শুদ্ধতা অশুদ্ধতাকে অবশুই পরাজয় করিবে। পথি মধ্যে পুরুষেবা তাঁহার প্রতি কেবল দৃষ্টপাত করিয়। আশুর্দের মার থাকে। স্থীলোকেরা কখন কখন জিজ্ঞাদা করে ও তিনি যথাবিহিত উত্তর দেন। শরীর অনাহারে ক্ষাণা—পদতল মৃত্তিকা ও বালুকায় আচ্ছাদিত—কেশ এলো—মুখচন্দ্রিমায় ঘনমেঘের ল্লায় পতিত—ওঠ শুদ্ধ, জবাফ্লের বর্ণ—অন্তরের সাময়িক ভাব মুখ-দর্পণে দেদীপ্যমান। যে পলীতে তিনি গমন করিতেছেন, দেবেশ্যা পল্লী। একজন সালক্ষতা রুদোলাদিনী অকনা এই গান গাইতেছে—

রাগিণী সোহানি বাহার।—তাল আড়া।

হুদি মোর জ্বলে স্বা পতি বিরহে। স্ব স্থুথ শেষ হল কাজ কি এ দেহে। धिक् धिक् ध जीवन, तकन ना इम्र निधन, नाकन यहना त्यांत चात तक नत्र। এই সংগীত প্রবণে পতিভাবিনীর বদন একটু হাস্তের মাধুর্যে বর্ণান্তর হইল, ও তিনি মনে করিলেন ধে এ বেখার এ বিলাপ ধদি কেবল পতি জন্ম হয়, তবে প্রসংশনীয়। বেশু। যাহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্ধন জন্ত নহে, কেবল চটক ও বাহ্য আমোদ জন্ম স্ক্তরাং ক্রমশঃ সংগীতের কপট সাধুভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। পতিভাবিনী ভাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া চলিলেন। রাত্রি অন্ধকার—ঝিল্লিরব হইতেছে—বনরাজী উপরি পক্ষিরা থট্থট্ করিয়া পাথা নাড়িতেছে—শিবা দকল হুয়া হুয়া শব্দ করিতেছে—রাথাল হুঁকা হাতে চীংকার করিয়া গান করিতেছে—"যদি ভাম না আলো আজু বিপিনে তবে কি করি সজনি"। পথিকের স্রোত ভাঁটা পড়িয়াছে—কচিং এখানে ওখানে এক আধ জন লোক দেখা যায়—তিমিরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পতিভাবিনী চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভীতা হইলেন না, আত্মবলের মূল বল জগদীখর। বাহে হতাশ হইয়া অন্তর অবলন্ধনে অধিক ইচ্ছা হইল ও ধথন বাহা শ্রা ও অন্তর পূর্ব তথন আন্তরিক উজ্জলতা প্রকাশ পায়। পতিভাবিনী গমনে কান্ত হইয়া একটী ভয় প্রাচিরের পার্যে বদিয়া দমাধান করিবা মাত্রই প্রচুর অন্তর আলোক পাইলেন ও ধ্যান যোগের দারা পতি কোথায়—কি করিতেছেন ও ভবিষ্যতে তाँशत (य अभीम नां इटेरव छाश मम्माग्न हिळ्परहेत ग्रांग्न रमिशलन । भूधा তৃষ্ণা ও নিদ্রা কিছুই নাই—আত্মা শীতল—মনে হইল নাথ এই জন্ম আত্মবিভা এত অন্থ শীলন করিতেন। এক্ষণে ব্যাকুল হইব না — কোন স্থানে যাইতে হইবে ও কথন তাঁহাকে দর্শন করিব তাহা সর্বই জানিলাম। কর্তব্য এই যে, কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে উন্নত করি যে পরে নাথের প্রকৃত পত্নী হইব। আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক।

২২ ।—অন্বেশ্চন্দ্রে আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও গ্রীষ্টিয়ান, প্রাচীন ও উন্নত ব্রাক্ষের বিভণ্ণা শ্রবণ।

অন্বেষণচন্দ্র সেই সরোবরের নিকট আসীন,—আধ্যাত্মিক অভ্যাস করিতেছেন। স্থানটি নির্দ্ধন তথাচ অভ্যাদে মন:পত হইতেছে না। আত্মাকে এক ভাবে রাথেন আবার ভাবান্তর হইয়া পড়ে। মনঃদংখম দীর্ঘকাল হওয়া কঠিন। যে পর্যন্ত আত্মার প্রকৃতি বিকশিত না হয় দে পর্যন্ত নানা তরঙ্গের আবির্ভাব ও ঐ সকল তর্ম্প বাহ্য অথবা অন্তরের কারণে উদিত। যাহা যথন উদয় হয় তাহা-ভেই আত্ম। আরুই ও যে তরঙ্গের দীর্ঘ ভোগ তাহারি প্রাধান্ত ঐ কাল পর্যন্ত থাকে। সম, যম, তিতীকা অর্থাৎ বহিরিক্রিয় ও অন্তরেক্রিয় দমন ও সহিষ্ণতা এই তিনেরই অভ্যাদ প্রয়োজনীয়, কিন্তু এককালীন অভ্যাদিত হইতে পারে না, ও কার্য-ক্ষেত্রে না পড়িলে এ অভ্যাস কি রূপে হইতে পারে ? যাহাই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করা যায় তাহাই আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু অভ্যাসের তারতম্য আছে। যদি অন্তরভেদী অভ্যাস কার্য বা ঘটনা হারা না হয় তবে আত্মার আশু উন্নতি হয় না, এবং ঈশ্বর জ্ঞান সামান্ত ও সঞ্চীর্ণরূপে সাধনা হয়। যদি ঈশ্বর জ্ঞান বিশেষরপে না হইল তবে জীবনই বুথা। জগতে বাহু বিষয় লইয়া অনেক নীতি ও ধর্ম নির্মিত ও প্রচারিত হইতেছে ও তাহাতে যদিও আত্মার কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্ত বিবাদ ও বিদেষ প্রচুররূপে হইয়া থাকে ও হইবে। আত্মা নানাভাবে ভাম্যমান। কখন দ্তু, কখন রজঃ, কখন তমঃ ও কখন তুয়ের অথবা তিনের মিশ্রিত ভাব ধারণ করে। কারণ উপস্থিত হইলেই ভাবের ব্যতি-ক্রম। এরপ পর্বালোচনায় ব্যস্ত — কিছুই স্থির হইতেছে না, ইতিমধ্যে পুষ্ণরিণীর নিকটে তিন জন ব্যক্তি আগমন করিলেন। এক জন প্রাচীন ব্রান্ধ, একজন উন্নত ব্ৰাহ্ম, একজন গ্ৰীষ্টিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহারা তর্ক বিতর্কে উত্তপ্ত হইয়াছেন —স্বং মত ও বিশাদ রক্ষা করণে ব্যস্ত।

গ্রীষ্টিয়ান বলিতেছেন—ব্রাহ্মরা যাহা করিতেছেন তাহা আমাদিণের অন্তকরণ। তাহাদিণের সমাজ আমাদিণের গির্জার নকল। তাহাদিণের ব্রাহ্মধর্ম আমাদিণের বাইবেলের নকল। পূর্বে তাঁহারা বেদ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মধর্ম যাহা প্রকাশিত তাহা উপনিষদ, পুরাণ ও

তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে কিন্তু বান্ধর্ম বাইবেলের তুল্য গণ্য হইতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বর দত্ত—বান্ধর্ম মন্তুয়ের লিখিত।

উন্নত ত্রান্ধ। আমরা সাবেক ত্রান্ধর্ম সঙ্কীর্ণ জ্ঞান করিয়া বাহুল্য ত্রান্ধর্ম করিতেছি। আমরা অন্ত্র্ঠান বিষয়ে শিথিল নহি, যাহা আমাদিগের বিশ্বাস সেই অন্ত্রায়ী কার্য করি।

খ্রীষ্টিয়ান। এটি বড় ভাল বলি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি? আপনার। স্বর্গ, নরক, পুরস্কার ও দণ্ড মানেন, আত্মাকেও অমর বলিয়া জানেন—খ্রীষ্টের শরণা-গত না হইলে কিরূপে পরিত্রাণ হইবে? প্রভু জগতের হিতার্থে আপনার জীবন অর্পণ করিয়াছেন। তিনি দয়ার সাগর—ঈশরের অংশ।

উন্নত ব্রান্ধ। আমরা খ্রীষ্টকে অতি উচ্চ জ্ঞান করি। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দিবদে আমরা বিশেষ উপাদনা করিয়া থাকি।

ঐপ্তিয়ান। প্রভূর প্রতি যে ভোমাদিগের এত ভক্তি তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি তোমাদিগের প্রতি ক্লগা করুন।

প্রাচীন ব্রাল্ন। আমরা কেবল ঈশ্রকে ধ্যান করি ও যতদ্র তাঁহাকে বৃঝি ততদ্র তাঁহার অন্তকরণ করিতে চেষ্টা করি। আপন আপন শান্তি রক্ষা করিয়া যে
কিছু অন্তহান করিতে পারি তাহা করি কিন্তু আমাদিগের প্রধান অন্তহান
উপাসনা।

উন্নত ব্রাহ্ম। তাহা কে অস্বীকার করে ? কিন্তু গোঁপ থেজুরে হয়ে থাকা কি যায়। থেজুরটি গোঁপে আছে -আছেই—কেহ না মুখের ভিতর দিলে থাওয়া হইবে না। একি ভাল ? এইরপ নানা প্রকার বিততা করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অন্বেষ্ণচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া আত্মার শাস্ত ও অশাস্ত ভাব চিস্তনে নিমগ্ন রহিলেন।

১০।—বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবুর ছোটলোকদিণের শিক্ষা বিষয়ক কণোপকথন।

বাব্দাহেবের বাটীতে জেঁকোবাবুর আগমন। তুই জনে মেজের উপর পা দিয়া মগুপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্লাদ— তুই গ্লাদ হইতে হইতে বোতন শাক্ষ হইন।

বাবুদাহেব। শুন্ছি ইতর লোকের শিক্ষা জন্ম পাদ্রিরা বড় গোল করিতেছে। তা হইলে চাকর বাকর পাওয়া ভার।

জে কোবার্। ত্রাক্দিগের প্রচারের জন্ম গ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রায় বন্ধ। পাদ্বিরা

ভদ্র লোক নাপাইয়া ছোট লোকদিগকেলক্ষ্য করিতেছে—তাহারা অল্প শিথিবে ও শীঘ্র কাঁদে পভিবে।

বাবুসাহেব। তা যা হউক—ছোট লোকদের লেখাপড়া শেথান কি উচিত ? ছে কোবার। কি লাভ ? একেই রেল হইয়া লোক জন পাওয়া ভার ও সকলের বেতন অধিক হইয়াছে, ভাতে ছোট লোককে লেখা পড়া শিক্ষা দিলে তাহারা গুমরে ফেটে মরবে। দেশ উন্নতি করিতে গেলে অগ্রে উচ্চ শ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় নিয় শ্রেণী আপনি আপনি বিতারে জল সেচন পাইবে। দেখ বিলাতে এ প্রথা বড় নাই—পুরশিয়া প্রভৃতি দেশে আছে। বাবুদাহেব। আমারও এই মত ছিল কিন্তু তুই এক বিজ্ঞ লোকের সহিত বিবে-চনা করাতে মতের ভিন্নতা হইয়াছে। আমরা ঘাহা বলি তাহা আপনাদিগের গরজে বলি। বিছা শিক্ষা দিলে যে ছোট লোকদিগের অবস্থা উন্নত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ও তাহাদিণের অবস্থা ভাল হইলে দেশের অবস্থা ভাল হইবে তাহাও নিঃদন্দেহ। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে হানি হইতে পারে না-মঙ্গল হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় যে যে দেশে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে সে সব দেশের সাধারণ উন্নতি হইয়াছে। তবে আমরা মিছে কেন আপত্তি করি? ছোট লোক হইলেই দাসম্বরূপ গণ্য হইবে তাহা ভদ্র বিচার হয় না। ছোট লোক ও বিহা। বলে উচ্চ হইতে পারে। উচ্চতা জ্ঞানে হয়—অবস্থায় হয় না। ধর্মাধর্ম বিষয় অল্প কথা। যাহার যে স্বেচ্ছা সে দেই ধর্ম অবলম্বন করিবে।

জেঁকোবাবু। দশ এক জারি অবধি প্রজা ডাক্লে আইসে না লেখা পড়া শিখ্লে কি নিন্তার আছে ?

বার্সাহেব। এটিও আপনাদিগের গরজের কথা। যে প্রজা আপন দেনা না পরিশোধ করে তাহার জন্ম আদালতে নালিশ হইতে পারে। আর এ আপত্তি অল্ল লোকের উপর বর্তে—অধিকাংশ প্রজার উপরে খাটে না। আমাদিগের শকলের অবস্থা ঘাহাতে ভাল হয় তাহা প্রস্পরের চেষ্টা করা উচিত।

জেঁকোবাব্। আমার মতে পাঁচ জন পণ্ডিত হওয়া ভাল—একশত জনের অর শিক্ষা কিছু নহে।

বার্সাহেব। ছইই চাই, পাঁচ জন পণ্ডিত এক প্রকার মন্ধল সাধন করিতে পারে ও একশত জন অল্ল শিক্ষিত লোকেও এক রকম না এক রকম উপকার করিবে।

জেঁকোবারু। তবে এ বিষয়ে তোমার সহিত্ত ঐক্য হলো না—স্মার একটা বোতন খোল।

১৪। —পতিভাবিনীর জমণ — ছগোঁংসব দশন ও রাঞ্চীকে স্থামি বশীভূত করণের উপদেশ দেওন।

পতিভাবিনী অন্তরের আলোক পাইয়া শীতল হইলেন—প্রভাতে উঠিয়া চলি-লেন। মধ্যাহ্ন সময়ে এক উত্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে স্থান আহ্নিক ও যৎকিঞ্চিং আহার করিলেন। বাগানে কাহাকেও দেখিতে পান না—কেবল চতুৰিকে নানা জাতীয় পুপে—নানা প্রকার রদাল ফল। ধৰিও ভক্ষণনে চকু কিঞিং পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু তাহা শীব্র ভিরোহিত হইল কারণ ভর্তার ক্রায় তাঁহার একই প্রকার অ গ্রাদ—বাহ্ ও অন্তর দদা স্বতম্বথাকিবে তাহ। না হইলে আত্মা প্রকৃতরূপে বর্ষিত হয় না। ত্র্বলাধিকারিরা বাহ্য লইয়া অন্তর বর্ধন করে। স্বলাধিকারির। অন্তর লইয়া অন্তর বর্ধনে নিযুক্ত থাকেন। উভান হইতে আসিয়া পরদিবদ এক গ্রামে উপনীত হইলেন। তুর্গোৎদবের কোলাহল। বান্দণদিগের বাটীর মহিলারা প্রাতঃস্থান করিয়া পাকশালায় নিযুক্ত আছেন— অন ব্যঞ্জন ত্রখী ও দ্রিদ্র লোকদিগকে খাওয়াইতেছেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের আমোদ—পরিশ্রম পরিশ্রম বোধ হয় না, এবং সকলে মিলিয়া দেবীর নিকটে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। পতিভাবিনী পৌত্তলিক উপাদনা বড় দেখেন নাই ও যদিও বাহেত্ব প্রতি অল্ল মনোযোগ ও অন্তরের প্রতি অধিক লক্ষ্য কিন্তু এক্ষণে বাহ্য কারণ বশাৎ স্ত্রীলোকদিণের দুয়া ও ভক্তি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। সেথান হইতে গমন করিরা এক আচার্যের টোলে উত্তার্ণ হইলেন। আচার্য জ্যোতিষ-বেত্তা—অনেকের নক্ষত্র ঘটিত ফলাফল বলিতেছেন— অনেকের কোর্দ্রি করিয়া দিতেছেন—অনেকের মুথে কোন ফুলের অথবা নদীর নাম শুনিয়া তাহাণিগের অব্যক্ত মান্স ব্যক্ত করিতেছেন। পতিভাবিনী নিকটে যাইয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাদা করিলেন—আমার কি মানদ তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য তাঁহার মুখোচ্চারিত একটা নদীর নাম লইয়া গণনা করিয়া বলিলেন—মা! তোমার মানদ পতি— তুমি সাধ্বী দ্বী। যাহা বাঞ্ছা করিতেছ তাহা সিদ্ধ হইবেক। পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট रहेर्ए विमाय नहेया ज्ञान कतिर्ण नागितन । याहरण याहरण क्रास रहेया एक ব্রান্ধণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্রান্ধণ বাটীতে নাই। ব্রান্ধণী পাক করি-তেছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া দেখানে বদিলেন। বান্ধণী বলিলেন আমার প্রম ভাগ্য যে আপনি এখানে আনিয়াছেন। থিড়্কির পুন্ধরিণীর জল ভাল আপনি স্নান করুন ও আমার হত্তে যদি থাইতে অভিফুচি না হয় তবে স্বয়ং পাক অথবা জুলযোগ করুন। ঘরের গাইয়ের নির্জল হ্রপ্প আছে—ভাল মৃড়ি প. র. ২৮

ভেজে রাথিয়াছি, কামিনীধানের চি ড়াও আছে—বাগানে আক হইয়াছিল ভাহার টাট্কা গুড় ঠাকুরদের দিয়া রাথিয়াছি—গাছে রস্তাও আছে, কর্তা বড় ষত্নে এ রস্তার গাছ আনিয়া পৃতিয়াছেন।

পতিভাবিনী বলিলেন—মা! তোমার মিষ্ট বাক্যেতেই আমার ভোজন হইল। আমি তোমার কলার স্বরূপ—তোমার পাতে থাইতে পারি, হাতে তো অবশুই খাইব।

বাহ্মণী। আমার পোড়। কপালের দশা! পাতে কেন থেতে যাবে? মা! অল্লকণের মধ্যেই তোমার ভাল স্বভাব দেখিয়া বড় তুই হইয়াছি—ভোজনের পর কিছু মনের কথা বল্ব। তেপান্তর মাঠে পড়িয়া রহিয়াছি—মন্টা শুন্রে শুন্রে উঠে। এমন ব্যথার ব্যথী পাই না যে তার কাছে মন থালাস করি। ভোজনের আয়োজন বিলক্ষণ হইয়াছিল। রাঁধুনি পাগল ধানের অল্ল—উচ্ছে

ভোতে, পটল ভাতে, বেগুণ পোঁড়া, নটে খাড়া, বড়ি, থোড়, চুনচিংড়ি দিয়া চচ্চড়ি, কৈমাছ ভাজা, পোনামাছের ঝোল, বাটামাছের অফল, ঘন ছ্ম্ম, টাপাকলা ও জমাট একোগুড়।

আহারের পর গুইজনে তাম্বল গ্রহণ করিয়া শীতল পাটিতে শয়ন করিলেন। পতিভাবিনী ক্রমশঃ আপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। রাজণী শুনিয়া ধড়্মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন—মা! তুমিতো সামাল্য মেয়ে নও—তোমাকে দেখ্লে পুণ্য হয়। আমার ধেমন পোড়া কপাল তা কি বলব ? স্বামী আছেন—এইমাত্র। লম্পট, জোয়াড়ী ও মদোমাতাল। হাতে ধরেছি—পায়ে ধরেছি—আড়ন, মন্ত্র, ধ্রমি কিছুই বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই বশ করিতে পারি নাই। ঘরে এলে ধেন পোয়া পাথী—দার পার হলে শিক্লি কাটা টিয়ে।

পতিভাবিনী। আপনার ত্থেথর কথা গুনিয়া বড় ত্থেথিত হইলাম। বাহ্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণে পতি বশীভূত থাকে না। অস্তরের মিলন না হইলে পরস্পর আবদ্ধ হয় না। অস্তরের নানা ভাব কিন্তু মূলভাবের বর্ধন হইলে অক্তান্ত ভাবের মিলন আপনা আপনি হইয়া পড়ে। অস্তরের মূলভাব ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহাতে আত্ম। সমাধান করা। আপনারা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকেন ?

ব্রাদ্দণী। বাটীতে বিগ্রন্থ আছেন ও আমরা কোশাকুশী ও হরিনামের মালা লইয়া গুরুমপ্ত জপি—কর্তা সব দিন সমভাবে সন্ত্র্যা আছিক করেন না—সর্বদাই বাস্তঃ

পতিভাবিনা। আপনার কৌশলের দ্বারা ধর্মপথে তাঁহার মন আকর্ষণ করা কর্তব্য। এ কার্য বহু পরিশ্রমে হইবে। প্রথম প্রথম বড় কঠিন বোধ হইবে কিন্তু এই লক্ষ্য সর্বলা মনে রাখিলে নানা প্রকার উপায় আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে।
যে উদ্দেশ্যেই আমরা মগ্ন থাকি সে উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক ভাগেই হউক অবশ্রই
দিন্ধ হর। প্রথম কার্য এই যে প্রকারেই হউক ত্বইজনে একত্র হইগ্না আহ্নিক ও
সন্ধ্যা করিবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি যত উচ্চভাব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে
তত আকর্ষণ করিবেন ও তিনি তত শৃদ্ধলে বন্ধ হইবেন।

১৫।—অংহবণচল্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ; আরু বিচার ও মৃত পিতার বাণা প্রবণ।

রবিবারে গির্জা খুলিল —পাদ্রি পুল্লিটে গৌন পরিয়া বাইবেল লইয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নর নারী একত্র বিদয়া ভজনা করিতেছেন—সকলেরই হাতে বাইবেল, সকলই ভক্তিভাবে বিদয়াছেন। উপাসনার যে প্রণালী আছে তাহা সাদ হইলে, পাদ্রি এক সর্মন অর্থাৎ বক্তৃতা করিলেন ও অবশেষে সত্য এটিয়ান ধর্ম বিতীর্ণ হতন জন্ম প্রার্থনা করিলেন। উপাসনা যাহা হইল তাহাতেই ক্লণেক কাল জন্ম সকলের আত্মার আরাম অবশ্রুই হইয়া থাকিবে। পরিদিবস প্রাচীন রাক্ষ সমাজে উপাসনা হইল। আচার্য ও উপাচার্যের। প্রণালী-

পরদিবদ প্রাচীন রান্ধ দমাজে উপাদনা হইল। আচার্য ও উপাচার্যেরা প্রণালী-পূর্বক ভজনা করিলেন ও আচার্য প্রার্থনা করিলেন যে দত্য রান্ধ ধর্ম দেশে, প্রদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হউক। দকল উপাদক ভক্তিভাবে কিছু কাল যাপন করিলেন।

পরদিবস উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে ঐ প্রকার উপাদনা ও প্রার্থনা হইল ও তার পর দিবস মস্জিদেও ঐ রূপ উপাদনা ও প্রার্থনা হইল।

অধেষণচন্দ্র সকল উপাসনা ও প্রার্থনা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন ষে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা দিদ্ধ হইবে, সকলেই আপন মত ও বিখাদ অম্প্রমারে উপাসনা ও প্রার্থনা করে কিন্তু মত বিখাদের সত্যাসত্য কি রূপে ধার্য হইবে ? মত বিখাদ সংস্কার সম্বন্ধীয়—আত্ম দম্বন্ধীর নহে। মনেতে নানা সন্দেহ—দিদ্ধান্ত এক একবার উপস্থিত হইতেছে কিন্তু কিন্তু ক্রির করিতে পারি না। একটা বিষয় স্থির করিতে গেলে অন্ত বিষয় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সকলের সমন্বয় ও সামগ্রস্ত করা স্থকঠিন। আরো ভ্রমণ, দর্শন, চিন্তন ও নিধিধ্যাসনের আবশ্রুক। যাহাতে মন একাগ্রভাবে থাকে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক অবশ্রুই লব্ধ হইবে। আত্মা এখনও বড় ত্র্বল—আত্মা আত্মাতে রমণ করে না—আত্মাতে পতিভাবিনী সর্বদা উদয় হইতেছে। যদিও তিনি অতুল্য বনিতা কিন্তু তাহার নিমিত্তে আমার মুশ্ধ হওয়া ত্র্বলতা।

এই বলিতে বলিতে পিতার জ্যোতির্ময় সহাস্থা বদন সন্মুখে দেথিয়। এই বাণী ভনিলেন "অভেদী রয়। পর্বতোপরি আছেন—তাহার নিকট ঘাইয়া দার জ্ঞান লাভ কর।"

নিমিষ মাত্রে ঐ শাস্ত মৃতি অপ্রকাশ হইল। হা পিতঃ যো পিতঃ বলিয়া অন্বেষণ মোহেতে মৃগ্ধ হইলেন ও বার বার প্রণাম করত বলিলেন—পিতঃ রুপা করিয়া আর একবার দেখা দেও কিন্তু আর কিছুই প্রকাশ হইল না। অনেকক্ষণ চতুদিক দৃষ্টি করত বদিয়া রহিলেন অবশেষে তাঁহার মনে পিতার ও স্ত্রীর শোক প্রবাহিত হইতে লাগিল ও তিনি রোক্তমান ও মৃতবং হইয়া পড়িয়া থাকিলেন।

> ১৬।—জেঁকোবাব্র জোষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবুদাহেবের বিবাহের উত্যোগ ও ভঙ্গ ও ভাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মাবিঘাচিন্তন—মনের পরিবর্তন ও অবেষণচন্দ্রের উপদেশ।

জেঁকোবাবুর বাটীতে বড় বিপদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জর বিকারে মৃমূর্য। শরীর হিম—নাড়ি ক্ষীণ—স্পন্দ রহিত ও জ্ঞান অল্পই আছে। সরলা ঈথর ধ্যানে যে পর্যস্ত ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারেন তাহা করিতেছেন কিন্তু পুত্রের আত্মা অন্তমিত দেখিয়া মোহের প্রবল তরঙ্গে মৃহ্মান হইতেছেন। যথন অস্থিরতা জীবনের জীবন তথন দজীব থাকা স্থকঠিন—তথন আত্মা প্রপীড়িত, মৃহুমূর্তঃ ভাবান্তর— কথন আশা, কথন হতাশা, কথন কোভ, কথন শোক, নানা প্রকার ভাবে আন্দোলিত হয়। স্বামী ও বাবুদাহেব নিকটে আছেন—বিধি করিতেছেন ইংরাজি চিকিৎসাই করিতে হইবে—বৈছারা হাতুড়ে। তুই এক জন আত্মীয় বলিল—ইংরাজি চিকিৎসা অনেক হইয়াছে—কিছুই বিশেষ হয় নাই। এক্ষণে এক জন জ্ঞানাপন্ন কবিরাজ আনাইয়া দেখান। এই বিচার হইতে হইতে বাল-কের হুই চক্ষু স্থির হুইল ও সকলের বোধ হুইল নয়ন দিয়া আত্মা বিগত হুইল। জননী পুত্রের মূথ চুম্বন করত রোদনে অম্বির হইলেন। পিতাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাবুদাহেব তাহাকে লইয়া বাহিরে আদিলেন। পর দিবদ প্রাতে বাবুসাহেব আইলে জেঁকোবাবু বলিলেন—পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া আত্মার অন্তিত্ব কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। সমন্ত রাত্রি বিছানায় ছটফট করিয়াছি—শেষরাত্রে একটু তন্ত্রা আসিয়াছে এমত সময় পুত্রের শাস্ত বদন দেখিলাম—আমাকে বলিতেছে—"পিতঃ দেহত্যাগ করিয়া স্থথে আছি।" এ কি চমৎকার! বাবুদাহেব একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন এ স্বপ্ন, নতুবা মন্তিম্ক পরিম্বার ছিল

না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এ দব গ্রহণ করিতে পারি না। এক্ষণে এই গোল-যোগ দর্বদেশে হইতেছে—কিন্তু এ দকলই অলীক ও কেবল ভ্রম ও প্রভারণা জনক।

জেঁকোবার। যদিও ঈশ্বর মানি না তথাচ তাঁহাকে একটু ধ্যান করিলে শোক অল্ল বোধ হয়।

বাব্দাহেব। স্থতরাং এক চিন্তা কি ভাব ত্যাগ করিয়া অন্ত চিন্তা কিখা অন্ত ভাব আনিলে পূর্ব চিন্তা কি পূর্ব ভাব অবশ্যই বিগত হইবে।

জেঁকোবাব্। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা মিষ্ট বোধ হয়।

বাব্দাহেব। তা আমি জানি না—নিকটে সেই আত্মাভয়ালা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাদা কর।

বাবুদাহেব অন্তান্ত আলাপ করিয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর অন্বেষণ আপনা আপনি আদিয়া উপস্থিত। যদিও জেঁকোবাবু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তথাচ শোকেতে ব্রিয়মাণ হইয়া সমাদর পূর্বক আহ্বান করিলেন।

অবেশ নিকটে বিষয়া বলিলেন আপনকার পুত্রের বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া হৃঃথিত হইয়া আদিতেছি। মহাশয় জ্ঞানী, বিবেচনা করিলে আত্মার বিনাশ নাই— জীবনে মরণ ও মরণে জীবন একই আত্মার শিক্ষা। শোক, তৃঃথ যাহা ঘটে তাহাতে আত্মা বলীয়ান হয় ও আত্মা বলীয়ান হইলে শোক তৃঃথ হইতে অতীত হয়। একণে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে উন্নত কর্ফন।

^{জেকোবাবু।} আত্মার অন্তিবের প্রতি আমার একটু বিশ্বাদ হইতেছে।

অংহ্রবণ। আপনার আত্ম। দ্বারা যাহা লাভ করিবেন তাহাই সত্য। প্রথম প্রথম আত্মাদ্বারা অল্লই লব্ধ হইবে। জ্ঞাতা না যোগ্য হইলে জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয় না। আপনি শান্ত হইয়া বিবেচনা করিবেন।

লোকের বিপদ ঘটিলে আত্মীয়রা সামাজিক প্রথাস্থসারে তুই একবার আসিয়া সান্ত্রনা বাক্য কহিয়া থাকে ও যাহারা তুঃথিত হইয়া আইদে তাঁহারাও কালেতে কান্ত হইয়া পড়ে। লাভ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এক জনের তুঃথ মোচন জন্ম অন্ত এক জনের ক্রংথ মোচন জন্ম এক জনের নিরন্তর বাসনা ও প্রম অতি অসাধারণ। ক্রেঁকোবার বড় শোক পাইয়াছেন—হাদয় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে—সকল বন্ধু বান্ধবের গমনাগমন স্থগিত—বাবুসাহেবেরও আসা যাওয়া অন্ধ ও বহু ব্যবধান পর, কিন্তু অন্থেষণচন্দ্র প্রতিদিন অন্থেষণ করিতেছেন ও তিনি যাহা কহেন তাহা জেঁকোবার্র উদ্বোধক ও ফায়ডেনী। ক্রেঁকোবার্র আত্মার জড়তা বিনন্ত ইইয়াছে। তিনি অন্থেষণের উদার্য ও নত্রতা দেখিয়া আপন মালিন্য ও অন্ধ জ্ঞান ব্রিতে পারিতেছেন।

কিছু দিনের পর অন্নেষণ কিছু কৃতকার্য হইয়া সেথান হইতে বিদায় লইলেন।
পথি মধ্যে বাবৃদাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আমার বন্ধ্
কি আত্মাওয়ালা হইয়াছেন ?—আমি থাতিরে কোন কর্ম করি না— কি জান—
পুরুষের মেয়ে মান্ত্যের ভায় শোক করা ভাল নয় ও শোকে পড়িলে ভ্রমে
পড়তে হয়।

এই কথা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন চাকর এক চিটা ও ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার হন্তে দিল।

বাব্সাহের চিটা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার বদনে রক্তের ছোব দেখা দিল ও তিনি আপন সরল স্বভাব হেতু আহ্লাদেতে বলিলেন—বুঝি এত দিনের পর এক ইংরাজি বিবির সহিত আমার বিবাহ হইল।

অম্বেষণ জিজাসা করিলেন—এ বিবাহের ঘটক কে ?

বাবু সাহেব। (স্বগত ডেম বেঙ্গালি। ডেম বেঙ্গালি।) (প্রকাশ্য)—তোমরা এ সব বুঝ না—তোমরা আপনারা বিবাহ কর না—বাপ মায়ে দেওয়ায়। ইংরেজরা দেখে শুনে বিবাহ করে। এক্ষণে মন অস্থির—কথা কহিবার অবকাশ নাই—"গুড্ বায়"—দেলাম।

সংসারের বিচিত্র গতি—কাহার শোক—কাহার হর্ধ—কাহার উন্মত্ততা— কাহার শাস্তি—কাহার উন্নতি—কাহার তুঃখ—কাহার স্থুও !

প্রামে একেবারে চিচিকার হইল যে বার্দাহেব এক টে দের মেয়েকে বিবাহ করিবেন। হাত টেপাটিপি—মধু বাক্যের লিপি লিখন—উপঢৌকন—পরিবর্তন—আত্ম অর্পণ—সবই হইয়া গিয়াছে। বর কনে ছই জনেই অস্থির—ছই জনে দা একব্রিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত ভাবী হুথ জন্ম প্রেম নিখাস ভাগে করেন। ইতিমধ্যে কনের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া বিদেশ হইতে শীঘ্র আদিয়া কন্তাকে বলিল তুমি যদি বাঙ্গালিকে বিবাহ কর তবে তোমার মুখ দেখিব না। বর ভয়াশ হইয়া প্রেম জরে আক্রান্ত হইলেন—চিটী পত্র লেখা বন্ধ—বৈকারিক অবস্থার বুদ্ধি—কাহার সহিত আলাপ করেন না, কাহার নিকটে বান না—কেবল ওম্ভ হইয়া শুম অবতারের স্তায় বিছানায় পড়িয়া থাকেন। এ রোগের ঔষধ কি—কেবল এই ভাবেন। এক দিবস প্রাতে এক থানা ইজি চেয়ারে বিদিয়া আছেন ডাকের পেয়ালা এক থানি পত্র আনিয়া হন্তে দিল পত্র পড়িবা মাত্রেই রোদন করিয়া উঠিলেন—তাঁহার অমুজ লাহোরে ছিলেন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ দেখানকার কোন বন্ধু লিথিয়াছেন। চিত্তের পূর্ব ভাব বিগত হইয়া এক্ষণে লাতু শোকে সাতিশয় কাতর

चटफो : : १७»

হইলেন—আর কি ভায়াকে দেখিতে পাইব না এট আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ও গ্রন্থকভারা আত্মার অমরত বিষয়ে যাহা লিপিয়াছেন তাহা নিয়ত পাঠ করণান্তর পুনংপুনঃ ঐ বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া জেঁকোবাবু নিকটে আইলেন। পূর্বে হুই জনে একত্র হুইলে তাহার। দক্ষে ও স্পর্বাতে কথাবার্তা কহিতেন, এক্ষণে ছুই ছনেরই আন্তরিক বিকার অনেক ধর্ব হইয়াছে—আত্মার উগ্রতা শোক ও তুংগে হ্রাস হয় ও হ্রাসের সঙ্গে সাজিক ভাবের উদয়। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য এক নিয়মেই নির্বাহিত হয়। এক ভাবের আধিক্য হইলে অন্সের আগমন। সকল ভাবেরই দীমা আছে। যাহা সীমাতীত তাহারই বিনাশ। কখন আধ্যাত্মিক বলে ভাবের বিনাশ, কখন প্রবল-তর অন্ত কোন বাহ্ন ভাবের উদয়ে পূর্ব ভাবের হ্রাসতা কিম্বা সম্পূর্ণ অদর্শন। ছই বাবুই শোকে মগ্ন—এক জন পুত্র শোকে, এক জন ভাতৃ শোকে চঞ্চলিত। বাফ্ বিষয়ক কথা অবশাই অল্ল হইতেছে। এক জন বলিতেছেন—যদি বিয়োগের পর পাত্ম। থাকে তবে দে পাত্ম। কি করে ? অন্ত এক জন বলিতেছেন যদি থাকে তবে অবশুই প্রকৃত উপযোগী কার্য করে। শুনিয়াছ কেহ কেহ কোন কোন পাত্মীয়ের পাত্মার সহিত কথোপকখন করিয়াছে—এ যদি সতা হয় তবে বড় ভাল, তা হইলে অনেক সান্থনা পাওয়া যায় ও মৃত্যু ভয় বিগত হয় কিন্তু প্রত্যক প্রমাণ না পাইলে বিখাস হয় না—অহুসন্ধান করণে হানি নাই—উপকার আছে।

১৭।—উন্নত ব্ৰাহ্ম প্ৰচাৰকের উপদেশ ও বিচার।

উন্নত ব্রাক্ষ প্রচারক—বাত্ময় বিষারদ—দমাজ মন্দিরে উপনীত। শ্রোতা ও
শিয়েরা আস্তে আজ্ঞা হউক আস্তে আজ্ঞা হউক বর্ধন করিতে লাগিল। প্রচারক সমাজ পার্শ্ব গৃহে যাইয়া বিদলেন। কয়েক জন উন্নত ব্রাক্ষ ও গৃহে আসিয়া
শুকর পদতলে পডিয়া আপন আপন ভক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে
একজন বলিলেন—মহাশয়! শান্তিরাম গড়গড়ী অভাপি গৈতা ত্যাগ করেন
নাই। তিনি উপাচার্ম হইয়া বেদীতে বিদলে বেদী কলক্কিত হইবে। আর এক
জন বলিলেন প্রাণ থাকুক আর যাউক বিশ্বাসের বিপরীত কার্ম কথনই করা
ইইবে না। আর এক জন বলিলেন যদি পৈতা পরিত্যক্ত না হইল তবে পৌত্তলিকতায় কি দোষ ? আর এক জন বলিলেন গড়গড়ী মহাশয় বড় ঈশ্বর পরায়ণ
ও সাধু। পৈতা গারণ করিলে কি ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু হয় না ? পৈতার সক্রে
আাত্মার সক্ষে কি সম্বন্ধ ? অন্ত এক জন পৈতাত্যাগী উপাচার্ম তাহার তুল্য পবিত্র

না হইতে পারেন। আর এক জন বলিলেন তাহা হইতে পারে কিন্তু পৌতলিকতাকে উৎসাহ দিতে পারি না। আমাদিগের প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যদি
তাহা ভদ হয় তবে নরকে গমন করিতে হইবে ও ইংরাজেরা আমাদিগকে কি
বলিবে ? প্রচারক বলিলেন এইতে। উন্নত ভাব—ইহা যদি না হয় তবে ব্রাহ্ম
ধর্ম অবলম্বন করা কি ফল ? বিশুর বিচার ও বিতপ্তা হইয়া গড়গড়ীকে গড়গড়
করিয়া চলিয়া আদিতে হইল। প্রচারক দোর্দপ্ত প্রতাপে বেদীতে উপবেশন
করিয়া ঈশ্বর, আত্মা ও পর সম্বন্ধীয় এবং পাপ, অন্তাপ, পরিব্রাণ ও মোক্ষ
বিষয়ে অনেক বলিলেন। অবশেষে দয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিলেন।
শ্রোভারা প্রাপ্ত হইয়া নির্দাতে অভিভূত হইলেন ও অনেকের মনে হইল যে
প্রচারক মহাশয় এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আমাদিগকে দয়া করিলে আমরা দয়া
উপদেশ ভালরপে গ্রহণ করিতে পারি।

অবেষণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা সাঞ্চ হইলে একজন মাজিত জ্ঞানী ও
স্পাষ্টবক্তা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কেমন শুন্লেন?
অবেষণচন্দ্র । উত্তম— যাহা শুনা যায় তাহাতে কিছু কার্য হইতে পারে।
কিন্তু যাহা শুনা গেল তাহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ?

অধ্যেশচন্দ্র। সকল উপদেশ সকলের মনে সমানরপে গৃহীত হয় না। যাহাদিগের সামান্ত মন তাহারা ক্ষুদ্র উপদেশ গ্রহণ করে, উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদিগের উচ্চ মন তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ উপদেশের আবশ্রুক—সামান্ত উপদেশ তাহাদিগের মনে প্রবেশ করে না, কিন্তু প্রচারক উচ্চতা প্রাপ্ত না হইলে স্বকার্যে অক্ষম হয়েন। অস্থায়ী প্রকরণ লইয়া ধর্ম উপদেশ চিরদিন সমভাবে চলে না। শ্রোতার মধেই শীঘ্র বা বিলম্বে হউক কেহু না কেহু প্রচারকের গ্রাম্য ভাব আনিতে পারে। প্রকৃত প্রচারক হইতে গেলে তাঁহাকে আত্মন্ত হইতে হয় নতুবা শ্রোতাদিগের আত্মার গতি অনুসারে উপদেশ হয় না। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ কল্প—যাহা হইতেছে তাহাই হউক—হানি নাই। কালেতে উপকার হইতে পারে। তা বটে, কিন্তু ধেররপ তর্জন গর্জন হয় তদমুদারে বরিষণ হয় না।

অন্তেষণচন্দ্র। এইই মানব জাতির ধর্ম। যদবধি আত্মা দশিত্ব না জন্মে তদ্বধি বাহ্ ব্যর্থ বিষয় লইয়া জীবন যাপন করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও আত্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে।

পৈতে ফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজি বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন ?

স্বাহেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে বাহ্ প্রবল—অস্তর

শ্বভেদী #83

ত্বল—এজন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাধীন। যেমন তরকারি সন্তলন কালীন হাঁড়িতে তপ্ত ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড় ফড় শব্দ হয় তেম্নি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নবনব মত ও বিশ্বাসের স্ষ্টি—তাহার কি তর্জন গর্জন হইবে না ? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। এই উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে গ্রাম্য ভাব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক পিপাদা প্রসংশনীয়—তিনি অনেক পড়িয়াছেন, কিন্তু নিগ্ড চিন্তা করেন নাই—ঈশ্বর লক্ষ্য সর্বদামনে ধারণ করিতে পারেন না—অনেক পার্থিব লক্ষ্যে প্রপীড়িত—যথন যে লক্ষ্য প্রবল তাহাকেই ঈশ্বর লক্ষ্য বোধ করেন, এজন্য লাম্যমান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মকে থিচুড়ি করিতেছেন —কিন্তু যদি প্রাণপণে ঈশ্বর লক্ষ্য সর্বদা ধারণ করিতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই উচ্চতা প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি থাকিবে না। যুজায়া ধীরেরা কি বার্থ, অলীক, অস্থায়ী সামাজিক, বা গার্হস্থ বিষয় লইয়া সাধনা করিতেন ?—তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল আত্মা ও ঈশ্বর।

১৮—বাবুদাহেব ও জেঁকোবাবুর ক্ষতি, জেঁকোবাবুর মৃত্যু, সর-লার বিধবা বিবাহ বিষয়ক উপদেশ, বাবুদাহেবের তাঁহাকে হতত-গত করণার্থে নাপ্তিনীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপ-কথন, তাঁহার মৃত্যু, ও লালবুঝ্কড়ের কারারক্ষ হওন।

বাব্দাহেবের ও জেঁকোবাব্র যাহা ধন ছিল তাহা বঞ্চ লোকের ইন্দ্রজালেতে সকলি ক্ষতি হইল।ধন হারা হইয়া তাঁহারা যেন মণিহারা ফণির
ভায় বিদিয়া থাকেন—অন্তরের কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, সর্বদাই ভাবেন ধনের
দক্ষে মানও গেল—এখন কি করি ? কেবল মদই ভর্দা অতএব মদে মত্ত যদবিধ
থাকেন তদবিধ পৃথিবীকে সরা দেখেন।মদ আমোদ না হইলে একেবারে
কয়লার নৌকা ভ্বাইয়া বসেন। তুই এক সার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আপনাদিগের ধর্ম চর্চা বেশ হইতেছিল, তাহা কেন বন্ধ করিলেন ?—তাহা করিলে
মত্যের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা উত্তর দেন আমাদিগের পুত্র ও প্রাতৃ শোক
হইতে ধন শোক অধিক হইয়াছে—এ শোক সম্বরণ করিলে করিতে পারি ?
বাল্যকালাবধি ঈশ্বর চিন্তা না করিলে বিষম প্রমাদ, একটা বিপদের ঝড়েতেই
ফদম ছিরভিন্ন হইয়া যায়। যাহাদিগের ঈশ্বর পরাকাগ্রা তাহারাই কেবল বিপদ
সম্পদ সমভাবে দেখেন ও যে অবস্থাতেই পতিত হয়েন সেই অবস্থাকে আজোস্বৃতি সাধনের মৃলুক করেন। কিছু দিন পরে জেঁকোবার্ বিপদের গ্রাস হইতে

পরিতাণ না পাইয়া দিন দিন তকু ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সমহরণ গমন করিবেন কিন্তু ঐ প্রথা নিয়েধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন। তুই তিন বংদর পরে বাবুদাহেব সরলার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক বন্ধন জন্ম সাতিশয় চিত্তিত হইলেন। সরলা বড় গুণবতী ও যথন তাঁহার মুখনী বাবুসাহেবের মনেতে উদিত হইত তথনি আপনা আপনি বলিতেন—বাঙ্গলির মেয়ে তো ভাল পাওয়া যায় না এছত ফিরিঙ্গির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল। এক্ষণে যদি দরলা দয়া করেন তবে বাঁচি নতুবা এক্লা ভেবে ভেবে সারা হইলাম। নানা প্রকার উপায় ভাবিয়া বাবুসাহেব উন্নত ব্রান্ধ মন্দিরে উপাদনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উন্নত ব্রান্দেরা তাঁহাকে দলস্থ দেথিয়া উন্নত হইলেন ও পরে তাঁহার বৈবাহিক প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা অতি पास्नामिक रहेतन, कारण खबर्ल विवाह रहेरवक ना-वत बांभण ७ करा। ক্ষতির। অবংশবে এ প্রস্তাব সরলার কর্ণগোচর হইলে তিনি বিনয় পূর্বক বলিলেন—স্থীলোকের পুনঃ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত হইতে পারে কিন্তু বাঁহারা ঈশরপরায়ণ। নারী তাঁহারা শারীরিক স্থথার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আত্মসংষম ও আত্মোমতি জন্ম জীবিত পাকেন অতএব ব্রাহ্মচর্য ব্যতিরেকে অন্ত কি উপায়ে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে ? আমার লোভ নাই—পার্থিব স্থুখ অথবা গৌরব কিছু মাত্র বাদনা করি না। যাহাতে একান্তিক ভাবে ঈশরেতে আত্মা অর্পণ করিতে পারি এইই আমার অহরহ প্রার্থন।। শুনিতে পাই বিধবা বিবাহ জন্ম প্রচুর ধন ব্যয় হইয়াছে ও ঘাঁহারা ব্যয় ও প্রমু করিয়াছেন, তাঁহারা অব্ভাই দৎ অভিপ্রায়ে করিয়াছেন কিন্তু যদি এ সকল মহাশয়রা ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহ। হইলে অনেকের অধিক আধ্যাত্মিক বল হইত। যে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা মে কি অন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে ? যে কালেতে পতিকে ভুলে যায় দে কি পতি-পরায়ণা / খ্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি ? ইন্দ্রিয় দমন ও আত্মার শক্তি বর্ধন। মত্তম উর্ধিদৃষ্টি হীন হইয়া সর্বনাই পশুবৎ ভাবে থাকে ও কার্য করে—আত্মা আছে কি না—ও কি প্রকারে উন্নত হইবে তদিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা নাই। সভ্যদেশের রীতি নীতির অমুকরণ হইতেছে কিন্তু সভ্যতা কি ? সভ্যতা বাহ্ন উন্নতি, আত্মোনতিকে সভ্যতা অল্ল লোকে বলেন ।

সরলার এ সকল বাক্য গরলম্বরূপ গৃহীত হইল। উন্নত ব্রান্ধাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন নারীর কথাগুলি নিতান্ত অগ্রাহ্ম নহে, আবার কেহ কেহ ष(७री

বলিলেন মেয়েনাছ্য প্রথমে এইরপ কহিয়া থাকে, পরে দোরত হয়। বাব সাহেব স্থাভাবিক অস্থির, তাহাতে আশা পিচাশের থেঁচুনিতে ধৃচ্ফ্ডাতে ল'গিলেন। ভাতশোক, ধনশোক ও বন্ধ জেঁকোবাবুর শোক স্কলই বিগত— এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বনিতা হস্তগত হয়েন এই জ্ঞান—এই ধ্যান। খেয়ে স্তথ নাই—বদে ত্রথ নাই—ভয়ে ত্রথ নাই—কিছতেই তথ নাই। এক একবার তপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া দিদ দেন ও নিখাদ ত্যাগ করণানন্তর "ডিয়ের সরলা" বলিয়া ডাকেন। বাবুদাহেব বড় বিবেচক—বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন— ব্রান্সদের এ কথা বলা ভাল হয় নাই—তাহার। কর্ম পারাব করিয়াছে। মেয়ে মান্থবের মন মেয়ে মান্থুষ শীঘ্র হরণ করিতে পারে, অতএব বাটীর নিকটে স্থামা নাপ্তিনী থাকে তাহাকেই ঘটকী করা শ্রেয়। সন্ধ্যা না হইতে বাবুসাহেব শ্রামার কুটীরে উপনীত। খ্যামা বলিল—এ কি ভাগ্য—রাঙ্গা বিক্রমাদিত্য ভিকে হাড়িনীর কুটীরে ! স্থামা গোরুর জাব্না কাটতে ছিল—মাথায় কাপড় নাই—কেশ কতক কাল কতক সাদা-লুটিয়া পড়িয়াছে, আন্তে ব্যক্তে একথানি পিড়া আনিয়া দিল। বাবুদাহেবের টাইট্ পেনটুলুন—বসিতে অশক্ত। বাবুদাহেব লখা, ভামা বেঁটে—একটু কোঁয়া হইয়া বলছেন—একটা কথা বলি কাহাকেও বলিস্ না— সরলাকে আমার কনে করে দিতে পারিন ? আমার বিষয়-আশয় সব দিব। নাপ্তিনী এই কথা শুনিবামাত্রে তুই কাণে হাত দিয়া জিহ্না দাঁতে কাটিয়া বলিল দে দাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী, তুদও তাঁহার কাছে বদলে অনেক ধর্ম কথা শুনিয়া আসি। আর্থ অনেক বিধবা আছে তাহাদের এক জন না এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারি। সরলা সাবিত্রী স্বরূপ—এমনি রাশ ভারি যে একটী মন্দ কথা ভাগার নিকট কেহ বলিতে পারে না। তিনি সর্বদাই আহ্নিক, পূজা, দান, ধ্যান ও সন্ধ্যার পরে এক মুটা আহার করেন। রামপ্রদাদ ঠাকুরের এক বিধবা মেয়ে আছে—ভাহাকে বিয়ে কর না কেন? সে নটার মধ্যে থেয়েদেয়ে ফিট্ফাট হইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে—তাদ থেলে ও গল ওজব, হাদি তামাদা, ঠাটা-বট্কেরায় কাল কাটায়—পূদ্ধা আহ্নিকের সহিত কিছু এলাকা নাই। এ রকমের মেয়ে মাতুষ কিছু পেলেই ফের বিয়ে করে।

বাবৃদাহেব। যে সব মেয়ে মান্ত্র খুব ধর্ম কর্ম করে তাদের বিয়ে করা ভাল— কোন ভয় নাই।

নাপ্তিনী। আরে আবেগের বেটা। তারা তোকে কেন বিয়ে কর্বেণ পিতর শরীরটাই যায়—-প্রাণটা তো থাকে ? সেই প্রাণটা ভেবেও ঐ সব মেয়েমান্থব জারাম পায়। স্ব্যুতো শরীরে নাই—মনে স্থা– মন যদি ধর্ম কর্ম করলে স্থী হয়, তো আর বিয়ে করে কাষ কি ? আর বান্ধালির মেয়েরা স্বামীকে ভূলে না

—স্বামীর জন্য প্রাণ দেয়। যাহারা স্বামীকে কথন দেখে নাই ও যাহাদিগের
বিষেদ অল্প তাহারা বিবাহ করিতে পারে। নাপ্তিনীর কথা শুনিয়া বাব্দাহেব
হতাশ হইয়া ভাবিলেন যে বিবাহ বুঝি কপালে নাই। বাটী ফিরিয়া আদিয়া
নানা প্রকার অন্থির ভাবনায় ময়। ঈশ্বর অথবা পরলোক চিন্তা তড়িংবং। আপ
নার মেমন মনের বল তেমনি দকলের বল দেখেন। কাহার মনের উচ্চতার কথা
শুনিলে বিশ্বাদ করিতেন না—কেবল ড্যাম বেন্ধালি!—ড্যাম বেন্ধালি! বলিতেন। কালেতে তাঁহাকে দকলই পরিত্যাগ করিল ও তিনিও কোথায় যাইতেন
না। মনের অন্থথ দিন দিন বৃদ্ধি ও অবশেষে রোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া ষম
মন্দিরে গমন করিলেন।

বাহ্য আনন্দে আনন্দিত থাকিলে শোক ত্বঃধ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কেবল আত্মার বলেতেই হর্ষ ও শোক হইতে মুক্তি হয়।

লালবুঝ্কড়্ সর্বদাই উপর চাল চালিতেন। তাহার নিজের কি মত তাহা তিনি জানিতেন না। উপস্থিত মতে কার্য—উপস্থিত মতে মত ও কার্যের পরিবর্তন। কি প্রকারে বাহ্য রক্ষিত হইবে এই তাহার লক্ষ্য। বাহিরে বাহ্য অন্তরাগ জন্য সব দলেরই অন্তকরণ করিতেন। বিরলে অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিতেন। এক মকদমায় লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষী দেন। বিচারে দগুনীয় হইয়া কারাক্ষ্ম হইলেন। গ্রামের ছোঁড়ারা কারাগারের জানালার নিকট যাইয়া এক এক বার হো হো করিত ও তৎক্ষণাৎ "ঝা বেটারা ঝা" শ্রুত হইত।

পিকলা গ্রাম ধর্ম ক্ষেত্র হইল—কিন্তু ধর্ম ক্ষেত্র কুকক্ষেত্র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। মস্জিদ, গির্জা, ছই আন্ধাসমাজ ও নানা দেবালয় হইতে মহারথী, রথী অর্ধরথী ও নানা প্রকার ঘোদ্ধা স্টু হইতে লাগিল। এক দল মার্ মার্ শব্দ করে —অন্য দল মাতে মাতে বলিয়া চীৎকার করে—সব দল স্ব স্ব প্রধান—কে কাহাকে নিবারণ করে? দকলেই আপন মতামুসারে চলে। জগতে এইরূপেই কার্য হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত তাহার ছবি এই। ক্ষণিক মিলন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ, ক্ষণিক বিচ্ছাৰ বিচ্

১৯।—অন্বেষণচন্দ্রের গোদাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকট যাইয়া যোগ শিক্ষা—পতিভাবিনীর সহিত মিলন।

পিন্দলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ, গিরি গুহা, বন উপবন, নদ নদী, খেটক থর্বট, হাট মাঠ, দেবালয়, অতিথিশালা দেখিয়া ও নানা প্রকার লোকের

সহিত আলাপে অনেক অর্জন করত অন্বেষণচন্দ্র অবশেষে গোদাবরী ভীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সমূথে এক বৃহৎ বটবুক্ষ—শাগা প্রশাধা অসংখ্য, নিয়ে কতকগুলি উদাদীন ও যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। গাত্র ভন্ম বিভৃতি বিলেপিত—মন্তক ছটা জ্টে আবৃত—নয়ন মুদ্রিত। কেহ রেচক পুরক—কেহ কেবল কুন্তক করিছে-ছেন—কেহ দীর্ঘকাল প্রাণ বায়ু সহস্রারে ধারণ করিতেছেন—কেহ বন্ধ হায়ু আদীন হইয়া থেচরী মুদ্রায় আরুঢ় হইয়াছেন। অৱেষণ নিকটে ঘাইয়া ভাগ-দিগের আশ্চর্য অভ্যাস দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্লেক কাল পরে যোগ ভঙ্গ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশায় তুট হইলেন ও নিকটে রাখিয়া ক্রমেং যোগ শিক্ষা করাইলেন। কি হট যোগ—কি রাজ যোগ—কি আসন বিধেয়— কি ধানি ও ধারণা শুভকরী তাহা ক্রমশঃ লব্ধ হইল। রাত্রি যথন অল্ল থাকিত তথন তাহাদিগের সহিত আত্মতত্ত আলাপ হইত-–তাঁহারা যাহা বাহ তাহা ভচ্ছিল্য করিতেন ও কেবল আত্মা লক্ষ্য করত আত্ম বল লাভেই মগ্ন থাকিতেন এই তাঁহাদিগের আলাপ, ধ্যান ও অভ্যাস। যোগীদিগেয় সহিষ্ণৃতা ও অপাথিব ভাব দেখিয়া অৱেষণ উচ্চতা প্রাপ্ত হইলেন। এক দিবদ এক জন যোগী বলি-লেন একটা স্ত্রীলোক কিছু কাল এখানে ছিলেন, ডিনি আ্যাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া অনেক অভ্যাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি এখান হইতে যাইয়া রমা পর্বতের নিকট এক আশ্রমে কতকগুলি যোগিনীর সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহাকে তুমি জান ? তিনি এক বাঙ্গালী ব্রান্মণের কন্তা কিন্তু হিন্দী বুলী বেশ বলেন। অবেষণচন্দ্র বলিলেন-না, আমি তাঁহাকে জানি না- ঈশরের জন্ম অনেবেই লালায়িত। অবশ্র তিনি কোন অসাধারণ স্ত্রীলোক হইবেন। পরে রমা পর্বতীয় অভেদীর নিকট যাইতে হইবে এই কথা মনে জাগ্রত হইলে তিনি সকল যোগী-দিগকে অভিবাদন পুরঃসর বিদায় লইলেন। বিদায় কালীন তাঁহারা দীর্ঘ নথা-চ্ছাদিত হস্তোত্তলন করত তাঁহাকে প্রাণগত আশীর্বাদ করিলেন। বারম্বার ভক্তি স্নাত প্রণাম করত অন্বেষণ সেই অপূর্ব আবাদ হইতে বহির্গত হইলেন। ছই দিবস পরে এক আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইল ও অতিদূরে এক পর্বতের ধুমবং নীল চ্ড়া প্রকাশ পাইল। আশ্রম উল্লজ্মন করিয়া যান এমত সময়ে এই বিচার করি-লেন—শুনিয়াছি এক ধর্যপরায়ণা নারী এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে কিছু না কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন অনেক হিনুস্থানি, মহারাষ্ট্র, স্থরাষ্ট্র, মগধস্থ নারীরা ঘাগরা, কাঁচলি, ওড়নায় আর্ত-বিদয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন চল্র তারাগণ বেষ্টিত তদ্ৰপ এক জন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কেবল একথানি রক্ত বর্ণ বঙ্ক্ষ পরিহিত,

হত্তে হই গাছি বালা, সমাধিতে মগ্ন। নিরশনে শরীর ক্ষীণা,—আন্তরিক লাবণ্যে পুর্বা—কেশ মুক্ত—অঞ্চল গলদেশে—বদন মনোহর—মধুর হাস্ত সংযুক্ত ও ভন্ত-ভায় ভাসমান। অন্তান্ত যোগিনীর। যোগ সমাপনানস্তর ধীরে ধীরে আপন আপুন কুল্লে গমন করিলেন। ইত্যবদরে অবেষণচন্দ্র নিদ্ধামচিত্তে ও অকুতোভয়ে ই রমণীর সম্মুখে বদিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অন্তমিত দিনমণি গৰাক্ষের দার দিয়া স্বীয় নানা বর্ণীয় মণিতে ঐ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জল মণির থনি করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরের অমূল্য মণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য দেখিয়া লজা পাইতেছেন। এ নারী কে? স্থনিমিত চাঁপা ফুলের তায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিব ভাব শৃতা। যাহার ধ্যানেতে আহলাদ তাহার মন অন্তের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। এক ঘণ্টার পর রমণী নয়ন উন্মালন করিয়া দেখেন সম্মুখে এক জন শাস্ত মূতি পুরুষ, চিবুক ও মন্তকে দীর্ঘ কেশ, পদ্মাদনে বদিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নয়ন আত্মার ভাব প্রকাশক কিন্তু ঐ ব্যক্তির চক্ষু কেবল শান্তির জ্যোৎসা স্বরূপ বোধ হইতেছে। ত্তই জনেই পরস্পার অবলোকন করিতেছেন। যদিও স্থরণ, উপমা ও মনঃ সংযুক্ত চিন্তার ক্রটি হইতেছে না কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ক্ষণেক কাল পরে রমণী ইয়ং হাস্ত করত মন্তকের বন্ত্র টানির। নিয়নয়নী হইলেন ও তাঁহার চক্ষ্র হইতে অনিবার্য অশ্রু ধারা পতিত হইতে লাগিল।

অন্নেষণচন্দ্র জিজ্ঞাস। করিলেন আপনি কে—আপনার বাটা কোথায়?
রমণী অমনি তাঁহার ক্রোড়স্থ হইয়া নয়নের উপর নয়ন দিয়া বলিলেন—আমার
নাম পতিভাবিনী—আমার প্রকৃত নিকেতন আপনার ক্রোড়। অস্বেষণচন্দ্র
তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী
হইয়া রোদন করিলে? পতিভাবিনী উত্তর করিলেন এটি তুর্বলতা বটে কিন্তু
তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি না। তুমি এমনি
আকর্ষণ কর যে তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে ময় হই। অত্য তোমাকে
পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্ম সাধনে অনেক লাভ করিব। পরে
ত্রই জনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা লার। আপন আপন অবক্রব্য
যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া
নানা অপাথিব বিমল আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। এই মিলনে তুই জনের
শারীরিক স্থা জন্য কিছু স্পৃহা নাই—মনও ভাবান্তর হইল না—কোন বিলাপ
নাই, হর্য নাই, শোক নাই, স্কোভ নাই—এ সক্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া
তাঁহারা আত্মার গভার ভাব ধারণ করিয়া থাকিলেন। তুইজনের আত্মা এমনি

বলীয়ান যে কেবল প্রস্পারের আন্তাইই প্রক্তি প্রস্পারের আন্তরিক 🕫 🛭 🕫 জনে আত্মাকে যাহাতে সম উচ্চেভায় রাখিতে পারেন এই ভাহাদিগের মিলনের উদ্দেশ্য হইল। আশ্রমের দম্মথে একটি মনোংর দরোবর—চতুলিকে উচ্চ প্রাচীর —ভত্পরি তক লতা, ঝুম্কলতা, কুঞ্লতা, মাধ্বিলত: ও নানা লতা গোকুল্য-মান। মধুমজিকা ও ভ্রমর গুল গুল শাকে ইত্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। চক্রবাক, চক্রবাকী, শারি, শুরু ও নানা চিত্র বিচিত্র বিহল্পম খেন বীণা যন্ত্র লইয়া স্ক্লীতে মগ্র। অন্তুদয়ে যোগিনীরা সরোব্যের পুলিনে বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্থান করিতেছেন ইতি মধ্যে অন্বেষণচক্র ও পতিভাবিনী বাহিরে আদিয়া ভাহাদিগের সন্মুধে প্রকাশ হইলেন। নগা যোগিনীরা বলিল-না । এখানে পুরুষ কেন ? তাঁহাকে ষাইতে বল। আমরা লজা পাইতেছি। পতিভাবিনী বলিলেন—বংসা ইনি আনার পতি—আনার প্রাণবলভ—ইহারই কুণা বলে আমার ঈশুর জান। ইনি मम्पूर्व (याती-देशंद श्वी भुक्ष मम जान। क्वन बाजात श्रूपंट स्थी-शावीतिक স্বর্থ বিদর্জন করিয়াছেন। ভোমরা নগা থাক আর বস্তে আচ্ছাদিত হও ইহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরাস্থীলোক—যোগেতে পক হও মাই এছন্ত আমরা উত্তানে গমন করিতেছি। পরে যোগিনীরা বস্তু পরিধান করিয়া অন্তেম্বন-চন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাতে চমংকত হইলেন। পতি-ভাবিনী বলিলেন-কল্য প্রাতে আমরা এখান হইতে যাইব। আমাদিগের বিশেষ আবশুক কার্য আছে। যদি পারি ভোমাদিগের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। এই কথা শুনিয়া যোগিনীরা সকলেই রোজগুমান হইলেন ও সাষ্টাকে প্রণাম পূর্বক বিলাপ করিয়া বলিলেন তবে আমরা মাতৃ-স্নেহ ও মধুময় উপদেশ -হইতে বঞ্চিত হইলাম।

পতিভাবিনী বলিলেন তোমরা কুপা করিয়া আমাকে এরপ সম্ভাষ কর। তোমাদিগের ইন্দ্রিয়শ্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আমার আত্মা তোমাদিগের আত্মার
সংযুক্ত। আমি পাথিব স্নেহ বাক্যে কি প্রকাশ করিব প তোমরা কায়মনোচিত্তে
অহরহ ঈশ্বরেতে ময় থাক। এক মনা ধ্যানেতে ধারণার বৃদ্ধি ও যত ধারণার
বৃদ্ধি ততই আত্মা প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন জ্যোতিবিন্তার করিবে। আত্মা
স্থপ্রকাশ হইলে পাথিব সম্বন্ধ ও ভাব বিলীন হইবে। দেখ আমরা ছই জনে স্বী
পুরুষ বটে কিন্তু এ সম্বন্ধীয় হুখ নশ্বর, কারণ তাহা শরীর সম্বন্ধীয়—ইন্দ্রিয়
সম্বন্ধীয়। "যে নাহং নামৃতা স্থাং কিমহং তেম কুর্যাং"—যাহাতে অমৃত না হই
তাহা লইয়া কি করিব, অতএব যাহা নশ্বর নহে—যাহা চিরকাল থাকিবে—
যাহা অনন্তকাল—অনন্ত কার্য হারা অনন্ত ব্রন্ধানন্দে আপনাতে অনন্ত স্বর্গ

লাভ করিবে—তাহারই অন্ধূশীলন—তাহাই উদ্দীপন—তাহারই বিবর্ধনে আমরা প্রাণপণে নিযুক্ত আছি ও থাকিব।

ষোগিনীরা বলিলেন পিতাকে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। সকলে মিলিয়া অত ধ্যান ও উপাসনা করিব। পরে দম্পতি স্নাত হইয়া একাসনে বিসলেন—যোগিনীরা চতুদিকে উপবেশন করিলেন। ধ্যান আরম্ভ হইলেই দম্পতি একমনা হইয়া থাকিলেন—বাহিরে নানা শব্দ হইতেছে—রান্তা দিয়া লোকে গান করিয়া যাইতেছে—একজন উয়াদ নিকটে আদিয়া বিন্তর গোল ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও ব্রাদাংপাদনার্থে এক একবার চীংকার করিয়া বলিতেছে ঐ দাপ এল, ঐ বাঘ এল কিন্তু কিছুতেই দম্পতির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তাহাদিগের আস্মা বাহ্ হইতে এত অতীত যে কিছুতেই চাঞ্চল্য জন্মে না—এত শুদ্র ও জ্যোতির জ্যোতিতে সংলগ্ন যে তাঁহারা কেবল অন্তর দৃষ্টি ও অন্তর শীতলতা উপভোগ করিতেছেন। শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এই মাত্র, আস্মা স্বতম্ব হইয়া আপনাতে রমণ করিতেছে। যোগিনীনা তাঁহাদিগের ধ্যান দেখিয়া স্বীয় হীনতা ধ্যান করিতে লাগিলেন ও এক ধারণায় আরু থাকিতে সক্ষম হইলেন না। ধ্যান সমাপনানন্তর তাঁহারা বলিলেন আপনারা আমাদিগের অপেক্ষা অতি উচ্চ। অধ্যেণচন্দ্র বলিলেন ঈশ্বর সকলকেই সমান করেন—উচ্চতা কার্য ও ঘটনা দ্বারা জন্মে।

পতিভাবিনী স্বভর্তার গুণ পুনঃ পুনঃ চিস্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যায়িক ভাবের স্বল্পতা হইলে পার্থিব ভাবের উদয় হইল, তথন স্বামির স্বন্ধে হস্ত দিয়া অশ্রু দারা গল গল্ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন। ভর্তা তাঁহাকে নিদ্ধাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এভাব প্রসংশনীয় নহে—এ সামান্ত ভাব—আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্বেহ ও প্রেম শৃন্ত হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে।

পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া স্বামির পায়েতে মন্তক দিয়া থাকিলেন। ভর্তা তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া মুথোপরি মুখ রাখিলেন, তথন তিনি অপাথিব ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—দেখ তুমি আমার পরেশ পাথর, তোমাকে স্পর্শ করিলেই পাথিব ভাব বিগত হয়।

দিবা অবদান। পতিভাবিনী বলিলেন তোমাকে দেথিয়া আমার ক্ষুধা তৃঞা নাই, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে যে পাক করিয়া তোমাকে ভোজন করাই। সকল যোগি- নীরা এই প্রতাবে আফুক্ল্য করাতে আর ব্যগন দীল্ল প্রস্তুত হটল ও সকলে একর বিদিয়া কিঞ্চিং আহার করিলেন। রাত্রে এক ঘরে সকলেই থাকিলেন। যে পুরুষ আধ্যাত্মিক, তাহার দৃষ্টি, বাক্য ও কার্য পরিস্তুত্ব, স্থালোক তাহার নিকট স্থালোক নহে এই কারণে যোগিনীগণ কিছুতেই কৃষ্টিত হইলেন না—উদার চিত্তে আপন আপন বক্তব্য ও জিজ্ঞান্ত বলিতে ও জিজ্ঞান্য করিতে লাগিলেন। এই-প্রকারে রজনী স্থেতে যাপিত হইল।

২০।—অবেষণ ও পতিভাবিনীর অভেদীকে দর্শন—ঠাহার নিকট আঞ্চঞান লাভ ও উাহার পরিচর।

রয়া পর্বত বড় উচ্চ, রাস্তা দকীর্ণ ও প্রস্তরে পূর্ণ—মনেক কটে উঠিতে হয়। স্বামী পত্নীর হস্ত ধারণ পূর্বক লইয়া যাইতেছেন। এক একবার ক্লান্ত হইতেছেন। ঝর্ণার জল ও বন ফল থাইয়া আবার গমনোগুত। তিন দিবদের পর মহয়ের মৃথ দেখিলেন। এক জন পার্বতীয় চাষ করিতেছে, তাহাকে জিল্লাদা করাতে বলিল, মভেদীর বাটী একটু উত্তরে গেলেই দেখিবে। সেখানে তিন চারটা বাটী আছে—যে বাটী তিন তালা তাঁহার বাটী সেই। সেই বাটীতে উত্তরিণ হইয়া অভেদীকে দর্শন করত হই জনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অভেদী তাহাদিগকে সমাদর পূর্বক বদাইয়া কিঞ্চিং আতিথ্য করতে বলিলেন—আপনার। যে জন্ম এধানে আদিলেন তাহা আমি অবগত আছি। আত্মজান ও আত্ম দাধন যাহা আমি জানি তাহা সংক্ষেপে বলি, প্রবণ করুন।

আত্মার অন্তিত্ব, স্বতন্ত্রত্ব ও অমরত্ব আধ্যাত্মিক অত্যাদে প্রতীয়মান। আত্মা বদ্ধ অথবা মৃক্ত। বদ্ধভাবই দাধারণ ভাব। যে পর্যন্ত প্রকৃতি অথবা বাছ বিষয়ের অধীন দে পর্যন্ত আত্মা বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা আবৃদ্ধক—অবস্থাধীন হইয়া প্রকাশ পায়। সাময়িক সন্ত, রদ্ধ, তম অথবা ইহাদিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আত্মার কলে। বদ্ধ আত্মার বিবেকতা পরিমিত—বিশেষ বিশেষ মত—বিশেষ বিশেষ বিশেষ উপান্ধা—বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল—বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপান্ধা—বিশেষ বিশেষ পারলোকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সগুণ ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্থদ্ধন ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা কর্ত্ব হৈ ইশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় দে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান কারণ ভাহাতে পাথিব ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হয়। এই কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান জগতে প্রায় ক্ত্রাপ্য। এই কারণে জগতে অদীম মতান্তর। যেখানে দাত্মিক গুণের প্রাবন্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্বই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্মিকতায় প্রকৃত ঈশ্বর

জ্ঞান হইতে পারে না। সাধিকতা রজ ও তম হইতে শ্রেষ্ঠ বর্টে কিন্তু আবৃষ্টিক ও ধাহা আবৃদ্ধিক তাহা নখর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশং উদীপন জল্য উদিত ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্ হইতে স্বতম্ব হইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ওইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নিগুণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নিগুণ ঈশ্বর জ্ঞান লা হইলে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবৃদ্ধিক জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব হ্যথ, হঃথ, পাণ, পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয় ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশং স্বশক্তিতে উন্নত হইয়া অপার্থিব, শুক, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক বলে আপনাতেই বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্ণের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই রমণ করে। শরীর ধারণ করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা বড় কঠিন—বিস্তর আ্বান্থে ও যত্ত্বে আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি ও যাহা লক্ষ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত প্রকারে দৃষ্টি হইতেছে এবং এক্ষণে বাহা জানি তাহা ইন্দ্রিয়, অথবা আত্মার কোন আবৃদ্ধিক শক্তি ও ভাবের হারা জানি না—আনবন্ধিক ও পূর্ণ আত্মা হারা জানি।

অবেষণচন্দ্র ও তাঁহার বনিতা স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন ও বলিলেন আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত শুনিতে প্রার্থনা করি। সে দিবস অক্তান্ত আমুসঙ্গিক কথায় বিগত হইল। পর দিবস অমুদয়ে অভেদী আধ্যাত্মিক আহ্নিক সমাপনানন্তর আপন বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভদ্রথামে আমাদিগের বাদ। পাঠশালাতে লিখিতাম। গুরু মহাশয়ের নিকট ধ্রুব ও প্রহলাদ চরিত্র পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে সর্বদা মগ্ন থাকিতাম। আমি ভাবিতাম আমরা চঞ্চল শিশু সর্বদা অস্থির—ধ্রুব ও প্রহলাদ কিরুপে এত একমনাঃ হইয়াছিলেন ? পিতার বিলক্ষণ বৈভব ছিল—বাটীতে নানা প্রকার পূজা হইত —প্রতিমার নিকট পূক্ষাঞ্জলি দেওন কালীন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতাম—হে দেবি! আমাকে ধ্রুব প্রহলাদের মত কর। এই ভক্তিভাব সর্বদা স্থায়ী হইত না—উৎসব কালে তামদিক ও রাজদিক ভাবের উদয় হইত। দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার সময়ে কথন দয়া—কথন অহঙ্কারের আবির্ভাব হইত। বাটীতে মাঘ মাসে কথকতা শুনিতাম—শ্রনিয়া কথন কাঁদিতাম—কথন হাসিতাম—কথন ভাবিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতাম। গ্রামে এক পাদ্রির স্কুল ছিল দেখানে ইংরাজী শিক্ষার্থে প্রেরিত হইলাম। অনেক ইংরাজী গ্রন্থ বাইবেল পাঠ করিয়া ঈথর চিন্তায় রত হইলাম। কথকের মুথে যমালয়ের বর্ণন

শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস হইত এক্ষণে পাদ্রি ঐ ভয়কে জলন্ত করিলেন। তিনি বলিতেন মহয় স্বাভাবিক পাপী, যদি পরিত্রাণ চাহ তবে গ্রীষ্টকে ভঙ্গনা কর নতুবা নরকে চিরকাল অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক—গ্রীষ্ট অমুরোধ না করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন না। শ্য়নকালে ভয়েতে মৃতবং হইতাম-একং বার মনে হইত আর ভাবিতে পারি না—গ্রীষ্টয়ান ধর্ম অবলম্বন করি, আবার ভন্ন কমিয়া গেলে বিবেকতার উদয় হইত ও চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। রাত্রিতে সংস্কৃত পড়িভাম—হুই তিন বংদরের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ অনেক পড়িলাম। উপনিষদ ও শ্রীমন্তাগবতের কোন কোন অংশ विहित्तन व्यापका छेख्य त्वां इटेल नाविन। ध नमस्य वामात विवाद इटेन। ভার্ঘা পিতা কর্তৃক স্থানিক্ষিতা। আমার সহিত অধ্যয়নে ও ঈশ্বর উপাসনাতে ষোগ দিলেন। আমি যাহা অর্জন করিয়াছিলাম ও আমার মনের যে ভাব তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। নির্জনে তুই জনে বসিয়া অনেক ভাবিতাম ও তর্ক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু কিছুই মনঃপৃত হইত না। দৈবাৎ পিতার মৃত্যু হইল। সংসার গলায় পড়িলে, তাঁহার বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম অনেক টাকা আত্মীয় বৰ্গকে কৰ্জ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশোধ করণে অশক্ত। কেবল এক খানা আবাদ ছিল তাহাতেই সংসার নির্বাহ হইত। ঐ বিষয়টি ভাল দেখিয়া এক জন প্রবল জমীদার আমাকে বেদথল করিল। আদালতে অভিযোগ করিলে দলিল দাথিল করিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি সকল বাক্স, আলমারি তল্লাস করিলাম, কিছু দলিল পাওয়া গেল না। মাতা ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছি— পিতা সম্মুখে আদিয়া বলিতেছেন—দলিল অমুকের জামিনের জন্ম আদালতে দাখিল আছে—জামিনের মেয়াদ গিয়াছে, দরখান্ত করিলেই কেরত পাইবে। অমনি ধড় মড়িয়া উঠিয়া চতুৰিক দেখি—কিছুই দৃষ্ট হইল না। দলিল জন্ত একটু হর্ষ হইল, কিন্তু পিতার জন্ম শোক জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। এই স্বপ্ন মাতা ও পত্নীকে বলিলাম। পরে দলিল পাইলে আবাদ হন্তগত হইল। এক ঘটনার নানা ফল। এই স্বপ্ন পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলাম ও ক্রমে আত্মবিছা সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ করিলাম—অনেক অন্তুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মানদ অদিশ্ব রহিল, কেবল মুথে পণ্ডিত হইলাম। অতাত লোক যাহা লিখিয়াছে তাহা ওলট্পালট্ করিয়া বলিতে পারিতাম, কিন্তু কিরূপে আত্মজ্ঞান লব্ধ হইতে পারে তাহা কিছু স্থির হইল না। অশরীরী আত্মাদিগের সহিত আলাপ জন্ত অনেক সর্কেলে অর্থাৎ চক্রে যাইতাম—মেজ, চৌকি উৎপতন দেখিলাম—মনেক প্রকার

মিডিয়মও প্রকাশ হইল—কালি, কলম, কাগজ সন্মুগে থাকিলে কেহ্২ অনিচ্ছা-পুর্বক হাতচালার ন্যায় লিখিয়া দেখায় ও কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও পাওয়া যায়। এই প্রকার অনেক ভৌতিক বিজ্ঞান প্রমাণ দেখিয়া ভাবিতাম ইছা সত্য হইতে পারে, অথবা কিয়দংশ সত্য কিয়দংশ মিথ্যা, কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় সংযুক্ত জ্ঞান অবশুই কিছু না কিছু ভ্রমজনক, অতএব কি প্রকারে আত্মজ্ঞ হইতে পারি, কি প্রকারে অকর্তা না থাকিয়া আপুন কর্তা অবস্থা পাই-কি প্রকারে অন্তত্ত হুইতে উদ্ধার হইয়া আমির লাভ করি, এই অহরহ চিন্তা করি-তাম। কার্য অমুরোধে ঢাকায় গমন করিলাম—নানা মতাবলম্বী লোকের সহিত আলাপ হইল। দাকার ও নিরাকার উপাসকদিণের সহিত অধিক সহবাস করি-লাম। তাহাদিগের উভয়ের উপাসনা শুনিয়া ভাবিতাম-প্রথম প্রথম নিরাকার উপাসকদিগের উপাসনা ভাল জ্ঞান হইত, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখি-লাম যে ঘুই উপাদনা প্রায় সমতুলা। সাকার উপাদকেরা হস্ত নিমিত দেবতা অর্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা মনগড়া দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সন্তণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর অবলহনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাদে সাকার উপাদক অধিক অপৌত্তলিক ও নিরাকার উপাদক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে। উপনিবদে ঈথর উচ্চরূপে বণিত—স্থানে স্থানে উপমেয়—স্থানে স্থানে অমুপমেয় ভাবে প্রচারিত, কিন্তু পৌত্তলিকতা কিন্তা অপৌত্তলিকতা বাহা সহস্কীয় নহে—অন্তর সম্বন্ধীয়া। নিরাকার উপাসক হইলেই অপৌতলিক হয় না। তথাচ নিরাকার উপাসকদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কাল যাপন করিলাম। উপা-সনা কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইত। পাপ জন্ম ভয় ও অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা.— পরিত্রাণ জন্য করুণা,—ঈথর মাহাত্ম্য ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও রূপা জন্য নম্রতা ও ভক্তি আত্মাতে উদয় হইত; কিন্তু কোন ভাবকেই অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারিতাম না ও কথন কথন ঈশরের গুণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গুণ প্রতিপাদক শাস্ত মৃতি হদি-দর্পণে দেখিতাম। এই প্রকার উপাদনাতে আত্মার কিঞ্চিৎ বিমলতা জন্মিল, কিন্তু উপাদনার পর শান্ত ধ্যানে স্থির করিলাম যে ঈশরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। যে অভ্যাস করিতেছি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অভ্যাদ প্রয়োজনীয়। এরপ উপাদনাতে যে দকল ভাব উদ্দীপ্ত হয় তাহা অন্ন বা অধিক ভাগেই হউক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে ও নাট্যশালায় অথবা দঙ্কীর্তন কালীন ঐ সকল ভাবের অভাব হয় না। আর এ ক্থাও বিবেচ্য যে উপাসনা কি ? ঈখর এমত মহৎ, অসীম, অনুস্ত যে আমাদিণের षाउनी १८०

উপাসনাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না ও তাঁহার বিরক্তি ও তৃষ্টিও নাই, তবে উপাসনা কি প্রকার হইবে ?

বাহ্য ও অন্তর রাজ্যের দম্বন্ধ নিকট—স্ত্রীপুরুষের ন্থায়। বাহ্য স্ত্রী—অন্তর পুরুষ। প্রমেশ্বর যাহাই করিয়াছেন তাহাই বর্ণতীত। বাহ্য রাজ্য লইয়া নানা শক্তি ও ভাবের উদ্দীপন ও এই পরিচালনায় আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি। অতএব আমরা যে প্রকারেই উপাদনা করি আমাদিদের আত্মা অবশ্যই উন্নত হইবে—আমাদিদের উপাদনাতে আমাদিগেরই উপকার—ঈশ্বরের ক্ষতি, বৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। যদি আমাদিগের উপাদনা বশাৎ ঈশ্বর বারস্থার মৃশ্ব বা আকৃষ্ট হয়েন তবে তাঁহার শক্তি ও নিয়ন্ত ব পরিমিত। এ কখনই হইতে পারে না। তবে উপাদনা কিরূপ হইবে—এই অহরহ ভাবিতেছি। ইতাবসরে গেহিনীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে মাতার কাল হইয়াছে ও পরদিবদে জ্যেষ্ঠ পুত্রও লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যেমন প্রবল বায়ুতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন করে তেমনি শোকেতে আত্মার প্রস্থি ভেদ করে ও এই গ্রন্থি ভেদেতেই আত্মার মুক্তি লাভে মগ্ন হইলাম। শোকেতে আত্মার মালিজ বিগত হয়। যে ঘটনা ঘটে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে গুহীত হইলে অসীম মঙ্গলজনক। ঈধরপরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই অমঞ্চল দেথেন না। ঢাকা হইতে বাটীতে আদিয়া গেহিনীকে ঔদার্ঘে পূর্ণ দেখিলাম ও অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর এই স্থির হুইল যে বাহুকে আত্মার অধীন করাই প্রকৃত উপাসনা—আত্মাই ঈশবের স্থন্ধ শক্তি—আত্মন্ত না হইলে অর্থাৎ যাহা জানিবে তাহা ইন্দ্রিয় দারা জানা হইবে না, আত্মা দারাজানা হইবে, তাহা না হইলে ঈধর ও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি সে জ্ঞান কথনই হইতে পারে না। এই উপাদনাতে আমরা তুই জনে প্রবৃত্ত হইলাম। মান, অপমান, স্তৃতি, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রেম ও যাবদীয় বৈকারিক, পার্থিব ও আবস্থিক ভাব আছে তাহা আত্মাতে বাহাতে সমভাবে লাগে, এই আমাদের অহরহ চেষ্টা ও উপাদনা হইল। কায়মনোচিত্তে অভ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা এতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইলাম যে, আপন আপন আত্মন্ত হইয়া শিরা, পেশী ও ইন্দ্রিয়ের কার্য স্বতন্ত্র দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব ধারণ করিলাম। আত্মার দহিত মন্তিক্ষের নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আত্মা মৃক্ত হইলে মন্তিঙ্গতে যাহা প্রেরিত হয় তাহা আত্মায় লাগে না—আত্মা তথন ইন্দ্রিয়ের দারা ক্রীড়া করে না, ইন্দ্রিয় দীমাতে বন্ধ থাকে না, আপন স্বাধীনতা পাইয়া আপন অনস্ত শুদ্ধ অভিপ্রায়ে নিযুক্ত থাকে। আস্মা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত থাকিলে বদ্ধ ও পরিমিতরূপে প্রকাশ পায় — মুক্ত হইলে অনম্ভরূপ ধারণ করে। ঈশ্বরের কুপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, শ্বর্গ হইতে আত্মা অতীত

— ক্রনশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাদে আত্মার মৃক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য হইবে ভাহাও বৃবিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় ভাহা আত্মাতে প্রচুররূপে জানিতেছি, বাক্যেতে বলিতে পারি না।

> "যতোবাচঃ নিবৰ্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসাসহ। আনন্দং ব্ৰহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।
আভেদীর অভেদী জ্ঞান শুনিয়া অন্বেশ্চন্দ্র ও পতিভাবিনী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ
প্রণাম করত বলিলেন আপনি আমাদিণের ষ্ণার্থ গুরু। অভেদী বলিলেন, ঈশ্বর
জগতে কাহাকেই গুরু করেন নাই, তিনিই অনস্ত সত্যজ্ঞান ও জগদ্গুরু এবং
অবিনাশী আত্মা তাঁহার প্রতিবিষ। এই আত্মা ভাবাতীত ও অনস্ত শক্তি ধারণ
করে। প্রকৃতিতে বন্ধ থাকিলে মহয় পরিমিত ও অস্থায়ী—নানাত্ম অবলম্বন করে,
কিন্তু মৃক্ত হইলে নানাত্ম, অপরিমিত ও চিরস্থায়ী—একত্ম আত্মাতে বিলীন হয়।
অন্বেশ্চন্ত্র ও তাঁহার বনিতা অভেদীর নিকট থাকিয়া ঈশ্বরের অনস্ত আ্যান্
ত্মিক রাজ্যে অভেদী জ্ঞান অর্জনে আরুচ হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর পীযুষ পান করিতে
লাগিলেন।

রাগিণী আড়না বাহার—তাল তেওট।

মন্জেল মন্জেল চলে চল ভাই। মনে করো না আগে মন্জেল নাই॥
যত মন্জেল যাবে, তৃংগ বিগত হইবে, স্থাকাশ প্রকাশিবে দিবা রাত্রি নাই॥
ছাড়িলে পাথিব ভাব, ঘুচিবে দব অভাব, ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে দদাই॥

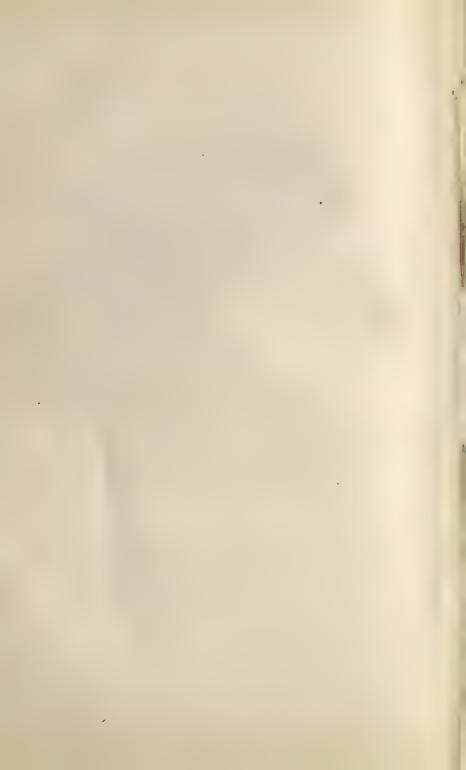
রাগিণী স্থরট—তাল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ ? ইদং তীর্থমিদং কার্যং নানা ধর্ম স্ফলন। অস্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন॥

মত বিশ্বাদের শেষ, কে করিতে পারে শেষ, বাহ্ন গুরু আচার্যের নামাত বরিষণ।

নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে মবে, আত্মারি অর্গেতে হবে তর্ক নরক বিলীন। অনন্তং সত্যং ধ্যানং, অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং আত্মার শক্তি, স্ব শক্তিতে বর্ধন হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব, পরম শিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন।

(एक्टिंस ह्यास्त्रित स्रीयतार्विक



ভূমিকা

ইতিপূর্বে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত ইংরাজীতে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে স্রীলোক ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্ম তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরম্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরদা করি এই কুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎভাবের উদয় হইবে।

PREFACE

It being desirable to make the life of David Hare known to the Hindu females and the classes of the natives who do not know the English language, I have prepared this short memoir of that Philanthropist "the father of native education", which I trust will prove useful.



ডেডিউ হেয়ারের জীবনচরিত

বিলাতে হেয়ার সাহেবের পিতা ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। স্কট্রন্থীয় এবভিন দেশস্থ এক নারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জনে, জোনেফ, আলেক্জগুর, জান্ ও ডেবিড। কলিকাতায় আদিবার অত্যে ডেবিড এবভিন দেশে আপন মাতৃসম্বন্ধীয় কুট্র্ম্ব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরে ডেবিড কলিকাতায় আদিলে আলেক্জগুর এখানে আইসেন ও এক ক্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। জানও ভারতবর্ষে আদিয়াছিলেন ও ধন উপার্জন করিয়া বিলাতে জোনেফের সহিত বাদ করেন।

১৭৭৫ সালে স্কট্লণ্ডে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বংসর ঘড়ির কার্যে হেয়ার সাহেব ধন সঞ্য় করতঃ তাঁহার বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপন কার্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজেরা এখানে আসিয়াধন উপার্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাহাদিণের পক্ষে দর্ব প্রকারে প্রার্থনীয় আর এদেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না—বিলাতে তাঁহার ভাতারা ও ভাতাদিণের পরিবার ছিল কিন্ত তিনি সকল পাথিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশে কি প্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমিলন হয় তাহাতেই উন্নত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি থেম্টানাচ, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহ্ত হইলে বিদিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্তান্ত কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিচাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মাল্ল পক্ষীর সভ' অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ ঝাঁচার ভ়িতর মহয় পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন—সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাথোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুরুড় কিং ল্যাক্ জ্যাক্সন, গুলবর জ্যাক্সন, আলিপুরি জ্যাক্সন, কু—ড়—।" কিয়ৎকাল বাবুদিগের সহবাসে হেয়ার সাহেব দেশিলেন যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে বাঙ্গাল। কি ইংরাজী কিছুই উত্তমরূপে অমুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পার্ঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠাপুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিকিং অন্তবিছা, পত্র লেখা, জমাওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গন্ধার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজীও সামান্ত রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুত্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই। এই অভাব সকল ক্রমে কিসে দূর হয় এই চিন্তায় তিনি স্থাত্ত ধোগ্য ব্যক্তির সহিত প্রামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাম-ক্ষল সেন প্রভৃতি ইহার। ঐসময়ের বিজ্ঞ লোক ছিলেন। স্থপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্থার হাইড ইষ্ট এতদেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন এই নগরে একটা ইংরাজী বিভালয় হইলে বান্ধালিদিগের উন্নতি হয়। স্থার হাইড ইষ্ট এই প্রস্থাব বৈঘনাথ ম্থোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাঁথাদিগের মত জিজ্ঞাদা করিয়া তাঁহারা খাহা বলেন তাহা আমাকে আদিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আতুক্ল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্ম সকলেই বৈছনাথবাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোযকতা করিলেন। পরে বৈজনাথবাবু স্থার হাইড ইষ্টের নিকট আদিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সম্বতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্থার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য হইল যে এতদ্দেশীয় বালক-গণের শিক্ষার্থে একটা বিভালয় স্থাপিত করা কর্তব্য। সকল কার্য নিরুদ্বেগে সমাহিত হয় না। ঐ সময়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কলিকাতায় বড় গোলযোগ হইরা উঠে। যাহাতে সতীদাহ নিবারণ হয়—পৌত্তলিকতা উঠিয়া যায় ও এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাদনা সকলে করেন, এই জন্ম রামমোহন রায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে উক্ত মতের পোষকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—গায়ত্রী যাহা গোপন ছিল তাহা প্রকাশিত হইল, ও বান্দ্রমাজ স্থাপন করিয়া তিনি "একমেবাদিতীয়ং" মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা সাকার উপাদক ভাহারা একেবারে চটিয়া উঠিলেন ও রামমোহন রায়ের নাম শুনিলে বলিতেন—ও পাষ্ডের নাম করিও না—ওটা নাডিক ! জনরব হইল ধে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিত্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন। কলি-কাতায়ও অনেকেই রামমোহন রায়ের বেটা ছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা প্রস্তাবিত বিভালয় স্থাপনে আতুকূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৈভানাথবাবুকে

ডাকাইয়া বলিলেন—ভনিতেছি রামমোহন রায় না কি প্রস্তাবিত বিভালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইবেন ? তাহা হইলে ওবিষয়ে আমাদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, নান্তিকের সঙ্গে কে কার্য করিবে ? বৈছ্যনাথবার একটা শুভ কার্য পাফল্যে হুইচিত ছিলেন, এক্ষণে এই কথা ভ্রিয়া প্লান হুইলেন ও মন্দগতিতে স্থার হাইড ইটের নিকটে ঘাইয়। অন্তভ সংবাদ প্রচার করিলেন। স্থার হাইড ইষ্ট স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান জন্ধ ও সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও বৈজনাথবাবুও উচ্চ-কুলোডব বালণ কিন্ত হুই জনে নিফণায় হুইয়া থাকিলেন। সকল কার্যে স্কল্ম বৃদ্ধি চাই। যে উপায়ে কার্য দর্শে এমন বৃদ্ধি দকলের উপস্থিত হয় না-পরিশ্বার বৃদ্ধি অভাবে উদ্দেশ্য সাধনে অনেকগোলযোগ ও হানি হয়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হেয়ার সাহেব ভাল বিবেচনা করিতে পারিতেন। তিনি দেখিলেন যে রামমোহন রায়কে নিরস্ত করাই শ্রেয়: কল্প। এই ধার্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি অধ্যক্ষতা হইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রতাবিত বিভালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল, তিনি দেশের হিত দর্বদা প্রার্থনা করিতেন—আপন যশ ও গৌরব অতি ক্ষুত্র জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে স্থার হাইড ইষ্টের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্বক বিভালয় স্থাপন করিলেন। কালেজের নিয়মাদি কয়েক বৈঠকে ধার্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দু-কালেজ স্থাপন জন্ত হেয়ার সাহেব দারে দারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জাতুয়ারিতে হিন্দু কালেজ গরানহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্থার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঞ্চালীদিগকে বৈঅনাথবাবু বলি-লেন—এই বিভালয় এক্ষণে বীজ স্বরূপ—পরে বট বুক্ষের আকার ধারণ করতঃ অনেককে স্বীয় ছায়া হারা শীতলতা প্রদান করিবে। হেয়ার সাহেব হিন্দকালেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পটলভাপায় তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল কালেজ বাটীর জন্ম তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ গ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে হিন্দুকালেজের বাটী নির্মাণের স্থ্রুপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দু কালেজের কার্য এইরপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকালেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবৃক সোদাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে পাঠ- শালার জন্ম ইংরাজী ও এতদেশীয় ভাষায় পুত্তক সকল প্রস্তুত হইয়া অর অথবা বিনামূল্যে প্রাকৃত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই নগরে কতিপদ্ম বন্ধবিত্যালয় স্থাপন করা কর্তবা। এছন্ম :লা দেপ্টেম্বর ১৮১৪ গ্রীষ্টাব্দে টাউনহলে এক প্রকাশ দভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য হয় যে, কলিকাতা স্কুল সোদাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভার অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্ম যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্তব্য ও প্রয়োজনাত্রসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশুক। আর, এই সকল পাঠশালায় যে সকর ছাত্র বিখ্যাত হইবে তাহাদিগকে উচ্চ বিভালয়ে প্রেরণ করা যাইবে। হেয়ার সাহেব উক্ত হুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাই-টীর সম্পাদক হইলেন ও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠ-শালা আড়পুলীতে ছিল তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই পাঠশালায়, বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধভাষা শিখেন—প্রথমে কলা পেতে পড়ো শ্রেণীতে ভতি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত তাহারা ইংরাজী বিভালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি থণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ডস্থ পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করতঃ তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতেন। প্রতি-বৎসর, কলিকাতায় যত পাঠশালা ছিল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধা-কান্ত দেবের বাটীতে হইতে এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়া-ছিল যে বঙ্গভাষা উত্তমন্ত্রপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎদ্যরিক পরীক্ষা কালীন ফিমেল দোসাইটীস্থ বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন ইহাই হেয়ার দাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আড়পুলীর ইংরাজী স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আদিয়া বন্ধভাষা শিথিত। এইরপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্তান্ত পাঠশালার বালকদিগের বঙ্গভাষায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইমাছিল। হেয়ার সাহেবের তদারকের গুণে আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজী স্কুলে ও কেহং হিন্দু কালেজে প্রেরিত হইল। যাহার। হিন্দু কালেজে যাইত তাহারা প্রশংসা ভাজন হইত। ১৮২০ মালে কলিকাতা জুভি-নাইল সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীন খ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালিতে বালিকা বিভালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকাস্ত স্থাশিকা-বিধায়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভা ছারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম এই যে পূর্বকালে স্থাশিকা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকাদিগের শিক্ষার্থেও অত্নরাগী ছিলেন। ঐবিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরিও মার্শমেন এক শভা করেন তাহার তাৎপর্য এই যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষা অফশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার বয়য়ার্থ অর্থায়্প্রকা করিতেন। হিন্দুকালেজে যত শিক্ষক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও কৌশঁল ক্রমে উৎরুষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজক্ত কতিপয় শিক্ত অবকাশ পাইলেই তাহার নিকটে যাইত। তাহার শিক্ষার এই ফল দশিল যে ছাত্রেরা ধর্মজ্ঞান বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি হইতে লাগিল। অথাত ভোজন, অপেয় পান, আর হিন্দুধর্মের নিন্দা ও বিদ্রুপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল। কালেজের কমিটা বৈঠক করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে বিদায় করিলেন। কালেতে হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতা ছাত্রদিগের হৃদয়ে রুভজ্ঞতার বুদ্ধি করিতে লাগিল।

১৮৩ - সালে হিন্দুকালেজের ও অন্যান্য বিচ্চালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র মন্ত্রিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য হইল যে হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এদেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার প্রতিমূতি রাখা কর্তব্য। এক প্রশংসা পত্র পার্চমেটে লিখিত হইয়া হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্ততা করেন।

"এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে
—ছ্মির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অক্ষয়—লোক সকলও বৃদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান, কিন্তু বহুকালাবিধি
কুশাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আরুত হইয়াছে।
এদেশের অবস্থা সংশোধন জন্য ইউরোপীয় বিভা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা
আবশুক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে
বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিভেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার
চতুপ্পাশ্বে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেবের যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তাঁহার স্কুলে বর্তমান আছে। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রেয়পথ অবলম্বী—

শ্রের:পথ অবলম্বী অতি অল্প লোক। প্রের, ইন্দ্রির তৃষ্টিজনক—মান ও গৌরব বর্ধক। শ্রেয়ঃ নিদ্ধাম ভাবে ধর্মামুদ্ধান—বিদ্ধ ও কঠোরতা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতার বিলীন হওন। মহা মহা পণ্ডিতেরাও প্রেরপথ অবলম্বী হয়েন ও সামান্ত জ্ঞানবান ব্যক্তির। শ্রেয়:পথ অবলম্বন করে। প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়: অমুষ্ঠান করা স্বভাবতঃ হইতে পারে ও উপদেশাধীন না হইতে পারে। যে পকল লোকের আত্মবল অধিক তাহারাই শ্রেয়ঃ অবলধী। হেয়ার সাহেব সামাত লেখাপড়া শিথিয়াছিলেন। তাঁহার আহার দামান্ত ছিল—মত্য মাংদে রুচি ছিল না-তিনি বলিতেন এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন-এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মংস্থা ভাল বাসিতেন! প্রাতে তিন চারি থানি টোষ্ট, তুইটি ডিমদিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা থাইয়া বাহিয় হইতেন, রাত্রে দামান্ত আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা এক ভাবেই থাকিত— কি প্রকারে পরোপকার সাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণ। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিষা কালেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজি-ষ্টরি দেখিয়া যে যে বালক অমুপস্থিত তাহাদিগের তালিক। করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য ভাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য তাহা দিতেন। তিনি মানব স্বভাব ভাল বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে তুর্বলতা থাকিত তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া স্থপ্রবৃত্তি প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এই দকল দর্বদা অন্নদ্ধান করিতেন। বালকদিণের পিতা মাতা কর্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেয়ার সাহেব করিতেন। সকল বালকের স্থারুত্তি দর্শনে, তাঁহার অক্লব্রিম আফ্লাদ জিন্মত। কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্তের সংবাদ গুনিলে, তাঁহার মর্মবেদনা হইত। বালকদিগকে, বেন খীয় মেষপাল জ্ঞান করিতেন—সকলেই স্থপথে গমন করিতেছে এই দর্শনে, তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অন্নপস্থিত হইত অন্নপস্থিতির কারণ লোক দারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য

করিতেন। কদাচিং কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। বে প্রকারেই হউক পরোপকার করিতে পারিলেই আহলাদিত হইতেন। যে সকল বালক গ্রাসাচ্ছাদন বিহীন ভাহাদিগকে অন্ন ওবন্ত দিয়া বিভাশিক্ষা করাইতেন। যাহার। পুন্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিত না, তাহাদিগকে পুন্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া জীবিকার জন্ম বাাকুল, তাহাদিগকে স্থপারিস দারা কর্ম করিয়া দিতেন। তিনি পর হৃথে হৃংখী, পর স্থথে স্থী, হৃংখ দেখিলে হৃংখ বিমোচন করিতেন—এজন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আশু প্রতিকারে অশক্ত, তত্তাচ তুঃথ বিমোচনের বাসনা তাঁহার হাদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামীহীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভতি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন ক্লাসে স্থান নাই। ঐ বিধবা ন্ত্রীলোক হৃঃথেতে অশ্রুপাত করিতে২ চলিয়া গেল। যিনি সামান্য হৃঃখ দেথিলে কাতর হইতেন, তিনি ষে ছৃঃথিনী স্বামীহীনার রোদনে অধিক কাতর হইবেন, তাহার আশ্চর্য কি ? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ হৃঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ হৃঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব ছঃথেতে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিং অর্থ দিয়া বলিলেন তুমি রোদন করিও না, তোমার পুত্রের ভরণ পোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আমি লইলাম। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব সকল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের হিতার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক মনে করিত যে আমাকে হেয়ার সাহেব ধেমন ভাল বাদেন তেমন আর কাহাকেও ভাল বাদেন না। মনের কার্য পরিমিত—তারতম্য হয়—সর্বজীব সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম কিন্তু আত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত তত নিবিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

তৃংখী দরিক্র বালকের। অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্বাহের জন্ম তাহার। ব্যস্ত হইবে, এজন্ম তাহারা কেমন লেখে তাহা প্রতিদিবদ বৈকালে আপনি দৃষ্টি করতঃ লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এই রূপ তদারকে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব হুর্গোৎসবকালীন হৃঃখী ও দরিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতাদিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসবকালীন কি ধনী, কি নিধনী, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন, এইজন্ম আবাল, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলনারীরা তাঁহাকে ভালরপে জানিতেন। পটলডান্ধায় স্ক্লমোসাইটির স্ক্ল যাহা হেয়ার স্ক্ল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্ক্লের ছাত্রদিগের পাঠ্য পুত্তকের ও কাগজ কলমের ব্যয় প. র. ৩০

হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলিতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত বায় তিনি দিতেন। বালালিদিগের হিতার্থে তিনি অন্তের নিকট ভিক্ষ্ক হয়েন ও আপনি লক্ষ্য টাকা বায় করেন। হিলু কালেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে বায় করেন। যথন তাঁহার হস্তে টাকা অল্ল হইল, তথন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুছের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া বায় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাচ্য বাক্তি বড় পরহিতিবী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধৃতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম করিতেন তাহা প্রশংসা পাইবার জন্ম করিতেন না,— কেবল আত্মার সম্ভোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—কটিতে মাথন দিয়া থাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্তভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি এে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা থাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত গদব্রজে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন, তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার? যুবক বলিলেন, হাঁ, পারি। চানক কলিকাতা হইতে সাত কোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন আইস, দেখা যাউক। তুই জনে উঠিলেন। কিছুকাল পরে ছইজনে ফিরিয়া আইলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্যহীন—আন্তে আন্তে আদিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল ও হেয়ার ষ্টাটে আসিয়া দৌড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস হিন্দু কালেজের একজন ছাত্রের গাড়ি বাহিরে ছিল একজন বলবান গোরা, কোচমান সহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, গাড়ি ভালিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কালেজের চাপ্রাসি, ব্রজবাদি দরওয়ান কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আদিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তীরের ন্তায় গমন করতঃ গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিন্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব প্রত্থথে অথবা ক্লেশে সর্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটতে আছেন। সন্ধার সময় বৃষ্টি প্রাবণের ধারার ক্লায় পড়িতেছে। চক্রশেথর দেব বাব বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আন্তেব্যস্তে তাহাকে, এক বন্ধ পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ধুতি ও চাদর নিংড়াইয়া ভ্রথাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। চক্রশেথরকে সন্দেশ আনাইয়া থাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যটি ধারণ পূর্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলি-ক্রেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চক্রশেথরকে বলিলেন, এই স্থানে মাতওয়ালা

গোরা থাকে, হয়ত ভোমার জন্ম ভাহানিগের সহিত হাভাহাতি করিতে হইবে। পরে তাঁহারা নিক্ষেগে সেম্বান হইতে গমন করিলেন।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি মন্দ বালকদিগের সংশোধন জন্ম অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যে বালকের প্রতি তাঁহার দন্দেহ হইত, তাহার বাটাতে হঠাং উপস্থিত হইতেন। বাটাতে তাহাকে না পাইলে সে যে স্থানে থাকুক অন্তুসন্ধান দারা বাহির করিয়া আপন শাসনাধীন করিতেন। অনেক বালক উন্মার্গগামী ছিল, পরে তাহার। হেয়ার সাহেবের যত্নে সচ্চরিত্রশীল হয়। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া স্প্রবৃত্তি বপন করেন—যিনি পাপ মতিকে ধ্বংস করিয়া আস্থার পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ করাইয়া দেন, তিনিই ঈধরের প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করেন—তিনিই ঈধরের প্রকৃত উপাসক।

পূর্বে কলিকাভায় অনেক কুপ্রথা ছিল। স্নান্যাত্রার সময় বাব্রা বেশ্যা লইয়া
মাহেশে যাইতেন। শোনা গিয়াছে যে, এক বাবু স্থরাপান করতঃ বজ্রার মাজিদের স্থরাপান করান। তাহারা লোদর না তুলিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় বহে ও
বেগানকার বজরা দেই থানেই থাকে। এইরূপ ঘটনা হইত, পাছে বাবুদের সঙ্গে
কোন বালক গমন করে এজন্ত হেয়ার সাহেব সতর্ক থাকিতেন। এরূপে কোন
কোন বালককে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পূর্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত।
এক ধনীর পুত্র এক বালকের মানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া
থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাঠান হাতে করিয়া
উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি ডিয়া ফেলিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টান্দে, পবলিক্ ইনষ্ট্রাক্শন কমিটি এই মর্মে রিপোর্ট করেন, —আমরা গবর্গমেন্টের গোচরার্থে ধর্মশীল হেয়ার সাহেবের বিষয় লিখিতেছি। এতদেশীয় লোকদিগের শিক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য। তাঁহারই পরিশ্রমে এই রাজধানীর বাঙ্গালিরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ববৎ লোকের কেবল কার্য নির্বাহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। তাহাদিগের এতদ্র শিক্ষা হইয়াছিল যে তন্দারা ইউরোপীয় দর্শনিবিতা জানা যায়। হেয়ারসাহেব ক্ষল সোসাইটি ও হিন্দু কালেজ স্থাপনে সাহায্য করেন। এই সকল বিতালয়ের তদারক করণ জন্ম অনেক বৎসরাবধি তিনি সমন্ত সময় অর্পণ করিয়াছেন। বিতালয় সকল তিনি সর্বদা ভদারক করেন। যে বালক ভীক্ষ তাহাকে উৎসাই দেন—যে অজ্ঞাত, তাহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন—যে অলম ও মন্দ তাহাকে স্বেহ্যুক্ত ভর্ৎসনায় শোধন করেন। বালক-দিগের মধ্যে যে কলহ হয় ভাহা তিনি নিষ্পত্তি করেন ও পিতা পুত্রের মধ্যে যে

বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাও তিনি মীমাংদা করিয়া দেন। যাহার চিত্ত পরোপ-কারে রভ ও পরোপকার করণ যাহার আহার ও পান দে ব্যক্তি ঐ চিন্তাভেই भग्न थारकन । रश्यात मारहर यथन रमिशलन रम रामालिता है ताकी उ रामाला ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তথন তাহারা ব্যবদা উপযোগী বিভা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হন, এই তাঁহার বাদনা হইতে লাগিল। ঐ দময়ে লার্ড আকলেও গবর্ণর-জেনেরল ছিলেন। তিনি এতকেণীয় লোকের প্রতি বড় আনুকূলা করিতেন। হেয়ার তাঁহার নিকট সর্বদা যাইতেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল कारमञ्जू शांभन कतिवात প্রস্তাব হয় किन्न এই मन्म्य इटेंट नांशिन य हिन्-বালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কিনা না ? এক দিবস হেয়ার সাহেব বিদয়া আছেন। মধুস্থদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। আন্তে <u> वास्य रहमात मारहर जिज्जामा कतिरलन—हिन्दूधर्य प्रजावलधीनिरंगत निकर्छ इन्हेरज</u> কোন আপত্তি হইবে কি ? মধুস্থদন বলিলেন যদি তাঁহারা বাধা দেন, তবে পণ্ডি-তের। তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন। হেয়ার দাহেব বলিলেন আমি আহ্লাদিত হইলাম, কল্যই লার্ড আকলেণ্ডের নিকট যাইব। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রামলি বক্তৃতা করেন "হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কালেজ অনেক উপক্রত। কালেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সংচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিত সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও দাহাষ্য দারা অনেক উপকার দশিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওন কালীন সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিশুদিগের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়া-ছেন। আমার একং বার বোধ হইত যে কালেজ থাকা ভার কিন্তু তাঁহার ধৈর্য, শান্ত গুণে ও পরিশ্রম জন্ত কালেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কালেজ স্থাপন করা যাইত না এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কুভজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে অনেক ছাত্র ভতি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাঁহার বনীভূত ছিল স্কুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অক্সান্ত বালক তাহাদিগের ক্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কালেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কালেজ কউনসেলের অনরেরি মেম্বর হন।

মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন ঘাইতেন।
অক্তান্ত বিত্যালয়ে যেরপ তদারক করিতেন, মেডিকেল কালেজের বালকদিগেরও
সেইরপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হৃদ্পিটলে ঘাইয়া প্রত্যেক রোগী
কিরপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হৃইতেছে, কি না—বা প্রীড়ার বৃদ্ধি হুইতেছে

এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া ধথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অত্যাত্য বিষয় যাহ। জানিবার আবশুক হইত তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাথিবার জত্য সমাকরূপে চেষ্টিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপকারে রত তাঁহার সকল কার্য পরত্বঃথ বিমোচন ও পরস্বথ বিবর্ধন জত্য হইয়া থাকে। হিন্দুকালেজে ও হেয়ার সাহেবের বিত্যালয়ে শিক্ষিত কতিপয় যুবক ডিরোজিও সাহেবকে সভাপতি করিয়া একাডেমিক এসোসিয়াসন নামক এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হইত ও সকলে বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে সকলের বক্তৃতা শক্তি রৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব প্রতি বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন ও পরে ঐ সভার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য স্থচাক্ররূপে নির্বাহ করিতেন। অনন্তর, ১৮০৪ সালে সাধারণ জ্ঞান উপার্জিকা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার বৈঠকে এক একজন সভ্য এক এক রচনা পাঠ করিতেন ও তাহা লইয়া অত্যাত্য সভ্যেরা তর্ক বিতর্ক করিতেন, হেয়ার সাহেব এই সভার অনরেরি ভিজিটর ছিলেন। বিত্যা অন্থালনার্থে যে স্থানে যাহা হইত, হেয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন।

চত ৪ সালে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা, কালেজের নিকট বঙ্গভাষা উত্তম রূপে শিক্ষার্থে, এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তুর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জর্জ রাইন তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

ষে প্রকারেই হউক এদেশের মঙ্গল সাধনে হেয়ার সাহেব কথনই শ্রাস্ত হইতেন না। পূর্বে সংবাদ পত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্বক লিখিত হইত না। গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে লিখিলে লেখকের নামে অভিযোগ হইত, আর কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত—ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয় না। এই ছই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্যও পালিয়ামেন্টকে এদেশের চার্টর বিষয়ে এক দর্রথান্ত করিবার জন্য ১৮০৫ সালে ৩ জাতুরারিতে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সভাগণ! যথন আমি চতুদিকে দৃষ্টিপাত করি, ও দেখি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্যতা সাধন করিতেছেন তথন বোধ হয়, যে এদিন ভারতবর্ষের গোরবের ও সৌভাগ্যের দিবস।"

১৮১৫ সালে মরিচ দ্বীপে এদেশ হইতে কুলি পাঠান আরম্ভ হয়। যে সকল

কুলির গমনে ইচ্ছা ছিল না তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দারা প্রেরিত হইত।
পটলডাঙ্গার এক বাটাতে অনেক কুলি বন্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে
পারিয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে থালাদ করিয়া দিলেন। কুলিরা হেয়ার
সাহেবকে ধ্রুবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহঃ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দারা কৃত হইত। ১৮৪২ খুঠান্দে ৩১ মে মাদের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সর-मात दिशाहार विज्ञालन, तथ मार्ट्यक वन, आधि वीहित ना-आधनात अछ কফিন প্রস্তুত করিতে কহেন। প্রদিবদ বেলেন্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আরামে মরিতে দেও। কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাভার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুণাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিন্তর-ভাবে অন্তরে রোক্রজমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কুতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভাবাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক, কেহ ষেন ভ্রাতৃশোক—কেহ যেন অক্ত্রিম বন্ধু শোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল —তাহার। প্রপীড়িতা হইয়া হুংথে মগ্ন হইলেন। বালকদিণের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু গ্রে সাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যু-সংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত-কফিনে স্থাপিত-বদন শীতল ও শান্ত-নয়ন মৃদিত-বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ পূর্বক অনিবার্য কাতরতার বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খুষ্টাব্দে ..>লা জুনে ভারি ছুর্যোগ হয়—বুষ্টি অবিশ্রাস্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন—রান্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—গাড়িতে রান্তা পূর্ণ—কয়েক খানা কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আর্ হইল। কলিকাতার অনেক সম্রান্ত বান্ধালি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাকৃকালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দু কালেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্মিত হয়, ভাহার ব্যয় বিভালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্বাহ করে। চাঁদা এত হইল থে, কতক চাঁদা আদায় করণ আবশুক হইল না।

কিয়ৎ কাল পরে, এক প্রকাশ্ত সভাতে তাঁহার প্রতিমৃতি করণ ধার্য হয় ও ঐ প্রতিমৃতি তাঁহার ক্লের নিকট গ্রকাশ্তরণে স্থাপিত হইয়াছে।

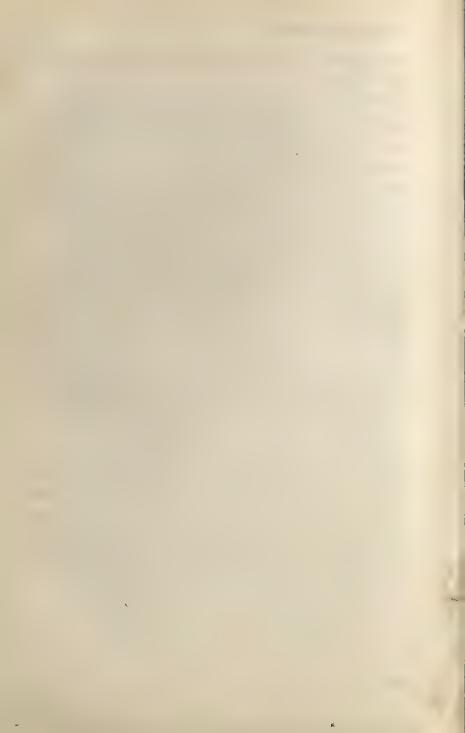
হেয়ার সাহেব এতদেশীয় লোকের মহোপকারী, এজন্ত তাঁহার অরণ ও শ্রদ্ধা ও

কুভজ্ঞতা প্রকাশার্থে বংসর বংসর ১লা জুন তারিথে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্ততা হইয়া থাকে।

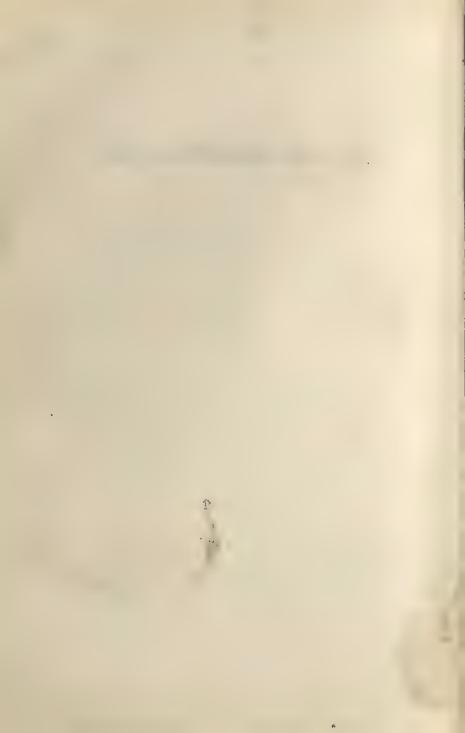
হেয়ার সাহেবের শ্বরণার্থে হেয়ার প্রাইজ কমিটি নামক এক কমিটি আছে। গ্রাহাদিগের উৎসাহে ও আনুক্ল্যে অনেক অনেক ভাল২ বিষয় রচিত ও প্রকা-শিত হইয়াছে। এক্ষণে এ কমিটি কেবল স্ত্র'লোক শিক্ষা উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ করণ ধার্য করিয়াছেন।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার হইতে ক্ষান্ত হইয়া অল্ল পরিমাণে বাণিজ্য করিবলে। তাঁহার বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় এই যে ঘদি লাভ করিতে পারেন ভবে ঐ লাভ পরোপকারার্থে অর্পণ করিবেন। তাঁহার স্বীয় অভাব অভি অল্ল ছিল। সামাল্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ও সামাল্য রূপে ভোজন করিতেন—পানীয়—হ্য়, জল ও চা মাত্র। দৈবযোগে তাঁহার সকল টাকা নই হইল ও তিনি ঝণ পাশে বদ্ধ হইলেন। একটি অর্ধনির্মিত বাটা ছিল তাহা গাঁথিয়া দিয়া পাওনা দারদিগকে দিলেন ও আপনি গ্রে সাহেবের বাটাতে আদিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার হুই সহোদরের কাল হওয়াতে শোকে ময় হইলেন। কিন্তু যদিও ক্রতে ও শোকে পীড়িত, তথাচ তাঁহার শান্তভাবের হাস হয় নাই। দৈনিক কার্ম সকল পূর্ববৎ করিতেন—বালকেরা বিরক্ত করিত কিন্তু তিনি সমাহিত থাকিতেন। যে সকল মহাত্মা শোক ত্বথে সমাহিত থাকেন—তাঁহারা আত্মার শান্ত ও শিব ভাব প্রতীয়মান করেন।

হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কে না উন্নত ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিকাম চিত্তে আপন বল, বৃদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকারার্থে—পর স্থখর্থে অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপনার স্থথ অহেষণ করেন নাই—ও বাঁহার কোন পাথিব বাসনা ছিল না, তিনি দেব ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ভাহা কে না স্বীকার করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই রূপা করুন মে, হেয়ার সাহেবের ষেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।



এতদেসীয় জীলোকদিগের পূর্ববিস্থা



ভূষিকা।

আর্য্যংশীয় মহিলাগণ ! আপনাদিগের জন্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি রচিত হইল । ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্বকালে এতদেশীয় অন্নাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন,এজন্ত অভাবধিও এই সংস্থার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বর্রপ—দ্রীলোক সাক্ষাং ভগবতী । পূর্বকালে অন্ধনাগণের শিক্ষাকেবল বাহ্ণশিক্ষাহইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এইকারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্জন্যমান ছিল । তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না । এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে কিন্তু আদল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না । স্ত্রীলোক যে অবহাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিন্বা অবিবাহিতা, সদ্পদে কিন্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিন্বা পারত্রিক মন্ধল বা উন্নতি সাধন কথনই হইতে পারে না । এই সত্যের প্রতি মন নিবেশ করিবার জন্ত, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি রচনা করিলাম । আমার প্রোণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মন্ন থাকে ।



এতাদেশীয় জ্রীলোফেদিগের পূর্যাবস্থা

আর্ঘ রাজা।

আর্থেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্চাবে আদিয়া বাদ করিলেন। বিদ্যাচল 😉 হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশঃ দেশ, গ্রাম ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ ক্লুষি ও বাণিজ্য সর্ব স্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তা ঘাট নির্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের ঘারা এক স্থানের বিক্রেয় দ্রব্যাদি অন্ত স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পাথিব কার্যে কাল্যাপন করিত। যে সকল আর্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই জ্ঞান প্রকাশক হইলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন। দকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত থাকিত। তাঁহার। পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাদনা একত্রিত হইয়া ঋগেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, দাম ও অথর্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দ্স মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও স্থতে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্যের নিকট বদিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিবদে ঈশর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্বক চিন্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋংগ্ৰদ ও যজুৰ্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত; কিন্তু জীবের পুনর্জন-জনান্তরে কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্বে জাতি ছিল না-পুরোহিত ছিল না —প্রকাশ্য উপাদনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে সকল ন্ডোত্র উপাসনা কালে। পঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনা চিন্তনে শঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে ভদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত ঈশ্বর উপাদনা করা, তথন দকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বন্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুৰুষ স্ত্ৰীলোককে সমতুল্য

জ্ঞান করে না -হয় তো কিঙ্করী নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞাত্বতিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দ্রীকৃত হয়। আর্থেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্ধশরীর ও অর্ধ জীবন জ্ঞান করিতেন। স্থী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম কার্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয় উত্তম রূপে হইত না। ঋগ্লেদের এক শ্লোকে লেখে, স্থীই পুরুষের গৃহ—স্থীই পুরুষের বাটী। মহাও বলেন স্থী গৃহ উজ্জ্ঞল করেন।

ব্ৰহ্মবাদিনী ও সভোবধু।

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা হই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সভোবধ্। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ
পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানাসুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্ত খানে ভ্রমণ করিতেন।
গঞ্চ পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে হই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী
ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুণার এক তপংশালিনী কন্তা ছিল। মহাভারতে
দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আহেরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিশ্ত হইয়া শাবরীয় বিষয়
বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহ-ধর্মিণী
ছিলেন। প্রিয় শিশ্ত পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃদ্ধি লাভ করিয়াভিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রশ্বজ্ঞানান্থশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নামী এক তত্ত্বজ্ঞা দেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবন্ধ্যের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেথে যে সলভা নামে একটা স্ত্রীলোক দর্শন শাস্ত্র ভাল জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানান্থশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যান কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘ্বংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেথ আছে। "এই স্কৃতীক্ষ্ণনামা শাস্ত্রচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্ঞানত হতাশন চতৃষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও স্থ্যাভিম্থী হইয়া তপোক্ষান করিতেতেন।" আরণ্যকাণ্ডে লেখে "চীরধারিণী জটিলা তাপদী শবরী" রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত "আপন বিত্যুতের * ক্যায় দেহ প্রভায় চতুর্দিক উচ্ছল করিয়া স্থীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে দেই স্কৃতাত্মা মুনিগণ বাদ করিতেছিলেন, ভিনি দেই পূণ্য স্থানে গমন করিলেন।"

যদিও ত্রন্ধবাদিনীর। ঈশর ও আত্মজ্ঞানান্তশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সভোবধ্রা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্তি বংশীয় হুই নারী

বিশ্বাতের ভায় কয় শরীর ঘাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্তে বর্ণিত আছে।

ঋগেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেথে যে অত্রিমুনির বনিতা আত্রেয়ী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিল্পাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন ? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যায়ন করিতে গিয়েছিলাম, দেখানে অনেক তত্তজ্ঞানী ঋষির। বাদ করেন। যাজ্ঞবন্ধোর স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্তুজ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগেদে প্রকাশিত আছে।

দ্যোবধুরা উত্তম রূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈথর ও আত্মা সম্বনীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সভোবধুর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সত্যোবধু।

দেবছতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দম মুনির স্ত্রী দেবহুতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব ? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

পরে দেবহুতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল ঘারা "নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশৃক্ত ও অব্যাভিচারিণী ভক্তির ঘারা" বন্ধ লাভ করিয়া ছিলেন। দেবহুতি পুত্রের নিকট আদিয়া তত্ত্তান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন "আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়দের কারণ, কেননা তাহা-তেই স্থা ও তুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মৃক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আদক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও প্রমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়।" কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্বন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুস্য ছিলেন।

्र त्रिनी। কেশিনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও স্ত্যান্থরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী ৷

সভী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্থা করিতেন। পতিনিন্দা ওনিয়া যোগ-বলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনপূরা।

অত্তিম্নির বনিতা অনস্থা অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্তকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকধন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বণিত আছে।

কৌশলা।

কৌশল্যা দশরথের দারা রামায়ণে এইরূপ বণিত। "সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্থায়, রহস্থালাপে দখীর ন্থায়, ধর্মাচরণে ভার্যার ন্থায়, সংপ্রামর্শ দানে ভগিনীর ন্থায়, ভোজন কালে জননীর ন্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

সীতা।

শীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন—তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন "সংষতিত্ত মৃনিগণ ষে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃত্বনে এক সাধুশীল ভিক্লকের মুথে শ্রুবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারী দিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার গ্রায় সর্বদা ভর্তার অমুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্থামীর সন্ধিনী হইয়া স্ক্থে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্থামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, স্বতরাং তাঁহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" বনবাস কালে রামচন্দ্র দীতাকে গৃহে রাথিয়া ঘাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন "তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইবে।" দণ্ডকারণ্যে তিনি ঘাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমংক্বত হইবে ? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হেয়ন তাহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অস্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না। ব্রহ্মবাদিনী দিগের ব্রন্থই লক্ষ্য ও ব্রন্ধ লাভের জক্ত তপোবলের হারা তমস জীবনকে নির্বাণ করাই সাধনা ছিল। সত্যোবধৃগণ পতি গ্রহণ পূর্বক আপন শুদ্ধপ্রেম পতিকে অর্পণ করিয়া পরলোক উন্নতি সাধন করিতেন।

সীত। অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যথন ঘোষণা হইতে লাগিল, তথন রামচক্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া। তাঁহাকে বনবাস দিলেন। এই মর্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচক্রের প্রতিত্বেরপ ছিল তাহার কিঞ্চিনাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী।

শাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অন্ন ছিল না। সত্যবানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বংশরের মধ্যে মরিবেন এই সমাদ নারদ ম্থে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। যথন শুলুর গৃহে গমন করিলেন, তথন তাঁহার ত্রবস্থা দেখিয়া আপন অসঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক, শুলুর ও শাশুজির ভায় বক্ষস ধারণ করিলেন। এই সকল কার্যেতে দেদীপ্যমান হয় য়ে, বাঁহারা আত্মন্ত হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ভাব হইতে অতীত—তাঁহারা মনমোয়ী অবস্থার উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

पगहन्त्री।

দময়স্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্যবদান করত পতিতে মগ্র হইয়া আত্ম লাভ সাধন করিতেন।

পতি সত্ত্বেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিমা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছেন,— অরণ্যে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা —অর্থবন্ত্রপরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিশ্বরণ না করিয়া অনেক তুর্গম স্থানে পর্যটন পূর্বক পূনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা 1

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার পালক পিতা কহেন—"কলা ঋণ স্বরূপ
—উৎকৃষ্ট হুমূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিদ্ধন।" রাজা তৃষ্মন্ত কথের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জয়ে।
তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—রাজন্!
আমি তোমার ভার্যা ও এই বালকটি তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস
করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন রাজন্! ভার্যাকে অবহেলা করিও না—"ভার্যা ধর্ম
কার্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান
স্বরূপ—আর সত্যই পরম ব্রন্ধ। সত্য প্রতিপ্রাল করাই পরমোৎকৃষ্ট
ধর্ম। অত্যব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।"

গান্ধারী।

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্ম আপন চক্ষু আচ্ছোদন করিয়া রাখিতেন। কুক্ষেত্র যুদ্দের পূর্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেনুন, ''ধর্মের জয়—অধর্মের কথনই জয় হয় না।''

প. র. ৩১

কুঞ্চীর মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী ৰখন বনে গমন করেন, তথন তিনি তাঁহাকে বলেন—"তুঃথ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্মাভিজ, স্থশীলা, সাধবী ও সদাচারবতী তোমার গুণে উভয় কুল অলম্বত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তোমাকে উপদেশ দেবার আবশুক নাই। হে অনঘে ! কৌরবেরা প্রম ভাগ্যবান, যে হেতু ভোমার কোপানলে ভাহারা দক্ষ হয় নাই। বংসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভাত্ধ্যান করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।" উদ্যোগ পর্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে সংস্থ ভাব দারা যেরূপ মান্ত হইতে পারে, ধন বা বিভার দারা তদ্রপ হইতে পারে না।" বীরের কন্তাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন—"হে কেশব! তুমি বুকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্তা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সম্পস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমারা এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘুণাকর কর্মের অন্ত্র্চান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের স্থায় কার্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময় ক্রমে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়।" তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে—"আমি পুত্রগণের নির্বাদন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাদ ও রাজ্যাপ-হুরণ প্রাভৃতি নানাবিধ হুঃথে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। হুর্ঘোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বংসর অপ্যান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা তৃঃথের বিষয় আর কি আছে ? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, ত্বংথ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফল স্থথ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা একণে তুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ স্থখ দন্তোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।"

त्जीभनी।

জোপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে মহাভারতে এইরপ বর্ণন—"অনস্তর ক্রপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কল্যাকে যত্ন পূর্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কল্যা জোণ সনিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করেরে জ্বপদ মহিষী পুত্রের লায় কল্তার পরিণয় কার্য সমাধান করিবার নিমিত্ত ক্রেপদ রাজাকে অন্থরোধ করিলেন।" পাণ্ডবদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাদ দাসীদিগের

ভোজন ও পরিজ্ঞ বিষয়ে তত্ত করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখি-তেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল, ও আয় বায় সম্বন্ধীয় সকল কার্য তিনি নির্বাহ করিতেন। যে সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাহা অভি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীব নিষাম না হইলে মুক্তি পায় না। যথন তিনি বনে ছিলেন তখন তাঁহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, "আমি কাম ক্রোধ ও অহকার পরিহার পূর্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্তান্ত স্ত্রীদিগের পরিচর্ষা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহার পূর্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনক্তমনে পতিগণের চিত্তাত্বর্তন করি। আমি প্রতাহ উত্তম রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, পাক, ষ্থা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাব্ধানে ধান্ত রক্ষা করিয়া থাকি। হুষ্ট ন্ত্রীর সহিত কথন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্ত শৃক্ত হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্ত্র এবং দারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গ্রহোপবনে সতত বাস করিয়া অতি-হাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তগণের সেবা করিয়া এক সুহূর্ত অন্তথী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কত ও প্রথত হইয়া স্বামীর হিতাক্স্পান সাধন করিয়া থাকি।"

স্থভদ্র ।

স্থভদ্রা অর্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্ত্য সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে তাঁহার পারলোকিক উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়। "সংশিত-ব্রত মৃনিগণ ব্রহ্মচর্য ধারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ ঘারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি দেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারিবর্ণের মন্থ্যগণ পুণা ও পুণাবানের। পুণাের স্থরক্ষণ ঘারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অন্থকম্পা প্রদর্শন করেন, যাহারা সভ্য সংবিভাগ করেন, যাহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাহারা সভত যজ্ঞান, ধর্মান্থনীলন ও গুরুশুশ্রমায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদিগের নিকট বিম্থ হন না, যাহারা নিতান্ত রিষ্ট বিপন্ন ও পুরশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার বৈর্থ রক্ষা করেন, যাহারা সর্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপ্রান পত্নীতে নিরত হন, যাহারা গত মৎসর হইয়া সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, স্বি শাস্ত্রজ, জ্ঞানভূপ্ত, জিতেক্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক ত্

क्रिशी।

ভীমক রাজার কতা করিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিথিয়াছিলেন। "হে নরশ্রেষ্ঠ। কুল শীল রূপ বিভা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব ছারা উপমা রহিত এবং নরলোকের মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কেন কুলবতী বুদ্ধিমতী কতা। বিবাহ বাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করিবে ? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি ? হে বিভো! দেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ ক্রিয়াছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ ক্রিয়াছি,অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বজাক্ষ । তুমি বীর, আমি তোমার বস্ত ; চেদি রাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আদিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্বজন্মে পূর্তকর্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্বণাদি দান বা তীর্থ পর্বটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিখা দেব বিপ্র গুরু অর্চনাদি দারা নিয়ত ভগবান প্রমেশ্রের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্ত ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্বক দেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমৃদয় নির্মন্থন কর , হঠাৎ বীর্যস্বরূপ শুল্প দারা বাহ্ন বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধু-গণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব ? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূ পুরীর বাহিরে অমিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অমিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি স্কর।"

পতিব্ৰতা ধৰ্ম।

অক্ষতী, লোপাম্তা, চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম প্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয় নারীরা এ ধর্ম অভ্যাস করে। ফুলরা
খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে
জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ লাকার ব্রহ্ম অবলঘন
করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে অভ্যাসের বীজ অন্ধ্রুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন
নাই, তাঁহাদিগের অনেক কার্য স্থভাব বশতঃ বা সংস্কারাধীন হইতে পারে,
অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

व्यश्नातारे।

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের প্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কলা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল ও কলার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনি সহ-মরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্তাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। মাতা তথন শান্ত হইয়া ক্লার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। তিশ বংসর বয়ঃক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য করি-তেন। প্রাতে উঠিয়া উপাদনা করণানন্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরেঁ ব্রত নিয়-মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মংশু মাংস থাইতেন না। আহারের পরে খেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়। হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা ২টা অবধি ৬ টা পর্যন্ত রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাঁহার বিশেষ ষত্ম ছিল। তিনি প্রজাদিগের ত্ঃথে তুংখী ও স্থথে স্থখী ছিলেন; এজন্ম তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া গুকুম দিতেন। ৬ টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অমুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশরের নিক্ট আমার সর্ব কার্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্ম তাঁহার অভিপ্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।

তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোষামোদকে ঘুণা করিতেন। একজন রান্দণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক পুন্তক লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুন্তক নর্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশর পরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিষয় কার্যে পরিষ্কার বৃদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য ৩০ বংসর নিরুদ্ধেগ নির্বাহিত হইয়াছিল—কাহার সহিত বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির, ধর্মশালা, তুর্গ, কুপ ও রান্ডা, নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কুপা ছিল। পশু পক্ষী ও মংস্থের আরাম জন্ম তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা।

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্তা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হন্তিনার শেয হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথন মৃসলমানেরা দিল্লী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করি- ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া ধায় মন্থ বলেন স্ত্রীলোক ধথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্থামী স্ত্রীর প্রতি অন্তর্মক্ত ও স্থ্রী স্থামীর প্রতি অন্তরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেধানে দেবতারা তুই। বেস্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেথানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিতা কর্তৃক, প্রাতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক, ও দেবর, ভাস্তর কর্তৃক সমানিত ও পুজিত হওয়া কর্তব্য। স্থীলোক "ভবতি ও প্রিয় ভগ্নি বা মাতা" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবা মাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিন্ধরীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। অস্তমন্তা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্ত পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন কবিলে স্বী অন্সের বাটীতে উৎসব ও যেথানে বহুলোকের সমাগম, দেই দকল ছানে না ঘাইয়া আপন গুহে থাকিয়া ধর্মান্নগান করিতেন। রাজা স্বীলোকদিগের তত্তাবধারণ করিতেন। ভরত রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজানা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্বক ব্যব-হার করিয়া থাকতো ?" ষ্থন যুধিষ্ঠির ধুতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তথন ধুতরাষ্ট্র জিজ্ঞাদা করিলেন—"রাজ্যেতে হুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মান পূর্বক গৃহীত হয় ?" স্ত্রীলোক, রক্ষক বিহীনা হইলে রাজা হারা রক্ষিত হইতেন। মন্ত্র কহেন ''ক্যা অভিশয় স্নেহের পাত্রী।" ভীম কহেন—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও তু:খিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধি; আধ্যাত্মিকতা অর্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মহু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধমতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না, কথাসরিত সাগরে এক গল্পে লেথে যে যথন এক বর কলা বিবাহ করিয়া আসিলেন, কলা কহিলেন-দার উদ্যাটন কর, বন্ধবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অস্তর বলেতেই রিক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশুক নাই। ডাক্তার উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্য রূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিনুজাতীয় মহিলাগণ যেরপ সমানিত হইয়াছিলেন, এরপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষ দিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনবিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্ব।

ঝর্থেদের সমগ্ন সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্ত স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আদিতেন। পরে তিনি অন্ত পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্বিবাহ, পতিপ্রায়ণা নারীদিগের বিষত্ল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা এহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই পতির স্থিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে তুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই ৰিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণপূর্বক, পশুবৎ হুইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্রক? বৈবাহিক বন্ধনে দ্বী ও স্বামী, প্রস্পরের অর্ধেক শরীর, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক হাদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হাদয়ে মহিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, ফর্গে স্বামীর স্থিত বাদ করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে, তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা, উচ্চ কার্য। বিধবারা শারীরিক ও মানদিক ভাব পরিত্যাগ পূর্বক, আত্ম বলে বলীয়ান হইয়া আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাহাত্ম্যা দৃষ্টি করত — চিতারত হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধানা—কপালে দিন্দুর, হন্ডে বটশাখা, রসনা ধানি করিতেছে—"হরেনাম, হরেনাম, হরেনামৈব কেবলম —এ জগং মিথ্যা—আমার পতিই আমার সর্বম্ব—বে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি দেই রাজ্যে যাই। সভ্যং সভ্যং সভ্যং।" এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব প্রকাশে, তুক্ষ শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎকাল পরে মন্ত্র এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য দারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সহিস্কৃতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীত্যর্থে, ব্রহ্মচর্য অন্তর্হান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিদ্ধাম ভাবে পরিচালিত ইইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্ষ।

বিবাহ।

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেথে "কক্সা যত দিন পতিমর্যাদা ও পতিদেবা না জানে এবং ধর্ম শাসনে অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।" যে দকল স্ভোবধুর উপাথান বলিত হইয়াছে, তাঁহার। যৌবনাবস্থার বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরক্ষার দলর্শন করিয়াও পরক্ষারের অভাব চরিত্র, গুণ ইত্যাদি জানিয়া পিতা মাতার অক্সতি অক্সারে বিবাহ করিতেন। রামচক্রের বনবাস কালীন অ্যোধ্য। সর্বপ্রকারে নিরানন্দে ময় ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উত্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরক্ষার সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শুক্ত রহিল।

ক্ষতিরেরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্তাকে স্বয়ম্বর। করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রাম, ধন্মভঙ্গ করিয়া দীতাকে বিবাহ করেন। অজুন, লক্ষ্য ভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কতা, ধাত্রীর নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, বাহার প্রতি মনন করিতেন, তাহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন। রঘুবংশে ৬৯ সর্গে ইনুমতীর ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়্মধ্বের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্বে কন্সা, স্বয়খরা না হইয়াও ইচ্ছামত পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন যথা— সাবিত্রী, দেবধানি, রুগ্রিণী, স্থভ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্সা স্থাশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছাক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অন্ত প্রকার ছিল।

- ১। ব্ৰাক্ষ-স্থপাতে কলা দান।
- ২। দৈব-পুরোহিতকে কলা দান
- ত। ঋষি-- হুইটা গৰু পাইয়া কলা দান।
- ৪। প্রাজাপত্য—সম্মান পূর্বক কয়া দান। পিতা এই জাশীর্বাদ করিতেন—বর কয়া ভোমরা হুই জনে মিলিত হইয়া এহিক ও পারত্রিক কর্ম করিবে।
- ৫। আহর-ধন পাইয়া কলা দান।
- ৬। গান্ধর্ব—বর ও কন্সার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।
- ৭। রাক্ষদ কন্তাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ।
- ৮। পৈশাচ—কন্তা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথব। ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, ভাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণিদিগের, শেষ চারি ক্ষবিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অভাভ শ্রেণীর জভ্ত বিধিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ক্সাকে বিবাহ করিত। বাসণের ক্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে ভাহাকে কেছ পরিভাগে করিতে পারিত না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য নির্বাহ করিতেন। ত্রাহ্মণের শূদাণী ভার্য। হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্যে গৃহীত হইতেন না। ত্রাহ্মণের নান। বর্ণীয় স্বী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি ভাহাদিগের বর্ণাক্সারে হইত। যদিকোন স্বী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে, ভাহা হইলে দওনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে ক্ষম থাকিতে হইত। এই নিয়ম কতদ্র প্রবল ছিল, ভাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম প্রীর লক্ষণ, মন্থ বলেন—জ্ঞান, ধর্ম, পবিত্রতা, মৃত্রুবাক্যা, ও নানা শিল্প-বিভাগ পারদশিত। এবপ্রকার অঙ্গনা, রত্নের ভাগ উজ্জন হয়েন। মহু ও ভীম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দারা গ্রহণীয়। বিবাহে ক্যার সমতির আবশ্রক হইত। বিবাহ কালীন, বর ক্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাকে কে দিতেছেন—প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা ? উত্তর প্রেম দাতা, প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন—তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পারের প্রতি শুদ্ধাচার অমুষ্ঠান পূর্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যভাপি রাজা শত্রর কপ্তাকে জয় লাভ করিয়া আনিতেন, তথাপিও তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্বে কোন কোন বিদূষী এই পুণ করিতেন, যাঁহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের গলায় তাহার। বরমাল্য অর্পণ করিবেন। এ কারণ স্ত্রী লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিভার অনুশীলন এত দূর হইয়াছিল যে, কোন কোন রাণী পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রাণী এইরুপ বিভার চর্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রাণী সামদেবকে কথাসরিত সাগর লিথিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেয়ঃকল্প ও বছবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতিপ্রদ—স্ত্রীর নামই ধর্মপত্নী, কারণ স্থীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মন্দল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হদয় সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকের। এই ধার্য করিলেন, যে স্ত্রী হুরাপায়ী, অধার্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিয়া, বন্ধ্যা, চির-রোগী অথবা অপব্যায়ী হইলে, অন্ত স্থী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্থী, ধার্মিকা ও পীড়িতা হয়েন, তবে তাঁহার অহুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

ন্ত্রীলোকের বাহিরে গমন।

ঝাংগনে প্রকাশ হইতেছে যে, স্থীলোকেরা সালস্থতা হইয়া উৎসব ও বিভাররঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্তা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজে গমন করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে স্পাই বোধ হয় যে, স্থীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। প্রকাশ স্থানে মঞ্চোপরি স্থীলোক বিসয়া মল্লযুদ্ধ বা বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধানে, কি শব-সংকারে, কি যজ্জানে, স্থীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুক্লক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন ল্রোপদী, স্বভ্রা ও উত্তরা পাওবদিগের শিবিরে ছিলেন। শ্রোপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে, ক্রপদের সভায় কুন্থী উপস্থিত থাকিয়া, আপন স্বভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজস্ব্যে, অর্থমেধ যজে ও রাজা যুধিটিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অর্থমেধ যজে নারীদিগের জন্ত স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতন্তন্তঃ বেড়াইয়াছিলেন।

রাণীদিগের রাজ্য গ্রহণ।

প্রকাশ্য সভাতে, রাণী রাজার বামদিকে সিংহাদনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্তা সিংহাদন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীর নারী দিল্লীর সিংহাদন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজেক্তলক্ষ্মী অভি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রাণী রাজকার্য করিয়াছিলেন এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বণিত আছে । হিথথোক নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আদিয়াছিলেন। তিনি কহেন—যেথান হইতে গঙ্গা ও যম্না নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রাণীর দারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন।

এথানকার রাজস্থানের নারীদিণের ন্থায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিণের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চলি ও চাদর। চাদরে মন্তক অবধি ঢাকা থাকিত। দীতা যথন রাবণ কর্তৃক হৃত হন, তথন তাঁহার মন্তকের আবরণ, চিহ্ন রাথিবার জন্ম ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যথন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তথন তিনি তাঁহার ঘাগরা ধরিয়া ছিলেন। মন্থ বলেন—স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে

গেলে, শরীরের উপরের পরিচ্ছিদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগেদে এক শুত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মন্তকের পরিচ্ছিদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনাগণের পরিচ্ছিদ পূর্ববং আছে। পূর্বে কেবল এক সাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্বকালে স্বীলোকেরা রথে, অখে ও গজে আরোহণ করিতেন। অখে আরোহণ করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে।

মাব কাব্যে লেখে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজস্থার নিমন্ত্রিত রাজারা আপ্ন আপন অশার্কা। মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্লিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ ক্রিতেন।

বৌদ্ধগত।

বেদের অনুশীলন কালীন পুরোহিতের স্ষ্টি হইল। ক্রমে, পুরোহিতেরা আগন আগন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ; কিন্তু—

> "গুরবো বহবঃ সন্তি শিহ্যাবিত্তাপহারকাঃ। তুর্লভা গুরবো দেবী শিহ্যসন্তাপহারকাঃ॥"

অনকে গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্মের চিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্মের সন্তাপ-হরণ করিবার জ্ঞা গুরু তুর্বভি।

সকল ধর্মশিক্ষক নিদ্ধাম রূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্মশিক্ষকও শিশ্বের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না; কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মন্ত হয়েন। দেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্থিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ম্বণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি, তিনি বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক, ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্তাজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের স্পষ্ট হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংসাশী, মত্যপায়ী ও জাতি অনুরায়ী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরম ধর্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্বীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক—যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীভ সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্বাণ—যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বৃহসংখ্যক পুরুষ ও দ্ধী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে বদ্ধ্যল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম, সাংখ্য ও পাতজল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অন্তিত্ব, বিশাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্থীকার

করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। মাহাকে হিন্দুরা জীবমুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধেরা নির্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবন্দী পার—এই অবস্থাতেই বাহুজ্ঞান শৃন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ—এই অবস্থাতেই স্থুল শরীর বিগত ও স্ক্রে শরীরের উদ্দীপন। পূর্বে ভারতভূমি ব্রহ্মবাদিনী ও সত্যোবধূর দারা উদ্জ্ঞলিত হইয়াছিল; একণে স্থীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ হিংসা ও দ্বেম শৃন্য, এবং অনেকেই ঐ ধর্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহা প্রজ্ঞাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্থীলোক এই ধর্মের অন্থ্যামিনী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় প্রক্ষের সহিত বিচার করিতেন। যথন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তথন স্থীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন। ম্লারাক্ষদে, চন্দ্রগুপ্তর এই কথা লেখে—"নগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া, আমোদার্থে বাহিরে আইদে না কেন ?" বৌদ্ধ নীতি গ্রন্থে লিখিত আছে—উত্তম স্থী, মাতা, ভণিনী ও স্থী স্বরূপ। লঙ্কা দীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাত্রে আদিতেন।

রাণীদিগের গৃহ।

যে প্রকার গৃহে রাণীরা থাকিতেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।
"কোন স্থানে শুক ও ময়ুরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোন স্থানে বক ও হংপগণ
শব্দ করিতেছে, কোন স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে,
কোন স্থান চম্পক ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা স্থশোভিত হইতেছে,
কোন স্থান বা নানা বর্ণরঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থান বা উৎকৃষ্ট
গজদন্ত রজত ও স্থবর্ণময় বেদি দ্বারা স্থশোভিত হইতেছে, কোন স্থানে বা সতত
বিরাজমান পুশাফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল ও মনোহর সরোবর সকল শোভা
পাইতেছে, কোন স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণয়য় আসনে এবং উত্তম
উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে স্থশোভিত হইয়াছে।"

नाशानि ।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলী হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড় অয় হয় নাই। অবিবাহিত। কয়া আতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যামতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কয়া ভাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাঁহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরপ কয়া, ভগিনী, স্ত্রী, মাতা, পিতামহীদিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

শ্বীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্থীপন বলিয়া গণ্য হইত। স্থীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে, ঘৃণাম্পদ হইত। যিনি স্থীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইত। অবিবাহিতা স্থী অথবা বিবাহিতা স্থীর চরিত্রের প্রতি, কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্থীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতগ্য।

চৈতত্ত্যের অনেক স্ত্রীশিস্ত ছিল। স্ত্রীপুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতত্ত্যের শিক্ষা—ভক্তিভাবক, স্থীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতল্যের মাতা উচ্চ শ্বীলোক ছিলেন। চৈত্যু চরিতামুতে তাঁহার এইরূপ বর্ণন আছে।

> "জগরাথের বাদ্দণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা। বাংসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগরাতা॥ রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি তিভুবনে। পুত্র সম স্বেহ করে সন্ত্র্যাসী ভোজনে॥"

উপদংহার।

আর্থ জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক—যাহা কিছু শিথিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন—ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাদের ফললাভ অবশুই হইত। এইরূপ অভ্যাদ বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিদ্ধাম ধর্মান্থছিন করা বন্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্ত দহমরণ, ব্রহ্মচর্ব, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণ্য অন্থান্তিত হইত। নিদ্ধামভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

"ঋষেদ, যজুর্বদ, সামবেদ, অথববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঞ্চন্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সম্দয় অশ্রেদ বিলা, যদ্বারা অবিনাশী পরমব্রন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেদ্ধ বিলা।" গার্গার এই উপদেশ "বেনাহং নামৃতা আং কিমহং তেন কুর্যাং"—যাহার দ্বারা অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কি করিব ? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রান্ধিত হইয়াছে, বাহু,আজ্ম্বরীয় বা অমুকরণীয় শিক্ষা তাহাদিগের চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ

প্রবেশ করে ও অনাদর পূর্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাদে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না—দে উপদেশ ও অভ্যাদ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরপ্রেভ প্রবাহিত হইয়া আদিতেছে ও অন্তর ষেরপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হৃছতেছে, সেইরপ উপদেশ না পাইলে কথনই গৃহীত হৃইবেক না।

বাহা আড়দরীয় শিক্ষাতে সমাজ স্থশোভন হইতে পারে; কিন্তু ঈশর পরায়ণ্ড্রের ব্যাঘাত, আত্মবলের হাদ ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশর পরায়ণ্ড্র ও আত্মবলের জন্ম এদেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্ম স্থীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য অন্পূর্চান করে? শামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষেইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য জাতীয় মহিলাগণ! দতী, দীতা, দাবিত্রী প্রভৃতি ঈশর পরায়ণা নারীদের চরিত্র দর্বদা স্মরণ কর। তাহাদিগের ক্রায় দম, যম, তিতিকা অভ্যাদ কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাদনানন্দ ত্যাগ পূর্বক ধ্যানানন্দে মগ্র হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর। ধ্যানাথ পরতরং নহি—ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধ্যানেতে শারীরিক ও মানসিক ত্র্বলতা, ও মালিন্সের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভবভাবনা ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা, ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

আধ্যাত্মিক



PREFACE

I was born in the year 1814 (12th July) corresponding with the Bengali era 1221 (8th Sravan). While a pupil of the Patshala at home, I found my grandmother, mother, and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then. Nor were there suitable books for the females. My wife was very fond of reading, and I could scarcely supply her with instructive books. I was thus forced to think how female education could be promoted in a substantial way. The conclusion I came to, was that unless female education were placed on a spiritual basis, it would not be productive of real good. In view to the furtherance of this end, I have been humbly working. In 1860, I wrote the Ramaranjika in Bengali, the contents of which publication are as follow: (1) On Female Education in an intellectual, moral, and industrial point of view, (2) Efficacy of maternal instruction, with notices of the mothers of Sir William Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, and of the influence of Queen Victoria as a mother, (3) Exemplary female benefactresses. with notices of Mrs. Fry, Margaret, Mercer, Hanna More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana, (4) Female fortitude, with notices of Spartan mothers, Cornelia, the mother of the Grachii, Kausalya, Kunti, Sita, Draupadi, &c., (5) Spiritual Culture, (6) Government of the passions, (7) Self-examination, with notices of the modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras, (8) On truth and the Shastrical authority strongly inculcating it, (9) On the efficacy of Frayer, on Repentance, &c., (10) Duties of a faithful wife as laid down in the Shastra, (11) Biographical Sketches of distinguished Hindu faithful wives, (12) Duties of the husband, (13) On the former state of the Hindu females, considered with reference to education, marriage, &c., (14) On the Japanese women, with notice of a Japanese Lucretia, (15) A Tale showing the excellencies of a good wife, (16) On the paths of Virtue and Vice (Choice of Hercules), (17) A Tale descriptive of the holy life of a holy Hindu woman in adverse circumstances. The favourable review of this work by the Revd. Dr. K. M. Banerjee has been given in the "Spiritual Stray Leaves."

In 1871, I wrote the "Avedi", a spiritual novel in Bengali, in which the hero and the heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained spiritual light. This was followed by an article in the Calentta Review, Vol. LV, entitled "The Development of the Female Mind in India," in which I described the condition of Hindu females during the Vedic and Post-Vedic periods, and showed that their education was-thoroughly moral and spiritual, although the classes of females, except the Brahmabadinis, who never married but devoted themselves to the study of the Soul and God, acquired a knowledge of different sciences and agts; that our females were treated with the highest

respect, and that they moved in society. This article was considerably revised, and published in the "Spiritual Stray Leaves," entitled "Culture of Hindu Females in Ancient Times," in which it has been shown, among other things, that they selected their husbands when they arrived at the marriageable state, and their marriage was more the marriage of souls than the marriage of flesh. I then published a work in Bengali entitled "এতাৰ নিৰ্বাহিণ বিভাগে প্ৰাৰ্থ (Condition of Females in ancient times), in which I have given biographical sketches of exemplary Hindu females, and how they attained a holy and pure life, drawing the attention of the present generation to the promotion of spiritual culture.

I beg now to present another work intended specially for the Hindu fair sex, entitled "Adhyatmika," in the form of a novel, the contents of which are as follow; (1) The excellence of female education consisting in the development of the soul, (2) Direction for the development of the soul by pure meditation and Yoga culture, (3) Life of purity and communion with God can only be the result of the soul-state, (4) Powers of the soul, internal lucidity, clairyoyanco and magnetism as being curative of diseases, (5) Conversation of females on female education, social and spiritual, (6) Study of Astronomy calculated to elevate the mind, (7) Directions for the Yoga culture, (S) Humanity to the Brute creation, (9) The death of the Heroine's mother. Her father's adverse circumstances, His death and what she did while in poverty, Her uncommon self-abnegation, serenity and death, (10) On educated natives, Hindu Music, Panchayet and other mundane subjects, (11) The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be useful to fore.gners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language.

1880. } PEARY CHAND MITTRA-

আপ্তাতিতাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার জন্ম।

হরদেব তর্কালঙ্কার ও তাঁহার পত্নী বারাণদাতে বাদ করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্মকর্মে দর্বলা অনুবাগ, শাস্ত্র আলোচনা, পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস, তুঃখী দরিত্র লোকের দুঃথ বিমোচন ও পূজা আছিক জপতপে দিবারাত্রি কাল অতিবাহিত হইত। তাঁহারা ত্রিদদ্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বিষয়বিভব প্রচুর কিন্তু বিষয়বাসনাশৃতা। বাটীর সন্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রশস্ত ভূমি ছিল, তাহাতে অনেক গোপাল, ছাগপাল, মেষপাল ও মহিষপাল থাকিত। মাঠে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ চরিত। সন্মুথে সরোবর, তাহার স্কিশ্ববারি মহুন্ত ও পশু সকল পান করিত। এতদ্বাতীত তর্কালঙ্কারের অন্তাত্ত স্থানে জমিদারী ছিল। তাঁহার আয় অল্ল নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনঃপীড়া **७**हे त्य मुखान नाहे, विषयानि तक ट्यांग कतित्व। आधार्य, देनवुळ ७ ट्यां जिव-বেত্তাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাগষজ্ঞ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্তা হইলেন। তর্কালস্কার পত্নীর সহিত সর্বদা সহবাস করেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাদেন। মহুযুজন্মে নিরস্তর স্থ নাই, সকলই উপযুপিরি, ক্ষণিক, তরঙ্গবং। তর্কালঙ্কার ভাবিতে লাগিলেন-এই माध्वी जी, याशांत ऋत्य ও आभांत ऋत्य এक, हेनि यति अमवकारन लाकान्छत যান তবে এই সম্পদে বিপদ ঘটিবে। অথবা যদি পুত্র প্রসব না করেন তবে বংশের নাম কিরুপে রক্ষিত হইবে; এইরুপে নির্জনে বসিয়া ভাবেন। তাঁহার বনিতা তাঁহার বদন মান দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "স্বামিন! আপনাকে চিন্তিত দেখিতেছি কেন ?" তর্কালঙ্কার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"এ জীবনের এইরূপই অবস্থা, কিন্তু আপনি বিজ্ঞ ও সারজানী, আপনার কর্তব্য যে বাহু ঘটনা হইতে আপন আত্মাকে অতীত করা; আর দেখুন যদি আপনাকে রাথিয়া আমি লোকান্তরে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় মৃত্যু হইবে। পুত্র ও কল্তাকে সমভাবে দেখিবেন, হয়তো এক কন্তার সম সাত পুত হয় না। যে সন্তান দ্ববিস্থায় ঈশবপরায়ণ, দেই কুলপাবন দন্তান ও দেই দন্তান বংশ উজ্জল, দেশ উজ্জল < পৃথিবী উজ্জ্ল করে।"

স্ত্রীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের যেন আভাস চৈত্ত কৃটস্থ চৈত্ততে বিলীন হইল।

পল্লিতে অনেক আগ্রীয় বন্ধুবান্ধৰ ছিলেন, তাঁহাদিগের বনিতা, কন্তা ও পুত্রবধুরা সকলেই ব্রাহ্মণীর নিকট সর্বদা আসিতেছেন। ব্রাহ্মণীকে পূর্ণগর্তা দেথিয়া তাঁহারা উত্তম উত্তম থাতদ্র্ব্য আনিয়া বলিতেন, "আম্রা সকলে তোমার গুণে বশীভূত, স্নেহ-উপহার স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাগুদ্রব্য আনিয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। তোমার চরিত্র আমরা স্ব স্থ গৃহে ভাবিয়া পুলকিত হই, তুমি ধনাঢ্য ব্যক্তির গেহিনী বলিয়া তোমার নিকট আদি নাই, তুমি যে নিলামচিত্তে পরত্বংথে ত্বংখী ও পরস্থথে স্থণী এজন্ম তুমি জগংকে আকর্ষণ কর।'' ব্রাহ্মণী নম্রতা-ভাসমান-মূথ অধঃ করিয়া থাকিলেন। বাটীর নিক্টস্থ ভূমিতে যে সকল প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলে উল্লিসিত হইল, এত দিনের পর জমিদারের এক পুত্র হইবে—কি আনন্দ ! ক্রমে দশ মাস উপস্থিত, প্রস্ববেদনা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণী স্থতিকাগৃহে গমন कतिलान । मोवाति कता वन्तक वाकन श्रुतिया थाएं। इहेल, नागाता ও नामामा বাজিতে লাগিল, তুরি ভেরী হস্তে করিয়া বাদকেরা উপস্থিত। জগঝম্প লম্ফ করতঃ ভূমিকম্প করাইতে লাগিল। বিভাস রাগিণী দ্বারা রোসনচৌকী প্রকাশ হইল। ঢলি ঢোলের চাটিতে কর্ণকুহর বধির করিল। হিজ্ঞারা নৃত্য গানে মত্ত হইল। এদিকে ভাট, বন্দী, রেও, ভিথারিতে বাটী পূর্ণ হইল। আনন্দের ও উন্নাদের স্রোত বহিতেছে। তর্কালঙ্কার সব দেখিতেছেন, যাঁহাকে সর্বাবস্থায় ভাবিতে হয়, তাঁহাকেই ভাবিতেছেন। এমন সময়ে "ওগে। মেয়ে হয়েছে মেয়ে ্হয়েছে," কিঙ্করীরা এই শব্দ করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার সমভাবে থাকিলেন

্বলিলেন, "গেহিনি! জগদীশর যে রত্ব আমাদিগকে দিলেন, ইহা হইতে অসীম স্থুখ লাভ করিব।"

ও সকল লোককে বিদায় করিয়া দিয়া, কন্তাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও

দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ

চুলিদিগের উল্লাস।

তর্কালক্ষারের অনেক ঢুলি প্রজা। পরদিন তাহার। বৈকালে তাড়ি থাইয়া জমিদারের বাটীতে আদিল। কার্য কারণে হয়, কারণ বশতঃই উল্লাস। একজন ঢুলি। (বাজাচ্যে)—"বিড়াল বাহিনী ষ্ঠিরূপিণী আপনি মনসা। প্রতি ঘরে ছেলে থাবার ডাইনী তুমি ষ্ঠিরুপিণী।"

দিতীয় চুলি। "ময়রাদের মকুলমোলা হালুয়ের দকের পুয়া, পোট্রাদের থান্তার কচুরি। যত ফকির ফোকরা মক্কা যারা যায় মারে ফকা ফুলরি।"
তৃতীয় চুলি। "বেগুনে সাতগেছে, সাতগেছে বেগুনে।"
চতুর্য চুলি। "টেংরা মাছের তিন থানি কাঁটা, টেংরা মাছের তিন থানি কাঁটা, ভেটকি মাছের পোঁটা, দাদা ভেটকি মাছের পোঁটা।"
পঞ্চম চুলি। "কলাছড়া চগুতিলা, কলাছড়া চগুতিলা। সকল চুলি আমার ডাল-পালা" এই বলিবামাত্রেই সকলে বিবাদ করতঃ মারামারি করিতে লাগিল।
উল্লাস অবস্থার এইরপ গতি, অনেকেই অতিশয় আত্রীয়ভাবে ও গদগদ প্রেমে
গান করিতে আরম্ভ করে কিন্তু অহংতত্ত্বের উপর ঘা পড়িলে অথবা বাহু বিষয়ক
কোন গোলযোগ হইলে, মহামারী উপস্থিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠকী আলাপ—হরদেবের ক্সার জন্ম।

বহুণার নিকটে একটি রম্যস্থান। চতুদিকে কদম্ব, বট, শেকালিকা, চাঁপা ও ইংরাজী নানাজাতীয় পুল্পবৃক্ষ ও লভাতে স্থশোভিত। মধ্যে মধ্যে দয়েল, শ্রামা, বুলবুলপোতা ও বৌকথাকয়ের ধনি হইতেছে। বৈকালে অনেক স্থশিক্ষিত ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া উপবেশনপূর্বক নানাপ্রকার গাল গল্প, থোষগল্প ও দেশসম্বনীয় ও রাজ্য সম্বন্ধীয় আলাপ করেন। ভাহাদিগের মধ্যে বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আম্পে লোক। ভাঁহার পেট গণেশের হ্যায়, বদন কাভিকের হ্যায়। ব্যক্ষতলে সকলে তাঁহাকে "আন্তে আজ্ঞা হউক গতির্মন" বলিয়া সম্বোধন করিত, ও এই রূপ সম্ভাষিত হইলে তাঁহার হাসি মুখে না ধরিয়া ভূঁড়িতে গড়াইয়া পড়িত। এই কৌতুক দেখিবার জন্ম প্রত্যেকে ভাহাকে "আন্তে আজ্ঞা হউক গতির্মন" বলিত এই রহস্থ তেজোহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্থ আলাপ আরম্ভ হইত। ক। "হরদেব শর্মার একটি কন্যা হইয়াচে, ব্রাম্মণ ধনাত্য বটে, কিন্তু কাহার ও মন্দকারী নহেন, অনেকের উপকার করেন। অনেকেই অর্থবলে অন্তের পীড়ান্দায়ক হয়েন।"

থ। "কন্তা সন্তান কি সন্তান! এর পরে এক ছোঁড়াকে এনে ঘরজামাই কর্তে হবে। কোন তেজীয়ান লোকের ছেলে ঘরজামাই হবে না। স্তরাং কোন না কোন বাদিবাচ্ছাকে ধনলোভ দেখাইয়া কিনিয়া আনিতে হইবে। তার ছেলেপ্লে পিতৃৰংশদোষে অন্তরে বীর্যবান হইবে না। বাঘের বাচ্ছাই বাঘ হয়।" গ। "কন্তার কিরূপে বিবাহ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কন্তা ব্রহ্মবাদিনী

দিগের স্থায় বিবাহ না করিতে পারেন। ধর্ম ও জ্ঞান স্থা পান করিরা জীবন যাপন করিতে পারেন।"

ঘ। ''গুমা আইবড় বাম্ণী! জন্মানেই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ না করিলে সম্ভান উৎপন্ন কিরপে হইবে ? কি বলেন গতির্মম ?''

গতির্মম বদনের হাস্ত ভূঁড়িতে গড়াইয়া দিয়া শরীর কম্পবানকরতঃ বলিলেন—
"ভা বটে ভো।"

এইরপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন আদিয়া বলিল, "গোটা চারি মহিষ এই দিকে দৌড়ে আদিতেছে, আপনারা সাবধান হউন।" এই শুনিয়া সকলে উঠিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম এখন তোমার গতি করি আইন" বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

পরিচ্ছেদ

যোগিনীর অভূত কথা।

বসন্তকাল, মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, বৃক্ষলতা ও গুলা ধেন নব ধৌবন পাইয়া কুস্থমকলির দৌল্পের নব অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সদ্গুণ অনেক দূর ব্যাপক, সদগন্ধও সেইরূপ। বসন্ত প্রকৃত ঋতুরাজ! কিবা প্রাতঃসমীরণ—কিবা মধ্যাহ্ছ-মাধুর্য—কিবা বৈকালিকবিহারদায়িনী। জগদানন্দ ও দুর্গানন্দ দুই ভ্রাতা অখারুত হইয়া হিমালয়স্থ এক দেশে গমন করিতেছেন। ঘোড়ার পায়ের টপটপ শব্দ—পৃষ্ঠে চাবুকের চটাপট, চাল কখন ছারতক, কখন দুল্কি। ভ্রাতাছয় যত যান তত আরও যাওনের ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়। দুই দিক্ দৃষ্টি করেন, কেবল মাঠ, স্থানে স্থানে শুন ওকু, স্থানে স্থানে কুটার। স্থানে স্থানে কুকর ভূমিকর্যণ করিতেছে, স্থানে স্থানে বাবতীয় অন্ধনারা ছিন্ন মলিন বস্ত্রপরিধানা এলোকেশী, কক্ষে শিশু, মন্তকে বোঝা লইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি। এরূপ অবস্থাতেও সহিষ্ণুতার তারতম্য। যাহার যত ধৈর্য, তাহার তত সহিষ্ণুতা ও তাহার তত জয়।

দেখিতে দেখিতে আকাশের নীল মুখাবরণ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইল। মন্দ মন্দ বায় যেন উল্বন প্রাপ্ত হইল। পবনসহকারে ধূলি উৎপাতিত হইরা নিরস্তর স্রোতের হ্যায় চতুদিকে বর্ষিতে লাগিল। বৃষ্টি ও শিল বেগে পড়িতে আরম্ভ হইল। ছোট ভ্রাতা বলিলেন—"দাদা আর এগনো ভার এথানে বসতি নাই কি করা ষায় ?" তুই ভ্রাতা ঘোড়া থামাইয়া চক্ষ্র ধূলি পুঁছিতেছেন ও উপায় ভাবি-তেছেন। ইত্যবসরে এক ফকির অতি ক্লেশে গমন করিতেছে—হাসিয়া বলিল, শ্বাধ্যাত্মিকা ৫০৫

"কেও বাবু সাহেব এ তুনাই এসমাফিক—এই আরাম এই ব্যারাম—এইস্থুখ—এই হৃঃথ, এই আলো এই জাধার। এদ হুনিয়ামে বহুত টন্টা, বথেড়া, ঝগড়া ও ঝামেলা। এই বুঁন্দো জেস দরিয়া কি সব মোজদে ওহা মেল যায়েছে। হাম দেখ্তা তোম লোক্কো যানা বড় মৃস্কিল। আগু এক স্নুড়ঙ্গ হেও ওহি যাকরকে রহ।" এই বলিয়া ফকির মিয়া মল্লার গাইতে গাইতে চলিল। অজল্প ধারা ব্যিত হইতে লাগিল, হুই ভাতা বুষ্টিতে সিক্ত, মন্দগতিতে গমন করতঃ কিঞ্চিদ্রের দেখিলেন এক গহরর তথা দিয়া নিমে যাওয়া যায়। তুই বুক্ষে তুই অন্ম বাঁধিয়া তুই ভ্রাতা ঐ স্তুদের ভিতর গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, একটী প্রস্তরনিমিত গৃহে এক যোগিনী বসিয়া ধ্যান করিতেছে, সমুখে একটা প্রদীপ। তুই ল্রাতা কিয়ৎকাল বসিলে যোগিনী নয়ন উন্মালন ক্রতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?" ভাতাদ্য পরিচয় দিলে যোগিনী অগ্নি সম্মুখে দিয়া নৃতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। পরে ফলমূল ও ন্নিশ্ব বারি দিয়া তাহাদিগের স্বচ্ছন করিলেন। ভ্রাতান্বয় প্রান্তি দূর कतिया जिञ्जामा कतिरलम, "मा! जुमि रक?" रागिभी विनरलम, "जामि अक ক্ষতিয়ের কল্তা, বাটা বিরামপুর। কিশোরকাল অবধি শান্ত জানিবার পিপাসা, আমার সহিত একজন ক্ষত্রিয়পুত্র অধ্যয়ন করিতেন, আমাদিগের হুই জনের চিত এক রূপ ছিল। কিরূপে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে পারি এই বাসনায় আমরা তুই জনেই মগ্ন থাকিতাম। সমভাব, সমপ্রবৃত্তি, সমপিপাসা হেতু আমাদিগের পর-স্পার প্রণায় জিন্মিল। কিছুদিন পরে আমরা বলাবলি করিলাম যে স্থলে আমাদি-েগের সম উপরতি, সে স্থলে বৈবাহিক বন্ধনে সে উপরতির বৃদ্ধি হইবে। পরে পিতা মাতার অনুমতি প্রদত্ত হইলে আমাদিগের বিবাহ ধার্য হইল। যে রাত্তে বিবাহ হইবে সেই রাত্রে বরের সর্পাঘাতে প্রাণবিয়োগ হয়। পিতামাতা আমার জ্জ শোকান্বিত হইলেন, আমি ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকিলাম, কিয়ৎকাল পরে পিতামাতার কাল হইল। আমি বিবেচনা করিলাম যে, এ সংসার হলাহলসমুদ্র, কেবল নির্বাণমুক্তিদারা পরিত্রাণ, অতএব গৃহাশ্রম আমার উপযোগী নহে। অনেক অন্থেষণ করতঃ এই স্থানটুকু পাইয়াছি। সমস্ত 'দিবারাত্রি পূর্ণত্রহ্মকে ধ্যানে আন্তরিক ধ্যানানদত্বধা পান করি। আহারীয়, পানীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুর আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবা ! বাহজ্ঞানশৃষ্ঠ না হইলে অন্তরজ্ঞান লাভ হয় না। বাহজান ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জ্ঞান। অন্তর্জ্ঞান আত্মজান। আমি দেখিতেছি—কাশীতে এক ব্রাহ্মণের একটি কন্সা হইয়াছে— সেই কন্তা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিখ্যাত হইবে।

ভাতাদ্বয় যোগিনীত্বক অভিবাদন ও ধন্তবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। পরদিন স্থৰ্য

উদয় হইয়া জগংকে আলোকিত করিল—অন্ধকার নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শিলা নাই। এই বাহু রাজ্যে নানাত্ব—অন্তর রাজ্যে একত্ব—ন দিবা ন রাত্র— একই অশেষ কাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার শৈশবাবস্থা ও নামকরণ।

কর্নাটীর জন্মের পর আত্মীয়বর্গ ক্রমে তর্কালঙ্কারের বাটীতে আদিয়া তাঁহার হুহি-তাকে দেখিয়া সাতিশয় তুই হইলেন। ক্লাটা শান্তমূতি, অন্তান্ত বালিকার ন্তায় রোদন করে না, ওঠে মুহ হাস্থ সর্বদাই ভাদমান। জ্যোতিষ্বেতারা গণনা করিয়া কহিলেন, "তর্কালক্ষারের এই ক্যাটী ঈশ্রপ্রায়ণা হইবেন, ইনি ঈশ্রধ্যানেতে ও নিদ্ধাম কার্যেতে নিমগ্ন থাকিবেন।" সভাস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিল, ভাল দেখিতেছি সকল বালক বালিকার সমান প্রকৃতি হয় না, সমান বৃদ্ধি হয় না, সমান প্রবৃত্তি হয় না। ইহার কারণ কি ? আত্মার কি পুনর্জন্ম হয় ? জীব মরিলে ভাহার আত্মা সংশোধনার্থে পুনরায় কি জন্মগ্রহণ করে ? নতুবা চরিত্রের এত বিভিন্নতা কেন ? একজন পণ্ডিত বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে পুনর্জন্ম লেখে; তবে এথানে যাহারা যোগবলের দারা প্রকৃতশৃত্য হইতে পারে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদিগের জন্ম আর হয় না; দর্শনশাস্ত্রে, পুরাণে ও অক্তান্ত গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।" একজন গণককার বলিল, "কভাটীর গালের উপর একটা তিল আছে, ঐ তিলটা শুভ লক্ষণ।" সকলে কহাটীকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। এদিকে তর্কালঙ্কার ও তাহার পত্নী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, ''এই ক্লাটা পাইয়া যেন পরম ধন লাভ করিয়াছি, ইহার মুখ কোমল, হেরিলে সর্বচিন্তা দরে যায়।" কন্যাটী উত্তম লালনপালনের দারা স্থন্দররূপে ব্ধিত হইতে লাগিল। পিতামাতা নির্জনে বসিয়া ভাবিতেছেন কি নাম রাখিবেন। ভগবতীর যত নাম আছে তাহা উলিখিত হইল; ধুমাবতী ও ছিন্নমন্তা শুনিয়া বান্ধণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে লক্ষীর যত নাম আছে তাহাও উল্লিখিত হইল, রাধিকার সকল স্থীর নাম বলিতে বলিতে তুম্ববিভাধরীর নামে বান্ধণী থিল্থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বান্ধণ বলিলেন, "আমি হার মানিলাম এক্ষণে তুমি বল।" বাধাণী চিন্তা করিতে লাগিলেন ও কেহ যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, "ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।" ব্রাহ্মণী বলিলেন "আমি ভাবিতেছিলাম অন্তরে দৈববাণী স্বরূপ গুলিলাম, ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাথ।" ব্ৰাহ্মণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন া 💮 💎 🦥 🔻

স্ত্রীপুক্ষে কন্তাটীর মুথ অবলোকন করিয়া দেখেন যে, চক্ষ্ উর্ধ্ব দৃষ্টি করে স্থা,
চন্দ্র, তারা, উড্টীয়মান পক্ষী প্রজাপতি এই দকল দেখিতে ভালবাদে। হাতে
চুদি কিয়া থেলনা দিলে ফেলিয়া দেয়। কান্না প্রায় নাই, হান্তই দর্বদা। তর্কালক্ষার বলিলেন, "ম্থথানি মানব মুখ নহে—দেবমুখস্বরূপ, অনেক স্ত্রীলোকের
বদন হাবভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু শান্তির ছবি পাওয়া ত্র্লভ। কি কারণে স্বভাবের
তারতমা—উগ্রতা ও কোমলতা ভাহা বলা বড় কঠিন। কোন কোন ত্রাচারের
কন্তাও নির্মলা হয় ও কোন কোন ধার্মিকের কন্তা তমোগুলে আছ্র থাকে।
এজন্ত পূর্বজন্ম মানিতে হয়, অথবা জন্মকালীন পিতামাতার সাত্ত্বিক অবস্থা।"

षष्ठं পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা-ধর্মভাব ও পতিব্রতা।

বাবুরা বৃক্ষের ছায়াতলে সকলে উপবেশন করিয়াছেন ও সকলেই প্রণাম পুরঃসর বলিতেছেন, "আত্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম!" ও গতির্মমর হাসি দস্তর মোত-বেক নিয়গামী হইয়া ভূঁ ড়ির উপরি টেউ খেলিতে লাগিল। গোধূলি সময়ে এক ক্ষক গরু লইয়া গৃহে যাইতেছে, শ্রান্তি হাস করিবার জন্ম গান করিতেছে— "বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়। যৌবন জনমের মত যায়, সে তো আশাপথ নাহি চায়।" আর একজন কৃষক গান করিতে করিতে যাইতেছে— "ওরে প্রেম কি ষাচ্লে মেলে, খুজ্লে মেলে, সে আপনি উদয় হয় ভত্যোগ পেলে।"

ক। প্রথম গানটি তলিয়ে বুঝ—"যৌবন জনমের মত যায়" ইহার অর্থ "গৃহীত ইব কেশেরু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।" সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ কায়ে কাটাই—মরিবার সময়ে পাপ ভয়ে অথবা স্বর্গলাভার্থে যৎকিঞ্চিৎ দানধ্যান করিয়া থাকি।

থ। আরে ভাই। পেটের ভাবনা ভাবতে ভাবতে প্রাণটা গেল। খাগ্রুব্যাদি কি ত্র্ল্য। তুবেলা তুমুটো কেমন করে খাই—অমূল্য ঈশ্বকে কেবল একবার নাম মাত্র জপি।

গ। তা নয়।যে ব্যক্তি ঈশ্ব-রদ জানিয়াছে,দে ঈশ্বর ভিন্ন দকলই নীরদদেখে। অন্তর অভ্যাদ যেরূপ কর দেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঘ। প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভ্যোগ পেলে—ইহার সিদ্ধান্ত কি কর ?
ক। প্রেমটি আত্মপ্রসাদ। কোন কোন স্থলে আত্মার আনন্দ হঠাং প্রকাশিত
হয়—সে প্রেম স্থতি তুর্লভ, সামান্ত প্রেম তানপুরার তারের ন্তায় বেঁধে দিলে

মেও মেও করে, ডারের জোর কম হইলে প্রেমের জোর কম হইয়া আইসে। গতির্মম কি বলেন ?

গতির্মন। দামান্ত প্রেম, বিহ্যতীয় প্রেম, ক্ষণিক প্রেম, তাদা তাতানোর তায়।
এক মাগি পেয়ারাওয়ালী গান করিয়া যাইতেছে,—

"আর মনের মন যদি পাও প্রাণ গঁপ ধন তারে। এক শঠের সঙ্গে করে প্রীতি মজবে ধনী ফেরে।"

ও পেয়ারাওয়ালি! তোমার কপয়সার পেয়ারা আছে? এদিকে এস, বাবুরা পেয়ারাওয়ালীর নিকট হইতে সকল পেয়ারা থরিদ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ঐ গানটি আবার গাও।" গান গাওয়া সাঙ্গ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রকম লোকে মন প্রাণ দঁপেছ?" ঐ স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তিনি ভিন্ন অন্ত পুরুষ জানি না, ও তিনি আমা ভিন্ন অন্ত স্ত্রীলোক জানেন না। তিনি বুড়া হইয়াছেন, এই জন্ত তাঁহাকে কাজ করতে দিই না, আমি বলি, আমার তো গতর আছে, আমি গতর থাটিয়ে তোমাকে এক মৃট থাওয়াব। এখন বাড়ি গিয়ে এক মৃট বেঁদে আমরা তুই জনে খাব।" বাবুরা তাঁহার কথা শুনিয়া চারি আনা ভিন্না দিলেন, ও বলাবলি করিতে লাগিলেন ছোট জাতের মধ্যে এরপ দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

গ। এই ভারত ভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম ধ্যেরপ বন্ধমূল এমত আর কোন দেশে নাই। এদেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি। ব্রহ্মচর্ম অভ্যাসে সেই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার রাজ্য ও নির্বিকার রাজ্যেরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্ম।

একজন মিশীওয়ালি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে,—

"ঘনরা মোরাষা সিহরে ছা।"

ক। ও ঘনরা মোরাযা এখানে এস। তুমি কি মুসলমানী ? মিশীওয়ালি বলিল,
'হাঁ বাবা। প্যাটের জালায় মিশী বেচে খাই!'

থ। তোমার কি থসম আছে ? মিশীওয়ালি বলিল,—''মোকে পহলা সে দাদি করে তেনার ফৌত হয়েছে। এখন যে আমার খামিদ তেনা মোকে নিকা করেছে।''

ক। তোমার সাবেক খসমের জন্ম হংখ **হয় না** ?

মিশীওয়ালি। হৃঃথ করে কি করব ?—প্যাট আছে, ছনিয়াদারী আছে।

খ। মর্লে যে পরে কোথা যাবে তা বড় তোমরা ভাব না ? "তা ভেবে কি করব ? প্যাট ভেবে ভেবে সারা হই," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ক। মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়-স্থ অধিক, তাহাদিগের স্থীলোকদিগের শিক্ষ। ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উহারা রোজাতে উপবাদ করে, কিন্তু উহা-দিগের স্থাইন্দ্রিয়-স্থ সংযুক্ত। আমাদিগের স্থাবিমল আনন্দব্যাপক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার বাল্যশিক্ষা।

আধ্যাত্মিকার পঞ্চবর্ষ বয়:ক্রম হইলে তাহার শিক্ষার্থে একজন পণ্ডিত বন্যুক্ত হইল। ছই তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ভট্টি প্রভৃতি পৃষ্ঠিত হইল। অধ্যাপক নানা শান্ত্রদর্শী এবং শিক্ষার প্রণালী ও কৌশলে নিপুণ। তিনি দেখিলেন বালিকার মেধা ও বুদ্ধি বিজাতীয়। যাহা পাঠ করে তাহার শব্দে মনোনিবেশ না করিয়া তাৎপর্য যেন লুপে লয়। অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেন তাহা সাঙ্গ হইতে না হইতে বালিকা ছুই একটা কথায় স্থন্দররূপে সার অর্থ প্রকাশ করে। অধ্যাপক মনে করেন, এ মেয়েটি অদামান্ত, অদার ত্যাগ করিয়া দার গ্রহণ করে, এবং কথন কথন এমনি ভাব প্রকাশ করে যে, পণ্ডিতের চেয়েও উচ্চ ও নূতন ভাবে ভাবিত হয়। পঠিত বিছা একপ্রকার ও অন্তরের আলোক উদ্তাবিত জ্ঞান আর এক প্রকার। বাসায় যাইয়া অধ্যাপক ভাবেন, আমরা বড়িপোড়া ভাত থাইয়া টোলে পড়িয়া অনেক কেশে বিভা শিথিয়াছি, হয় ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া স্মরণ রাখিবার জন্ম এক পাঠ সহস্রবার আওড়েছি, কিন্তু এ মেয়েটির একবার পড়িলেই স্মরণ থাকে। কোন কোন গ্রন্থে প্রকৃত অর্থ জানি-বার জন্ম চুই চারি স্থবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বোধ হইত তাহা গ্রহণ করিতাম। সেই সকল অর্থ আমি বলিতে না বলিতে এই মেয়েটি আপনি ব্যক্ত করে। ইনি যাহা পাঠ করেন তাহা মন্তিক্ষে না রাখিয়া বিবেকশক্তির অধীন করিয়া কার্য কারণ চিন্তা করেন-বাহ্য মনো-হর বিষয়ে আক্রান্ত হয়েন না। শান্ত হইয়া অন্তর ভাবনায় ভাবিত। আমরা যাহা পড়িতাম তাহা প্রায় মুখন্থ করিতাম, কেবল স্মরণশক্তিরই চালনা করিতাম। কি আশ্চর্য ! ইহার নিগৃঢ় তত্ত্ব জানিতে হইবে। কিছুদিন গত হইলে অধ্যাপক বালিকাকে জিজ্ঞানা করিলেন—"মা ! তুমি আমার নিকট শিক্ষা করিতেছ, কিন্তু সারজ্ঞান তুমি আমা হইতে জান নাই—আমি ষাহা বলি তাহা হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রূপে বল, এ শিক্ষা ত আমার নিকট হইতে হয় নাই।" আধ্যাত্মিকার বদন নম্রতার মধুরতায় পূর্ণ হইল, জোড়হাতে বলিলেন—

> "অজ্ঞানতিমিরাক্ষত জ্ঞানাঞ্জন শলাকরা। চক্ষকন্মীলিতং যেন তথ্মৈ প্রীপ্তরবে নমঃ॥"

"আমি আপনার কলা, শিল্প, কিঞ্করী; আমি আপনার পদতলে পড়িয়া রহি-য়াছি। আপনা অপেক্ষা অধিক কি জানিব?" অধ্যাপকের অশ্রুপাত হইতে লাগিল ও কলাটির মন্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অন্তম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকা কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রত্যুবে উঠিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ স্থানান্তরে যাইয়া পিতা কর্তৃক দীক্ষিত গায়ত্রী জপপূর্বক ধ্যান করিতেন। "সবিতৃর্বরেণ্যং।" এই ধ্যানই অনেকক্ষণ করিতেন, জ্যোতির্ময়ের শিব জ্যোতি শুদ্ধ ক্ষ্মটিক ধ্যান অগ্নিতে শারীরিক ও মানিদিক বন্ধন দাহন করিতেন। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতেন, স্ক্ম শ্রীরের আনন্দ স্থল শরীরের আনন্দ স্থল

আরাধনা সমাপনানন্তর কিঞ্চিৎ এর্থ লইয়া বাটার বাহিরে আসিয়া যে সকল দরিত্র লোক নিকটে বদতি করিত তাহাদিগের তত্বাবধারণ করিতেন। যাহারা অনাহারী তাহাদিগের আহার দিতেন, যাহারা বস্ত্রহীন তাহাদিগকে বস্ত্র দান করিতেন, যাহাদিগের শিশু পীড়িত তাহাদিগকে আপনি শুশ্রমা করিতেন ও চিকিৎসকের বায় আপনি দিতেন। যদি কোন স্ত্রালোক অর্থাভাবে আপনি শিশুকে লালন করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি আপনি ক্রোড়ে করিয়া পিতার বাটাতে লইয়া তাহাকে লালন করিতেন। বাহার ভয়ানক পীড়া হইলে তিনি তাহার পার্শ্বে বিদিয়া দেবা করিতেন। যে দরিত্র শয্যাহীন ও শীতের কন্কনে বায়ুতে কম্পান্থিত, তাহাকে গরম বস্ত্র দিতেন। অনাশ্রয়ী লোকের অভাব বিলক্ষণ অন্সন্ধান করিতেন ও যতদ্র বিমোচন করিতে পারিতেন ততদ্র করিতেন। যাহাররোগ হইত তাহাকে ঔরধি দিতেন। যে রোগ হইতে আরোগ্য হইত ও পথ্য পাইত না, তাহাকে পথ্যের জন্ম অর্থ প্রদান করিতেন। পিতার ঐশ্বর্থ প্রচুর ও তাঁহার বনিতার হান্য বদান্যতায় পূর্ণ, অতএব কল্যার পরত্বংথ নিবারণার্থে ব্যয়ে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন।

বেরূপ মন্তুয়ের প্রতি নিরুপাধিক প্রেম দেইরূপ পশুপক্ষির প্রতি তাঁহার যত্ন প্রেহ ছিল। এরূপ নিফাম কার্যে সর্বদাই ব্যস্ত, আহার নাম মাত্র করিতেন। আপন শরীরের জন্ম যত্ন ছিল না ও যে কিছু বলিতেন ও করিতেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অহংভাব ছিল না, বোধ হইত যেন ইশ্বর আদেশ করিতেছেন।

এক দিবদ একজন প্রতিবাদিনীর কল্পা বিমলা তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিলেন,
"দিদি! যথন সব হাঁড়িকুড়ি উঠে যায় ও ভাত কড় কড়ে হয়, তথন তুমি থাও

কেন ? আর পূজা আহ্নিক করে মৃথে এক ফোঁটা জল না দিয়া ইতর জেতের বাটীতে টো টো ক'রে ফের কেন ? মাগো ! ওদের বাটী গেলে আমাদিগের আবার স্নান কর্তে হয়।" আধ্যান্মিকা বলিলেন, "ভগিনি ! যা করি তাহাতে অন্তরে আনন্দ হয়, থাওয়াদাওয়া মনে থাকে না।"

মণাহ্ন সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। বগুপি ভোজনের অগ্রে হাঁড়িকুড়ি উঠিয়া যাইত ও ঐ সময়ে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইত, তিনি আপন বাড়া ভাতব্যঞ্জন তাঁহার সমীপে আনিয়া দিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মাতা হহিতার উচ্চ মতি ও কার্য জানিতেন, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি আবার কি পাক করিয়া আনিব ? মাতাকে তুট করিবার জন্ম কন্মা বলিতেন "মা! এখন কিছু জল খাইয়া থাকিব, রাত্রে অন্ধ খাই।"

আহারের পর আধাাত্মিকা শিল্পকার্য করিয়া প্রতিবাদীদিগের স্থী ও কন্তা সকলকে দিতেন। তিনি অল্পন্থ নিদ্রিত থাকিতেন, আলস্য ক্ষণমাত্রও ছিল না, সর্বদাই অলড় ও চিন্ময় অবস্থাতে থাকিতেন।

এক দিবদ ঐ দরিদ্র অঞ্চল হইতে মহা রোদন উঠিল। অত্নসন্ধান করাতে জানা গেল যে একজন যুবতী স্ত্রীলোকের ভর্তার হঠাৎ যুত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চ জাতীয় হউক বা নীচ জাতীয় হউক, যথার্থ স্থামীপরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে শ্বরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিভ হইবার জন্ম ব্রদ্ধর্ম অভ্যাদিনী হয়। আধ্যাত্মিকা নিকটে আদিয়া ঐ রমণীকে বোক্ষ্মানা দেখিয়া আপন জ্লোড়ে তাহার মন্তক রাথিয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার অঞ্চ মৃছাইতে ও মন্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই দেখিয়া ছই চারি জন তেওর, পোদ ও বালি বিশিত হইয়া বলিল, "একি চমংকার! রাজকয়া—রাল্লণের কয়া, এখানে কি করিতেছেন! হরি হে! তোমার লীলা অপার, কাহাতে কখন কিরুপে তুমি প্রকাশ হও তাহা কে জানিতে পারে?" কিয়ৎকাল পরে বিধবার হস্ত ধারণপূর্বক আধ্যাত্মিকা আপনার গৃহে লইয়া যাইয়া পারমাথিক সাহনা-স্থাতে তাহার আঘাতিত চিত্তকে শাস্ত করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরই ধয়া! তিনি সর্ব রোগের শান্তি, সকল বিকারের ঔষধি। শোক ছঃধ তাঁহাকে ভাবিলে থাকে না। তিনি সর্বপাণ সর্বতাপ হরণ করেন।

বৈকালে পিতামাতার সহিত কলা উল্লানে বসিতেন, নানাজাতীয় লোকের আচার ও ব্যবহার, নানা দেশের নানাপ্রকার রাজ্যশাসন, নানাদেশের নানা-প্রকার দ্রব্য উৎপুত্তি, নানাদেশের নানাপ্রকার বাণিজ্য ও তদ্ধারা পরস্পর সংঘটন ও উপকার, নানাপ্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম, নানাপ্রকার উপাসক ও কোন শ্রেণীস্থ সপ্তণ ঈশ্বর ও কোন শ্রেণীস্থ নিগুণ ঈশ্বর উপাসক, কাহারা শন্ধ-ব্রাহ্ম, কাহারা ভাব-ব্রাহ্ম, কাহারা আধ্যাত্মিক-ব্রাহ্ম—এই সকল প্রশ্ন অন্থানীসন ও নানা বিতা—পদার্থ, থণোল, ভূগোল, জ্যামিতি, রেথাগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি চর্চ। করিতেন।

এ জগতে সময় স্থায়ী নহে। বৈকাল সন্ধ্যার পূর্বে কোমল আচ্ছন্নতা পাইয়া মনোহর বেশ ধারণ করিত ; ঐ সময়ে সকলি নিস্তর। পিতামাতা ও কল্পা উর্বে দৃষ্টি করতঃ হিরণায় কোষের অন্তর সাবিত্রীকে ধ্যান করিতেন। পিতা বৈদিক স্বরে "এষাশ্য পরমাগতি" পাঠানন্তর স্থা, কল্পা লইয়া গৃহে গমন করিতেন। বাটাতে সন্ধ্যা করণানন্তর কল্পা, পিতামাতার পদ দেবা করিতেন ও ঐ সময়ে আপনি দিবদে যাহা করিতেন তাহা বিস্তারপূর্বক বলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিশাস যে নিজাম কার্য না করিলে জীবন পশুরং ও ঈশ্বর লাভ হয় না। নিজাম ধর্মামুষ্ঠানার্থে পিতা যে উপদেশ দিতে পারিতেন তাহা দিতেন। এক রাত্রে কল্পা পিতামাতার নিকট বলিলেন, "আমি আপনাদিণের নিকট কিছু গোপন রাথি না, এক্ষণে এক অন্তুত কথা কহি, শ্রবণ করুন।"

পিতা। বল মা।

কন্যা। আমি আহারান্তে শয়ন করি, পরিশ্রম জন্য শুভ নিদ্রা হয়। সম্প্রতি উষা আগমনের প্রাক্তালীন আমার শিয়রে এক শ্বেতবদনা জ্যোতির্বদনা অসনা আপন হস্ত আমার মন্তকের উপরি রাখেন। আমি নিদ্রিত থাকি বটে কিন্তু অস্তরের চক্ষু দিয়া তাঁহার শান্ত মৃতি দেখিতে পাই, চমৎকার মৃতি, ও যদবিধি তাঁহার হাত আমার শির উপরি থাকে, তদবিধি বোধ হয়, যে আমি পৃথিবীতে নাই, আমার অবস্থা আনন্দাবস্থা, আমি আনন্দধামে বাস করিতেছি। গত কল্য রাত্রে তিনি আমাকে বলিয়া যান,—''বৎস্থা তোমার পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিও। তোমার যাহাতে আত্মা উদ্বীপ্ত হয় ও যাহাতে অস্তর আলোক লাভ করিতে পারে তিরিবয়ে আমি আয়ুক্ল্য করিব।" পিতামাতা এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন।

ফলহরিবাবুর বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের ভোজ। ভেয়ান ঘর ধ্যেতে পরিপূর্ণ।
লুচি, পুরি, কচুরি, তরকারি খোলাতে প্রস্তুত হইতেছে। মিপ্লায় রাশি রাশি

ভাঙারে মজ্ত। এদিকে প্রীলোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। পা অবধি
মন্তক পর্যন্ত সালক্ষতা, বন্ধ নানাবলীয়, সৌগন্ধে বিলেপিত, নাসিকা ও কপাল
টিপ ও কোঁটায় চিত্রিত। সকলে শতরঞ্চতে উপবেশন করিলেন। অলম্বার
সম্বন্ধীয়, বন্ধ সম্বন্ধীয় ও পরিবার সম্বন্ধীয় ঘাহা পরস্পার জিজ্ঞাশু ছিল, তাহা
ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত হইলে একজন রমণী বলিল, "শুন্তে পাই আধ্যাত্মিকার
বয়ঃক্রম পনের বংদর হইল, বিবাহ করেন নাই। তিনি কেবল পূজা আহ্নিক ও
পরোপকার করিতেছেন। একথানি সামান্ত বন্ধ পরেন, হাতে তৃই গাছি বালা
ও আহার যাহা করেন তাহা ব্বন্ধ ও সামান্ত। অতিথ পতিত এলে আপনার
ভাত তাহাকে দেন। থ্ব ভাই পুণ্য কর্ছে। আমাদের বেশভ্যা রংচং না হলে
চলে না, মহ্য জন্মে কি সাধ নাই ?"

অন্য আর একজনা—"আহা! তা বই কি! না ভাল করে থেলে, না ভাল করে পর্লে, কেবল শুথিয়ে শুথিয়ে মর্ছেন ? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আর শরীরটা কি মিথ্যা! দেথ আমরা কত অঙ্গরাগ করিয়া থাকি। একদিন থোগা বাঁধা ভাল হয় নাই এজন্ত ভঠা কত বট্কেরা কর্লেন, বল্লেন তুমি কি আধ্যা-ক্মিকা হয়েছ নাকি ?

অত একজন মহিলা,—"ওগো আমরা কেবল শরীর ও সংসার লইয়া আছি, যার কথা বল্ছ তার লক্ষ্য উচ্চ। শুনিলাম একজন পোদের মেয়ে বিধবা হইয়াছে, তাহাকে নিকটে রাখিয়া ধর্ম উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়াছেন। তাহাকে কাছে করে নিয়ে শোয়া, আহা! এমন কে করে গা?"

অন্ত একজন মহিলা,—"আমি ভাই স্পষ্টবক্তা। আমি এত উচ্চ হতে চাইনে, সংসারে থাকিতে গেলে সাংসারিক হতে হবে, স্বামী চাই, ছেলে চাই, লোক-লৌকতা চাই, দানগ্যানও চাই। একেবারে উড়ু উড়ু—সর্বত্যাগী ও নিদ্ধাম—এতে শরীর থাকে গুবলতে কি, আমি আছিক কর্তে কর্তে ভাবি যে, কর্তা কথন বাটীর ভিতর আসবেন। কর্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমার স্বর্গলাভ। পোদের মেয়ে কাছে রেথে কি হবে ভাই অন্যা—?"

আর এক রামা, পান চিবুচ্ছেন ও তুইখানি ঠোঁট মাকাল ফলের বর্ণ করিয়াছেন, বলিতেছেন—"গৃহী উদাদীনের আর এক ধর্ম ও উদাদীনের আর এক ধর্ম । পতিপুত্র দকলকে ত্যাগ করিয়া আমরা ত্যাগী কেন হইব ? দেখ ভাই কর্তা এই বিশ ভরির একখানা গহনা দিয়াছেন, এর নাম পারিজাত-কঙ্কণ। আহা! এমন স্বামী বেন জন্মে জন্মে পাই।"

একজন বৃদ্ধিমতী রামা আধ্যাত্মিকার নিকট উপদেশ পাইয়া উয়ত হইয়াছেন, প. র. ৩৩ বলিলেন—"গার্হসাশ্রম ও ধোণ-আশ্রম পৃথক। মাহারা চরম আশ্রম অবলমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশুই সর্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। প্রীলোক নানা শ্রেণীয়, কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিভরপে ঈশ্বর-উপাদনা ও ধর্ম কর্ম করিতেছেন। কেহ কেহ ধেরপ উন্নত হইতেছেন ভবভাব হইতে মুক্ত হইতেছেন। পূর্বে ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ্য অনুসারে কার্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে ভদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অদীম, ঈশ্বের সহিত যিলিত হইতে গেলে অভ্যর যোগ চাই।"

কতিপয় স্ত্রীলোক এককালীন বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর আরাধনা ত্যাগ করিব কেন ? কোন্ পূজা আমাদিগের বাটাতে না হয় ? কাহার বাটাতে শালগ্রাম না আছে ?" কেহ কেহ বলিল, "আমরা ত্রান্ধিকা, আমরা ত্রন্ধ উপাদনা করিয়া থাকি।" উপরোক্ত রামা বলিলেন—"ঈশ্বর উপাদনা দাকার বা নিরাকাররূপে হউক অবশ্য শুভদায়িনী, কিন্তু নিরাকার উপাদনা হুই প্রকার, এক বাক্যের-দারা বা ভক্তিদারা, আর এক আত্মাদারা।"

দশম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার যোগশিক্ষা।

পিতামাতা ও ছহিতা নির্জন স্থানে যাইয়া বসিলেন। ছহিতা ঈশ্বরধ্যানানস্তর পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ বলিলেন,—"পিতঃ এই অন্তর-মন্ধ বালিকাকে যোগ শিক্ষা দিতে আজ্ঞা হউক। মহাত্মা ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পবিত্র ব্রহ্মবাদিনীরা ও উচ্চ সভোবধুরা যোগ অভ্যাদের ছারা আত্মাকে পৃথক করিয়া আত্মারারা ব্রহ্মজ্যাতি হিরময়কোষে দর্শন পূর্বক জ্যোতির্ময় দেহে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। পিতঃ আমার সেই গতি কিরপে হইবে ? কিরপে অন্তর আকাশে সেই উদয়-অন্তরহিত সেই নবীন দিনমণিকে নিরন্তর দর্শন করিব ?" কন্যার এই কথা গুনিয়া পিতা মৃশ্ব হইলেন এবং স্নেহের সহিত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি যোগ অনেক দিন অবধি অভ্যাদ করিতেছি বটে, কিন্তু অধিক উন্নত হই নাই। তোমার স্বভাব নিন্ধান—তোমার আত্মা শীঘ্র অভ্যাদে উদ্বীপ্ত হইবে। যোগ তুই প্রকার, অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ। সকল প্রাণীতে আত্মা ঐক্তিক বন্ধনে বন্ধ—এ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি যাহা আত্মার প্রতিনিধি সেও

আধ্যাত্মিকা - ১৯৫

বন্ধ। এই বন্ধ আত্মাকে মৃক্ত করিবার জন্ম ইচ্ছাশক্তিকে মন্তিষ্ক উপরি যে ব্রহ্মন বাম ও নিরাকার রাজ্য সেই স্থানে স্থাপন করতঃ উর্জাদৃষ্টিপূর্বক শাস্ত হইয়া জ্যোতির্ময়কে ধ্যান করিবে। মতান্তরে ক্রর মধ্যে ব্রহ্মনাম, সে স্থানে ইচ্ছাশক্তিকে রাখিবে। ইহাকে মা! অন্তর্যোগ বলে। আত্মা মৃক্ত হইলে 'স্বাত্মাবগম্যঃ স্থামেব বোনঃ' অর্থাৎ বাহজ্ঞান বিলুপ্ত ও অন্তর্জান উদ্দীপ্ত। বদ্ধ ও মৃক্ত আত্মার লক্ষণ ক্ষাইবিক্র বলেন—

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিৰাঞ্জি শোচতি।

কিঞ্চিন্ম্ঞতি গৃহ্ণতি কিঞ্চিং কুপ্যতি হয়তি।

তদা মুক্তি যদা চিত্তং ন সত্তং সর্বদৃষ্টিয়ু।

ন বাঞ্চিত ন শোচতি ন ম্ঞতি ন গৃহাতি ন হয়তি ন কুপ্যতি।

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাষণি দৃষ্টিয়ু।

তদা মোক্ষা যদা চিত্তং মাসক্তং সর্বদৃষ্টিয়ু।

'স্বাবস্থাবিনিম্ক্তঃ স্বচিন্তাবিব্জিতঃ।

মৃত্বতিষ্ঠতো যোগী সম্কো নাত্র সংশয়ঃ।"—হটপ্রদীপিকা।

'নিবাত স্থাপিতো দীপোভাসতে নিশ্চলো যথা।

জগন্যাপারনিম্ক্তা নিশ্চলো নির্মলঃ পরঃ।'—অমনস্ক।

বহির্যোগ অন্তর্যোগের আশ্রমী। যোগ তারাবলীতে লেথে 'নাদাস্বন্ধান সমাধি-মেকম্।' বায়বন্ধনই আত্মা উদ্দীপনের প্রধান বন্ধন।

> 'ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথং মনোনাথশ্চ মারুতঃ। মারুতস্থ লয়োনাথঃ দ লয় নাদমাশ্রিতঃ॥'—অমনস্ক।

"প্রথমে বায়ুকে এক নাদিকার দ্বারা পৃরিবে, যতক্ষণ ধারণ করিতে পার ধারণ করিবে। পরে অফ্ত নাদিকার দ্বারা ত্যাগ করিবে। পূরণকে পূরক, ধারণকে কুন্তক ও ত্যাগকে রেচক বলে। কেহ কেহ পূরক ও রেচক না করিয়া কেবল কুন্তক অভ্যাস করে। বায়ু ব্রহ্মরন্ত্রে যায় না। মন্তিক্ষ সীমাকে উড্ডীয়ানক বলে, কণ্ঠ বন্ধনকে জালাদ্ধর বলে, নাভি বন্ধনকে মণিপুর বলে। এই সকল বন্ধন মৃক্ত করিতে চেষ্টা করিবে অর্থাৎ বায়ুর গমনাগমন এ সকল স্থানে ও অক্তান্ত দ্বারে না হয়। ইচ্ছাশক্তিই মূলশক্তি। ইচ্ছাশক্তির চালনায় সাকারত্বের হ্রাস ও নিরাকারত্বের বৃদ্ধি অর্থাৎ বন্ধ আত্মা ক্রমশঃ মৃক্ত হয়। অতএব—

'মনএব মন্থয়াণাং কারণং বন্ধমক্ষয়োঃ। বন্ধায় নিষয়াসক্তং মুক্তৌ নিধিয়য়ং শ্বতং।'—অমনস্ক। "মনের চতুবিধ অবস্থা। বিক্ষিপ্ত তামস, গতায়াত রাজস, স্থানিই সাত্ত্বিক, স্থলীন গুণবাজিত। এই অবস্থার নাম মনমনী, এই অবস্থাতে নিরাকার রাজ্য প্রবেশ।" কলা একান্তিকচিত্তে পিতার উপদেশ শ্রবণ করতঃ পিতামাতার চরণে সাইাক্ষে পতিত হইয়া আপনার গৃহে গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "স্বয়মেব বোধঃ"। বাহজ্ঞান বিনাশ ও অন্তর্জ্ঞানই জ্ঞান। এই প্রতিদিন ভাবিতেন, এই ভাবনায় তাঁহার বাহজ্ঞান পরিহার হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দোকানিদের কথাবার্তা।

কলিকাতা হইতে তুই চারিজন দোকানি কাশীতে ধাইয়া সদর রাস্তার উপর মৃদিথানার দোকান করিয়াছে। এক জন দোকানি চিনির পাক চড়াইয়াছে। বারকোসে চিড়া, মৃড়ি, মৃড়কি, গুড়, চাঁপাকলা দড়িতে ঝুলচে, দোকানে বোল্তা, মাছি, ভোমরা তন্ তন্ কর্ছে। দোকানি খুলির উপর নজর রাথিয়া গান করিতেছে—

"দ্বন্দ করে ছিদাম মন্দ করিলি আমার। তুই রাইকে দিলি দাঁপে, তাইতে মনস্তাপ, আর কি দেখা পাব শ্রীরাধার।

অন্ধ হলেম কেঁদে কেঁদে নিরানন্দের নাহি পারাবার।"

রান্তার লোক বলিতেছে, "দোকানি দাদা, ভাল মোর ভাই !" পেছন দিকু থেকে দোকানিনী এমে বোল্ছে—ওরে মিলে ! ভাত যে কড়কড়া হল, আঁটকুড়ির বেড়াল পাতথেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল এখন কি দিয়ে গিল্বি ? কেবল ছু-গাছা সজ্নের জাঁটা সিদ্ধ আছে।"

দোকানি। "আব্রু সরম রেখেছে সজ্নের ভাঁটা।

টাঝায় চাল হলো যোল কাটা।"

এই গান গাইতে গাইতে দোকানি খোলা নামাইয়া ভাত খেতে বিদল তাহার স্থী বলিল—"দহে।। তর্কলঙ্কারের বাটাতে মুড়ি, মুড়কি বেচিতে গিয়াছিলাম— তাহার মেয়েটিকে দেখিয়া চারদণ্ড চেয়ে রইলাম। আহা কিবা মুখ, কিবা দৃষ্টি, কিবা কথা, আর যার দিকে চান তার মুখ খেন উজ্জ্ল হয়় আমার যে পোড়ার মুখ।"

দোকানি। "তোমার আবার পোড়ার মৃথ, তোমার আবার পোড়ার মৃথ ! আমার চথে সোনার মৃথ।" অাধ্যাত্মিক। ৫১৭

দোকানিনী। "আ রেখে দেও ঠাটের কথা। এ মেয়েমাসুষটি স্বর্গ হতে এসেছে, একে দেখিলে আমার যত ভক্তি হয় এমন দুর্গাপ্রতিমা দেখিলে হয় না। হে হরি! এই দয়া কর, মরে বেন ঐ মেয়েমানুষ্টির গুণ পাই।" দোকানি। "আমার বোধ হয় তার চেয়ে তোমার গুণ অধিক।" দোকানিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, দোকানি সদাস্বদা স্থিসংবাদ গাইত—গাইতে আরক্ত করিল—

"আজ কৃষ্ট চলহে নিকুঞ বন।

প্রাণাত্তি যজ্ঞ কর্বেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।"

আর একজন দোকানি ত্বকা হাতে, তাহার নিকটে আদিয়া বলিল আমি একটা
বিরহ গাই—

"তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে করে প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
তোমার ফুইবাক্যে তুই হয়ে তপ্তজল করে যেন অনল নির্বাণ।"
"ওহে প্রেম যদি পাকা ও অটুট হয় দে প্রেম বিচ্ছেদ জালা ভোগ করে না—
দে প্রেম সকল অবস্থাতে সমান থাকে ও তুঃথ কালে জল্ জল্ করে জলে।"
একজন কলা কিনিতে এদেছিল—বলিল আরে ভাই, প্রেম তুই প্রকার এক
পয়দার প্রেম আর এক দেলের প্রেম, দেলের প্রেম কোথায়?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যান্মিকার অন্তর আলোক ও অন্তরশক্তি নাভ।

আধ্যাত্মিকা কিছুকাল বিলক্ষণ যোগ অভ্যাদ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার—

ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো ন দেশকালো ন বায়ুরোধঃ।

যেমন তাহার এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে আমি বন্ধন হইতে মূক্ত হইতেছি—
আমি স্বাধীনতা পাইতেছি তেমনি তাঁহার অন্তর আলোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল।
ভূত, বর্তমান ও ভবিশুৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে পারেন। যে জ্ঞান
মনের ঘারা লব্ধ তাহা অবিচ্ছায় মিশ্রিত—রজ্ঞ্বৎ। আত্মার ঘারা জ্ঞান বাস্তবিক ও
পরা জ্ঞান ও ঐ জ্ঞান মনের ঘারা কখনই পাওয়া যায় না, তাহা কেবল আত্মার
ঘারা লব্ধ হওয়া যায়। এক্ষণে যাহাকেমেগ্ নিটিজ্ম (Magnetism) বলে তাহা
পূর্বে তন্মাত্র বলা হইত। ইহা হল্ম শরীর সম্বন্ধীয়। যাহার আত্মা যত উন্নত সে
(Magnetic) মেগনিটিক অথবা (Psychic) সাইকিক শক্তির ঘারা অনেক
রোগ আরাম করিতে পারে। সাকার নিরাকারের অধীন আধ্যাত্মিকার
আধ্যাত্মিকশক্তি উল্লীপ্ত হইলে তিনি ঝাড়িয়া দিয়া অনেককে আরাম করিতে

লাগিলেন। আপামর সাধারণ লোক বলিল—"বাবা ! এ মেয়ে কি জাতু জানে ! রোগীকে তুই এক বার ঝেডে দিলে সে অরোগী হয়।"

রোগের নির্ণয় বিনা পরিচয় না পাইয়া স্থির করিভেন ও রোগের বিবরণ তিনি যাহা কহিতেন, রোগী তাহাতে আশ্চর্য হইত। লাভালাত ফলাফল, আরোগা, মৃত্যুর কাল কহিতে পারিভেন কিন্তু কহিতেন না। তথাচ ত্ই এক অবলা জেদ করিয়া জিজ্ঞাদা করিত—ই্যাগা মাঠাক্ষন— আমার স্বামী প্রায় ত্ই বৎসর বিদ্বেশ গিয়াছে, বেঁচে আছে কি ? এমত স্থলে উত্তর করিয়া মনোবেদনা দ্ব করাতে তিনি সর্বদা আনন্দিত হইতেন।

অন্তর আলোকের বর্ধন প্রযুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ ঐ মহিলার আত্মার দৃষ্টিগোচর হইত ও যত হইত ততই এই জগতের প্রতি তিনি নির্মা হইতেন। অনস্তদেবের কার্য অনস্তরপে দৃষ্ট কেবল আত্মার দারা হয়। মানব মনের দারা কি অনুভব বা আরাধনা করিবে ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।

অনন্ধমোহনবাবু ডাহা ব্রাহ্ম। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবের নিকট আদরণীয়—উচ্চ চরিত্র। অবিবাহিত, বিবাহ করিবার বাসনা তাহার মনে ঢেউ থেলাচ্ছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন উত্তমা স্থাশিক্ষিতা কলা তোমার শন্ধানে আছে ? কেহ বলে, হাঁ আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চাহে না। এই অহুসন্ধান হইতেছে, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, কাশীতে হরদেব তর্কালঙ্কারের এক অদ্বিতীয় চমংকার রূপ ও গুণসংযুক্তা কন্তা আছে। যদি তাহাকে বিবাহ করিতে পার তবে প্রকৃত স্থুখী হইবে। সে মেয়েটি কি ব্রাহ্মিকা? তাঁহার যা নাম তাহাই তিনি--আধ্যাত্মিকা। অনঙ্গ শুনিয়া অভিভূত ও অস্থির হইলেন তাড়াভাড়ি এক মুটা ভাত গিলিয়া একটা ব্যাগ বগলে করিয়া লইয়া রেলে উঠিয়া তাহার পরদিবদ কাশীধামে উত্তীর্ণ হইলেন। এক দোকানে কিছু জলপান করিয়া জ্বুগতিতে চলিলেন। রাস্তায় হুই একজন চেনা লোকের महिত प्रथा रन, जाराता जिल्लामा कतिन, धिक जनम्यात् या ? जारामिशतक বলিলেন, "ভাই মাফ কর অভিশয় ব্যস্ত আছি।" তাহার। বলিল, "আরে অনেক দিনের পর দেখা একটা কথাই কও।" তাহাদিগের নিকট হইতে পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন। পথে ভাবিতেছেন, এ নেয়েটিকে হত্তগত করিতে পারিলে চিরস্থী হইব। গৃহ একণে চিন্তাতে পূর্ণ, সেই চিন্তা তিরোছিত হইবে, গেহিণীর মৃণজ্যোতিতে জদি-আকাশ চির ছোৎস্নায় পূর্ণ থাকিবে। আমি যে চিন্তা বা কার্য করি ভাহাতে স্থথ পাই না, গৃহশ্ন্ত চিন্তাতে সর্বদা প্রপ্রীড়িত। গেহিণীর বেশ পরিবর্তন করা আবশ্রক ও ভাহাকে সমাজে লইয়া ঘাইতে হইবেক। একজন গায়ক পথে ইমন কল্যাণ রাগিণীতে গাইতেছে—

"জীয়ারা না রহে পিয়াকো না দেখ ওয়া।"

"পিয়াকে না দেথ ওয়া" শব্দ অনক্ষের হাদরে অনক্ষ বাণস্বরূপ লাগিতে লাগিল। বলিলেন, "অরে প্রেম বড় বস্তু প্রেমেইলোকে পাগল হয়।" বৈকালে পিতামাতা ও কক্সা উভানে বিদয়াছেন। নানা পুশের নিংস্ত সৌগন্ধ আদিতেছে। ইতিমধ্যে অনক্ষমোহন যাইয়া তর্কালক্ষারকে প্রাণাম করিলেন। তর্কালক্ষার জিজ্ঞাদা করিলেন, "আপনি কে, ও কি জন্ম এখানে আদা ?"

অনন্ধ বিহলে হইয়া, কন্তাটির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তর্কালঙ্কার পুনরায় জিজ্ঞাদা করিলেন—"ব্যাপারটা কি ? আপনি কে ?"

অনঙ্গ ছই চারিবার ঢোক গিলিয়া,—"আজ্ঞা আপনার কন্তা, কতা—" তর্কালক্ষার। "আরে বাবু খুলে বল ?"

অনঙ্গ। "আপনকার কন্তা—কন্তা কি অবিবাহিত ?"

তর্কালফার। "হা।"

অনঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাদ ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

আধ্যাত্মিকা তাহার মনের ভাব দেখিতেছেন।

অনন্ধ বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ব্রাহ্ম পরিরাদ্ধক আপনকার কন্তার অসামান্ত গুণ ও ধর্মভাব শুনিয়া আপনকার চরণ দর্শন করিতে আসি-লাম। যদি আমাকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে দেন তবে আপনকার চিরকিকর হইয়া থাকিব।"

তর্কালকার,—"বাবা স্থির হও, তুমি অনাহারে আছ, ভোজন কর। আমার প্রতি যে এতউচ্চ ভাব প্রকাশ করিলে, তাহারজক্ত আমি আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার কক্তা ভগবানে মগ্ন, আত্মতত্ব লাভার্থে নিদ্ধাম ও নির্নপাধিক কার্য করেন ও ধ্যানানন্দে দদানন্দ। আমি যে পর্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় জানি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি পতি গ্রহণ করিবেন না। তিনি ব্রহ্মবাদিনীদিগের কায় ধ্যানবলের দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিতেছেন, যাহা ভৌতিক ও প্রকৃতি সংযুক্ত তাহা হইতে অতীত হইবার অভ্যাদ করিতেছেন। যে সক্ল স্থীলোক আত্মতত্ত্ত্ত নহেন তাঁহাদিগের পতি প্রয়োজন, কারণ পতিগ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে দর্বদা অপিত হইলে নিদ্ধামভাবের উদ্দীপন, নিদ্ধাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন। এই নিদ্ধামভাব বর্ধনার্থে মৃতপতির জক্ত এতদেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব জীবন উন্নত করিবার লক্ষ্য অন্থসারে কার্য। যাহারা উদ্ধর্শ প্রেয় পথে গমন করে তাহারা আর প্রেম পথে ফিরিয়া আইদে না।"

অনন্ধ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, ''আমি একভাবে পূর্ণ হউয়া আদিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনকার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মহুয়া নহেন—শারীরিক ও মানদিক ভাব-শৃহ্য। আপনাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি।"

ত্বই তিন দিবদ তথায় অনেক দঢ়ালাপ ও আতিথ্যের পর অনঙ্গ ফীতচিত্তে পিতামাতা ও কন্থার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা-সঙ্গীত।

দিনমণির হিঙ্গুলবর্ণে আকাশ ও বৃক্ষাদি স্থশোভিত। যে স্থানে বাবুদিগের বৈঠক হয়, সে স্থানে কদম্ব বৃক্ষের পত্তেতে স্থ্য-অন্তমিত-আভা চাকচিক্য করিতেছে। বনওয়ারীলাল বসিয়া বায়ুদেবন করিতেছেন ও কানেড়ার প্রসিদ্ধ গ্রুপদ গাই-তেছেন,—

"থরজরি থরগান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ এ এ।"

কতিপয় রাস্তার ছোঁড়ারা জমিল ও বাবুর হেঁড়ে গলা-নির্গত স্বর শুনিয়া মৃথ
মৃচ্ কিয়া হাসিতে লাগিল। এ অপমান সহু করিতে না পারিয়া বনওয়ারীলাল
জপদ রাথিয়া দিপদ অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে প্রহার করিতে উন্তত হইলেন,
এমন সময়ে তাহারা দৌড়িয়া পিট্রান দিল। ক্রমে ক্রমে সকল সন্ধিগণ আসিয়া
উপস্থিত হইয়া বলিল, "আন্তে আজ্ঞাহউক গতিয়য়।" স্পতিবাক্যের স্রোতে বনওয়ারীর বদন হইতে হাসি ও জিহ্বার রস উদরোপরি লীলা করিতে লাগিল।
ক। "ভাল মহাশয়। আপনিতো সঙ্গীত শিথিয়াছেন, ইহার আদি কি ?"

বন। খবিরা ও গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। বেদ সঙ্গীতের স্বরে পঠিত হইত। গন্ধর্ববিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত। সঙ্গীতের নাম নাদবিদ্যা। নাদ শশু প্রকার স্বরে বিভক্ত; খরজ, রেথাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ জাধ্যাত্মিকা ৫২১

এঈ সপ্তব্যের তিন গ্রাম। উদারা নাভি হইতে, মুদারা গলা হইতে ও তারা মন্তক হইতে। বেদান্তে এই তিনের নাম উদাত্ত, অমুদান্ত ও স্বরিভ বলে।'

"তুই স্বরের ব্যবধানে স্থরতি, মূর্ছনা ও গমক। কোন গান এক স্থরে হয় না। ্র ক এক স্বরের আরোহি ও অবরোহি অর্থাৎ উধর্ব ও নিম্ন গমন আছে। এজন্ত তুই তিন ও চার ভাগের সীমা পর্যন্ত এক এক স্বর ঘাইতে পারে ও ঐ সীমা অতীত হইলে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। স্বরের কম্পনের নাম গমক ও এক স্বর হইতে অন্ত স্বরে গমনের নাম মূর্ছনা। তাল একটা আঘাত ও একটা বিরাম। নানা তাল লঘু গুরু নিয়মের দারা ধার্য হয়। মূর্ধণি হইতে স্বর ও আঘাতের উৎপত্তি। নাদ মুর্ধণি অতীত হইলে আত্মাতে লয় হয়। লয় অবস্থাতে নাদ নির্বাণ এবং রাগ ও তাল নাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারকদিগের নাম নারদ, তুমুক, হুহু ও ভরত। প্রাচীনমতে ছয় রাগ ;—শ্রী, বসস্ত, ভৈরব, পঞ্চম, टमच, नर्छनाताञ्चल । मठाच्छत्त त्राराज्य नाम—दिंदा, मानत्काय, हिन्नन, नीलक, ত্রী ও মেঘ। এক এক রাগের ছয়টী স্ত্রী। মুসলমান রাজাদিগের সময় সন্ধীত আলোচনা হয়। স্বর যাহা ধার্য হইয়াছিল অর্থাৎ সারগম তাহার কিছুমাত্র পরি-বর্তন হয় নাই। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক জন্মিয়াছিল —হরিদাস, তান্দেন, গোপালনায়েক, বওজুবাওরা, সদারং, মাদারং। সেই সময়ে অনেক নৃতন রাগিণী, নৃতন প্রকার গান ও নৃতন বাছষল্লের স্ষ্টি ∙হয়।"

ক। "আপনি কত রকম গা**ন** জানেন ?"

বন। 'ধির, জ্রপদ, থেয়াল, সোরবন্দ, তেরাণা, চতুরঙ্গ, পাচরং, সমরং, নক্সগুল, টিপ্পা, লাওনি, চিমতন, গজল, রেজা, রোবাই। ভারি ভারি তালও জানি ও সমত করিতে পারি। ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষ্মীতাল, পটতাল, স্থরফক্তা, চৌতাল, ছোট চৌতাল, ঝাঁপতাল, অক্তান্ত নীচেকার তাল বাজাতে পারি।"

ৰ্থ। "মহাশয় একটা গান।"

বন। (ম্লতান—মধ্যমান।) "গোকুল গাঁওকো কোশরারে"—এমন সময়ে তুই জন লোক দৌড়িয়া আদিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল—"মহাশয় গো! রাম-হিরিবাবুকে তীরস্থ করা গেল।" আ্যা—বলিদ্ কি ? বলিয়া সকলে আন্তে ব্যস্তে উঠিয়া বেগে চলিলেন।

জেগৎ অভূত। এই পূর্ণিমা—এই অমাবস্তা—এই আফ্লাদ, এই অনাফ্লাদ।

পঞ্দশ পরিচ্ছেদ

আবাদ্বিকার এক বিবির সহিত আলাপ ও ক্রেরভোয়েন্টশক্তি প্রকাশ। কাশীর প্রান্তভাগে এক রান্তা আছে, সেই রান্তা দিয়া জোয়ানপুরে যাওয়া যায়। একার ঘর্ঘরানি শব্দ নিরন্তর হইতেছে। সে স্থানের অনতিদ্রে একথানি স্থনিমিত আটিচালা, চতুদিকে আম ও স্থপারি গাছ। সম্মুথে একটা ঝিল, আটচালাতে এক বিবি থাকেন। তিনি পল্লীস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। সকলেই তাঁহার স্নেহের বশীভূত। বিবি ধর্মার্থে বালিকাদিগের জন্ত পরিশ্রম করিতেছেন। যে দকল বালিকা দরিদ্র, ভাহাদিগকে পড়ান ও বিশেষতঃ শিল্লকার্য শিথান, কারণ তাহারা নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে। যে দকল বালিকা মধ্যবর্তী লোকের কন্তা, তাহাদিগকে পুস্তক অধিক পড়াইতেন; ও তাহাদিগের মন নীতিগল্পে যাহাতে অভিনিবেশ হয় এমত ষত্ব করিতেন। অন্যান্য পরিবারস্থ স্তীলোকেরা আধ্যাত্মিকার কার্য তাঁহাকে শুনাইলে তিনি তাঁহার দহিত দাক্ষাৎ করিতে দাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন সময়ে গেলে ভালরপে সাক্ষাৎ হয়।" সকলে বলিল— "বৈকালে।" বিবি আসিতে আসিতে মনে করিতেছেন—কি অভুত! বাঞ্চালির মেয়ে পৌত্তলিক ধর্মে শিক্ষিত, পরোপকারে এত রত যে অসীম আয়াসে ও ব্যয়ে পরত্বঃধ বিমোচন করিতেছে। বৈকালে পিতামাতা ও কন্তা উভানে বদিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বিবি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে গাভোখান-পূর্বক বিবেকে সম্মান ও সমাদর করিলেন। অন্যান্ত বিষয় আলপনান্তরে বিবি আধ্যাত্মিকার মুখ দৃষ্টি করতঃ দেখিলেন, যে যদিও বদন স্থন্দর কিন্তু মানব-ভাবশ্যু—মনে করিতেছেন ইহার আআার আদর্শ ইহার বদন ; দৃখ্ও শান্ত ও বাণীও শান্ত। যেথানে এত দেবচিহ্ন সেথানে এ সামান্ত পৌতুলিক মেয়ে হইতে পারে না। বিবি বাঙ্গলা ভাষা ভাল জানিতেন ও দর্শনাদি শান্ত পড়িয়া-ছিলেন--জিজ্ঞাসা করিলেন,-- "ভগিনি ! আপনার শিক্ষা কিরপ হইয়াছে।" আধ্যাত্মিকা আত্মপরিচয় দিলেন—"আমার আদল শিক্ষা অন্তর হইতে—বাহ্ জ্ঞানকে ধ্যানের দ্বারা শৃক্ত করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ও এখনও পাইতেছি। পুস্তকাদি পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছুই পড়ি নাই। আপনার পরিচয় পাইতে বাদনা করি। আমি ইচ্ছা করিলে আপনার বুত্তান্ত সকল বলিতে পারি; কিছ আপন মুথে ভনিলে স্থী হইব।" বিবি বলিলেন, "আপনি অগ্রে বলুন, ষেটা ষথার্থ না হইবে, আমি তাহা সংশোধন করিব।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন—"স্কটলণ্ড দেশে হাল দাহেব নামক একজন দদাগর শাধ্যাত্মিকা : ৫২৩

ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে এক সাঁকো দিয়া অন্ত স্থানে আফ্রিনেন। ঐ পাঁকে। দিয়া একজন যুবতী ভদুক্তা আসিতেন। প্রতিদিন তাঁহাদিগের সাক্ষাং হ ওয়াতে আলাপ হইল, পরে প্রণয় জিন্সল, পরে বিবাহ হইল। বিবির নাম মেটিল্ডা, আপনি তাঁহাদিগের কন্তা। আপনাকে প্রসব করিয়া আপনার মাতা লোকান্তর গমন করিলেন। আপনার পিতা শোকে মগ্ন হইয়া অস্থিরত। প্রাপ্ হইলেন। বাণিজ্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে কর্মকার্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্মশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গির্জা, হাঁদপাতাল ও বিভাল্যের সাহায্যার্থে ও তুঃখী দরিদ্র লোকের তুঃখ বিমোচনার্থে অর্থ ব্যয় করিতেন ও পুনর্বার সংসার করিবার ইচ্ছা নির্বাণ করিলেন। অপনাকে ক্রোড়ে করিয়া স্লেহ করিতেন ও চক্ষে অশ্রু আদিলে অমনি মুখ ফিরাইতেন। আপনি ধোল বংদব বর:প্রাপ্ত হইলে একদিন আপনার পিতাকে জিজ্ঞানা করিলেন,—'বাবা। আমার কি মা নাই ?' আপনার পিতা খেদ সম্বরণ না করিতে পারিয়া হাত-ক্মাল চক্ষে দিয়া রোদন করিলেন ও তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেক বিবি আপনার পিতার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। কিছুকাল পরে আপনার পিতা প্রলোক গমন করিলেন ও আপনি তাঁহার সম্পত্তি পাইলেন। একাকিনী নিন্তরে আপনি ঈশ্বর উপাদনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুবক আপনাকে বিবাহ করিবার জন্ম চেষ্টান্বিত হইল, আপনি রূপবতী, গুণবতী ও ধনশালিনী, কিন্তু আপনি কোন স্থানে যাইতেন না ও কাহাকেও আহ্বান করিতেন না, স্বতরাং কেহই আপনার নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব করিতে সক্ষম হইল না। যেরপ এতদেশে বিধবা নারীরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাদ করে অর্থাৎ শরীর শোষণ, ইন্দ্রিয়াদি দমন ও আত্মার উন্নতি সাধন, সেইরূপ অভ্যাস আপনি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আপনার চিত্ত এই হইল যে, বিবাহ করিবার অপেক্ষা জীবন নিম্নাম ধর্ম অনুষ্ঠানে যাপন করিলে এখরিক আনন্দলাভ হয়। এই স্থির করিয়া আপনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া-ছেন। এক্ষণে ক্বাকের ক্রায় কর্ষণ করিতেছেন, ভগবান করুন আপনার অনন্তফল লাভ হউক।"

বিবি দাঁড়াইয়া আধ্যাত্মিকার মৃথচুখন ও তাঁহাকে আশ্রেষ করিয়া বলিলেন,—
"আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটা কথাও অসত্য নহে। আমাদিগের দেশে
এ বিহ্যা আছে তাহাকে সেকেও সাইট (Second Sight) বলে, কিন্তু আসনার
আত্মা অধিক উন্নত।" ছুই জনের অন্তর-অবস্থা ছুই জনে জিনিয়া একজনের
স্করপে কিন্তুৎকাল শাস্ত হুইয়া থাকিলেন। পরে তর্কালক্ষাক্র বিবিক্তে সহস্তে

বিকৈ স্বহন্তে

কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। বিবি বলিলেন,—"আমি যে এত সমাদর ও প্রেম পাইব তাহা প্রত্যাশা করি নাই। আমি জানিতাম আমরা মেচ্ছ জাতি, অম্পর্শীয়, এক্ষণে আশ্চর্য হইতেছি, কি আপনাদিগের উদারভাব!" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "প্রেম, হ্রদয়দম্বদ্ধীয়, জাতি সম্বন্ধীয় নহে।"

যোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা—সুশিক্ষিত যুবক ও পঞ্চায়েত।

যদিও রাগরাগিণী সময় অন্ত্রদারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্র করে।

বন ওয়ারী ভোজনাস্তে নিদ্রা না ষাইয়া কদস্বতলে তাকিয়া ঠেদান দিয়া "মিয়া মলা বি, না, তা, না" দারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি এক স্থরো, খরজে পূর্ণ। ছই এক মাগি জলের কলি লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আওয়াজ শুনিয়া দাস্থ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগেমেগে বলিলেন—"যাও তোমরা কি তামাদা পেলে ?"

ক্রমশঃ অন্যান্ত বাবুরা উপস্থিত হইলেন।

ক। কলেজে ও স্কুলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী পড়িতেছে, তাহারা তোতা পাথী অথবা টিয়ে পাখীর ন্তায় বাঁধা গৎ "রাধারুষ্ট বল" পড়িতেছে, কেটে ছিঁড়ে উঠ তে পারে না। মন্তিদ্ধতে যাহা পুরিত তাহাই কায়ক্লেশে বাহির করে। তাহা দিগের বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান শক্তি ও অন্যান্ত বৃত্তির চালনা অল্প ও ধর্মভাব দামান্ত, অনেকেই নান্তিক—অনেকে কমিটির মত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা আন্তিকতার বুদ্দি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্মভাব কোথায় ? অনেক স্থলে নাম মাত্র। এই ধর্মভাবের বিরহে পরিবারের উন্নতি হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহা অমুকরণীয়। অন্তর ভাবের উদ্দীপন অল্ল, বাহ্ন পরিচ্ছেদ ও বাহা প্রণালীর জন্ম অধিক আলোচনা। আর এক আক্ষেপের বিষয় এই সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সম্ভাবের অধিক অভাব। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিপদে পড়িলে কয়জন তাহার জন্মে কাতর হয় বা সাহায্য করে ১ এ বিষয়ে ইংরাঞ্জ জাতি ধন্য—এক-জন বিপদ বা ক্লেশে পতিত হইলে সমস্ত জাতি শুনিবামাত্র একমনা হইয়া তাহার সাহায্য করে। এতক্ষেশীয় লোকদিগের মধ্যে এন্থলে বরং অনেকে বিদেষ প্রকাশ করে। এ পিশাচভাব ধর্ম অস্থূশীলন অভাবে হইতেছে। পূর্বে স্বন্ধ্বনাব ও পর-হিতভাব অধিক ছিল। তাহা এক্ষণে কোথায় ? বাহ্য আড়ন্বরে অধিক অমুরাগ। পূর্বে সকলে গুরুজন ও প্রাচীনদিগকে অভিবাদন ও সম্মান করিত। একণে আধ্যাত্মিকা ৩২৫

ছোঁড়ারা এক নমস্বার ঠোকে—নমস্বার সমানে সমানে চলে। এটি অহংতত্ত্বের চিহ্ন।

প্রত্যেক গ্রামে পূর্বে পঞ্চায়েত ছিল। তাহারা গ্রামের সকল কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিত এবং তাহাদিগকে সকলে মাঞ করিত। কাহার অপকার করিব না, যাহা যথার্থ তাহাই করিব; এইভাবে সকলে যেন এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত। এক্ষণে কোন কোন স্থানে মিউনিসিপেলিটিতে পূর্বের প্রাত্তবং ভাব জলাঞ্জলি হইয়াছে। পরাক্রম পাইয়া পরক্ষার খোঁচাখুচি করে। ইহারা কি স্থাশিক্ষত ব্যক্তি?—তবে ধর্মভাব কোথায়? বোধ হয়, পর্বতের গুহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। শিক্ষাতে ধর্মভাবের বড় আবশুক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণীর সাংঘাতিক পীড়া।

তর্কালঙ্কার ন্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ, অর্ধ প্রাণ, অর্ধ আত্মা দেখিতেন। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। কন্তা দিবারাত্রি মাতার শধ্যার নিকট বসিয়া তাঁহার ভশ্রষা করিতেছেন। এদিকে বৈছদিগের প্রামর্শ, ঔষধির বিবেচনা ও রোণের মূহমূ হং গতি নির্ণয় করার ত্রুটি কিঞ্চিলাত ইইতেছে না। রোগ ক্রমশঃ বুদ্ধি, নাড়ীর হুর্বলতা ও খাদের প্রারম্ভ। স্বামী কাতর ও অন্তরে ত্ঃথে মন্থিত। কন্তা শান্ত ও সমাহিত; বৈছারা বলিলেন, "এক্ষণে তীরস্ত করি-বার সময় ;" কতা খট্ট উপরি মাতাকে শয়ন করাইয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন. পরে পিতার চরণের ধূলি তাঁহার মন্তকে দিয়া কপালে দিন্দুরের রেখা স্বহস্তে বিলেপন করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে সম্ভাষ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার স্ত্রী-জন্ম হয়, তো আপনার ন্তায় ভর্তা যেন পাই।'' ব্রাহ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া জীবনহীন পুতলিকার ভায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্তা খট্ট ধরিয়া দঙ্গে দঙ্গে চলিলেন ও বলিলেন, "লাজ ছডাইতে ছড়াইতে চল, মাতা দিব্যধামে গমন করিতেছেন। মণিকণিকার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন দিনমণি অস্তমিত হইতেছে, নানা বর্ণীয় আভা তাঁহার মাতার বদনোপরি পতিত—নয়ন উপ্রকৃষ্টিতে পূর্ণ, এমত যে চমংকার সূর্য-আভা অপেকা তাঁহার জননীর যে আত্মার আভা তাহা যথন চকু দিয়া বিনিৰ্গত হইল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ যোগীরা বলিল, "মাই! আননভও জননী জ্যোতির্লোকে গ্যায়া।" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া কলা পিতার হস্তধারণপূর্বক বাটীতে প্রত্যোগমন করিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া ত্হিতা পিতার নিকট জলযোগ আনিয়া দিলেন। পিতা বলিলেন,—"বৎস! তিন

চারি দিন তুমি দিবারাত্রি বদিয়াছিলে, মুখেতে এক ফোটা জলও দেও নাই; তুমি আহার করিলে আমি আহার করিব।" কলা বলিলেন, "আমি মাতৃহীনা, মাতার ঝণ কেহই কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারে না। এক্ষণে আপনিই মাতা, আপনিই পিতা। আপনি আহার করিলে আমি প্রসাধ পাইব।"

সে রাত্রি মাতার চিন্তায় যাপিত হইল, প্রভাত হয় হয় এমত সময়ে মাতা আসিয়া কলার মৃথচুম্বন করতঃ বলিতেছেন,—"বংদ! আমি উএম লোক পাইয়াছি— সে লোকে অনেক ধর্মপরায়ণা নারী ঈগরকে জীবনের জীবন করিয়া নব জীবন গলিনের মধ্যে এই পরিবারে হুর্ঘটনা ঘটিবে, আপন পিতাকে শান্ত রাখিও।" আধ্যাজ্মিকা স্বীয় আল্যা-আলোকের দারা যে ঘটনা ঘটবে তাহা অবগত হইয়া কৈবল্যাবস্থা অবল্যন করিয়া থাকিলেন।

বৈকালে বিবি আদিয়া ব্রাহ্মণীর জন্ম অনেক চুঃথ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। আধ্যাত্মিকা বলিলেন - "ভগিনি ৷ মন্তিফ অধীন অবস্থাতেই পাথিব ক্লেশ ও বৈকারিক যন্ত্রণা—মন্তিষাতীত অবস্থাই মনমনী অবস্থা—ঐ অবস্থা শিব অবস্থা, অভয়, অশোক, স্থুখ হৃঃখ সম, আশা নৈরাশ সম। ত্রিতাপ বা কোন তাপ থাকে না, অন্তর বাহির শান্ত-সমাহিত।" বিবির বদন এই উপদেশে উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাদা করিলেন – "গার্হস্থা, দামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কি কি উপযোগী কার্য ?" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "আমাদিগের উন্নতির অনন্ত সোপান। এক এক সোপানে আরু চ্ইলে অনন্ত উধ্ব গতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। গৃহ-আশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধাচার অভ্যাস করিলে আত্মার উন্নতি কিঞিৎ হইয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী, পিতাপুত্র, ছহিতা, পুত্রবধূ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেই প্রস্পর স্বেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অনেক স্থলে কেহ প্রবেদনায় পীড়িত হইয়া প্র-ম্পার আত্নকূল্য করে এবং এই অভ্যাদে কাহারও কাহারও চিত্ত এরপ উন্নত হয় ষে, দে অপরের জন্ম কাতর হইয়া থাকে। এই গার্হ স্থাভাব অন্তের প্রতি আনীত হইলে বিস্তীর্ণতা অথবা সামাজিক অবস্থা ধারণ করে; কিন্তু নানাত ও বছত প্রযুক্ত গৃহে ও সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার জন্ম নির্জনে বিশেষ অভ্যাদ ও আরাধনা চাই। যে দকল অভ্যাদে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, গৃহে ও সমাজে বন্ধ থাকিলে দে দকল অভ্যাদ হয় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে ব্ৰক্ষজান হয় না, অতএব আত্মতত্ত্ব দারা ব্রন্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জীবন দেই দিকে নিয়োগ করিতে হইবে। আশ্রম লক্ষ্য নহে ব্রহ্মজ্ঞান্ই লক্ষ্য।'' বিবি আনন্দচিত্তে विनाम लहेगा ठलिया शिटलन ।

অপ্তাদশ পরিচেচন

অশুভ সংবাদ।

কন্তা পিতার নিকট বাগানে বসিয়া রহিয়াছেন। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও পুরুষ, সার ও অসার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও অজড় এই সকল কথা লইয়া স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে হুই জন পাইক চীৎকার করতঃ দৌজিয়া আসিয়া বলিল, "মহাশয়! সর্বনাশ হইয়াছে।" তাহারা যে লিপি আনিয়াছিল তাহা তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে তাহার প্রত্যেক অক্ষর কন্তার অস্তর-গোচর হইল। বাহ্মণ লিপি পাঠ করিয়া সাভিশয় মান হইলেন। লিপির মর্ম এই েষ, "স্বনরবনের জমিদারী বানেতে প্লাবিত হইয়াছে। প্রজা সকলের গৃহ জল-মগ্ন, গরু সকল মরিয়া গিয়াছে, ফসল একেবারে নষ্ট ও একটী প্রাণীও জমিদারিতে নাই — দিনুকে যে কয়েক হাজার টাকা ছিল, তাহা ডাকাইতে অপহরণ করি-মাছে—যে সকল প্রহরী ছিল ভাহার। রুথিয়াছিল এজন্ম অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ করিয়াছে। আমরা এক বুক্ষের উপরে রহিয়াছিলাম, তিন দিনের পর দৈব-যোগে এক শাল্তি পাইয়া এক দোকানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।" আধ্যাত্মিকা একজন চাকরকে কহিলেন, "এই হুই জন পাইককে আহার ও

শ্বামা দেও।³³

তর্কালঙ্কার কন্তাকে বলিলেন, "বোধ হয় তোমার মাতা আমার লক্ষী ছিলেন। এতদিন পায়ের উপর পা দিয়া স্বীয় প্রতাপে ও প্রতিদিন সদাবত করিয়া কাটাইয়াছি, এক্ষণে ভল্রাপন ও বিষয়াদি বন্ধক দিতে হইবে। জমিদারির মাল-গুজারি মবলক টাকা ও জমিণারি হরত করিবার জন্ত অনেক টাকা চাই।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "পিতঃ ৷ আত্মার শান্তি রক্ষা করুন, অন্তর শান্ত থাকিলে বাহুপীড়ার ভয় নাই। আপুনি সাক্ষাৎ ঋষি—বাহু অতীত, ষিনি অন্তর্যামী অন্তরে শীতলতার জন্ম তাঁহাকে ধ্যান করুন।'' পিতা কন্মার মন্তকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও অচিরাৎ শান্তিলাভ করিলেন। আত্মা প্রবল থাকিলে বাহ্ প্রেরণা মন্তিঙ্কে অল্পকাল স্থায়ী হয়। পরে গৃহাদি বন্ধক দেওয়া হইল ও হাতকর্জা করিয়া জমিদারি চুরস্ত হইতে লাগিল

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

वषु भानत्याम ।

পৃথিবীতে তুই প্রকার লোক; এক প্রকার স্বর্গীয়, যাহারা পর বিপদ ও পর শম্পদে আত্ম-বিপদ ও আত্ম-সম্পদ জ্ঞান করে ও পরহিতার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করে; আর এক প্রকার নারকীয়—যাহারা অন্তের বিপদ আপনাদিগের সম্পদ জ্ঞান করে ও পরের অহিতার্থে নানাপ্রকার চেটা পায়, পর-প্রশংসায় জ্ঞানা উঠে ও পরনিন্দা অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, দোকানে ও বাজারে জনরব হইতে লাগিল, "হরদেব তর্কালঙ্কার গেলেন।" কেহ কহিতেছে, "যাবে না—জেতে বাম্ণ, ভিধারীর জাত, এত লম্বা চৌড়াই বা কেন? রোজ বাটীতে সদাব্রত,—তুই কেরে বাব্?" অন্য একজন বলিল, "খুব হয়েছে, বেটার একটা যোল বৎসরের মেয়ে, বিবাহ দিলে না, সেই পাপ এখনভোগ করছে।" একজন ভদলোক রোদন করিতে করিতে যাইতেছে, অন্য একজন আলাপী জিজ্ঞাসিল, "মহাশয় কি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন?" সে ব্যক্তি বলিলেন,—"হরদেবের বিপদেতেই আমার বিপদ। ঈশ্বর কক্ষন যে তিনি এ বিপদ হইতে মৃক্ত হউন। আমার হাতে অর্থ থাকিলে আমার সকল অর্থ তাঁহাকে দিতাম।"

মেঁয়েদিগের মধ্যেও এ বিষয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নৃপবালা। "এই শুনিয়াছিলাম বামুণের মেয়ে নাকি বড় যোগিনী—কৈ বাপকে রক্ষা কর্তে পার্লে না?"

রাজবালা। "যা বরাবর হচ্চে তাই ভাল, ছেলেবেলা যমপুকুর, দেঁজুতি, পঞ্মী ও অফান্ত ত্রত কিছুই কর্লে না। ওমা! বই পড়ে ও চোক বুঝ্লে কি হবে?" মনোরমা। "ওগো তোমরা দে মেয়েমাল্ল্যটীকে দেখ নাই, কেন মিছি মিছি বাক্চাতুরী কর্ছ? তাকে দেখলে পুণ্য হয় আর পাথিব শুভাশুভ কি কারো হাতে? তর্কালঙ্কারের তৃঃধের কথা শুনিয়া সমস্ত রাত্র কাঁদিয়াছি, পতিকে বলিলাম, আমার যে গহনা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া দেই সাধু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির তৃঃখ মোচনার্থে লইয়া যাও "

স্বামী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার নিকট হইতে তর্কালঙ্কার দান গ্রহণ করিবেন না।"

তিন বৎসর গত হইল, জমিদারির আয় বন্ধ। স্থিতিধন কিছু নাই। তৈজ্ঞদপ্র ও অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা ক্রমণঃ বিক্রয় হইল, কলদীর জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়। ব্যয় ক্লেশে নির্বাহ হইতে লাগিল। অক্তকে অয় বস্ত্র দেওয়া দ্রে থাকুক, আপনাদিগের দিন যাওয়া ভার। দিংহ পতিত না হইলে শৃগাল পদাঘাত করে না, পদস্থ ব্যক্তি অপদস্থ না হইলে, গঞ্জনাপাত্র হয় না। বাটা-বন্ধক ওয়ালা ও থতি পাওনা-ওয়ালারা আপন আপন টাকার জন্ম তর্কা-লক্ষারকে পীড়ন করিতে লাগিল। স্বত্রে তাঁহার মানি ও অধামিকতা ঘোষিত হইল। টাকা না দিতে পারাতে পাওনাওয়ালাদের মনে রাগ ও বেষ জরিল। তাঁহার নিকট কেহ কেহ আত্মীয়ভাবে এই দকল অপ্রিয় কথা বাক্ত করে। পিতা ও কক্সা তাহা শুনিয়া বলেন, "মদবিধি আত্মা প্রাকৃতিশৃত্য না হয়, তদবিধি তমদ্ অতীত হওয়া ষায় না, অতএব এই নিন্দা তুমি ষাহা বল ইহাকে আমরা চেতনা বলি। যাঁহারা আমাদিগকে এরপ নিন্দা ঘারা চেতনা দেন জগদীশ তাঁহাদিগের মঙ্গল কর্মন। এই পরীক্ষা হিতজনক।" একজন চিড্চিড়ে পাওনা-ওয়ালা অত্যান্ত পাওনাওয়ালাদিগের নিকট হইতে রাগ ও ঈর্বা সংগ্রহ করতঃ ফটাদ্ ফটাদ্ করিয়া উপস্থিত হইলেন। "কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খ্ব চলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্মের ছালা, আর একদিকে দিনে ডাকাতি! গলায়দড়ে জাতিই অস্তাজ। কিছু যে বল্ছ না?" পিতা ও কল্যা এই দকল নিন্দাতে আপন আপন আ্মার অশান্তভাব হয় কি না তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কঙ্কন বাহু ঝটিকার ঔষধি সহিষ্কৃতা।"

চিড়চিড়ে ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য হইল, অনেক গালমন্দ দিনাম তব্ও শাস্ত। একটু নরম হইয়া—"এক ছিলিম তামাক আনাও। মেয়ের বিয়ের কি কর্লে?" কন্তার দিকে চেয়ে "কেমন গো বে কর্তে ইচ্ছা হয় না ?" কন্তা, না রাম, না গকা—মৃত্ব হাস্তাবিত হইয়া থাকিলেন।

বলরাম আদিয়া উপস্থিত, বলরামবাব্র সহিত তর্কালঙ্কারের অতিশয় সৌহত ছিল, কেবল পাকপৈতার ভেদ। বলরাম তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক প্রকারে উপরত ও তাঁহার অনাটন শুনিয়া কিছু টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, দেই টাকা না পা ওয়াতে নানা লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন, তর্কালঙ্কার টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছে কাহাকেও দিবে না। মনেতে রাগের উগ্রতা জয়িয়াছিল, তাহা প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। পিতা ও কল্ঞা বায়ুশ্ল প্রদীপের লায় শান্ত হইয়া থাকিলেন। বলরাম বলিলেন, "এ জোয়াচুরির তুলনা নাই।" এই কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে হেমেক্রবাবু আদিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনাকে কথন দেখি নাই, আপনকার সচ্চরিত্র, সৎকার্য ও আপনার কল্ঞার দেবপ্রকৃতি শুনিয়া আপনাকে আমি গাঁচ হাজার টাকা কর্জ দিয়াছিলাম, আপনি যে এ টাকা দিতে পারেন এমত বোধ হয় না। আমার অতিশয় আননদ যে এ টাকা আপনার অভাব মোচনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাকে দেওয়া ও ঈশ্বরের কার্যে দেওয়া সমান। এক্ষণে আপনার থত আমি ছিঁ ডিয়া ফেলিতেছি," এই বলিয়া থত ফড্ ফড্ করিয়া ছিঁ ডিয়া ফেলিলেন। নিগ্রহ ও অন্তগ্রহ তুই

অবস্থাতেই পিতা কলা সমভাবে থাকিলেন। চিড়চিড়ে ও বলরাম কিঞ্চিং অল্যমনা হইলেন, কিঞ্চিং চৈতল পাইয়া বলিলেন, "তর্কালক্ষার ভাই। কিছু মনে করিও না কাষটা ভাল হয় নাই। এখন দেখিতেছি, যে পর্যস্ত মনুষ্ঠ লোভ, রাগ বা অল্য কোন রিপুঅধীন থাকে সে পর্যস্ত সে সকলই করিতে পারে। এই তর্কালঙ্কার দেবতাতুল্য মনুষ্ঠ—ইহাঁকে কি না বলিলাম, ছার টাকাই পৃথিবীর ঈশ্বর!"

বিংশ পরিচ্ছেদ

পিতার জমিদারিতে গমন—কন্সা কিরপ থাকিতেন।

বাটিকা অন্তপ্রহর বহে না, জোয়ার দিবারাত্রি থাকে না, বর্ষণ অবিশ্রান্ত হয় না। নিন্দা গেল, অপবাদ য়ানি কিয়ৎকাল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তেজোহীন হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার কল্যাকে বলিলেন—"মা যদিও এক্ষণে পাওনাওয়ালারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে তথাচ আমার কর্তব্য যে তাহাদিগের ঋণ যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্র পরিশোধ করি। একারণ আমি স্বয়ং জমিদারিতে যাইয়া আপন চক্ষে সব দেথিয়া অপর বয়য় নিবারণ করিতে চাহি।" কল্যা সম্মত হইলেন, যাওন-কালীন পিতা কিঞ্চিৎ ময় হইয়াছিলেন। কল্যা কহিলেন— "পিতঃ! আমি জানি আমি আপনকার অতিশয় স্বেহের পাত্রী কিন্তু আমার জল্য চিস্তিত হইবেন না। আমি ধ্যানযোগেতে সময় ক্ষেপণ করিব।"

ভর্কালক্ষার জমিদারিতে যাত্রা করিলে তাঁহার কন্তা পূর্বাপেক্ষা আরাধনা ও ধ্যানখোগ অধিক করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্থহীনা হইয়া ভাবিলেন, যে নিক্ষাম কার্য বিনা অর্থতেও হয়। শুদ্ধভাব নানা প্রকারে অভ্যাদিত হয়। শুদ্ধবাদনায় হয়—শুদ্ধ উপদেশে হয়—শুদ্ধ কার্যে হয়। যে দকল দরিপ্রলোক বাটীর নিকটে থাকিত তাহাদিগের কুটারে যাইয়া যাহার যে কার্যের আবশুক হইত তাহা করিতেন। কাহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন, কাহার কাপড় বিছানা দেলাই করিয়া দিতেন, কাহার কাপড় বিছানা দেলাই করিয়া দিতেন, কাহার শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন, রোদন করিলে মৃথচুষ্ঠনে ও ক্ষেহতে শাস্ত করাইতেন। সকলে বলিত, "মা লক্ষ্মী তোমার দেবস্থভাব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত।" অনাটন ও অর্থাভাব জন্ম চাকর দাসী দারবানেরা সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল। একজন প্রাচীনা দাসী যে আধ্যাত্মিকাকে জন্মাবিধি কোলে পিঠে করিয়া মান্ত্র্য করিয়াছিল সে বলিল—"মা। আমি তোমার নিক্ট হইতে কোথায় যাইতে পারি না, তুমি আমার সর্বন্থ।" এই বলিয়া আধ্যাত্মিকার গ্রারে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিক্টস্থ তুংখী দরিত্র লোক্দিগের গ্রীলোল

কেরা আধ্যাত্মিকার নিকটে দর্বনা আদিত — তাঁহার মৃথ দৃষ্টি করিলে তাহাদিগের দরিদতা দ্রে যাইত — তাহাদিগের তাপিত হৃদয় সান্থনা-বারিতে দিক্ত হইত। তাহারা বলিল — "মা! আমাদিগের বড় দৌ ভাগ্য যদি আপনার পাদপদ্মে হাত দিতে পারি, আপনার দেবা করিতে পারি।" আধ্যাত্মিকা কহিলেন, — "বাছা তোমরা নানা ক্রেশে আছ, আপন আপন পতিপুত্রের ও ভেলেপুলের কার্য কর। আমার দাদদাদীর প্রয়োজন নাই। দ্বিশ্ব আমাকে অন্তরে স্বাধীন করিয়াছেন, আমার আহার নিরাহার, নিদ্রা ও জাগরণ সমান।"

একবিংশ পরিচেছদ

তকালকারের কলিকাতায় ভলহরিবাবুর বাটীতে গমন।

তর্কালয়ার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে, এ আর দে কলিকাতা নহে,
নৃতন নৃতন রাস্তা, নৃতন নৃতন ঘাট, নৃতন নৃতন বাটী। অনেক প্রাচন বাটী ভয়।
আনেক নৃতন ইংরাজি রকমে নিমিত। সকল স্থানেই বিভার অন্থনীলন, ধর্মের
চর্চা। কেহ হিন্দুধর্মে আক্রমণ করিতেছে, কেহ প্রীপ্রীয়ান ধর্মের দোষারোপ
করিতেছে, কেহ রাজধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে। কেহ কোন বিভা ও
কোন ধর্মেতে মনোনিবেশ না করিয়া বোতলের জােরে একেবারে বুঁদ হইয়া
ব্যোমে উড্ডীয়ন করতঃ ভবনদী পার হইতেছে। তর্কালয়ার ভাবিতেছেন,
কোথায় যাই, সহরে থাকিতে গেলেই অনেক বায় অথচ কিছু সম্বল নাই। ভজহরিবাবু এককালে আমার বড় বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তথন আমি বিষয়াপয়
ছিলাম। যাহাহােক দেখা যাউক; পথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহে ভাই,
ভঙ্গহরিবাবুর বাটী কোথা ?" "আ্রাড্রা, ঐ যে ভাঙ্গা মন্দিরটি দেখিতেছেন, উহার
পশ্চিমে।" আত্রে আত্রে তর্কালয়ার আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি নাকে
চস্মা দিয়া পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন। নিকটে বাহ্মণ দেখিয়া জিঞ্জাসা করিলেন,
"আপনি কে ?" তর্কালয়ার উত্তর করিলেন, "আ্রাড্রা, আমার নাম অমৃক, আমার
ধাম বারাণসী।" নিরীক্ষণ করতঃ কহিলেন, "বোধ হয় আপনাকে চিনি।"

[&]quot; আজ্ঞা, আমি পরিচিত, একত্রে পড়া ও আপনকার সঙ্গে কিছু বিষয়কর্ম হইয়া-ছিল।" "আচ্ছা বস্থন, দব মঙ্গল তো ?"

[&]quot;আজ্ঞা, ভগবান যে অবস্থায় রাথেন তাহাই মঙ্গল।"

[&]quot;অত এখানে থাকা হবে তো ? তা হ'লে পাকশাকের উত্যোগ করুন। স্নান হয়েছে ?"—"আজ্ঞা, হাঁ।"

[&]quot;অরে হরে, ভট্চাজ্মহাশয়ের পাকশাকের জিনিস্ এনে দে।"

হরি। "বে আজা।"

কর্তা বাটীর ভিতর গমন করিলে, হরি চাকর আদিয়া বলিল,—"দেখিতেছি আপনি ঋযিতুল্য লোক আপনার থাত আমি কি আনিব, উপস্থিত আদ কুন্কে মোটা চাউল, মুটথানেক ডাউল, একটা বেগুন, একপলা তেল ও ছুথানা চেলা কাঠ। বাবু বড় ক্ষা, ভাঁড়ারের চাবি আপনার হত্তে, জিনিসপত্র মেপে লন ও মেপে দেন। সকলের আহার হইলে পাস্তা ভাতের হিসাব রাথেন। বাজার ষাপনি করেন, কাহারও প্রতি বিশ্বাদ নাই। পরিবারেরা ছেঁড়া কাপড় দেখালে নৃতন কাপড় পায়। হিসাবপত্র সব তুলটের কাগজে লেথা হয়। বাপ মার আদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে চুক্তি ফুরান। পূজা আহ্নিক, কিছুমাত্র নাই। ঈশবের নাম কথন লন না। তুর্গোৎসব বন্ধ করিতে পারেন না; কেবল পাঁড় শুসা, বরবটী কলাই, রস্কারা ও প্রারতে সারেন। ছেলেদের বলেন, 'যা রেখে গেল্ম পায়ের উপর পা দিয়া থাবে কিন্তু থবরদার থবরদার লোহার সিন্দুকের কাছ ছাড়া হইও না, ধন থাকিলে দব পাওয়া যায়।' আমি একটা কথা বলে যাই আমাকে যথন গলাযাত্রা করিবে রূপার ছঁকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, কারণ অন্তর্জনির গোলে চোরের পৌষমাস'।"

এই সকল শুনিয়া তর্কালঙ্কার শুর হইয়া থাকিলেন, ও রন্ধন না করিয়া এক পয়সার চিনি আনিয়া পানা করিয়া থাইলেন।

বৈকালে বাবু গদিতে শয়ন করিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র ফুঁক্তেন। তর্কালস্কার বিদায় লইলেন ও বাবু আলবোলার নল নাকের উপর ঠেকাইলেন। আপনা আপনি বলিতেছেন, "এ পাপ গেল বাঁচা গেল, থাকিলেই একটা দায়ে ফেলিত। ওর ভাঁয়োরে বুঝিয়াছিলাম, একটা দাও পেঁচ আছে।"

षाविश्म शहिरका

নির্মলবাবুর বদান্ততা ও তর্কালঙ্কারের জমিদারীতে গমন মৃত্যু।

তর্কালঙ্কার পথিমধ্যে ভাবিতেছেন, কোথায় যাই। বিমলবাব্র পুত্র নির্মলবাব্ শুনেছি বড় ধার্মিক, তাঁহার নিকট যাওয়া যাউক। নির্মলবাবু তর্কাল্জারকে দেথিবামাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন, ও বলিলেন,—

"'অগু মে সফলং জন্ম, অগু মে সফলা গতিঃ;' কি নিমিত্তে এ নরাধমের দেব-দর্শন হইল ?" তকালয়ার আপন বৃতান্ত আতুপ্রিক বলিলেন। নির্মল মৃগ্ধ হইয়া কাতরে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের কত টাকার প্রয়োজন ?" তর্কালকার অতিশন্ন কুন্তিত হইয়া বলিলেন,—"তুই হাজার আধ্যাত্মিকা . ৫৩৩

টাকা হইলে বোধ হয় কাৰ্য সমাহিত হইতে পারে।" নির্মল বাক্স থুলিয়া তৎক্ষণাৎ তৃইহাজার টাকা দিলেন ও বলিলেন,—"টাকা খণ জ্ঞান করিবেন না, যাহার উচ্চ চিত্ত তাহার নিকট জগৎ ঋণী। এ টাকা আমার নয়, ইহা আপনার, আরও টাকার প্রয়োজন যদি হয়, তবে আমাকে জানাইবেন। আপনাকে সাহায্য করিতে আমার অদীম আনন।" নির্মলবারর নিকটে তর্কালক্কার ক্বতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বিদায় লইয়া জমিদারীতে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, সমন্ত ভূমি ধু ধৃ করিতেছে, এক গাছি তৃণ নাই, বাঁধ বাঁধার লোক পাওয়া ভার, এক দিক্ বাঁধা হইতেছে, আবার ধন্ধিয়া যাইতেছে, দাদনও আগামি দিয়া প্রজা বিলি হইতেছে, তথাচ তাহারা আসিতে অনিচ্ছুক। কালেতে জমি উর্বরা ইইবে এক্ষণে গিরে থেকে থাজানা দিতে হইবে। জমি একবার ধনে গেলে ব্যাপক কালে সংশোধিত হয়। অস্থবিধাতে অনেক গোলঘোগ, অনেক ধর্মঘট, মন্দ বা**তাসই** প্রবল, ভাল বাতাস দিবার লোক অল্প। আজ যে নৃতন মণ্ডল হয় সে কাল ভেগে যায়। সকলে বলাবলি করে এক জায়গায় আছি সেথান হইতে কেন আসিব ? এ জমিতে ফদল করা কালঘাম ছুটবে। নায়েব বলিব,—"মহাশয় আমরা বলহীন যে জমি বিলি করিতে গেলে পঞ্চাশ জন উচ্চ পাটাসেলামি দিত, এক্ষণে সে জমি কাহাকেও গভাইতে পারি না। লোভপ্রদর্শন না করাইলে জমি বিলি হইবে না। এক্ষণে টাকা ছাড়ুন বা খাজনার বিবেচনা করুন, চুয়ের একটা না হইলে বিলির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত।" নায়েব আদেশ পাইয়া কার্য আরম্ভ করিল, ও বাঁধও মেরামত হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার অনাহারে লবণাক্ত জল থা ওয়াতে অত্যন্ত ক্লেশে ও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সেখানে বৈল নাই, স্বতরাং পীড়া বুদ্ধি হইল ও যথন তমু শীর্ণ হইল তথন আপন সুক্ষ শরীরের চক্ষু দিয়া আপন বনিতাকে দেখিতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্ৰণা তিরোহিত হইল, ও হই জনে যেন একত্রিত হইয়া ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শরীর হইতে আত্মা বান্দণীর সহিত মিলিত হইয়া ভবপার হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

তর্কালকারের মৃত্যুসংবাদ।

মৃত্যুসংবাদ তীরের ন্থায় বেগে গমন করে। মৃত্যুসংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। কাশীতে কেহ কেহ পত্তের দ্বারা এই সমাচার প্রাপ্ত হইল, ক্রমশং কন্থার কাণে উঠিল। কন্তা আপনু আত্ম-চক্ষুতে দেখিলেন বে, অমৃক তারিখে বেলা হুই প্রহরের সময় পিতাঠাকুর প্রাণভ্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহার বিয়োগের অগ্রে মাতা আসিয়া দক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পিতামাতা যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও দৃষ্ট হইল। পৃথিবীর অতি উচ্চ অবস্থা সে লোকের সহিত তুলনা হয়। এদিকে আধ্যাত্মিকার জন্ম অনেক স্বীলোক কাতর হইয়া আন্তে राट्य धारमान रहेन। किन्त आधारियका त्यमन्त्रिक नत्हन, प्रःथान्त्रिक नत्हन, শোকান্তিত নহেন; শান্তা, ধান্যুক্তা, আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন। স্কল স্ত্রীলোক মনে করিল, ইহাতে মানব-প্রকৃতি শৃন্ত, ইহার প্রকৃতি দেব-প্রকৃতি। শিবালয়ে, দেবালয়ে, টোলে, কার্যালয়ে, বৈঠকথানায়, দরিদ্র-কৃটীরে হাহাকার শব্দ হইতেছে। দকলেই বলিতেছে, "আহা এমত মহাত্মা দেখা যায় নাই, তাঁহার এত অসীম পুণা না হইলে এমত দেবভাবপূর্ণা কলা কেন হইবে ?" লোভাক্রান্ত হিংদাক্রান্ত ও ত্যোযুক্ত লোকেরা প্রকারান্তরে নিন্দা করিতেছেন —"হা, লোক ছিলেন ভাল বটে, কিন্তু বাহিরে যত ভিতরে সেরপ ছিলেন না। অনেককে ফাঁকি দিলেন কেন ধর্মের ছালা বাঁধলেই তো হয় না, কার্যে নাফ চাই।" একজন স্পাইবক্তা বলিল, "বে সকল লোক নারকী তাহারা নারকীয় চর্চা লইয়া কাল্যাপন করে। স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নিন্দা অবশুই করিবে। উদারচিত্ত ও যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্ম-দোষই শোধন করে—আত্ম-উন্নতিই সাধন করে, প্রশ্লানি করে না, প্র-ছিত্র অন্নুসন্ধান করে না। পাথিক ও জঘতা চিস্তা-অতীত ব্যক্তিরা দোষ দেখিলে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নিন্দাকরণের যথার্থ কারণ নির্ণয় করে। স্বর্গীয় লোক একপথে চলেন ও নারকীয় লোক আর এক পথ অবলম্বন করে।" একজন বলিল, "সে সব কেতাবি কথা, আমরা স্পাইবক্তা, আমরা দোষ গুণ বলি, আমরা কার খাতির করি না।" আর একজন বলিল, 'মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয়, এর পর কি ব্যক্তিচারদোষ ঘট্বে ?"

বিষ্ণিচন্দ্র চূড়ামণি বলিলেন, "অসার ব্যক্তিরা অসার কথা লইয়া কাল্যাপন করে। যাঁহারা সারত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা অসার ও পার্থিব অফুশীলন করেন না। ব্যর্থ অলীক প্রহিত ব্যতিরেকে প্রহানি-জনক কথা তাঁহাদিগের মুথ হইতে বাহির হয় না। এমন এমন লোক আছে, যে ধর্ম ও নাম অবলম্বন করতঃ বাহিরে উচ্চতা দেখাইয়া অন্তরের নরক প্রকাশ করে। অন্তুত জগং! মনের বিচিত্র গতি, মনমনী না হইলে ঘোর বিপদ। সংসার-অর্গবের ঝটিকার বেগ ধারণ কে করিতে পারে।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবির সহিত আস্ত্রনম্বন্ধীয় কথা।

আধ্যাত্মিকার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বিবি ছঃখিত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিলেন। বিবি অতি কাতরা, বাঙ্গে চক্ষু পূর্ণ, নয়নের নীর এক একবার উচ্ছেলিত হইতেছে। একটু সম্বরিয়া তিনি বলিলেন, "ভগিনি! তোমার ছঃখে আমি বড় ছঃখিতা হইয়াছি। মাতা গেলেন—পিতা গেলেন। এক একবার মনে হয়, বে তুমি বিবাহিতা হইলে স্বামীর মধুয়য় ক্ষেহে সান্তনা পাইতে। কিন্তু তুমি আমাদিগের দেশীয় ননদিগের * তাায় অপাথিব জীবন ধারণ করিয়াছ।"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "আপনার কাতরতা দেখিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে, যে যতপি আমার প্রিয়তমা সহোদরা থাকিতেন তাঁহার হৃদয় আপনার হৃদয় অপেক্ষা করুণভাবে বিগলিত হইত না। আপনি স্থামীর বিষয় যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে, স্থীলোকের সংস্থামী অমূল্য ধন; সম্পদে, বিপদে, তৃংথে স্থথে তৃই জনের একই প্রাণ, একই আত্মা, বিশেষতঃ ঈশ্বর-আরাধনায় তৃই চিত্ত এক শৃদ্ধলে বদ্ধ হইলে ঐ সাধনা উচ্চ প্রকারে সাধিত হয়; কিন্তু আত্মান লাভ হইলে কাহারও সঙ্গ আবশ্রুক হয় না। তথন আত্মা ধ্যানানন-অমূত্পান পূর্বক ব্রহ্মানন্দ উপতোগ করে। এ গার্হয়্য ও সামাজিক অবস্থার ব্রহ্মসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সঙ্গ আবশ্রুক হয় না।"

বিবি বলিলেন,—"দিদি আমি সে অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, এজন্ত দে আলোকরহিত হে জগদীখর ! এ আলোক রূপা করিয়া আমাকে প্রদান করন। আমাদিগের ধর্ম শাস্ত্রে লেখে যে ঈশ্বর যাহাকে ভালবাদেন, তাহাকেই আঘাত দেন; কারণ ঐ আঘাতে আঘাতিত ব্যক্তি সংশোধিত হয়।"

আধ্যাত্মিকা,—"একথাটি সত্য বটে। যে সকল আঘাতদণ্ড বিপদস্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা ঘৃঃখদায়ক বটে। কিন্তু ঐ ঘৃঃখতে চিত্তের উন্নতি ও ঈশ্বরজ্ঞানের বৃদ্ধি। যে পর্যন্ত আমরা মন্তিক্ষের অধীন সে পর্যন্ত স্থগত্বংথ আশা, নৈরাশ অবস্থা। মন্তিক-অতীত অর্থাৎ মনমনী অর্থাৎ আত্মরাজ্যে স্থায়ী হইলে 'অঘৃঃখং অস্থ্যং অশোকং অভ্যং'—কেবল একই ভাব—চিদানন্দরূপ 'শিবোহহং শিবোহহং'—বাহ্ অন্তর সকলই শিবময় বোধ হয়।" বিবি হুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ও আধ্যাত্মিকাকে বার বার চৃষ্ণন করিলেন।

^{*} যাহারা "রোমান ক্যাথলিক" ধর্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নন্নামে স্ত্রীলোকেরা আমরণ অবিবাহিত থাকে, তাহারা কেবল আরাধনা ও পরের হিতজনক কার্যে জীবন্যাপন করে।

পঞ্জিশ পরিচ্ছেদ

স্থীশিকা।

বিশেশবের মন্দিরের অনতিদ্রে একজন ভদ্রলোকের বাটী। প্রাতে একজন বৈরাগী গাতোখান করিবামাতেই ভৈরেঁ। রাগে এই গানটি গাইতেন,—

> "হর পঞ্চানন পিনাকপাণে হে, ত্রাহি ত্রাহি, এ অভাজন হে।"

অনেকেই তাহার স্থোত্র শুনিতে আকাজ্জিত হইয়া থাকিত। এই গানটি যেন ধর্ম চেতনার উদ্বোধক হইত। ঐ বাটীর গেহিণী অতি মিইভাষিণী, প্রণয়নী ও ধর্ম-অমুশীলন-আকাজ্মিণী। সন্ধ্যার পর পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ তাঁহার নিকট আসিত। অধিক রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া সদালাপে ও সং-চর্চায় আত্মোন্নতি করিত। এই অন্ধূশীলনের মূল আধ্যাত্মিকা। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে সে দর্বদা ভাবিত, এই রমণী দর্বপ্রকারে উচ্চ কিরূপে হইল। এ প্রসঙ্গ ঐ ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, গেহিণী বলিলেন, ''ইটি পূর্ব-জন্মের স্কৃতি। লেথাপড়া অনেকে শিথে বটে, কিন্তু লেথাপড়া শিথিলেই সর্ব-প্রকারে শ্রেষ্ঠ হয় না। পূর্বকালের দ্বীলোকদিগের চরিত্র স্মরণ কর। না, তাঁহারা উচ্চতার জন্ম বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকের পার্থিব বাসনা ছিল না, সাবিত্রী উপাথ্যান মনে কর। বোধ হয় তাঁহার তুল্য রমণী দেখা যায় না। বিধবা হইব, ভাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। শ্বন্তর হু:খী, স্বামী হু:খী, তাহা কিছুই নিবৃত্তির কারণ নহে—অমূল্য বস্তু ও অলক্ষার পরিভ্যাগ করিয়া বন্ধল পরিধান সামাগ্র জ্ঞান করিয়াছিলেন। একই চিত্ত, যাহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা-কেই বিবাহ করিব, তিনি জীবিত থাকিলেও পতি, মরিলেও পতি। ইল্রিয়-স্থথার্থে পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা পতিগ্রহণ করিতেন না। পতিগ্রহণের তাৎপর্য যে, পতিতে ঔপাধিক প্রেম ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া নিরুপাধিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ধারণ করিবে। ঐ পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য। কেবল লেখাপড়া শিখিলে তোতাপাথী অথবা রাধারুফ বল এই হয়। আধ্যাত্মিক শিক্ষা না হইলে শিক্ষা হয় না। কিন্তু সমাজার্থে শিক্ষা প্রয়োজন, এজন্ত দশ রকম শিখিতে হয়।" হেমলতা। "সে দশ রক্ম ল'য়ে আমরা কি করিব? আধ্যাত্মিকাকে দেখিয়া বোধ হয় বাহ্য চটক কিছুই চাহি না; সামাজিক নৈপুণা ইংরাজি-অমুকরণ। পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা সমাজে যাইতেন বটে, কিন্তু গৃহে তাঁহারা অধিক কার্য করিতেন। আমাদিগের পূজা আহ্নিকে অনেকক্ষণ যায়। সংসারের কার্য আছে, আয় ব্যয় দেখিতে হয়, বাটীতে কাহার রোগ হইলে তাহাকে ভশ্রষা করিতে

আধ্যাত্মিকা : ্ ০০১

হয়। পলীতে কাহার পীড়া, তুংথ ও শোক উপস্থিত হইলে তাহার তত্ত্ব লইতে হয়। আমরা সালঙ্গতা হইয়া সমাজে কথন ঘাইব ? স্বামী ব্রহ্মান্দরে আমাকে লইয়া ঘাইতে প্রতাব করিলেন। আমি বলিলাম, সমাজে ঘাওয়া অপেক্ষা ব্রহ্মান্দরে যাওয়া উত্তম বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকার শিক্ষা এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মান্দরে আত্মা, অতএব সেই মন্দির পাইবার জন্ম আমি নির্জনে উপাসনা করি। সাধক নানাশ্রেণীয়, আমি একাকিনী; অথবা পতির সহিত উপাসনা করিলে আনন্দ লাভ করি।"

প্রাবিতী। "কেন ভাই পতি যদি নানাস্থানে লইয়া যাইতে চান তবেঁ যাইব না কেন ? নৃতন নৃতন লোক, নৃতন নৃতন আলাপ ও অফুশীলন, নৃতন নৃতন দ্রুবা দেখা ও অফুসন্ধান করা, আপন বাক্যকে মিষ্ট করা, জ্ঞানকে উচ্চ করা—এ সব কিছুই নয় ?"

কুরক্ষনয়নী। "যে স্থানে গমন করিলে ভদ্র আলাপ ও চিত্তের উৎকর্ষ হয়, সেথানে যাওয়া বিধেয়; কিন্তু হটুগোলে যাওয়া উচিত নহে। কি জন্তু সময় বৃথা বাপন করিব। এইখানে যেরপ আমাদিগের আলাপ হইতেছে ইহাকেই সামাজিক কেন না বল? সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিকা ত সমাজে যান না। তিনি সামাজিক শিক্ষাতে কিছুই মন দেন নাই। যে শিক্ষা ও অভ্যাস তিনি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত সকল শিক্ষা। তিনি গৃহরুদ্ধ নহেন—যে মনে করে সে তাঁহার নিকট যাইতে পারে ও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থে ছোট বড় এত লোক গমন করে, যে তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন সমাজ হইতেছে।"

হেমলতা। "তাঁর কথা ছেড়ে দেও। তাঁহার একই লক্ষ্য—একই মতি, একই অভ্যাস, একই কার্য। যে জন পারলৌকিক অনন্ত সমাজ অহরহঃ চিন্তা করে, ও উচ্চ অশরীর আত্মার ল্ঞায় জীবন ধারণ করে, তাঁহাকে ঐহিক সমাজের চিন্তা করিতে হয় না। ঐহিক সমাজ আপনা আপনি তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে।"

পদ্মাবতী। "কিন্তু আমাদিগের তত উচ্চ অবস্থা হয় নাই, স্কৃতরাং আমাদিগকে পাঁচফুলে দাজি ও দশ কর্মান্বিত হইতে হইবে। আমাদিগের গৃহ চাই, সমাজ চাই ও পরকাল চাই।"

তেমলতা। "ওগো ঠাকরুণ। তুমি তৃই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে, এটি যে ভাই হয় না। আমাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধীয় না হইলে বাহু আড়ম্বরীয় শিক্ষা হইবে; কিন্তু সকলে ঈশ্বরকে সমভাবে চাহে না। যাহার। তাঁহাতে মগ্ন নহে ও যাহার। বাহু বিষয়ে ব্যাপৃত, তাহাদিগের জন্ত সমাজ না হইলে নিস্তার নাই। তাহারা দশ জনের সহিত আলাপ করিবে, দশ রকম জানিবে 🗢
দামাজিক আমোদ উপভোগ করিবে।"

কুরঙ্গনয়নী। "তাহাতে বিশেষ উপকার কি ? আমাদিগের ব্রত, নিয়ম, উপবাস ইন্ড্যাদিতে অনেক উপকার। এ দকল পরলোক-হিতার্থে কৃত হয়। মনে কর, তুটি ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটী শুভদায়িনী। একভাব—ঈশ্বরকে কিরপে পাব, কি অভ্যাদ করিব ও কি চিস্তা ও কার্য করিলে পরলোকে উধ্বর্গতি হইবে। আরু একভাব—শরীর ও পরিচ্ছদ স্থানর করিয়া সমাজে যাইয়া বাহজান ও দামাজিক নৈপুণা লাভ করিয়া সামাজিক আদর ও দামান পাইব। কিসে অধিক উপকার ?"

হেমলতা। "উপকার উদ্দেশ্য অনুসারে কাহার ইচ্ছা হইতে পারে, যে সমাজের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ সংস্করণ করিব। কাহার লক্ষ্য হইতে পারে, যে আমি আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করিব,তাহাতে নিদ্ধামভাবে যে উপকার করিতে পারি তাহা করিব। ইহার উপমা আধ্যাত্মিকা, উহার দ্বারা গৃহ, সমাজ জ্পসমন্ত দেশ উপকৃত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্বে ছিল ও এখনও তীর্থে, দেবালয়ে, অক্সের ভবনে গমন করিতে কেহ প্রতিরোধ করে না। যাহাদিগের সমাজের প্রতি মন তাহারা অবশ্রুই সামাজিক হইবে। যাহাদিগের ঈশ্বই সর্বস্থ, তাহারা ঐশ্বরিক কার্যে নিমগ্ন থাকিয়া গৃহ ও সমাজ অতীত হইবে, অথচ গৃহ জ্পমাজ উচ্জ্বল করিবে।

ষড়্বিংশ পারচেছদ

থগোলসম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরলোক।

পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রের মনোহর কান্তিতে পৃথিবী যেন স্নাত হইতেছে।
পবিত্র আভাতে দমন্ত জীব জন্ধ উৎদাহিত, ফ্রিত, নবজীবিত। এরপ
বাহ্য আকর্ষণে কাহার অন্তর উদোধন না হয়? আধ্যাত্মিকা একাকিনী বাটীর
ছাদের উপরে নভোমগুল দৃষ্টিপূর্বক মধুর চিন্তনে প্রফুলনয়নী হইয়া জ্রষ্টাতে
অন্তর আছতি প্রদান করিতেছেন। ইত্যবসরে কভিপয় প্রাচীনা ও নবীনা
আদিয়া উপন্থিত হইলেন। তিনি কাহাকে অভিবাদন, কাহাকে স্নেহ্যুক্ত
অভ্যর্থনা পুরঃসর সকলকে সমাদর করিলেন। সকলেরই চক্ষ্ চক্রের উপর।
বামাহদয় অপূর্ব দৃশ্য দরশনে ঝটিতি অভিভূত হয়। কুরঙ্গনয়নী বলিলেন
যে, "আকাশতত্ব আমরা কিছুই জানি না।" থঞ্জনগঞ্জনী বলিলেন, "এ প্রশ্ন

পারিলেন না, কেবল আমার নাম ল'য়ে বটকেরা করিলেন।" প্রাণ্ডোহিণী বলিলেন, "ও সব বাজে কথা যাউক। আমরা বাজে কথা ল'য়ে জীবনটা মিছামিছি কাটাই, কেবল ছেষাদেষি ঠেষাঠেষ। দিদি। খগোল বিষয়ে কিঞিং উপদেশ দিন।" आधाजिका विललन,—"आगि वर्किक्टि वाहा जानि जाहा বলি—বেদেতে ঈশ্বরকে "অনস্ত" বলে। বেদের এই প্রেরণা আত্মা হইতে উপলব্ধ। যাহারা আত্মতত্ত জানেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্তরূপে দেখেন। দ্বিরকে অনন্ত ও অসীমরূপে জানিবার জন্ম থগোলবিতা। বিশেষ উপকায়ী। এই পথিবীতে থাকিয়া আমরা কেবল পৃথিবী চিন্তা করি, অথচ পৃথিবীর নানা मम्म, नाना পर्वर, नाना नहीं, नाना खारीय लाक, नाना १७, भकी, कीरे. বুক্ষ, লতা আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি। পৃথিবীর সমন্ত বুত্তান্ত অগ্যাবধি কেহই জানেন না। অনেক দেশ ভূমিকম্পে অথবা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হুইয়াছে তাহার কিছুই চিহ্ন না থাকিতে পারে ও যদিও অনেক বিভার আবিদার হইয়াছে তথাচ পৃথিবী দল্পনীয় জেয় অভাপিও পূর্ণরূপে জানা হয় নাই। আমাদিগের পক্ষে পথিবী সম্পর্কীয় জ্ঞান গুরুতর জ্ঞান; কিন্তু অভাপিও অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই পৃথিবী নভোমগুলে কুমগুলবং। যে সূর্য দিনমানে আমরা দেখিতে পাই তাহার অধীন এই পৃথিবী। দৌরজগং-মধ্যবর্তী হইয়া ভূষ কভক-গুলি গ্রহ ও উপগ্রহ রক্ষা করিতেছে। যে গ্রহ স্থর্যের নিকট ভাহার নাম বুধ, তাহার পর ভুক্র, তাহার পর পৃথিবী, তাহার পর মলল, তাহার পর বুহস্পতি, তাহার পর শনি। এতহাতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য অচল, সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সচল ; ইহার। স্বীয় কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, হুক্রের চারি ও শনির দাত উপগ্রহ। কি চেতন কি অচেতন রাজ্যে ঈশ্বরের সকল কার্যই শুভদায়ক। পৃথিবীর বাৎসরিক পরিভ্রমণে ও স্থর্যের নিকট ও দূরবর্তী হওয়াতে শীত, গ্রীম, শরৎ ও বদস্ত ঋতু হইতেছে। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদৃক্ষিণে জোয়ার ও ভাঁটা হয়, কিন্তু ইহাতে স্থের তেজ পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পড়ে। ঋতুর পরিবর্তনে বায়ুর পরিবর্তন ও ভোয়ার ও ভাঁটাতে কৃষি ও বাণিজ্যের মহৎ উপকার। যথন পৃথিবী স্থর্য ও চন্দ্রের মধ্যে আদিয়া চক্রকে পূর্যজ্যোতিঃ হইতে অন্ধকার করে, তথন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চল পৃথিবী ও সুর্যের মধ্যে আসিলে সুর্যগ্রহণ হয়।"

চন্দ্ৰবদনী। "ভাল দিদি! রাশিচক্রটি কি ?"

আধ্যাত্মিকা। "সৌরজগৎ ব্যতিরেকে অসংখ্য নক্ষত্র আছে। একস্থান হইতে সকল নক্ষত্র দেখা যায় না এবং কোন নক্ষত্র একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্বার দৃষ্ট না হইতে পারে। পৃথিবীর গতি কখন স্থের উত্তর ও কখন স্থের দক্ষিণ;
এই জন্ম তুই করিত রেথা নির্মিত হইয়াছে। এক উত্তর অচল, এক দক্ষিণ
অচল। ঐ তুই রেথার অস্তর্গত ঘাদশ রাশি, মেষ, বুষ ইত্যাদি। পৃথিবীর যেরপ
গতি তাহা দেখিলে স্থের বিপরীত গতি বোধ হয়। পৃথিবী কন্যা রাশিতে
গমন করিলে, স্থা যেন মীন রাশিতে যান, কিন্তু বাস্তবিক স্থা অচল।
এতদেশীয় খগোলবেতারা উক্ত রাশিচক্রের অস্তর্গত কয়েকটি নক্ষত্রের নাম
দিয়েছেন, যথা—অশ্বিনী, তরণী, ক্বতিকা প্রভৃতি ২৭টি। একটি একটি ১ থেকে
১০০ নক্ষত্র সংযুক্ত।

"দূরবীক্ষণ হারা অনেক অচল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র ধুমবৎ, পরে ক্রমশঃ পরিষ্ঠাররূপে প্রকাশ হয়। কোন কোন নক্ষত্র যুগল, কোন কোন নক্ষত্র তিনটি চারিটি ও বহুরূপে প্রকাশ হয়। এক একটা নক্ষত্র সূর্যের কার্য করে অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ দারা আরুত ও স্বীয় জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। স্থর্গ অপেকা নক্ষত্রেরা বৃহৎ ও সূর্য গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি প্রাণিময়, প্রত্যেক নক্ষত্র জগৎ অর্থাৎ ঐ নক্ষত্র ও তাহার গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি তদ্ধপ প্রাণিময়। ষতই নক্ষত্র নিরীক্ষিত হয়, ততই নৃতন নৃতন নক্ষত্র অপরিষ্ঠার ও পরিষার রূপে আবিষ্ণত হইতেছে। যাহা চক্ষুর দ্বারা দ্বানা ছিল তাহা অপেক্ষা দূরবীক্ষণের দারা অধিক জানা হইয়াছে। দূরবীক্ষণের দূর দর্শন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে যত দূর ভদ্ধার। দৃষ্টি যাইতে পারে, তত দূর জানা যাইতেছে ও নক্ষত্তের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক জানা হইয়াছে; কিন্তু অনন্তদেবের অনন্তরাজ্য পৃথিবী হইতে জানা অসাধ্য। অশরীর আত্মারা ভ্রমণ করিয়া অন্ত পান না। দূরবীক্ষণ দারা আমরা কতদূর গমন করিতে পারি। সৃষ্টি অনন্ত—একের পর অন্ত, অসংখ্য ত্ব-অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব, পরা ও অপরা, জ্ঞান, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক প্রেমেতে বিভক্ত, নানা শ্রেণীয়—কিন্তু একই শুঝলায় সকলই বন্ধ, একই প্রেম-ভোরে নিয়োজিত। মতাস্তর, চিন্তান্তর হইতে পারে, কিন্তু একই পদার্থ, কেবল ত্ব শক্তির তারতম্য, অন্তর জীবন একই—একই মহা-শক্তির সকলেই গুণ-গান করিতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক কোণে থাকিয়া কেবল পাথিব ভাবনায় জীবন যাপন হইতেছে। স্থানাস্তরে ভ্রমণ করিলে ও নানা নৃতন দৃশ্য দেখিলে কাহার চিত্ত উন্নত না হয় ? কিন্তু যথন নভোমগুলের তারার উজ্জ্বলতা দেখি ও ধ্যান করি যে, তাহাদিগের সংখ্যা অসংখ্য ও স্ষ্টি অনস্ত ; তথন কাহার আত্মা অনন্তদেবে মগ্ন না হয় ? তিনি ঘেরপ সেইরপ তাঁহাকে ধ্যান করিলে তাঁহার দহিত জীবের দন্মিলন হয়।"

আধ্যাত্মিকা ৫৪১

লবঙ্গলতা। "যে সকল জগতের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি পৃথিবীর ভার নিমিত ?"

আধ্যাত্মিকা। "যে পর্যন্ত জানা যায় তাহাতে এইরূপ বোধ হয়, প্রকৃতি সর্বন্থানে একই প্রকার। প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভূত, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। পঞ্চ গুণের পঞ্চ গুণ। ক্ষিতি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজ হইতে রপ, বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শন্ধ। এই পঞ্চভূতের রূপান্তরে বাহ্য স্প্রে। মনঃ, অহঙ্কার ও বৃদ্ধি পঞ্চভূতের অন্তর্গত। এই অন্ত প্রকার প্রকৃতিতে মানব দেহ উৎপত্তি হয়। আত্মা—গন্ধ, রন, রূপ, স্পর্শ ও শন্ধ হইতে অতীত পদার্থ। অনেকে আত্মাতে ভৌতিক অথবা দত্ম, রঙ্গ ও তম অথবা বৈকারিক ভাব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এ ভ্রান্তি। আত্মা গুণাতীত, এ সকল মনের ধর্ম। আত্মা অভৌতিক ঐশ্বরিক পদার্থ।"

মৃত্হাসিনী। "তেজ ও শব্দ কি প্রমাণুযুক্ত অথবা ভৌতিক ?" আধ্যাত্মিকা। "তেজ ও শব্দ প্রমাণুযুক্ত। এই তুইয়েতেই অতি স্থল্ল প্রমাণু আছে।"*

थञ्जनगञ्जनो । "ভान पिनि, जीव मित्रिल कोथांश यात्र ?"

আধ্যাত্মিকা। "প্রকৃতি পরমাণুসংযুক্ত, আত্মা অপরমাণু। সকল নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ দৌর জগতের স্থায় আকাশ অন্তর্গত। আমাদিগের বোধ হয় আকাশ ও মেঘ এক, কিন্তু তাহা নহে। মেঘ কতদ্র যাইতে পারে কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হইতে পারে না। আকাশ ভৌতিক রাজ্যের সীমা। অপরমাণু আত্মা অপরমাণু আত্মারাজ্য ভৌতিক আকাশের অতীত রাজ্য। সুলদেহ ভৌতিক রাজ্যের অধীন, স্থল্ম অর্থাৎ তন্মাত্র দেহ অভৌতিক ও অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী। জীব মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে গমন করে ও ঐহিক মতি ও কার্যাত্মসারে তাহার উন্নতি হয়।

"কিম্বদন্তীহ সত্যেরং যা মতিঃ সাগতির্ভবেৎ।" অষ্টাবক্রসংহিতা।
কিন্তু জীব অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী হইয়া প্রমাণুষুক্ত রাজ্যে গমনাগমন ও
ভেদ করিতে পারে। অপরমাণু ও নিরাকার শক্তি প্রমাণু ও সাকার শক্তি
হইতে উচ্চ।"

এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে সকল অঙ্গনাগণ আধ্যাত্মিকার স্বর্গীয় বদন অবলোকন পূর্বক শিবময় ভাবেতে অশ্রুপূর্ণ হইয়া অন্তর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে চম্পকলতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"আহা ! ঈশ্বর ধ্যান কি শান্তিদায়ক, আমি পতিহারা হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করিলে চক্ষু বারিবর্ষণ করে ও অস্থিরতায় পূর্ণ হয়, মনে করিলাম দিদির কাছে গিয়া তুই দণ্ড কথা কহিলে আমার শোকের সাম্য হইবে। এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে যে, শোকতঃথের ঔষধি আছে ও শোকতঃথের কারণও আছে। দেখিতেছি শোকত্বঃথ বাহ্য ভাব গ্রাদ করিয়া অন্তর জীবনকে প্রকাশ করে। শোকেতে মগ্ন হইয়া আমার ফ্রয়ের কপাট উৎঘাটিত, কেবল পবিত্র চিস্তাতেই সান্তনা, তাহা'একণে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। দিদি। যদি দয়া করিয়া নিকটে কিছু-দিন রাথ তবে এই অনাথিনী কূল পায়। যে বিধবা পোদের মেয়েকে রাথিয়া-ছিলে দে এক্ষণে উচ্চভাবে পূর্ণ ও স্বীয় শোক ভগবানের পাদপন্নে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াতে।" আধ্যাত্মিক। তাঁহার গলদেশে হন্ত দিয়া মুগচুগন করতঃ বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে থাকিলে, আমি বড স্থুখী হইব। তুমি যে পতির জ্য পাগলিনী হইয়াছ দেই পতির দহিত দমিলিত হইতে পার, কিন্তু নিরস্তর माধনা চাই। ঈথরবানে মগ্র হইয়া স্থা শরীর উদ্দাপন করিতে হইবে। যথন নিরাকার পতিকে পাইবে তথন মৃত্যু ভয়ানক বোধ হইবে না—মৃত্যুতে আমা-দিগের নিরাকার রাজ্যে গমন। মৃত পতিলাভে উচ্চভাব লাভ হইবে ও বন্ধ-জ্ঞান লাভের সোপানে আরুত হইবে।"

চম্পকলতা। "তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হইরা থাকিব।' অন্তান্ত স্ত্রীলোকেরা বলিল, "মৃতপতির জন্ত বন্ধচর্য অন্তর্গন স্ত্রীর উর্জ্বগতি। সাধনায় কি না হয় ?''

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পশুপক্ষীর প্রতি দরা।

যে স্থানে পঞ্চপাগুবের মন্দির আছে তাহার নিকট চন্দ্রশেথরবাবুর বাটী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কক্যা। স্ত্রী, পুত্র কক্যাকে লইয়া দর্বদা এই ধর্ম উপদেশ দিতেন — "ঈশবের প্রতি অক্তব্রিম ভক্তি ও প্রেম অহরহ করিবে। মন্থ্যের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিবে। কাহার সহিত শক্রতা করিবে না ও যদি কেহ অপকার করে তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রেম পদার্থ ঐশ্বরিক পদার্থ, দর্বদাই এই দাবধান হইবে ধে ইহার নির্মনতার হ্রাদ না হয়; একারণ পশু পক্ষীর প্রতি দর্বদা দয়া করিবে। পূর্বকালে এদেশেতে পশু পক্ষীর প্রতি দয়া সর্বতো ভাবে প্রদিশিত হইত। সামবেদে ও মন্থ্যংহিতাতে পশু পক্ষীর প্রতি নির্মারতা দিবারণ জন্ত শাদন আছে। ক্বঞ্চ

আধাব্যিকা : ৩৪০

শ্বয়ং গোচারণ ও গোসেবা করিতেন; অত্যাপিও পশু পক্ষীর পান জন্ত জল প্রদত্ত হয়। অনেকে অতাবধি গোসেবা ও পশু পক্ষীর প্রতি যত্ন করেন।"

পুত্র। "কিন্তু ভারতবধীয় অনেক জাতি পশুপক্ষী মারিয়া ভোজন করে। অনেকে বুথা মাংস না থাইয়া কয়েকটি পশুকে বলিদান দিয়া ভাহার মাংস আহার করে।"

মাতা। "মাংসভোজন নিবারণ করা বড় কঠিন। মুসলমান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি মাংসাণী—মাংস না হইলে তাহাদিগের আহার হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈশ্বর প্রভৃতি শ্রেণীরা নিরামিষ ভোজন করে। ভীম্ম নিরামিষ থাইতেন। পাওবেরা আমিষে ভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা আমিষ থাইতেন। হরিবংশে কথিত আছে—'কৃষ্ণ ও তাঁহার পত্নীরা ও অক্যান্ত ষত্বংশীয় ব্যক্তিরা জলক্রীড়া করতঃ ভোজন করিতে বদিলেন। কৃষ্ণ, বলদেব, অর্জুন প্রভৃতি কতিপয় জনের জন্ত মাংস ও মত্য উপস্থিত ছিল এবং কেহ কেহ নিরামিষ দধি হয়্ম খাইলেন।' অতএব আমিষ নিবারিত হওয়া কঠিন। ঋষিরা যতিধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমিষ ভোজন করে না। বৌদ্ধ ও জৈনেরা স্থা অন্তের অথ্যে আহার করে কারণ অন্ধকার হইলে পাছে থাত্যের অথবা জলের সহিত কীট বা পতঙ্গ উদরম্ব হয়। বৈষ্ণব জৈন প্রভৃতি লোকেরা পশুহিংসায় এরূপ কাতর যে পশু ও পক্ষী প্রাচীন হইলে তাহাদিগকে মরণ পর্যন্ত এক স্থানে রাথিয়া দেয়। তাহারা হিংপ্রক পশু দেখিলেও তাহাকে মারে না ও গাত্রে মদা ডাঁদ বিদলে তাহার প্রতি হন্তনিক্ষেপ করে না।'

পুত্র। "অভুত দহিষ্ণুতা হইতে যে ধর্মভাবের বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি ?"

মাতা। "আমার বক্তব্য এই,—পশুমাংস ভক্ষণ বন্ধ কোন প্রকারে হইতে পারে না; কিন্তু পশুপক্ষীর প্রতি দয়া অভ্যাস করিবে। আমরা আপন আপন প্রেমপদার্থ উন্নতি করিয়া ঈশ্বরের সনিকেট হইতে পারি। অনেকে লোভবশতঃ আমোদবশতঃ অথবা অবিজ্ঞতাবশতঃ পশুপক্ষীকে ক্লেশ দেয়, কার্যেতে নির্দর্মতা অথবা পারলোকিকতার হানি হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র চেতনা নাই, কেবল এহিকভাবে ময়। এজন্ম পশুপক্ষীর প্রতি দয়া শৈশব কালাবিধি বালক-বালিকাদিগের অভ্যাস করা কর্তব্য।"

পুত্র। "পশুপক্ষী ও পতঙ্গদিগের কি জ্ঞান আছে?"

মাতা। "দাধারণ দংস্কার এই যে, তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান ও মাম্বের বিবেকজ্ঞান। স্বাভাবিক জ্ঞানকে ইংরাজীতে ইনষ্টিঙ্কু (Instinct) বলে, ইহার হাসবৃদ্ধি নাই। মহয়ের বে জ্ঞান তাহার নাম রিজন (Reason) এ জ্ঞান মার্জনা দারা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নিগৃঢ় অন্থসন্ধানে জ্ঞানা যাইতেছে যে, পশু প্রভৃতির কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান নহে; তাহারাও বিবেকশক্তি প্রকাশ করে। স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা তাহারা নীড় প্রস্তুত করে, আপনাদিগের ও শাবকদিগের রক্ষা করে, কোন্ স্থানে আহারীয় ও পানীয় পাইবে তাহা জ্ঞানে ও দেহ রক্ষার্থে যাহা কর্তব্য তাহা অবগত আছে; কিন্তু এত্ব্যতিরেকে তাহারা মন্ত্রের ন্থায় বিবেকশক্তি ও সদপ্তণ প্রকাশ করে।

"বিলাতে একটা কুকুর তাহার মনিবের নিকট হইতে এক পেন্স লইয়া এক কটির দোকানে যাইত। এক দিন কটিওয়ালা তাহাকে এক পোড়া বিস্কুট দিল। পরদিন কুকুর আর তাহার দোকানে না যাইয়া অন্য এক দোকান হইতে ভাল বিস্কুট আনিল। সে কেবল পেন্সটী কটিওয়ালার নিকট দিত।

"বিলাতে একটা ক্ষুদ্র কুকুর এক নদীতে পড়িয়া স্রোতের বেগে জলমগ্ন হইতে-ছিল। অন্ত একটা কুকুর আপন গতির বেগ ও স্রোতের বেগ বিবেচনা করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র কুকুরের অগ্রবর্তী হইয়া ও স্রোতের বেগ সামলাইয়া তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় আনিল। এইরূপ অন্তান্ত প্শুপক্ষীরও বিবেকশক্তির উদাহরণ অনেক আছে।

"পশুপক্ষীরা মন্তব্যের মুখের ভাবভিন্নমা ও বাক্য বিলক্ষণ বুরে ও শারীরিক ইন্ধিত অনবগত নহে। পগুপক্ষী স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ধ্বনির দ্বারা প্রকাশ করে। মধুমক্ষিকা, বোল্তা ও পিপীলিকা আপন আপন হুলের দ্বারা কার্য করে। কোন দ্বব্য এক পতন্ধ লইয়া যাইতে অপারক হইলে আপন স্বগণকে ডাকিয়া আনিয়া সে কার্য নির্বাহ করে। মধুমক্ষিকারা আপন আপন স্ববিধার জন্ম শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। একটা মধুমক্ষিকা রাণী স্বরূপ থাকে। কতকগুলি কর্মচারী—কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ চাক নির্মাণ করে, কেহ মধু আহরণ করে, কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ চাক রক্ষা করে। চাকের নিম্নে যে সকল মক্ষিকা থাকে ভাহার। অকর্মণ্য তাহাদিগের মধ্যে একজন রাণীর স্বামী হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই বৃদ্ধি ও বল প্রকাশ করে। অমর মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি ও শক্তি প্রকাশ করে। বোল্তারা দলবদ্ধ রূপে থাকে। এক চাকে বহু পিপীলিকা বাস করে, ও যথন তাহারা আহার অবেষণ অথবা নৃতন চাক জন্ম নৃতন মদলা আহরণ করিতে যায় তথন এক প্রহরী চাক রক্ষা করে। পিপীলিকারা ফৌজের স্থায় কার্য করে। তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতি আছে—কুচ করিবার নিয়্মমান্ত্রসারে ভাহারা চলে। ভাহারা ক্রিমকার্য জানে। কতকগুলি পিপীলিক। ভূমিকর্বণ করে,

আধ্যাত্মিকা . ৫৪৫

ও পরিন্ধার করে, যে শশু তাহাদিগের ভক্ষা তাহা বপন করে, প্রস্তুত হইলে কাটিয়া ভূমির নিম্নে রাথে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহারা তাহার গোর দেয়। গুবরিয়া পোকা পিশীলিকাদের বাদাতে থাকে ও তাহাদিগের সক্ষে দের।"

কতা। ''ভাল মা! পশু পক্ষীদিগের কি কোন সভা আছে ?''

মাতা। "স্বজনের বিপদে তাহারা একত্র হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করে। কথন কথন তাহারা পঞ্চায়েতের ন্যায় বিচার করে। কোন দাঁড়কাকে গুরুতর দোষ করিলে অস্থান্ত দাঁড়কাক একত্র হইয়া দোষীকে আঘাত করে। অস্থান্ত পক্ষীরা কোন কোন বিষয় বিবেচনা ও নিম্পত্তির জন্ম একত্রিত হয়।"

কন্তা। "মা। তুমি এত জান্লে কেমন করে ?"

মাতা। "বাছা। আমার জ্ঞান আধ্যত্মিকার সহবাসে। যথন যাই তথনই জ্ঞানের কথা, উচ্চ কথা তাঁহার নিকট শুনি। তাঁহার বাটাতে কত পুস্তক—ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও কোন্ পুস্তকে কি আছে তাহা জ্ঞ্ঞাসিত হইলেই বলিয়া দেন। আমি ঈশ্বরের ধ্যান করিবার অগ্রে তাঁহাকে চিস্তা করি, কারণ তাঁহা হইতেই আমার ঈশ্বরজ্ঞান।"

কতা। "মা। তুমি বল নিকামভাব না হইলে ঈশ্বজ্ঞান হয় না। ভাল পশু পক্ষীদিগের কি নিকামভাব আছে ?"

মাতা। "পূর্বে এই সংস্কার ছিল ধে, কেবল মন্থয় নিন্ধাম ধর্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে পশু পক্ষীদিগের নিন্ধামভাবের প্রমাণ পাওয়া ষাইতেছে। দেথ কুকুট হংসীকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাহার ডিম্বের উপর বিসিয়া তা দেয় এবং হংসীর শাবক রক্ষা করে। নিন্ধামভাব হইতেই পরোপকার পরের জন্ম ও ক্ষতিস্বীকার, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, ন্যায় অন্থায় প্রভেদ জ্ঞান, বিখাদ পালনও দয়া। এদকলই নিন্ধামভাবের শাখা ও পশুপক্ষীতে দৃষ্ট হয়।"

পুত্র। "মা! পশুপক্ষীরা যে এত উচ্চ আমি জানিতাম না। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, মহয়ের তায় তাহারা কি অমর ?"

মাতা। "বিশপ বটলরের মত যে, তাহারা অমর। বিবি সমরভিল আপন অভি-প্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন:—

'Since the atoms of matter are indestructible, as far as we know, it is difficult to belive that the spark, which gives to their union, life, memory, affection, intelligence and fidelity is evane-scent.

I can not belive that any creature was created for uncompensated misery; it would be contrary to the attribute of Gods mercy and justice.

I am sincerely happy to find that I am not the only believer in the immortality of the lower animals.'

Robert Southy, on the death of his spaniel, says-

'There is another world for all that live and move—a better one!'

"ধতদ্ব আমরা জানি প্রমাণ্ অবিনশ্বর বলিয়া আমরা বিশ্বাদ করিতে পারি না যে—যে শিথা সমযোগে তাহারা জীবন শ্বরণ শক্তি, স্নেহ, বৃদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বস্ততা লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষয়শীল। আমার কথনই বিশ্বাদ হয় না যে জীব কেবলই পরিণামে যন্ত্রণার জন্ম স্ত হইয়াছে, ইহা হইলে ঈশ্বের যে কুপা ও স্থবিচার তাহার বিপরীত হইবে। স্থথের বিষয় এই যে, পশুদিগের অমরত্বে কেবল আমি বিশ্বাদী এমত নহে।

রবার্ট সৌদি আপন কুকুরের মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন, দকল প্রাণী ঘাহারা এপানে জীবনধারণ করে ও গমনক্ষম তাহাদিগের জক্ত অক্ত আর এক উৎকৃষ্ট রাজ্য আছে।"

পুত্র। ''মা! আপনি যাহা উপসংহার করিলেন তাহা সাধারণ-অগ্রাগ্ন। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রাম্বসারে মন্থ্য, পশু বা পক্ষী হইয়া জন্মায়। কিন্তু পশুর আত্মা কি মন্থ্য হইতে পারে ১''

মাতা। "আত্মা চিন্মর পদার্থ; যত প্রকৃতির বিকার হইতে নিলিপ্ত ও শ্তা তত ইহার উরতি। মৃত্যুর পর কি গতি হইবে তাহা যিনি আত্মার ঈশর তিনিই জানেন। আত্মার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অম্পারে আমাদিগের অধঃ ও উর্জ্গতি।" ক্যা। "মা! বড় পরিষ্কাররূপে ব্যাইয়া দিলে তোমাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি।"

মা। "বাছা! আমি য়াহা জানি তাহা অতি অল্প। ঈশ্বরপরায়ণা আধ্যাত্মিকা আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার ন্থায় অনেক রমণী তাহার নিকটে গমন করে ও তিনি সকলকেই অকাতরে ও অক্লেশে, আনন্দে পূর্ণ হইয়া ঘত আলোক বিতরণ করিতে পারেন তাহা করেন। আহা কিবা মিট বাণী! কিবা সহিষ্কৃতা! এক কথা দশ বার জিজ্ঞাসা করিলে কিঞ্চিলাত্র বিরক্তি নাই বরং তাহার শাস্ত ভাবের বৃদ্ধি। যে যায়, তাঁহার সহিত ক্ষণ কাল সহবাস করে দে মনে করে এরূপ স্থীলোকের

আধ্যাত্মিকা ে 💮 🔞

সহিত সংসর্গই বর্গ। বিরলে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনে হয় সকল ত্যাগ করিয়া এমন অঙ্গনার পদতলে পড়িয়া থাকি। তাঁহাকে দেখিলে—তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ ম্পর্শ করিলে সমন্ত জীবন পবিত্র হয়। বোধ হয় অপরকে পবিত্রাণার্থে ঈশ্বর এইরূপ নারী হুজন করিয়াছেন।"

ক্যা। "আধ্যাত্মিকার নাকি একটি বিড়াল আছে?"

মাতা। "হাঁ! দে বিজ্লাটি তাঁহার কাছছাড়া হয় না। কথন কথন প্রেম দেথাই-বার জন্ম তাঁহার ক্রোড়ে শুয়ে থাকে। শুধু সেই বিজ্লাটি বলে নয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাহাকে যথন দেখেন তাহাকেই আহার ও জল দেন ও নিকটে আইলে আদর করেন।

"ৰস্ত সৰ্বানি ভূতান্তাত্মক্তেবান্ত্পশ্চতি। সৰ্বভূতেষু চাত্মনন্ত তেন বিজ্ঞুপ্সতে॥''—বাজসনেয়। "ধিনি প্ৰমাত্মাতেই স্কল বস্তৱ অবস্থিতি দেখেন এবং স্কল বস্ততে প্ৰমাত্মার স্তা উপল্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেই অবজ্ঞা করেন না।''

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চম্পকলতার যোগশিক্ষা।

চম্পকলতা। "দিদি। তুমি যথন ধ্যান কর আমি বদন নিরীক্ষণ করি। তোমার ম্থজ্যোতিঃ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। সেই অবস্থা স্থায়ী হইলে আমি স্থা হইব। ধ্যানে কিরূপে এত ফল দর্শে ?"

আধ্যাত্মিকা। "ধ্যানের কার্য বুঝিবার অগ্রে আমি আত্মতত্ম সংক্ষেপে বলি। মানব শরীরে আত্মা রহিয়াছে। আত্মার বলেতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য হইতেছে। শরীর পঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমপদার্থে নির্মিত, ও নানা অঙ্গে বিভক্ত। ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ ও অপ্ হইতে ক্ষিতি। এই পঞ্চ ভূতের আহুক্ল্যেও আত্মার বলেতে রূপ, রুস, গন্ধ, স্পর্ম ও শব্দ জ্ঞান হয়। অঙ্ক সকলের রচনা, কার্য ও পরস্পার সম্বন্ধ চিন্তা করিলে অভূত বোধ হয়। মন্তিক্ষের এক ভাগ খেত ও এক ভাগ পাংশু বর্ণ। থেতে ভাগের নাম স্নায়্ ও সেই বলদাতা। পাংশু ভাগের নাম পেশী, ইহাই স্নায়ুর অধীন হইয়া বল বিস্তার করে। গাক্ষয়ের ও অস্তঃকরণের পেশীকে হৈরপেশী বলে, কারণ জীবের বিনা ইচ্ছাত্তেই ইহারা কার্য করে। স্নায়্ মন্তিক্ষ হইতে অতি স্থন্ধ নাথাস্বরূপ শরীর ব্যাপক হইয়া পেশীর কর্তৃক ও মানসিক কার্য করে। স্নায়ুকেই মন বলে ও আত্মার পরিমিত শক্তি ধারণ করে।

মন্তিক্ষ হইতেই রূপ, রদ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। মন্তিক্দ হইতেই বাহজ্ঞান ও পরিমিত বিবেকশক্তি। মন্তিক্ষের স্বায়ুই দাকার শক্তির মূলক। স্বায়ুর বারা পরিমিত হিতাহিত জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও পরলোক জ্ঞান যত দূর হইতে পারে তাহা লব্ধ হয়। ইচ্ছাশক্তি স্বায়ুকে মূলক করিয়া যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিরই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। ইচ্ছাশক্তি দাকার অবস্থাতে অপরা ও নিরাকার অবস্থাতে পরা জ্ঞানদাতা, নিরাকার অবস্থাই আ্মার জ্বস্থা। নিরাকার অবস্থাই স্বামার প্রকাশ হয়। স্ক্র্ম শরীর আ্রার শরীর। দে শরীর ক্রমশঃ বিগত হয় ও বিগত হইলে জ্যোতিত্ব প্রাপ্ত হয়, দেই অবস্থাই দামাধি বা আ্রা অবস্থা। ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা অথবা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ঐ অবস্থাতে একত্রিত হইয়া জ্যোতিতে লয় হয়।"

চম্পকলতা। "দিদি। জীব কি এত উচ্চ হইতে পারে ? যাহ'ক্ তোমার উপদেশ শুনিয়া আমার শুদ্ধ হৃদয় যেন শাস্থিবারি পান করিতেছে। এক্ষণে বল দিদি কি উপায়ে শোকাতীত হইতে পারি ?"

আধ্যাত্মিকা। "যিনি আপনি নিরাকার জ্যোতিরূপ আত্মার আত্মান্বরূপে বিরা-জিত, তাঁহাকে ধ্যান করিলে শোক তঃখ ও ভয় থাকে না। সেই ধ্যানের আত্ম-কুল্য জন্ম যোগের আবশ্যক। যোগের দ্বারা ভৌতিক শরীর ও ভৌতিক মনের ক্রমশঃ নির্বাণ হইবে অর্থাৎ সাকার ধ্রুক্তি নিরাকার শক্তিতে বিলীন হইবে। বাঁহারা যোগশাস্ত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা এই উপদেশ দেন। আদন অনেক প্রকার আছে, কিন্তু পদ্মাসন অবলম্বন করতঃ অর্থাং এক পায়ের উপর অন্ত পা দিয়া ভানহত্তের অন্তুলি প্রসারণ করিয়া বাম গুলফে ও বামহত্তের অন্তুলি প্রসারণ করিয়া ডান গুলুফে সংস্থাপন করিয়া ঋজুকায়াতে বসিবে। পঞ্চ ভৌতিকের মধ্যে বায়ু প্রধান পদার্থ, কারণ বায়ুর অন্তিত্বেই জীবিত অবস্থা। এই বায়ু মূলাধার অবধি মন্তিক্ষের স্নায়ু যাহাকে উড্ডীয়ানক বলে সেই পর্যন্ত প্রাণায়াম দারা সংঘ্যন করিবে। প্রথমে বামনাসিকা অনুলি দার। বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে;—ইহাকে রেচক কহে। পরে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাদারা বায়ু পূরিবে ;—ইহাকে পূরক কহে। পরে হুই নাসিকা বন্ধ করিয়া যতক্ষণ বায়ু ধারণ করিতে পার করিবে;—ইহাকে কুন্তুক বলে। লঘু আহার, নিষাম চিন্তা ও নিষামরূপে কার্য করিবে, যিনি অমৃত্যয় ও আনন্দময় তাঁহাকেই পর্বদা ভাবিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাহার পাইবে অর্থাৎ তোমার বাহপ্রেরিত চিন্তা উদিত হইবে না, অন্তর ধারণার বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ নিরাকার শক্তির প্রাবল্য হেতু যতক্ষণ ঈশর ও তাঁহার অনন্ত কার্য ধ্যান

খাধ্যাত্মিকা (৪৯

করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা পারিবে। প্রথমে প্রথমে ধ্যান ও যোগে শ্রান্ত বোধ হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ আনন্দলাভ ও অন্তরজ্যোতিঃ লাভ করিবে। যথন শ্রান্ত বোধ হইবে তথন উপনিষদ কি অন্ত কোন ঈশর বিষয়ক পুত্তক পাঠ করিবে কিন্তু বাক্রের হারা উপাসনা করিবে বা ব্রহ্মসঙ্গীত পাঠ করিবে।

"ধ্যানের নাম অন্তর-যোগ ও প্রাণায়ামের নাম বহির-যোগ। ঘাহারা বদ্ধত্রয় ও থেচরী-মুদ্রা অভ্যাদ করে তাহারা এই ছই যোগকে একত্ত করে। অনেক অনেক যোগী এই যোগ করে। হঠ-যোগ অর্থাং নেতি, বন্তি, ধৌতি, লৌনি ও,তার্চক প্রভৃতির অভ্যাদে শরীর ও মন বশীভূত হয় ও এই জন্ত হঠ-রাজ্যোগের আমুক্লা করে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে হঠ-যোগের বুত্তান্ত পাইবে। কিন্তু আমি এক্ষণে যেরূপ উপদেশ দিলাম দেই অমুদারে অভ্যাদ কর। মাধকের এই লক্ষ্য হইবে যে নিরাকার শক্তির উদ্দীপনে হক্ষ্ম শরীর উদ্দীপ্ত হইবে। হক্ষ্ম শক্তি বা হক্ষ্ম শরীর ব্যতিরেকে আত্মতন্ত জানা যায় না। আত্মতন্ত না জানিলে ব্রন্ধজ্ঞান হয় না। হক্ষ্ম শক্তির অন্তিন্ত নানা প্রমাণে প্রতীয়মান। কেহ স্বপ্লেতে পায়, কেহ কের জন্মগ্রহির যাবার, কেহ কের জন্মগ্রহির যাবার, কেহ কেরভোয়েন্ট অবস্থাতে পায়। অনেক যোগীরা অনশন, ধ্যান ও আরাধনায় স্কুল শরীর হইতে ক্ষ্ম্ম শরীরে স্থায়ী হয়। এ অবস্থাতে শরীর মৃত্বের ও আত্মা সজীব।

"সর্বাদা আত্মচিন্তাচ সর্বাভূতময়ঃ সদা।

সর্বভ্তময়ে। নিতাং আধ্যাত্ম ইতি চোচ্যতে॥"—ব্রন্ধজানতন্ত্র।
"অতএব সুল শরীর স্থান্ধ শরীরে বিলীন না হইলে সাধক তাপাতীত হয় না।
যদবিধি আত্মা প্রকৃতি হইতে মৃক্ত না হয় তদবিধি ব্রন্ধানন্দ লব্ধ হয় না। আমাদিগের কর্তব্য এই যে অনস্তদেবের অনস্ত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ধ্যান
করতঃ ও তাঁহার অনস্ত, এইকি ও আধ্যাত্মিক জগতের অনস্ত, অদুত কার্য
চিন্তাতে নিরস্তর ময় হইয়া এই সাধনা করা, ও এই সাধনাকে আমাদিগের
দ্বীবনের আনন্দ ও সম্পদ স্বরূপ জ্ঞান করা। এই অভ্যাসেই অস্তর শীতলতা ও
অস্তরজ্যোতিঃ লাভ করিবে ও পাপ তাপ অস্তরে প্রবেশ করিবে না। ইহাকেই
প্রর্জম—ইহাকেই নির্বাণ—ইহাকেই মুক্তি—ইহাকেই শিবাবস্থা বলে। জগদীশ
তোমার শোক হরণ ও তোমাকে নবজীবন প্রদান করন।'

চম্পকলতা অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিকার পদতলে পড়িয়া রহিলেন। আধ্যাত্মিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন—''শাস্ত হও আনন্দলাভ অবশ্যই হইবে। যিনি প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-আশ্রয় লন তিনি শেই অম্ল্য ধন পান্য''

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার মৃত্যু ।

ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃত শক্তি। যত নিরাকার তত বলীয়ান। ইচ্ছাশক্তিতেই সতী তমুত্যাগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তিতেই ভীম্ম শরীর ত্যাগ করেন। ইচ্ছা-শক্তিতেই অসংখ্য ঋষিরা বপুঃ হইতে বিনিমুক্ত হয়েন ও পতিপ্রায়ণা নারীরা ভর্তার সহিত দগ্ধ হইতেন। আধ্যাত্মিকার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, একণে তাঁহার শ্রীর ত্যাগ করা শ্রেম:। এইরূপ বাসনা ক্রমশ: প্রবল হইলে তাঁহার আত্মা তত্ন হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুড়াইয়া যাইতে লাগিল ও অঙ্গ প্রতিদিন তৃষারবং হইল। প্রাচীনা কিন্ধরী এই সংবাদ তুই একজনকে দিলে প্রির সমন্ত অঙ্গনারা আবালবুদ্ধা কুলবতী কুলকস্তারা আসিয়া অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। একজন স্থবিজ্ঞ বৈছা আসিয়া বলিলেন,—"যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তীরস্থ করাই শ্রেয়: ।" প্রাচীনা দাদী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমার বাফ বিষয়ে মন দিতেন না। তিন দিবস হইল আমাকে বলিলেন. 'আমার মৃত্যু শীল্ল হইবে।' আমি বলিলাম, 'মা আমার মৃত্যু আগে হইবার কোন উপায় নাই ?' তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মৃত্যু হইবে। আমাকে তুমি গেরুয়া বস্ত্র পরাইয়া দিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে আমার খাটের আগে খই ফেলিয়া দিতে বলিবে।' ও মা সেই দিন বুঝি আজ।'' এই বলিয়া দাসী মূছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। কিছুকাল পরে গেরুয়া বদন পরাইয়া আধ্যাত্মিকার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। বৈদ্য বলিতেছেন, "বিলম্ব করিও না" তথন যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে থট্টোপরি শোঘাইয়া হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। খট্টের সমূথে যাহারা গমন করিতেন তাহারা লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে বিবি আদিয়া খট্ট ধরিয়া অম্থিরভাবে রোদন করিতে লাগিল। হিমালয়স্থ দেশ হইতে অশার্ক জগদানন্দ অমুজ সহিত আসিয়া রোদন করতঃ আধ্যাত্মিকার পদ্ধূলি মন্তকে দিয়া বলিলেন, "এই জীবনের সম্বল। মা তোমার আসামান্ত গুণ যেন আমার পরিবারে প্রেরিত হয়।"

দিনমণি অন্তমিত, আকাশ নব অলতে চিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ, খট্ট জাহ্নবীতীরে আনীত। খট্টবাহিকা ও অন্তান্ত অন্ধনারা চতুপ্পার্শ্বে দাড়াইয়া চক্ষুজল মৃছিতেছে ও বলিতেছে, "হে জগমাতা, জগদ্বিতা, জগৎ-হিতকারিণি। তোমার জন্ত সমস্ত লোকে ব্যাকুল। তুমি স্বীয় ছংথ ও স্বীয় স্থথ জন্ত জন্ম গ্রহণ কর নাই, তুমি পরহুংথ পরস্থুখ জন্ত জন্মিয়াছিলে। তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিয়াছ, তুমি যে প্রকারে জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি যে যে কার্য করিয়াছ তাহা চির্ম্মরণীয়

আধাত্মিকা ' ৫০১

রহিবে। তোমার ভায় নারী যেন জগতে জর্মিয়া নারীজাতিকে পবিত্র করে।
মাগো! তোমার চক্ষের চাউনি, তোমার ঈষদ্ধাশু দেগিলে ও ভোমার স্থমধূর
বাণী শুনিলে অপবিত্র লোক পবিত্র হইত। বেখারা আপন পাপ মোচনার্থে
তোমাকে দর্শন করিতে যাইত। যাহার প্রাণ, জীবন, হৃদয় ও আত্মা ব্রহ্মময়
তিনি ব্রহ্মজ্যাতিঃ বিতরণ করেন।"

ঘাটেতে কতিপয় বৈদান্তিক সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন নিকটে আদিয়া বলিলেন, "অম্পুণ্য রূপ, দেবমৃতি, মানবমৃতি নহে।"

আধ্যাত্মিকার আত্মা সহস্রার থেকে নয়নে চিরবিত্যংশ্বরূপ প্রকাশ হইল।
যাবতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল, বলিয়া উঠিল দেখ দেখ কি চমংকার মনোহর
মূতি! কোন্ চিত্রকর এ মৃথের চিত্র করিতে পারে? এ নয়নের সৌন্দর্য জগতে
কোন্ কবি এ মৃথের বর্ণন করিতে পারে? চিকিতের ন্তায় তাঁহার আত্মা জ্যোতি
স্বরূপ ব্রন্ধনোকে গমন করিল। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, হাহারবে শোকে নিমগ্র
থাকিলেন।

সংকার সময়ে একজন পরমহংস কতিপয় শিশু লইয়া বসিয়াছিলেন, এক দীর্ঘ নিশাস ত্যাগ করিলেন। শিশ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় চিন্তিত কেন ?" পরমহংস বলিলেন, "এই মহিলার মৃত্যু চমংকার। ইহার জন্ম, শিক্ষা, অভ্যাস, ধ্যান, কার্য ও স্থভাব স্থারণ করিলে আমার বোধ হয় যে আমি পৃথিবী হইতে স্থর্গে গমন করিয়াছি। নারদ, সনংকুমার, ষাজ্ঞবন্ধ্যা, স্থাইবাক্র, শুক প্রভৃতি মহিষারা যে উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন ইনিও সে উন্নতি পাইয়াছেন। ইহার একই ভাব ও একই লক্ষ্য।

"নানাভাবে মনোযস্ত তস্ত মোক্ষ ন লভ্যতে।" "ইহার যে উগ্র ধ্যান তাহাতে—

> ''পাপকর্ম সদা নষ্টং পুণাঞ্চাপি বিবর্দ্ধনং। ত্যজেৎ পুণ্যং ত্যজেৎ পাপং তম্মানু ক্ষময়োভবেৎ॥''

"এই মেয়েটির বাল্যবস্থাবধি নিষ্পাপ, নির্মল, নিষ্কাম স্বভাব; এজন্ম শারীরিক ও মানসিক বন্ধন শীপ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি শরীর ধারণ করিতেন বটে, কিন্তু আত্মাতেই সদা অমুরাগ, শক্র মিত্র সমভাব, আপন পরিবার ও অন্তের পরিবার সমভাব, সমস্ত জগতই সমভাব, পশু পক্ষীর প্রতি সমভাব, প্রকৃতি নির্লিপ্ত, নিরুপাধিক, শিবময়। দেখিলাম তাঁহার আত্মা পরলোকে গমন করিল, তাঁহাকে সকল দেবতা অভিবাদন করিলেন—'আ! তোমার আবির্ভাবে আমা-দিগের স্থেপর বুদ্ধি।' সকল দেবীরা তাঁহার মৃথচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করতঃ

ভদপ্রেমের শৃষ্থলায়; ভদ্দশৃহা ও ভদ্দকার্যে নিযুক্ত হইতেছেন। এখানে ও পরলোকে প্রকৃতি সংযুক্ত অনেকে থাকেন। প্রকৃতির তমস বিনাশ হইলে আত্মার আলোক প্রকাশ হয়। প্রকৃতি নানা শ্রেণীয়, যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল তখনই সেই কার্য। প্রকৃতি প্রবৃত্তি, আত্মা নিবৃত্তি, এই হেতু অন্তর আলোক। এই জন্ম এই আরাধনা "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" যে সাধক জ্যোতিঃ লইয়া পরলোকে গমন করে, তাহারই স্বর্গলাভ, তাহারই ঈশ্বরলাভ। ধন্ম আধ্যাত্মিকা। ধন্ম তাহার ঈশ্বরলাভ। ধন্ম বাধ্যাত্মিকা। ধন্ম তাহার ঈশ্বরলাভ। ধন্ম হইবে।"

কৈবলাং প্রশ্নং শিবং। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

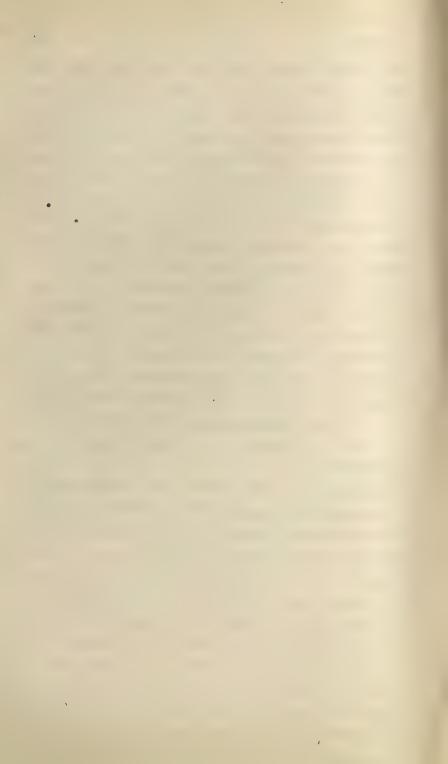
বাটী দথল লওয়া।

যাহার নিকট তর্কালঙ্কারের বাটা বন্ধক ছিল, সে আদালতের ডিক্রী পাইয়া, আদালতের লোক সহিত দখল লইতে আদিল। ডিক্রীদার ধনমদে মত্ত, কেবল সোর গোল করিতেছেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ভোমকক্সা, চম্পকলতা ও প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাটীর চতুদিকস্থ প্রজারা কি স্বী, কি পুরুষ, কি শিশু সকলেই আইল। পল্লীস্থ ষাবতীয় লোক हारा गरम जिम्रा পড़िन। महिनांशन चीय चीय हान हरेरा ज्यन निया অশ্রুজন বিযোচন করতঃ করুণভাবে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ভিক্রীদার এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছে ও বলিতেছে,—"বিট্লে বাম্ণ আমার অনেক টাকা মাটি কর্লে। তাহার ধর্ম দেখে টাকা দিয়াছিলাম, বাটী দেখে দিই নাই। তাহার যেমন কার্য তেম্নি ফল দিব,—এ বাটী ভাঙ্গিয়া শ্যার চরাইব, পাজি অধার্মিক বামুণ।'' একজন স্পাষ্টবক্তা বলিল, "এতে ডিক্রীদার! বিষয়ানন্দে মত হইও না, অহকার ত্যাগ কর; টাকা না দিতে পারিলেই ঝণী অধার্মিক, কিন্ত পূর্বাপর স্মরণ করিলে দেখিবে যে বিষয় অস্থায়ী। কত কত দেশ, কত কত নগর, কত কত পুরী সমুদ্রের বারা, বা নদীর বারা, বা পৃথিবীর বারা গ্রাদিত হইয়াছে। হস্তীনাপুর যেথানে কুফবংশীয় রাজারা শৌর্ঘবীর্ঘবলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কোথায় ? যেথানে রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর রাজা একত্র করিয়া রাজস্ম ষজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহ। এক্ষণে কোথায় ? স্থ্য-ৰংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যাপ্রীই বা কোথায় ? ষত্বংশীয়দিগের অদীম ঐশ্বর্ধ-সম্পূর্ণ পুরীই বা কোথায় ? অনেক অনেক উচ্চপর্বত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কালের

আধ্যাত্মিকা ৫৫৩

গ্রাস কেহ এডাইতে পারে না, কালই বলবান ও যিনি অকাল তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য।" ডিক্রীদার এই সকল কথা ভনিয়া ভর হইয়া থাকিলেন। ক্ষণেককাল পরে প্রজাদিগকে জিজাসা করিলেন, 'ভোমরা কি হারে থাজনা দিতে ?" তাহারা বলিল,—"আমরা থাজনা কখন দিই নাই,—তিনি আমা-দেগের খাওয়া পরা সর্বদা দিতেন, ও আপন বাটীতে প্রায় প্রতিদিন খাওয়া-ইতেন।" ডিক্রীদার বলিতে লাগিলেন,—"মান্ত্রটা ধার্মিক ছিল বটে, কিন্তু বোকা, বেহিসিবি না হ'লে ঢাকের কড়িতে মনদা বিক্রী কেন হবে ? যা হউক বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিতে হইবে।" তিনি চলিলেন ও তাঁহার দক্ষে অন্তান্ত লোকেও চলিল। সমূথে দালান খেত প্রস্তুরে নিমিত, দেওয়ালের উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত "কৈবল্যং পরমং শিবম।" দালানের দক্ষিণে একটা লম্বা ঘর তাহার ভিতরে পিঞ্জরে নানাপ্রকার পক্ষী, লোক দেখিবামাত্র রব করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বোধ হইল আধ্যাত্মিকা আহার দিতে আদিয়াছেন, কিন্তু সে মধুর হাস্তবদন কোথায় ? দোতালার এক ঘরে একথানি চিত্র রহিয়াছে, তাহা দেথিবামাত্রেই কে না চমৎকৃত হয় ? ছবিতে এক ঋষি বিদিয়া রহিয়াছেন, নয়ন ও হত্ত খেচরী মূলায় সংযুক্ত, বামদিকে ঋষিপত্নী উড্ডীয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত,— শান্ত ও সমাহিত। দক্ষিণে কন্তা সমাধি-জ্যোতিতে পূর্ণ। দর্শকেরা বলিল,— "অনেক মূতি ও ছবি দেখিয়াছি; কিন্তু এ দেবমূতি দেখিলে প্রাণ শীতল হয়, পাপ তাপ দূরে যায়, ইহার নাম কি আধ্যাত্মিকা ?" এই বলিবামাত্র সকলে বোদন করিয়া উঠিল।

বাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারা শরীর ত্যাগকরিলেও আমাদিগের নেত্রবারি ও হৃদয়ের শুদ্ধভাবের হারা মৃহ্মৃহঃপুনজীবিত ও পৃজিত হয়েন। সকাম সাকার ও নিক্ষাম নিরাকার এই পরিষারক্ষপে ব্রিয়া জীবনের কার্য কর। এ জীবন জীবন নহে, যে জীবনে ব্দ্ধলাভ, সেই জীবনই জীবন।



वाप्रालािंगी



PREFACE

The want of suitable works for the fair sex of Bengal induced me to write several books from time to time. The first work I brought out was Alaler Gharer Dulal, which was very favorably received both by men and women. This was followed by a satirical work on Drinking and Caste. But for the females of Bengal, whom I wished to see elevated, I wrote hamaranjika, The Revd. Dr. Baneajea says 'It is the very sort of third to put into the hands of female pupils, the language having the rare excellency of being free from the bombastic on the one hand, and vulgarity on the other; and the subjects being calculated to furnish the mind with useful information and to impart a healthy tone to the thinking powers. Some extracts from it may be advantageously taken for the Bengal Entrance Course of the University, for our young men may also benefit by the reading of the books as well as our young women." The next work I wrote is Jatkinchit. The Friend of India for 1869 reviewed it favorably. My next work was Abhedi, written in the form of a novel, which was also favorably received. My next attempt was the publication of a work, viz., Etaddesiya Strilokdiger Purvavastha, or the "Condition and Cult re of Hindu Females in Ancient Times," containing biographical notice of exemplary females. This was followed by the Adhyatmika, a spiritual novel, which was also received very favorably by the fair sex. Encouraged by the kind reception of these works, I submitted several of them to Mr. A. W. Croft, Director of Public Instruction, in view to their being introduced into the female schools. On the 21 st July 1880, he was pleased to write to me as follows: —"I have had your books duly examined. They are very excellent light literature and may do well as prizes; but they do not fit in with any of our standards." I find there are six standards. The books read are I believe-Kathamala, Vastuvichar, Susilar Upakhyan, Sitar Banabas, Navanari, Barnabodh (Part II), Nitibodh, Charitavali and Althyanmanjari. After the progress generally in our female education it is a matter for consideration whether education in schools should be confined to the reading of the above works. It is very necessary that Hindu girls should acquire a correct knowledge of their duties as daughters, wives and mothers, and above all, their duty to God, the love for whom should be instilled from childhood. They should also possess correct ideas on sanitation and know how to bring up children properly.

I have therefore written the present work, which is purely a moral tale, leaving out all particular religious ideas, and showing the value of sanitation and the proper way of bringing up children, which cannot be taught unless the girls receive a sound moral education. The plot of the tale is that an educated Hindu is bleassed with an excellent wife, with whom he considered it a sacred duty to educate his daughter and son. He leaves his family and goes to England to qualify himself for the bar. From England he gives a description of English life, a brief account of the remarkable places there, of

the English home and its management, how female education is carried on there, and the different humane and philanthropic works in which English ladies are engaged. It is also shown that while Hindu ladies are devoted to spiritualism, austerity and charity, English ladies, besides possessing many excellencies, distinguish themselves as active benefactresses, as healers of the suffering, reclaimers of the fallen, educators of the convicts, and ameliorating agents of the helpless and ragged children. Although humanity 'to the brute creation is practised in every Hindu family, yet it is of the utmost importance that compassion for the helpless animals and birds should be developed in every Hindu boy and girl and made a part of their education. This virtue is encouraged by English ladies who, as members of families or of organized bodies, show humanity to the brute creation. The hero comes back. The heroine is joined by a devout lady and her excellent daughter. These ladies and the hero's daughter are engaged in works of love and charity, in the education of their sex, in visiting the poor and helpless without distinction of casto, in amoliorating their material condition and in showing motherly and sisterly feeling towards them. The tale concludes with the marriage of the two young ladies with their full consent and at proper age.

The proofs were submitted to Mrs. Monmohini Wheeler, Inspectross of Government Female Schools in Bengal, to whom I feel much indebted for her several valuable suggestions, and her opinion of this work is subjoined,—"I have read the *Banatosleini*, and think it a nice story. It will be interesting, and I may say, instructive to the girls and zenana ladies of this country."

यामा (णिसिनी

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণনগরের প্রান্তভাগে গোপালচন্দ্র দেব বাদ করিতেন। তিনি কায়স্থ,সংকলোম্ভব ও উচ্চচরিত্র ছিলেন। দেশের প্রথামুদারে অল্প বয়দে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু পত্নীকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্মপত্নী করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষে সর্বদা একত্র হইয়া কিরূপে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ হইতে পারে সর্বদা এই চিন্তা করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের এক ক্যা ও এক পুত্র হইল। বাটীর নিকটে কতকগুলি গোয়ালা বাস করিত। গরুর গোবর পচাইয়া তাহারা ক্বফদিগকে বিক্রয় করিত, তাহাতে সমস্ত পল্লীর বায়ু হুর্গন্ধে দূবিত হইত। যে স্থলে হউক, বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অতিশয় প্রয়োজনীয়। যে স্থানে বায়ুর বিশুদ্ধতা না হয় সে স্থানে পীড়ার প্রারম্ভ। যাহারা নিশ্বাসের ঘারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করে তাহারাই পীড়িত হয়। বাটীর থিড় কির নিকট একটা পুন্ধরিণী ছিল, তাহা গভীররূপে খনিত হয় নাই, জল সর্বদা পানায় পূর্ণ থাকিত ও ঐ জল যাহার। পান করিত তাহাদের অজীর্ণ রোগ হইত। গোপাল স্বাস্থ্যরক্ষা কিরুপে হয়, তাহা অবগত ছিলেন। কিন্ধ পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রতি মায়াপূর্ণ হইয়া ভদাসন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিবারের মধ্যে দর্বদাই পীড়া হইত, বৈত্য ডাক্তার সর্বদাই আসিতেছেন, একটা না একটা রোগ লেগে রহিয়াছে, নৈতুষ্ মরে না। গোপালের ভার্যা বড় গুণবতী,—ভর্তাকে কহিলেন, দেখিতেছি আপনার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। চিকিৎসাতে যে ব্যয় হইতেছে তাহা সন্তানাদির শিক্ষার্থে হইলে উপকার হইত, অতএব যাহা শ্রেয়ঃ হয় তাহা আপনি করুন। গোপাল ভার্যার কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্তব্য। রমাপার্কের নিকট ভূমি উচ্চ, বায়ু বিশুদ্ধ, বারি নির্মল, ঐ স্থানে স্বপরিবার লইয়া উঠিয়া গেলেন। আদিবার কালীন পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আদিয়া বলিতে লাগিল, এ কার্য কেহ কি করে ? ভ্রদাসন ছেড়ে কে উঠিয়া ঘায় ? পলাইয়া গেলে কি রোগ ছাড়বে ? গোপাল বাবুর স্ত্রী অবুঝ স্ত্রীলোকদিগের কথায় কিছু উত্তর না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। রয়াপার্ক নিকটস্থ ভবনে আসিয়া গোপালবাবু ও তাঁহার স্বী, পুত্র ও ক্তা, সকলে আরাম পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যবন্ধার্থে কি কি প্রয়োজনীয় তাহা উত্তয়রূপে প্রতীয়মান হইল।

গোপাল এক বিভালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বেতন সামান্ত, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্র অপব্যয় করিতেন না। তিনি বিশেষরূপে তদারক করিতেন যে, আহারীয় প্রবাদি পীড়াজনক না হয়, অথচ যাহার মূল্য অল্ল, ও যে জল পান করিতে হইবে তাহা নির্মল জল হয়। তৈল, ঘৃত ও তুগ্ধ বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক গৃহীত হইত ও পচা মৎস্ত্র বাটীতে আনীত হইত না। বস্ত্রাদি যাহা টেক্সই ও যাহার অধিক মূল্য নহে, তাহা ধরিদ হইত। বস্ত্রাদি সেলাই বাটীতেই হইত। পরিমিতব্যয়ে যতদূর স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত।

সন্ধ্যাকালে গোপাল, স্থা, পুত্র ও কলা লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন, ও ধর্ম ও নীতিবিষয়ক পুত্রকাদি পাঠ করিতেন এবং বালক ও বালিকা দিবসে কিরপে নিযুক্ত থাকিতেন ও তাহাদিগের চিত্ত কিরপ ছিল, ভাহার নিকাশ লইতেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমরা কোনরূপে রাগ দ্বের প্রকাশ ত কর নাই, তোমাদিগের চিত্ত শান্ত ছিল কি ? তোমরা কাহাকেও কটু বাক্য ত কহ নাই ? সকলের প্রতি স্নেহ ও প্রেমভাবেতে ত ছিলে ? পশুপক্ষীদিগের প্রতি কোন নির্ভূরতা ত কর নাই ? স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্নোন্তরপ্রণালীর বিশেষ গুণ জানিয়া তদ্রপ শিক্ষা অতি স্থন্দর রূপে দিতে পারিতেন। পল্লার অন্যান্ত বালক ও বালিকা তাহার নিকট আসত, তিনি তাহাদিগকে আদর ও স্নেহভাবে সংশিক্ষা প্রদান করিতেন।

গোপালের স্ত্রীর নাম শান্তিশায়িনী, কন্তার নাম ভক্তিভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন।

গোপাল ও তাঁহার পরিবার কিরপে নিযুক্ত থাকিতেন।

ত্রিষামা অবসান না হইতে হইতেই প্রাতঃসমীরণ বহিতে থাকে। পক্ষী সকল যেন কারাক্ষরবস্থা হইতে মৃক্তিস্থধের রসপানে নানারবে ভাকিতে আরম্ভ করে। এই সময় গোপাল স্ত্রী, কল্যা ও পুত্র লইয়া রমাপার্কে পরিভ্রমণার্থে গমন করেন। আনেকেই বায়ুদেবনার্থে জ্বতগমন করেন; গোপাল শারীরিক বল জল্ল জ্বত-গতিতে চলিতেন। শান্তিদায়িনী, ভক্তিভাবিনী ও কুলপাবনের হন্তধারণ পূর্বক মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেন। চতুর্দিকে উদ্ভিদ্, গুল্ম, লতা ও বনস্পতি—নানাপ্রকার শাখাপ্রশাথাবিশিষ্ট, নানাবর্ণীয় নানাপ্রকার ও নানাগদ্ধীয় পূর্পে শোভিত ও নানা মনোহর ফলে ভারাক্রান্ত। এক এক দৃশ্য দর্শনে অনেক জিজ্ঞান্ত, অনেক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন সকল এককালীন ভাবিতে গেলে চিত্ত অভিভূত হয়; তথাপি কল্যা ও পুত্র, মাতাকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত ইইতেন না। মাতা কাহাকে অন্ত্র বলে, অন্ত্র হইতে কিরূপে ফুল, ফুল হইতে কিরূপে ফল

বামাতোবিণী 🖖

হয়, ও ফুলের পাব জি পর্যন্ত নিম্প্রোজনীয় নয় তাহাও ব্যাইয়া দিতেন। জীবের বেরপ পিতামাতা আছে, পুশেতে ও উদ্ভিদের পিতামাতা দৃষ্টিগোচর হয়। বালকবালিকা এরপ উপদেশে চমংকৃত হইত ও নির্জনে শ্রষ্টার অনন্ত শক্তি ভাবিত। তপনের তাপ প্রথর হইবার প্রারস্তে, গোপাল তাহার পরিবার লইয়া বাটা প্রত্যাগমন করিতেন। পরে স্নান করিয়া যথাজ্ঞান শক্তি অহুসারে ঈশর উপাসনা করিতেন। তাহার পর শান্তিদায়িনী অরব্যপ্তন প্রস্তুত করিতেন; পতি পুরু ও ক্যাকে ভোজন করাইয়া দাস ও দাসীকে ভোজন করাইতেন, অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা আপনি গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে যদি কালালিনী আদিয়া বলিত, না গো! এক মুঠা ভাত দেও, থিদেতে পেট জ্লিয়া বাইতেহে, তাহা হইলে আপন আহার হইতে তাহার পরিতোষার্থে অরব্যপ্তন দিতেন। দিবসে নিস্তা না বাইয়া বালালা ও ইংরাজী পুন্তক পাঠ করিতেন।

দং মাতা হইলেই সং সন্তান হয়। কলা ও পুত্র, পিতা মাতার অন্তকরণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ মাতা, পিতা অপেক্ষা শিক্ষাদায়িনী। প্রকৃত শিক্ষা তিরস্কার বা দণ্ডের ঘারা প্রদন্ত হয় না। মাতা স্বীয় কোমল ও স্নেহযুক্তহন্তে অঙ্গম্পর্শন ও মৃথচ্ছনে বালহদয়ে যেরপ উন্নতিভাব প্রেরণ করিতে পারেন দেরপ শিক্ষকের ঘারা হইতে পারে না। জগতের প্রধান শিক্ষক নারী—নারীতেই কোমল স্থলর ভাব নিহিত, ঐ ভাবে পুকৃষ সংস্কৃত হইলে উন্নতি-সোপান প্রাপ্ত হয়। অনেক মহৎ মহৎ লোক মাতাকর্তৃক শিক্ষিত, এজন্য কথিত আছে, উত্তম মাতা হইলে উত্তম সন্তান হয়।

শান্তিদায়িনী কিয়ৎকাল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিল্পকার্য করিতেন। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে শিল্পকার্য শিল্পা করিয়াছিলেন নানাপ্রকার সেলাই, নানাপ্রকার পশমের বুনন, নানাপ্রকার গহনা গড়ন, নানাপ্রকার ছবি লেখা—পেন-পিল্ ও অয়েল্ পেনটিং, নানাপ্রকার থোদা এই সকলই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা নানা বিছা ও নানাপ্রকার শিল্পকর্ম করিতে জানিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে হিন্দুন্ত্রীলোকেরা হীনতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ধর্মভাব খাহা তাহাদিগের হাদয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, ভাহা উয়্লত হয় নাই। যে কেহ জ্ঞান ও ধর্মস্থা একবার পান করিত, সে অক্তকে ঐ আস্থাদন প্রেরণ করিত। শান্তিদায়িনীর শিল্প দেখিতে অনেক স্থাপুক্ষ আদিতেন ও এই কারণবশতঃ অক্তান্ত স্থীলোকদিগের শিল্পকার্যে অন্তর্মাগ জন্মিত। সন্ধ্যার প্রাক্তনালে শান্তিদায়িনী রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেন। এক একদিন ভিছা কার্চজন্ত উন্থন জ্বলিত না, ফ্রু দিতে দিতে চক্ষে জল আদিত; তাহার ক্লেশ দেখিয়া অক্তান্ত বামারা বলিত, প্র, ৩৬

আহা, কি ক্লেশ। হুই এক আনা দিলে ভাল শুকনো কাঠ মিলে, অল্প বায় তরে এত হুংথ কেন? শা। ন্তদায়িনী বলিতেন, স্বামীর আয় যৎসামান্ত; যদি আমার ক্লেশে তাঁহার ব্যয় অল্প হয় তাহা করা আমার কর্তব্য, এজন্ত দিদি হুংথিত হইও না। ক্লেশ সহতে বিশেষ উপকার। কন্তা কথন কথন বলিত, মা। ভোমার বড় ক্লেশ হইতেছে, আমাকে এ কার্য শিথিতে দেও, তুমি উঠিয়া আইস, আমি উন্থনের নিকট বদি। মাতা কন্তার উপকারজন্ত কথন কথন দম্মত হইতেন। বৈশাথ মাদে বাটীর ন্বারের নিকট গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ও পক্ষীদিগের পানার্পে গামলায় জল থাকিত, ভাহার নিকট কন্তা ও পুত্র বদিয়া থাকিত; যে জন্ত ও পক্ষী জলপান করিতে আদিত ভাহাকে ভাহারা উৎসাহ দিতেন ও কোন তৃষ্ণাণিত ব্যক্তি আদিলে ভাহাকে জল দিবার অত্যে মাতার নিকট হইতে ছোলা অথবা বাতাসা আনিয়া দিতেন। পিপাদিত ব্যক্তিরা জলপানের পর আশীর্বাদ করিয়া খাইত।

বৈকালে গোপাল বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। পত্নী, পুত্র ও কলার প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি জলযোগ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রয়াপার্কে গমন করিতেন। উষাকালে যেরপ উল্লানের মনোহর দৃশ্য, বৈকালেও সেরপ নয়নরঞ্জন শোভা হইত। প্রাতঃকালে পক্ষীর কলরব, মন্দ মন্দ সমীরণ ও নানা পুম্পের সৌগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। শত শত পতক এক পুস্প হইতে অল্য পুম্পে গমন করিতেতে। বৈকালে স্মর্থের অন্তমিত আভা রুক্ষোপরি পতিত হইয়া নানা রত্মস্বরূপ প্রকাশমান। নানাজাতীয় প্রক্ষী দিগ্দেশান্তর হইতে আসিয়া বাসন্থান অন্তম্মণ করিতেতে। প্রান্তভাগে মেঠো স্থরে রাখাল গান গাইয়া যাইতেতে। গোপাল পরিবার সহিত একটা ঝিলের নিকট বসিয়া তরভাবে থাকিতেন। নির্জনে থাকিলে কাহার অন্তরের ভাব উদ্দীপন না হয় ? কিয়ৎকাল পরে বাটাতে আসিয়া সকলে উপাসনাকরিতেন, পরে আহার করিতেন। শান্তিদান্ধিনী স্বামীর সঙ্গে কোন কোন দিবস আহার করিতেন, কোন কোন দিবস পরিবেশন জন্ম পরে আহার করিতেন।

আহারের পর দকলেবিদিয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতেন। কথন কথন ঈশ্বর
মহিমা ও করুণা বিষয়ক গান সংগীত হইত। কথন কথন নীতি, খগোল, পদার্থবিত্যা,
উদ্ভিদ্বিত্যা, ইতিহাস, মহাত্মা লোকের জীবনচরিত পঠিত হইত। এই অনুশীলনে
পুত্র ও কলার বিশেষ উপকার দশিল। তাহাদিগের বস্তর উপদেশের প্রতি অধিক
মনোনিবেশ হইতে লাগিল। বাক্যের উপদেশের প্রতি তত মনোযোগ হইত না।
স্কানেক বালকবালিকা প্রায় শন্মই শিখে। বস্তুজ্ঞানের তত অনুশীলন হয় না।

দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ

বালিকা-বিন্তালয়।

ক্রফনগরের ইংরাজটোলার নিকট একটি বালিকা-বিভালয় ছিল। ঐ বালিকা-বিভালয় কতিপয় বিবি ও এতদেশীয় ভদ্রলোকের আফুরুল্যে স্থাপিত হয়। ভদ্র ভদু ইংরাজ বিবি ও বাঙ্গালিরা মধ্যে একত্র হইয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কথো-প্রকথন করিতেন। নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করিতেন। কোন কোন এত-দেশীয় কহিতেন, পর্বকালে এদেশে স্ত্রীলোকেরা ভালরূপে ধর্ম উপদেশ পাইতেন, শিল্পকার্য শিথিতেন ও নতা গীত শিক্ষা করিতেন। কোন কোন সাহেব বলিতেন যে, বালিকারা মাতার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করে। বিলাতে প্রত্যেক বাটাতে সমস্ত পরিবার রাত্রিতে আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে অনেক কথাবার্তা কতে: এ সময়ে বালকবালিকার। অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী এই যে, শিঙ্কিগের জন্ম বিশেষ বিচিত্রিত পুস্তক তাহাদিণের হত্তে দিলে তাহারা নানাপ্রকার প্রশ্ন করে, তথন মাতা, কি পিতা, কি লাতা, কি ভগিনী স্নেহ ও মুখচমনের সহিত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বালশিক্ষার প্রথম অঞ্চ চক্ষ্ণ কর্ণকে আকর্ষণ করা, পরে মনেতে গল্পের ছলে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করা ও ঐ ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সত্য ও সাহসের প্রতি অনুরাগ জন্মান। শিক্ষা কোনপ্রকারেই বলপূর্বক প্রদত্ত হইতে থারে না। কৌ-শলের দার। শিথিবার পিপাদা উদ্রেক হইলে উপদেশ বারি দিতে হইবেক। এই-রূপে পরিষ্কার স্থানে থাকা, পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরা, স্বাস্থ্যকর ত্রব্য আহার করা, শারীরিক বলজন্ম বায়ুদেবন ও কসরত করা শিথাইতে হইবেক। রাত্রিতে যে শুহে অগ্নি পোয়াইতে হয় সেথানে একত্রিত হইলে মহাত্মা ও পরোপকারীদিণের জীবনবুভান্ত ও ধর্মকর্মের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ বলা কর্তব্য। এইরূপে বালক ও বালিকার হৃদয় সংশিক্ষায় অস্থ্রিত হয়। মধ্যে মধ্যে উত্থানে বালকবালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া আবশুক; তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্পা দেখিয়া তাহাদিগের মনোনেত্র ক্রমশ: প্রকাশিত হইতে থাকে। পিতামাতার এই কর্তব্য যে, বালক ও বালিকাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্মের প্রতিঅমুরাগ দুঢ়ীভূত করিয়া দেন, তাহা হুইলে পরে তাহারা ঐ উপদেশ অমুসারে চলিয়া থাকে।

এতদেশীর একজন বলিলেন, স্ত্রীশিক্ষাবিষয় আমার কিছু জানা আছে। কেনিলন বলেন, স্ত্রীলোকের তিন কার্য—দংসারের কার্য করা, স্বামীকে স্থী করা ও সস্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া। সেহ্যফোর্ড বলেন, বালক বালিকাদিগের প্রতিদিন যাহা ঘটিবে, মাতা তাহা লইয়া যেন এক ছড়া উপদেশের মালা গাঁথিয়া দিবেন। একজন বিবি বলিলেন, বিলাতে ধনী লোকেরা আপন আপন বাটাতে কতাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। মধ্যবর্তী লোকেরা পাঠশালাতে শিক্ষা দেন। ফটলঙ্গে, এমেরিকায় বালক ও বালিকা একত্রে পাঠ করে। দ্রীশিক্ষা-বিষয়ে নেপলিয়েন বোনাপাটির ও বিবি কাম্পনের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। নেপলিয়েন বলিলেন, লোকদিগের শিক্ষা ভাল হইতেছে না কেন ? ঐ বিবি বলিলেন, ভাল মাতা নাই। নেপলিয়েন বলিলেন, অগ্রে ভাল মাতা যাহাতে হয়
এমত চেটা কর। আর একটা কথা স্বরণ করা কর্তব্য। একজন মাতা কোন
পাদিকে জিজ্ঞাদা করিলেন, ছেলেকে কোন সময় অবধি শিক্ষা দিতে হইবে।
পাদি বলিলেন, শিশু প্রস্তে হইলে তাহার মুখে হাস্ত দেখা দিবার সময় অবধি
শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মাতার মুখচুমনে শিশুর
শিক্ষা হইতে পারে।

বালিকা-বিছালয়ে অনেকের অন্থরাগ ছিল। উত্তম প্রণালীতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুশিকা ।

গোপালের বাটীর প্রাপ্তভাগে একজন তুলে থাকিত। সে প্রত্যুষে উঠিয়া কর্ম করিতে যাইত। তাহার স্থী হাটে কিমা বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। তাহাদিগের একটি পুত্র ছিল, সে পল্লীতে দৌরাত্ম্য করিয়া জিনিম পত্র কেড়ে বিগড়ে মানিত। রাত্রিতে তুলে বাটীতে আদিয়া তাড়ি থাইয়া গান করিত,—

> "বাবলার ফুল লো কাণে লো ছলালি। মুড়ি মুড়কির নাম রেথেছ রূপলি সোনালি।"

তাহার স্ত্রী স্বামীর গান শুনিয়া থিল্ থিল্ করিয়া হাদিত। তাহার পরই পলীর লোকেরা আদিয়া তাহাদিগের ছেলের দৌরাআ্যজন্ত অভিযোগ করিত। কেহ বলিত, আমার দোকান থেকে মোয়া লইয়া টপ্টপ্করিয়া থাইয়াছে; কেহ বলিত গলার মালা ছিঁ ডিয়া দিয়াছে, কেহ বলিত আমার গাছের সজনা থাড়া পাড়িয়া আনিয়াছে, কেহ বলিত আমার কাপড়ে আগুন ফেলিয়া দিয়াছে। কাহারও মানা শুনে না; কাহাকেও ভয় করে না; সর্বদা মেরোয়া হইয়া বেড়ায়। তুলে বিরক্ত হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া ছেলেকে বেধড়ক মারিত ও ছেলে মার থাইয়া শ্করের মত চীৎকার করিত। পল্লীর সকলে বলিত জ্বালাতন কর্লে, এ চীৎকার অপেক্ষা বরং শ্কর গাধার চীৎকার মিট্ট। এইরপ হয়, ইতিমধ্যে এক রাত্রি শান্তিদায়িনী বালকের প্রহারে কাতর হইয়া ঐ ছলের

বামাডোবিণী • • • • •

বাটীতে গমন করিলেন। তুলে যংপরোনান্তি সম্মানপূর্বক বলিল, মা এথানে কেন? শান্তিদায়িনী বলিলেন, তুমি পুত্রকে অকাতরে প্রহার কর এজন্ত আসিয়াছি। বাবা! প্রহারে শিশুর সংশোধন হয় না, শিশুকে হয় লেখাপড়া কিম্বা কোন কার্বে নিযুক্ত রাখিলে আপনা আপনি শাস্ত হইবে। কৌশল ও স্নেহেতে শিশুর যাহা শিক্ষা হয় তাহা প্রহার, কটুবাকা ও বিকট বদন দর্শনে হয় না। তুলে বলিল, মা। এমন জ্ঞান আমার ছিল না। মা। তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সাক্ষাৎ ভগবতি।

শান্তিদায়িনী বাটী যাইয়া এ কথা বলাতে, স্বামী, পুত্র ও কন্তা সকলে বলিল, যে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, কারণ দণ্ড বিধানে বালক ও বালিক। মার্ঘে চ্ডা হইয়া অধঃপাতে গমন করে তথন তাহাদিগের সংশোধন করা বড় কঠিন।

এই কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে দার ঠেলিবার শব্দ হইতে লাগিল। কে গা ও প্রামি শান্তিপুরের পিদিপেংনী। শান্তিপুরের পিদিপেংনী। শান্তিপুরের পিদিপেংনী ? ও অম্বিকে বাছা, দারটা খুলে দেতো। অম্বিকা দার উদ্যাটনের পূর্বে আপনা আপনি বলিতেছে—পিদিপেংনী, এমন পোড়া নামতো বাপের জন্মে শুনি নাই। দার খুলিবা মাত্রেই একজন স্থুলাঙ্গী, এক বোঝা লেপ কানী মন্তকে, দেখা দিল—কেশ তৈল বিহনে শুক্ন সজনা খাড়ার আয় ছড়িয়া পড়িয়াছে, দন্ত অপরিষ্ণার, বন্তু মলিন, মৃত্যু হুঃ হাই তুলছেন ও তুড়ি দিছেন ও বলিতেছেন, আমার নাম পিদিপেংনী। কলা ও পুত্র এই মাগীর আকার প্রকার দেখিয়া হাল্ড সম্বরণ করিতে পারিল না, মাতা নয়নভঙ্গি দারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আপনি কে ও কি নিমিন্ত এখানে আগমন ?

জিজাসিত রমণী বলিল, মা! আমি বড় তুর্ভাগিণী আমার পিতার আবাস হৈমপুর, জন্মাবধি আমি স্থলানী, কুরপা, এজন্ত আমাকে সকলে ঘুণা করিত, কিঞ্চিৎ কাল আমি কিছু লেথাপড়া করিয়াছিলাম কিন্তু পড়িলেই জ্ঞান হয় না। স্ত্রীলোকর কিরপ চলা উচিত, স্বামীর প্রতি কিরপ ব্যবহার করিতে হয় ও সন্তান-দিগকে কি প্রকার লালনপালন ও শিকা দিতে হয় তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। গৃহ পরিকার রাখিতে হয় তাহা জানিতাম না, ঘার জানালা সর্বদা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, বায়ুর সঞ্চালন হইত না, কুঁজাতে পানা পুন্ধরিণীর জল রাখিয়া শকলকে পান করিতে দিতাম। এই সকল দেখিয়া আমার পিতা আমার নাম পিদিপেৎনী রাখিয়াছিলেন। আমার যৌবনাবস্থা হইলে বর অন্থেষণার্থে পিতা চেটান্থিত হইলেন, কিন্তু আমার রূপ ও নামের গুণে কেইই নিকটে আদিল না।

অবশেষে এক বে-পাগলা বব হঠাৎ আদিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে শান্তিম্বরূপ দেখিতে লাগিলাম। পাতিব্রতাধর্ম শৈশবাবস্থায় শুনিয়া ঐ ধর্মে অনুরাগিণী হই: এক্ষণে কার্যঘারা ঐ ধর্ম অভ্যাদ করিতে লাগিলাম। এজন্য আমার কুরুপ পতির নিকট স্বরূপ হইয়া-ছিল। কালেতে আমার একটা পুত্র হইল। অতিশয় স্নেহেতে মত্ত হইয়া পুত্রকে সর্বদাই বুকের উপর রাখিতাম, চক্ষের অন্তর হইতে দিতাম না। ছেলেটি কোন উপদ্রব করিলে কেহ যদি কটু কহিত, অমনি আমি রায়বাঘিনীর স্থায় তাহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়িয়া দশ কথা শুনাইয়া দিতাম। আমি বলিতাম, ও আমার কেলেদোনা, ও আমার হুদের গোপাল। বলতে হয় পোড়া লোক আমাকে বলক। এই আদকারায় ছেলে ধিং ধিং করিয়া নাচিয়া বেডাইত। এই বেহি-দিবি আদর পাইয়া ছেলে বদমাইসি শিক্ষা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয়কে ক্যাঁং কাঁাৎ করিয়া লাথি মারে; গুরুমহাশয় ধরিতে আসিলে ইট ছুড়িয়া তাঁহার মুখ রক্তারক্তি করিত। যিনি ইংরাজি পড়াইতেন তাঁহার কাঁলে উঠিয়া নাচিত। লেখাপ্ডায় জলাঞ্জলি দিয়া নানা রক্ম উপদ্রব ও দাঙ্গা হেন্সাম করিতে লাগিল। আমাকে মা বলিয়া না ভেকে পিসিপেংনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পতি এক একবার বলিতেন, ছেলেটাকে আদর দিয়া একেবারে ভূত করলে; এমত পুত্র থাকা আর না থাকা সমান কথা। পরে স্বামীর কাল হইল, তাঁহার বিষয়াদি পাইয়া ছেলে আমাকে বাটা হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি অনাথিনীর ন্যায় ভ্রমণ করতঃ শুনিলাম যে, আপনি কলা পুত্রকে উত্তম শিক্ষা দিতেছেন; কুশি-ক্ষিত পুত্রের জালায় জলিয়া পোড়া চক্ষে আপনাদের দেখিতে আদিয়াছি। মা! সংশিক্ষা না হইলে ধর্মে মতি হয়-না ও ধর্মে মতি না হইলে হিতাহিত জ্ঞান হয় না। এক একবার এই ছঃখ হয় যে, ছেলেটির সর্বনাশের মূলই আমি, যদি বাল্যা-বস্থাবধি পুত্রটি স্থাশিক্ষিত হইত, তবে আমার পুত্রটি কুলপাবন পুত্র হইত। দেখি তেছি মাধের দোষে ও গুণে ছেলের অপ্রুষ্ট ও উংরুষ্ট গতি হয়। ঐ স্ত্রীলোক সেই স্থানে তুই তিন দিবস থাকিয়া কানীধামে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

खीशूक्रस्वत्र शत्रामर्ग।

বৈশাথ মাদ। দিবা উগ্নভাবে গিয়াছে, বৈকালের শীতলতা স্নিদ্ধ বোধ হইতেছে। স্থা অন্তমিত প্রায়; কি বিচিত্র আভা। এ শোভা সকল দিন সমান হয় না; ঐ দিবদ অন্তমিত স্থাবে দেখিতেছে তাহার দৃষ্টি আর অধঃ হয় ন কাহার ও ৰামাতোষিণী "

কাহারও বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে সৌন্দর্ধ স্বত হইয়া আকাশের পশ্চিমদিকে বিকশিত হইতেছে। গোপাল ও তাঁহার বনিতা পরস্পার হত্তধারণ-পূর্বক উত্থানে গমন করিলেন।

স্ত্রী। এই উন্থান দেখিয়া পূর্বকালের অনেক বৃক্তের নাম শ্বরণ হয়।
স্থামী। বল দেখি—

স্থী। মন্দার, পারিজাত, দরল, তাল, তমাল, শাল, কোবিদার, মালতী, চম্পক, নাগকেশর, বকুল, কমল, অশোক, কুন্দ, কদম্ব, জাতি, মলিকা, নীপ ইত্যাদি।

স্বামী। তাহার মধ্যে অনেকেই এখানে আছে।

মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। পুষ্পীয় নানা গন্ধ মিশ্রিত হওয়াতে আণেশ্রিয় পুনকিত হইল। কোন কোন স্থানে বড় বড় বুক্ষের শিকড়ের উপর শিকড় ব্যাপিত হওয়াতে বসিবার স্থান হইয়াছিল। ঐ এক মেরাপের উপর স্বীপুরুষ উপবেশন করিলেন।

স্বামী। দেখ, এ পর্যস্ত আমি একটা কথা তোমাকে বলি নাই, কিন্তু সর্বদা উদ্বিশ্ন থাকি। সংসারের ব্যয় নির্বাহ না করিতে পারাতে ঝণগ্রস্ত হইয়াছি। কলিকাতার যে একটা ভাড়াটে বাটা আছে, তাহার মেরামতের জন্ম অনেক ব্যয় হইয়াছে। স্থলগেণ আমাকে এই পরামর্শ দেন, যে বিলাতে গিয়া কৌন্সলি হইয়া আদিলে আয়ের বৃদ্ধি ইইবেক; কিন্তু একণে গমনাগমনের ও সেখানে থাকিবার ব্যয় জন্ম কলিকাতার বাটা বিক্রয় না করিলে এ কার্য নির্বাহ হইবেক না, তৃমি কি বল প্রা স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন—তিন চারি বংসর পতির সন্দর্শন হইবে না; পুত্র কন্সার শিক্ষা স্বামীর সংযোগ না থাকিলে উত্তমরূপে কি হইতে পারে ? ব্যয় কিরুপে নির্বাহ হইতে পারে ? আমি অন্তঃসন্থা—শিল্পকার্য করিতে আমার বল থাকিবে কি ? এই সকল নানা চিন্তাতে চিন্তিত হইয়া শান্ত হইবার জন্ম ঈশ্বর্ধ্যান করিলেন, পরে শান্তি পাইয়া বলিলেন,—যে প্রস্তাব করি লেন, আপাততঃ অন্তংজনক, কিন্তু বৈষ্মিকভাবে মান্সলিক ও আপনার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আপনাকে না দেথিবার যে অন্তথ্য, তাহা ঈশ্বর্ধ্যানের দ্বারা পরিহার করিব।

শ্বামী ভাবিয়াছিলেন ষে, এই প্রস্তাবে তাঁহার ভার্যা বিহ্বল হইয়া কোনক্রমে সম্মত হইবেন না; কিন্তু স্ত্রীর ধৈর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরধ্যান করে তাহারা অন্তরবল প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যার প্রাথমিক আবরণে সৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল। মভোপরি তারকাগণ যূথে যুথে যেন কোন লুকায়িত রাজ্য হইতে প্রকাশ হইতে সাগিল। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিলাত যাইবার উল্লোগ ও যাত্র।

কলিকাতার বাটী বিক্রম হইলে বিলাত যাইবার যে যে দ্রব্যাদির আবশ্রক তাহা থরিদ হইল। স্থর্ন ও আত্মীয়গণ দেখা করিতে আইলেন ও অনেক সদালাণের পর তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলে জগদীখরের নিকট প্রার্থনা কা যে, আপুনি কৃতকার্য হইয়া নিক্লেগে এখানে প্রত্যাগমন করুন। শান্তিদায়িনী পতির গমন বিষয় সর্বদাই ভাবেন। তাঁহার আপন মাতার সাতিশয় সহিষ্ট্তা-শক্তি দর্বদা স্মরণ করতঃ এই চিস্তাতে মগ্ন হয়েন যে, অস্থিরতা ত্যাগ করিতে হইবে, এজন্য একাকিনী ঈশরচিস্তাতে থাকেন। বদন মৃত্ব সৌদামিনীতে পূর্ণা, চম্পককুসম বর্ণ, যেন শান্তিসৌন্দর্যে রহিয়াছে। গোপালও গমনজন্ম ব্যস্ত হই-ষাছেন। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সকলই জানেন, কিন্তু সময়ক্রমে কারণ উপস্থিত হইলে তরঙ্গাতীত হইতে পারেন না। কি প্রকারে এমত সংপত্নী ও পুত্র কন্তাকে ছাড়িয়া গমন করিব ও এত দীর্ঘকাল কিরপে থাকিব, এই ভাবনায় অস্থির হই-লেন। দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। স্বামী অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হন্ত দিয়া রোদন করিলেন। স্থী আপন অঞ্জ দিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—রোদন করিও না, শাস্ত হও, জগদীখরকে ধ্যান করিয়া যাত্রা কর। কন্তা পুত্র পিতার হস্ত ধরিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইল। গোপাল মেঘাচ্ছরবৃদ্দে রোক্ত্যান হইয়া যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতেন, আপন স্ত্রী, পুত্র ও কন্থার আকার আপন মন্তিকে দেখিতেন। যাইতে যাইতে ন্তন নৃতন দৃশু দৃষ্ট হওয়াতে চিত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে আইলেন। কলের জাহাজ হইতে কিছু দেখিবার যো নাই। দাগরে ঢেউয়ের ভোড় বল প্রবল। মান্দ্রাজে যে দকল লোক বদুতি করে তাহারা অধিকাংশ অসভ্য। ইংরাজেরা প্রথমে এখানে আসেন, স্তরাং কার্যের স্ববিধার জন্ম এথানকার নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত ইংরাজী কহিতে শিথে। মান্ত্রাজে তৈলক ভাষা প্রচলিত। তথায় হিন্দুধর্য পূজ্য ও অনেক উচ্চ উচ্চ

মাস্রাজ হইতে গলে আদিলেন। গল দিলনের প্রধান বন্দর। দিলনের প্রাচীন নাম লঙ্কা, যাহা রামায়ণে বণিত আছে। ঐ উপদ্বীপ রম্য—নানা প্রকার বৃক্তে

প্রতিত ও উচ্চ উচ্চ নারী জন্মগ্রহণ করেন।

বামাতোষিণী ৫৬৯

ফশোভিত। দাক্ষচিনি ও কাফির চাষ অধিক, নারিকেল বুক্ষে বড় বড় নারিকেল ফলে। লক্ষার লোক সকল বৌদ্ধমতাবলম্বী। লক্ষাতে প্রীক, রোম ও অত্যক্ত জাতীয় লোকেরা বাণিজ্য করিতে আদিত। দিলন হইতে এডেনে উপস্থিত হই-লেন। ঐ স্থান পার্বতীয়, শস্তাদি কিছুই নাই। এথানকার লোকেরা বড় সম্ভরণপটু, জাহাজ হইতে মুদ্রা সমূদ্রে নিক্ষেপ করিলে আরব বালকেরা ভলে নগ্ন হইয়া ঐ মুদ্রা আনিয়া দেয়। এডেন রেড্সির (লোহিত সাগরের) উপকূলে; রেড্সির উপরে ও নিম্নে অনেক পর্বত আছে, এজন্ত সতর্কে জাহাজ চালাইতে হয়। রেড্সি হইতে স্থয়েজে আদিতে হয়; ঐ স্থান হইতে স্থয়েজ কেনাল দৃষ্ট হয়। ঐ কেনাল নীলবর্ণীয় সক্ষ থালের ভায়, মধ্যে মধ্যে বন্দর ও সকল স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত স্থান হইতে কেরোতে যাইতে হয়, কেরো ইজিপ্ট দেশে বিল্লা ও ধর্মের অন্ধূনীলন হইয়াছিলেও অনেক প্রীকজাতীয় বিজ্ঞলোকে তথায় অবস্থিতি করিয়া জান উপার্জন করিয়াছিলেন। কেরোতে মুসলমান ধর্ম প্রচলিত, পাশার রাজগৃহ চমৎকার। এই স্থানে একজন পাদ্রির অবিবাহিতা কল্পা, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শিক্ষার্থে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। নারীরা সর্বত্ত নিন্ধাম ধর্মের নেতা।

ইজিপ্টদেশীর উচ্চ উচ্চ পিরামিড দেখিবার জন্ত কেরে। হইতে অনেকে গমন করে, পরে আলেকজণ্ড্রিয়াতে আদিতে হয়। ঐস্থানের গলি সকল প্রস্তরে আচ্চাদিত। ঐ স্থানের পর মান্টা, দেখানে ত্ধারে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ-পলব সকল স্থানের পর্বাচ্চাদিত, ফলেতে পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে মধ্যে মান্টার পর জিব্রান্টার, ঐ স্থানের পর্বত ও তুর্গ দেখিবার যোগ্য। তাহার পর সৌদ্হেম্পটন, ভাহার পর লওন। সৌদ্হেম্পটন দিয়া যাইয়া বৃনজিদি দিয়া কেলিস ও ডোবর উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে যাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সামীর নিকট হইতে আমার প্রথম পত্র।

স্ত্রী বদিয়া ভাবিতেছেন, অনেক দিন হইল পতির কিছুই সংবাদ পান নাই, পুত্র কলা দর্বদাই তাঁহার বার্ডা জিজ্ঞাদা করে, তাহাদিগকে সাস্ত্রনা দেওয়া কঠিন। চিন্তা উদিত হইলে চিন্তাশ্র হওয়া সহজ নহে। ইতিমধ্যে ডাক্ষর হইতে একজন পিয়াদা আদিয়া একথানি চিঠি আনিয়া দিল। সেই চিঠি গৃহিণীর নিকট আনীত হইলে তিনি দেখিলেন স্বামীর হস্তাক্ষর। সে লিপি এই—

প্রিয়তমে শাস্তে ৷ আমার জন্ম চিস্তিত হইও না, আমি কিয়ৎকাল অস্থির ছিলাম

এক্ষণে দর্বপ্রকারে ভাল আছি, শারীরিক কোন পীড়া নাই। যাহা দেখিবার ঘোগ্য ও যাহার সহিত আলাপ করিলে উন্নতিমাধন হইতে পারে, তাহাই দেখি-তেছি ও দেই সকল লোকের সহিত আলাপ করিতেছি। যতদর সদ্ভাবে হৃদয়কে নির্মল ও শান্ত রাখিতে পারি তত্ত্ব করি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমাকে ও কন্তা পুত্রকে না দেখিবার ক্লেণ উপস্থিত হইলে কাতর হইয়া পড়ি। যে সকল পুক্ষ ও ম্বী এক শরীর, এক প্রাণ, এক আত্মা জ্ঞান করে, তাঁহারা মতন্ত্র হইলে আগ-নাকে অর্থস্বরূপ জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহারা কি অন্তরে স্বতম্ত্র হইতে পারেন? অনেক দিন তোমার মুথের বাণী শুনি নাই, তুমিও আমার কথা শুন নাই, এজন্ত বিস্তারপূর্বক তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে দর্বদাই অন্তরে দেখিতেছি। আমি অনেক রম্যস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, ভাহার মধ্যে কতকগুলি তোমাকে বলি, দেও জেমস পার্ক অতি মনোহর স্থান। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ, প্রশন্ত মাঠ, বৃহৎ সরোবর তাহাতে নানাম্বাতীয় পক্ষীগণ কেলি করিতেছে। রিজেণ্ট পার্ক বড় নির্জন স্থান, এম্বানে হট হৌদে অর্কিড ও অক্তাক্ত নানাবর্ণীয় পুষ্পালতা রক্ষিত হয়। হাইড পার্ক, কিউ গার্ডেন ও অক্তাক্ত অনেক স্থান দেখিবার যোগ্য। হট হৌদ চারাঘরে যে দকল ফল এখানে ফলে না. দেই দকল ফল কৌশলে এস্থানে জন্মান হয়। বিলাতে আয়, কলা, লেবু, আনারদ, প্রভৃতি জন্মে না, কিন্তু বিশেষ তদ্বিরের দারা হট হৌদে তাহার। জ্বে। হট হৌদ গেলাদে নিমিত। গেলান দিয়া পর্যের আভা ভিতরে আইসে ও তাহার নিমে প্রস্তর ও নল গ্রম জলঘারা তপ্ত করিয়া রাখা হয়, তদারা মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ প্রদেশের স্থায় পরিবর্তিত হয়। এথানের পুষ্প সকল বঙ্গদেশের ক্রায় নহে। নানাপ্রকার গোলাপ ও অক্তান্ত পুষ্প আছে। এ দকল পুষ্প ফুন্দর বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের পুষ্প দকলের চটক অধিক।

ষে যে রম্য স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সেই স্থানে তোমাকে শ্বরণ করি-য়াছি। যাহা দর্শন-শ্রবণ-মননে লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমা বিহীনে অসম্পূর্ণরূপে ভোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী জানিবার ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া এই জানিলাম যে, ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্তাদিগের বাটাতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্তী ও নিমশ্রেণীর লোকেরা আপন আপন কন্তাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন।

ধনী লোকদিগের কন্সারা ফরাদিদ, লেটিন, প্রাণিরুত্তান্ত, উদ্ভিদ-বিভা, ভূবিভা, প্রভৃতি শিক্ষা করেন। অনেক পরিবারের কন্সারা অবিবাহিত থাকেন ও অন্তান্ত বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, শিল্পকার্য ও উন্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও লেখা-পড়ার অন্থূলীলন করতঃ পুন্তকাদি প্রকাশ করেন। মহারাণীর বংশীয় কলারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম করেন ও এদকল তদ্বির আদি দীনদরিদ্র ব্যক্তির উপকারার্থে প্রকাশ্য নিলামে প্রেরণ করেন।

ীহারা লেথাপড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করেন ও বাহাদিগের সন্তানসন্ততি নাই, তাঁহারা ধনীলোকের বাটীতে শিক্ষা দেওনজন্ত নিযুক্ত হন। অন্তান্ত স্থীলোকেরা চিকিৎসা-বিহ্যা শিথিয়া ডাক্তারি করেন। কোন কোন স্থীলোক পুস্তকাদি লিথিয়া অথবা রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। অন্তান্ত স্থীলোক শিল্পবিতালয়ে নানারপ শিল্পশিকা করিয়া অর্থ উপার্জন করেন। ভদু লোকের বাটীতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষা দেওনের প্রণালী অতি স্থন্দর। চিত্র, পত্ত, পক্ষী, বৃক্ষ, তারা, নক্ষত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র কুত্র পুশুক তাহাদিগের হত্তে অপিত হয় ও গৃহমধ্যে এক ঘরে অনেক জানিবার যোগ্য ও তদবির গঠিত থাকে। বালক-বালিকারা রাত্রে অগ্নি পোয়াইবার সময় মাতার নিকট আসিয়া যাহা চছ-আকর্ষণীয় তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাদা করে। মাতা দক্ষেহ ও মৃথচুম্বনের বারা দকল দং উপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে থাকেন। এইরূপে মাতা হইতে ষে উপকার হয় তাহা পাঠশালার অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল নিয়ম ও প্রথা ও প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেন। মাতার ওদ্ধ ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহার গৃহ দর্গম্বরপ। মাতার উপদেশ দারা বালকবালিকার স্বভাব উৎকৃষ্ট হয়, ধর্মে মতি হয়, ঈশ্বরজ্ঞান হয় ও জীবন চবিতার্থ হয়। পাঠশালায় স্বরণশক্তির অধিক চালনা হয়, কিন্তু বিবেকশক্তির মার্জনা তত হয় না। শুনিতে পাই কৰেট নামে একজন ইংরাজ ছিলেন, তিনি সন্তানদিগকে লইয়া সর্বদা মাঠে যাইতেন ও স্বভাবের অনন্ত বস্তুর প্রতি তাহাদিগের মনোনিবেশ করাইয়া তাহাদিগের বিবেকশক্তির চালনা অভ্যাস করাইতেন।

এই মত অনুসারে মহামাল ডাক্তার আর্ণল্ড চলিতেন। তিনি স্বীয় চেপ্টারারা বালক দিগের জ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন, তাহারা আপনা আপনি কিরপে শক্তিচালনা করিতে পারে তাহাই কেবল বলিয়া দিতেন। এরপ শিক্ষার তাৎপর্য এই যে শিয়া অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিবে। পুস্তকাদি অল পড়াইতেন। অনেক বিগাত ব্যক্তি মাতৃশিক্ষা হেতৃ বিখ্যাত হইয়াছেন। দেও আগস্টিন মাতার উপদেশে পবিত্র হয়েন। কবি কৌপর প্রথমে পাপগ্রাসে পতিত হয়েন, পরে মাতার উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। এইরপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এথানে জমির উপরে ও নিমে রেলগাড়ি চলে,

গমনাগমনের ভারি স্থযোগ। বিলাতে নৈদাণিক এক আশ্চর্য বিষয় শুন। এখানে প্রতি বৎসরের জুনমাদের ২১ শে তারিখের পূর্বাবধি কয়েক দিবদ দীর্ঘ হয়। প্রাতে তিনটায় স্থর্য প্রকাশ হয় ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, রাত্রি প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথচ চন্দ্রমা প্রকাশ হয়। শীত এখানে অতি উগ্র। শীতকালে বিশেষতঃ কুজ্বাটিকা হইলে আলোক জালাইতে হয়। আমি এই চিঠি দিবদে লিখিতেছি, কিন্তু গ্যাস আলোক সম্মুথে রহিয়াছে। অন্যান্ত বিষয় পরে লিখিব। শীঘ্র উত্তর প্রদান পূর্বক,তাপিত হৃদয় শীতল কর। কন্তা পুত্রকে আমার অক্কত্রিম প্রেম দিবে ও তাহারা যেন সর্বপ্রকারে তোমার অক্কত্রণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাধারণ জ্ঞান-উপার্জিকা-সভা।

ক্লফনগরে এই সভা মাদে মাদে সমবেত হইয়া থাকে। অনেক ভদ্র স্থািক্ষিত ব্যক্তি তথার ষাইয়া দেশদম্বন্ধীর নানা বিষয় আলোচনা করেন। মহামান্ত শ্রীযুক্ত রামতমুবারু সভাপতির আদন গ্রহণ করিলে রদিকক্ষফবারু গাতোখান করিয়া বলিলেন, —পূর্বে এদেশে কেবল ধনী লোকের সন্তানের। শিক্ষা করিত। এক্ষণে মধ্যবর্তী ও নিম-শ্রেণীর ছেলের। শিক্ষা করিতেছে। অবস্থা অনুসারে শিক্ষা। যাহারা অধিক দিন সাংসারিক কারণবশতঃ শিক্ষা করিতে পারে না, তাহারা নানাপ্রকার বিভালাভ করিতে পারে না; কিন্তু দেখা মাইতেছে, যে গরীবতুঃখী ছেলেরা ক্লেশ সহ্ করিয়া বিখ্যাত হয়। পূর্বে এতদ্বেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধর্ম উপদেশ ধর্ম অনুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তাহা সতী, সাবিত্রী, সীতা, স্বভরা, দময়তী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হইতেছে। অম্মদেশীয় অঙ্গনাগণ সম্মানিত হইতেন, প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আপন স্বেচ্ছাত্মসারে পতিগ্রহণ করিতেন। পরে যৌবন-অধিকার হইলে স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীশ্বাধীনতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তথাচ স্থানে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ধর্মভাব ও উচ্চ জ্ঞান-শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। পর-উপকারার্থে কত কত স্ত্রীলোক জলাশয়, ঘাট, পথ, ভেষজালয়, প্রভৃতি ছাপন করিয়াছেন। যদিও এসব প্রশংসনীয় বটে, কিঙ্ক বালকবালিকার শিক্ষা মাতাকর্তৃক ভালরূপে হইতেছে না। সং-মাতার ক্রোড় হইতে ও তাঁহার আদর মুখ্দুখন হইতে শিশুর ধর্মভাব বিকশিত হইতে থাকে। আমাদিগের এক্ষণে লক্ষ্য এই ষে, স্ত্রীশিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত,—ষাহার দ্বারা বালিকারা গৃহকার্য, স্বামীর প্রতি কর্তব্যতা জানিয়া স্বামী ও সন্তানদিণের হিতৈষিণী হয়েন। ধর্মভাবই মূলভাব।

বামাভোষিণী

শিবচন্দ্রবাব্ উঠিয়া বলিলেন,—আমারও সম্পূর্ণ এই মত, শিক্ষা ধর্ম ভাব ব্যতীত হইলে জীবন নীরদ। আমাদিগের দেশের স্থাশিক্ষিত যুবারা যে ধর্মভাববিহীন তাহার কারণ এই যে, এতাব গৃহে মাতাকত্র্ক অস্ক্রিত হয় না। সভাপতি বলিলেন,—নান্তিকতার প্রাবল্যের কারণ, এই আন্তিকতা গৃহে বঙ্কমূল হয় না। এটি বিভালয়ে প্রায় লব্ধ হয় না, বিশেষতঃ দেখানে অধ্যাপকেরা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল নির্ধারিত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী হয়েন। রিদিককৃষ্ণবাব্ বলিলেন,—আমার আর একটি বক্তব্য যে বিলাতে অস্ত্রী ও অধ্য লোক প্রভৃতির সংশোধন জ্ব্য নানাপ্রকার সভা আছে ও উত্তম শিক্ষাবারা তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্তন হয় ও অর্থ উপার্জনের নৃতন পথ পাইয়া তাহারা ক্রেমণঃ পাণমতি ও পাপকার্য হইতে মৃক্ত হয়। আর যে সকল বালক অতি দরিদ্র, চীরবদনে রান্তায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাহান আছে, তাহার নাম র্যাগেড স্কুল। এইরপ শিক্ষা এদেশে হইলে মহৎ উপকার হইবে। জ্ঞান ও পবিত্রতা যত বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদিগের আহ্বক্ল্য করা কর্তব্য। রামশঙ্কর রায় বলিলেন,—এক্ষণে সর্বদেশ ও প্রদেশে বসতির সংখ্যা অধিক হইয়াছে, কিন্তু অনেক হলে রাস্তা ঘাট ও বাটা ভালরপে পরিক্ষার রাখা হয় না,

এজন্ত বায়ু তুর্গন্ধে দৃষিত বারি মলাপূর্ণ; এজন্ত রোণের বৃদ্ধি। দেথ কলিকাতায় নির্মল জল আনীত হইলে রোগের কত উপশম হইয়াছে। শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে বৃদ্ধির ক্ষৃতি হয় না ও বিভা অভ্যাদের ও সংকার্ধের ব্যাঘাত হয়।

দীননাথবাব্ বলিলেন,—পূর্বে স্ত্রীলোকের পতি-মর্যাদা-জ্ঞান না হইলে বিবাহ হইত না ও নারীর মত না হইলে পিতা মাতা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেন না। বোধ হয়, পিতামাতার অমতে দাবিত্রী গাঁহাকে বরণ করেন তাঁহাকেই উন্নাহ করেন। স্বয়্বরা ও গান্ধর্ব বিবাহে ক্যার মতে বিবাহ হইত। রামায়ণে লেখে যে, যুবক ও যুবতীরা এক উ্ত্যানে গমন করিতেন ও সেথানে পরস্পর দন্দর্শন ও আলাপের পর চিত্ত ঐক্য হইলে বিবাহ হইত। বিবাহের মন্ত্র এই ছিল যে, প্রেমই আমাদিগের দাতা, প্রেমই গৃহীতা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরস্পরের সন্দ্রতিযুক্ত প্রেমই বৈবাহিক বন্ধন ছিল। এক্ষণে বালাবিবাহে ঐ উত্তম প্রথা ভঙ্গ হইতেছে। আমাদিগের কর্তব্য যে, পূর্বপ্রথা বলীয়ান করা।

ক্ষমোহনবাবু বলিলেন,—বৈদিক সময় অবধি এদেশে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমত্ল্যভাবে গণ্য ও দেবীর আয় সম্মানিত হইতেন। ইংরেজদিগের শিভেলরি ভাবের পূবে এদেশে স্থীলোকের। মহামান্ত হয়েন। শিভেল্রি প্রথা অম্পারে নারী-রক্ষার্থে প্রাণভাগে প্রশংসনীয় হইত। সেইরপ উচ্ভভাব প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল। কিয়্বরীরা 'ভেল্লে' বলিরা সম্ভাষিত হইত। স্থী, পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অপ্রেষ্ঠ নহে; অতএব পুরুষের যেরগ শিক্ষা হয়, সেইরপ স্থীলোকের শিক্ষা হয়য়া উচিত। কি ধর্মবিষয়ক, কি বিছাবিষয়ক, কি ব্যবসাবিষয়ক, কি রাজকার্যবিষয়ক কোন বিষয়ে স্থীলোকের ন্যুন শিক্ষা হয়য়া অকর্তব্য। ষাহার যাহা, অভিকচি সেই ভাহা শিক্ষা করুক। দায়াদিতেও সম্ অধিকার হয়য়া উচিত। রাজ্যসহদ্ধীয় বিষয়ে পুরুষ যেরপ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, স্থীলোকেরও সেরপ ক্ষমতা হয়য়া উচিত। স্থীপুরুষের সমান ক্ষমতা হয়বার জন্য বিলাতে বড় আন্দোলন হয়তেছে। অনেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এরপ হয়ল স্থীলোকের কার্য কে করিবে? কে গৃহকার্য দেখিবে ও কে সন্তান সন্ততিকে লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? কেছ কেছ বলেন, এ অভাব আপনি আপনি মোচিত হয়বে। স্ত্রীপুরুষকে সর্বপ্রকারে সমতুল্য করা কর্তব্য। ব্যহারা সভাস্থ হয়য়া উক্ত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিলেন তাঁহারা উচ্চরূপে শিক্ষিত ও দেশ-অন্থরাগী।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন,—মহাশয়দিগের মত জনকয়েক দেশে জরিলে বঙ্গভূমি উচ্ছন হইবে। স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ, স্বামী ত্যাগ ও সন্তানাদি ত্যাগ করিয়। প্রুয়ের স্থায় কোঁচা ত্লাইয়া বাহিরে বক্তৃতা অথবা ব্যবসা করিতে গেলে হাঁড়ি তন্ তন্ করিবে ও এক মুঠা ভাত পাওয়া ত্র্ভ হইবে। এই কথা শুনিয়া অনেকে হাদিয়া উঠিল ও সভা ভঙ্গ হইল।

অন্তম পরিচ্ছেদ

শান্তিদায়িনীর পত্র।

যেস্থানে সকলে কৌন্সলি হইতে যায়, ভাহার নাম "ইন্স্ অফ্ কোটস্।" উক্ত "ইন্স্ অফ্ কোটস" চারি থণ্ডে বিভক্ত ও ঐ স্থানে সকলে ভোজন করে ও পরী -ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৌন্সলির কর্ম করিতে সক্ষম হয়। ঐ স্থানটি আইন শিথি বার চারাঘর।

গোপাল সাতিশয় পরিশ্রম করতঃ আইনজ্ঞ হইতেছেন। নির্জন হইলে আপন পত্নীকে ত্মরণ করেন। একদিবস ভোজনান্তে একথানি ইজি চৌকিতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন, হস্তাক্ষর দেখিবাদত্তে আন্তেব্যক্তে শ্বলিলেন, সে চিঠি এই— ৰামাতোষিণী ব

প্রিয়তম পতে ! আপনার গমনাবধি নির্জনে ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে, অস্থির অবস্থা অপেকা শাস্ত অবস্থা শ্রেয়: । এজন্ত নিয়মিভরূপে ঈপরধান ও প্রক্রার উন্নতিসাধনজন্ত উত্তমরূপে চেষ্টা করা আমার বিশেষ কর্তব্য । আপনি যথন নিকটে ছিলেন তথন এ কার্য আপনার দারা উত্তমরূপে সাধিত হইত । আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, পুরুষ জ্ঞানদাতা, কিন্তু নী লোক সদ্ভাব প্রদান করিতে পারে ও বালকবালিকার হাদয়ে সন্ভাব বৃদ্ধি হইলে জ্ঞান আদর পূর্বক অন্থেষিত ও গৃহীত হয় । আমার কি শক্তি যে, আমি বালাহদয়ে ভ্রুছ ভাব প্রেরণ করি ? আমি কেবল এই স্বত্ব করিতেছি যে, শিক্তদিগের কোমল হৃদয়ে কুমতি না জন্মে । যদি ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারি ভাহা জগদীশরের কৃপায় হইবে ।

আপনকার লিপি পাইয়া পরম আফ্লাদিত। হইলাম। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যাহা লিথিয়াছেন তাহা পাঠে আনন্দিতা হইলাম। দেখিতেছি বিলাতে স্ত্রীলোকেরা নানা কার্যে নিযুক্ত থাকে ও বালগান শিথে, ইহাতে চিত্ত স্থির থাকে। এখানে শিল্পকার্যের তত বাল্লারপে শিক্ষা হয় না ও যদিও সংগীত এদেশে পূর্বকালে চলিত ছিল, এক্ষণে কতিপয় পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদিগের কল্পা, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক কয়েকটী গান শিথিয়াছে। যথন শ্রাস্তি বােধ হয় তথন তাহার গান শুনিয়া আমি আরাম পাই। আপনি সর্বদা বলিয়া থাকেন য়ে, বাঞ্পবিত্রতা ও আন্তরিক পবিত্রতা সর্বদা ধ্যান করিবে, এ কথাটী আমার মনে বড় ভাল লাগিয়াছে। যেমন নির্মল বায়ু, নির্মল বারি, পরিষ্কার গৃহ, পরিষ্কার পরিধেয়, উৎকৃষ্ট এবং বলদায়িনী মিতাহার শরীর রক্ষণার্থে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কার্য ও পবিত্র অন্থশীলন ধর্ম উন্নতির জন্ত আবশ্যক।

এই লিপি পাঠানন্তর গোপাল অশ্রজনে ভাসিত হইয়া স্ত্রীর গুণ সকল চিস্তা করিতে লাগিলেন ও ভাহার লিপি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া বুকের উপর রাখি-লেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গোপালের এক কৃষকের গৃহে গমন।

বৈকাল মনোহর; ঐ সময়ে বাহৃস্টির স্থৈরে প্রারম্ভ। কার্যের কোলাহল ব্রান হইতে থাকে। অপূর্ব স্থৈর্যে স্টিব্যাপক হইতেছে। মেষপালক মহিষপালক ও গোপালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। সর্বপ্রকার ব্রব্যবিক্রয়কারী মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে। এই স্থান লণ্ডন নগরের অন্তঃপাতি পলীগ্রামের স্থায়।

গোপাল নিকটবর্তী বৃহৎ বৃহৎ ছায়াবিশিষ্ট বন, উপবন দর্শন করতঃ এক কৃষ-কের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষকের কুটীর কতকগুলিন বিশাল বুক্ষের মধ্যে, তথায় বদিয়া স্ত্রীপুরুষে সন্তানদিগকে আদর করিতেছেন। দেট্টাদেটি, বুক্ষোপরি डेर्रन, ज्या क्ट्रेंट सींग थाहेग्रा गुज़न, विकल्पनत स्राप्त अन्न कर कर्रन, भूकतिवीट সম্ভরণ, প্রভৃতি নানা ক্রীড়া হইতেছে। গোপাল নিকটে যাইলে সম্মানপূর্বক আহত হইলেন কৃষক ও তাঁচার স্ত্রী তাহাকে দেথিয়া আহলাদিত হইলেন ও জিজ্ঞাদা করিলেন, আপনারা সন্তানদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেন ? আমরা আপন সম্ভানদিগতেক সাহসের শিক্ষা দিয়া থাকি। বালাকালাবধি উত্তম স্বাস্থ্য, উত্তম ও বলীয়ান আহারের দারা তাহাদিগের শারীরিক বৃত্তি যাহাতে বলীয়ান হয়, তাহা আমরা করিয়া থাকি। এরপ ক্রীভা ও কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই, যাহাতে তাহারা সর্বদা অভয় অবস্থায় থাকে। বিপদ উপস্থিত হইলে ভীত হয় না। मारमरीन रहेटन विश्वत विश्वत द्वार रहा। आमता श्रुक्तिगरक अञ्च निका विहे छ শীকারে প্রেরণ করি। যে বালক ভয় প্রকাশ করে, দে অন্য বলেকের নিকট জাতচ্যত হয়। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের এ প্রণালী উত্তম। পূর্বকালে আমাদিণের এই প্রথা ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি বীর্ধবলে বিখ্যাত ছিল, ক্ষত্রিয়নারী-রাও বীরভাব প্রকাশ করিতেন ও ধাহারা ভীত হইত, তাহাদিগকে তাঁহারা ঘণা কবিকেন।

ক্ষক বলিলেন, এরপ শিক্ষা না হইলে এক এক ঢেউ দেখিলে লা ভূবিবার সন্তাবনা। আমরা বেরপ শিক্ষা দিই, তাহাতে বালকবালিকা আপন বল ও বৃদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সকল দায় হইতে মুক্ত হয়—আমরা ভয়কে ভয় করি না—নৈরাশে নিরাশ হই না ও কিছুতে ভগ্নাশ ও ভগ্নোতম হই না।

ক্ষকের কন্যা মাথন করিতেছিলেন; কার্য শেষ করিয়া স্থাণাভিত হইয়া থোঁপাতে পূক্ষ দিয়া প্রসন্ধবদনে নাচিতে নাচিতে আদিয়া পিতা মাতাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষককে গোপাল বলিলেন, আপনি স্থা। কৃষক বলিলেন—ভাই ধন বড় আকাজ্জা করি না, পুত্রকন্যা সৎপথে থাকে, এই ইশ্বরের নিকটি নিভ্য প্রার্থনা করি।

দশম পরিচ্ছেদ

গোপালের নিপি।

শান্তিদায়িনী আহারান্তে নবকুমারকে বক্ষে রাথিয়া আদর করিতেছেন ও তাহার মুখ দেথিয়া পতিকে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে ডাকঘোগে এই লিপি আইল— প্রিয়তমে ! তোমার লিপি আমার তাপিত হুদয়কে শীতল করিয়াছে। তোমার বামাতোহিণী ৫৭৭

ষভাব শ্বরণ করিলে আমি শান্ত হই। তোমাকে ও সন্তানাদি দেখিবার জন্ত চিত্ত কখন কখন অন্থির হয়। ধৈর্য অবলয়ন করতঃ শান্ত হইয়া থাকি। পূর্বে আপন পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াছি, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা আবশুক। যিনি এখানে কৌন্সলি হইতে আইদেন তাঁহাকে প্রথমে কাহারও বাটাতে অথবা কোন হোটেলে থাকিতে হয়, পরে তাঁহাকে চারিটা ইন্স অফ কোর্টের একটি না একটির সভ্য হইতে হয়। ঐ চারিটি কোর্টের নাম, ইনর টেম্পেল, মিছিল টেম্পেল, লিনকনস্ ইন ও গ্রেস ইন, ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত বাটা আছে। কৌন্সলি নিযুক্ত হইতে গেলে প্রায় ৪০ পৌণ্ড সেলামি দিতে হয় ও এক শত পৌণ্ড গচ্ছিত রাথিতে হয়। আমার অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু অক্সাৎ কোন বন্ধুর কুপাতে কিছুমাত্র বিদ্ধ হয় নাই। আদালতের ব্যয়ের জন্ত ৫০ পৌণ্ডের ছই জন জামিন দিতে হয়। আর ছই জন কৌন্সিলের নিকট হইতে চরিত্র বিষয়ে এক সাটিফিকেট দাখিল করিতে হয়। তাহার পর পরীকায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আমি পরিশ্রম করিতেছি, অনেক সাহায্য পাইতেছি, বোধ করি রুত কার্য হইতে পারিব।

দিবারাত্রি কেবল আইন পড়া, আইন আলাপ করা ষায় না। আমার চিত্তের ভাব তুমি অবগত আছ। সারজ্ঞান বিষয়ক ধর্ম ও নীতি সর্বদাই আলাপ করিয়া থাকি। এদেশে জ্ঞানবলের চিহ্ন অনেক দেখিতেছি।—টেম্স নদীর নীচে এক টলেল আছে, সেথানে শকট, রেলের গাড়ি ও লোক সকল গ্যনাগ্যন করে; উপরে জল, তথায় জাহাজ চলিতেছে। দকল গৃহ নদীর দহিত নলের দারা সংযুক্ত, এজন্য বাটীর ময়লা নদীতে পতিত হয় ও সকল বাটী গ্যাস্থারা আলোকিত। গৃহস্থেরা স্বয়ং বাজার করে, অনেকের গৃহকার্য কিন্ধরীর দার। নির্বাহ হয়। অনেকের গৃহে দাসী ও চাকর আছে। আমাদিগের দেশের স্তায় পলীগ্রাম হইতে তরকারি, মংস্ত ও অক্তান্ত দ্রব্য প্রাতে লণ্ডন নগরে আনীত হয়। লিবরপুল, মেঞ্চোর ও ইংলণ্ডের সকল থণ্ডে বাণিজ্যের গোলযোগে পূর্ণ। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য আসিতেছে ও বিলাত হইতে নানা দ্রব্য রপ্তানি হই-তেছে। নদীতে জাহাজ ও ষ্টমার অসংখ্য, নানা রকমের তুলার বস্তাদি ও নানা শ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। অসংখ্য লোক শ্রম করিতেছে, অনেকে অভারজন্য দেশা-স্তরে গমন করিতেছে; তথাচ অনেকেই দরিদ্রতার গ্রাদে পতিত। অহুমান করি, এরূপ না হইলে ধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম অভ্যাস হইত না। দেখিবার অনেক যোগ্য স্থান আছে। কুষ্টেল পালেদ গ্লাদে নির্মিত; দেখানে পৃথিবীর নানাপ্রকার আশ্চর্য ও উন্নতিপ্রকাশক দ্রব্য সংগৃহীত দেখিতে বড় স্থলার। গভ-

পক্ষী ও বৃক্ষাদি সুশোভিত উতান (জ্য়লজিকেল গারডেন), ব্রিটিষ মিউজিয়ম পুস্তকালয়, ও পারলিয়মেণ্ট হৌদ দেখিবার যোগাস্থান বটে। পারলিয়মেণ্ট, হৌদ অফ্ কমন্স ও হাউদ অফ্ লর্ডে বিভক্ত। তাঁহারা আইনাদি করেন। তাঁহাদিগের কার্য রাত্রে হয়। নানা বিত্যা অমুশীলনার্থে নানাপ্রকার সভা ও তাঁহারা যাহা দংগ্রহ করেন তাহা দময়ে দময়ে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্র ও অনাশ্রমীদিণের ক্লেশ নিবারণার্থে এদেশে কি কি উপায় আছে, তাহা লিখিতেছি। এখানে নানাপ্রকার হৃংথ ও ক্লেশ নিবারণজন্য নানাপ্রকার উপায় আছে। যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ও রোগী, তাহাদিণের জন্ম হাঁসপাতাল ও চিকিৎনালয়ের জন্ম দাই শিক্ষিত হয়। ইহারা রোগীদের ভক্রমা করিতে বিলক্ষণ জানে। মহামতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজ ফৌজদিগের ভক্রমা করিবার জন্ম ক্লোইমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ নারীর সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষিত দাই ছিল, এজন্ম এমনি স্থলররূপে কার্যনির্বাহ হইয়াছিল যে, রোগী রোগের যন্ত্রণা জানিতে পারে নাই।

ত্বংখী লোকদিগের গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামত করিবার জন্ত নানা সভা স্থাপিত হইয়াছে ও অনেকেও দান করিয়াছে। সহার্মবিহীনা ও অসতী যুবতী স্নীলোক-দিগের আশ্রম্ম ও সংশোধনের নিমিত্ত অনেক আশ্রমস্থান আছে।

অনেক ত্রংখী বালক ও বালিকাদিণের জীবিকানির্বাহার্থে শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক উপায় আছে। এ সকল দেখিলে চিত্ত ঈশ্বরের ক্রপাধ্যানে মৃগ্ধ হয়। পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক পাপ করিলে চিরকাল ত্যক্ত হইতে পারে না। তাহাদিণের সংশোধন করিয়া ধর্মপথে আনা উচিত।

মেরি কারপেণ্টর অসাধারণ নারী ছিলেন। প্রতি গলিতে বাটীহীন ও আশ্রয়হীন অনেক বালকবালিকা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ও নানা পাপে প্রবৃত্ত হইতেতছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের জন্ম বিভালয় স্থাপন করেন। ঐ দকল বিভালয়ের পড়িয়া তৃঃখী দরিভ্র বালক ও বালিকা জ্ঞান ও ধর্ম-সাধন করিয়াছে ও অর্থকরী বিভা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

যাহারা অন্ধ বোবা ও কাণা তাহাদিগের শিক্ষার্থে বিভালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভালয় যথন স্থাপিত হয় তখন বিলাতে ৫০০০০ টাকা চাঁদা উঠে।

পূর্বে যাহা বলিলাম তাহা মহয়ের উপকারার্থে স্থাপিত, পশু-পীড়ন নিবারণ জন্যও সভা আছে; তাহাতে মহারাণী আফুক্ল্য করেন এবং অনেক ভদ্রলোক ও রমণী এই কার্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। বামাতোহিণী 'বিশ্ব

আমাদিণের দেশে স্থীলোককর্তৃক অনেক সংকর্ম হইয়া থাকে ও অনেক ছলে অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমে পরোপকার সমাধিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইউরোপীয় নারীয়া শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন। কয়েদী লোকদিণের শিক্ষা হায়া অবস্থা ভাল করা, অনভী স্তীলোকদিগকে ধর্মপথে লইয়া যাওয়া, রোগীদিগকে চিকিৎসালয়ে যাইয়া সেবা করা, অনাশ্রয়ী বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দেওয়া এই সকল কার্য অভিশয় প্রশংসনীয়। একজন ধর্মপরায়ণা নারী, অভ রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এ অঙ্গনার ধর্মভাব বড় উচ্চ, বাটীতে কয়েকটী দরিদ্রলোকের কন্তাকে রাথিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় আহারের সময় তোমার পরিচয় দিতে হইবে, সেইসময় বড় কঠিন সময় হইবে। তোমার শুদ্ধ ভাব মনেতে ভাবিয়া বিহ্বল হই, ও সেই সময়ে জগদীশ্রকে কত-জতা প্রকাশ করিতে করিতে অঞ্চপাত করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোপালের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

অনেক ভ্রমণকারী কোন দেশে গেলে নানা স্থান ভ্রমণ করে, নানাপ্রকার অমু-সন্ধান করে, ও নানাবিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। গোপালের দে অভিপ্রায় ছিল না, যে কার্য জন্ম গমন করিয়াছিলেন ভাহাতে শীঘ্র ক্রতকার্য হইবেন, এই জন্ম দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। অবকাশ পাইলে ধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম-সাধনের উত্তম উত্তম প্রণালী বিচার করিতেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালিকারা উত্তমরূপে কি প্রণালীতে শিক্ষিত হইতে পারে। অনেক অমুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, মাতা প্রকৃত শিক্ষা-দাতা। অতএব স্মাতা না হইলে স্বস্তান হয় না। এইরূপ পূর্বে তাহার সংস্কার ছিল একণে তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হটতে বিদায় হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজে ও ষ্টিমারে তিন চারি দিন আহার করিতে হয়। গোপাল মিতাহারী। মেজের নিকট আদিয়া বদিয়া দাহেব ও বিবিদিগের সহিত নানা আলাপ করিতেন। এক দিবস একজন ভদ্র ও শাস্ত বিবি নির্জনে বদিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাদা করিলেন—তুমি কি বিবাহ করিয়াছ ? গোপাল বলিলেন—হাঁ; ও এই প্রশ্নে-তেই আপন ভাগার প্রতিমুতি যেন তাঁগার নয়নগোচর হইল। গোপান আচ্ছ-মতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্তন হইয়া থাকিলেন। বিবি জিজ্ঞাদা করিলেন—আপনাকে ভাবাস্তর দেখিতেভি কেন ? গোপাল সরলভাবে আপন ভাব প্রকাশ করিলেন

বিবি বলিলেন—এইরূপ সকল স্বামীর চিত্ত হওয়া কর্তব্য ; যা হউক, আমি আপনার বনিতার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছুক হই।

দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার ভাগীরথীতে আইল। বিলাতীয় দৃশ্য গিয়া কলিকাতার বালাশ্বরণীয় নানা স্থানে নানা চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। ষ্টিমার লাগান হইলে আরোহীরা নামিয়া আদিল। সকলের বন্ধু আগবাড়ান লইতে আদিল। উক্ত বিবি গমনকালীন গোপালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। গোপালের কয়েকজন বন্ধু আদিয়াছিলেন; তাঁহারা হন্ত স্পর্শ ও কোলাকুলি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কেহ কেহ আহ্বান করিলেন—অভ আমাদিগের বাটীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন কয়ন। গোপাল বলিলেন—বাটী ঘাইবার জন্ম চিত্ত অস্থির; এক্ষণে ক্ষমা কয়ন। আমি অরায় আদিয়া আপনাদিগের দহিত এক দিন য়াপন করিব।

वानमा अतिरुक्त

স্বামী ও প্রীর দাক্ষাৎ।

গোপালের বাটীর সমূথে মাঠ—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বৈশাথ মাস, প্রথর রবি, বায়ুর সঞ্চালন নাই। গো সকল কর্ষণে ক্লান্ত—ক্লমকের আঘাতে অভিভূত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে। একটি গোরু অতিশয় প্রান্ত হইয়া হামা হামা রব করত: ভূমিশাং হইল। এই কাতরতা শুনিয়া শান্তিদায়িনী পুত্র ও ক্লাসহিত নিকটে আদিয়া গোরুর শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন: গোরুকে দজীব দেখিয়া বাটী প্রত্যা গমন করিলেন। দারপ্রবেশ না করিতে করিতে স্বামীর আগমনবার্তা প্রবণানস্তর পুত্র, কলা ও নব কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। খামী, স্বী ও সন্তানদিগের মৃথ অবলোকন করতঃ আফ্লাদঅশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখ্চম্বন করিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে অনেক महानाभ रहेन। त्राधिन मगरम खी विनत्न- ज्ञानक हित्म रहेन, जाभनारक রন্ধন করিয়া আহার করাই নাই। অত এই কার্যে আপন হস্ত প্রিত্র করিব। পল্লীর কতকগুলিন স্ত্রীলোক আন্তে ব্যন্তে আদিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—গোপাল বাবু, তুমি কি দাহেব হইয়াছ ? দেখতে পাচ্ছি আবার আদনে বদিয়া আহার করছ। সে কেমন কথা ? এই শুনলাম সাহেব হয়েছ আবার বান্ধালি হলে ? গোপাল বলিলেন—আপন শিক্ষার্থে ও জ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক উপদেশ জানিবার জন্ত বিলাতে গিয়াছিলাম। আহার ও ব্যবহার অল্প কথা।

অঙ্গনার। "তবে ভাল, তবে ভাল," বলিয়া থিল থিল করিয়া হাস্ত করিলেন।

বামাতোষিণী 💮 🐪

গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের জন্ত ছুচের কাষের পেলা সম্মানচিত্ত্ত্বরূপ আনিয়াছি; অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করন। বিলাতে বিবিদিগের শিক্ষা ও কার্য কিরূপ, তাহা আপনাদিগকে বলিব। অঞ্চনারা বলিল—আমরা শুনিতেবড ইচ্ছা করি। ঘরকন্নার কার্য কর্তে কর্তে দিন যায়, অবদর পাই নাই; যা হউক, কাল সকলে আদিব। একজন বহুদেশীয় অঞ্চনা বলিলেন—আমার কপাল পোড়া; আমি আদিতে পারিব না; আমার "নাতি থাতি" দিন যায়। অন্তান্ত অঙ্গনারা হাদিয়া দে স্থান ছেয়ে দিয়া বলিলেন—ওমা! নাতি থাতি দিন যায়, কি অভাগার দশা! শান্তিদায়িনী বলিলেন—শিবহুগা দিদির অভিপ্রায় যে, স্মান ও আহার করিতে দিন যায়। ভাষা যোজনানন্তর সকল স্থানে সমান নয়। যদিচ এক বর্ণমালা ইইতে সকল প্রকার শক্ষ, কিন্তু শক্ষের বিভিন্নত। আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ।

পরদিন বৈকালে ভদ্র ভদ্র ঘরের কামিনীগণের সমাগম হইল। কেহ কেহ এলো-কেশী, কেহ কেহ নানা প্রকার গঠনে কেশ বন্ধন করিয়াছেন। কাহার কাহার সম্মুথে একবর্গা সিঁতে কাটা, কাহার কাহারও কেশ জুলফিতে সজ্জিত। তাহা-দিগের নানাবর্ণীর বস্ত্র পরিধান। সকলের নাসিকারঞ্জক টিপ। ওঠ তামূল যেন বিষকল দৃষ্ট হইতেছে। শান্তিদায়িনী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন ও তালবৃস্তদারা স্বয়ং বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। গোপাল সকলকে সম্মানপুরংসর উচ্চ অঙ্গনাদিগের আখ্যায়িকা ব্ণিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের দেশে ব্রহ্মবাদিনীরা সর্বদাই অপাথিব চিন্তায় নিমন্ন থাকিতেন ও দিখর ও আত্মা তাঁহারা দর্বদা ধ্যান করিতেন। তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। যাঁহারা পতি গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্মবিষয়ে অনেকে উচ্চ ছিলেন। যথা—দেবহুতি, শাস্তা, কেশিনী, সতী, অনস্থমা, কৌশল্যা, দীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, স্বভদা, করিণী, অহলাা বাই, সংযুক্তা প্রভৃতি। পাতিব্রত ধর্ম এদেশে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম। পতির দ্বারা তাড়িত হইলেও পতিত্যাগ করে না। এক্ষণে এদেশে মহিলাগণ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ আদর করেন ও ব্রতনিয়ম, মিতাহার ও উপবাদদারা মনসংয্য করেন। তাঁহারা পরহিতে রতা। যাহাদিগের অর্থ আছে, তাহারা তড়াগ, বাপি, পুছরিণী, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রান্তা, পশুপক্ষীর আরামজন্ত অর্থ

বায় করেন। এ প্রসংশনীয় বটে, কিন্তু বিলাতে ন্ত্রীলোকদিগের পরহিতৈষিণী ভাব উচ্চরণে প্রকাশ পাইতেছে।

- (১) বিবি ফ্রাই নামে একজন মহিলা ছিলেন। পরোপকার-পিপাদা তাঁহার বালা-কালেই প্রকাশ হয়। দরিদ্র লোকদিগের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতার ভবনে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করিতে লাগিলেন। বিশ বংদর বয়দে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া নিকটস্থ লোকের বাটী ষাইয়া তাহাদিণের ত্ব:থ বিমোচন করিতেন। তাঁহার দর্বদা বাদনা হইত যে, পরোপকার কিরুপে অধিকরূপে করিতে পারিব। নিউগেট জেলে যাইয়। দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধজন্ম কয়েদ আছে। পরত্বংথ মোচন হয় ও পর অধোগতি কিরপে সংশোধিত হয়, তাহা সকলে ভাবে না, কিন্তু যাহারা ভাবে, ভাহারা উপায় শীঘ্র স্থির করে। তিনি ঐ জেলে যাইয়া বস্তাদি প্রদানপূর্বক ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার গদগদচিত্তের উপদেশ এমনি সংলগ্ন হইত যে, কয়েদীরা শুনিয়া অশ্রুপাত করিত। অনন্তর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, करविमीमिट्यत मर्था कुछि वानिका नहेशा जिनि भिका मिट ठारहन। ज्वन-অধাক্ষ বলিল-ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও শিথাইবার স্থান নাই। বিবি ফ্রাই ভ্রোৎসাহ না হইয়া একটা অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন ও তাঁহার উপদেশে অনেকের স্বভাব পরিবর্তন হইল। অনেকে আলস্থ ও অলীক বাক্যব্যম ত্যাগ করতঃ বুনানি ও দিলাই শিখিতে লাগিল। এইরপ শিক্ষা পূর্বে ছিল না। ইউরোপদেশীয় জেলে কয়েদীদিগের সংশোধনার্থে এইরপ শিক্ষা হইতে লাগিল। কয়েদীদের এইরূপ শিক্ষাতে জীবিকানির্বাহের সক্ষমতা লাভ করিয়া ভাহার। নির্দোষ পথ অবলম্বন করে। উক্ত বিবিত্ত সাহায়ে। নিরাশ্রয় ও দরিত ব্যক্তিদিগের আশ্রমজন্য এক সভা স্থাপিত হয়।
- (২) হেনা মোর নামে একজন বিবি ছিলেন। তিনি দোকানী, চাষী ও অতাত লোকদিগের উন্নতির জন্ত পুশুকাদি লিথিয়াছিলেন। দরিক্র লোক সকলের সন্থানদিগের শিকার্থে তিনি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকাতরে সংকার্যে ধনবায় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন পল্লীস্থ লোক সকল স্থীয় নয়ন-বারিঘারা কুভক্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন।
- (৩) বিবি রো এই শ্রেণীস্থ অঙ্গনা ছিলেন। দরিত্র ব্যক্তিদিগের জন্ত তিনি দর্বদা কাতর হইতেন: পুস্তকাদি লিখিয়া যাহা পাইতেন, তাহা তাহাদিগের ছংথ বিমোচনার্থে দিতেন। এক সময়ে হাতে টাকা না থাকাতে একখানি রূপার বাসন বিক্রেয় করিয়া প্রছংথ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাটীর বাহিরে গ্রনকালীন

সঙ্গে অর্থ ও ধর্মবিষয়ক পুস্তক থাকিত; যে যেমন পাত্র তাহাকে তাহা দিতেন। তিনি আপন ক্লেশ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরত্বংখতে রোদন করিতেন। আনক অনেক ত্বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা দিতেন ও লোকে বিপদ্ধ রোগে পতিত হইলে নিকটে যাইয়া তত্বাবধারণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রু বিনির্গত হইয়াছিল।

(৪) সারা মরিটিনামী একটা পিতৃ ও মাতৃহীন বালিকা ছিলেন। তিনি একটা কুটারে বাদ করিতেন ও পোষাক প্রস্তুত্ত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। প্রতি রবিবারে কতকগুলিন দরিদ্র বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষালয় হইতে বাটা আদিবার কালীন জেল দৃষ্টিগোচর হইত।—পরোপকারকরণ পিপাসা কাহার কাহারও নিধন হয় না; বরং বর্ধনশীল হয়।—তাঁহার নিতৃত্তি বাসনা হইল যে, কয়েদীদিগের জন্ম তিনি পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের অবস্থা উনতি করিবেন। এইজন্ম সপ্তাহে তুই দিবদ আপন ক্ষতি স্বীকার করিয়া জেলে উপদেশে দিতে যাইতেন। যে সকল ব্যক্তি আলম্মে পূর্ণ ছিল, তাহারা তাঁহার উপদেশে পরিশ্রমী হইল। তিনি স্থালরক্রপে ধর্ম উপদেশ দিতেন ও তদ্বির লেখা শিখাইয়া তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিতেন। যাহারা পাপে পতিত, তাহাদিগের জন্ম বিশেষ যত্ন করিতেন ও যাহাতে তাহাদিগের আ্যোমতি হয়, এমত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতেন। যাহারা মালিন্তে ও ঘায়ে পূর্ণ, তাহাদিগকে পরিক্ষার রাখিতেন; দ্বণা করিতেন।।

যদিও সারা মরিটিনের অর্থ ছিল না, কিন্তু মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের ক্রটি হয় নাই। তুংথী বালিকারা কুপথগামিনী না হয়, এজন্ম তাহাদিগের শিক্ষার্থে রাত্রে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই উচ্চ নারী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে প্রপীড়িত হয়েন। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রেমে যাপন করিয়াছিলেন।

- (৫) হংবির রাণী এলিজিবেথ রোগী ও দরিত্র লোকদিগের জন্ত অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং অনাথাদিগের পালনার্থ হসপিটেল ব্যয় নির্বাহ ও ছভিক্ষ স্থানে আফুক্ল্য করিতেন। রোগীর শ্যার নিকট ও ছংখী লোকের কুটারে যাইয়া স্বহন্তে আশ্রয় প্রদান করিতেন।
- (৬) চৌত্রিশ বংসর বয়সে লিগ্রেস নামক বিবির স্বামীর কাল হয়। যখন ভর্তা জীবিত ছিলেন, তথন পীড়িত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিকট ঘাইয়া সাহায়্য প্রদান করিতেন, মৃম্র্ লোকদিগের সেবা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ঘাহারা কোন রকম ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের ত্বংথ নিবারণ জন্ম সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে যে নারীরা যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন,

তাহাদিগকে একত্র করিয়া দলবদ্ধ হইলেন। প্রথম কার্য যে, রোগীর যে পীড়া হউক, তাহাদিগকে বন্ধ, ঔষধি ও অর্থ দিতে হইবে। দিতীয় বালিকাদিগের উত্তম শিক্ষা দেওয়া। ঐ বিবি সামান্ত শয্যায় শয়ন করিতেন, সামান্ত আহার করিতেন; কারণ আপনি শান্ত না হইলে অন্তকে শান্ত করা যায় না। গৃহেতে যে দাস থাকিত, তাহাদিগের কন্তাদের লইয়া স্বীয় গৃহে শিক্ষা দিতেন।

(৭) ফ্লোরেন্স নাইটেন্সেল নামে একজন দরিদ্র মান্থবের কন্তা অন্তাপি আছেন।
পিতামাতাকর্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা স্থানে এমণ করেন; তাঁহার
দহিত থাহার আলাপ হয়, তিনি আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। বাল্যাবস্থাবিধি
তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারীতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি
থাকিত, আপনি ক্রেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের হঃখ নিবারণ করিতেন।
আনেকেই তাঁহাকে উপদেশক ও বয়ু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন নদীতীরস্থ এক ধর্মশালায় কতিপয় ধার্মিক স্নীলোকের সহিত থাকিয়া রোগীদিগের
সোবা ও তত্ত্বাবধারণ করেন। তাহার পর বিলাতে প্রত্যোগমন করিয়া হঃখিনী
পীড়িতা নারীগণের আশ্রম জন্ত এক ধর্মশালা ছিল, তাহার উয়তি করেন।

এই সময়ে ইউরোপে রশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাদিদের এক ঘোরতর যুদ্ধ কাইমিয়া নামক হানে আরন্ত হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপককাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈশু প্রেরিত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটেন্সেল কতিপম ভদ্র ঘরের কন্তার সহিত কাইমিয়ায় আদিয়া সৈশুদিগের ঔষধ, পথ্যাদি প্রদান ও ধর্মউপদেশহারা সান্থনাকরণে দিবারাত্রি অদীম পরিশ্রেম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্তের কোলাহল; ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্তা অকুতোভয়ে স্নেহ পূর্বক রোগীদিগের রোগের যন্ত্রণানিবারণে নিযুক্ত আছেন। এরূপ কটে তাঁহার জর হয়; তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সান্ধ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অদীম সম্মানপূর্বক ধন্তবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিছে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বল্ল্যুল্য অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটেন্সেল আপনকর্তৃক কৃত কর্ম অধিক বোধ না করিয়া সন্ধীদিগেরই অনেক গুল বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্মিক লোকেরা সম্পর উদ্দেশেই ধর্ম কর্ম করে; লোকসমাজে যশের জন্ম করে না; বরং আপন পূণ্যকর্মের গৌরবে কৃত্তিত হইয়া থাকেন।—রামারঞ্জিকা।

(৮) মেরি কারণেণ্টর ক্লোরেন্স নাইটেক্লের ন্থায় বিবাহ করেন নাই; কেবল প্রমোপকারে জীবন কাটাইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অন্দে তুঃখী লোকের গৃহ দেখিবার জন্ম এক সভা হাপিত হয়; ও এই বিবি কারপেন্টর একজন বিশেষ কর্মকারিণী ছিলেন। এমন এমন হান ছিল, যেথানে কেবল জন্ধকার, মরলাতে পূর্ণ ও যাহারা থাকিত, তাহারা দরিদ্রভার ক্লেশ সহ্ম করিছেছে। এই সকল দেশিয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির হইত। রান্তায় অনেক দরিদ্র বালক বেড়াইত ও কুকর্মে রভ হইত। তাহাদিগের জন্ম তাঁহার আয়ক্লো এক ব্যাগেড স্কুল হাপিত হয়। যাহার নিদ্ধাম কার্যকরণের বাসনা, সেই বাসনা নানারূপে প্রকাশ হয়। অন্ধর্মনে পিতামাতার অয়ত্বে বালক ও বালিকা দোষ করিয়া কার্যকন্ধ হয়; এই বিষয় অন্ধ্রমান করিয়া তিনি এক পুস্তক লেখেন। ইহাতে জেলে শিক্ষা বিষয়ে লোকের অধিক মনোযোগ হয়। বালক ও বালিকাদিগকে কিরপে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিতে হইবে, তাহা বিবেচিত হইতে লাগিল। তিনি এদেশে আদিয়া স্থাশিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এতক্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিখিতে ও শিখাইতে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। বিলাতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েদী স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোক রক্ষকহারা রক্ষিত হইতেছে, এবং তাহারা প্রতিদিন শিক্ষা পাইতেছে।

(১) মার্কিনদেশে মর্বর নামে একজন গ্র্বর ছিলেন। কিছুকাল পরে সর্কারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চাষ-বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের হারা চাষ-বাস করে। ঐ সকল হাবদী গোলাম জীত, এপ্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরদরের কেবল এক কলা ছিল; তাঁহার নাম মারগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধীনে গোলাম আছে; তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিশুর ধন বায় হইয়ছে। মহয় যে মহয়ের গোলামী করে এবং নিষ্ঠুরব্বপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না ও গোক ঘোড়ার তান্ন স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রিত হয়, ইহার মূল কেবল মহুয়ের অস্তিবেচনা; এমত কর্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না; অতএব এ কর্ম পাপকর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; পাপ কর্ম পরিত্যাগ যদি সর্বনাশ হয়, তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিকৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অদীম আদীর্বাদ করিতে করিতে গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল; একণে তাহা যুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রমদারা জীবিকানির্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম করিয়া তিনি এক বালিকা-বিতালয় স্থাপন করিলেন ও বাহাতে

ভাষাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন।
---রামারঞ্জিকা।

(১০) ইটেলিদেশে রোজাগোভান। নামে একজন বালিক। থাকিতেন। তাঁহার পিতামাতা ছিল না; তিনি উত্তমরূপ দেলাই করিতে পারিতেন; ঐ কর্মের দারা জীবিকানির্বাহ হইত। পৃথিবীর স্কখভোগ অথবা বিবাহকরণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাং এক দিবস একটা ছঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন—তুমি অনাথা; আমি তোমাকৈ প্রতিপালন করিব; তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে এ অনাথা বালিকা সম্মত হইলে রোজাগোভানা অন্তান্ত অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্পকর্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকানিবাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে ষাইবে না। প্রথম প্রথম অনেক অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাদ ও দোষারোপ করিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর-উদ্দেশ্য কর্মে চরমে ইষ্টলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে।—অল্ল দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্পকর্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকারপ্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর রোজাগোভানা তুই একজন শিশু লইয়া ঐরপ শিক্ষালয় অন্তান্ত স্থানে স্থাপন করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া অক্লান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

অন্ত সন্ধ্যা হইল; যতপি অবকাশ হয়, তবে আর এক দিবস অন্ত গ্রহা আইলে বড় আপ্যায়িত হইব। অঙ্গনাদিণের মধ্যে প্রেমকুমারী ও বসন্তকুমারী বলিলেন—গোপালবাবৃ! আপনকার উপদেশে আমরা উপকৃত হইলাম। বেদপুরাণাদিতে শুনি, এদেশের স্ত্রীলোক বড় উচ্চ ছিলেন, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান ধর্ম আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন ও পরোপকার সাধ্যান্ত্মারে প্রাণপণে করিতেন। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ইউরোপীয় ভগিনীরা নিভাম ধর্ম বিন্তীর্ণরূপে করেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা দেই সকল কার্য, অর্থাৎ রোগীর দেবা, রোগীকে ও্রথি ও অর্থনান, দরিদ্র লোককে আহারদান, উপায়হীন শিশুদিগকে বিভাদান কর্ম দেশে ও্রধিদান ও তুভিক্ষ দেশে অম্বদান, এরপ নানাপ্রকার কার্যে পরের ত্রংথ ও ক্লেশ বিমোচন ও তাহাদিগের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও শিক্ষা অধিক আন্তরিক—তাহারা ধ্যান, ব্রত, অর্থব্যয় ইত্যাদিতে শীঘ্র মিলিত হয়েন। ইউরোপীয় নারীরা আমাদিগের

বামাতোষিণী ে ১

অপেকা অধিক শারীরিক, মা**নসিক ও** আধ্যাত্মিক কার্য ছার। ধর্মাস্কান করেন।

চতুর্দণ পরিচ্ছেদ

বিলাতীয় বিবিদিগের কথা।

স্থা অন্তমিত হইতেছে এমত সনয়ে মলের রুত্বর কুত্বর শব্দ হইতে লাগিল। গোপালের মধুর বাণী যে শ্রাবণ করে সে বিমোহিত হয়। তাঁহার চতুস্পার্ধে রমা, শ্রামা, বামা, উমা, লবঙ্গলতা, কুঞ্জলতা, ঝুম্কোলতা প্রভৃতি নারীরা স্থাসীন হইলেন।

কন্দর্পদলনী জিজ্ঞাদা করিলেন, গোপালবাবৃ! যদি ইংরাজ বিবির প্রতি এত অহুরাগ, তবে একটিকে বিয়ে করিয়া আন্লেন না কেন ?

গোপালের চক্ষু শান্তিদায়িনীর চক্ষুর উপর পতিত হইল। চারি চক্ষুর সম্মিলনে বৈবাহিক শুভদৃষ্টির শুদ্ধতা উদ্দীপ্ত হইল। স্বামীর "আমি কেবল তোমারই" প্রকাশক দৃষ্টিতে স্থীর দৃষ্টি "আমিও তোমারই" প্রকাশক হইল। অক্যান্ত বামারা এই চাওনিতে চমংকৃত হইলেন। গোপাল কথা আরম্ভ করিলেন।

গত কল্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের দেশহিতৈষিণী-ভাবে নানাপ্রকার ধর্মকর্মের বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা বলি তাহা প্রবণ করুন। মাতাই প্রকৃত শিক্ষা-দাতা— যাবতীয় উচ্চ লোক জন্মিয়াছে তাহার। মাতা কর্তৃক শিক্ষিত। জর্জ হারবার্ট বলেন, একজন উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। আগষ্টিন সেন্ট-আগ-ষ্টিন হইতেন না, যভপি তাঁহার মাতা মনিকার দ্বারা উপদিষ্ট না হইতেন। কবি কাউপার প্রথমে কুপথগামী ছিলেন, মাতা দারা শিক্ষিত হইয়া ধর্মপথ অবলম্বন করেন। সার্ উইলিয়ম জোন্স ধিনি এতদেশীয় শাস্ত্র ভাল জানিতেন, ও এখানে স্প্রিম কোটের জজ ছিলেন, তিনি তিন বংগর বয়দে পিতৃহীন হইয়া মাতার দারা শিক্ষিত হয়েন। কবি গ্রের পিতার চরিত্র জ্বন্য ছিল কিন্তু তিনি মাতার উপদেশে উত্তম হইয়াছিলেন। বিশপ হল আপন পুতকে লিথিয়াছেন যে, পর-মেধরের প্রতি ভক্তিশ্রদা করিতে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে শিখান। জন্ ওয়েস্-লির শিক্ষাদাতা তাঁহার মাতা। ডাক্তার জনসন, জর্জ ওয়াদিংটন, ক্রমওয়েল, নেশোলিয়ন, বেকন, আর্দ্ধিন, ক্রহাম, প্রেসিডেন্ট আডাম, সকলেই মাতাকর্তৃক শিক্ষিত। অহুসন্ধান করিলে অনেক প্রমাণ পাওয়া খাইবে যে উত্তম শিক্ষার বীজ মাতার ছারা রোপিত হয় ও শিক্ষা-বীজকে প্রেমের জলদেচনের ছারা অস্থ্রিত করা কেবল মাতার হারাই হইয়া থাকে। পাঠশালার শিক্ষাতে বালক-

বালিকারা এলোমেলো হইয়া পড়ে; মাতার শিক্ষায় ভাহাদিগের চরিত্র ধর্মভাবে বদ্ধমূল হয়। ধর্মের আদল শিক্ষা প্রমেশ্বরেতে চিত্ত অর্পণ করা। বিপদ্ট হউক ক্লেম্ই হউক, শোক্ই হউক, কিছুতেই অশান্ত হইবে না।

আর একটি কথা ভুমুন।—উত্তম কল্পানা হইলে উত্তম স্ত্রী হয় না; উত্তম স্ত্রী না হইলে উত্তম মাতা হয় না। ইউরোপেও পতিপরায়ণা নারী আছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যেমন দময়ন্তী, চিন্তা ও দীতা আপন স্বামী দহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, দেইরূপ লিভিংষ্টন ও বেকারের স্থীরা ক্লেশ স্বীকার করঙঃ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। পাতিব্রত্য ধর্ম অনেকেই অফুষ্ঠান করে। এদেশে বহুকালাবধি স্থীলোক সমানিত ও দেবভাবে গৃহীত। বিলাতে স্ত্ৰীপুক্ষক সর্বতোভাবে সমান করণার্থে অনেক আন্দোলন হইতেছে। যাঁহারা এই আন্দো-লন করিতেছেন তাঁহারা বলেন—স্ত্রীলোক কোন অংশে পুরুষের নিরুষ্ট নয়; ভবে ভাহাদিগের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার কেন না হইবে ? অনেক বিবি পুত্ত-কাদি লিখিতেছেন, কেহ উচ্চ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, তবে পুরুষের যে যে কার্য ও যে যে অধিকার, স্ত্রীলোকের সেই সেই কার্য ও অধিকার কেনই না হইবে ? কেহ কেহ কহেন—যদি স্ত্রীলোক পুরুষের ভায় কার্যালয়ে গমন করেন, ভবে বাটীর কার্য ও সন্তানাদির শিক্ষা কিরূপে হইবে ? স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহ শৃত্য। নিমশ্রেণীর লোকদিগের ক্যারা অল্লবয়দে কার্যালয়ে কার্য করিতে যায়, এজ্য তাহাদিগের শিক্ষা কিছুই হয় না ও অনেকে ভ্রষ্টারা শিথে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে পবিত্রতা নাই, ঈশরধ্যান ব্যতিরেকে উপাদনা নাই, উপাদনা ব্যতিরেকে ধর্মা-ভাাস নাই, ধর্মাভ্যাস ব্যতিরেকে জীবন জীবনই নহে।

প্রমদা।—গোপালবাব্! ভাল বল্লে। আপনকার কথা শুনিলে শরীর লোমা-ঞ্চিত হয়।

(বলদেশীয়) শিবছর্গা।—সব পারি; কিন্তু ভ্যাক্ না নিলে বাইরে গিয়া কাম কেমনে কর্ব?

বিহালতা।— ওগো ঠাককণ! ভ্যাকের দরকার কি ? আপন ইচ্ছা হইলে অভাবনীয় কার্য হয়। টাকার দরকার নাই, সঙ্গীর দরকার নাই। কার্যটি ভাল এই বিশ্বাস—কার্যটিতে অন্তোর মঞ্চল এই বিশ্বাস, ও আমাকে এই কার্য করিতে হুইবে এই প্রতিজ্ঞা।

গোপাল।—আপনাদিগের সংস্থার হইতে পারে যে, বিলাতে স্ত্রীলোকেরা গৃহ-কর্ম কিছুই করেন না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। মধ্যবর্তী লোকদিগের গেহি-নীরা প্রত্যুবে উঠিয়া রাধুনিকে আহার প্রস্তুত করিতে সাহায্য করেন। সাড়ে বামাতোষিণী ' ৮৯

সাতটার সময়ে বাটার কর্তা আপন কার্যার্থে বাটা হইতে গমন করেন। গেহিনী আপন কিন্তরীকে লইয়া উপরে ঘাইয়া বিছানা করেন, গৃহ সকল পরিদার করেন: পরে পাকশালায় আদিয়া হাঁডি সকল দেখা ও পাকের সরঞ্চাম প্রস্তুত হয়। যেমন থাত পাক হয়, তেমনি সঙ্গে দঙ্গে অক্ত একটা আহারীয় প্রস্তুত হয়। বেলা একটার সময় আহার প্রস্তুত; যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা ভোজন করেন। পরে গেহিনী উপরে যাইয়া পরিকার হইয়া স্থােভিত হয়েন। তথন শিল্পকার্থের চ্বড়ি লইয়া হয়ত শিল্পকার্থ করেন, নয়ত পুত্তক পাঠ করেন, নয়ত কিছু রচনা লেথেন। বেলা পাচটার সময় কর্তা আইদেন, তথন সকলে আহার করেন; তাহার পর বায়ুদেবনার্থে তাহারা পদরকে অথবা গাড়িতে বাহিরে বেড়াইতে যান। রাত্রে দদীত অথবা তাদ প্রভৃতি থেলা হয়। রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিং আহার করিয়া দকলে ঈশবোপাদনা করেন। মধ্যবর্তী লোকেরা ষল্প ব্যয় হইবে বলিয়া প্ৰতি সপ্তাহে তুই দিবস আপন আপন রুটি বাটীতে প্রস্তুত করিয়া ক্ষটিওয়ালার নিকট সেক করিতে পাঠাইয়া দেন। রবিবারে কেহ কর্ম করে না ; সকলে আরাম করে। অনেক পরিবারে এ দিবসে রান্ধিবার জন্ম অগ্নি প্ৰজ্জলিত হয় না; কেবল শীত নিবারণজ্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই হইয়া থাকে ; রন্ধন পূর্বদিবদে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সোমবারে ময়লা বন্ত্রাদি ধৌত হয়। মঙ্গলবার কৃটি প্রস্তুত করিবার দিবস। বুধবার হিদাব দেখিবার দিন। বুহ-ষ্পতিবার যে সকল ক্ষুদ্র কুদ্র বন্ধ বাটীতে ধৌত হইতে পারে তাহ। হইয়া থাকে। শুক্রবারও রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। শনিবারে সকল পরিষ্কার হইয়া থাকে। ছুলিচা প্রভৃতি সকল সাক হয়, যাহাতে বাটীতে কোন অপরিষ্কার না থাকে তাহাই করা হয়।—অতএব দেখিবেন যে ইংলণ্ডের গেহিনীরা পরিশ্র ম ক্ষান্ত হয় না। এক্ষণে আপনারা অত্তাহ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ ককন। এই বলিবামাত্র তাহার স্ত্রী হুইখানি সরভাদা সকলের নিকট ধরিলেন। কোন কোন রাত্রে যেমন রাশি রাশি তারা প্রকাশ হয়, সেইরূপ বামানমূন নয়নোপরি পতিত হইয়া তারকাদাগরন্তায় ভাদমান হইল। এই উজ্জ্বল চক্ষুতে সন্মতি স্থাপিত হইলে অপিত দ্রব্য পরিত্যক্ত হইল না ও সকলেই একটু একটু টুক্রা ভান্ধিয়া বদনে প্রদান করিয়া মন্তক নোয়াইয়া রহিলেন। গোপাল সকলের নিকট হইতে

বিদায় লইয়া বাহির-বাটীতে আসিলেন।
ছই একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—গোপালবাবু বিলাত গিয়াছিলেন, এজন্ত তাঁহার
বাটীতে কিছু গ্রহণ করিব না, কিন্তু তাঁহার উচ্চ চরিত্র ভাবিলে ও তাঁহাকে
দেখিলে জাতিভেদ মনে হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

मखाना हित्र विवत्र।

ভবভাবিনী ও কুলপাবন সর্বদা একত্র থাকে। তুই জনেই মাতার অমুকরণ করে ও এক জন যাহা শিথে তাহা অন্ত জনকে বলে। তাহাদিগের মধ্যে কিছুই গোপন নাই ও সর্বদা বলাবলি করে—মা বাপের মত কিরূপে হইব ? নব কুমারের নাম হইল ভবতোষ, কারণ ঐ বালকটা সর্বদাই হাস্ত করে। ভবভাবিনী ও কুলপাব-নের শিক্ষা কুলশিক্ষান্তায় হইত না। পিতা ও মাতা তাহাদিগের মনে উদ্বোধন করিয়া দিতেন; পরে তাহারা চিস্তা ও অমুসন্ধানদারা অসারকে পরিত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। বিবেকশক্তির পরিচালনা হইলে শারণশক্তির উন্নতি আপনা আপনি হয়। কালেতে পুত্র ও কন্সার যৌবনাবস্থা হইল। পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আদিয়া তাহাদিগের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিত, কিন্তু কি পিতা কি মাতা, তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। কন্তা ও পুত্র জ্ঞানানন্দে ও ধর্মানন্দে এমত আনন্দিত থাকিতেন যে, বিবাহচিন্তা কদাপি করিতেন না। গোপান কৌসলির কর্ম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। আয় বৃদ্ধি হওয়াতে অপ্রকাশ্য অথচ বিশেষরূপে পরোপকার করিতে লাগিলেন। শান্তিদায়িনী ও ভবভাবিনী শিক্ষা দিতেন ও যে সকল বালিকা প্রডিত তাহাদিগের ভবনে যাইয়া ভাহাদিগের গৃহ পরিষ্কাররূপে আছে কি না তাহা তদারক করিতেন ও তাহা-দিগের পিতামাতার অনাটন হইলে অর্থ দিতেন। যে যে বালিকা উত্তমশীল ও চরিত্র প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে শান্তিদায়িনী কোলে লইয়া মুখচুমন করি-তেন। বাটীতে মধ্যে মধ্যে অন্নব্যপ্তন প্রস্তুত করিয়া থাওয়াইতেন। এক দিবদ বাটীতে গোপাল স্ত্রী ও সন্তানাদিকে লইয়া বদিয়া আছেন, এমত সময়ে বড় গোল উঠিল—"জিরিপাথির মা পিদিপেৎনী মধুদেনের মা পিদি-পেৎনী হো, হো, '" বাটীর একজন চাকর আদিয়া বলিল যে, একজন রাক্ষণীর মতন মেয়েমামুষ আদিতেছেন ও রাস্তার ভোঁড়ারা ঐ কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহার গায়ে ধুলা দিভেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থলাদী আসিয়া উপস্থিত—হাঁপাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—বাবা। অনেক ষায়গায় গেলাম বটে, কিন্তু কোথাও আরাম পাই নাই। কুপুত্রের কথা স্মরণ করি ও নয়নের জলে ভেসে যাই। হা বিধাতঃ। দংপুত্র না হইলে নিন্তার নাই।

গোপাল।—আমার এই মত।

অঙ্গনারা। কিন্তু সর্বত্রে ত শান্তিদায়িনী নাই—শান্তি কোথা হইতে হইবে ?

বামাতোষিণী 🔭 💮 🔞 🕳

শান্তিদায়িনী করজোড় করিয়া বলিলেন,—দিদি ! অত্যক্তি হইতেছে—আমি
আপনাদিগের পদতলে পড়িয়া আছি।

অন্ধনার। — গোপালবাব্! ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মী পেয়েছ। এক গুণবভী স্থাতিই তোমার সর্ববিষয়ে শ্রী। আহা! কি সহিষ্ঠুতা, কি মিট বাক্য, কি ধর্মপরায়ণত্ত, কি ঈশবেতে ভক্তি। এমন মেয়েমানুষের কাছে তুই দণ্ড বদিলে প্রাণ শীতল হয়।

বোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাহিতার বৃত্তান্ত।

মধ্যাক্ সময়; প্রথর রবি। শান্তিদায়িনী শিল্পকার্য করিতেছেন। মন্তক নিমে-উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, একজন স্থলরী কল্পা একটি বালিকার হস্তধারণ-शूर्वक म खांश्रमाना । यूवजी त्गोतान्त्री, कुगानी, खहरमना, त्वाक्छमाना, विभानान्त्री, এলোকেশী। গেহিনী আন্তেব্যন্তে জিজ্ঞাদা করিলেন—বাছা তুমি কে? ঐ রমণী সম্মুথে বসিয়া আপন বুত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মা! আমি ব্রাহ্মণ-কন্তা; বাটী বীরভূম। ভাগ্যক্রমে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়া-ছিল , তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ পাই ও জীবনের সারকার্য কি তাহা জানিয়া দেই অনুদারে তাঁহার অমুকরণ করিতাম। তাঁহার প্রধান উপদেশ এই যে, শোক ও তুঃথে অন্থির হইও না, সংসঙ্গ করিও, পবিত্র পুস্তক পাঠ করিও ও जगमीयत्रक मर्वमा थान कतिए। कानकृत्य এই क्लांगि अग्निल, हेशांक मृत्-পদেশ দিতেন ও কি প্রকারে ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন। অনেকে কন্তাসস্তানকে সন্তান জ্ঞান করেন না। তিনি আমাকে সর্বদা বলিতেন — কলা ও পুত্র সমতুল্য ও সমানরপে শিক্ষিত হওয়া কর্তব্য। মহ বলিয়াছেন যে, কন্মা অতিশয় স্নেহের পাত্রী। পতির সদালাপ ও সদামুশীলনে অতিশয় স্থী ছিলাম। জীবনের স্রোত সমানরপে বহে না ও সকল অবস্থা অতীত ইইতে পারে না। হঃথ ও শোক কি কারণে প্রেরিত হয় তাহা জগদীশ্বর জানেন; বোধ হয় আমাদের উন্নতির জন্ত। আমরা তুর্বল মানব, তাঁহার সকল কার্য ব্বিতে পারি না। দৈবাৎ পতির সাংঘাতিক পীড়া হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। তিন দিব্দ ও তিন রাত্রি তাঁহার নিকটে থাকিয়া গুক্রষা করিয়াছিলাম। আমার গলদেশে হস্ত দিয়া ও আমার ক্রোড়ে মস্তক রাথিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন—শাস্ত হও; আমার জন্ম শোকে জগদীখরকে চিস্তা ভোমার বৃদ্ধি হইবে, ক্সাটিকে পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিও। তাঁহার মৃত্যুর পরে

আত্মীয়গণ সাংসারিকভাবে সান্ত্রনা করিতে আসিতেন, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিত না; বরং উত্তম উত্তম পৃস্তক ও সাধু ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া পারলৌকিক কথা শুনিলে অথবা প্রমেশ্রকে ধ্যান করিলে আরাম পাইতাম। পতির বিষয়াদি যাহা ছিল তাহা সামান্ত ৷ যে বাটাতে থাকিতাম তাহা তাঁহার নিজ বিষয় ছিল না। আমি অনাশ্রয়ী—জ্ঞাতিগোত্রে মিলিয়া আমাকে বাটা হইতে বাহির করিয়া দিল। কেহ কেহ প্রামর্শ দিল, তুমি নালিস কর; আমি সে পথ অবলম্বন না করিয়া প্রান্তভাগে একথানি কূটার ভাড়া করিয়া কিছুকাল থাকিতাম ও আমার তুই এক অলক্ষার যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কটে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতাম। এক্ষণে অর্থাভাবজক্ত এ কন্তাটির হন্তধারণ করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। যাহা ভিক্ষা করিয়া পাই তাহা লইয়া ইহাকে এক মুটা দিই চি আমার নিজের আহারজক্ত ব্যক্ত নহি—হলো হলো, না হলো। যতদ্র জগদীশ্বর বল দিয়াছেন ততদ্র ক্লেশ সন্থ করিতেছি। ঈশ্বর ক্লেশের দ্বারা আমানদিগকে উচ্চ করেন, তিনিই ধন্ত।

এই কাহিনী শুনিয়া শান্তিদায়িনী ঐ কন্তাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুথ মুছাইয়া দিতে দিতে তাঁহার ত্থেজন্ত মুগ্ধ হইয়া অঞ্চণাত করতঃ বলিলেন—মা! তুমি কুপা করিয়া এখানে থাক। তোমার ন্তায় নারী নিকটে থাকিলে স্থান পবিত্র হয়।

যে নারী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নাম সমাহিত। ও তাঁহার কলার নাম মোক্ষ-বিলাসিনী। কুলপাবন ও ভবভাবিনী অক্ত গৃহে ছিলেন, মাতার নিকট আসিয়া সমাহিতা ও তাঁহার কলাকে দেখিয়া চমংকৃত হইলেন।

ভবভাবিনী মোক্ষবিলাসিনীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মৃথচ্ছন করিতে লাগিলেন।
মাতা কন্তা মলিন বন্ধ পরিধানা; তথাচ তাহাদিগের আত্মজ্যোতিঃ তাহাদিগের
বদনে ভাদমান। স্নান হইয়া ও নৃতন বন্ধ পরিধান করতঃ উভয়ে আহার
করিলেন। শান্তিদায়িনী দেখিলেন বে, সমাহিতা ও তাঁহার কন্তার অন্তরের
ভাবে সম্পূর্ণ সমতুল্য। তাহাদিগের লইয়া স্থা কাল্যাপন করিতে লাগিলেন
গোপাল কলিকাতা হইতে আসিয়া সমাহিতার সহিত আলাপ করিয়া পরম
আপ্যায়িত হইলেন। সদালাপ, ধর্মালাপ, ঈশর-আলাপ, নিদ্ধাম কার্যের অনুষ্ঠান,
ধার্মিক লোকের আত্মীয়তার মূলবর্ধন হয়।

বাটীর নিকট শান্তিদায়িনী একধানি ফলফুলের উত্থান প্রস্তুত করিলেন; সেথানে একটী কুটীর নিমিত হইল ও তথায় আপনি, কন্তাপুত্র, সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনী প্রাত্তে ও বৈকালে ঘাইয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত, বীজবপন ও উদ্ভিদ সকলের

বামাভোষিণী ় প্ৰ

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সঙ্গে একটা কুকুর ও বিড়াল থাকিত তাহাদিগকে আদর করিতেন। শ্রান্ত বোধ হইলে কুটারে আদিয়া বদিতেন। ভবভাবিনী ও মোক্ষ-বিলাদিনী নিষ্টশ্বরে ঈশ্বরের কুণাবিষয়ক গান করিতেন। শান্তিদায়িনী মৃগ্ধ হইতেন ও সমাহিতার নয়ন দিয়া মুক্তধারা অশ্রুতে তাহার বিমল বদনের স্বর্গায় ভাব প্রকাশ হইত। শান্তিদায়িনী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভগিনী! পতির জন্ত কথন কথন কি কাতর হও?' 'দিদি! হাঁ মধ্যে মধ্যে কাতর হই, কিন্তু এই কাতরতাই আমার মঙ্গলের দোপান। যিনি শোক প্রেরণ করেন, তাঁহাকে ভাবিলে তিনি শোক হরণ করেন। যথনই ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তথনই শোকাতিত হই।' কুটারের ভিতর পিঞ্জরে নানা পক্ষী থাকিত। বাগানের একপার্শে নানাপ্রকার পায়রা ছিল। গলাফুলা, নোটন, মুক্ষি, গেরওয়াজ, বোগদাদ, সেরাজু, গোলা ইত্যাদি;—ডানানাড়ার শব্দ, বকবকমকুম, নিম্নে আদিয়া দানা থাইবার কোলাহল সর্বদাই হইতেছে। উচ্চানের ভিতরে একটি পুক্রিণী ছিল, তাহা মংস্তে পরিপূর্ণ, ধৃত হইত না, মৃড়ি অথবা চিড়ে কেলিলে মংস্ত ভাসিয়া উঠিত ও থেলা করিয়া বেড়াইত।

বদন্তের সমাগম। উত্থানের বৃক্ষ ও লতা বেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে।
মাহা শুক্ষ তাহা রসমুক্ত হইল, মাহা জীবন-বিহীন তাহা যেন জীবনপূর্ণ হইল ।
প্রত্যেক অঙ্কর ও পুপ্প হইতে রস উচ্ছাদিত হইতেছে। পত্র, কুঁড়ি ও পুষ্প
নানাবর্ণীয়—শেত, পীত, নীল, মরকত, লাল বর্ণে মিশ্রিত ও এত বর্ণনাতীত
যে, চিত্রকর তাহা অন্তকরণ করিতে অক্ষম। চতুর্দিকের গন্ধে দ্রাণেক্রিয় বিমোহিত।
দর্শনে ও দ্রাণে সমাহিতা পুলকিতা হইয়া উর্ধ্ব নয়নী হইয়া বলিলেন—দিদি!
এরপ অবস্থাতে চিত্ত স্প্রতিত স্থায়ী হয় না, মিনি বিশুদ্ধ ও অনন্ত প্রেম স্বর্কশ
তাঁহাতেই সংযুক্ত হয়। শান্তিদায়িনী সমাহিতার বাক্য শুনিয়া তাঁহার গলদেশে
হাত দিয়া প্রেমে মৃশ্ধ হইয়া তাঁহার মৃথচুম্বন করিলেন। উক্ত তুই বামা ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়া বিগলিত চিত্তে থাকিলেন ও তাঁহারা যেন স্বর্গ ত্যাগ করিয়া
নিম্নে আদিয়াছেন এইরপ্ প্রকাশ হইল।

কিয়ৎকাল পরে উক্ত হই নারী ও তাঁহাদিগের কলারা পল্লীর দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আবাদে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ভগ্নকূটীরে যাইয়া বারাগুরে মাত্রের উপর উপবেশন করেন;—তাহারা জীবিকা কিরপে নির্বাহ করিতেছে, তাহারা সন্তানাদি লালন পালন করিতে পারিতেছে কি না তাহা জিজ্ঞাস। করেন ও তাহাদিগের অভাব কি তাহা অবগত হইয়া গোপনে বিমোচন করেন। কাহাকে অর্থ দেন, কাহাকে বন্ধ দেন, কাহাকে নীতিবিষয়ক

পুত্তকাদি দেন,—এইরপে দরিজলোকের যথাসাধ্যাহ্নসারে হ্রথ বৃদ্ধি করিতে চেপ্তা করেন। জাতিভেদ গণনা করেন না, হাড়ি হউক, চপ্তাল হউক, উপকার করণের পাত্রী দেখিলেই উপকার করেন। নীচজাতীয় সন্ধানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মৃথচ্নন করতঃ আদর করেন। যদি কেহ কোন গৃহকার্য করিতে অক্ষম, তাহার গৃহকার্য তাঁহারা করেন। যদি কেহ পীড়ায় শয্যাগত হয়, তাহার আরাম জন্ম করেন। ভয়ানক রোগাদি দেখিয়া ভীত হয়েন না। বসন্ত, হাম, ইত্যাদি রোগ দেখিলে অনেকে নিকটে যায় না, তাঁহারা অকুতোভরে নিকটে বিদ্যা সেবার দারা রোগের যন্ত্রণা কমাইতেন। সামান্ত জ্বীলোকেরা ঐ নারীদ্বয়ের উচ্চ অভিপ্রায় না ব্রিতে পারিয়া বলিত—ওমা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, পুরাণ শোনা গেল, ব্রত নিয়ম গেল, অস্পর্ণীয় জাতিদিগের বাটীতে আসিয়া বৃণা সময় নষ্ট করিলে কি লাভ হইবে

मशुन्य शतिराङ्ग

জীবনচেতন সামশ্রমীর বিবরণ ও কন্তাপ্ত্রের বিবাহের কথাবার্তা।

কলিকাতায় এক আফিদ লইয়া গোপাল তথায় থাকেন। এক কামরায় বাবতীয় আইন, আক্ট-রিপোর্ট, প্রিভি-কৌন্সিলের ও অক্টান্ত আদালতের বিচার ও সরেস সরেদ আইনের পুত্তক সকল শেল্লে সাজান। মোকদমা পড়িলেই তাহার সার অসার নির্বাচিত করেন ও কি কি অংশ প্রমাণের ও কি কি অংশ আইনের উপর নির্ভর করে, তাহা স্বতম্ত্র করিয়া গোপাল বিশেষ মনোযোগ দিয়া আদা-লভের কার্য করিতেন। বুদ্ধি প্রথর, মেধা অসাধারণ,— যাহা হাতে লইতেন তাহাতেই প্রায় জন্নী হইতেন। যাহার পক্ষে তিনি থাকিতেন, দেই প্রায় জন্নী হইত। গোপাল অধিক বক্তৃতা করিতেন না, কেবল কেয়ো কথাগুলিন শৃঙ্খলা করিয়া বলিতেন; তাহা শুনিয়া জজেরা তাঁহার পক্ষে ঝুঁকে ঘাইতেন। জীবনচেতন সামশ্রমী বাল্যকালাবধি তাঁহাকে জানিতেন। তিনিও বিলাতে যাইয়া কৌন্সলি হইয়া আদিয়াছেন। ইতিপূর্বে কুঞ্চনগরে গোপালের বাটীতে ভবভাবিনীকে দেখিয়া মনে করিতেন—এই বালিকার মুখনী চমৎকার—যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ইহাকেই বিবাহ করিব; কিন্তু অগ্রে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। বিলাতে গোপালের নিকট তাঁহার পরিবারের তত্ত করিতেন। ভবভাবিনীর উপর যে তাঁহার দৃষ্টি আছে, তাহা গোপাল অনবগত; এজন্ত তিনি মনে করিতেন বে, কেবল আত্মীয়ভাবে তত্ত্ব করিতেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আদিয়া জীবনচেতন গোপালের সহিত মিলিত হইলেন ও ভাহার

অস্থকরণ করতঃ বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে এক এক মোকদ্দমায় তুইজনে নিযুক্ত হইতেন। আপামর সাধারণ লোক বলিত, তুটো বাঘাভাঙ্কো কৌনলি। জীবন-চেতন গোপালকে বলিলেন—আমার নিতান্ত বাসনা যে, ছুটিতে মাতাকে দর্শন করিয়া আসি। গোপাল আহলাদপূর্বক সমত হইলেন।

বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা হুইটি কন্তা ও পুত্রকে লইয়া উন্তানে বদিয়া-ছেন, এমত সময় গোপাল জীবনচেতনকে লইয়া উপস্থিত হুইলেন। সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনীর বুত্রান্ত গোপাল পূর্বেই অবগত হুইয়াছিলেন। শান্তিদান্থিনী তাঁহাদিগের যাহা আফুক্ল্য করিতেন তাহা ভর্তাকে লিপিনারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গোপাল সমাহিতাকে বলিলেন—আপনি এখানে থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, আপনি আমার সংহাদরা। সমাহিতা মন্তক হুইট করিয়া কেবল স্বীয় কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। জীবনচেতন ক্ষম্বান্ত ও মধুর কটাক্ষ ভবভাবিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু ভবভাবিনী ভবাতীত হুইয়া রহিয়াছেন, সমাহিতা বলিলেন, কেমন মা! গুণবতী হুইয়াছ এক্ষণে পতিগ্রহণ করিবার বাসনা কি হুয় ? ভবভাবিনী বলিলেন, না মা! কেবল আপনাদিগের স্থায় সংকার্য অর্থাৎ পরোপকার ও দয়ার কার্য করিতে ইচ্ছা যায়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা যায় না। সমাহিতা—তবে মা বন্ধবাদিনী অথবা ননের স্থায় থাকিতে চাহ ? কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্য উত্তম ধর্ম। ইহা অবলম্বন করিলে আত্মার উন্নতিসাধন হুয়, কারণ ইহাতেই নিন্ধাম ভাবের উদ্বীপন।

ভবভাবিনী। পাতিব্রত্য ধর্ম উচ্চ ধর্ম বটে ও এই ধর্ম অফুণ্ঠানে সকামভাব ক্রমশঃ থর্ব হয়। অনেকানেক উচ্চ নারী পাতিব্রত্য ধর্ম অবলম্বনে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া-ছেন, কিন্তু আমার চিত্তের ভাব নিদ্ধাম কার্য করা।

বেরপ জীবনচেতন ভবভাবিনীকে লক্ষ্য করিতেছেন, কুলপাবন মোক্ষবিলাসিনীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। মোক্ষ ত্রীড়াতে পূর্ব হইয়া মস্তক নত করিতেছেন। শাস্তিদায়িনী ও সমাহিতা কর্ণে কর্ণে বলাবলি করিলেন বে উপস্থিত বিষয়ে আমাদিগের বিধি নিষেধ নাই। যথন ছই মন একমন হইবে তথন আমাদিগের বস্তব্য প্রকাশ করিব।

জীবনচেতন মনে মনে বলিতেছেন গতিক ভাল নহে—"আমি যাকে ভালবাসি দেই দেয় ফাঁকি ?" দেখিতেছি, লক্কায় আসিয়া হলুদের গুঁড়া লইয়া যাইতে হইবে।

গোপাল দকলই ব্ঝিয়াছেন, কিন্ত নিবৃত্তিভাবে থাকিলেন। প্রদিন বৈকালে শান্তিদায়িনী ও দুমাহিতা বাগানের আটচালায় বিদয়া আছেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন আদিয়া তাহাদিগের পদতলে পড়িলেন। জীবনচেতন বলিলেন, মা! বহুকালের আশা পূর্ণ কর। ভবভাবিনী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক আমি জানি না। এথানে ও বিলাতে অনেক সন্ত্রান্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম; কিন্তু ধনের অথবা মানের জন্ম স্ত্রীগ্রহণ করিতে চাহি না। যাহার সহিত সঙ্গ করিলে পারলৌকিক মঙ্গল হয় দেই শ্রেষ্ঠতম নারী, সেই ধর্মপত্নী হইবার যোগ্য। কুলপাবন বলিলেন, মা! যদি মোক্ষবিলাসিনীকে না পাই তবে আর পত্নীগ্রহণ করিব না, আমি বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহার চিত্ত ও আমার চিত্ত সমচিত্ত, তুঁই জনে একত্রিত হইলে যেন অন্তরে একত্ব হয়। এই কথাবার্তা হইতিছে ইতিমধ্যে ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী পরক্ষারের গলায় হাত দিয়া এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মায়েদের কোলে বসিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন নিভন্ন হইয়া থাকিলেন। কন্যাহয় প্রেম্কুলভাবে বাগানে ফুল তুলিতে গেলেন।

অধিকা কিন্তরী আসিয়া বলিলেন—একজন ঘটকী আসিয়াছে, দেখা করিতে চায়। অনুমতি পাইয়া তিনি নিকটে আসিলেন।

ষটকী। মা! ব্রে ঘুরে না থাওয়া না দাওয়া করে তোমার মেয়ের ও বেটার সম্বন্ধ করিয়াছি। হরলালবাব্র ছেলে এন্ট্রেন্স ও এফ. এ. পাস করিয়াছে এইবার বি. এতে পাস হবে। ছেলেটি বড় ভাল—রাতদিন পড়ে, বাপের বিষয় প্রচুর, পুরুষাহক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া থেলেও ফুরবে না, আর ভোমার মেয়ে গহনা পরে এলে যাবে। ছেলেটির যে সম্বন্ধ করিয়াছি তাহাও বড় ভাল— পিতল রূপা সোণার বরাভরণ, ঘড়ির চেইন, হীরার আংটি, মেয়ের গা সাজভ গহনা ও হাজার টাকা নগদ। গড়ের বাজনা বাজাইয়া বে করিতে আসিবে। এখন কি বল, পাকা কথা অথবা দেখা শুনা না করলে আমি থামিয়া রাখিতে পারি না।

শাস্তিদায়িনী কিছুতেই বিরক্ত নহেন, সকল কথা শুনেন ও যে উত্তর দিতে হয় তাহা স্বল্প কথাতে বলেন,—বুঝিলাম, আপনার কথা কর্তাকে বলিব।

ঘটকী। না থেয়ে পেট চোঁ চোঁ করচে—একটা কাঁঠাল ও সন্দেশ দেও, নিয়ে যাই।
শান্তিদায়িনী। অন্বিকে, ঘরে যে থাত সামগ্রী আছে, ঘটক ঠাকরুণকে দাও, উনি
যদি বয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তুই বাছা বয়ে নিয়ে যা, বাছা একটু ক্লেশ
হবে কিছু মনে করিসনে।

ঘটকী। মাগো। এত গুণ না হইলে তোমার ঘরে লক্ষী বিরাজমান কেন হবেন? গোড়া লোকে বলে, তোমার জাত গেছে, তাদের মুথ পুড়ে যাউক। গ্রামের কতকগুলি লোক গোপালকে বিরিম্না আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নে তাঁহাকে কতবিক্ষত করিতেছিল। তাহারা চলে গেলে গোপাল বাগানে আদিয়া আরাম পাইলেন। তিনি বদিলে প্রস্তাবিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইল। হুইটি কল্প। বলিলেন, এ দেশে অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ করিত না, তাহারা বিশেষ ঈশর-পরায়ণ ছিলেন ও আপনি বলিতেছেন, বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক পরোপকার ও সংকার্য করিয়া জীবন্যাপন করেন। অবিবাহিতা হউক, বিবাহিতা সধ্বা হউক, বা বিধবা হউক স্থীলোক ঈশ্বরেতে সমভাবে মগ্ন থাকিয়া পার্থিব কার্য করিবে। এই নশ্বর জীবন ধারণের আত্নক্লা জন্ত পতিগৃহীত ইইতে পারে, নচেৎ কি প্রয়োজন ?

স্মাহিতা। যাহা বলিতেছ তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু পুরুষের দারগ্রহণ ও ব্রী-লোকের পতিগ্রহণে পরম্পরের শ্বেছ ও প্রেমের উদ্দীপন এবং সন্তান-সন্ততি হইলে তাহাদিগের লালন-পালন ও শিক্ষা দেওনে আপন উন্নতি। দেখ, তোমা-দিগের জন্য তোমাদের পিতা মাতা কি না করিয়াছেন ? তোমাদিগের প্রতি স্বেছ অর্পণ, তোমাদিগের সংশিক্ষা প্রদান করাতে আপন প্রেমের কবাট উদ্দান্টন করা ও আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী এই উপদেশ পাইয়া মৌন রহিলেন, মৌনতেই সম্মতি, ব্রীড়ায় মন্তক নত করিয়া থাকিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন তাহাদিগের প্রতি স্বেছপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগকে লইয়া বাগানের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিতে গেলেন। এক্ষণে কথাবার্তা ভিন্ন ভাবে হইতে লাগিল। এক্ষণে দূরত্ব নৈকটা হইল, এক্ষণে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমান। যাহার যে স্ত্রী তিনি তাহার হস্ত ধারণ করতঃ ভ্রমণ করিতেছেন, সদালাপে ময়, বাটীতে প্রভাগেমন করিতে হইবে তাহার চেতনা হইতেছে না, রাব্রি অধিক হইল, বাটীর দৌবারিক আসিয়া বলিল, কর্তা ডাকিতেছেন, তথন তাঁহারা সকলে গৃহে প্রভাগেমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাই।

বিবাহের দিবদ প্রাতঃকালে দিনমণি নবীন আভাতে পূর্বদিক চমংকার চিত্র করিলেন, দমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গোপালের ভবন উড্ডীয়মান পতা-কায় স্থানোভিত, নহবংখানা হইতে ভৈরব, ললিত, রামকেলী, দেয়দাক, কোকব রাগরাগিণীর আ্লাপ হইতেছে। দ্বারে ফকির রেওভাট নাগাতে পূর্ব। শাস্তি-

দায়িনী স্মাহিতা ও প্রত্যাষে সমন্ত পরিবারকে লইয়া ঈশর-উপাসনা সাঙ্গ কবিয়া পল্লীস্থ কাঙ্গাল ভোজন করাইতেছেন। বান্ধণ পণ্ডিত লোভাক্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। দালান, পত্র ও রক্তিমাবর্ণ বস্তে আচ্ছাদিত। নীল-রক্ষের সামেয়ানা বায়তে দোহলামান। কিঙ্কর ও কিঙ্করীরা নানাবর্ণীয় বস্ত্রে ও রৌপ্য অলঙ্কারে বিভূষিত। সন্দেশ মিঠাইয়ের মিষ্ট গন্ধ, ভোমরা বোল্তা ও মক্ষিকার ভন্তনানি, লুচি কচুরি ভাজির ভাজন-শব্দ ও আন্রে দেরে কোলাহলে বাটী পূর্ণ, চতুদিকে কেবল দীয়তাং ভূজ্যতাং। আত্মীয়বর্গের আগমন আরম্ভ হইল, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি শিশু, সকলেই স্থলররূপে আহত ও মিটালাপের দ্বারা অভ্যথিত হইতেছে। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা সর্বত্রে ঘ্রিয়া বেড়াইতে-ছেন। তুই বর এক ঘরে, তুই কক্তা এক ঘরে শান্ত হইয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, সাধারণ জ্ঞান-উপাজিকা সভার সভ্যেরা, কলিকাতা হাইকোর্টের এত-দেশীয় কৌন্সলিরা ও অক্যান্ত স্কদেরা উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণবাবু গাড়ো-খান-পূর্বক বলিলেন, আর্যজাতি দিগের পূর্বে জাতি ছিল না, ব্যবসা অমুসারে জাতি হয়। যাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান তিনিই ব্রাহ্মণ। উপস্থিত বিবাহদ্য যে মহা-মান্ত রামতমুবারু কর্তৃক সমাধিত হইবে, ইহা সকলের প্রীতিজনক। তথন গোপালবাবু রামতমুবাবুর নিকট আদিয়া বলিলেন, হে ধর্মান্থ পবিত্র স্থহদ, আপনি অত্তাহ করিয়া এই হুই যুবক ও যুবতীর বিবাহ সমাধা করুন। এই বলিবামাত্র রামতপুরারু হস্ত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন; তৎক্ষণাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইन ও অন্তর হইতে শান্তিদায়িনী মোক্ষবিলাসিনীর হস্তধারণপূর্বক ও সমাহিতা ভবভাবিনীর হস্তধারণপূর্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তি-দায়িনী আকাশবর্ণীয় বস্ত্র পরিধাতা ও যদিও গাত্রে, হস্তে ও গলায় অলঙ্কারে ভূষিতা তথাপি সর্ব অলঙ্কার হইতে তাঁহার নয়নদ্য মনোহর ও আকর্ষণীয়, যে দেখিতেছে তাহার বোধ হইতেছে, চক্ষুর এরণ জ্যোতিঃ অতি তুপ্রাপ্য। অন্তর অতিশয় শুদ্ধ না হইলে এরপ দুখ্য হয় না। মোক্ষবিলাসিনীর উপ্র দৃষ্টি, চাওনিতে বোধ হইতেছে যেন তিনি স্বৰ্গ লক্ষ্য করিতেছেন। সমাহিতা মৃক্তকেশী খেত-বদনা হুই হল্ডে হুই গাছি বলয়, হুইটি চক্ষু ত্যাগে পূর্ণ, যেন ঈশ্বর জন্ম সর্ব-ज्याभिनी रहेमा भाषाहे (जरहन । ममस लाक वलाविन कतिराज नाभिन, এই व्यक्तां मिराव स्मोन्स्य व्यस्तत्र सोन्स्य, यमन पृथ्व व्यथवा भन्नीत स्मोन्स्य नरह। ইशिं मिरात म्था छिका एमिश्रा एक ना त्वांध कतित्व एय देशिं मिरात अखत পবিত্রতায় পূর্ব ?

রামতত্ম বাবু ভক্তিপূর্বক মন্থলময়ের আরাধনা করিয়া বলিলেন, মোক্ষবিলাদিনী

ও কুলগাবন এবং ভবভাবিনী ও জীবনচেতন তোমরা আপন আপন তাবি পতি ও পত্নীর হন্তধারণপূর্বক মিলিত হইয়া মঙ্গলময়কে ধ্যান কর ও বল—

> যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব। যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম। ব্ৰহ্মকুপাহি কেবলং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক এবং তোমার যে হৃদয় তাহা আঘার হউক। হে জগদীশ্বর। তুমি আমাদিগকে কুণা কর।

যাবতীয় বিভালয়ের বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা হুই বর ও হুই কন্তাকে পুপার্ষ্টি করিতে লাগিল, ও আত্মীয়বর্গের শুভ আকাজ্জা বর্ষণ হওনের পর হুই বর ও হুই কন্তা স্থ্রী স্বামীর একতা লাভ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরে নানাপ্রকার বাত্য — মৃদক্ষ বীণা দেতারা জলতরক্ষ নাসতরক্ষ এসরাজ বাদিত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার গান সংগীত হইল। পিসিপেৎনী বাত্য ও গানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করতঃ এই গান করিলেন—

মা না ভাল হলে ছা ভাল হয় না গো। মা ই তারিণা হয়ে ছাকে তরার গো।

বা, বা, চমৎকার চমৎকার, ওগো তোমাকে পিদিপেৎনী কে বলে ? তুমি প্রকৃত উপদেশদায়িনী।

পিসিপেৎনী—ওগো! যে মৃথে বলা হইয়াছিল কানি চাংমৃড়ী, সেই মৃথে বলা হলো সোণার গদ্ধেশ্বী—মা না ভাল হলে—

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

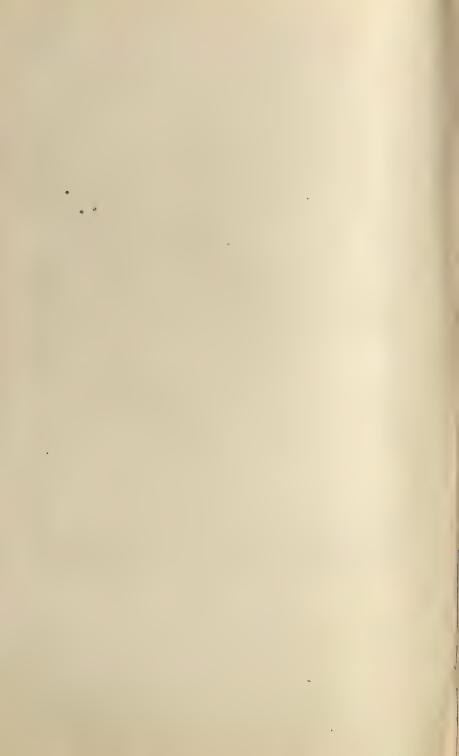
শান্তিদায়িনীর মৃত্যু।

সংসার হলাহলে পূর্ণ। এ পৃথী প্রস্তাবস্থা,—বিপদ, সম্পদ,—রোদন, হাস্থা,—
অন্ধকার, আলোক। গোপাল, পুত্র ও কন্তার বিবাহের পর মনে করিতেন তিনি
বড় স্থাী, বনও অভস্রধারে আসিতেছে, সংকার্যও করা হইতেছে ও ধর্মাম্নষ্ঠান
হইতেছে। কিন্তু পুষ্পের ভিতর হইতে কখন কথন ভূজন প্রকাশ হয়। শান্তিদায়িনী বিবাহেতে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক কাঙ্গালি ও তৃংখী
লোককে স্বহন্তে আহার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের তৃথি জন্ত আপনি পাক ও
পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমে জ্বরেতে অভিভূত হইলেন,
স্বামী ও পুত্র, কন্তা ও জামাতা নিকটে, তাঁহার পীড়া দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া

ডাক্তার কবিরাজ আনাইলেন। কিন্তু যে পীড়া আরোগ্য হইবার নয়, তাহা আরা-रमत मिरक षारेरम ना। शीष्ट्रांत छेखरताखत त्रुक्ति। विख्य कवित्रारक्ति। विल्लान, त्वांग अविध मानिएछ । । उथन चामी अिंग्य अवित स्टेशा बीत गनामण হাত দিয়া বলিলেন, ভোমার মৃত্যুতে হয় আমি কিপ্ত হইব, নতুবা কঠোর রোগ গ্রন্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। স্ত্রী উত্তর করিলেন, জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশুই হইবে। আপনার ও সন্তানদিগের প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া আমি জগদীখরকে ধ্যান করত: প্রলোকে গমন করিতেছি, তাহাতে মৃত্যুকে মৃত্যুবোধ হইতেছে পা, আমি যেন শরীর হইতে স্থাথ গমন করিতেছি। আপনার ও সমা-হিতার হত্তে ভবতোষকে দিলাম, এই সন্তান যাহাতে ঈথরপরায়ণ হয় তাহা ব রিবেন। স্বামী পত্নীর স্কুদয়ভেদী বাক্য শ্রেবণ করতঃ মুর্চ্ছাগত হইলেন। শান্তি-দায়িনীর পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ কুলকন্তা তুঃখী দরিন্ত সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আদিয়া দেখিলেন, যে উক্ত ধর্মপ্রায়ণা নারী যদিও রোগে অভিভৃত, কিন্তু বদন যেন স্থির জ্যোৎস্না ও ওষ্ঠ মৃত্-হাস্ততে পূর্ণ। যাবতীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার শয্যা অশ্রুতে সিক্ত করিলেন। কেহ বলেন, আমি ইহাকে মাতার স্থায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি ছহিতার ন্তাম দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি ইহাকে স্থহদতম স্থীর ন্যায় দেখিতাম। তুংখী দ্বিদ্র লোকেরা বলিল, আমরা কাহার নিকট মাতৃত্বেহ পাইব ? সকলের শোকবাক্য প্রাবণের ধারার ন্যায় ব্রিত হইতে লাগিল। এদিকে কালবিলম্ব নাই, নদীতীরে কেবল স্ত্রীলোকের ঘারা মুমূর্ আনীত হইলেন।

দমাহিতা উপ্তর্পৃর্বক শান্তিদায়িনীর নয়নের সহিত আপন নয়ন একজ করিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিগৃত উপাদনা ব্যক্ত হইল। যেমন স্থর্য অন্তর্মিত হইল, শান্তিদায়িনী যেন সকলের শান্তি হরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। অসংখ্য লোক উপস্থিত। তাহাদিগের হৃদির স্রোত হইতে অবিশ্রান্ত বারি নির্গৃত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যায় তাহা এখানেই জানা যায়।

পরিশিষ্ট



রাজা যুধিন্ঠিরের চরিত্র

এতদেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেকং নর নরণতি ওবীরণিগের দেবপুত্র রূপে বর্ণনা আছে। ইহাতে বোধ হয় পূর্বকালীন লোকদের সভ্যাপেকা অভূত বিবরণে অধিক আদর ছিল, এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দো লালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিভাদ করত পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন পুরংদর,বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন স্বতরাং অবিকল ইডিবুত লিখিয়া স্ব২ কল্পনা শক্তিকে থর্ব করেন নাই, কাব্য ও অলঙ্কারের রূসে রুসিক হইয়া স্ব২ কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্বক সাধারণের সম্ভোষ করিয়া উল্লেখিত শ্রবীর রাজাদিগের মানের গৌরব ক্রিবেন তাঁহারদিগের ইহাই বিশেষ তাংপর্য ছিল। পূর্বকালে চন্দ্রবংশীয় কুককুলোদ্ভব পাঞ্নামা এক রাজা ছিলেন তিনি স্ববাহবলে দশার্ণ মগধ মিথিলা কাশী স্থন্ধাদি বহুতর দেশ জয় করিয়া কিয়ংকাল হস্তিনায়* রাজ্ব করিয়াছিলেন, পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রী নামে স্বীয় ভাষাদ্য সমাভিব্যাহারে হিমালয়ের নিকট গিয়া শৃতশৃক্ষ পর্বতে বাস করেন, <u>দেখানে কতিপয় বংসর গতে কুন্তীর গর্ভে তাঁহার তিন সন্তান অর্থাং যুধিষ্টির</u> ভীম ও অর্জুন ক্রমণ উৎপন্ন হয়েন এবং মাদ্রীর কুক্ষি হইতে নকুল ও সহদেব নামক ঘমজ তুই পুত্র জন্মে। ভারতবর্ষের কাব্য রচকেরা ইতালি হইতেও উফ-তর দেশে বাদ করিতেন একারণ তাঁহারদের বৃদ্ধি এ দেশীয় কবিগণ অণেক্ষাও উৎকট কল্পনায় উৎস্ক হইত স্থতরাং পুরাণোক্ত পাওবদিগের জন্ম রুভাস্ত রোমান সংগীতান্তর্গত রম্লদ ও রিমদের কথাপেক্ষাও আশুর্ব, লাটিন কবিরা রিয়াকে কৌমার ভ্রষ্টারূপে বর্ণনা করত তাহার সন্তানদিগকে দেবপুত্র কহিয়াছেন কিন্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা অদেশীয় বীরগণকে দেবাংশন্ত কহিয়াও বাক্কৌশলে তাহারদের মাতার কন্তাত স্থাপন করিয়াছেন।

পাণ্ডু রাজা কিয়ৎকাল গিরি কাননে বাদ করিয়া অবশেষে পঞ্জ প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠা পত্নী মাজ্রী তাঁহার সহিত সহমরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী পঞ্চকুমার সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতৃব্য বিত্র এবং পিভামহ জ্রাতা ভীগ্নের আশ্রায়ে প্রতিপালন

^{*}হতিনামক রাজা কর্তৃক হতিনা অথবা হতিনাপুর নির্মিত হয় এবং তাহা হরিদার হইতে দিক্ষণে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর। আলেকজন্দরের যুদ্ধমাত্রা রোধক দ্বই পোরসের মধ্যে একজন এছানে থাকিতেন ।

করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বহুপুত্রী ছিলেন, তাঁহার ছর্ষোধনাদি সন্তানেরা ঐ পঞ্চ বালকদের সহিত সর্বদা বাল্য ক্রীড়া করিত কিন্ত তাহারা কেহই যুধিষ্টিরামুজ ভীমকে ব্যায়াম ও লীলাযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না ইহাতে ভীমের বলাধিক্য দেখিয়া বাল্যকালেই তুর্ষোধনের মনে জ্ঞাতিছেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তদ্বিধি ছলে বলে কৌশলে তাহাদের বিনাশার্থ নানা উপায় চেষ্টা করে।

একদিবদ বাহ্য সৌহাদ্য প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সংখাধন পূর্বক কহিল হে ভাতঃ চুল গঙ্গাতীরস্থ স্থানাভন রম্য বিপিনে বিহার করিতে যাই, যুধিষ্ঠিরের স্বভাবে চতুরভা মাত্র ছিল না অতএব কোন প্রকার কপটভার শঙ্কা না করিয়া ত্র্যোধনের কথায় সম্মত হইলেন ভাহাতে পাণ্ডুতনয় ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা মহাসমাবরোহপূর্বক বন বিহারে চলিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র চেল নির্মিত বিবিধ শিবির মধ্যে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অবগাহন ও সন্তর্গাদি জলক্রীড়া সমাপন পূর্বক সকলে ভক্ষ্য পেয় ভোজন পানে ব্যস্ত হইলেন এবং পরস্পরের বদনে মিষ্টার দিতে আরম্ভ করিলেন সেই অবসরে ত্র্যোধন ভীম বিনাশ সংক্রে কালক্ট ঘটত কিঞ্ছিৎ ভক্ষনীয় তাঁহার মূথে প্রদান করিল, ভীম অজ্ঞাত বিষ ভোজনে নিম্রারুষ্ট প্রায় ক্রমণ অচেতন ইইয়া শয়ন করিলেন।

জন্মত সকলেও বিহার শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে ত্র্যোধন ভীমকে রজ্জুনারা বন্ধন করিয়া ভাগীরথী নীরে নিক্ষেপ করিল। যুধিষ্টির জাগ্রথ হইয়া স্বীয় অন্ক্রজকে দেখিতে না পাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং ইতন্ততো অয়েষণ করিয়া দেখিলেন কুত্রাপি ভীম নাই অতএব বিমনা হইয়া জাহ্ণণ সদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভীম বিরহে পরিভাপিত হইয়া জননী কুন্তীর সহিত কাতরান্ত করণে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ভীম ত্র্যোধনের বিদ্যোহ চেষ্টা হইতে সৌভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন অতএব কিয়ংকালাননন্তর জননী ও প্রাত্রগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ভাহাতে তাঁহাদিগের যাদৃশ হর্ষোদয় হয় ত্র্যোধনের অন্তঃকরণ ভাদৃশ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বাদ্য ব্যোগন বর প্রবোধনের অন্তঃকরণ তাদৃশাববাদে পারসূণ ব্যাগ্রা ।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে বেদপারগ গৌতম মুনির সন্নিধানে বিভাশিক্ষা করিয়া
ছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন্থ শান্তে কি প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহার
বিশেষ বা বাছল্য বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া ষায় না, তাঁহারা বেদ বেদাক অবশুই পাঠ
করিয়া থাকিবেন কেন না তাহা অধ্যয়ন না করিলে কেহ সভারপে গণ্য হইতে
পারিত না, আর ধন্তর্বেদেও তাঁহারদের বিশেষ মনোযোগ হইয়া থাকিবেক কারণ
রাজারদের সকলের পক্ষে তাহাতে উৎক্রইরপে নিপুণ হওয়া নিতাস্ত আবশ্যক
ছিল।

পরিশিষ্ট ৬০৫

দ্যোণাচার্য ও অখ্যামা নামে চুই ত্রাদ্ধ্য পিতাপুত্রে পাণ্ডবনিগকে অস্ত্র ও ধহুবিস্থার শিক্ষা প্রদান করেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় বটে কেন না হিন্দু জাভীয় যাজক-দিগের মধ্যে শস্ত্র শিক্ষক হইবার প্রথা সাধারণ ভাবে চলিত ছিল না, আচার্য ধমুবিতা শিক্ষা প্রদান কালীন সকল শিয়ের মধ্যে অর্জনকে অতি পরিশ্রমী এবং আবিষ্ট দেখিতেন অত এব তাঁহার প্রতি শস্ত্র বিভার রহস্ত উপদেশ প্রদানে অতিশয় প্রীত হইতেন। এক সময় রাজকুমারদিগকে সমাহ্বান করিয়া কহিয়া ছিলেন তোমরা ধন্ত্বাণ হতে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হওত দ্থায়ধান হও, এই স্থানে একটি পক্ষী আছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা প্রস্তুত হইলে আরং কথোপকথনের পর সকলকে দিজ্ঞাসা করিলেন এন্থলে কিং বস্ত তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর আছে ? যুধিষ্টিরাদি সকলে কহিলেন আমরা সমুবে আচার্যকে এবং পার্থে জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছি, কিন্তু অর্জুন জিজ্ঞাদিত হইয়া উত্তর করিলেন যে "অগ্রবর্তী বুক্ষোপরি এক বিহঙ্গমের মুও মাত্র দৃষ্টিপথে আছে তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।" ইহাতে আচার্য উপস্থিত কর্তব্য সাধনে অজুনের একাগ্রতা দেখিয়া আণ্যায়িত হইলেন এবং তন্নিমিত্ত সর্বদা তাঁহার মনোনিবেশের প্রশংস। করিতেন ও অক্তান্ত শিল্তাপেক্ষা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ অতি ধীর ও নিরীষ্ট ছেলেন তাঁহার দৃঢ়তা ও প্রতাপ স্বল্পতর ছিল, একারণ যুদ্ধ বিগ্রহ যদিও তাঁহার জাতীয় ধর্ম তথাচ শস্ত্র চালনাতে অধিক অনুরাগ ছিল না আর তিনি যুদ্ধ ঘটিত রক্তারক্তি ক্রিয়ার ভাবও শহু করিতে পারিতেন না স্ক্তরাং জ্ঞাতি কুটুস্বগণের সাক্ষাৎ অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা কালীন অন্যান্ত কুমারদিগের ক্যায় মহা বীরত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন, ভ্রাতৃগণের নামে যদ্রেশ প্রশংসা ধ্বনি হয় ডিনি স্বয়ং তদ্রণ প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন নাই। দুর্যোধন ও ভীম গদায়ুদ্ধের পারিপাট্য দুর্শাইলেন কিন্তু অর্জুন স্বাপেক্ষা চমৎকার

রণ কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন।
কুন্তী পঞ্চপাগুব ব্যতীত অপরিণীতাবস্থায় কর্ণ নামক এক সন্তান প্রসব করিয়া
ছিলেন, উক্ত বালক শৈশবকালে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরে যে প্রকারে স্ত্রধরের
গৃহে প্রতিপালিত হয় তাহার অভূত ইতিহাদ রোম নগর নির্মাতা রম্লসের
জন্ম ও লালন পালনের বুত্তান্তের সদৃশ। কর্ণ যুদ্ধ বিভাগ্গ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন
পরে হুর্যোধনের অন্থ্যহ ভাজন হওত তাহার সহিত বাস করিতেন। ইনি অস্ত্র বিভা পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া দ্বেষ্ট্রে অর্জুনকে আহ্বান করিলেন,
হুর্যোধন অর্জুনের রণদক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত বিষয়চিত্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে কর্ণের ঘার। পরাজয় প্রতীক্ষা করিয়া কিঞ্চিং প্রসর হইলেন। কিন্তু কর্ণ রাজপুত্র ছিলেন না একারণ অজুন তাহার সহিত সমর করিতে অদমত হইলেন,
দুর্যোধন যুদ্দের এই প্রতিবন্ধক দূর করণার্থ তংক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের
অধিপতি করিলেন তাহাতে মহা বাদান্ত্বাদ উপস্থিত হইয়া স্থান্ত পর্যন্ত তর্ক
বিতর্ক হইতে লাগিল পরে যোদ্ধারা রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রণদক্ষতা না থাকিলেও রাজনীতিতে বিলক্ষণ যোগ্যতা ছিল একারণ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তন্তাতৃণণের কার্যনৈপুণ্য এবং শৌর্য বীর্য দর্য প্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাহারদের বর্ধমান শক্তি দেখিয়া ঈর্যান্থিত এবং নিজ পুত্রেরদিগের ভাবি উন্নতির প্রতি সন্দিন্ধ হইতে লাগিলেন আর মনে২ আশক্ষা করিলেন যে পাগুবেরা এক্স্রকার মহাবল পরাক্রান্ত সপত্ব হইয়া বিভ্যমান থাকিলে আত্ম পুত্রদিগের রাজ্যলাভ স্কঠিন হইবে, পরে অস্থির চিত্ত হইয়া কনিক নামে নিজ মন্ত্রীর দহিত মন্ত্রণা করাতে ঐ ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে পাগুবদিগের সংহার করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেষদ্রর।

পাওবেরা জনাধীন রাজ্যেতে অধিকারী হইতে পারিতেন না। কেননা তাহারদের পিতা পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের অন্থজ, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অন্ধতা-প্রযুক্ত প্রজাপালনে অক্ষম
হওয়াতে পাণ্ডুই হস্তিনায় রাজা হইয়াছিলেন অতএব মৃধিষ্ঠির য্বরাজ হইলে
রাজ্যের সমস্ত প্রকৃতি ও পৌরজনেরা নিরস্তর কহিতে লাগিল যে তাঁহাকেই ঐ
শামাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য। এই জনরব তুর্ষোধনের কর্ণগোচর হইলে তিনি
উদ্বিশ্ব ও বিমর্যান্বিত হইয়া স্বীয় অমাত্য কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সকলের নিক্ট
কহিতে লাগিলেন যে এমত মহাবল পরাক্রম সপত্র জীবিত থাকিতে তাঁহার
মঙ্গল হইবার সন্তাবনাভাব অতএব কোন্ উপায়ে তাহারদের বিনাশ করা যায়,
অবশেষে পাওবদিগকে গোপনে বধ করিবার কুমন্ত্রনা করিয়া এই দ্বির করিলেন
যে বারণাবত গ্রামে এক জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া কৌশলক্রমে পাওবদিগকে
ভন্মধ্যে কিয়্তুংকাল বাদ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই স্কক্র উপায়, কেননা তাহারা
নিশ্চিৎ হইয়া নিপ্রিত হইলে সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সহজে সংহার করা
যাইতে পারিবে।

পরে উক্ত গৃহ প্রস্তুত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শে ভ্রাতৃপ্ত্রদিগের প্রতি কাপট্যান্বিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে বারণাবত নামক রম্যন্থানে কিয়ৎকাল বাস করত আমোদ ও বিহার করিতে কহিলেন, তুর্যোধন রাজকীয় মন্ত্রিগণকে উৎকোচ দিয়া পিতৃবাক্যের পোষকতা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, অতএব ঐ অর্থলুর অমাত্যদিগের একজন সভামধ্যে সমস্ত সমান্ত্ত রাজপুরুষ-দের সাক্ষাৎ অবকাশ ক্রমে বারণাবত নগরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল, পরে রাজা ধতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া অফ্রোধ করিলেন "হে তাত এমত স্থানে বাস করা পরম স্থাবহ, অতএব তুমি স্কলন সমভিব্যাহারে কিয়ংকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি কর, অনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া স্থাথ কাল্যাপন করিও।" যুধিষ্ঠির মনের সারলাপ্রযুক্ত বিশ্বাস্থাতকতার সন্দেহ না করিয়া জ্যেষ্ঠ তাতের কথাক্রমে গমনাভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইতিমধ্যে তুর্যোধন আপনার বিশ্বাসপাত্র ও অহুগত পুরোচন নামক একব্যক্তি পাণ্ডবদিগের বাসার্থ এক জতুময় গৃহ উক্ত গ্রামে নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে যামিনীযোগে যে সময় সকলে গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবেক তথন গোপনে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিবা।

যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাতের আদেশক্রমে জননী ও প্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে বারণাবতে যাত্রা করিলেন এবং সেথানে উপস্থিত হইয়া পুরোচন হারা নির্মিত জতুময়ালয়ে বসতি করিতে লাগিলেন, তিনি স্থময়ে শত্রুগণের কুময়লার সংবাদ পাইয়াছিলেন অতএব তাহাদের বিশাস্থাতক পরামর্শ নিক্ষন করিলেন এবং পিতৃব্য বিহরকর্তৃক প্রেরিত একজন থনক হারা সেই গৃহমধ্যে এক স্থজক থনন করাইয়া রাথিলেন, এইরপে পলাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া একদিন নিশাভাগে ভীমের হারা দেই নিকেতনে অনল সংযোগ করাইয়া স্থজন সহিত স্থজকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে ঐ গৃহে এক নিষাদী প্রক্রুত্র লইয়া শয়ন করিয়াছিল তাহারাই ঐ অগ্নিতে দয় হইল পর দিবস ভস্মরাশি মধ্যে তাহাদের অবয়ব দৃষ্ট হইবাতে জনরব উঠিল যে প্রুণাগুব মাতার সহিত জতুভবনে দয় হইয়া গিয়াছে।

যুধিষ্ঠির মাতৃ ভাতৃগণকে দলে করিয়া স্বড়ঙ্গপথে গমন করত গঞ্চা পুলিনে আদিয়া উপস্থিত হইলেন দেখানে বিত্রদ্বারা প্রেরিত এক নৌকা দেখিতে পাওয়াতে তদ্বারা পরপারে গমনানন্তর অরণ্যে২ ভ্রমণ করিয়া কতকদিন ক্ষেপণ করিলেন, পরে একচক্রা নগরীতে উপনীত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করত পরস্পরায় শুনিলেন যে পঞ্চালীয়* ক্রপদ রাজার কল্পা দৌপদী স্বয়ম্বরা হইবেন, এই সমাচার শ্রবণে পঞ্চলাতা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ম্বর সভা দর্শন করিতে চলিলেন, সেধানে গিয়া দেখেন যে অভি মনোহর স্থানে সভার সংস্থান

^{*} পঞ্চাল অথবা পঞ্চালিকা পঞ্চাবের প্রাচীন নাম এবং কমিলানগর তাহার রাজধানী ছিল।

হইয়াছে, সোপান মধান্থল স্বর্ণমণ্ডিত বিবিধ উত্তমাদনে স্থদক্ষীভূত, চতুদিগে স্থাদ্ধি পূপ্সমাল্য দোলায়মান থাকাতে বাহাভ্যন্তর স্থরভীক্বত, এবং তুরী ভেরী মধুরী প্রভৃতি নানাবিধ বাতের কর্ণস্থাবহ মধুর শব্দে সভাস্থ সকলে কৌতৃহলা-विত रहेशाटक आत नानारम्भीय ताजा ও ताजनमरनता महार्घ পतिष्ठम পतिधान করিয়া দেই সমন্ত দিব্যাসনে বসিয়াছেন, তর্মধ্যে হুর্যোধন, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রভৃ-তিও উক্ত রাজনন্দিনীকে পরিণয়ন করিবার মানসে উপস্থিত আছেন। পরে জ্ঞপদ রাজা এক ধন্ত্রবাণ হস্তে করিয়া উচ্চিঃশব্দে কন্তাদানের পণ প্রকাশ করত কহিলেন 'যে বীর এই ধন্ততে ছিলা যোজনা করিয়া এই শর দারা লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন তিনিই আমার ছহিতার পাণিগ্রাহ হইবেন" আর পাঞাল রাজকুমার ধৃষ্টত্যুম ভগিনীর করধারণপূর্বক সভামধ্যস্থ সকল রাজার সম্মুথে পরিচয় দিতে লাগিলেন। উপস্থিত তাবৎ রাজাই রাজকুমারীকে পাইবার মানসে লক্ষ্য-বেধ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকলেরি পরিশ্রম বিফল হইল, কেহ২ ধরুতে জ্যা-রোপণও করিতে পারিলেন না, পরে অর্ছুন বান্ধণের বেশ ধারণ করত অগ্রসর হইলেন এবং স্থির চিত্ত হইয়া সাহসপূর্বক বাণ গ্রহণ করত নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেধা করিয়া ধহুবিভা বিষয়ক নৈপুণা প্রকাশ করিলেন, এইরপে কৃতকার্য হইয়া স্রোপদীর হন্ত ধারণ করিলে অক্যান্ত রাজার। নৈরাক্তপ্রযুক্ত বিরক্ত ও ত্রাহ্মণের এমত দক্ষতা দেখিয়া ঈধান্বিত হইয়া বহুতর যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত করিল কিন্তু তিনি মহাবিক্রম ও শৌর্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের অত্যাচারের দমন করিলেন এবং সকলকে পরাভব করিয়া গর্ব থর্ব করিলেন।

অনস্তর দ্রোপদীকে দক্ষে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ভীম এবং অর্জুন গৃহে উপস্থিত হইয়া জননীকে কহিলেন "হে মাতঃ আমরা অহ্য এক স্থুপদ ভিক্ষা উপার্জন করিয়াছি।" দে দিবদের মহাব্যাপার তথন কুন্তীর কর্ণগোচর হয় নাই অতএব তিনি ভিক্ষার বিষয় কি তাহা না জানিয়া এবং কোন স্থুখাহ্য প্রয়া থাকিবেক ইহা ভাবিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই তাহা ভোগকর", পরে এক রাজকুমারীকে সামান্ত করিয়া গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন ইহা ব্রিয়া অহান্ত উদিয়চিতা হইলেন, পাগুবেরাও মাতৃ আজ্ঞা শুনিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল হইল এমত উৎকণ্ঠার সময়ে একজন ঋষির কৌশলক্ষমে তাহারদের সন্দেহভন্ধন হইল এবং কর্তব্য সাধনেও স্পাই জ্ঞান জন্মিল, উজ্ঞাবি কহিয়াছিলেন যে বিধাতার নির্বন্ধপ্রযুক্ত প্রৌপদীর অদৃষ্টে পঞ্চ্বামি ছিল, একারণ পাগুবেরা অকাতরে তাহাকে সামান্ত ভার্যাব্যরূপে গ্রহণ করিয়া মাতৃবাক্য রক্ষা করিতে পারেন অতএব পাঞ্চালী পাগুনুন্দনদিগের পত্নী হইলেন। ছদ্মবেশী

বীরেরা কন্তাকে লইয়া গেলে পর দ্রুপদ রাজাও তাহারদের পরিচয় পাইয়া বছ সম্মান পুরঃসর নিজালয়ে আহ্বান করত বিধিমতে বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন করাইলেন এবং অনেক প্রকার মূক্তা প্রবাল ও স্থবর্ণ রজত যৌতৃক দিয়া বিদায় করিলেন। পরে তুর্যোধন জানিল ষে পাগুবদিগের বিরুদ্ধে হিংসা কল্পনা নিজ্ল হইয়াছে এবং স্বীয় শক্ররা বারণাবত গ্রামে যথার্থ দগ্ধ হয় নাই, অতএব নৈরাশ্য প্রযুক্ত পরিতাপ ও হুর্ভাবনায় পুনশ্চ অস্তঃকরণ মধ্যে ব্যাকৃল হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির সপরিবারে ক্লফ এবং বিত্ররকে দলে লইয়া হন্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে কবিগণের বর্ণনামুসারে যাদৃশ ব্যাপককাল গগণমন্তল তিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া দিবাকর করোদয়ে একেবারে বিমল হয় তেমনি পাগুবদিগের সন্দর্শনে পুরস্থ জনসমাজের চিরন্তন বিষাদ দ্রীভূত হইয়া অস্তঃকরণ প্রদন্ন হইল, তাহারা হর্ষে পুলকিত হইয়া বোধ করিতে লাগিল ধেন অমূল্য অপহত ধন পুনর্বার হন্তে আসিল।

কিয়ৎকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বতনয় ও পাণ্ডুপুত্রদিগের মধ্যে হস্তিনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন ভাহাতে গাওব বন * পাওবদের অংশে পতিত হইল, ভাহারা সেথানে পরিথা এবং উচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট এক নগর নির্মাণ করিলেন এবং অতি মনোহর রাজপুরী সংস্থাপন করিয়া বিবিধ প্রকারে স্থােলভিত করিলেন, ঐ নৃতন নগর ক্রমশ উন্নতিশালী হওয়াতে বিবিধ বিল্লা ও ভাষায় স্থপত্তিত জনগণে এবং নানাপ্রকার শিল্পকারি লোকে তথায় বসভি করিতে আরম্ভ করিল এবং নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক প্রকার বাণিজ্যকারী মহয়েদিগেরও দর্বদা গতিবিধি হইতে লাগিল, এইরপে নবীন রাজধানী সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া মুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যকে সমৃজ্জ্বল করিল।

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির এক অপূর্ব সভা নির্মাণ করিয়া রাজস্থা যজের অনুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন কিন্তু ঐ মহাযজের নিয়মাহদারে করপ্রদ রাজাদের উপস্থিত থাকা আবশুক। তৎকালে মগধরাজ জরাসদ্ধ্য অতি প্রভাগাধিত ছিলেন তিনি ভূরি২ নুপতিকে কারাকৃদ্ধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিলেন, অতএব যুধিষ্ঠির শক্র দমনার্থ আপনার পরম মিত্র কৃষ্ণকে ঘারকা হইতে আনাইয়া তাঁহার সহিত ভীমার্জুনকে প্রেরণ করিলেন। ভীম ঘোরতর সংগ্রামানত্তর জরাসৃদ্ধাকে বধ করিলে কারাগারস্থিত ভূপতিবর্গ মূক্ত হইয়া

^{*} থাওবপ্রস্থ অথবা ইন্দ্রপ্রস্থ মুধিষ্টিরের রাজধানী ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী অষ্ট্রশতবর্ধ পর্যন্ত উচ্ছিন্ন ইইয়াছিল পরে গ্রীপ্রীয় ৭৯২ বৎসরে পাওব বংশীয় অনক্রপাল রাজা তথায় পুনর্বার রাজধানী সংস্থাপন করাতে তাহার নাম দিল্লী হয়।

প্রত্যুপকার স্বরূপে করদান দারা যুধিষ্ঠিরের রাজস্থা সমাপনে উত্তত হইল। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞান্তুসারে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব চারিল্রাতা ভারতবর্ষীয় অক্যান্ত রাজাদিগকে করপ্রদ করিবার নিমিত্ত পূর্ব উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিখিজয় করিতে গমন করিলেন* এবং সর্বস্থানের বিপক্ষ ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া জ্যেষ্ঠির সামাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপলক্ষে যে২ রাজাদিগকে অধীনে আনিলেন তাহারদের রাজ্য হরণ,করেন নাই, ভাহারা কেবল দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপে দিয়া তাহার প্রাধান্ত ক্ষীকার করিল কিন্ত রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইল না আপনারাই পূর্ববৎ স্বেচ্ছাত্মগরে স্ব২ দেশের রাজশাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য করিতে লাগিল।

যজের নির্ধারিত দিবদে আমন্ত্রিত ভূপতিগণ সভাস্থ হইলে যুধিষ্ঠির প্রত্যেক রাঙ্গাকে একং কার্য নির্বাহের ভারার্পণ করিলেন এবং সমাপনানন্তর অভিষিক্ত হইলে মন্ত্র, কম্বোজ, মগধ, মংস্থা, অবস্তী, চেদি, কানী প্রভৃতি দেশের নূপতি-সকল তাঁহার পার্যে অন্তচরের ন্থায় দণ্ডায়মান হইল পরে তিনি সমাহত রাজাগণের পুরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু প্রথমতঃ কৃষ্ণকে অর্য্য প্রদান করাতে চেদি দেশাধিপতি শিশুপাল নিজাপমান বোধে কৃদ্ধ হইয়া সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রতি কট্টি করিল তাহাতে কৃষ্ণ জলস্ত কোপে সেই স্থানেই তাহাকে বধ করিলেন।

তুর্ঘোধন যজ্ঞের মহা ঘটা দেখিয়। হিংলায় অবৈর্থ হইয়াছিল অতএব যজ্ঞ দ্যাপনানম্ভর বিদায় হইয়া বাটাতে প্রত্যাগমন করিয়াই অমাত্যগণ সঙ্গে পাগুবদিগের
রাজ্য সম্পত্তি ও প্রাধান্ত বিনষ্ট করিবার উপায় চিস্তা করিতে লাগিল, তাহার
পরম প্রিয় মন্ত্রী ও মাতৃল শকুনি বিবেচনা করিয়া কহিল পাগুবেরা স্বীয় শৌর্ষ,
বীর্য বিক্রমে প্রবল প্রতাপান্থিত হইয়াছে, বৃদ্ধি কৌশল ব্যতিরেকে তাহারদের

^{*} যুধিছিরের ত্রাতারা সাম্রাজা সংস্থাপন ও কর গ্রহণার্থে যেং দেশে গমন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অধিক আর সে সকলের আধুনিক নাম প্রকাশ নাই তথাচ যেং দেশের নাম জানা গিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাগজ্যোতির অর্থাৎ আসাম অথবা িবেতের নিকটয় কোন দেশ, তথায় পূর্বকালে চীনদেশীয় লোকেরা গমনাগমন করিত। অযোধ্যা, ত্রিগর্ত, অর্থাৎ লাহোর অথবা সেতারার নিকটয় ওয়াইদেশ, কাশ্মীয়, পেরপেমিসেন পর্বতোপরিয় কাস্বাজ দেশ, পঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্জাব, সিল্লু, কচ, গুজার অর্থাৎ গুজারাট সক অর্থাৎ সিদিয়া দেশ, স্বয়ট, মালয়া, বঙ্গ, পূত্রিক অর্থাৎ মেদিনীপুর, তামলিপ্র অর্থাৎ তমলুক, কলিঙ্গ অর্থাৎ গাঞ্জাম, দ্রানিড়, উডু, অর্থাৎ উড়িয়া, ছোলা অর্থাৎ কর্ণাট, পাঞ্জা অর্থাৎ মাইসর, সিংহল অর্থাৎ শিলন। উক্ত দেশ সকল হইতে উর্ণা, বর্ণমিন্ডিত ক্ষেম্বস্ত্র, পট্রবন্ত, অন্ত্র ও লোহ এবং গজদস্ত মির্মিত দব্যাদি আর ঘোটক ও মূক্রা প্রবাদি করময়্বেশ যুধিন্তিরের নিকট আসিত।

পরিশিষ্ট ৬১১

শক্তি থব করা হঃদাধ্য, পরে কহিলেন যে তিনি দ্যতক্রীড়ায় অতি নিপুণ, আর এমত এক বিশেষছল জানেন যে পাণ্ডবদিগকে এ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে ছলে তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিতে পারিবেন, তুর্ঘোধন এই উপায় উত্তম বলিয়া ধার্য করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্রীড়ার প্রসঙ্গ করিলেন, যুধিষ্ঠির ক্রীণবৃদ্ধি প্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কুহক না ব্রিয়া তাহার কথায় সন্মত হইলেন এবং দাতক্রীড়াসক কাপুরুষদিগের ন্যায় ক্রমশঃ দর্বপ্ব নষ্ট করিয়া শেষে ভ্রাতৃপত্নী এবং আপনার 'শরীর পর্যন্ত পণে সমর্পণ করিলেন, পরে ঘোরতর লজ্জার দহিত ক্রীড়ায় পরাস্ত হওয়াতে রাজত্বে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গের দাসত্ব স্বীকার করিলেন এবং বিপ্-ক্ষেরা অন্তঃপুর হইতে দ্রোপদীকে কেশাকর্ষণপূর্বক আনিয়া সভামধ্যে তাঁহার সম্মুথে প্রকাশ্যরূপে অপমান করিল, ভীম স্বচক্ষুতে ঐ মনোরমাা অবলা রাজ-মহিষীর অপমান ও ত্বরবস্থা দেখিয়া ক্রোধানলে প্রজ্ঞালত হওত দূতিকীড়ার নির্দয় জয়কারীদের স্তা ধ্বংস করণে উন্তত হইয়াছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধৈগাবলম্বৰ ও অহুরোধ হেতৃক মনোমধোই কোপাগ্নির সম্বরণ করিলেন আর যুধিষ্ঠিরকেও সতাপালনে বদ্ধ প্রযুক্ত ঐ ঘোর তুর্গতি স্থিরচিত্তে সহ্ করিতে হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দ্রোপদীর অপমান বার্তা শুনিয়া করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রিয় বচনদার। তাঁহার মনন্তাপ শান্তি করণার্থ বছতর ষত্ন করিলেন এবং তিনি যাহার প্রার্থনা করিবেন তাহাই বরম্বরূপে প্রদান করিতে দ্বীকার করিলেন, তাহাতে দ্রোপদী পণজিত পঞ্চপতির দাস্ত মোচন এবং রাজ্যলাভের প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিলেন, অতএব পাওবেরা পত্নীর সহিত পুনশ্চ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিতে পাইলেন।

ত্র্যোধন পাণ্ডবদিপের প্রতি পিতার প্রদন্ধতা শুনিয়া অত্যন্ত বিষয়চিত্ত হইলেন, এবং তাঁহার প্রদন্ধ বদনের শোভা বিষাদে মলিন হইল। পরে নিরম্ভর তাহারদের অহিত চেটা করিয়া যে বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত ক্ষীণবৃদ্ধি, তত্পলক্ষেই পুনশ্চ অনিষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব দ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়ার প্রদন্ধ করিয়া এই পণ স্থির করিলেন যে অক্ষে পরাজিত হইলে দ্বাদশবর্ধ বনবাদ এবং একবংদর অক্সাত বাদ করিতে হইবেক আর অক্সাত্রাদের বর্ধ মধ্যে নামধাম প্রকাশ হইলে পুনর্বার দ্বাদশ বংদর অরণ্যে থাকিতে হইবেক।

যুধিষ্ঠিয় একবার প্রাঞ্জিত হইয়া ঘোরতর হুর্গতি ভোগ করিয়াও সচেতন ও স্ববৃদ্ধি হয়েন নাই একারণ ঐ পণ স্বীকার করত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিতীয়বার প্রাভৃত হইলেন, অনম্ভর উক্ত ক্রীড়ার প্রাস্থ্যারে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ জননীকে বিহুরের নিক্ট ব্লাথিয়া পত্নী আতৃ প্রস্তুতির সহিত বনপ্রহান করিলেন, তাঁহার- দের যাত্রাকালীন হস্তিনাপুরস্থ যাবদীয় লোক বিষাদে পরিপূর্ণ হইল আর আবালবুদ্ধবনিতা সকলে অত্যন্ত থেদ করিতে লাগিল। সর্বজনেই যুধিষ্ঠিরের মহাত্রত্বত্ব দিয়া, ধর্ম, সত্যাদি গুণগণের নিমিত্তে অন্থরাগ গু সমাদর করিত, তৎকালের লোকেরা দ্যুতক্রীড়াকে সামান্ত দোষ মাত্র জ্ঞান করিত একারণ আপনার স্বাধীনতা গু প্রজাপুরের হিতাহিত দ্যুতক্রীড়ার গত্যধীন করাতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে যে দোষ স্পর্শ হইয়াছিল কেহই তাহা গণনা করিলেক না, তুর্যোধন হলপূর্বক অক্ষে কৃতকার্য হইয়া যে হিংসা ও খলতা প্রকাশ করিয়াছিল তজ্জন্তই যুধিষ্ঠিরের ত্বাত্তি বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি নাগরিক লোকদের অধিক দয়ার উত্তব হইল, অতএব কথিত আছে প্রত্যেক ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে যুধিষ্ঠিরের গুণানুবাদ গু
ছর্যোধনের নিন্দাবাদ করিয়াছিল।

পাওবেরা কিয়ংকাল অরণ্যেং ভ্রমণ করিয়া পরে কাম্যক বনে গিয়া বাস করি-লেন, ইতিমধ্যে তাহারদের পরম মিত্র কৃষ্ণ এবং অক্তান্ত আত্মীয়গণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পাগুবেরা কাম্যক বন হইতে বৈতবনে বাস করিতে গেলেন, তৎকালে অর্জুন জ্যেষ্টের আদেশে উত্তমোত্তম অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্ম স্থানে২ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে অধিক বিলম্ব হওয়াতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিমনা হইতে লাগিলেন, ইহাতে বিপিনবাসি তাপদগণ দময়ে২ তাঁহাকে নানা ইতিহাদ ও উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া দান্থনা করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্ঠির ক্রোপদী ও ভ্রাতৃত্রয়কে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্যটন করিতে গেলেন এবং নানাবিধ স্থান দর্শন করিয়া তথাকার পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর গন্ধমাদন পর্বতের নিকট যাত্রা করাতে দেখানে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইল পরে তথা হইতে সপরিবারে পুনর্বার হৈতবনে প্রত্যাগমন করিয়া নির্দিষ্ট বনবাদের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে লাগিলেন। যৎকালীন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে বনবাস করিতেছিলেন তথন হর্ষো-ধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতির সহিত প্রামর্শ করিয়া স্থির করেন যে একদিন শ্রীভ্রষ্ট পাণ্ডবদিগের সমূথে আপনার প্রাধান্ত ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবেন। অতএব দৈত-বনে ঘোষ্যাত্রা দুর্শনচ্ছলে হস্তি অশ্ব রথ পদাতি সৈত্ত দামন্ত সমভিব্যাহারে মহা সমারোহপূর্বক ভাতৃমিতাদি সমস্ত পরিবার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং তথায় যুধিষ্টিরাদিকে ক্লেশেতে বিষণ্ণ বদন রাজলক্ষণ বজিত দেখিয়া ইযদ্ধাস্তম্থে চক্ষঃ সম্ভোষ করিতে লাগিলেন আর তাঁহারদের সাক্ষাৎ অহঙ্কারপূর্বক স্বীয় পরা-ক্রম ও গৌরব প্রকাশ করিয়া অন্তরে মর্যান্তিক হুঃথ প্রদান করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বিকার জন্মিল না। পরে তাহারা উৎসব দর্শন করিয়া পরিজন সহিত চিত্রদেন নামক এক গন্ধরের মনোহর স্বোধরের নিকট ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে কনহ উপস্থিত হওয়াতে ঐ গদ্ধর্বের সহিত তাহারদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে কুরুদিগের দেনা ও দেনাপতি সকলে পরাস্ত হইল এবং চিত্রদেন ত্র্যোধনকে বন্ধন করিয়া র্থোপরি লইল আর রাজমহিষী ও অস্থাত্র পরিজন সকল শক্র হত্তে পতিত হইল। পরে বৃধিষ্ঠির কোন লোকের প্রমৃথাৎ শুনিলেন যে ত্র্যোধন ঘোরতর ত্র্দশাপন্ন হইয়া আত্মরকার্থ তাহার সাহায়্য প্রার্থনা করিতেছে অতএব আপনি যে অশেষ অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা মনে না করিয়া বিশেষ উন্বর্গ প্রকাশ করত তৎক্ষণাপ্ত হাত্রণাকে ত্র্যোধনের উপস্থিত বিপদ্যোচন করিতে আদেশ করিলেন, এবং রাজবংশের উপযুক্ত মহান্মভব চিত্রে কহিলেন শরণাগতে শক্ররেও আশ্রমদান কর্তব্য। তাঁহার অমুজেরা আজ্ঞামাত্রে চিত্রকেদেনের স্বোবর সমীপে গমন করিলেন এবং অর্জুন তাহাকে তুনুল সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া ত্র্যোধনের বন্ধনমোচন ও পরিজননর পরিত্রাণ করত সকলকে অগ্রজ সমীপে আনিলেন।

যুধিষ্ঠির অশেষ প্রকারে হুর্যোধন কর্তৃক অপমানিত ও অপকৃত হইয়াছিলেন এবং এই স্থযোগে চির বিরোধি অপকারিদিগের প্রতি হিংদা অনায়াদে করিতে পারি তেন কিন্তু তাঁহার উনার্য ও ধৈর্য এতাদৃণ মহং ছিল যে তিনি হুর্যোধনের বিপত্তি শ্রবণমাত্রে পূর্বোপকার কিঞ্চিন্মাত্র স্মরণ না করিয়া সাধ্যাকুসারে রক্ষা করিলেন এবং চরিত্র শোধন বিষয়ে অনেক সংপ্রামর্শ দিয়া স্বরাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

বনবাদকালে এক দিন যুথিষ্ঠিরাদি পঞ্চল্রাতা জৌপদীকে একা কিনী রাখিয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন ইত্যবদরে ত্র্যোধনের ভগিনীপতি দির্বাক্ত জয়দ্রথ কতিপয় দৈশ্য সমভিব্যাহারে কপট আত্মীয়ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক জৌপদীর হস্তধারণ করিল এবং বনবাদী নৃপাত্মজ্বরা যদি পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বিরোধ উপস্থিত করে এই শঙ্কায় শীল্র রথে আরোহণ করাইয়া থরতর বেগে প্রস্থান করিল। যুথিষ্ঠির প্রভৃতিরা মৃগয়া করিতে২ দঙ্কটাপয় জৌপদীর মহা আর্তনাদ ও রোদন শব্দ শুনিতে পাইয়া বেগে গমন করত ঐ ত্রাত্মার রথের নিকটবর্তী হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন তাহাতে জয়দ্রথ ভীত হইয়া জৌপদীকে পরিত্যাগপূর্বক আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিল। যুথিষ্ঠির বনিতা লইয়া আশ্রমে গমন করিলেন কিন্ত ভীমার্জুন ভার্যাপহারককে ধৃত করণার্থ জলম্ভ কোপে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার ছিয়মুগু গ্রহণ না করিয়া নির্বত হইব্রেন না, যুধিষ্ঠির তাহারদের জ্যোধ শান্তির নিমিত্ত সান্থনা বাক্যে বুঝাইয়া কহি-

লেন যে ঐ পাপাত্মা বধার্হ বটে কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের চুহিতা চুংশীলার অমুরোধে তাহার শোণিত দর্শনে ক্ষান্ত হও যেহেতু সে ব্যক্তি নষ্ট হইলে ঐ অবলা বৈধব্য যম্ত্রণায় পরিতাপিতা হইবেক। উক্ত বিক্রমশালী কুমারদ্বয় কিঞ্চিৎকালের মধ্যে তাহার হস্ত বন্ধনপূর্বক আনয়ন করিলে দ্য়াময় যুধিষ্ঠির তাহার বন্ধন মুক্ত করত কেবল কতকগুলি মিষ্ট ভর্মনা ও হিতোপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রংশ ও পত্নীর অপমান ইত্যাদি নানা হুর্ঘটনা স্মরণে যথনং চঞ্ল চিত্ত হইতেন তথন বনস্থ ক্ষিদিগের প্রমুখাৎ ধর্ম ও নীতিতত্ত্বের মহার্ঘ বচন শ্রবণ ক্রিয়া মনঃ স্থৈ ক্রিতে যত্ন ক্রিতেন, এবং সর্বদা পণ্ডিত সমাজে সহবাস করাতে অশেষ প্রকারে তাহার জ্ঞানের উন্নতি ও স্থশীলতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে কোন জলাশয়ে জলপান করিতে গেলে এক যক্ষ তাহাকে ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে যে২ উত্তর দিয়াছিলেন মহাভারতে সে সকল শ্লোক নিবদ্ধ আছে তাহা পাঠ করিলে বোধহয় তাঁহার অনেক বিষয়েরই কিঞ্চিৎ২ দৃষ্টি ছিল, ফলত তিনি কেবল রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন এমত নহে পদাৰ্থ বিভা ও স্বদেশীয় নীতিতত্ত্বেও নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ছিল না। এন্থলে তাঁহার নীতিবিভা প্রকাশক কতিপন্ন বচন ভাষার অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা ধাইতেছে।

"সরলতা ব্যবহারই এক ধর্ম, দানই যশের আমূল, সত্যই স্বর্গের সোপান, এবং স্বশীলতাই স্থথের কারণ।

"তত্ত্বজানকেই জ্ঞান কহা যায়, এবং অস্তঃকরণের হৈছবই শম, সর্ব প্রাণির স্ক্রথ বাসনাই দয়া, আর মনের মত সমতাই সারল্য।

"ক্রোধ তুর্জেয় শক্র, এবংলোভ অত্যন্ত ব্যাধি, আর যে ব্যক্তি সর্বভূতের হিতিষী সেই সাধু, এবং দয়াধীন মহয়কেই অসাধু বলে, মনের মলত্যাগই স্নান এবং প্রাণীদের রক্ষা করাই দান।

"যে ব্যক্তি কাহারও ঋণী নয় এবং প্রবাদে থাকে না সে যদি চারিদিন অনাহার থাকিয়া পঞ্চমাহে অথবা ষষ্ঠাহে আপনার গৃহে শাক মাত্র পাক করিয়া ভোজন করে তথাপি তাহাকে স্থা কহা যায়।

"তর্কের শেষ নাই এবং বেদ সকলও নানাপ্রকার, এবং এমত একও ঋষি নাই ষাহার মত ভিন্ন নহে, অতএব ধর্মের ষাথার্থ্য পর্বতের গহলরে গিয়াছে এক্ষণে মান্ত জনেরদের আচারই ধর্মমার্গ"।

দাদশ বৎসর অরণ্যবাদ সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাদ করিবার নিমিত্ত পত্নী ভাত দহিত ছল্মবেশ ধারণ করিয়া মংস্তদেশের রাজা বিরাটের আলয়ে গমন পরিশিষ্ট ় ৬১৫

করিলেন এবং প্রত্যেক কর্মকারী-রূপে নিযুক্ত হইলেন, যুধিষ্টির রাজসভায় মন্ত্রীর কার্য করিতে লাগিলেন, ভীম পাকশালায় রন্ধন কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্জুন স্থাবেশধারী হইয়া নাট্যশালায় রাজনন্দিনী দিগকে নৃত্যশিক্ষা করাইতে গেলেন, আর নকুল সহদেব অশ্বপাল ও গোপালের কার্যে এবং ক্রৌপদী বিরাটের রাজনহিষীর সৈরন্ধ্রী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া রহিলেন। ত্র্যোধন তাঁহারদিগের উদ্দেশে নানা স্থানে দৃত প্রেরণ করিয়া অজ্ঞাতবাদ প্রকাশার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিল, তাহার মানদ ছিল যে অজ্ঞাতবাদের বর্ষমধ্যে প্রকাশ করিতে পারিলে আঁহার-দিগকে পুনর্বার হাদশ বৎসর অরণাবাদী করিয়া নিজ্ঞতকে একাকী রশজ্ঞাভোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার সমৃদায় যত্ন বিফল হইল।

ষৎকালীন যুধিষ্টিরাদিরা বিরাটরাঙ্গ সদনে অজ্ঞাত বাদ করিতেছিলেন তংকালে ত্রিগর্তদেশের অধিপতি স্থশর্মা বিরাট রাজের গাভীদকল হরণ করাতে উভয়-রাজার মধ্যে মহ। সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাতে বিরাট রাজের পরাজয়োপক্রম হওয়াতে যুধিষ্ঠির ভীমের সাহাধ্যে তাঁহার পরিত্রাণ করত স্বশর্মাকে পরাভূত ও নিরাকৃত করেন। স্থার্মা পরাজিত হইয়া ত্র্যোধনের আশ্রম প্রার্থনা করিলে তিনি সেনা সেনাপতির দহিত যুদ্ধ যাত্র। করত মংস্তদেশ আক্রমণ করিয়া যাব-দীয় গো হরণের উপক্রম করিলেন তাহাতে বিরাটতনয় উত্তর অর্জুনকে স**ে** লইয়া বিপক্ষ পক্ষের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অগ্রদর হইলেন এবং সমভিব্যাহারীর সাহায্যে সমস্ত শত্রুবর্গকে বিলক্ষণ শান্তি দিয়া দেশ হইতে দ্র করিয়া দিলেন। অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির বিরাট রাছকে আত্মপরিচয় দিয়া স্বদেশ গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ইক্তপ্রস্তের মহীপাল ছদ্মবেশে দাসর স্বীকার করিয়াছিলেন বিরাটাধিপতি ইহা জানিতে পারিয়া অত্যস্ত তটস্থ হওত নানা প্রকারে তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানতঃ যদি কোন ক্রটি হইয়া থাকে একারণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, পরে তাঁহার সহিত সৌহাদ্য দৃঢ়তর কর-ণার্থ অজুনের পুত্র অভিমন্তাকে আত্ম করা দান করিলেন। বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হইলে পঞ্চ ভ্রাতা প্রকাশ্তরণে ছন্নবেশ ত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজ্যাধিকার জন্ম নানা প্রকারে উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভীমার্ছ্নাদি ভাতৃ চতুইয় কহিলেন হুর্ঘোধন সহজে রাজ্যাংশ না দিলে অবিলম্বে সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া একেবারে কুফুকুল নিমূল করা কর্তব্য,কিন্তু যুধিষ্ঠির কোমল স্বভাবপ্রযুক্ত তাহাতে স্মত হইলেন না, তিনি কেবল সামধারা জ্ঞাতি বিরোধের মীমাংসা করিতে অস্থির হইয়াছিলেন অতএব অবশেষে চুর্বোধনকে কহিলেন যে পঞ্চল্রাতা পঞ্চমাত্র গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন, পরস্ক ত্র্যোধন একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিল যে জীবনসত্তে স্থচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দান করিবেক না, স্তরাং মুধিষ্টিরকে ভ্রাত্গণের যুদ্ধোত্তমেই সম্মতি দিতে হইল।

কুরু পাগুবেরা যুদ্ধ দারা জ্ঞাতি বিরোধের নিম্পত্তিকরণ ধার্য করিলে উভরপক্ষ ভারতবর্ধের নানা দেশীয় রাজগণকে সহায় করিয়া স্বং দল সবল করিতে যত্ন করিল, পরে ছই দলের সেনারা সরহন্দ দেশীয় ঝান্দিয়রের নিকট কুলংক্ষত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তে পরস্পারাভিম্থ হইল। তাহারদের রণস্থল অসংখ্য সৈল্পে আছের হইয়া গেল। অখের শব্দ, গজের গভীর গমন, রথের ঘর্ষণ, শঙ্মের ধ্বনি, বাছের সিনাদ, সেনাপতির সিংহনাদ, এবং পদাতির কোলাহল, আর অস্ত্র শস্ত্রের উজ্জল তেজ ও রণ পতাকার প্রভা এই সকলে কুলক্ষত্রের ভয়ঙ্কর রূপ হইল। পাগুব পক্ষের প্রধান সেনানী অর্জুন রথারোহণ পূর্বক গাগুবি ধারণ করত শক্ষ্

ভীম কুরুদিগের সেনাপতিত্ব কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি দশ দিবস যুদ্ধ করিয়া শরশায়ী হয়েন তদনস্তর দ্রোণাচার্য কৌরব দৈক্ত শাদনে নিযুক্ত হইয়া পাঁচদিন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া পঞ্চত প্রাপ্ত হয়েন, কথিত আছে তিনি অতি রণকুশল ও মহাশুর ছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে এক অভুত বুক্তান্ত লিখিত আছে। তাঁহার অখখামা নামক পুত্রও কুরু পক্ষে যুক করিতেছিলেন, বোধ হয় তিনি পিতৃ সমীপে না থাকিয়া দৈন্তের প্রান্তভাগে রণে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রে অশ্বখামা নামে এক হল্ডি হত হওয়াতে পাণ্ডব দিগের পরমন্তহৎ কৃষ্ণ কৌরব দৈত্ত শাদকের পুত্র পঞ্চত্ব পাইলেন এই বলিয়া শক্ত শ্রেণীর মধ্যে এক মিথ্যা জনরব বিস্তার করিলেন ভীমও দ্রোণাচার্যের যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইয়া উল্লেখনে কহিতে লাগিলেন "অশ্বখামা হত হইয়াছে" দ্রোণাচার্য ঐ অন্তভ বার্তা প্রবণে অত্যন্ত কাতরাস্তঃকরণ হইয়া ঐ জনরব সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করণার্থ অন্থির হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির সভ্যব্রভ রূপে বিখ্যাত এ প্রযুক্ত তাহাকে সত্য করিয়া কহিতে অমুরোধ করিলেন যে অস্বখামা ঘথার্থ নষ্ট হইয়াছেন কিনা ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন "অস্বখামা হত" এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অস্পষ্ট মৃত্ স্বরে কহিলেন "অর্থাৎ গদ্ধ"। আচার্য ষুধিষ্ঠিরের স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া স্বপুত্রের যথার্থ মৃত্যু নিশ্চয় করত ঘোর শোকাকুল হইলেন, এবং মনের পরিতাপে কম্পিত কলেবর হইয়া অস্ত্র ত্যাগ পূর্বক চলৎ-শক্তি হীন হইলেন তাহাতে ধৃষ্টগ্রায় অগ্রে আদিয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন। যুধিষ্ঠির যথার্থ সভ্যত্রত ছিলেন ইহা অদন্তব কেন না যে ব্যক্তি তাঁহার সভ্য-নিষ্ঠার উপর নির্ভর রাখিয়া তথ্য জিজ্ঞাদা করিয়াছিল বাক্যশ্লেষচ্ছলে তাহারি

পরিশিষ্ট : :

অন্তঃকরণে ঘোর অনিষ্টজনক মিথ্যা বিশ্বাস উদন্ন করাইলেন। প্রাচীন পুরুষেরা সত্যবাদিত্বের ষথার্থ লক্ষণ স্পষ্ট জানিতেন না, বাক্যের স্থলার্থে অভ্তরণে মনোযোগী হইলেও ভাবার্থের প্রতি তাদৃক প্রণিধান করিতেন না, পাওবদিগের বিবাহেতে ইহার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, কুন্তী ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা কহিয়াছিলেন তজ্জন্ত স্বয়ং ক্ষুত্র হইলেও ভাহারা মাতৃআজ্ঞার স্কার্থ পালন করিবার মানসে দ্রৌপদীকে সামান্ত ভার্যা করিয়া বিবাহ করেন, এবং বোদ করিয়াছিলেন যে ঐ মনোহর "ভিক্ষা" সকলে ভোগ না করিলে মাভার সভ্যবাদিও রক্ষা হয় না, অতএব পুত্র ধর্মামুসারে তাঁহার আদেশ পালনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। যুধিন্তিরও উক্তস্থলে অমুমান করিয়া থাকিবেন যে দ্রোণাচার্যের প্রশ্নে উত্তর দান স্থলে "গজ" এই শন্ধ প্রয়োগ করিলে তাঁহার কথায় মিথ্যা ভাষণের দোয়স্পর্শ হইবেক না।

দ্রোণাচার্য রণশায়ী হইলে কর্ণ কুঞ্দিগের সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া পাওব দিগের সাহিত তুমুল সংগ্রাম করত তাহারদের অনেক সেনা বিনট করিলেন। ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির ও ত্রোধনের মধ্যে একবার ঘোর যুদ্ধ হয় তাহাতে ত্রোধন প্রায় হত হইয়াছিলেন, তদনস্তর যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত ভয়ানক রণে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন কিন্তু তাহাতে বাণ বৰ্ষণে সম্ভপ্ত হইয়া শিবিরে প্লায়নপর হইতে বাধিত -হয়েন অর্জুন জ্যেষ্ঠকে শিবিরাভিমুথে ধাবমান হইতে দেখেন নাই এ কারণ রণ-স্থলে তাঁহার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে দৈল্য শ্রেণীর পাঞ্চিভাগে গমন করিলেন। অজুনি পশ্চাৎভাগে আগমন করিলে হুই ভাতার মধ্যে ক্ষণিক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির অনুজকে রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ অমুমান করিয়াছিলেন যে অর্জুন কৌরব সেনাধ্যক্ষ কর্ণকে বধ করিয়া জয়ো-ল্লাদে আসিতেছেন, কিন্তু পরে তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে আশাবৃক্ষ নিফল হইল, অতএব যুধিষ্ঠির একে অস্ত্রাঘাতের জালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন তাহাতে অর্জুনকে রণস্থলে বিমুখ দেখিয়া আরও সম্ভগ্ন হইলেন এবং দলত্যাগী বলিয়া ভং সনা করত ক্রোধপূর্বক কহিলেন "গাগুীব ধতুঃ ত্যাগ কর"। অজুন ঐ অভায় তিরস্কার শুনিয়া রাগান্ধচিত্তে ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া অগ্রজকে খড়গাঘাত করিতে উন্নত হয়েন, রুফ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি অজুনের রাগ দেখিয়া সংপ্রবোধ দিয়া তাহাকে শাস্ত করিলেন তাহাতে হুই ভ্রাতা পুনশ্চ সম্ভাব করিয়া আলিঙ্গন করত পরস্পারের প্রতি স্বেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন সেই অবসরে কৃষ্ণ অর্জুনের বীর্ঘ বর্ণনা

করিয়া শত্রুহন্তে তংপুত্র অভিমন্তার অক্যায় বধাদির কথা উল্লেখ করিলেন। অর্জুন পুত্রের ত্ব্যতি শুনিয়াক্রোধে প্রজ্ঞালিত হইয়াতংক্ষণাং স্বহস্তে কর্ণকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়ারণে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং খরতর উল্লমে কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়া অবিলম্বে তাহাকে শমন তবনে প্রেরণ করিলেন।

কুরুপক্ষের মহাবল পরাক্রম সেনাপতি সকল এইরপে ক্রমণ ক্রমণ ক্ষয় পাইল তথাচ দুর্যোধনের তুরাগ্রহ শিথিল হইল না তিনি এখনও দক্ষি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জীবনসত্তে রাজ্যের তিলার্থমাত্র দিবেন না এই প্রতিজ্ঞাতেই নিশ্চল হইয়া রহিলেন এবং পাণ্ডব বিনাশের উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে মদ্রাদেশের শল্য নামে এক রাজাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পুনশ্চ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পাণ্ডবিদিগেররাজলক্ষী বলবতী হওয়াতে ঐ সেনাপতি অচিরে পরান্ত হইয়া যুধিষ্টিরের হন্তে পঞ্চত্ব পাইলেন। শল্যের মরণানন্তর হুর্যোধন স্বপক্ষকে নিতান্ত ক্ষীণ নির্মন্থয় দেখিয়া মনোমধ্যে এমত লব্জান্থিত হইলেন যে রণস্থল ত্যাগপূর্বক গোপনে নিকটন্থ হুদ মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার অন্তেমণ করত ঐ নিভ্ত স্থানে গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাত্রমাতে পলাতক বলিয়া নানা প্রকারে ভর্মনা করিতে লাগিলেন, তুর্যোধন বিজাতীয় অভিমানী স্বকর্ণে তিরস্কার দহিতে না পারিয়া এবং শক্রের নিকট শরণ প্রার্থনাতেও অত্যন্ত লাঘব জ্ঞান করিয়া মহা বিক্রমের সহিত যুদ্ধার্থ প্রকাশ হইলেন তাহাতে অবশেষে ভর্মের হইয়া রণশায়ী হইলেন।

ত্ববিধনের মরণানন্তর যুদ্ধের নিবৃত্তি এবং পাগুবদিগের জয় সম্পূর্ণ স্থির হইল, কিন্তু ঐ মহা সমরে জয়কারিরদের কেবল হর্ষোদয় হইল না তাঁহারা বিবাদেও তাপিত হইতে লাগিলেন কেননা যাহারদের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিয়াছিলেন তাহারদের বিনাশেই মৃক্ত কঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণের রক্তপাত পুরঃমর রাজ্যলাভ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের কোমলাভঃকরণে কিঞ্চিয়াত্র আনন্দোদয় হইল না তিনি ভাবিলেন যে রাজ্যেতে তাঁহার যথার্থ অধিকার ছিল বটে কিন্তু রক্তারিক্তি করিয়া আধিপত্য গ্রহণ করাতে সে অধিকার বিরূপ হইনয়াছে অতএব জ্ঞাতি কুটুম্বের বধে যে রাজ্য লক হইল তাহা ভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জ্যোষ্ঠতাত পুত্রের বিনাশে যে সিংহাদন শৃত্য হইয়াছে তাহাতে আরোহণ করিতে সল্কৃচিত হইলেন, ইহাতে ব্যাসনারদ প্রভৃতি মহাপ্রজ্ঞ ঋষিগণ নানাবিধ হেতুবাদ দারা যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইয়া তাঁহার মনঃসন্দেহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং অকাতরে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহারদের অন্থরোধে রাজদগুল

পরিশিষ্ট ১

ধারণ করিয়া ভীমকে যৌবরাজ্যে এবং বিহুরকে অমাভ্যের পদে নিযুক্ত করিলেন।

যুধিষ্ঠির যদিও মুনিগণের অন্ধরোধে ঐ কষ্টলন্ধ রাজ্য ভোগ স্বীকার করিলেন তথাপি কুরুক্তেরের ভূরিং প্রাণিহত্যা অরণে তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত শোকে বিহলল হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ঘটিত অমঙ্গলের মূল এই ভাবিয়া জ্ঞাতির দিগের অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত উত্তরং বিলাপ সাগরে মহা হইলেন, ক্ষিরা ঘথাসাধ্য কৌশলে তাঁহার সাল্মা করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পুনাং ধর্মাধর্মের বিষয়ে উপদেশ করিয়া বলিলেন যে অত্যন্ত শোকেব্যাকুলচিত্ত হওয়া ক্ষীণবৃদ্ধি কাপুরুষের লক্ষণ, আর অবশেষে কহিলেন যদি ধর্মাখ্যানেতেও মনং শান্তি না জন্ম তবে দান যজ্ঞাদি ক্রিয়াবারা অপরাধ মোচন কর, অতএব যুধিষ্ঠির ব্রান্ধণিগকে নিরস্তর অর্থদানে প্রবৃত্ত হইয়া মহা সমারোহ পূর্বক অশ্বমেধ মঞ্জের সঙ্কল্ল উদ্যাপন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া দয়া ও সংস্বভাব বিন্তার হেতৃ যথেষ্ট ঘশোভাজন হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যেং মুদ্রার চলন ছিল ভাহা প্রকাশ হইয়াছে আর পুরাণাদি শাল্পের অনেক স্থানে বোবহয় তৎকালে নানা দেশীয়
ভ্রব্যাদি বিনিময়ের প্রথা ছিল, অতএব অমমান হইতেছে প্রাচীনকালেও তারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনে ইন্দ্রপ্রস্থ ঐশ্বশালী হয় ঐ নগর ভারভবর্ষের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বণিত হইয়াছে।
সেকালের উৎপন্ন শক্তের ষ্ঠাংশ রাজত্বরূপে গৃহীত হইত।

যুধিষ্ঠির বিভাভ্যাদে বহুতর যত্ন করেন নাই; গৌতম ঋষি তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন আর বনবাদের কালে তাপদেরা রামায়ণাক্ত রামচন্দ্রের চরিত্র এবং অন্যান্ত রাজারদের উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং কথন কোন বিষয়ে অসাধারণ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার অন্তঃকরণ তুর্বল ও কোমল ছিল একারণ যুদ্ধ্যাপারে অত্যন্ত অনুরাগ করিতেন না কেবল প্রজার কুশল চেষ্টাতেই উৎস্থক্য প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু যদিও তাঁহার আপনার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল না তথাচ বিহান লোকের
মহা সমাদর করিতেন। তাঁহার পিতামহ লাতা ভীম রাজনীতি নীতিশাস্ত্র ও
তত্ত্বিভায় বিশেষ বৃত্পন্ন ছিলেন, মহাভারত পুরাণাদির প্রসিদ্ধ কর্তা বেদব্যাসও তাঁহার সময়ে বর্তমান ছিলেন, তদ্ভিম অক্তান্ত অনেক পণ্ডিতবৃন্দ বিবিধ
শান্ত্রের আলোচনা করিতেন তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেও প্রয়োজন

বশতঃ রাজধানীতে আদিয়া রাজসভা উজ্জ্বল করিতে এবং অনেক প্রকারে প্রতি-গ্রহ প্রাপ্ত হইতেন।

যদি চতুর্বেদকে সংস্কৃত বিভাস্থীলনের প্রথম ফল বলিয়া স্থীকার করা যায় তবে যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে ঐ ভাষার দিতীয় অবস্থা হয় স্কৃতরাং সে কালে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বৃদ্ধি বিলক্ষণ বৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল।

যুদ্ধব্যাপার দখ্যেও একাল সম্জ্বল হইয়াছিল। কি আশ্চর্য ! যুধিষ্ঠির স্বয়ঃ
উত্তম যুদ্ধবীর অথবা স্থপণ্ডিত ছিলেন না তথাচ তাঁহার রাজত্ব সময়ে অস্ত্রবিছা
ও শাস্ত্রবিছা উভয়েরি উত্তম অফুশীলন হইয়াছিল, অরণ্যবাসি ঋষিরা স্ব২
আশ্রমে বেদাধায়ন ও স্বাভাবিক পদার্থের নিগ্
ঢ তত্ত্বামুসন্ধান করিতেন এবং
মহাশ্র ক্ষত্রিয়েরাও ধহুর্বাণ খড়গ চক্রের সহিত অস্ত্রচর্চায় রত থাকিতেন।
ক্ষত্রিয়েরদের অন্তঃকরণে কোমল ভাবের উদয় হইত না বটে কিন্তু তাঁহারদের
এই এক মহা ওণ ছিল যে যাদৃশ অপমানে অসহিষ্কৃতা প্রযুক্ত শীল্প রাগাসক্তি
প্রকাশ করিতেন অপরাধ মার্জনাতেও তাদৃশ তংপর হইতেন, তাঁহারদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে নীতিশাস্ত্র স্থাপন হইয়াছিল তাহাতে ভুরি২ মহার্থ ও উৎরুষ্ট
তাৎপর্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু তৎকালের পণ্ডিতেরা রণকৌশলে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন আর যোদ্ধারাও ঘৎকিঞ্চিৎ মাত্র বিছা উপার্জন করিতেন এ নিমিত্তে অম্দ্রেনীয় শূর বীর দিগের ঘদিও মাসিদনের রাজা জালেগজনরের ন্তায় শৌর্য বর্ণনা শক্তি সমন্বিত কবির অভাব বলিয়া বিলাপ করিবার কারণ না থাকে তথাচ তাঁহারা এই কহিয়া যথার্থ ক্ষোভ করিতে পারিতেন যে ঋষিদিগের ক্ষত বর্ণনায় কেবল ব্যাষ্টভাবে কাহার২ কান্নিক শক্তি ও বিক্রমের উল্লেখ আছে কিন্তু এমত সেনানীয় কৌশলের বুত্তান্ত নাই ঘদ্ধারা ভূরি২ লোক একত্র সমষ্টিভাবে মহাকার্য ক্ষম্পন্ন করিতে পারে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনায় ভীমসেনের প্রকাণ্ড শক্তি ও অর্জুনের তুর্দান্ত বিক্রমের বিবরণ আছে বটে কিন্তু কিদৃশ স্ক্র কৌশলক্রমে সংহত সৈত্যেরদের রণযাত্রার বিধান ও শিবির করণার্থ উত্তম ভূমির নির্বাচন হইয়াছিল তাহার কোন প্রদন্ধ দেখা যায় না, আমরা সৈক্ত শাসকদের সম্বন্ধ এমত কোন বৃদ্ধি কৌশলের স্থচনা পাঠ করিতে পাই না যাহাতে সভ্য জাতীয়ানদের স্থনিয়মিত সংগ্রাম এবং অসভ্য লোকদিগের কোলাহলের মধ্যে কিরপ বৈলক্ষণ্য তাহা জানা যায়।

রাজ্যলাভের কিয়ংকাল পরে যুধিষ্ঠির স্থন্তর ক্লফকে সপরিবারে লোকাস্তরস্থ ইইতে শুনিয়া মহা শোকাকুল হইলেন এবং আর রাজ্যভার বহনে অন্তঃক্রণকে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেন না, অতএব অহজ অর্জুনের পুত্র পরীকিংকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া আপনি রাজ্য ত্যাগ পূর্বক ভাতৃগণের সমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণ করিতে উন্নত হইলেন, এবং বন্ধ, দক্ষিণ গুর্জররাষ্ট্র পরাবাদি সর্বস্থান দিয়া ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া অবশেষে হিমালয় পর্বতারোহণ করিলেন, দেখান হইতে আর অদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ধৈর্য ও ধর্মনিষ্ঠা প্রযুক্ত ধর্মনাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সম্রমভাজন ইইয়াছিলেন, কবিগণেরা তাঁহার আরও অধিক প্রতিষ্ঠা করত কহিয়াছেন যে তিনি হিমালয় হইতে সণরীরে অর্গারোহণ করেন। অনেক বিদান লোকেরা অনুমান করেন যে গ্রীষ্টের প্রায়ণ্চ কুর্ণণ শত বংসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব হইয়াছিল ইতি।*

^{*} বিভাকল্প-শংস থগু/১৮৪৭।

প্লেভোর চরিত্র

প্রেতোর জন্ম-ভূম্যাদির বিবরণ: সক্রেতিস হইতে যত দার্শনিক মতাবলম্বির উদয় হয় সর্বাপেক্ষা একাদিমিকেরা অত্যন্ত প্রদিদ্ধ। এথেন্স নগরে একাদিমি নামক এক স্থান ছিল সেখানে বিষক্ষনেরা অধ্যাপনা করিতেন তাহারি নামান্ত্রনারে উক্ত মতাবলম্বিরা একাদিমিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত একাদিমিক মত প্রেতে, কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া পরে স্পিউসিপস, জিনক্রেতিস, পোলিমন ক্রেতিস এবং কেন্তর প্রভৃতির দ্বারা পালিত ও ব্ধিত হয় ঐ অবস্থায় তাঁহাকে প্রথম অথবা পুরাতন একাদিমি কহা যায়।

বিবিধ প্রমাণে নির্ণীত হইয়াছে যে প্লেতো এথেন্স নগরে কোন মহাকুলে উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পিতার নাম আরিস্তো, ইনি মেলান্থদের পূত্র কোন্দ্রদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লোকে ইহারদিগকে নেপ্তুনের সন্তান কহিয়া থাকে। মেলান্থদ মিদিনা দেশ ত্যাগ করিয়া এথেন্দে আগমন করেন এবং পরে কৌশলক্রমে জেপ্থদকে সংহার করিয়া থিদিয়দ বংশীয় শেষ রাজা থিমক্লিদের রাজ্তানস্তর দিংহাদনার্ক্ত হয়েন।

লেয়র্শন নামা গ্রন্থকার লিথিয়াছেন যে এপলোদোরদের গণনামুসারে অষ্টাশীতিতম ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরের প্রারম্ভে আমিনিয়দের অধ্যক্ষতার সময়ে প্রেতোর জন্ম হয়।

তাঁহার বিভাভাদের বিবরণ: যখন প্লেতো স্বীয় জননী পেরিক্তিয়নীর ক্রোড়স্থ শিশু ছিলেন তংকালে একদিন তাঁহার পিতা স্বীপুত্র সমন্তিব্যাহারে বিভাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে বলি প্রদানার্থ আতিকা দেশীয় হিমিতিদ পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ঐ স্থান প্রচুর মধু ও মধুমক্ষিকার আকরস্বরূপে প্রাদিদ্ধ, দেখানে দেবার্চনায় ব্যস্ততার সময় পেরিক্রিয়নী আপন অঙ্কন্থ প্লেতাকে নিকটবর্তী মেদির বনে শয়ন করাইয়া রাথিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজিত হইলে ঐ গিরি গহররস্থ মধুমক্ষিকা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে অব্যক্ত শঙ্গে গান করিয়াছিল এবং কথিত আছে যে তাঁহার মুখে চাকও নির্মাণ করে। প্লেতোর শৈশবকালে এই ঘটনা হওয়াতে সকলে তদবধি অন্নমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাক্য মধুর ও বক্তৃতাশক্তি বিলক্ষণ হইবেক।

প্রেতো প্রথমতঃ বৈয়াকর নিক দাই ওনিশসের নিকটে বিভাভ্যাদ করিয়া পরে আরগাইব জাতীয় আরিস্তোর সমীপে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করেন। সে কালে ওলিপ্পিক উৎসবে মল্লগণের ব্যায়ামকরণের প্রথা ছিল অতএব তিনি তিহিষয়ে বিলক্ষণ

পরিশিষ্ট ৬২৩

নৈপুণ্য উপার্জন করেন এবং কোন২ গ্রন্থকারের মতে পিথিয়ান উৎসব কালে। ইস্থমসে মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়ঃক্রমের সহিত সদ্গুণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শরীরও অসাধারণরূপে প্রশন্ত হইল এ নিমিত্ত তাঁহার পিতা আরিতো তাঁহার নাম প্লেতো রাগেন
কারণ ঐ শন্দ আয়তবস্তুর বোধক, কেহ২ কহেন তাঁহার ক্লন্ধের পরিণাহ নিমিত্ত
এবং নিয়াত্মের মতে ললাটের আভ্রুতার জন্ত উক্ত নাম হইয়াছিল, অপরে
বলেন বক্তৃতার গুণে ঐ সংজ্ঞা হয়, মাহা হউক ঐ নাম প্রসিদ্ধ হওয়াতেই পূর্বনাম লোণ পায়, হেদিকিয়দ কহেন তাঁহার অন্ত নাম দেরাণিদ ছিলে তাঁহার
মত্তকের পশ্চান্তাগে কিঞ্চিৎ উচ্চতা ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশে কিঞ্চিরাত্র কুগঠন ছিল না কিন্তু তিম্বিয়্বস বলেন যে বাক্যের কিঞ্চিৎ জড়ভাও বোধ
হইত।

দিসিয়ার্কন কহেন প্লেভো চিত্র-বিভাতে স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং কাবাশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অমুরাগ ছিল তাহাতে ম্বয়ং অনেকপ্রকার কাব্য রচনা করেন, প্রথমতঃ রঙ্গ বিলাস দিভীয়তঃ বীর রসের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যথন হোমরের কবিতার সহিত আত্ম রচিত পজের তুলনা করিলেন তথন অধম বোধে আপনার পূর্বপ্রণীত সমস্ত কাব্য দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং কিয়ৎ-কাল পরে আক্ষেপস্থচক নাটক সংগ্রহ করণে উত্তত হইলেন। লিনিএন, পেনা-থিনিএন, কাইত্রিয়ন এবং দেতিরিকেল এই চারি উৎসব কালে প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল নাটকের অভিনয় হইত তাহা চারি অংশে বিভক্ত থাকিত তিনিও ঐ প্রকার চতুরঙ্ক নাটক প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ মানসে ওলিম্পিক রঙ্গভূমির নটদিগের হত্তে অভিনয়ার্থ সমর্পণ করিলেন কিন্তু অভিনয়ের এক দিবস পূর্বে মছদেবতার উৎসবোপলকে সক্রেতিস ঐ স্থানের রঙ্গভূমিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন দৈবাৎ সেই বক্ততা প্লেতোর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি এমত মোহিত হইলেন যে তথায় যশঃ প্রাপ্তির আশা একেবারে ভগ্ন হইল স্বতরাং ক্রুণার্দ ঘটিত নাটক রচনায় নির্ভ হইয়া স্কুত সম্দায় কবিতা বহ্নিসাং করিলেন ও হোমরের বচন শ্রবণ করত কহিতে লাগিলেন ''হে বলকান এই স্থানে আগমন কর, প্লেতো ভোমার আত্মকূল্য প্রার্থনা করিতেছে"।

তিনি ঐ সময়াবধি (অর্থাৎ বিংশতিবর্ষ বয়্লক্রম কালে এবং দ্বিন বতিতম ওলিম্পিয়ডের চতুর্থ বৎসরে) সক্রেতিসের সহচর হইয়া দর্শন বিভোপার্জনে তৎ-পর হইলেন

কেহ২ কহেন (কিন্তু এলিয়ন ঐ কথায় যুক্তিসকত সংশয় প্রকাশ করেন)

"প্রেভো দারিদ্যে পতিত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায় ক্রিতে উপক্রম করিয়াছিলেন পরে সক্রেতিস তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ করেন তাহাতে তিনি অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করিয়া সক্রেতিদের প্ররোচনায় দর্শন শাস্তালো-চনে রত হয়েন।"

তাঁহার উপদেশক ও ভ্রমণাদির বিবরণঃ সক্তেতিস যে দিবস প্লেতােকে প্রাপ্ত হয়েন তাহার অগ্রিম রাত্রিতে স্বপ্লে দেখিয়াছিলেন যে বিভালয়স্থ কামদেবের বেদি রইতে একটি হংস-শাবক উজ্ঞীয়মান হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনানন্তর স্বর্গে গন্দ করিল আর তাহার মধুর স্বরে যাবদীয় মহুয় ও দেবগণ মোছিত হইলেন। পরদিবস এই কথা কোন্য শ্রোতার নিকট কহিতেছিলেন ইতিমধ্যে আরিন্তাে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র প্লেভােকে শিয়্যকরণার্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি প্লেভাের ম্থাবলােকনে তাঁহাকে বৃদ্ধিমান দেখিয়া শ্রোতাা-দিগকে কহিলেন হে বদ্ধুগণ, বৃত্রি এই বালকই বিভাগারস্থ কামদেবের বেদির হংসশাবক হইবেক।

প্রেতো ক্রমাগত অষ্টবংদর পর্যন্ত সক্রেতিদের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং অক্যান্ত বিভাগিদিগের ন্তায় গুরুর বক্তৃ ভা শ্রবণকালে সার সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছিলেন পরে তাহাতে আত্ম রচিত অনেকং নৃতন কথা যোগ করিয়া প্রশোত্তর স্বরূপে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, একদিবদ তাহার লিদিদ নামক থণ্ড পাঠ করিতেছিলেন দৈবাং সক্রেতিদের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন 'হে হকুলিদ এই বালক আমার বক্তৃতা লইয়া কতং নৃতন ভাবের স্ফাই করি-তেছে' কলতঃ লেয়র্শদের মতে প্রেতোর লিখিত অনেকং বিষয় সক্রেতিদের মুখ হইতে নিগত হয় নাই।

৯৫ ওলিম্পিডের প্রথম বংদরে যথন ত্রাচারি বলিয়া সক্রেতিদের নামে অভিযোগ হয় তথন প্লেতো বিচারপতিরদের সভামধ্যে গণিত হইয়াছিলেন যদিও
অন্তান্ত সভাদদ অপেক্ষা বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ ছিলেন, তথাচ সেনেটরের পদে অভিযিক্ত হওয়াতে সোলনের ব্যবস্থান্থপারে সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যনদংখ্যা
ক্রিংশং বংসর হইয়া থাকিবে স্তরাং হর্মোদোরদের কথা নিতান্ত অলীক বোধ
হয়, তিনি কহেন সক্রেতিদের মৃত্যু হইলে যখন প্লেতো মেগারায় পলায়ন করেন
তথন তাঁহার বয়ঃক্রম অপ্তাবিংশতি বর্ধ মাত্র, এ বিবরণ সত্য হইলে যাহারা
তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক পূর্ব হইতে গণনা করেন তাঁহাদের লিখন অমূলক হয়।
সক্রেতিদের চরিত্র বিষয়ক অভিযোগের বিচারকালীন বিচারপতিরা অসপ্তোম
প্রকাশ করিলে প্লেতো ঠাহার আমুক্ল্যে কিঞ্চিং হেতুবাদ কহিবার মানদে

वकांतरमत भरक आरतारुवभूर्वक मुखायमान रहेया এই প্রকারে বচনারস্ত করি-লেন যথা "হে এথিনিয়ানেরা এই মঞ্চে যাহারা আরোহণ করিয়া থাকেন আমি তাঁহাদিগের সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ বটে"—। ইতিমধ্যে দেনেটরের। চাংকার কবিছা किंटन "गैराता आतारन करतन"—अथीर "ज्यि मक रहेरज नौरह आहेम"— তাহাতে তাঁহাকে মঞ্চ ত্যাগ করিয়া আদিতে হইল। অমস্তর দক্রেতিস দণ্ডার্হা হইলে তিনি তাঁহার নিম্নতির নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিতে উত্তত হইলেন কিন্ত সক্রেতিস তাহা গ্রহণ করিতে সীকার করিলেন না। ঐ কালে সক্রেতিদের বন্ধ-গণ তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিয়া একত্র থেদ প্রকাশ করিতে লাগিলে প্লেতো তাঁহারদিগকে সাম্বনা করত কহিলেন "আপনারা নিরুৎদাহ হইবেন না, আমি বিতালয়ের কার্য নির্বাহ করণে সক্ষম" এই বলিয়া এপলোদোরদের কুশলার্থ মত পান করিলেন, কিন্তু এপলোদোরস তাহাতে এই উত্তর দিলেন যে "এ বিষয়ে সমতি দানাপেক্ষা বরং সক্রেভিদের হস্ত হইতে বিষপাত্র গ্রহণপূর্বক কালকৃট পান করা শ্রেয়ম্বর"। প্রটার্ক কহেন সক্রেতিস পরলোক প্রাপ্ত হইলে প্লেতো অত্যন্ত শোকে বিহবন হয়েন পরে গুরু হত্যাকারিদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অন্যান্ত সমাধ্যায়ী দিগের সহিত মেগারাদেশে পলায়ন করিয়া ইউক্লিনের শরণাপর হইলেন তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের স্বদেশে যাবং পর্যন্ত আপদের আশক। ছিল তাবং তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বন্ধভাবে রাখিয়াছিলেন।

প্রেতাে পাইথাগােরাদের শিশ্বগণকে অন্যান্ত স্থান হইতে জ্ঞানােণার্জন করিতে দেখিয়া গণিতশাস্ত্র বিশারদ থিওদােরদের নিকট ক্ষেত্রতার শিক্ষা করিবার নিমিত্র আপনি দিরিন দেশে গমন করিয়াছিলেন, পরে তৈলিকের বেশ ধারণ করিয়া তথা হইতে আর্টেজরদেদ নিমনের দামাজ্যাধীন ইজিপ্ত দেশে যাত্রা করেন, তাঁহার উক্ত দেশ ভ্রমণের তাংপর্য এই যে জ্যােতিবিভা উত্তমরূপে শিক্ষা করিনবেন, দিদিরো কহেন "তিনি স্লেচ্ছদিগের গণিত ও থগােলবিভায় পারদশী হইয়া দৈবজ্ঞদিগের রীতিনীতি অভ্যাদ করণার্থ তথায় প্রস্থান করিয়াছিলেন" ফলতঃ তিনি ইজিপ্ত দেশের সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ পুরাহিত দিগের আফুক্ল্যে ক্ষেত্রতত্বের নানাবিধ অফুপাত যুক্তি ও গ্রহাদির গতিবিধি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যংকালে এথেন্স দেশীয় যুবক বিভাধিয়া অধ্যয়নার্থ প্রতোর অহেষণ করিভেছিল তংকালে তিনি ক্ষয়ং ইজিপ্তের প্রবীণ পণ্ডিত গণের শিশ্ব হইয়া নাইল নদীর অসীম তীরের ব্যাপার এবং ঐ ক্লেক্ছ ভূমির অপরিমিত রাশি ও বক্র পরিথা যত্নপূর্থক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন।

তাঁহার অধ্যপনার বিবরণ: প্লেতো ইজিপ্ত হইতে এথেলে প্রভাগিমন করিয়া

একাদিমিতে অধিষ্ঠান করিলেন। ঐ স্থানে ব্যায়ামাদি হইবার প্রথা ছিল এবং তাহা নগরের প্রান্তভাগে নিকুঞ্জনে পরিবেষ্টিত হইগা ইকাদিমিস নামে এক বীরের নামানুসারে বিখ্যাত হইগাছিল।

অতএব উক্ত স্থান প্রথমতঃ ইকাদিমি নামে বিখ্যাত ছিল প্লেতো অতি দ্রিদ্র ছিলেন এ প্রযুক্ত তথায় অবস্থিতি করিতেন পূর্বে ঐ একাদিমির নিকটে কেবল ফল বৃক্ষের একটি উত্থান ছিল কিন্তু শেষে তাহার বিভব এমত প্রচুর হইয়া উঠিল যে প্লেতোর পরে য'াহারা তথাকার অধ্যাপক হইয়াছিলেন তাঁহারদের পক্ষে ঐ উত্থান অল্প বিষয় বোধ হইত। প্রথমতঃ সে উত্থানের সাম্বংসরিক উপস্থত তিন স্বর্ণমুদ্রা মাত্র ছিল পরে সেথানকার আয় সহস্রাধিক মৃদ্রা হয়, বিভাসাগরের মঙ্গলাকাজ্জি এবং বিভোগদাহি অনেক লোকে তথায় অবিচ্ছেদে অধ্যাপকগণের জ্ঞানামুশীলন নিমিত্ত মৃত্যুকালীন স্বং ধন দাতব্য করিয়া ঘাইতেন তাহাতে ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। একাদিমির চতুর্দিকের জলবায়ু অতিশয় পীড়াকর থাকাতে ভিষকেরা প্লেতাকে ঐ বিভালয় লাইসিয়নে লইয়া যাইতে অমুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া চিকিৎকগণকে এই উত্তর প্রদান করেন ''আমি এথদ পর্বতের উপর জীবন ক্রেণণ করিতে কথন ঘাইব না''। অনস্তর স্থানদাযে চতুরাহিক জরগ্রন্থ হইয়া অষ্টাদশ মাস পর্যন্ত রোগ ভোগ করেন পরে পরিমিতাহার এবং দাবধানতার দ্বারা পীড়া হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাহার শরীরের শক্তি পূর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

তিনি একাণিমিতে জ্ঞানশিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিয়া পরে কলনদের উতানে গমন করেন। একাণিমির পুরন্ধারে এই লিপি ছিল যে "ক্ষেত্রতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকেরা যেন এস্থানে প্রবেশ না করে," ঐ শব্দের অর্থ কেবল রেথার পরিমাণ ও অন্থপাত বিছ্যা নহে তাহা মান্থমিক শ্বভাবের পরিমাণকেও প্রতিপন্ন করিত। তাঁহার দল স্থাপনের কথাঃ প্রেতো অন্থান্য পণ্ডিতগণের নিকট যে২ জ্ঞান উপার্জন করিয়াছিলেন এবং শ্বয়ং বিবেচনা নারা যাহা স্থির করেন একাণিমিতে স্থায়ী হইয়া সে সকলের অন্থশীনন করত বিছালয়ের নামান্থসারে একাণিমি সংজ্ঞক মতাবলন্থির দল বন্ধ করিছেত লাগিলেন। তিনি জড়পদার্থ বর্ণনায় হিরাক্লিতদের এবং মানদ পদার্থে পাইখাগোরাদের আর রাজনীতি বিষয়ে সক্রেতিদের মতান্থমায়ী হইয়া উক্ত তিন পণ্ডিতের মতের সমন্বন্ধ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সাধু আগন্থিন কহেন যে, "ক্রিয়া ও যোগ এই উত্রের সহিত্ত দর্শন শাস্তের তুই নাম হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম ও যোগ, প্রথমোক্তর পণ্ডের ফল সংক্র্যান্ত্রনিন এবং বিত্তিরাক্রের বিবর গ্রু

পরিশিষ্ট ৬২৭

তর্কধারা স্বাভাবিক কারণ নির্ণন্ন এবং দেবতর বিচার, তাহার মধ্যে সক্রেতিস কর্মকাণ্ডে এবং পাইথাগোরাস ঘোগকাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্লেতো উক্ত কাজ্বর একত্র সংযোগ করিয়া পুনশ্চ তিন অংশে বিভক্ত করেন প্রথমতঃ নীতিত্ব, তাহা ক্রিয়া দারা নিপ্পন্ন হয়, দ্বিতীয়তঃ পদার্থতত্ব তাহা যোগদারা সম্পন্ন হয় এবং তৃতীয়তঃ যুক্তিতত্ব তাহাতে সত্যাসত্যের প্রভেদ হয়। এই শেষোক্ত অংশ অর্থাং যুক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ের উপকারিণী হইলেও ঘোগের সহিত বিশেষকাপে সম্বন্ধ রাথে অতএব এই ত্রিবিধ দর্শন পূর্বোক্ত দ্বিবিধের বিক্তন্ধ নৃত্তে কেননা ক্রিয়া এবং যোগ এই তৃই অংশে সকলই উহু হয়।" পূর্বকালে কেবল গামকেরাই নাটকের অভিনয় করিত, থেম্পিস তিহিদ্বের স্থনিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন গামকদিগের বিশ্রামার্থ একজন অভিনেতা আদিবার প্রথা করেন এবং পরে এম্বিলস তাহার দ্বির ও সফক্লিস ত্রির সংখ্যা করেন, দর্শন শাস্ত্রও সেইরপ আদৌ কেবল জড়পদার্থ ও তত্ত্বমাত্র ছিল পরে সক্রেতিস নীতিতত্বের সংযোগে দ্বিবিধ করেন অবশেষে প্লেতো যুক্তিবাদের স্বৃষ্টি করিয়া তাহার সম্পৃতি করিলেন।

তাঁহার নৃতন বিভা স্ক্টির বিবরণঃ প্রেতো অনেক নৃতন বিষয় ও কথার ক্ষ্টি করিয়া বিভা ও ভাষার উন্নতি করিয়াছিলেন, ফেবোরিন্দ কহেন ভিনি প্রোক্ত্রাল ব্যতীত প্রশ্নোত্তরের ধারাতে উপদেশ দানের প্রথাও করেন কিছ্ক আরিস্ততিলের লিখনে বোধ হয় আলেক্দামিন্দ নামে এক ন্তিরিয়ান অথবা তাইয়ান হইতে ঐ ধারায় প্রকাশ হয় এবং প্রেতোর আপনার গ্রন্থপাঠেও জানা যায় সক্রেতিদ স্বয়ং ঐ রীতি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিতেন। লেয়র্শন কহেন জিনো ইলিএতিদ নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রশ্নোত্তরের ধারা অবলম্বন করিয়া ছিলেন বটে কিছ্ক প্রেতো হইতে তাহার বিশেষ সংশোধন হয় অতএব তাঁহাকে উহার প্রত্রা এবং শোধনকর্তা বলিয়া দ্র্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা করা করেয়।

প্রশোন্তরের ধারা যে প্রকারে প্রকাশ হউক কিন্তু ইহা স্থদ্দরূপে অবধারিত হুইয়াছে যে প্রেন্ডো কারণ নির্দেশের অর্থাৎ ইষ্ট পদার্থের নিদান নিরপণ করিবার উৎকৃষ্ট ধারা স্থাষ্ট করেন, তিনি লেওডেমাসকে ঐ ধারায় উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ভাহাতে ক্ষেত্রতন্তের অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। ইউক্লিডের টীকাকার কারণ নির্দেশের ধারায় এইরপ লক্ষণ করেন যথা "ইষ্ট বিষয়কে দৃষ্ট পদার্থের ছায় কল্পনা করিয়া ফল বিবেচনা ঘারা তথ্য স্থির করণকে কারণ নির্দেশ কহে।" ইউক্লিড প্রণীত ক্ষেত্রত্বের ১৩ অধ্যায়ের প্রথম পঞ্চ প্রভিজ্ঞার মধ্যে ঐ ধারার

অনেক উদাহরণ আছে। আপলোনিয়স প্গিয়স এবং পেপস আলেকজান্দ্রিনসের গ্রন্থেও উহার কতিপয় উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

প্রেতো ক্ষেত্রতন্ত্ব সংক্রান্ত যে২ বিষয়ের সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে "ঘন বস্তুর দিল করণ" অতি প্রদিদ্ধ; প্রটার্ক এবং ফাইলোপনদ এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিথিয়াছেন। দেলিয়ন জাতিয়েরা দেশব্যাপী মারীভয়ে সম্কটাপন হইয়া রক্ষার উপায় জানিবার নিমিত্ত এপলো দেবের আরাধনা করিয়াছিল, তাহাতে ঐ দেবভার এই প্রত্যাদেশ হয় যে তাহার। আপনারদের ঘনাকার বেদি দিয় कतिरमहे भड़क श्टेरंड পतिजान भारेरत। श्रुटोर्क कर्ट्स रविनत अधारकता के দৈববাণী শ্রবণে বেদির সমন্ত পার্শ্ব পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির বিস্ব না হইয়া অষ্টগুণ বৃদ্ধি হয়। ফাইলোপনদ কংহন তৎপরে তাহার। ঐ বোদর পরিমাণে আর এক ঘন বস্তু নির্মাণ করিয়া বেদির উপরে স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির আকারান্তর হইয়া উঠিল অর্থাং ঘনত্ব না থাকিয়া চতুন্ধোণ স্বস্তাকৃতি হইল, ফলতঃ প্রথম ধারাতে ঘনত্ব হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদির দ্বিত্ব হয় নাই এবং দ্বিতীয় ধারাতে দ্বিত্ব হইয়া দনত্ব হয় নাই স্থতরাং মহামারীর শান্তি হইল না অতএব তাহারা পুনশ্চ দেবতার নিকট আরাধনা করিলে এপলে। উত্তর করিলেন তাঁহার আজ্ঞানুসারে বেদির দিওপ পরিমাণে এক ঘন বস্তু নির্মিত হয় নাই একারণ মড়কের অবসান হইতেছে না। অনন্তর তাহারা প্লেতোকে ক্ষেত্রতত্তে অত্যন্ত দক্ষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া ঐ দৈববাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া ঘন বস্তুর ঘনাকারে দ্বিও করিবার নিয়ম বিস্তারপূর্বক কহিতে অমুরোধ করিল, প্লেতো কহিলেন ঐ দেবতা গ্রীকদিগকে বিভা ও দর্শন শাস্ত্রের অনভ্যাস কারণ অনুযোগ করিয়া তাহাদের অবিভার নিমিত্ত ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার আজার তাংপর্য এই যে তাহারা ষত্মপূর্বক ক্ষেত্রতত্ব শিক্ষা করিতে প্রবুত্ত হউক আর উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসাদি বহিভূতি অনুপাতে দংঘৰদ্ধ তুই দরলরেখার তুই মধ্যাকুপাতের নির্দেশ ব্যাতিরেকে হইতে পারিবেক না। আকিমিদিদ প্রণীত গোল ও স্বস্তাকার পদার্থ নির্ণায়ক গ্রন্থের দিতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞার টীকাতে ইউটোকিয়দ নামে এক পণ্ডিত প্লেভোর উপদিষ্ট ঐ স্থতের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর প্লেভো দেলিয়ান জাতি দিগকে আরও কহিয়াছিলেন "নাইডিয়ান ইউদক্শদ অথবা দিজিকমীয় হেলিকো তোমারদের অভীষ্ট বেদি নির্মাণ করিবেন, ফলতঃ এপলোদের বেদির দ্বিতার্থ বিশেষ ব্যাগ্র নহেন তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সমস্ত ত্রীক জাতিরা যুদ্ধ ব্যাপার ত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত লোক পীড়নে বিরত হইয়া

পরিশিষ্ট '' ৬২৯

বিভাধিষ্ঠান্ত্রী দেবীগণের দেবা করে এবং স্বং অক্টকরণের বিকার ও উর্বেণ শাস্তি করিয়া পরস্পর অহিংসাও হিতৈবিতা প্রকাশ করে।" ফাইলোপনস লিপিয়ণ্ডেন যে প্রেতাে শিশুসমাজে উক্ত প্রশ্নের মীমাণসা করিয়াছিলেন এবং ঠাহার শিশুরাও তিরিয়া অনেক রচনা করিয়াছিল কিন্ধু একণে তাহা লেপ পাইয়াছে। প্রাচীন পুরুষদিগের মধ্যে প্লেতাে বাতীত নিম্নলিখিত পণ্ডিতেরা ঐ প্রশ্ন সাধনে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যথা তরেস্তম দেশীয় আকিতাস, মিনিক্মস, ইরাতস্থিনিস, বিছালিয়ম দেশীয় ফাইলাে, হিরাে, এপলােনিয়ম পার্গিয়স, নিকমিদিস, দাইওক্রিস এবং স্পােরস। বেলিরিয়স মাক্সিমস করেন যে প্রেতাে ক্ষেত্রত্বক্ত ইউক্লিডকে মহা পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া বেদির অধাক্ষণণকে তাঁহারি নিকট যাইতে পরামর্শ দেন, কিন্ধু একথা সত্য নহে, কেননা ক্ষেত্রত্ব বিশারদ ইউক্লিড প্রেতাের মরণানস্তর অনেক দিবস পরে জ্যাগ্রহণ করেন, আর প্রেতাের কালে যে ইউক্লিড বর্তমান ছিলেন তিনি গণিত শাত্রে অতি নিপুণ ছিলেন না, স্থার হেমরি দেবিলও এইরপ উক্তি করিয়াছেন।

প্রেতোর নিজ রচিত যে২ গ্রন্থ এক্ষণে বর্তনান আছে তাহাতে এবং থিয়ন আিনির্দ্রণ প্রণীত তিন পুস্তকে অন্নমান হয় তিনি গণিত শাস্তের অকান্ত অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। থিয়নের রচিত তিন পুস্তকের মধ্যে প্রথম পুস্তকে গণিতের বিবরণ, দ্বিতীয়ে সদৃশাঙ্কের বৃত্তান্ত এবং তৃতীয়ে থগোল বর্ণনা ছিল কিন্তু তৃতীয় পুস্তক অভাবধি প্রকাশ হয় নাই। এই কয়েক পুস্তকে অনেক অপুর্ব উত্তম বিবয়ের উল্লেখ আছে যাহা অক্তত্র ছুম্পোপ্য, গ্রন্থকারক কহেন যে প্রেতোর প্রণীত পুস্তকের ভাব গ্রহণার্থ কৈ গ্রন্থস্যুহকে ভূমিকাম্বরূপে পাঠ করা আবশ্যক।

প্লেতো অনেকং নৃতন পরিভাষারও স্ষ্টেকারক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তিনিই সর্বাদৌ দর্শন শাস্ত্রে বিরুদ্ধপদী অর্থাৎ সমস্ত্রপাতস্থায়ী এই শব্দের প্রয়োগ করেন ঐ শব্দে পৃথিবীর উপরি অর্ধগোল পরিমাণে দ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যায়।

প্রেতোর পূর্বে থেলিসাদি সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতের মধ্যে কেহ "ভূতপদার্থ" এবং "নিদান" ইহার প্রভেদ করেন নাই, প্লেতো ঐ শব্দয়ের এইরপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করেন যথা "নিদান" শব্দে এবস্প্রকার আছা কারণকে ব্রায় যাহার পূর্বে কিছুই ছিল না এবং যাহা অন্ত কোন বস্তু হইতে জাত নহে "ভূত পদার্থ" শব্দের অর্থ সংযোগোংপল্ল বস্তু।

''কাবা'' শব্দও এক্ষণে সামাল হইয়াছে কিন্তু প্রেডোর পূর্বে কেহ কথন প্রয়োগ করেন নাই। তিনি "দীর্ঘাষ্ক" এই শব্দও প্রথমতঃ থিয়িতিতো নামক গ্রন্থে প্রয়োগ করেন, তাহার অর্থ অল্প সংখ্যক দারা বহু সংখ্যক অঙ্কের গুণনফল।

তিনি "ধরাতল" শব্দের ও প্রয়োগ প্রথমতঃ করেন, লেয়র্শন কহেন পূর্বে তাহার পরিবর্তে "সমভূমি" এই শব্দের ব্যবহার হইত কিন্তু প্রোক্লস কহেন প্রতো অগ্রা আরিস্ততিল ইহারা উভয়েই "ধরাতল" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "দমভূমি" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি লেখেন "দেবতুল্য প্রেতো সমভূমির গণনাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিয়া লক্ষণ করেন তাহাকে ঘন ক্ষেত্রতত্ত্ব হইতে পৃথক রূপে বর্ণনা করেন স্তরাং তাহার মতে "ধরাতল" ও "দমভূমির" মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আরিস্ততিলও ঐরপ লক্ষণ করেন, পরস্ক ইউক্লিড এবং তাহার পরবর্তী পরিতেরা "ধরাতল ও সমভূমিকে" দামান্ত বিশেষরূপে পরস্পার সংবন্ধ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

''দৈব বিধান'' এ শব্দ খ্রীষ্টীয় ধর্মে বারস্থার উক্ত হইয়া থাকে কিন্তু প্লেতো হইতে ইহার প্রয়োগ আরক্ষ হয়।

তিনি ফিন্তনামক গ্রন্থে প্রথমতঃ দিফেলদের পুত্র লিদিয়দের ণিক্ষদ্ধে তর্ক করেন। তিনিই প্রথমতঃ ব্যাকরণের শক্তি ও ফলের বিবেচনা করেন। তিনিই প্রথমতঃ পূবতন পণ্ডিতদিগের বিপক্ষে তর্ক করেন এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে কথন দিমক্রিতদের নামোল্লেথ করেন নাই।

দিনিলিতে তাঁহার নৌকাষাত্রার বিবরণঃ প্রেতো নৌকা যোগে তিনবার দিনিলিতে গমন করেন, প্রথম যাত্রার তাৎপর্য এই যে ঐ দেশের এত্না নামক আগ্নেয় পর্বতের উদ্ভেদ দর্শন করিবেন এবং অক্সত্র ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কীয় যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার বৃদ্ধি করিবেন তৎকালীন তাঁহার বয়ঃ ক্রমা প্রায় চন্থারিংশৎ বৎসর এবং হারমোক্রেতিসের পুত্র জ্যেষ্ঠ দাইওনিশদ দিরাকুশে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্লুটার্ক কহেন তিনি দিরাকুশে অক্সাং গমন করেন নাই ঐশ্বরিক নিবন্ধ প্রযুক্ত তথায় তাঁহার গমন হয়, বিধাতা তত্রস্থ জনগণকে স্বাধীন করিবার মানদে দাইওনের সহিত প্লেতোর আলাপ করাইয়া দেন, দাইওন অতি বালক ছিলেন তথাচ তাঁহার প্রতি সমাদর পূর্বক আতিথ্য করেন। প্লেতো তথাকার লোকদিগকে বহু ভোজন পান ও রাত্রি জাগরণ মহোৎস্বাদি ইন্দ্রিয় স্থভোগে আসক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন অত্যব্র দাইওনের সহিত বারম্বার কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সহপদেশ হেতু পরে তথাকার প্রজালোহ ও দৌরাত্মার দমন হয়। দাইওন অতি যুবক হইলেও প্লেতোর সকল শিক্ষাপেক্ষা বৃদ্ধিমান ও সং-

কর্যামুরাগী ছিলেন প্রেতোর উক্তিও দাইওনের আপনার ক্রিয়া ঘারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। দাইওনিশস তাঁহাকে দ্বৈণ স্বথাসক্ত করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্লেতোর সদগুণপোষক দর্শন বিভার আম্বাদ পাইবা-মাত্র তাহাতেই অমুরক্ত হইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং দরলাত্ত:করণ প্রযুক্ত মনে করিলেন যে রাজাও দর্শনশাস্থের জ্ঞানামূত দেবন করিলে তাদুশ পরিতৃপ্ত হই-বেন অতএব অবসরক্রেম তাঁহাকে কহিলেন যে প্লেভাকে আনাইয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহাতে ঐ তুরাত্মা দাই ওনিশ্স প্লেডোকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া শৌর্ঘ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল, প্রৈতে। কৃহিলেন প্রজাপীড়ক ব্যক্তিরা ঐ সদপ্তণে যেমন বঞ্চিত, অন্ত কোন লোকে তদ্রপ নহে, এবং যথার্থতার প্রদঙ্গ হইলে বলিলেন যথার্থকারী লোকই স্থী তদ্বিপরীত ব্যক্তিই অন্থগী। দাইওনিশ্স এই সকল শ্লেষ বাক্য ভঙ্গীক্রমে আপনারি প্রতি ক্থিত হইল ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অসম্ভুষ্ট হুইলেন এবং যে সকল শ্রোতা দ ভায়মান হইয়া ঐ কথায় পোষকতা করিতেছিল তাহারদের প্রতিও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে ক্রোধান্বিত হইয়া প্লেভোকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি দিদিলিতে কেন আদিয়াছ ? তাহাতে প্লেতো উত্তর করিলেন "একজন সংমন্ত্রের অথেষণার্থ" দাইওনিশস কহিলেন "তবে বোধ হয় তুমি এ পর্যস্ত সংমন্ত্রত দেখিতে পাও নাই''। লেয়র্শস কহেন প্লেতো দাইওনিশদের সহিত প্রজাপীড়ন বিষয়ে অনেকক্ষণ বাদাগ্রাদ করিয়া কহিয়াছিলেন "যে কর্ম কেবল আপনার উপকার জনক কিন্তু ধর্মতঃ অবিহিত তাহাকে কদাচ সংকর্ম কহা যাইতে পারে না" তাহাতে দাইওনিশ্স রাগান্ধ হইয়া উত্তর করেন "তোমার এ স্কল কথায় কেবল প্রাচীনতার আদ্রাণ মাত্র পাওয়া যায়", প্লেতো প্রত্যুত্তর করেন "আপনকার কথাও নিছুরতার গদ্ধে পরিপূর্ণ" দাইওনিশস এই কথা শ্রবণ মাত্রে ক্রোধে প্রজ্ঞলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এই তোমার মুগুপাত হয়। ঐ সময়ে জিনক্রেতিস উপস্থিত ছিলেন তিনি সাহস করিয়া কহিতে লাগিলেন "ষে ব্যক্তি প্লেতোর শিরশ্ছেদ করিবেক দে অগ্রে আমার মুগুপাতন করুক।" পরে দাইওন ও এরিস্তমিনিস রাজাকে অনেক প্রবোধ দিয়া ঐ আজ্ঞা রহিত করাইলেন, অবশেষে দাইওন রাজার কোপের শান্তি হইয়াছে এই মনে করিয়াপ্রেতোকে তাঁহার স্বেচ্ছাত্মারে জাহাত্র বারা স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে লেসিডিমন হইতে পেলিস নামে এক-জন দেনাপতি দূত স্বরূপে দাইওনিশদের নিকট আদিয়াছিলেন তিনিও ঐ অর্ণব্যানে আরোহণ করিয়া গ্রীসদেশে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহাদের যাত্রা- কালীন দাই ওনিশ্স ঐ দূতকে বিরলে কহিলেন যে "প্লেতোকে জাহাজ মধ্যে কৌশলক্রমে নষ্ট করিও, যদি সংহার করিতে না পার তবে বিক্রয় করিবা, কিন্তু ভাহাতে ভাহার অপকার হইবেক না কেননা সে যথার্থ মনুষ্য, ভাহার পক্ষে স্বাধীনতা ও দাসত্ব তুলা স্থাদ হইবে।" কেহং কহেন দাইওনিশস প্লেতোকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন কোন পিত্তল উত্তম ? তাহাতে প্লেতো উত্তর করেন "যাহাতে* আরিশুদ্ধিতন ও হার্মাদিয়দের প্রতিমৃতি নির্মিত হইয়াছে" ইহাতেই দাইওনিশদ তাহার প্রতি ক্রন্ধ হয়েন। অপরে বলেন প্লেতোর পাণ্ডিত্য দেথিয়া দাই ওনিশ্দের ঈর্ঘা ছন্মে কিন্তু জেতজেন কহেন ঐ নকল কথা অলীক ও অগ্রাহ, প্রেতো দাইওনকে রাজ্য হরণ করিতে পরামর্শ দেন রাজা তাহা শুনিয়াই জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক দাইওনিশদের প্রামর্শক্রমে পোলিদ তাঁহাকে ইজিনা উপদ্বীপে লইয়া যায়, তথায় কর্মেন্দ্রিতিদের পুত্র কার্মেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে এই ব্যক্তি আমাদের হস্তব্য কেননা এ উপদ্বীপের নিয়ম আছে যে এথেন্স দেশীয় যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এখানে আসিবেক তাহাকে কোন কথা কহিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ সংহার করা যাইবেক, ফেবোরিনস কহেন কার্মেন্দর স্বয়ং ঐ নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তত্তস্থ জনেক ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে কহিলেক "প্লেতো মহা দার্শনিক" তাহাতে সকলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। কেহ্ বলেন প্লেডো আত্মরক্ষার্থ কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সভাতে আন্যান করিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বয়ং বাঙ্নিপ্রতি না করিয়া শাহ্দপূর্বক স্থির হইয়া রহিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার প্রাণনাশের কল্পনা ত)াগ করিয়া দাদম্বরূপে বিক্রয় করণ অবাধারিত করে। প্রটার্ক কছেন ইজিনাস্থ विচারালয়ের আজা ছিল যে এথেন্স দেশীয়ের। ঐ উপদীপে ধৃত হইলে কিন্তরবৎ বিক্রীত হইবেক অতএব পোলিস তাহাকে তথায় বিক্রয় করিয়া যায়। পরে এনিস্রিস নামে একজন সিরিনেয়িক দার্শনিক দৈবাৎ এস্থানে উপস্থিত থাকাতে বিংশতি (কাহারও মতে ত্রিংশং) মাইনি মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়া এথেন্স দেশে বন্ধুদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, প্লেডোর স্বন্ধদণ তাঁহার ঐ মৃদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই বরং কহিয়াছিলেন "প্লেভোর মঙ্গলে কেবল ভোমাদেরই মঙ্গল এমত নহে" কেহং কহেন দাইওন উক্ত মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এনিসরিস ভাহা আপনি না লইয়া তবারা বিভালয়স্থ এক ফল বুক্ষের উভান ক্রন্ম করেন। পোলিস এই-

^{*} ঐ বাক্তিরা এথেন্স দেশীয় ছুরাস্থা হিপিয়ন রাজাব ভ্রাতা হিপার্কসকে বিনষ্ট করে তাহাতে পিনিস্ত্রেভিসের বংশ উচ্ছিন্ন হয়।

পরিশিষ্ট ৩০০

রূপে প্রেভাকে ছর্দশায় নিক্ষেপ করিলে কেবিয়স ভাহাকে পরাজিভ করিয়া এলিসিতে জলমগ্ন করিয়াছিল এবং লোকে আরও বলে ভংকালে এক প্রেড ভাহাকে কহিয়াছিল প্রেভার নিমিত্ত ভোমাকে এত বছ্রণা ভোগ করিতে হইল। দাইওনিশ্ব এই সকল ঘটনার সংবাদ পাইয়া প্রেভোকে পত্র লিখিলেন তুমি আমার নিন্দা করিও না, ভাহাতে ভিনি উত্তর দেন আমি দর্শন বিছাছ-শীলনে সর্বদা ব্যস্ত, ভোমার নাম শ্বরণ করিতেও আমার অবকাশ নাই। কোনং নিন্দক লোকে প্রেভোকে ভংসনা করত কহিয়াছিল যে দাইওনিশ্ব ভোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, ভাহাতে ভিনি উত্তর করেন আমিই ভাহাকে দ্রীভৃত করিয়াছি।

পিদিলি এবং ইতালি দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ স্থ ভোগে আসক থাকিত কিন্ত দাইওন সে প্রকার না থাকিয়া দাইওনিশসের মৃত্যু পর্যন্ত কেবল সংকর্মে রত ছিলেন ভাহাতে প্রজা পীড়নে আমোদী লোকেরা তাঁহার হিংদা করিতে লাগিল তথন তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন বে কেবল আমিই স্ঘ্যবহার করিয়া থাকি এমত নম্ন ধদিও সাধু মহুয়ের সংখ্যা অল্ল বটে তথাচ আমার ন্যায় সদাচারী অক্ত লোকও আছে, আর যুবা দাইওনিশস যিনি একণে পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন ইনিও উক্ত প্রকার ব্যক্তির শ্রেণী মধ্যে গণিত হইয়া অচিরে খরাজ্যের ও সিদিলির জনগণের অশেষ স্থাধার হইতে পারিবেন, এবছিধ পর্বা-লোচনা করিয়া রাজনন্দনকে প্রেভোর হিতবচন শ্রবণ করাইয়া সংকর্মে অন্তরক্ত করিবার নিমিত অনেক প্রকার কৌশল করিতে লাগিলেন তাহাতে যুবা দাইও-নিশ্ব প্লেভোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যস্ত ইচ্ছুক হইয়া এথেন্স দেশে তাহার সমীপে পত্র প্রেরণ করিলেন, ইতালিস্থ পাইথাগোরাসের শিয়েরাও রাজ্য গৌরবে উন্মন্ত দাইওনিশসকে সত্পদেশ দারা শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দিরাকুশে আগমন করিতে অফুরোধ করিয়াছিলেন, প্লেতো বিবেচনা করিলেন ঐ অন্থরোধ রক্ষা না করিলে লোকে তাহাকে অকর্মণ্য ও বুথা বাগাড়ছরকারী বলিয়া নিন্দা করিবে এই আশঙ্কায় এবং অধিপতির চরিত্র শোধন হইলে সিদি-লির সমস্ত ত্রবস্থার মোচন হইবে এই প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন। লেয়র্শদ কহেন দাইওনিশ্স এক নির্দিষ্ট দেশে প্রেতোর রাজনীতির অমুষায়ী হইয়া প্রজাপুঞ্জের শাসন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে সে অঙ্গীকার পালন করেন নাই এ নিমিত্ত এথিনিয়স প্লেতোর প্রতি রাজ্যলোভী বলিয়া দেযোরোপ করিয়াছেন যাহা হউক প্লেতো না আসিতে২ দাইওনের শত্রু শক্ষীয় লোকেরা দাইওনিশসের মতের পরিবর্তন আশক্ষা করিয়া দেশান্তরস্থিত ফিলিন্তসকে রাজসভায় আনাইতে রাজাকে প্রবন্ত করিল কেননা ঐ ব্যক্তি অতি বিজ্ঞ হইলেও স্বেচ্ছাচারির মভাবলহী ছিল অতএব তাহারা মনে করিল তিনি উপস্থিত থাকিলে প্লেতাের মত প্রবল হইতে পারিবেক না কিন্তু দাইওনের দৃঢ়িবিশাস ছিল যে প্লেতাে আগমন করিলেই রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার শোধিত হইবেক।

ছেলিয়দ কহেন রোমনগর নির্মাণের চারিশত বংদর পরে অথচ কেরোনিয়ন **দংগ্রামের পূর্বে যংকালে ফিলিপ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন দেই সময়ে প্লেতো** সিদিলিতে আদিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, দাই এনিশ্স মহা সমাদ্র পুরংসর তাঁহার অভার্থনা করিলেন, তিনি নৌকা হইতে অবরোহণ করিবামাত্র স্থসজ্জীভূত রাঙ্গশকট তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে অতএব ভাহাতেই আরোহণ করিয়া রাজবাটীতে আদিলেন, পরে তাঁহার শুভাগমনে রাজ্যের মঙ্গল হইল এই বিবে-চনায় রাজ্যায়ে দেবতারদের নিকট বলিপ্রদান হইল। দিরাকুশের লোকের। প্লেতোর আগমনে দাইওনিশদের স্থশীলতা ও রাজ্যভার পরিবর্তন এবং উৎদব কালেও পরিমিতাচরণ দেখিয়া আশাদ কবিতে লাগিল যে তাঁহা হইতে রাজার অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক, ফলতঃ তিনি রাজসভা সংক্রান্ত হইলে যাবদীয় পরিষদেরা জ্ঞানোপার্জনে এমত রত হইলেন যে তাঁহারদের ক্ষেত্র পরিমাণ বিভায় অঙ্কপাতে রাজপ্রাদাদ বালুকাময় হইতে লাগিল। তাঁহার আগমনের কিয়ৎকাল পরে এক দিবস রাজবাটীতে বলিদান হ'ইডেছিল এবং দূতেরা রীত্যন্তুসারে দেব সমিধানে ভক্তিপূর্বক প্রার্থনা করিতেছিল যে রাজার আধিপত্য চিরস্থায়ী হউক, দাইওন দেখানে দ্ভায়মান থাকাতে কহিয়াছিলেন তোমরা আমার প্রতিকৃলে প্রার্থনা করিতে কি কথনও ক্ষান্ত হইবা না ? ইহাতে ফিলিন্তুস ও তাঁহার বন্ধু-গণ অত্যন্ত ব্যাকুলহইয়া শঙ্কা করিতে লাগিল যেপ্রেতোর আগমনে অল্প কালের মধ্যেই দাই ওনিশদের স্বভাব বহুল পরিমাণে প্রকারান্তর হইয়াছে অতএব সে ব্যক্তি আরো কিছুকাল থাকিলে রাজার অতুরাগভাজন হইয়া এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিবে যে কোন বিষয়ে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবেক না পরে সকলে দাইওনের প্রতি মিথ্যাদোষারোপ করিয়া কহিল যে দাইওন আপনার ভাগিনেয়-দিগকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্ধ ভোগ করিবার মান্দে প্লেভোর মোহন বক্তা বারা রাজাকে মৃধ্ব করত রাজ্যাধিপত্য বিদর্জন পুরংসর বিভামন্দিরে ক্ষেত্রতত্তাস্থশীলনে আমোদ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন। দাইওনিশ্স এই অপবাদ ত্রনিয়া অত্যন্ত কোপাধিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাইওনকে এক ক্ষুদ্র নৌকা-ষোগে ইতালিতে রাথিয়া আসিতে আজা দিলেন, প্রেতোর আগমনের চারিমাস

পরিশিষ্ট 👐 د

পরে এই ঘটনা হয় । তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া দাই ওনের মিত্রগণের সহিত ভীত হইয়া আশক্ষা করিতে লাগিলেন যে ঐ মিথ্যা দোষ প্রসংক আপনারাও বা দ্বিত হয়েন, তৎকালে একটা জনরব হইয়াছিল যে দাইওনিশ্স প্রেতাকে উক্ত দোষের মূলাধার বোধে বিনষ্ট করিয়াছেন কিন্তু দাই গুনিশদ প্লেতো প্রভৃতির মনে ভয় জন্মিলে ধনি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় এই আশক্ষায় তাহাদের সমাদর করিতেন এবং প্লেতোকে নানাপ্রকার প্রিয় বচনে সাম্বন। করিয়া রাজভবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন পরে প্রাদাদের স্মীপবর্তী উভানের মধ্যে এক স্থরক্ষিত গুহে তাঁহাকে রাথেন,সে স্থান এমত প্রগাঢ় রূপে রক্ষিত ছিল যে বার-পালেরাও রাজাঞ্জা ব্যতারেকে নির্গত হইত পারিত না। দাই ওনির্শ্বর্ণ এই অভি-প্রায়ে প্লেতোকে উক্ত প্রকার কপটাত্মীয় ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তিনি ত্রীস দেশে প্রত্যাগমন করিয়া দাইওনের নিকট রাজার অত্যাচার প্রকাশ করিতে না পারেন। কিন্তু বন্তপশু ধেমন মন্তুয়ের সহবাদে বশীভূত হয় দাইও-নিশ্সও সেইরূপ বারম্বার প্লেতোর উপদেশ অবন করিয়া শান্তচিত্ত হওত তাঁহার অমুরাগী হইলেন পরস্ত দে অন্তরাগ অহকার বিরহিত হইল না কারণ প্রেতোর, প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল বটে কিন্তু এই বাসনাহইল ধেন প্লেতো তাঁহা ব্যতীত অন্ত কাহাকেও স্নেহ না করেন, তিনি প্লেতোকে কহিলেন যদি দাইওন অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর তবে ভোমার হস্তে সম্প্ত রাজ্য সমর্পণ করিব। দাইওনিশ্লের ও অদক্ত অনুরাণে যদিও প্লেতোর মনে অ্থারুভব মাত্র হইত না তথাচ তাহা এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি প্লেতোর সহিত নায়ক নায়ি-কার স্থায় ব্যবহারকরত কথনও বিবাদ করিতেন কথন বা মিল করিবার নিমিত্র ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার দর্শন শাস্ত্রীয় মতে ভক্তি করিতেন বটে কিন্তু ষাহারা কহিত তাহাতে অধিক মনোযোগ করিলে মন্দ হইবেক তাহাদের কথা ও অমান্ত করিতেন না। কিয়ৎকাল পরে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে দাইও-নিশ্স প্লেতোকে ম্বদেশে বিদায় ক্রিয়া ক্ছিলেন আগামী বসন্তকালে সন্ধি হইলে পর তোমাকে এবং দাই ওনকে দিরাকুশে পুনর্বার আনয়ন করা যাইবেক, পরস্ক এ অঙ্গীকার পালন করেন নাই অতএব প্রেতোর নিকট মার্জনা প্রার্থনা করত লিপিঘারা জানাইলেন যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই, রণাবসান হইবামাত্র দাইওনের আহ্বান করিবেন ইতিমধ্যে দাইওন যেন বিরক্ত না হয়েন এবং গ্রীক দিগের নিকট রাজার নিন্দা অথবা অনিষ্ট চেষ্টা না করেন। প্লেতো রাজার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করিতে উত্তত হইয়। দাই ওনকে একাদিমিতে উপ-দেশ করিতে লাগিলেন, তৎকালে দাইওন এথেন্স নগরস্থ বছকাল পরিচিত কেলিপদের ভবনে অবস্থিতি করিতেন। তিনি আমোদ করণার্থ গ্রাম মধ্যে এক বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন তথায় কখনং বিহারার্থ গমন করিতেন পরে দিসিলিতে প্রত্যাগমন কালীন তাহা স্পিউসিপদকে দান করিলেন কেন না প্লেতোর পরামর্শক্রমে তাঁহার দহিত যথেষ্টসোহার্দ্য করিয়াছিলেন। প্লেতো স্পিউসিপদকে অতি দদাশ্য় দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে গান্তীর্যশালী দাইওন ইহার দহিত আলাপ করিয়া অবস্থা আমোদিত হইবেক। এক দম্য প্লেতো কতিপ্র বালকর্ন্দের নৃত্য ও নাট্যক্রীড়ার বায় নির্বাহ করণের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন কিন্তু দাইওন স্থয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া দমস্ত ব্যয়ের সমাধা করেন, ইহাতে এথেন্স নগরের লোকেরা দাইওনের এমত বদায়তা দেখিয়া প্লেতোর দ্যানাপেক্ষা ভাহার অধিক অনুরাগ করিত।

দাইওনিশ্স প্লেতোর প্রতি অলোকতা ব্যবহার করিয়া পণ্ডিত সমাজে মুর্নামগ্রস্ত হইয়াছিলেন। একণে কলঙ্কমোচনার্থ অনেক বিধান জনকে আহ্বান করিয়া নিজ পাণ্ডিতা প্রকাশের নিমিত্ত প্লেতোর উপদিষ্ট পদ দকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু অন্তন্ধ প্রয়োগ হওয়াতে প্লেভোর সহিত সাক্ষাং করিতে অভিলাষ করত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে প্লেতো উপস্থিত থাকিতে কেন এই সকল পদ উত্তমরূপে শিথি নাই এবং সাধ্যাক্সদারে কেন উপদেশ গ্রহণ করি নাই। পরে স্বেচ্ছাচারী চপল চিত্ত পুরুষের তায় তৎক্ষণাৎ প্লেভোকে দেখিবার নিমিত্ত অস্থির হইলেন ইতিমধ্যে যুদ্ধেরও অবদান হওয়াতে তাঁহাকে সিরাকুশে আসিতে আহ্বান করিলেন কিন্তু পূর্বকৃত অঙ্গীকারাত্মসারে দাইওনের প্রত্যা-গমনার্থ আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন না কেবল এইমাত্র লিখিলেন আপনি স্বরায় व्यामित्वन अन्हार मारेखनत्क व्यानाग्रन कता यारेत्व । मारेखनख द्वाराहिक দিরাকুশে যাইবার নিমিত্ত বিস্তর অন্তরোধ করিলেন কিন্তু প্লেতো রাজার প্রতিশ্রুত কথার অন্তথা দেখিয়া স্বীয় বার্ধকোর চল করত গমন করিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি দিদিলি হইতে আদিবার অগ্রে রাজার দহিত আর্কিতাদ প্রভৃতি তরেম্বরমন্থ কতিপর ব্যক্তির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন ঐ আকিতাদ তৎকালে দাইওনের একজন শ্রোতার সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইল দাইওনিশস প্লেতোর দ্বিতীয়বার অন্তরোধ অগ্রাহ্ন করণে আপনার মানহানি বিবেচনা করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে আনায়ন করিবার নিমিত্ত তিন শ্রেণীর বহিত্রযুক্ত জাহাজ এবং অন্যাক্ত অর্ণব্যান প্রেরণ করিলেন আর তিনি নিশ্চিত রূপে জানিতেন যে সিসিলি দেশীয় যাবদীয় লোকাপেক্ষা আকিমিদিনের দহিত প্লেতোর অতিশয় প্রণয় আছে অতএব তাঁহাকে তথাকার কএক মহোদয় পুরুষের সহিত ঐ জাহাজ্যোগে

পরিশিষ্ট 💮

পাঠাইয়া দিলেন এবং পাইথাগোরাধ মতাবলধা আকিতাদকে এই লিপি লিথাইলেন ধে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি তোমার পুনর্বার আগমনে কোন তয়নাই পূর্বোক ব্যক্তিরা প্রতোর নিকট উপস্থিত হইয়া দাইওনিশসের স্বাক্ষরিত লিপি তাহার হস্তে সমর্পন করত কহিতে লাগিল রাজা জ্ঞানাঞ্শালনে বিলক্ষণ যর্বান হইয়াছেন। সে পত্রের ভলার্থ এই ধ্যা।

দাইওনিশসত নিবেদনমিদং। (রাত্যক্রধায়ী মঙ্গলাচরণের পরে) "আপনি আমার অন্ধ্রোধে অন্থান্ত কর্মত্যাগ করিয়া দিসিলিতে ত্রায় আগমন করিবেন দাইওনের বিষয়ে আপনকার অভিমত করা যাইবেক আর এথানে আসিয়া যে বিষয়ে ধে প্রকার আজ্ঞা করিবেন সকলি পালন করিব কিন্তু না আসিলে দাইওনের অথবা আপনার নিজ কোন বিষয় সিদ্ধ হইবেক না।"

এবস্প্রকার বিবিধ যত্নে প্লেতো গমন করিতে স্বীকার করিয়া নিদিলিতে উত্তীর্ণ হইলে দাইওনিশন চারি খেতাখের শকটে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন পরে তাঁহাকে শকট মধ্যে বসাইয়া আপনি সারথ্য কার্য করিতে লাগিলেন সেই সময়ে সিরাকুশ নগরীর এক রসিকব্যক্তি যিনি হোমরের কাব্যে স্ব্পণ্ডিত ছিলেন তিনি ঐ ব্যাপার দেখিয়া তুইহওত ইলিয়াদ গ্রন্থের নিম্ন লিখিত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

গুরু ভারাক্রান্ত বান ক্রতগতি বায়। নরোত্তম স্পর্শে বেন উড়িছে শ্লাবায়।

ফলতঃ দাই ওনিশদ প্রেতাের আগমনে যাদৃশ মহাহলাদিত হইরাছিলেন দিসিলি দেশের লােকেরাও তাদৃশ আখাসযুক্ত হইয়া এই বাসনা করিতে লাগিলেন যেন ফিলিস্তদ পদ্যুত হয় এবং উপদিষ্ট প্রজাপীড়ন যেন দর্শনবিভার প্রাহ্রভাবে রহিত হয়। রাজসভাস্থ নারীগণেরাও মহাদমাদর পূর্বক প্রেতাের আতিথ্য করিলেন আর দাই ওনিশদ অভান্ত বয়ুর অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিখাদ করিতে লাগিলেন, রাজসমীপে আগমনকালীন দৌবারিকেরা সন্দেহপ্রযুক্ত সকলেরি বয়াদি নিরীক্ষণ করিত কিন্ত প্রেতাে দাইওনের প্রিয় স্বহং হইয়াও রাজার এমত প্রস্কাভাজন হইয়াছিলেন যে তিনি একেবারে রাজ দাক্ষাতে আদিতে পারিতেন। দাইওনিশদ শময়ক্রমে তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই, ওনিতর নামা এক গ্রন্থকার লেথেন যে তিনি অনীতি সংখ্যক তালন্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ফাইলােলেয়েদের গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, দিরিনিয়ান আরিষ্টপল নামা এক ব্যক্তি অর্থাহণে প্রেতাের অনিচ্ছা দেথিয়া কহিয়াছিলেন শ্রাজা উত্তম বিবেচনায় ধন দান করেন আমরা অধিক আকাক্ষা করিয়া থাকি

এ নিমিত্ত আমাদিগকে অল্প দেন কিন্তু প্লেতো নিরাকাক্ষ প্রযুক্ত তাঁহাকে যথেষ্ট দান করেন' ইহাতে সকলে যথন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল যে তিনি দাইওনিশসের নিকট অর্থের প্রার্থনা করেন কিন্তু প্লেতো পৃত্তক চাহেন তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন "আমি মুদ্রার্থী মুদ্রা চাহি, প্লেতো বিভার্থী পুত্তকের প্রার্থনা করেন।" জেনোফন কহেন প্লেতো ইন্দ্রিয় স্ক্থতোগার্থ দিদিলিতে গমন করিয়াছিলেন আর জেতজস বলেন যে পাকশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দাইওনিশসের বৃত্তিভোগী প্রিয়পাত্র ছিলেন কিন্তু এদকলি অলীক ও অম্লক, কেননা তিনি কথনই দাইওনিশসের তোষামোদ করিতেন না, একদা উৎসবকালে দাইওনিশদ সকল পারিষদ লোককে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লালঘাহার পরিয়া নৃত্যু করিতে হইবে তাহাতে তিনি অসম্মত হইয়া কহেন।

বীর বংশ্র হইয়া কি রাজার আদেশে। এ অন্দেতে কজা দিব অন্ধনার বেশে ?।

পরে দাইওনিশস নিম্নলিথিত শ্লোক পাঠ করাতে প্লেতো পশ্চালিথিত উত্তর করেন কিন্তু কেহ ২ বলেন আরিষ্টিপস কর্তৃক সে উত্তর প্রাদত্ত হয়। যথা দাইওনিশসের উক্তি,

বেচ্ছাচারি রাজ্বারে লইলে আশ্রয়। স্বতন্ত্রেরা পরতন্ত্র স্বরূপত হয়॥

প্লেডোর উত্তর,

স্বতন্ত্র পুরুষ নাহি পরতন্ত্র হয়।

দাইওনিশদ পূর্বে প্লেভার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিয়্মান্থসারে কোন নগরের রাজকার্য হইবেক অতএব প্লেভা কিয়ৎকালানস্তর তাঁহাকে একথা শ্বরণ করিয়া দিলেন কিস্তু তিনি দে অঙ্গীকার আর পালন করিলেন না, পরে প্লেভা দাইওনের বিষয় কহিতে লাগিলেন তাহাতেও তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিলেন না বরং অবশেষে গোপনে তাঁহার সহিত বিরোধ করিলেন কিস্তু তাহা অন্ত কেহ জানিতে পারে নাই কেননা পূর্ববৎ প্লেভার সমাদর করিয়াছিলেন বলে তাঁহার তাৎপর্য এই ছিল যে প্লেভো যেন দাইওনের সহিত আশ্বীয়তা ত্যাগ করেন। প্লেভো পূর্বাবধি জানিতেন যে দাইওনিশ্সের কথার স্থৈ নাই কেননা তাহার সকল কার্যেই শঠতা ছিল কিন্তু একথা ব্যক্ত না কয়িয়া সকলই সহু করত ভাহার প্রতি আপনার বিশ্বাস দেথাইতেন ফলতঃ তাঁহার। ত্ই জনেই কপটা গ্রীয় ভাবে থাকিতেন এবং মনে করিতেন যে কেহ পরস্পরের অন্তঃকরণের কথা জানিতে পারে নাই। সিজিকম দেশীয়

শরিশিষ্ট **ভেত**

হেলিকন নামে প্লেভোর একজন বন্ধ ভাবি স্থগ্যহণের কথা প্রচার করেন এবং তাঁহার গণনাহুসারে গ্রহণ হয় তাহাতে ছুরায়। দাইওনিশ্স ভাহার স্থান করিয়া এক তালন্ত রৌণা মুদা প্রদান করেন দে সময়ে আরিষ্টিপ্দ অলান্ত পণ্ডিতগণের সহিত পরিহাসচ্চলে কহিতে লাগিলেন আমি ইহা অপেকা অদ্বত ভাবি ঘটনার কথা কহিতে পারি, পরে সকলে ঐ ভবিষ্যবিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে কহিলেন প্রেভো এবং দাইওনিশদের মধ্যে আভ বিজ্ঞেদ ঘটিবে ফলেও তাঁহার কথা সত্য হইয়াছিল। পূর্বে দাইওনিশ্ব দাইওনের প্রাণ্য বাৰ্ষিক উপন্থৰ পিলপ্নিশ্সে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন একণে ভাগিনেত অর্থাৎ দাই ভনের পুত্রকে দিবার ছলে আপনার হত্তে রাখিতে লাগিলেন ইহাতে প্লেভো বিরক্ত হইয়া খদেশে প্রভ্যাগমনের মানস বাক্ত করিয়া কহিলেন ·দাইওনের প্রাত অত্যাচার হইতে লাগিল অত্রব আর এখানে থাকিতে পারি না, কিন্তু দাইওনিশ্স নানাবিধ প্রীতি বচন খারা জাঁহাকে থাকিতে অন্তরোধ क्रिलिन (क्रम ना मत्नर ভाविलिन एवं देशांक चामरण विकास क्रिया क्रिल আপনার সকল চাতুরী শীঘ্র প্রকাশ হইবেক পরস্ক প্রেতো কোনো প্রকারে তাঁহার মতান্থবর্তী না হওয়াতে তাঁহার গমনের উপায় করিতে চাহিলেন। অবশেষে প্লেডো সামান্ত নৌকায় গমন করিতে উত্তত হইলে দাইওনিশ্ব পর-দিবস তাঁহাকে অমুকম্পা সূচক অনেক বাক্য কহিতে লাগিলেন "দাইওনের স্হিত আমার যে বিবাদ আছে তাহার নিশ্বত্তি করণার্থ আপনার অহুরোধে আমি এপর্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে দাইওন পিলপনিশ্বে থাকিয়া নিজ সম্পত্তির বাৎসরিক উপস্বত্ব পাইবেন এবং দেশান্তর গত ব্যক্তির মধ্যেও গণ্য হুইবেন না আরু যখন আপনকার এবং আমার বিবেচনায় উচিত বোধ হুইবে তখন আদিতে পাইবেন সংপ্রতি আপনি ও আপনার বন্ধুগণ এবং তাঁহার অত্তেম্ব আত্মীয়বর্গ অভিভাবক থাকিলেন, অতঃপর তিনি আপনকার হস্ত হইতে নিয়মিত উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন আমি তাঁহাকে প্রতায় করিতে পারি না আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে অতএব আপনি আরো একবংসর এস্থানে অবস্থিতি করুন পরে তাঁহার বাৎদ্রিক মুদ্রা লইয়া যাইবেন তাহাতে তাঁহার প্রতি আপনার অন্ধুগ্রহও প্রকাশ হইবেক।" প্লে:তা সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিবেচনার পর উক্ত প্রস্তাবে সমত হইলেন এবং তদ্মুদারে দাই ধনের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দাইওনিশ্ব যথন দেখিলেন যে জাহাজ স্কুর যাত্রা করিয়াছে এবং প্লেভোর স্বদেশে গমনের আর কোন উপায় নাই তথন আপনার অস্বীকার ভদ্ধ করত দাই ওনের সম্পত্তি বিক্রম করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দাইওনিশদের দৈত মধ্যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, ক্থিত আছে যে হিরাক্লিদিদ নামে প্লেতোর একজন বন্ধ হইতে ঐ বিজ্ঞোহের স্থ্র হয়। দাইওনিশদ ভাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিছ ধরিতে পারেন নাই। একদিবদ উভানে ভ্রমণ করিতে ২ থিও-দোতিদকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন। থিওদোতিদ বিরলে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া প্লেতোকে তথায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সম্বোধন করত কহিলেন "এহে প্লেতো আমি রান্তাকে ব্রিয়া কহিতেছি যে হিরাক্লিদিসের প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে তদিষয়ে তাহার উত্তর প্রবণ করা কর্তব্য আরু রাজা যদি তাহাকে দিসিলিতে থাকিতে না দেন তবে ধেন পিলপনিশদে গিয়া দপরিবারে বাদ করিতে অন্তমতি দেন এবং তথায় যাবৎ কোন কুমন্ত্রণা না করে তাবং আপনার বৃত্তি ভোগ করিতে পায়। আমি পূর্বে এই প্রতীতিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং এক্ষণেও পুনর্বার পাঠাইতেছি দাইওনিশ্দ আমার সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সংবাদে তিনি এখানে আসিলে নগরের মধ্যে কিম্বা বাহিরে তাঁহার কোন হানি হইবেক না কিন্তু রাজা এমত পণ করিতে পারেন যে যদবধি তাহার নির্দোষিতা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ না হয় তদবধি দেশান্তরে রাখিবেন।" পরে থিয়োদোতিদ দাইওনিশদকে জিজ্ঞাদা করিলেন "কেমন আপনি উক্ত বিষয়ে সমত আছেন ?" তাহাতে দাইওনিশ্স কহিলেন "হা আমি দমত আছি, যদি তিনি তোমার বাটিতেও থাকেন তথাপি তাহার আপদ হইবেক না।" পরদিবদ (অর্থাৎ প্লেতোর দিদিলি পরিত্যাগ করণের প্রায় বিংশতি দিবদ পূর্বে) হউরিবিয়দ ও থিওদোতিদ ব্যাকুল চিত্তে ব্যস্ত হইয়া প্লেতোর নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইলেন এবং থিওদোতিদ কহিলেন "ওহে প্লেতো গতকল্য যথন আমি হিরাক্লিদিদের নিমিত্ত রাজার সহিত কথোপকথন করিতে ছিলাম তৎকালে তুমি উপস্থিত ছিলা?" প্লেতো বলিলেন "হা ছিলাম" পরে থিওদোতিদ কহিলেন "এখন গুনিতেছি রাজা তাহাকে ধুত করিবার নিমিত্ত স্বীয় কর্মকারিদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তিনিও নিকটস্থ কোন স্থানে আছেন অতএব আইস দাইওনিশ্সের নিকট গিয়া সকলে তাহার রক্ষার্থ চেটা করি।" অনন্তর তাহারা দাইওনিশদের সমীপে গমন করত মৌনাবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিল কিন্তু প্লেতো কহিলেন ''হে রাজন ইহারদের মনে এই শঙ্ক। হইয়াছে যে আপনি গত দিবদের অশ্বীকার ভঙ্গ করিয়া হিরাক্লিদিদের অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন বোধ করি দে

ব্যক্তি নিক্ট্র কোন স্থানে আছে।" লাইওনিশ্দ এই কথা খুনিবা মাত্র জোধে প্রজালিত হটলেন এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হট্যা গেল, থি e:দাতিস তাহ। দেপিয়া রাজার চরণে প্রিলেন এবং হত ধারণ পূর্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রেতো কহিলেন ওহে থিওলোভিদ ভয় নাই ক্ষান্ত হও রাছা কলা যাহা অক্লীকার করিয়াছেন তাহাও মত্তথা করিবেন না, দাইওনিশদ ইহা ভনিদা প্রেতার প্রতি কোপ দৃষ্টিতে কহিলেন "তোমার নিকট কোন অন্বাকার করিনাই," প্লতে। বলিলেন ''আমি প্রযেশ্বরের শপ্থ করিয়া কহিতে পারি থিওদোতিস বল্লিমিত্ত বাগ্রতা করিতেছেন কল্য আপনি তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।" প্লেতো পূর্বে একবার হিরাক্লিদিদের জন্ত দাইওনিশদকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভাহাতে দাইওনিশস যদ্ধপ উত্তর করেন একণেও মাকিমিদিস ও আরি ডক্তে তদের সন্মধে ত দ্রপে কহিলেন ''তোমা অপেকা হিরাক্লিন ও অক্তাক্তের প্রতি আমার অধিক মমতা আছে" পরে তাহাদেরি দাক্ষাং তাঁহাকে জিল্লাদা করিলেন তুমি দিরা-কুশে আনিয়া প্রথমতঃ আমাকে গ্রীদ নগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে প্রামর্শ দেও স্থরণ আছে কিনা ? প্লেতে। উত্তর করিলেন আনার স্থরণ আছে এবং এক্ষণেও কহিতেছি তাহা ত্যাগ করা ভাল কিন্তু আপনাকে জিজাদা করি আমি কি কেবল ঐ একটি পরামর্শ দিয়াছিলাম ? দাইওনিশদ রাগ ও স্পর্বার সহিত অবজ্ঞাপূর্বক হাস্ত করত কহিলেন তুমি কি আমাকে বালকের ন্তায় উপদেশ দিয়াছিলা ? প্লেডো বলিলেন স্থরণ করিলেই হয়, দাইওনিশদ কহিলেন কি স্থরণ করিব ? তুমি কি আমাকে ক্ষেত্ৰতত্ত্ব অথবা অক্ত কোন শাস্ত্ৰের উপদেশ দিয়াছিলা ? প্লেতো ফদেশ গমনের উলোগে ছিলেন ভাহাতে যদি কোন ব্যাঘাত হয় এই আশস্কায় আর বাক কলহ না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন পরে দাই ওনিশস হিরাক্লিদিদকে ধৃত করণার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে দে কার্থেজে পলায়ন করিল।

দাইওনিশন প্রেভার প্রতি জুদ্দ হইয়া দাইওনের মুদ্রা সংগ্রহ করা স্থণিত করিলেন এবং প্রেভাকে রাজবাটী হইতে বহিন্ধত করিবার মানসে ছল করিয়া কহিলেন ''তুমি রাজসদনের সমীপস্থ যে উত্থানে বাদ করিতেছ দেখানে দশ দিবদের
জল্ম স্থালোকদিগের উংসব হইবে'' পরে তাহাকে আকিমিদিদের সহিত রাজবাটার বাহিরে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন ইতিমধ্যে থিওদোতিদ প্রেভোকে আহ্বান
করিয়া দাইওনিশদের ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং প্রেভোক্ত তাহার নিকট
গমনাগমন করিতেন দাইওনিশদ এ সংবাদ শ্রবণ করাতে অসন্তোষ প্রকাশের
আর এক স্থ্র পাইলেন এবং প্রেভোর নিকটে দৃত পাঠাইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন
থিওদোতিদের সমীপে যাতায়াত করিয়াছেন কিনা ? প্রেভো স্বীকার করিলেপ
প্রেল্ড ৪১ *

দৃত কহিল রাজা তোমার নিকট এই কহিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি দাইওনিশ্সকে পরিত্যাগ করিয়া দাইওন ও তাঁহার মিত্রগণের সহিত প্রণয় করিয়া ভাল করিতেছ না। দাই এনিশস তদবধি রাজসভামধ্যে প্লেতোকে আহ্বান করিতেন না এবং তাঁহাকে আপনার পরম শত্রু ও থিওদোতিস এবং হিরাফ্লিদিসের পরম স্কৃষ্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। প্লেতো রাজবাটীর বাহিরে প্রহরি সেনা-গণের মধ্যে রহিলেন, তিনি দাই ওনিশসকে স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করিতে ও প্রহরি দিগকে বিদায় করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ইহাতে প্রহরিরা পূর্বাবধি তাঁহার দেম করিত এক্ষণে তাঁহার বধ করণার্থনানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ২ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়া কহিল আপনি এই উপদ্বীপের স্বাধীনতা স্থাপনের নিমিত্ত দাইওন ও থিওনিদিসকে প্রবৃত্তি দিয়া-ছিলেন একারণ রাজপ্রহরিদের মধ্যে আপনার অত্যন্ত তুর্নাম হইয়াছে তাহারা আপনাকে স্থযোগমতে পাইলে সংহার করিবে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, প্লেতা ইচা শুনিয়া পলায়নের পথ করণার্থ তরেন্তম নিবাসী আকিতাদ এবং অক্যান্ত অন্তর্গণকে আপনার বিপদ জানাইলেন তাঁহারা তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আপনারদিগের সম্প্রদায়ের লেমস্কদ নামে এক ব্যক্তিকে রাজদৃতচ্ছলে তিন শ্রেণীর বহিত্রযুক্ত এক নৌকা যোগে পাঠাইয়া দিলেন এবং দাইওনিশসকে নিবেদন করিলেন যে আকিতাদের কথা প্রমাণ প্রেতো দিরাকুশে গমন করিয়া-ছিলেন আর্কিতাসও দাইওনিশসকে এই পত্র লিখিলেন যথা।

আকিতাদ দাই ওনিশদের কুশল প্রার্থনা করেন, আমরা আপনকার অঙ্গীকারাছদারে প্রেতাকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লেমন্ত্রদ ও ফোতিদিদকে প্রেরণ
করিতেছি, আপনি প্রেতাকে দিরাকুশে আহ্বান করণার্থ আমারদিগকে কি পর্যন্ত
অন্থরোধ করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিবেন আপনি কহিয়াছিলেন যে তাঁহার
মতাক্রদারে দমন্ত কার্য করিবেন ও তাঁহাকে স্বেচ্ছাক্রমে থাকিতে অথবা স্বদেশে
প্রত্যাগমন করিতে দিবেন, আর তাঁহার প্রথম আগমনে কত সমাদর করিয়াহিলেন ও তাঁহাকে কতপ্রকারে দন্মান দিয়াছিলেন তাহাও মূরণ করিবেন এক্ষণে
যদি তাঁহার সহিত বিবাদ হইয়া থাকে তবে সমাদর পূর্বক রাগিয়া নিরাপদে
প্রেরণ করা উচিত তাহা করিলে হায়াচরণ হইবে আমরাও বাধিত থাকিব।
আনন্তর দাইওনিশন ক্রোধ দম্বন করিয়া আপনার দোষ গণ্ডনার্থ প্রেতাকে
উত্তমরূপে ভোলন করাইতে লাগিলেন, পরে অনেক ম্বেছ চিছ্ন প্রকাশ করিয়া
তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এক দিবদ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন ওহে
প্রেতা আমার আশক্ষা হইতেছে তুমি আত্বাবন্ধ দিগের নিকটে গিয়া আমার

পরিশিষ্ট ৬৪৩

নিন্দা করিবে তাহাতে তিনি ঈষ্থ হাত্ত করিয়া উত্তর করেন প্রমেশ্বর থেন একাদিমিতে কথোপকখনের বিষয় এমত ন্যন না করেন যে অক্যান্ত প্রদল্গভাবে আপনকার প্রদন্ধ করিতে হয়। প্রেভোর যাত্রাকালীন দাইওনিশদ তাহাকে কহিলেন জনশ্রুতি ঘারা শুনা যায় যে দাই এন আপনার পত্নীর সহিত প্রণয় করেন না এবং স্বচ্ছলেও বাদ করিতে পারেন না অতএব অন্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিবাহ দিলে তিনি কি অত্যন্ত অসম্ভই হইবেন, আপনি ইহার অমুসন্ধান করিবেন। প্লেতো প্রত্যাগমন করিয়া পিলোপনিশ্রমে উপস্থিত হঠলে দে, সময়ে তথায় ওলিম্পিক উৎসব হইতেভিল সকল লোকে তাহার আগমন বার্তা ভনিয়: ক্রীড়া পরিত্তাগ পর্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে আদিল। দাই ওন ওলিম্পিকের ব্যায়াম দেখিতেছিলেন প্রেতো তাহার শহিত সাক্ষাং করিয়া সকল বিষয় বিদিত করাইলেন তাহাতে তিনি দাইওনিশদের অস্থাবহার শুনিয়া প্রতিফল দিতে উত্তত হইলে প্লেতো তাঁহাকে ব্যাইল্লাক্ষাত করিলেন। অনন্তর এথেনে আগমন পূর্বক লিপিযোগে দাইওনিশসকে সকল স্মাচার স্পষ্টরূপে অবগ্ত করিলেন কিছ দাই ওনের স্ত্রীর বিষয় এমত অস্প্রস্তুপে লিখিলেন যে দাই ওনিশ্স ব্যতীত অক্ত কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই, আরো তাঁহাকে জানাইলেন যে দাইওনের ভাষার বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা দশ্সন্ন করিলে তিনি অতাত রুষ্ট হইবেন। দাই ওনিশদ দাই ওনের সহিত পুনর্বার সম্প্রীতি হইবার আশ্বাদে অনেককাল পর্যন্ত তাঁহার পত্নী অথচ স্বীয় ভগিনী আরিতীকে অক্তের সহিত বিবাহ দেন নাই কিন্তু পরে যথন দেখিলেন সন্থাব হওয়া স্থকটিন তথন ভগিনীর অমতেও তিমক্রেতিস নামক একজন বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। দাই-ওন এই সংবাদ শ্রবণে প্লেভোর ক্ষান্তি পোষক প্রামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধার্থে উন্নত হুইলেন। প্লেতো দাই ওনিশদের নিকট প্রথমতঃ সমাদর প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন এবং দাইওনেরও বুদ্ধাবস্থা হইয়াছিল এ নিমিত্তে এরূপ প্রামর্শ দেন, প্রস্ত এলিএন কহেন যে প্লেতোই দাইওনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান আর পুটার্কের মতে স্পিট্সি-পদ হইতে উক্ত কার্য হয়।

তাঁহার রাজকীয় শক্তিঃ এথেন্স দেশের লোকেরা যে সকল নিয়মে চলিত তাহা প্রেতাের মতের সহিত ঐক্য হইত না। এ নিমিত্ত তিনি রাজ্য বিষয়ে মনোযােগ না দিয়া বিভালয়েই কাল্যাপন করিতেন কিন্ত তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ পায় যে রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

অর্কেদিয়ন ও থিবেন লোকেরা প্লেভোর স্থ্যাতি শুনিয়া যুবকগণের জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষতঃ মেগালাপোলিস নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহাকে আনাইতে দৃত প্রেরণ করিয়াছিল, ১০৩ গুলিম্পিডের প্রথম বংসরে অর্কেদিয়ন ভাতিরা লেদিডিমনদেশীয় লোক কর্তৃক পরাজিত হইয়া উক্ত নগর নির্মাণ করে প্রেতো দেখানে ঘাইতে আহত হইয়া হুটান্তঃকরণে দৃতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রজাগণের মধ্যে ভূম্যাদি সমান করিয়া বিভাগের বিষয়ে তাহাদিগের কি মত ? তাহাতে তাহারদের অমত শুনিয়া স্বয়ং গমনে অহীকার করত আপনার পরম মিত্র আরিন্তনিম্পকে পাঠাইয়া দিলেন।

দিরিনিয়েরাও স্বীয় নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিল তিনি তাহারদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন ঐশ্বর্যাত লোকদিগের জন্ত নিয়ম করা অতি কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু অক্যান্ত অনেক লোকেরদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া আকাজ্যা পূরণ করিয়াছিলেন।

দিরাকুশের রাজা দিংহাসনচ্যুত হইলে তিনি দেখানকার রাজকীয় কার্যের স্থানিয়া দেন।

ক্রিটানেরা মেগ্রিসিয়া নগর নির্মাণ করিলে শ্রেণীমতে নিয়মদকল সংকলন করত দাদশ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন।

তিনি ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইলিএনদিগের নিকট ফর্মিওকে এবং পিরিনিয়নদিগের সমীপে মিদিদিমসকে প্রেরণ করেন, তাহারা তাঁহার প্রম স্বয়ং ছিল।

কেহ২ তাঁহার নিন্দা করিয়া কহেন যে রাজ শাসন বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়মাদি করিয়াছিলেন তাহা অতি কঠিন স্কতরাং কোন জাতিকে তদম্যায়ী আচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই এবং এথিনিয়েরা জেকো ও সোলনের নিয়মাম্সারে চলিত ও তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি পরিহাস করিত পরস্ত পূর্বোক্ত প্রমাণে একথা অলীক বোধ হয়।

তাহার সদ্পুণ ও স্থনীতির কথা: তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং পর-খ্রীতেও আদক্ত ছিলেন না একারণ বার্ধক্যাবস্থায় সামাগ্র লোকদিগের মতামুসারে সন্তানোংপাদনে ক্রটির প্রায়শ্চিত্তার্থ স্ট্যুধিষ্টাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধৈর্ম গান্তীর্যের কথন বিরাম হয় নাই তাঁহার এক জন শিশ্র অধ্যয়নান্তে মাতা পিতার নিকট গমন করিয়া কোন দিন জনককে উচ্চৈঃম্বরে কথা কহিতে শুনিয়া কহিয়াছিল "প্রেতাকে কখন এবম্প্রকার করিতে দেখি নাই"। তিনি প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করিতেন দ্বিতীয়বার আহার করিতে হইলে অত্যন্ত্র খাইতেন এবং একাকী শ্রন করিতেন অক্তের সহিত একত্র শয়ন ভাল বাদিতেন না আর দহিবেচনা ধীরতা মহাস্থ ভবতা প্রস্তৃতি অস্থাত যেই দদ্পণ ধারণ করিতেন ভাহার ও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এস্তিমেকস ও নিসিরেতদ নামে তৃই ব্যক্তি পারিতোষিক প্রাপ্তির আকাক্ষায় লাইসন্দরের প্রশংসাস্থচক কতকগুলি পত্য রচনা করেন পরে নিসিরেতদ প্রস্তার প্রাপ্ত হইলে এস্তিমেকস কুন্দ হইয়া আপনার লিগিত কবিতা পত্ত করিয়া ফেলিলেন, তৎকালীন প্লেতোর বয়ঃক্রম অত্যন্ত্র ছিল তথাত এস্থিমেকদেশ কাব্য শক্তির প্রশংসা করিয়া সাম্বনার্থ কহিয়াছিলেন যে "মন্দ্র ব্যক্তিদিশের যেমন অন্ধত্বই পীড়া, মূর্থ লোকদিগের তন্ত্রপ মূর্থ ভাই রোগ।"

কোন সময়ে তিনি আপনার কিকরকে অপরাধী দেখিয়া তাহার গাত্রের ২০ উত্তারণ করত স্কল্পেশে বেরাঘাত করিতে উত্তত হয়েন ইতিমধ্যে হঠাং জানিতে পারিলেন যে তাঁহার কোধ জন্মিয়াছে অতএব আত্মহন্ত সন্দৃতিক করিয়া নিন্তর হইয়া থাকিলেন সেই সময়ে তাহার একজন বন্ধু তথায় উপস্থিক হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন তুমি কি করিতেছ ? তাহাতে তিনি উত্তর করেন "একজন কোধি মহয়েয় দণ্ড করিছেছি।"

অপর কোন সময়ে তিনি ভূত্যের দোষে বিরক্ত হইয়াছিলেন ইতিমধ্যে স্পিইদিপদ দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে (লেয়শ দের মতে জিনক্রেতসকে)
কহিলেন "তুমি ইহাকে প্রহার কর, কেন না আমি রাগান্তি হইয়াছি," আ ।
এক সময় দাসকে বলিয়াছিলেন "যদি আমার ক্রেধোদয় না হইত তবে তোমাকে
প্রহার করিতাম।" এবভূত বচনের তাৎপর্য এই যে ক্রোধপূর্বক শাসন করিলে
বিবেচনার সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা মতএব প্রভূ ও ভূত্য উভয়ের তুলারূপ দোষী হওয়া উচিত হয় না।

কেরিয়দ সেনাপতি বধার্হ বলিয়া অপবাদিত হইলে কেহই তাহার আমুক্লা করেন নাই কেবল প্লেতো সপক্ষতা করিয়াছিলেন, ক্রোবিউলস নামক এক নিন্দক তাহাকে কেরিয়দের সহিত কারাগারে যাইতে দেখিয়া কহিল "আপনিকেন ইহার আমুক্ল্য করিতে যাইতেছেন আপনি কি জানেন না সক্রেতিস যে বিষপানে মরিয়াছেন আপনার নিমিক্তও তাহা প্রস্তুত আছে ? তাহাতে তিনিউত্তর করিলেন পূর্বে দেশের মঙ্গলার্থ ঘেমন প্রাণ সঙ্কট স্বীকার করিয়াছিলাম এক্ষণেও বন্ধুর সাহায়ার্থে তক্রপ করিব।

ওলিম্পিক উৎদব কালে কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগের দঙ্গে পূর্বে আলাপ পরিচয় ছিল না তথাচ এমত আত্মীয়ভাবে একত্র ভোজন করত শিষ্টালাপ করিয়াছিলেন যে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রেমার্ড্র ইয়া- ছিল কিন্তু তাহাদিগের নিকট আপনার নাম ব্যতীত একাদিমির অথবা সজেতিসের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই পরে তাহারা এথেন্সে আগমন করিলে তিনি পুনশ্চ সমাদরপূর্বক আতিথ্য করিলেন তাহারা কহিল "এহে প্লেতো তোমার নামধারী সজেতিসের একজন শিশু আছেন তাহার নিকটে চল আর একাদিমিতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করাইয়া দেও আমরা তাহাকে জানিতে চাহি" তিনি ঈষদাস্থ করিয়া কহিলেন "আমিই সেই প্লেতো"তাহার অজ্ঞানতঃ এমত মহৎ লোকের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিল অতএব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপমহইল ফলতঃ প্লেতো কথনই কোন বিষয়ে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না, তিনি দর্শন শাস্ত্র সহক্ষে যে ২ বক্তৃতা করিতেন তদ্যতীত তাহার সামান্ত কথোপকথনেও লোকের মনোরঞ্জন হইত।

তিনি বিভালয়ের বাহিরে যাত্রাকালে বিভাগিবর্গকে দর্বদা কহিতেন ''হে বালক-গণ কর্মের অবদর হুইলেও রুণা সময়ক্ষেপ করিও না''।

একটা উৎসবকালে কতকগুলিন লোক বাত্তকর আনাইয়াছিল তাহাতে তিনি বক্তৃতাকরণের প্রতিবন্ধক দেখিয়া তাহারদিগের প্রতি দোষারোপ করেন।

একদা এক যুবক ব্যক্তিকে অক্ষক্রীড়া করিতে দেথিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে যুবা কহিল "আপনি এই সামান্ত বিষয়ের জন্ত আমাকে ভর্ৎসনা করেন" তিনি উত্তর করেন "কুরীতি সামান্ত বিষয় নয়"।

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাস। করেন উত্তরকালের লোক দিগের জ্ঞাপনার্থ প্রাচীন ব্যক্তিদের ন্থায় তাঁহার বচন ও কার্যেরবর্ণনা করা উচিত কি না ? তিনি উত্তর করেন "প্রথমে আমারদিগের নাম হউক পরে অন্যান্থ বিষয় সিদ্ধ হইবে"। কোন সময়ে তিনি অখোপরি আরোহণ করিয়া তংক্ষণাৎ অবরোহণ করত শ্লেষ বাক্যে কহেন "আমার ভয় হইতেছে পাছে ঘোড়ারোগে গবিত হই।"

তিনি মদোন্মন্ত ও ক্রোধাসক্ত ব্যক্তিদিগকে স্বং দোষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পরামর্শ দিতেন।

তিনি নিজার প্রতি বিরক্ত ছিলেন একারণ আপন সংগৃহীত ব্যবস্থায় নিজালু ব্যক্তিদিগকে অকর্মণ্য কছেন।

মিথ্যা জ্লনাপেক্ষা সত্যে সকলের পরম সন্তোব জ্লে এ নিমিত্ত কহিয়াছিলেন "এহে অতিথি সতাই নিত্য ও দার পদার্থ কিন্তু আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারি না"।

এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিয়াছিল জিনক্রেভিস ভোমার প্রতি দোষারোপ করিয়া অন্তায় কটুক্তি করিয়াছে ভিনি ভাহাতে বিখাস না করিয়া কহেন ''আমি ষাহাকে প্রিয় বোধ করি দে অপ্রিয় বাক্য কহিবেক ইহা দস্তব হয় না"। পরে ঐ বিজ্ঞাপক ব্যক্তি শপথ করিয়া কহাতে ভাহাকে থিখ্যাবাদী করিতে অনিজ্ঞ ক হইয়া কহিলেন "তবে জিনজেতিদ কোন কারণ বশত ভাদৃশ উক্তি করিয়। থাকিবেন"।

তিনি কহিতেন যে বিজ্ঞ মন্থয়ের। ক্লতাপরাধ নিমিত্ত দণ্ডবিধান করেন না আর দোষ না হয় এতদর্থ ই শাসন করিয়া থাকেন।

তিনি এগ্রিজেন্তাইনদিগের ঐশর্ষশালী অট্যালিকা ও স্থানেরা ভোজন সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন এই জাতীয়েরদের গৃহ নির্মাণ দেখিয়া ব্যেষ্ট্র ইহার। আপনারদিগকে চিরজীবী জ্ঞান করে কিন্তু ইহারদের আহার দেখিলে বোধ হয় আশু মৃত্যুর আশকা করে।

তিনি কোন ঘৃষ্ট লোককে কাহার স্বপক্ষে কথোপকথন করিতে শুনিয়া কহিয়া-ছিলেন এ ব্যক্তি আপন অন্তঃকরণ জিহবাগ্রে আনিয়াছে।

কেহ নিন্দা করিয়াছে ইহা তাহার কর্ণগোচর হইলে কহিতেন, ক্ষতি কি ? আমি এমত আচরণ করিব যে কেহই উহার কথায় বিশ্বাস করিবেক না।

এক স্থকুলোদ্ভব এবং যুবক ব্যক্তি আপনার সম্দায় ধন সম্পত্তি নষ্ট করিয়।
পথিকাবাসের দ্বারোপরি উপবেশনপূর্বক কিঞ্চিৎ কটি ভোজন ও জলপান করিতেছিল প্লেতো ইহা দেখিয়া কহিলেন "যদি পূর্বে এপ্রকার পরিমিতাহার করিতাম তবে এক্ষণে এই রাত্রিভোজ্যে জীবন ধারণ করিতে হইত না।"

তিনি এস্কিনিসকে বহুল পরিমাণে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে শুনিয়া কহিয়াছিলেন বক্তৃতার পরিমাণ করা বক্তার কর্তব্য নহে শ্রোতাতেই তাহা করিয়া থাকে। কোন বালককে আপনার পিতার প্রতি উপেক্ষা করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলেন ''যাহা হইতে আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে পাইয়াছ তাহাকে কি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিবা"।

অপর একজন শিশুকে আত্ম শরীরের প্রতি অধিক যত্ন করিতে দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন ''আপনার কারাগার নির্মাণার্থ শ্বয়ং এত পরিশ্রম কেন কর'' ? রাজকার্যালয়ে লিও (অর্থাৎ সিংহ) নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি চীংকার শব্দ করিয়া নিন্দিত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন ''এ ব্যক্তি সিংহই বটে।'' জিনক্রেতিস জন্মাবধি গন্তীর স্বভাব ছিলেন দৈবাং কোনসময়ে একটা রহস্ত কথা কহিয়া ছিলেন তাহা শুনিয়া প্লেতোর শিশ্বেরা চমৎকৃত হইলে প্লেতো কহেন তোমরা কেন আশ্বর্যাধিত হইতেছে কণ্টকের মধ্যে কি গোলাপ ও

জিনক্রেভিস গভীরভাবে কথোপকথন করিতেন এ নিমিত্ত প্লেডো তাঁহাকে উপদেশ করেন যে অমুরঞ্জিকা দেবীদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিও।

প্রেতোর আর এক বাক্য এই যদি উজ্জ্বলতাপেক্ষা কলঙ্ককে উত্তম জ্ঞান না কর তবে আলস্থাপেক্ষা শ্রমকে শ্রেয়স্কর জান।

তিনি যুবাগণকে সংকর্মার্ম্ভানে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই উপদেশ করিতেন থে ধর্ম ও ইন্দ্রিয় স্থথের তত্ত্ব বিচার কর, বৈষয়িক স্থথ ভোগ অল্লকাল স্থায়ী ও পরিশামে অনন্ত হুঃথ আর পরিতাপ হয় ধর্মান্ম্ছানে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিঞ্চ চুরুমে চিরুস্থথ জন্মে।

তিনি কহিতেন প্রথম শিক্ষাকালাবধি বালকদিগকে উত্তম বিষয়ে আমোদ করিতে অভ্যাস করান উচিত কেননা তাহা না হইলে পরে ইন্দ্রিয় স্থবে প্রমত্ত হইয়া কুবজুর্বাষ্টতে পারে।

তিনি বলিতেন নীতি বিভাই আত্মার আশ্রয় অভান্য জ্ঞান অলঙ্কার মাত্র আর যথার্থ জ্ঞানী মন্থ্যের পক্ষে সভ্য কথন ও সভ্য শ্রবণ সর্বাপেক্ষা স্থা বহ ও শ্রেম্বর কেন না সভাই নিভ্য।

এক সময় তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় যে শিশুদের জন্ত কিং বিষয় সঞ্চয় করা উচিত ইহাতে উত্তর করেন যাহাতে প্রচণ্ড বাযুর অথবা অন্ত কোন আধিভৌতিক অধিদৈবিক বিপদের ভয় নাই।

দিমনিকস স্বীয় পুত্রের বিভাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ ভিজ্ঞাস। করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে ন্তন বৃক্ষ ও নবীন শিশুদের প্রতি সমানরপে যত্ন করিতে হয় কিন্তু তরুতে মনধােগ করিলে পরিশ্রমমাত্র তরুণ বালকের প্রতি সতর্ক হইলে আহলাদ জন্মে আর আমারদের কর্তব্য যেন বালকদের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া বৃক্ষাদির বিষয়ে অধিক সতর্ক না হই।

ফাইলিদোনস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে তাঁহার সমান যত্ন দেখিয়া দোষারোপ করত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আরো কতদিন পর্যস্ত উত্তম ও বিজ্ঞতর হতনে লক্ষা না হয়।

তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় পণ্ডিত ও মূর্থেতে প্রভেদ কি ? তাহাতে উত্তর দেন চিকিৎ-সক্ষ ও রোগীতে যে প্রভেদ।

তিনি কহিতেন যে সকল লোকে ভোষামদ করে না ভাহাদের সহিত হৃতভাই রাজার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি আর যদ্রপ আত্মা শরীরের সঞ্চারক ভদ্রপ জ্ঞান রাজারদের নায়ক হয়; যদি দার্শনিক পুরুষে রাজ্য শাসন করে কিম্বা শাসন-কর্তাদের মনে দর্শন বিভার সংস্থার জন্মে ভবে রাজ্য স্বচ্ছন্দে থাকে নচেৎ প্রভূত্ব ও গর্ব অবিভার সহিত মিলিত হইলে সর্বনাশের মূল হয় আর রাভাঞিশকে

যদ্রপ দেখা যায় প্রজাদের তদ্রপ হওয়া উচিত এবং বিচারকভাকে কোন বিশেষ
লোকের হিতকারক জ্ঞান করা কর্তব্য, প্রজাদের কিয়দংশের প্রতি বিশেষ মঞ্জনা করিয়া সকলের প্রতি মনোধোগ করা কর্তব্য।

এথেল দেশের দেনাপতি কোননের পুত্র তিমথিয়দ যোষাদের রীত্যহুশারে আড়য়র করিয়া বহু ভোজন করিতেন প্লেভা ভাঁহাকে ঐ ব্যাপার হইতে নিমৃত্র করিবার মানদে একরাত্রি বিভালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া শারারিক স্বচ্ছলতা ও স্থপ স্থপিজনক পরিমিত ভোজন করাইলেন পর দিবদ তিমথিয়দ রহু ভোজন ও পরিমিতাহারের প্রভেদ ব্বিয়া কহিলেন গাহারা প্লেভার সহিত ভোজন করে ভোহারদের প্রাভঃকালে শারীরিক স্বাস্থ্য জয়ে, অনন্তর প্লেভের সহিত সাক্ষাং হইলে ভোজন কালের জ্ঞানদায়ক কথোপকথনের বিষয় ইদিত করত কহিয়াছিলেন আপ্নার সহিত ভোজনে রাত্রিতে যেমন স্থগোদয় হয় প্রভাতেও তজেপ।

একদা কোন কবি করুণারস ঘটিত নাটকের অভিনয় করিতেছিলেন তৎকালে কেবল প্রেতো উপস্থিত থাকেন অন্ত কেহ ছিল না ইহাতে এ কবির প্রতি সকলে পরিহাস করিলে তিনি কহেন এ এক ব্যক্তিই সকল এথিনিয়ান হইতে অধিক, ইহার যাথার্যা উক্ত কারণেই সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ: প্লেতো জীবনাবধি দার পরিগ্রহ না করাতে তাঁহার সন্তান সন্তান সন্তান করে নাই অতএব উইলপত্র দারা মুবা এদিমেন্ডসকে আপনার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন। বোধ হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহার অফুজের পুত্র ছিল। নাসিদোনীয় ফিলিপ রাজার রাজত্বের ত্রেয়াদেশ বৎসরে এবং ১০৮ ওলিম্পিডের প্রথম বর্ষে হ্র্মিপুস সিসিরো সিনেকা ও অক্সান্তের মতে একাশীতি বর্ষ বয়:ক্রমে (এথিনিয়সের মতে ৮২ বৎসর বয়সে) প্লেভোর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি বৎসরের যে দিবস ভূমিষ্ঠ হয়েন সেই দিনে মৃত হওয়াতে তাঁহার বয়:ক্রম পূর্ণ ৮১ বৎসর হইয়াছিল ইহাতে এথেন্স দেশীয় জ্যোভিজ্ঞ পণ্ডিতের। তাঁহার প্রীভ্যর্থে যক্ত করিত কারণ নবাঙ্কের বর্গাত্মক বর্ষ বয়:ক্রম পূর্ণ করিয়াই প্রাণভাগে করেন।

তিনি প্রাচীনাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া লোকাস্তর গমন করেন সিনেকার মতে তাঁহার দীর্ঘায়ু পরিমিত ভোজন ও পরিশ্রম ঘারা হইয়াছিল। হুমিপুস কহেন, কোন বিবাহের উৎসবে আর সিসিরোর মতে লিখিতে ২ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় কিন্তু ফেরিসিদির স্থায় থাঁহারা বলেন যে মন্তকের যুক প্রযুক্ত তাঁহার পঞ্জ

হয় তাঁহাদের কথা অসঙ্গত ও অলীক। তাঁহার কবরোপরি স্তপ্তে নিম্নলিথিত লিপি খোদিত ছিল।

5

শান্ত দান্ত দদাচারে অতুল্য ভূতলে। স্থাল আরিইক্লিশ আছেন এখলে।। জ্ঞান গুণে ষত নর খ্যাত মহীতলে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইনি দেষ্টারাও বলে॥

2

লুকায়ে রেখেছে পৃথী পাতিয়া আসঙ্গ।
এই হলে প্লেতোর পবিত্র সাধু অন্ধ ॥
জীবাত্মা পাইয়া তাঁর অমরের সন্ধ ।
ক্ষরসঙ্গে স্বর্গে সদা করিতেছে রন্ধ ॥
আরিষ্টের পুত্র তিনি ধন্য তাঁর নিঠা।
দূর দেশী সাধ্রাও করেন প্রতিঠা ॥

9

কবরে বদেছ পক্ষী কি লক্ষ্য করিয়া।
তারাময় স্থরালয় দিকেতে চাহিয়া॥
স্বর্গে উড্ডীন শ্লেভোর আমি আত্মাকৃতি।
জন্মভূমি গর্ৱে গুপ্ত ধাঁহার আকৃতি॥
ইতি ষ্টান্লি রচিত দর্শন শান্ত্রের বুত্তান্ত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।
**

^{*} বিভাকল্পক্ষাত্র থগু/১৮৪৭।

রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র

এতদেশীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন যে ফিক্রমাদিত্য নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন পরস্ত কাপ্তান উইলফর্ড সাহেব অনেক অসুস্কানানন্তর লিখিয়াছেন যে ঐ নামধারী অষ্ট অথবা নব সংগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল এবং প্রায় স্কলেই শালিবাহন, শালবান, মৃসিংহ অথবা নগেন্দ্র নামক শক্রর সহিত যুদ্ধে প্রাবৃত্ত হয়েন। বিক্রমাদিত্য নামা অনেক ব্যক্তি রাছত করিলেও কেবল একজন মহাবল পরাক্রান্ত এবং যশসী হইয়াছিলেন অতএব কয়জন মহীপাল ঐ নামধেয় ছিলেন এম্বলে তাহার বিচার না করিয়া কেবল উজ্জিয়িনীর অধিপতি বিখ্যাত বীর বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি। অস্তান্ত প্রাচীন মহোদয় পুরুষদিগের স্তায় বিক্রমাদিত্যের জীবন বুত্তান্তেও অনেক অস্ভব বর্ণনা ও অলীক কথার উল্লেখ আছে আমরা এই সভ্যাসভ্য মিশ্রিভ বিজাতীয় ইতিহাস রাশি হইতে সম্ভাব্য কথা নির্বাচন করিয়া সম্থবর্ষ গণনার মূল মহা প্রতাপি উজ্জয়িনী রাজের নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করিব। গন্ধর্বদেন নামক এক ব্যক্তি ধারা নগরীয় ধাররাজের কন্তাকে বিবাহ করিয়া-ছিল তাহা হইতে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় অথচ জ্যেষ্ঠ এক ভাতা ছিলেন তাঁহার নাম ভর্ত্হরি, ধাররাজ এ হুই দৌহিত্তের বিভা শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন, কথিত আছে এক দিবস তাহাদিগকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া বিভোৎসাহী করণার্থ এইরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন, "এরে বাছারা বিভাহীন যে মহুয় সে পশু অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারদের প্রম্থাং আপনার হিত শুনিয়া বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাক ও ধর্মশাস্ত্র ও জানশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধক্তবেদ ও গন্ধর্ব-বিতা ও নানাবিধ শিল্প বিতা উত্যক্ষণে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিতাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না, হন্তি অশ্ব রথারোহণে স্থদ্দ হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লক্ষেতে উলক্ষেতে ও ধাবনেতে গড়চক্র ভেদেতে ও বাহ রচনাতে ও বাহ ভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি বিগ্রহ যান আদন দৈধ আশ্রম এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ দণ্ড দাম দান এই উপায় চতুইয়েতে অতিশয় কুশল হও'' রাজাবলী। ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য মাতামহ প্রমুধাৎ এই২ হিড বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু যত্ন পুর:সর বিভাথি হইয়া পঠিত শাল্পে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন, ভর্ত্বি যোগি গোরক্ষনাথের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণের স্থ্র সংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন আর কতিপয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ধাররাজ দৌহিত্রদিগের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি ও কার্য কৌশল দেথিয়া মহা সন্তুষ্ট হইরা বিক্রমাদিত্যকে মালুয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কথা পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মাতামহের নিকট খাইয়া বিনয়পূর্বক কহিলেন"ভর্তৃহরি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি থাকিতে আমার রাজত্ব গ্রহণ উচিত হয় না বরং আমি তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিব"। ধাররাজ বিক্রমাদিত্যের এমত নিম্পৃহতা ও মহাম্বভবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অম্বরোধে ভর্তৃহরিকেই মালুয়া দেশের;রাজা করিলেন কিন্তুরাজকীয় কার্য সকলংবিক্রমাদিত্যের দ্বারা নিপান্ন হইতে লাগিল এবং উক্জেমিনী নগরী রাজধানী হইল।

ভর্তহরি বিদ্যান হইলেও অভিশয় সৈণ প্রযুক্ত সর্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন এবং প্রজা পালনার্থ পরিশ্রমে কাতর হইতেন এনিমিন্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে ঐ দ্যাব্যবহার ত্যাগ করিতে বারম্বার অন্তরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ফল উৎপন্ন হয় নাই বরং তাঁহার মনে ভ্রাতার প্রতি বিক্রমভাব উদয় হইয়াছিল। ভর্তহরি দ্বীর কুমন্ত্রণা কুহকে বন্ধ হইয়া অন্তজ্ঞের সহিত দাক্ষাৎ করিতে বিরত হইলেন'এবং তাঁহাকে স্বীয় সমীপেআদিতে বারণ করিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের নিকট এই প্রকার অপমানিত হইয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্বটন করিতে লাগিলেন এই সময়ে তিনি বিবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ জাতির শিল্প বিত্যা ও রাজকীয় ধারা এবং রীতিনীতি নিরীক্ষণ করিয়া বহদশিত্ব উপার্জন করেন অপর ঢাকার দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন দে স্থান তাঁহার নামান্ত্রসারে বিক্রমপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অত্যাবধি বিখ্যাত আছে পরে গুজরাট দেশস্থ এক মহাজনের বাটীতে আদিয়া বাদ করেন।

ইতিমধ্যে ভর্ত্হরি স্বীয় মহিয়ীর অদতীর দর্শনে অত্যন্ত অস্কৃথী হইয়াছিলেন এবং সংসারাশ্রমে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহাতে মালুরা দেশে অরাজক হয় এবং প্রজাগণ ধন প্রাণের ভয়ে ঘোর ত্রবস্থায় পতিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ইহা শুনিয়া গুজরাট দেশ হইতে আগমন করত উজ্জ্বিনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহাতে তাঁহার বল বীর্থ ও কর্ম কৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল তিনি বন্ধ কোচবেহার গুজরাট ও সোমনাথ প্রভৃতি দেশ সকল ক্রমশঃ অধিকার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের বংশ শ্রীভ্রন্থ হইলে পর মগধ রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজগৃহ তাহার রাজধানী হয় তথায় শিশুনাগ বংশীয়

পরিশিষ্ট ৬৫৩

রাজারা যখন রাজত্ব করেন তৎকালে পারশু রাজ দেরাইন্নদ হিন্তাম্পিদ ভারত-বর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া অষ্ট লক্ষ মূদ্রার অধিক বাংনরিক রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, তাঁহার মরণানস্তর জরদেদ পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া গ্রীদ দেশ আক্রমণের উত্যোগ কালে ভারতবর্ষ হইতে দৈন্ত সংগ্রহ করেন। শিশুনাগ বংশোদ্ভব নুপতিদের সময়ে শুকোদনের পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গৌতম এভদেশের মধ্যে বৌদ্ধর্ম প্রচার করেন, তাঁহারদের পর যে ২ মহীপালেরা মগধ রাছ্যে আভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের দর্বাপেক্ষা দান্দ্রকতদ অর্থাৎ চন্দ্র গুপ্ত অতি বিখ্যাত, তিনি দিলুকদ নাইকেতরের বন্ধু এবং জাঘাতা ছিলেন ঘিনি আলেগজন্তর রাজার পরে দিরিয়া দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, ঐ দিলুকদের দৃত মিগা-ষিনিদ চন্দ্রগুপ্তের রাজদভায় অবস্থিতি করিতেন তিনিই ভারতবর্ধের বুরাস্ত গ্রীক গ্রন্থকার দিগকে জ্ঞাপন করেন, খ্রীষ্টের ২৯২ বর্ব পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের লোকান্তর প্রাপ্তি হয় তংপরে যে ২ ভূপতি হয়েন তাহাদিগের মধ্যে অশোক রাজ অতি বিখ্যাত, তিনি বৌদ্ধর্মের বিস্তার করণার্থে যথেই উৎসাহী ছিলেন এবং স্থানেং চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও দাধারণের প্রতি স্থনীতির উপদেশ দিতেন। আগে গলন্দর রাজা বিয়া কাহার ২ মতে শতক্র নদী পর্যন্ত আদিয়া ছিলেন তাঁহার প্রত্যাগমন হইলে পর গ্রীকেরা বাক্তিয়া অর্থাৎ বকদেশে এক রাজ্য স্থাপন করে পঞ্চাবের অধিকাংশ সেই রাজ্যের অধীন ছিল ঐ রাজ্য ১৩০ বংসর পর্যন্ত প্রবল থাকিয়া পরে শক অর্থাৎ দিদিয়ান জাতির দারা উচ্ছিন্ন হয়। এটের পর শত বর্ষের মধ্যে দিদিয়ানের। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করত পর্বত্র আপনারদের শক্তি বিস্তার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে দমন করিয়া স্বদেশের মান রক্ষা করেন এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শকারি হইয়াছিল। তিনি মালুয়া দেশে রাজধানী স্থাপনের অত্যে পালিবথ ও কায়কুজ নগরে বাস করিতেন, আর অযোধ্যা পুরীকে উচ্ছিন্ন দেখিয়া পুননির্মাণ করেন। যুধিষ্ঠিরের পূর্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তৎকালে শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য উত্র প্রভৃতি নানাদেশ জয়করিয়া শকাদিত্যের প্রভাব ভন্ন করিবার মান্সে যুদ্ধারস্ত করিলেন এবং তাহাকে রণশায়ি করিয়া সম্দয় ভারতভূষি এক-চ্ত্তা করত সর্বত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ ও মগধের মহিমা বিলুপ্ত হইল এবং উজ্জিয়নী সমস্ত ভারতবর্ষের রাজপুরী হইয়া উঠিল।

বিলুপ্ত হইল এবং ডজ্জায়ন। সমস্ত ভারতবংবের রাল ব্যা বিক্রা বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তে অনেক সত্যাসত্য মিশ্রিত উপক্রাস আছে ভারত-বর্ষীয় গ্রন্থকারেরা রাজার গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ তাহা কল্লিত করিয়া থাকিবেন ফলতঃ বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধি অর্থাৎ ঐ নামে বিখ্যাত হুই দৈত্যকে

আপনার শাদনাধীন করা ও ঘাত্রিংশং পুত্তলিকা সহিত সিংহাসন লাভ এবং কুব্জ কুব্জী নামে প্রদিদ্ধ তুই মায়াবিকে বশীভূত করণ আর তাহারদের অভূত ক্রিয়া এই বিষয়ের উপকথা পূর্বাঞ্চলস্থ সামাগ্র অসম্ভব গল্পের ত্থার বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এ সকল অসম্ভব রূথা জল্পে পাঠকবর্গের মনোযোগ করিবার প্রয়োজন বিরহে সমৃদ্য বিবরণ না লিখিয়া উদাহরণার্থ কতিপয় কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কথিত আছে একজন সন্নাদী রাজার নিকট প্রত্যহ আদিয়া একটি শ্রীকল উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করিত রাজা ঐ কল গ্রহণ করিয়া ভাগুরে রাথিবার নিমিত্ত মন্ত্রীহন্তে সমর্পণ করিতেন। এক দিবস দৈবাৎ ঐ উত্তম ফল এক বানরের হত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে কপির দন্তাঘাতে ফল ভালিয়া গেলে তাহার অন্তর হইতে মনি মানিক্য ভূমিতে পড়িতে লাগিল নরপতি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং পর দিবস তাপস আদিলে ঐ আশ্চর্য উপঢৌকনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাদা করিলেন তাহাতে সন্মাদী তাহাকে কহিল যদি এ বিষয়ের তথ্য জানিতে বাঞ্ছা করেন তবে আমার সহিত আগমন করুন, রাজা ভাহাতে সন্মত হইলে এক নিদিষ্ট দিবসে তাঁহাকে কালিকা দেবীর মন্দিরে লইয়া গেল সন্মাদীর মানস ছিল যে ঐ নিভৃত স্থানে রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহার মন্তক ছেদন পূর্বক তাল বেতাল দিন্ধ হইবে কিন্তু বেতালের মাহায়ে রাজা স্বয়ং কালীর নিকট সন্মাদীর শিরশ্ছেদ করিয়া তাল দিন্ধ হইলেন এবং এই প্রভাবে যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন ঐ সময়ে বেতাল রাজাকে যে পঞ্চ বিংশতি উপাধ্যান কহে তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পূত্তকে বণিত আছে।

আরও কথিত আছে কোন সময়ে ইন্দ্রের সভাতে রস্তা ও উর্বশীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসার্থ বিক্রমাদিত্য আহত হন তিনি তিথিয়ের যে সমাধা করেন ইন্দ্র তাহাতে তুই হইয়া তাহাকে দাক্রিংশং পুত্তিকা বাহিত দিংহাদন প্রদান করেন বিক্রমাদিত্য ঐ দিংহাদনে বদিয়া বহুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বণিত আছে ঐ দিংহাদনের অভুত ঐক্রজালিক শাজিছিল যে ব্যক্তি তাহাতে বদিতেন তিনিই স্বভাবত সদ্বিচার করিয়া সকলকে সম্ভই করিতে পারিতেন কিন্ত বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাহা ভূমিদাং হয়।

বিজ্ঞাদিত্যের মৃত্যু বিবরণও অলীক কথার পরিপূর্ণ, কথিত আছে তিনি কালীর পূজা করাতে দেবী সম্বুটা হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে ধ্রণীমওলে অভূত জাত এক ব্যক্তি বাতিরেকে অন্ত কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেক না, দেই অভূত ব্যক্তির নিশ্ম করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয় এবং বেতালকে তাহার অস্থ্যমনান করিতে আজ্ঞা করেন বেতাল অস্থেমণ করত তত্ত্ব ভানিয়া নিবেদন করিল যে প্রতিষ্ঠানপুরে এক কুন্তকারের কল্লা ঘাদশমাদ গর্ত্ত ধারণাননন্তর এক পূত্র প্রদাব করিয়াছে ঐ কুমার বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কভিপয় মৃতিকা নিমিত অশ্ব গজ দৈল্ত সামন্ত লইয়া ব্যহ রচনা করত স্বয়ং দেনাপতির কর্ম করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দদৈল্যে যাত্রা, করত শালিবাহন নামক ঐবালকের দমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ করণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দম নিমিত অশ্ব গজ দৈল্য সামন্তকে ইন্দ্র-জাল শক্তিঘারা সভীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাকে প্রাজিত করিয়া তাঁহার মৃগুণাত করিল।

এই প্রকার অলীক গল্পে বোধ হয় আমাদের ইভিহাস রচক দিগের মানসিক ভাব অত্যন্ত বিরুত ছিল স্ত্তরাং যাহার। পূর্বতন কালের মন্থ্যুবর্গের স্বরণে রাখিতে চাহে অথচ অমূলক কল্লিত জলনাকে সতা বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করে না তাহাদের চেষ্টায় ঐ সকল লেথকদিগের রচিত গলাদি ঘটিত বৃত্তান্ত ভয়ানক বাধা দেয় ঐ গল্প রচকদিগের তাংপর্য এই যে এমত ক্ষমতাবান ও প্রজাবংসল রাজার গুণ কীর্তন করিবেন তিনি নানাবিধ আপদগ্রন্থ হইলেও বৃদ্ধি কৌশল ও বিজাতীয় পরিণামদর্শিতা গুণবার। বিদেশীয় শক্র ও স্বদেশীয় বিহোহী সকলের দ্মন করণের সমর্থ ছিলেন আর অবশেষে অপূর্ব বলবত্তর নৃপতির আক্রমণে বিনন্ত হয়েন। কোনং দিছান্তকারের মতে বিক্রমাদিতোর মৃত্যুসম্বন্ধীয় অভ্যত বিবরণের অর্থ এই যে তদীয় বর্ধ অর্থাং সম্বং শালিবাহনের বর্ধ অর্থাং শকাকা প্রচলিত হওয়াতে বিলপ্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাদে লিখিত আছে যে শালিবাহন বিক্রমাদিতাের সহিত ব্যাপককাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এই পণে সন্ধি করিয়াছিল যে নর্মদা নদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণ দীমা এবং আপনার রাজ্যের উত্তর দীমা থাকিবেক এবং তৎপরে তাঁহারা উভয়ে স্ব২ রাজ্যে আপন২ শক প্রচলিত্ করিয়াছিলেন।* সাধারণের মতে কলিঘুগেরণ ৩০৪৪ বর্ষে গ্রীষ্টের ৫৬ বংসর পূর্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় আর সেই অবধি সম্বৎ বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, ত্রৈলিক প্রভৃতি দেশে

^{*} শালিবাহন টেগরা হইতে পতিষ্ঠানপুরেতে রাজধানী লইয়া যান ঐ প্রতিষ্ঠান প্লিথনা নামে পেরিপ্লব গ্রন্থে বিগ্যাত লাছে। গোদাবরী ভীরস্থ ই স্থানকে একণে মঙ্গিপল্টন কহা যায়।

[ি] সন্দপ্রাণের কুমারিক। গভে লিথে কলিমুগের ৩০২০ বর্ষে বিজ্ঞাদিত্যের রাজ্যারত্ব হয়।

অভাবধি ঐ গণনা চলিত আছে, শালিবাহন বর্ষের নাম শক অথবা শকাকা গ্রীষ্টীয়
৭৮ বংসরে তাহার আরম্ভ হয়, সন্থং ও শকাকার অঙ্ক পরস্পার ব্যবকলন করিলে
১০৫ বংসর অন্তর থাকে স্কৃতরাং বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন যে এককালে উদয়
হইয়াছিলেন তাহাতে মহা সংশয় জন্মে এ সংশয় ছেদ করিবার কেবল একমাত্র
উপায় দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাং বিক্রমাদিত্যের জন্মাবিদি সন্থং গণনা ও
শালিবাহনের মরণাবিদি শকাকার আরম্ভ কল্পনা করিলে এ বিষয়ের সমন্বয়
হইতে পারে এবং এ প্রকার গণনামুদারে বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্টের ৫৬ বংসর পূর্বে

কেহ২ কহে বিক্রমাদিত্য এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন তবে যে কালিকাদেবীর মন্দিরে দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন সে কেবল সাধারণ লোকদিণের সম্ভোষার্থ, একথা সভ্য হইলে লৌকিক মত ও আচার দৃশ্য বোধ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানীর উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই স্বতরাং তাঁহার আচরণে দোষ স্পর্শ হইতে পারে কেননা তিনি যে মতাফুসারে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতেন মনেং ভাহাতে বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা ছিল, পরস্ক দাধারণ লোকের অবিভার প্রতিপক্ষ হইয়া স্ব২ মতাত্ম্বাল্পী ব্যবহার করা রাজারদের পক্ষে স্থক্তিন একারণ বিক্রমাদিত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না, যাহা হউক তিনি কাহাকেও স্বথ মতাত্র-যায়ী ধর্ম দাধন করিতে বাধা দেন নাই যে ব্যক্তি যে মতাবলম্বী হউক সকলকেই অবাধে স্ব২ মতাত্মনারে কর্ম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিণের মধ্যে পরম্পর যে বিরোধ ও তুমুল কলহ হইত তাহা ভারতবর্ষের কোন থতে অপ্রকটিত নাই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোন দলের আকুকুল্য করত রাজশক্তি প্রকাশ করেন নাই, কবিবর কালিদান ও কোষকার অমর দিংহও তাঁহার অতি বিশ্বাস পাত্র ছিলেন ও সর্বদা সভাগ উপস্থিত থাকিতেন রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত সহবাদ করিতে কিঞ্চিন্সাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রে যে২ গুণ দেদীপামান ছিল তাহাও স্বীকার করিতে ঘুণা করেন নাই বাহা হউক বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এই এক মহানুভবত্বের বিশেষ লক্ষণ বটে যে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও প্রজার মানসিক স্বাধী-নতার ব্যতিক্রম করেন নাই। কেহং কহেন তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্মবিষয়ক দ্বেষ ও মাংসর্য শিথিল হইয়াছিল এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্ব২ অভিমতাত্ম্পারে ধর্মপাধন করিবার অন্তমতি সহজে প্রকাশ করিতে পারিয়া-ছিলেন, যদি প্রজারা বান্তবিক তংকালে মাংস্থহীন হইয়া থাকে তবে তাহাকেই রাজার সদাশয়ত্বের হেতু ও ফল স্বীকার করিতে হইবে।

বিক্রমাণিত্য যে সদাশয় ছিলেন তাহার আরো ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি সমুদয় ভারতবর্ধকে একচ্চত্র করিয়া দেশীয় সমস্ত সম্পত্তি ও বিভব নিজন্ম বলিয়া কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন তথাচ এন্ডা খণ্ডন্থ অক্যান্ত এবর্ষশালী ভূপভিরদের স্থায় <u>ঐহিক স্থভোগে আসক্ত অথবা পরিশ্রম করণে কাতর হয়েন নাই</u> বরং তাঁহার ঐশর্বভোগে এতাদৃশ বিতৃষ্ণা ছিল যে সামান্ত শব্যাতে শব্দ ও মুত্তিকার পাত্তে জলপান করিতেন রাজ্যের শাসন স্থবিচার ও নিজ বিজ্ঞতায় তাঁহার যশ এমত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল বে কবি ও পুরাবুত্ত লেখকেরা তাঁহার গুণ বর্ণনে পরশ্পর অতিরিক্ত লিখিতে ঘত্ন করিয়াছেন তিনি অনেক দেশ পর্যটন পূর্বক নানাপ্রকার হিতকারক জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন আর অন্তের বিভাধায়নে মহোৎসাহ দিতেন এবং আপনিও বিভাতুশীলনে অল্ল পরিশ্রম করেন নাই, কথিত আছে তিনি ভূগোল বুত্তান্ত বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়া ছহতে লিথিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক রাক্ষদীর সহিত সন্দর্শন ও তাহার সমস্তাপুরণ বিষয়ক এক গল্প আছে তাহাতেও তাঁহার বৃদ্ধির প্রথরতা প্রকাশ পার। ঐ রাক্ষ্মী কোন সময় তাঁহার নিকট আসিয়া কহিয়াছিল বে আমার কয়েক সমস্তা আছে বদি শীঘ্র তাহার পূরণ না কর তবে তোমার রাজ্যন্থ প্রজাদিগকে সংহার করিব। নিশাচরীর সমস্তা ও রাজার উত্তর এখনে লেখা যাইতেছে, যথা।

প্রশ্ন। পৃথিবী হইতে গুরুতরা কে, গগন হইতে উচ্চ কে, তৃণ হইতে লঘুতর কে এবং প্রন হইতে বেগগামী কে ?

উত্তর। জননী পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, পিতা গগন হইতেও উচ্চ, ভিক্ক তৃণ হইতেও লঘুতর এবং মন পবন হইতেও বেগগামী।

প্রশ্ন। ধর্ম কি প্রকারে জন্মে, কি প্রকারে প্রবৃত্তি হয়, কি প্রকারে স্থাপিত হয়, এবং কি প্রকারেই বা বিনষ্ট হয় ?

উত্তর। দয়াতে ধর্মের উৎপত্তি, সত্যেতে প্রবৃত্তি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে বিনাশ।

প্রশ্ন। মহারাজ কাহাকে কহা যায়, বৈতরণী নদীই বা কে, কামধের কে ও কাহার সম্ভণ্টি হইলে মনে সম্ভোষ জন্মে?

উত্তর। যিনি ধর্মান্থদারে প্রজাপালন করেন তিনিই মহারাজা, আশাই বৈতরণী নদী, বিভাই কামধেন্ত, আর প্রমাত্মার তৃষ্টিতেই মনের তৃষ্টি।

এইরপ সমস্তা প্রণ হওয়াতে রাক্ষদী তুষ্টা হইয়া মন্দিরে প্রস্থান করে।
চন্দ্র স্থা বংশীয় অনেকং নরপতি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন এবং দ্বং রাজ্য পালনে
অভুত কৌশল অথবা রণক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য প্রকাশপূর্বক বিখ্যাত হইয়াছিলেন
প্রব্যা ৪২

আর বৃত্তি দারা ব্রাহ্মণপঞ্জিতদিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রবৃত্ত করাইতে ও স্থাকর শিল্পবিভার অন্ধূশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে অনেকেরই যত্ত্ব ছিল কিন্তু কোন মহীপাল পণ্ডিতগণের গুণ গ্রহণে অথবা পদার্থ সাহিত্যে শিল্পানি বিভার সমাদরে বিক্রমাদিত্যের তুল্য যশস্বী হইতে পারেন নাই।

বিক্রমাদিত্যের কালে পৃথিবীর সর্বএই বিচিত্র ঘটনা হয় ইউরোপ এবং এস্থা উভয় থণ্ডেই বিল্লা ও স্থনীতির বিষয়ে বিলক্ষণ ঐংস্ক্য প্রকাশ হইয়াছিল, তৎ-কালে রোমানদিগের বিভার সম্পূর্ণ পরিপকতা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষার উপক্রম হয় ঐ ঠুই মূল কারণেই ইদানীন্তন ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রাজনীতির বিশেষ শোধন হইয়াছে। যৎকালীন বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজা ছিলেন তৎ-কালীন অগত্য রোম দেশে রাজ্য শাসন করেন সে সময়ে ঐ দেশে বিবিধ প্রকার বিভানের উদয় হইয়াছিল এবং অহরহ বিভার চর্চা হইত, লিবি নামে গ্রন্থকার রাজবাটীর মধ্যেই সমাটের সমক্ষে পুরাবৃত্ত রচনার স্থল তাৎপর্যের বিচার করি-তেন, কোন স্থানে বজিল ইনিএসের ভ্রমাণাদির বুতান্ত মধুর স্থরে গান করি-তেন, কোন স্থানে বা হোরেস কবিতার রস লালিত্য বিস্তার করত শ্রোতার মনোরঞ্জন ও চিত্তাক্ষণ করিতে যত্ন করিতেন, আর কোন আশ্রমে ওবিদ মনোহরচ্ছনে শ্লোক রচনা করত অভূত গল ঘারা এই সংসারের নানাপ্রকার বিকারের বর্ণনা করিতেন। সমাটের বন্ধু অথচ অমাত্য মেদিনাশও যথেষ্ট বলা-গুতা পূর্বক যাবতীয় বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী লোকের সমাদর করিতেন, এবং সাহিত্য ও শিল্পবিভার মহা উৎসাহ দিতেন সর্বকালের রাজা ও রাজপুরুষদের পকে যাহা অব্যা কর্তব্য, ইউরোপ এবং এস্থাথত্তে বিদেশীয় সংগ্রাম ও স্বদেশীয় বিদ্রোহীতার যে২ অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে তাহার বিবরণের মধ্যে অগন্তদের রাজত্বকালের তায় বিরোধ রহিত সময়ের বৃত্তান্ত বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণে স্থাদ্য হয় রাজা তৎকালে স্বয়ং আমোদ করিয়া বিভালুশীলন ও বিভাবিতরণে উৎসাহ দিতেন আর মেদিনাশ সদাশ্য় প্রযুক্ত প্রজাবর্গের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় ঔংস্ক্য প্রকাশ করিতেন, রোমানের। তরিমিত্ত তাঁহার এমত অমুরাগ করিত যে তাঁহার মরণানন্তর দেহের সমাধিকরণ সময়ে একচিত্তে কহিয়াছিল "ইনি চিরজীবী হইলে আমারদের মঙ্গল হইত।"

বিক্রমাদিত্যের কাল প্র্বাপেক্ষা আর এক ঘটনায় মহোজ্জন হয় দে সময়ে সকলে তাহা জানিতে পারে নাই বিবেচনাও করে নাই অর্থাৎ ঐ সময়ে ইন্থলা দেশস্থ বেথ্হেলেম নগরে যিশু গ্রীষ্টের জন্ম হয়।* তিনি যে উপদেশ ও নিয়ম প্রচার

^{*} গ্রীষ্টের ৫৬ বর্গ পূর্বে যদি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হট্যা পাকে অর্থাৎ তাঁহার মরণাবধি যদি সম্বৎ

করেন অন্ন কালের মধ্যে তদবলদনে ইউরোপের সর্বত্র লোকদিগের মতান্তব হইয়া উঠে তাহাতে সাধারণের মনে নৃতন ভাবের উদয় হয় সার ঐপতের প্রায় সর্বজাতি সভ্য ভব্য ও নাতিজ হয় তাহার লক্ষণ অহাপি দেদীপ্যমান আছে। এ স্থলে আর এক আমোদজনক বিষয় এই যে বিক্রমাদিত্যের কিয়ৎকাল পরে চীন দেশের মহীপাল পরস্পরাগত জনশুতি প্রমাণ কংকৃতের কথিত অমৃত পক্ষতি বিষয় নির্ণয় করিবার মানসে ভারতবর্গে দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন কংক্ছের জীবন বৃত্তান্তে ইহার প্রসন্ধ করা গিয়াছে কথিত আছে ঐ চ্তেরদের দারা চীন জাতীয়দের মতের সারলা ভঙ্গ হয় দৃতের। প্রত্যাগমনপ্র্যক কহিয়ালি ভারতবর্গে ফো নামা একজন ধর্মপ্রেশক অবভীর্গ হইয়াছেন বোধহ্য চীন দেশে এই প্রকারে বৌদ্ধর্মের প্রচার হয়।

বিজ্ঞমাদিত্যের কাল দংস্কৃত বিভার চালনাতেও মহোজ্জন হয়, তিনিও হংস্তিদের ন্যায় বিভার অনুশীলন ও পণ্ডিত দকলকে উৎদাহ প্রদান করিতেন, সভাতে নবরত্ব নামে প্রদিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম ধরন্তরি ক্ষপণক, অমর সিংহ, শল্প, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির, বরক্ষচি। এ সকল মহোপাধ্যায়দিগের নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাছিল, দকলেই প্রায় কাব্য শাস্থ্যে বিশেষরূপে পারদর্শী ছিলেন, অমর সিংহ পভেতে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অভাপি প্রসিদ্ধ আছে এবং সংস্কৃত-বিভার্থী মাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন।

বরাহ মিহির জ্যোতিবিভার নৈপুণ্য প্রযুক্ত বিগাত ছিলেন, অনুযান হয় তিনিই পভা রচিত সূর্যদিদ্ধান্ত নামে ভূগোল থগোল বিষয়ক প্রদিদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহকার, হিন্দুজাতিরা পদার্থাদি শাস্ত্রে কি পর্যন্ত বুংপর ছিলেন ঐ সূর্যদিদ্ধান্ত এং ভাল্করাচার্যের রচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, ক্থিত আছে বরাহ মিহিরেরি নামান্তর ভাল্করাচার্য এবং তিনি ঐ নামে অভাভা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বগদাদ নগরীয় হাক্রণ আলু রসিদ ও মানসরের সভাল্থ হিন্দু ভিষ্পেরা উক্ত গ্রন্থ সমূহ প্রচার করেন, বোধহয় আরবি লোকেরা তাহাতে থগোল বিভান্থশীলনে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

গণনা হইয়া থাকে তবে স্তরাং তিনি গীছের সময়ে বর্তমান জিলেন না এবং অগস্তদ তাহার মৃত্যু সময়ে ছয় বৎদরের শিশু মাত্র ছিলেন কিন্তু শালিশাহনের সহিত তাহার এককালে বর্তমান থা কিবল প্রস্তাবে সম্বং ও শকালের সময়য় করণার্থ আমরা অনুমান করিয়াছি যে বিক্রমাদিতোর জন্ম হইতে সম্বং গণনা ও শালিবাহনের ময়শাবিধি শকাকারগণনারত হয় তাহাতে বিক্রমাদিতা অগস্তদ অপেক্ষা ছয় বৎদরের কনিষ্ঠ হয়েন এবং গ্রীষ্টের জন্মকালীন অবগ্র প্রলপ্রতাপ ছিলেন পরত্ত মার্শমেন নাহেব ক্রেন বিক্রমাদিতা গ্রীষ্টের ৫৬ বর্ধ পূর্বে রাজ্যারত্ত করেন (ভারতবর্ধের প্রায়ন্ত)।

কথিত আছে বেতালভট্ট বিক্রমাদিত্য ঘটিত বছবিধ গল্প বিষয়ক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থের রচনা করেন ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষাতে অভাপি চলিত আছে। কেহ্২ বলেন বরক্ষচি বিভাক্সনরের উপাথ্যান লিথিয়া-ছিলেন তাহা অনেককাল পরে নবদীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বায়ের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে সংগৃহাত হয়।

নব রত্বের মধ্যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকে সর্বাপেক্ষা মহোজ্জল করিয়া ছিলেন, অনেক কালাব্ধি পণ্ডিত্বর ঋষিরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন বটে কিন্তু কালিদানের ভাব শক্তিতে ঐ ভাষা আরও উন্নতিশালিনী হয়, বেদের অন্তর্গত সংহিতা প্রভৃতি বান্ধণদিগের পাণ্ডিত্যের প্রথম জাত ফল পরে বাল্মীকি কবি যশের আকাজ্ঞায় কবিতা লতার* শাখার্চ হইয়া রামচন্দ্রের উপাখান মধুরাক্ষরে গান করেন, অনস্তর অষ্টাদশ পুরাণ রচক বলিয়া বিখ্যাত ব্যাদ ঋষির উদয় হয় তিনি বিবিধ রস ও অলফারের সহিত শূরবীরগণের ইতিহাস বর্ণনা করেন কিন্তু কালিদানের রচনা কাব্যরদে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে, পুরাণাদির প্রতি লোক সমাজের মহতী শ্রদ্ধা আছে বটে ফলতঃ পূর্বতন কালের যথার্থ বৃত্তান্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য কেবল পুরাণের মূল কথা হইতে তথনকার চলিত মত ও লোকাচারের বিষয়ে ধংকিঞ্ছিং জ্ঞান সংকলন করা যায় অতএব প্রাচীন বিবরণের অস্থদন্ধানকারিরা অবশ্র ঐ সকল গ্রন্থকে মহামূল্য বোধ করিতে পারেন তথাচ বিভার্থী ছাত্রগণ তাহাতে প্রায় হস্তক্ষেপ করে না আর পুরাণ ব্যবসায়ী লোক অর্থাৎ পূর্বতন গল্প ও কবিতা পাঠই যাহার-দের উপজীবিকা তদ্তির অন্ত কেহ প্রায় তাহার পাঠও করে না পরস্ক কালিদাদের রচনা তদ্রপ নহে তাঁহার কাব্যাদি রচিত গ্রন্থ দাহিত্য বিভার প্রধান অঙ্গস্বরূপে ধার্য হইয়াছে দকলেই কাবা ও নাটক বিষয়ে তাঁহার ভাব শক্তি অতাপি অতুল্য জ্ঞান করেন একারণস্থার উলিয়ম জোন্স তাঁহাকে"হিন্দুদের সেক্সপীয়ররূপী''বলিয়া সমাদর পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন, খদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার রচিত শকুস্তলা নাটকের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং তাহা ইংরাজী ফ্রেঞ্চ ও জর্মান ভাষাতে অমুবাদিত হইয়াছে, এতঘ্যতীত তিনি বিক্রমোর্বশী, হাস্থার্গব এবং মালবিকাগ্নি-মিত্র নামক গ্রন্থও লিথিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত কাব্য রচনা করিয়া বিভাত্বরাগি পণ্ডিত-বৃহহের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত, শৃঙ্গার তিলক, প্রশোত্তরমালা, শ্রুতবোধ, ঋতুদংহার প্রভৃতি গ্রহের মধ্যে যদিও কোন২ স্থলে অঞ্লীল দোষ ও ব্যর্থ যমকাদি আছে তথাপি

রামায়ণ আদিকাতে।

পরিশিষ্ট ৬৬১

তাহা পণ্ডিত মাত্রের আদৃত হয়। কালিদাদের ষশ তংকালীন লোকদিণের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ভূরিং পণ্ডিত অন্তান্ত রাক্ষসভায় পণ্ডিতা প্রকাশ পূর্বক সকলকে জয় করত মহা গর্বে উজ্জায়নীতে তাদৃক্ আশায় আগত হইতেন কিন্তু তাহারদের অন্তত্রলক বিজয় পত্রিকা কালিদাদের পাণ্ডিতা জ্যোভিতে শীর্ণ হইয়া যাইত, কালিদাদ নিজ উজ্জন প্রভায় তাহায়দের দীপ্তি মলিন করিয়া দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর কালিদাদের সহিত অনেককাল পর্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠরূপে গণা হইতে যত্র করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পরাভব শ্বীকার করেন।

কালিদাদের এই এক মহা যশ যে এ ঘটকর্পর তাঁহার চির বিরোধী হইয়াও অবশেষে নিম্নলিথিত শ্লোকে তাঁহার প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যথা।

কুস্থম সমূহ মধ্যে জাতী মনোহর।
নগর নিকর মধ্যে কাঞ্চী রমাতর ।
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রস্তা নারীবরা।
রাম নূপশ্রেষ্ঠ, গলানদী পুণ্যতরা ॥
সাহিত্যেতে মাঘ কাব্য সতত বিরাজে।
কালিদাস পূজাতম কবির সমাজে ॥

বিক্রমাদিত্য কেবল নব্য পণ্ডিত দিগের মহা সমাদর করিতেন এমত নহে, প্রাচীন পুরাণাদি পুন্তক শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করণার্থও বিশেষ মত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং ঐ অভিপ্রায়ে স্বয়ং বারাণসীতে প্রস্থান করিয়া তথাকার মান্তবর পণ্ডিত-গণকে পুরাণ পাঠ করণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ঐ সকল এম্ব ভিন্ন আলবিত হইত একারণ সহজেই বিশৃঞ্জল হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং কিঞ্চিৎ অসাবধানে নই হইয়া ষাইত। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অধ্যক্ষ করিয়া তাহা নানা আদর্শের সহিত এক্য করত উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আদেশ করেন এইরপ্রে কালিদাস হইতে রামায়ণ ও মহাভারত শুদ্ধ হইয়া ইদানীম্বন ধারায় প্রচলিত হয় অতএব গ্রীকরাজ পিসিপ্রেভ্সের সভাম্ব করির। হোমরের গ্রন্থের সম্বন্ধে যেরপ উপকার করিয়া ছিলেন কালিদাস্ত পুরাণাদির সম্বন্ধে তদ্ধপ করেন।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত ও তদীয় রাজ্যকালের বিবরণ সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমরা গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারদের কথা প্রমাণ আর এক বিষয়ের প্রসন্ধ করিতেছি তাহাতে বোধ হইবে বিক্রমাদিত্যের সময়ে হিন্দুজাতীয় লোকেরা আপুনারদের "আর্যাবর্ত" ভূমির বহির্ভাগে গমনাগমন করণে নিভান্ত বিরত ছিল

না আর তাহারদের মধ্যে গ্রীক ভাষাস্থালনের ও প্রথা চলিত হইয়াছিল, নিকল্লেরদ দামাদিনদের বচন প্রমাণ প্রেবো কহেন যে ভারতবর্ধ হইতে রাজদৃত নানাবিধ বিচিত্র জল্প উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া রোমরাজ* অপস্তদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ঐ দকল জল্প রোমনগরে পাওয়া যাইত না তাহার মধ্যে বাহ হীন অথচ চরণ দারা হত্তের ব্যাপার দম্পাদনে দমর্থ এক মন্ত্র্য় এবং দশ হস্ত দীর্ঘ এক অজাগর আর তিন হস্ত দীর্ঘ এক কচ্ছপ ছিল, দৃতেরা রোমরাজের দমীপে এক লিপিও উপস্থিত করে তাহা চর্মপত্রে গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়া পোরস নামক রাজার স্বাক্ষরিত ছিল, পোরস রাজা কে ? এবং কোন্ নগরেই বা রাজস্ব করিতেন ? ইহা এক্ষণে নির্ণয় করা স্কঠিন, ডানবিল নামা ক্রেঞ্চ গ্রন্থ করে নাম না হইয়া অগ্রগণ্য বাচক উপাধি মাত্র ছিল কেন না ঐ গ্রীকপত্রে স্বাক্ষরকারী রাজা কহিয়াছিলেন যে তিনি ছয়্মণত নৃপত্রির মধ্যে সার্বভৌম এবং প্রেধান হইলেও রোম রাজের সহিত মিত্রভা করিতে বিশেষ প্ররামী আর তাঁহার আদিষ্ট কর্ম করিতেও প্রস্তুত্ত আছেন।

ক্র ভারতবর্ষীয় সার্বভৌম উজ্জায়নীর রাজা থাকুন বা না থাকুন কিন্তু উজ্জায়নীর নাহাত্যের যথেষ্ট প্রমাণ আছে ক্র নগরীর উপরিস্থ যাম্যোত্তর রেথা পূর্বার্বধি হিন্দুরদের জ্যোতিয গণনায় প্রথম বলিয়া ধার্য হয় ইংরাজের। স্ক্র গণনা হারা নিরূপণ করিয়াছেন যে গ্রিনিচ হইতে তাহার পূর্ব দিশাস্তর ৭৫°৫১´০´ এবং জ্ক্ষাংশ ২৩°১১´১২´।প

[্]র বোম নগরে ভারতবর্ষ হইতে দূত থেরিত হয় একথ, রোম রাজ্যের পুরাবৃত্তের দ্বিতীয় থঙে উল্লেখিত হইয়াছে।

[†] বিভাকল্প দ্রুম/৫ম খণ্ড/১৮৪৭

প্যারীটাদ সম্পর্কে সে যুগের সমালোচকদের অভিমত

"...ইহৃদংসারে তাঁহার প্রধান গৌরব, প্রধান যশ—তাহার 'আলালের ঘরের তুলাল'। যথন বান্ধালা ভাষায় উপতাদের জন্ম হয় নাই,লোকে যগন সহজ কথায় সাধারনের ভাষায়, গভ লিখিতে শিখে নাই—প্যারীটাদ চুট্কি ফরে, সালারতের বোধগম্য ভাষায় 'আলালের ঘরের তুলাল' নামক উপতাপ রচনা করেন। ব'কিম-বাবু এখন যে স্বরে গাইভেছেন,—দেই স্বরের প্রথম জন্মলভি!—প্রারীটাল। তবে বিজিমবাবুর স্থর মাজিত, বিশদ,—শিশির-বিধৌত চম্পক্বং,—প্যারীটার্টের জর খনির তিমির গর্ভন্থ হীরক, পাঁশে ঢাকা আগুন। পাারীবারু সংস্কৃতী গঁলের স্রোত किরাইলেন,—দেইজন্ম বদভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। "রামারজিকা'— এথানি স্ত্রীলোকের পাঠ্য। • • তৎকৃত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত স্থপপাঠ।"। (বদ্বাদী | ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১২০০ শাল)

"প্যারীটাদ ও কালীপ্রদন্ন সিংহ বাঙ্গালা ভাষায় তরল সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। তাঁহার (প্যারীটাদের) 'আলালের ঘরের ত্লাল' এক দিকে দ্যিত রীতিনীতির উপর তীত্র বিজ্ঞপ, অন্তদিকে মহাযুল্য উপদেশে পূর্ব। 'আলালের বরের তুলাক' বানালা ভাষার প্রথম উপতাস। তিনি মতশান ও জাতি তেদ আক্ষণ করিয়া 'মদ থাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক এক স্কর পৃত্তিক। লেখেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্ম নীতি উপদেশ ও আদর্শ স্ত্রী জীবনী সম্বলিত 'রামা-রঞ্জিক।' নামক এক গ্রন্থ বাহির করেন।"

(मझीवनी | ১७ই षद्यशंष्य, ১२३० मान)

'বালালা ভাষার প্রথম উপ্যাস, আলালের ঘরের ছ্লাল, ইহার লেখনীসভূত। রামারঞ্জিকা, যৎকিঞ্চিৎ, অভেদী, অধ্যাত্মিকা, গীতাঙ্কুর, বামাতোষিণী, কৃষিপাঠ প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা, স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।"

(সময় | ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

''ভাঁহার লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এখনও সাদরে পঠিত হইরা থাকে। 'আলালের ঘরের তুলাল' বহুদিন তাঁহার যশ রক্ষা করিবে।"

(চারুবার্ডা | ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

'বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে 'আলালের ঘরের ত্লাল' একথানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।''

(এডুকেশন গেজেট | ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ দাল)

•

''···মাতৃ ভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্ম তিনি যে বিশেষ প্রায়াস পাইতেন—'আলা-লের ঘরের হুলাল' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত∙া'

(প্রভাতী | ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

.

ALLALER GHARER DULAL

Extract from the Introductory Essay in the English Translation of Kapa'lkundala' by H. A. D. Philips Esq.; c.s.

"The above remarks are merely general, and there exist of course bright and notable exceptions, among whom may be mentioned the names of Peary Chand Mittra (the father of Bengali novelists), Bunkim Chandra Chatterji, Ramesh Chandra Dutt, and Tarrak Nath Ganguli. The "Allaler Gharer Dulal" of the first-mentioned author may be called a truly indigenous novel, in which some of the reigning vices and follies of the time are held up to scorn and derision. A deep vein of moral earnestness runs through all the writings of Peary Chand Mittra and he takes the opportunity to interweave with the incidents of his story disquisitions of virtue and vice, truthfulness and deceit, charity and niggardliness, hypocrisy and straight forwardness. Not only general vices, such as drinking and debauchery, but particular customs, such as a Kulin marrying a dozen wives and living at their expense, are condemned in no measured terms. The book is written in a plain colloquial style, which, combined with a quiet humour, procured for it considerable degree of popularity. Towards the latter end of his life Peary Chand Mittra gave up novel writing and wrote several pamphlets on religious subjects and short memoirs of eminent men, of which the "Life of David Hare" (first written in English and then translated into Bengali) is best known.

শরিশিষ্ট ৬৬৫

Babu Peary Chand Mittra, who writes under the nom de plume of Tekchand Thakur, has produced the best novel in the language, Allaler Gharer Dulal, or "The spoilt Child of the House of Allal". He has had many imitators, and certainly stands high as a novelist. His story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language, for wit, spirit, and clever touches of nature.

He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.

The literature of a nation to be of any value must be a vigorous spontaneous growth, not a hot-house plant. Translations of Goody Children's Stories, of Histories of India, Dialogues on Agriculture, Robinson Crusoe and the like, though useful for school boys, do not form a national literature. No Tekchand Thakur appears yet to have arisen in Gujarat.—John Beams' Modern Aryan Languages of India.

We hail this book as the first novel in the Bengali language. Tekchand Thakur has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali literature.

Our author's quiet humour reminds us of Goldsmith, while his livelier passages bring to our recollections the treasures of Fielding's wit. With our whole heart, we wish success to the author of the first novel in the Bengali language.—
Calcutta Review, Vol. 31.

It was reserved to Tekchand Thakur to deal the first blow to this insufferable pedantry, and all honor to the man who did it.

Endowed as he was with strong common sense, as well as high culture, he saw no reason why this idol of unmixed diction should receive worship at his hands, and he set about writing Allaler Gharer Dulal in a spirit at which the Sanskritists stood aghast and shook their heads. Going to the opposite extreme in point of style, he vigorously excluded

from his works, except on very rare occasions, every word and phrase that had learned appearance. His own works suffered from the exclusion, but the movement was well-timed. In matter he scattered to the winds the time-honoured common places, and drew upon nature and life for his materials. His success was eminent and well deserved.— Calcutta Review. Volume 52.

Mada Khaoya Bara Daya Jat Thakar Ki Upaya.

We are right glad to meet Tekchand Thakur again so soon. He made his first appearance before the public as a novelist; and he comes now to us as a satirist, or, what Thackeray would call, a "humourist". Tekchand Thakur's satirical powers are of no mean order. What the poet says of Chesterfield is true of our Thakur.

"His well tempered satire, smoothly keen,

Steals through the soul, and without pain corrects." Unlike Dutch painters, he does not indulge in minute delineations, but finishes off his business by a few masterstrokes. The chief subject of the picnic sketched before us is Drunkenness, of which several species are racily described; while spicy anecdotes of first class Bengali drunkards are told with infinite drollery. Nor does the author display less skill in depicting the detestable hypocrisy of those Brahmans and heads of the dals, who, themselves devoted followers of Bacchus, sit in judgment over, and fulminate threats of excommunication against, the bold innovator in his country customs.—Calcutta Review, Vol. 32.

Ramaranjika.

I have to thank you very much for your kind gift of the Ramaranjika. It is a very fine little book which I have read with interest. It is the very short of thing to put into the hands of female pupils, the language having the rare excellency of being free from the bombastic on the one hand and vulgarity on the other, and the subjects being calculated to furnish the mind with useful information, and to impart a healthy impetus to its thinking powers. It has, in fact, all the characteristict of your chaste style, long experience, and familiar knowledge of the mental state of our community.

পরিশিষ্ট ' ৩৬৭

As remarked at the meeting of the Sub-Committee last week, some extracts from it (with your permission of course) may be advantageously taken for the Bengali entrance course of the University for our young men may also benefit by the reading of the book as well as our young women.

15th November, 1877.

(SI) K. M. FN LEGO 1.

Jat Kinchit, by TEK CHAND THAKUR.

This is a little Bengali work from the pen of the native gentleman to whom are already due those real and animated pictures of native social life which we have had in the Spoilt Child of the Family, and other similar publication. On this occasion the author aims at something higher than a mere description of the manners and customs, of his countrymen, or the acquisition and management of landed estates, or the impurities and anomalies of our Mofussil Courts. We know not how we can describe this volume better, than by saying that it is a short treatise, in ten chapters, relative to the existance and attributes of the Deity, the immortality of the soul and the existance of a future state, the laws of God's government, and the modes by which the Deity is to be worshipped sought, and found. The form of the story is as follows: -Two brothers, named Gyananda and Premananda, endowed with sound morality, and of pious, mild and devotional habits, proceeded by railway to visit several well known places, such as Bhagulpore, Monghyr, Bankipore or Patana, Allahabad and Agra. At each of these stations they remain some time, alighting at divers' houses and partaking of native hospitality. They gather round them a small band of curious or attentive listeners, and discuss unaffectedly and earnestly the vast and important subjects which we have alluded to above. The work is written in clear and forcible Bengali, ranging from the lowest conversational style to a diction not unworthy of the topics which the work discusses. While the duty of

prayer, the reward of good, the punishment of evil, and the necessity of faith in God are advocated, illustrations and morals are aptly drawn or pointed from incidents startling or familiar to Indian residents, such as death from a snake bite, destructive storms in the Ganges, and raging fires in the bazar.

We hail this little work as a sure sign of enquiry and rational progress. It brings home forcibly to the Bengalis the paramount duties of prayer, of earnestness, and of good works." It is written by one of themselves. And though it does allude to spirit-rapping as an evidence of a future state, and necessarily comes short of the great truth of Christ's atonement for sin which it required a Revelation to make known to man, the whole tone of the book is eminently healthy and sound. That Hindus, and Bengalis especially, possess several amiable and good qualities, is denied by none, even of those who greive the most over their inertness, corruption, and incapacity for truth. If native society could be only leavened with the principles of this little work, if those, who profess to lead native thought were not only acting thereon themselves, but were steadily seeking to impregnate the minds of their numerous relatives and dependants with such active doctrines, the Bengali might surpass other races of India in sterling virtues and in real earnestness, as much as he excels them in docility, in patience, in quickness of perception, and in aptitude for various kinds of intellectual work. But till this "far off divine event" shall happen, we can only commend the isolated reformer, who devotes his time and energies to the moral improvement of his fellows, while we lament either the utter apathy and indifference of the majority of his rich countrymen, or denounce and protest against that spurious sort of energy which expends itself in pretentious addresses, captions criticism, and general obstructiveness to reform and law. Meanwhile, we heartily commend this well-timed little work to Europeans who know Bengali, and to the educated portion of the native community.

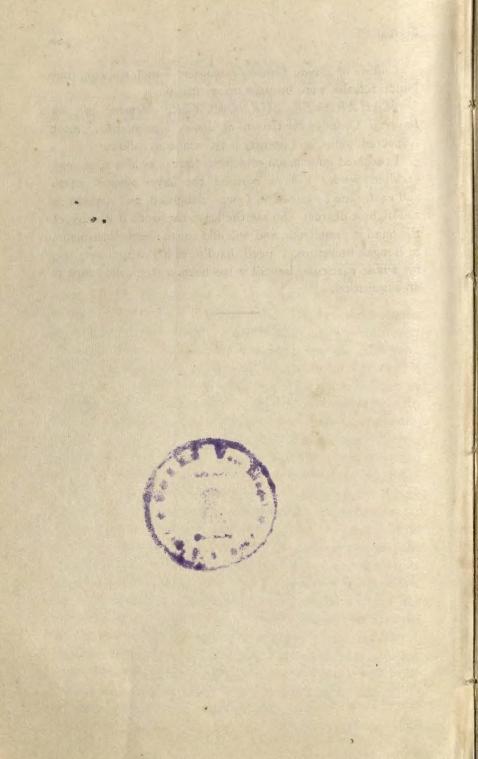
Friend of India for 1865.

পরিশিষ্ট

Culture of Hindu Females in Ancient Times, showing that Hindu females were brought up spiritually.

MAHARANEE SURNOMOYEE, Member of the Imperial Order of the Crown of India, Cossimbazar, a most respected, pious, and literary lady, writes as follows:—

I received your much esteemed letter, as also your very excellent work. I have perused the latter several times, and each time I perused it, I was delighted and amused in the highest degree. To say the least, the work is worthy of the hand it came from, and will add to the many ornaments of Bengali literature, I need hardly remark that to my sex, for whose particular benefit it has been written, the work is an acquisition.



ঃ আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি ভাল বই:
দেবকুমার বহু সম্পাদিত
বিল্ঞাসাগর রচনাবলী
(চার খণ্ডে সমাগু)
১ম, ২য়, ৩য় প্রতি খণ্ড ১২'০০ টাকা ৪র্থ খণ্ড ১৬'০০
ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাখ্যায়ের
বাংলা সাহিত্যে বিল্ঞাসাগর ১২'০০
ভিনিশ-বিশা ১০'০০

